শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত

[সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়, টীকা, কঠিন শব্দের
অর্থ, তাৎপর্য্য, ব্যাখ্যা সম্বলিত]
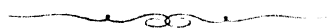
কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত,
গীতা, চণ্ডী প্রভৃতির সম্পাদক

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
পি, সি, মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স,
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

মূল্য ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা মাত্র।

ভূমিকা

দস্যু-জীবনে রত্নাকরের নাকি রামনাম উচ্চারণের ক্ষমতা ছিল না। শেষে "মরা মর" বলিয়া তিনি উদ্ধার-লাভ করিয়াছিলেন। যদি মহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করিলে অপরাধী হইতে না হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি আজ আমার অবস্থা ঠিক রত্নাকরেরই অনুরূপ। তাই প্রথমেই পুরাণের পুরাতন নজীরের দোহাই দিতেছি। কেননা, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-কথা আলোচনা করিবার অধিকার আমার আছে কি না, তাহাতে যথেষ্ট সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ—আপনার অক্ষমতায় হয় ত আমি বড়কে ছোট করিয়া ফেলিব, হয় ত তাহাতে প্রেমাবতারের পুণ্য-স্মৃতির অবমাননা হইবে, সুতরাং অধমের পাপের মাত্রাও বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী—শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব লীলা, আমাদের দর্পদম্ভের শ্লাঘাগর্ব্বের একমাত্র পরিচয়। তাঁহার নামকীর্ত্তন—আমাদের মূর্চ্ছাহত প্রাণের নবোত্থানের ভরসা। সেই ভরসায় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত আলোচনায় প্রয়াসী হইয়াছি।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের (১৪০৭ শকের) ফাল্গুন মাস। সে দিন পূর্ণিমা তিথি। রজত-শুভ্র গগন-প্রাঙ্গণে ষোল কলায় পূর্ণশশী আনমনে রূপের বাজার খুলিয়া বসিয়াছিল। বারি-কল্লোল-মুখরা গঙ্গার আকুল বক্ষে তারকা-বেষ্টিত চন্দ্রমণ্ডল প্রতিবিম্বিত; অনন্ত তরঙ্গ এক একটী প্রতিবিম্ব লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। আকাশ-কুঞ্জে চাঁদের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া চিরক্রূর রাহু সেই অমল-জ্যোতি নিশাপতিকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল। ঠিক এই গ্রহণের সময় দরিদ্র ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষীণ দীপরশ্মি সহসা উজ্জ্বল করিয়া চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, চৈতন্যদেব ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া চন্দ্রগ্রহণকালে ভূমিষ্ঠ হন। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয় দেখিয়া আকাশের কলঙ্কী চাঁদ বুঝি রাহুর কবলে মুখ লুকাইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা অমানুষিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। অবৈষ্ণবগণ হয় ত তাহা বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহার দেহের বর্ণ ছিল কাঁচা সোণার মত। তিনি অতি শৈশবে রোরুদ্যমান অবস্থায় হরিনাম শুনিলে হাসিয়া উঠিতেন, এইজন্য প্রতিবেশিনীগণ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—"গৌর হরি"। শচীদেবীর উপর্য্যুপরি আটটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়া যায়; আট মেয়ের পর এক ছেলে "বিশ্বরূপ", বিশ্বরূপের পর এই "গৌরহরি", তাই শচীদেবী ইঁহাকে 'নিমাই' বলিয়া ডাকিতেন। নবদ্বীপের নানাশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শিশুর নাম দিয়াছিলেন "বিশ্বম্ভর"। এই তিন নামেই বৈষ্ণবসমাজে তিনি পরিচিত। দীক্ষা-অন্তে গুরু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

অন্নপ্রাশনের সময় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে শিশুকে অনেক দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেওয়া হয়। চৈতন্যদেবকেও অনেক দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেই সমুদয় দ্রব্যের সঙ্গে একখানি শ্রীমদ্ভাগবতের পাণ্ডুলিপিও ছিল। গৌরাঙ্গদেব সকল জিনিস ছাড়িয়া সেই শ্রীমদ্ভাগবতখানি লইয়াই খেলা আরম্ভ করেন। শিশুর এই কার্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের দুরন্তপনা প্রকাশ পাইতে লাগিল। গোকুলের সেই-গোপকুমারের মত, শচীমাতার এই ক্ষুদ্র বালকটীর স্নেহের আবদার, [illegible] উৎপাত, অজস্র অত্যাচার অবিরত সহ্য করিয়া প্রতিবেশিগণ একদিকে রুষ্ট ও বিরক্ত, অপরদিকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইত। শ্রীচৈতন্যের বয়স যখন আট নয় বৎসর, তখন তাঁহার দৌরাত্ম্য আরও বাড়িতে লাগিল। জাহ্নবীর সৈকতপুলিনে কুমারীগণ যখন ফুল-বিল্বপত্রে ইষ্টপূজা করিতেন, চৈতন্য সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতেন—"ও কার পূজা করিতেছ? আমার পূজা কর।" শুধু ইহাই নহে—তিনি দেবোদ্দিষ্ট নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেন, ভোগের অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতেন। লোকে শচীদেবীর কাছে অভিযোগ করিত। তিনি সকলের কাছে—যুক্তকরে মার্জ্জনা চাহিতেন।

এইরূপে, বহু ঘটনার ভিতর দিয়া শ্রীচৈতন্যের চটুল শৈশব অতীত হইয়াছিল। জগন্নাথ মিশ্র যথাসময়ে পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে শ্রীচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হয়; অলোকসামান্য প্রতিভা-বলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই টোলের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র হইয়া উঠেন। এই সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। পুত্রের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া মিশ্রঠাকুর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। চৈতন্যের ছাত্রাবস্থায় মিশ্রঠাকুরের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর চৈতন্যের স্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়। মাতার মলিন মুখে নৈরাশ্যের আবিল অভিব্যঞ্জনা দেখিয়া চৈতন্যদেব গৃহধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। এই সময় বনমালী ঘটকের চেষ্টায় বল্লভাচার্য্যের সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। লক্ষ্মী চৈতন্যের শৈশব-সঙ্গিনী ছিলেন।

সংসারের অভাবতাড়নায় বাধ্য হইয়া চৈতন্য নিজের বাটীতেই এক চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অধ্যাপনার যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ছাত্রমণ্ডলী আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় লয়। মাতার ধর্ম্মনিষ্ঠায়, পত্নীর সেবাশুশ্রূষায় চৈতন্যের সাধের সংসারে বিষ্ণুলোক হইতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ ঝরিয়া পড়ে। স্বর্ণ-রৌপ্য-বস্ত্র [illegible] নিত্য-সমাগমে গৃহের অভাব অনটন ঘুচিয়া যায়। নিমাই পণ্ডিতের সংসার তখন কমলার সিন্দুর-চন্দনাঙ্কিত পাদপীঠ।

এই সময় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য সশিষ্যে দেশভ্রমণে যাত্রা করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু ঘটে।

পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ভক্তের ভক্তি-উপহার নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া চৈতন্যদেব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মাতৃকণ্ঠের মর্ম্মভেদী হাহাকার তাঁহাকে লক্ষ্মীদেবীর অকালমৃত্যুর কাহিনী জানাইয়া দিল। "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্"—মাতাকে এই কথা বুঝাইয়া চৈতন্য দ্বিগুণ উৎসাহে ছাত্রগণকে লইয়া শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। শচীদেবী সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত চৈতন্যের আবার বিবাহ দিলেন। নববধূর পুষ্পপেলব পবিত্র শোভায় চৈতন্যের আনন্দহীন আঁধার গৃহ আবার আশার কনক-দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্ত অপরিমেয় মাতৃস্নেহ, তদর্পিতপ্রাণা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর অযাচিত অমৃতময় প্রেম, স্থির-বিদ্যুৎ-দীপ্তি জ্যোতির্ম্ময় রূপ, সর্ব্বশাস্ত্র-বিবিক্ত জ্ঞানগরিমময়ী বিদ্যা, প্রার্থনাতিরিক্ত অতুল অগাধ ঐশ্বর্য্য—এই সকল পার্থিব প্রীতি-বেষ্টনীর মধ্যে অহরহ অবস্থান করিয়াও চৈতন্যের মনে শান্তি ছিল না। আনন্দের অসীম উৎসের সন্ধানে লালায়িত হইয়া দাবদগ্ধ কুরঙ্গের মত তিনি ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেন। সময়ে সময়ে তিনি ভাবাবেগে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন। চিত্তের এই বিপর্য্যয় অবস্থায়

[illegible]ের সহিত তিনি গয়াধামে গমন করিলেন। উদ্দেশ্য—পিতৃলোকের মঙ্গলাভিকামনায় বিষ্ণু[illegible] পিণ্ডদান করিবেন। গয়াক্ষেত্রে আসিয়াই তাঁহার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। [illegible] মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন—শত সহস্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর [illegible] ভক্তিভরে পূজা করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া চৈতন্যদেব আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলক জাগরিত হইয়া উঠিল। পৌনঃপুনিক জন্মবিজৃম্ভিত সংসারে তিনি এক অতীন্দ্রিয় সত্যের অনুভূতি লাভ করিলেন।

গয়াক্ষেত্রে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী বাস করিতেন। চৈতন্যদেব এই নিঃসঙ্গ বৈরাগীর কাছে দীক্ষিত হইলেন। দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে চৈতন্যের মনে হইল—এই জগৎ একটা বৃহৎ পরিহাস মাত্র। বাসনা-ব্যাধির বিভীষিকায় বিড়ম্বিত জীবের পক্ষে—আরাধনা-রূপি সার স্বর্গীয় বিভূতি—"হরের্নামৈব কেবলম্।" শিষ্যগণ বহুকষ্টে ভাবোন্মত্ত চৈতন্যকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সে সময়ে নবদ্বীপে একটী ছোটখাট বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ছিল। পরম ভক্ত শুক্লাম্বরের গৃহে শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ সন্ধ্যার পর একত্র হইতেন। একদিন সংকীর্ত্তনের সময় প্রেমাবেগে আত্মহারা গৌরচন্দ্র শুক্লাম্বরের গৃহে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলেন। এই অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ যুবার নয়নে দরবিগলিতধার অশ্রুরাশি, শরীরে শিহরণের রোমাঞ্চ, চরণে লীলায়িত নৃত্যভঙ্গী, উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত কম্পিত করপুটে মুষ্টিবদ্ধ কৃতাঞ্জলি, মুখে মুহুরুচ্চারিত কৃষ্ণনামের করুণ ধ্বনি—সে দিন সেই চির-উপেক্ষিত বৈষ্ণব-সভায় মহোৎসবের মহাপ্লাবন বহিয়া আনিয়াছিল।

এদিকে নবদ্বীপের নৈয়ায়িক পণ্ডিত নিমাই বিদ্যাগর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া সামান্য বৈষ্ণব-দলে মিশিয়াছেন শুনিয়া সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন। শাক্তগণ চৈতন্যের ভক্তি-[illegible]কে দৌর্ব্বল্য ভাবিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। অধ্যাপনা, ছাত্র, জননী, স্ত্রী—সকল ছাড়িয়া চৈতন্যদেব হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। প্রাতঃসন্ধ্যায় রীতিমত হরি-সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। ভক্তকণ্ঠের উন্মত্ত রোলে গ্রামবাসিগণ আর ঘুমাইতে পারে না। সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ রাজশাসনের বিভীষিকা দেখাইয়া বৈষ্ণবগণকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিকে শাক্তদলের ক্রূর জিঘাংসা, অন্যদিকে বৈষ্ণবগণের প্রশান্ত আত্মরক্ষা—নদীয়ায় রীতিমত বিপ্লব উপস্থিত হইল। এই সময় নদীয়ার বৈষ্ণব-সমাজের বলবৃদ্ধি করিবার জন্য, একচক্রা গ্রামের অবধূত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্যের [illegible] প্রেমের অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা, নিত্যানন্দের সৌম্যবদনে তপঃসঞ্চিত পুণ্যদীপ্তির [illegible] উভয়কে দেখিয়া উভয়ে আত্মবিস্মৃত হইলেন। হর্ষোচ্ছ্বাসে গগনভেদী হুঙ্কার ছাড়িয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলী নিতাই গৌরের জয় ঘোষণা করিল। [illegible] জয়োল্লাস বামাচারীর বিবশ বক্ষে বিষদিগ্ধ বজ্রশায়কের মত পতিত হইল। দুইটী বেগবতী তরঙ্গিণীর সম্মিলনকালে প্রচণ্ড তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে তটভূমি যেরূপ কাঁপিয়া উঠে এবং শেষে সেই স্রোতদ্বয় একত্র মিলিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া যায়, নিতাই গৌরের মিলনে নবদ্বীপের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইয়া উঠিল। ব্যাসপূজা উপলক্ষে নিতাই-গৌরের যুগলমিলন দেখিতে অদ্বৈতাচার্য্যও শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে পরিপূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজ প্রেমভক্তির মহিমা প্রচার আরম্ভ করিল।

চৈতন্যদেব বুঝিয়াছিলেন জপ তপ ধ্যান ধারণা সাধকের নিজেরই নিস্তারের উপায়, কিন্তু সঙ্কীর্তনে পরকেও উদ্ধার করিতে পারা যায়। তাই তিনি বিরাট বৈষ্ণব-বাহিনী লইয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইতেন। ভক্তগণ তাঁহাকে পুষ্পচন্দনে সাজাইয়া দিত। স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর শিরে ছত্র ধারণ করিতেন। "চতুর্দ্দশ মাদল" ও "আটাইশ করতাল" একসঙ্গে বাজিয়া উঠিত। তুরীভেরীর তুমুলধ্বনি তাঁহাদের শুভযাত্রা ঘোষণা করিত। সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া চৈতন্যদেব গান আরম্ভ করিতেন। ভক্তকণ্ঠের প্রেম-পদাবলী গমক মূর্চ্ছনায় আলাপে ঝঙ্কারে ছয়-রাগকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া মর্ত্ত্যের মাটিতে দেবতার আসন নামাইয়া আনিত। এই কীর্ত্তন বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ্। ভাবে, রূপে, রসে কীর্ত্তনের অনির্ব্বচনীয় প্রভাব। কীর্ত্তনের সুর, সবই যেন জীবন্ত। সে সুর কখনও বেহাগের উদাস ভাবে শ্রোতার প্রাণে আঘাত করিত, কখনও সিন্ধুর সুদীর্ঘ নিশ্বাসে বিরহের বিষম বেদনা জাগাইয়া তুলিত। খাম্বাজের প্রেম-চাতুরী, ঝিঁঝিটের গুপ্ত অভিমান, মল্লারের নিরাশ রোদন, সোহিনীর আত্মনিবেদন—কীর্ত্তনের প্রত্যেক ধূয়ায়—শতদলে ফুটিয়া উঠিত। যে পথ দিয়া গৌরাঙ্গসনাথ ভক্তের দল গমন করিতেন, সে পথ কদলীকাণ্ড, আম্রপল্লব ও দীপশ্রেণীতে সুসজ্জিত থাকিত। গৃহস্থের গৃহদ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইত। পুরনারীগণ মঙ্গল-শঙ্খে ওষ্ঠাধর সংযোজনা করিতেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় ব্যগ্র হইয়া থাকিত। কি অপরূপ দৃশ্য! অগ্রে অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস, পশ্চাতে শ্রীগৌরাঙ্গ ভুবনমোহনরূপে পথ আলো করিয়া চলিতেছেন! তাঁহার যুগল নয়নে গঙ্গোত্রীর পবিত্র ধারা, অরুণরাগরঞ্জিত চরণে মধুর মঞ্জীরধ্বনি! চতুর্দ্দিকের বিপুল জনতা তরঙ্গবিহীন সমুদ্রের মত স্থির। ভক্তবৃন্দের সমবেত কণ্ঠের ঘনঘন হরিনাম শুনিয়া বিপক্ষের বুক দুরুদুরু কম্পনে কাঁপিয়া উঠিত। অতিবড় পাষণ্ডের দেহেও রোমাঞ্চকর মৌন বিস্ময় প্রকাশ পাইত। বিধর্ম্মী শাসনকর্ত্তাও সম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতেন। কত জগাই-মাধাইয়ের আস্ফালন শান্ত সংযমে পরিণত হইত।

অল্পদিন পরেই শ্রীচৈতন্যের মনে আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যদিও তিনি গৃহস্থজীবনেই আসক্তিশূন্য বৈরাগী ছিলেন, তথাপি ভক্তবর্গকে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প জানাইলেন। সন্ন্যাস বিষয়-স্পৃহা হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ। পত্নীর অতলস্পর্শ প্রেম, মাতার অনন্ত মধুর উদার স্নেহ, আত্মীয়-স্বজনের অকপট মায়া-মমতা, বন্ধুবান্ধবের বিরহ-তাপ-খিন্ন বিষণ্ণ বদন—তাঁহার বজ্র অঙ্গীকার টলাইতে পারিল না। হৃদয়ের সমস্ত বল একত্র করিয়া অতুলনীয় গৃহসুখ তিনি ধূলিমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজের আশ্রয়-কল্পতরু অক্ষয় বট ভাঙ্গিয়া পড়িল। নবদ্বীপে হাহাকার উঠিল।

কাটোয়া নগরে গিয়া কেশব ভারতীর নিকটে তিনি সন্ন্যাস-ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ক্ষৌরকার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশ মুড়াইয়া দিল। তপ্তকাঞ্চন দেহে কৌষেয় বাস সন্ধ্যা-ধূসর গোধূলির মত শোভা পাইল। নবীন ব্রহ্মচারীর ধৃত-দণ্ড-কমণ্ডলু তপস্বি-মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকগণ কাঁদিয়া ফেলিল। শকাব্দা ১৪৩১ সালে (১৫০৯ খৃঃ) পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে চৈতন্যদেব সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন।

তরুণ তপস্বি-বেশে—গৌরাঙ্গ-দেব বহুদেশ ভ্রমণ করিলেন। সঙ্গে একমাত্র ভৃত্য গোবিন্দ দাস। ক্রমে ক্ষুদ্র লাঞ্ছিত অপমানিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সনাতন অঙ্গে নবরাগ মাখিয়া মানব-সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। চৈতন্যদেবের বিনয়, ভক্তি, প্রেম ও ত্যাগশীলতায় মুগ্ধ হইয়া দলে দলে লোক আসিয়া

তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। মধুর হরিনাম গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গাপ্রবাহের মত এক গ্রাম হইতে অন্যগ্রামে ভাবধারার পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া আপামর সাধারণকে নামসুধা বিলাইয়া প্রায় নয় মাস পরে মাঘ মাসের তৃতীয় দিবসে, চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার চক্ষে অশ্রুবাষ্পে পবিত্র ব্যাকুল দৃষ্টি, বক্ষে বাসনা-বিদ্ধ কৃষ্ণবিরহের অধৈর্য্য, মুখে পাগলের প্রলয় প্রলাপ, যাহাকে পথে দেখেন তাহাকেই কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—"আমার কৃষ্ণ কোথায়?" আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, স্খলিতপদে লক্ষ্যহীন মন্থরালস গতি, দেহে সাত্ত্বিক দশার শুষ্ক শিহরণ, অহরহ অনন্যমনে, কেবল কামনার ধন অন্বেষণ! সেই আত্ম-সমাহিত মহামনস্বী কোলাহল-চঞ্চল রাজপথের ধূলিরাশিতে সর্ব্বাঙ্গ লুটাইয়া, সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আমার কৃষ্ণ কোথায়?" ইহাই সাধকের একনিষ্ঠ আত্মবিস্মৃতি, ইহাই ইষ্টানুসন্ধানের আকুলতা, ইহাই অদর্শনের আক্ষেপ আর্ত্তনাদ—ইহাই রাধার প্রেমঋণের পরিশোধ। কবি গাহিয়াছিলেন—

রাধার প্রেমের ঋণ, শোধ যাবে সেদিন,
নবদ্বীপে যেদিন "গৌর" হবেন হরি,
সাধের গোলোক ত্যেজে, পথের কাঙাল সেজে,
ধূলায় প'ড়ে ঠাকুর দেবেন গড়াগড়ি।
শিব হবেন "অদ্বৈত," নারদ "শ্রীবাস"
স্বয়ং ব্রহ্মা হবেন ভক্ত "হরিদাস"
পিতা নন্দ "মিশ্র" রূপেতে প্রকাশ,
"শচীমাতা" হবেন যশোদা সুন্দরী।
"নিত্যানন্দ" হবেন দাদা বলরাম
"গদাধর" সুবল, "মুরারি" শ্রীদাম
ধরায় প্রচার হবে মধুর হরিনাম,
"বিষ্ণুপ্রিয়া" হবেন রাধা ব্রজেশ্বরী।

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মধুর মিলন,—সাধনা সিদ্ধির রাসায়নিক সংযোগ—সেই শ্রীচৈতন্য-দেব। স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তাভিমানী, মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধার ভাবকান্তি-সুবলিত শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে প্রেম-ভক্তির ভিত্তিতে সুদৃঢ় করিয়া আচণ্ডাল সর্ব্বজাতিকে ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ প্রেম-ভক্তি বিলাইয়া গিয়াছেন। কত শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে—শ্রীগৌরাঙ্গের সে প্রেম ভক্তি এখনও তেমনি রহিয়াছে। সোনার বাঙ্গালার সুধারস তাহাকে বিকৃত হইতে দেয় নাই। ভক্তের মর্ম্ম-মুকুরে এখনও তাহা "নব রে নব নিতুই নব!" তাঁহার বিরহ-মথিত হৃদয়ের অন্তঃপ্রবাহিত ভগবৎ-প্রেম, একদা বহু উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে মহাপাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার মধুর উপদেশে, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত মধুর হরিনাম শ্রবণে কত দস্যু, তস্কর, নাস্তিক, লম্পট মানুষের মহিমময় মহত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে! সেই কৃচ্ছ্রসাধন-কৃশ, বহির্বাস-পরিহিত, ধূলিধূসর, দণ্ডপাণি মূর্ত্তি দেখিয়া, কত ধনদর্পীর গর্ব্বোদ্ধত শির আপনা হইতে নত হইয়া পড়িয়াছে। সেই দীপ্তগৌরশ্রী নবীন তপস্বীর সেবাধিকার পাইবার জন্য কোটি কোটি মানব মহোৎসবের সমুজ্জ্বল সমারোহে তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছে।

চৈতন্যদেব শকাব্দা ১৪৩১ হইতে ১৪৩৭ পর্য্যন্ত—দেশ-ভ্রমণচ্ছলে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়া

ছিলেন। শেষে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া ভক্তমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই সময় ঠাকুর নিত্যানন্দ, অভিরাম দাস, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ চৈতন্য প্রভুর আদেশে পুরুষোত্তম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারকরূপে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রূপ, সনাতন প্রমুখ গোস্বামি-বর্গ পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া, লোককে গোপীভাবের উপাসনা শিখাইয়া, ব্রজমণ্ডলে গোবিন্দ-সেবা প্রচার করেন। গোস্বামিগণের চেষ্টায় শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠে।

১৪৫৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপ্রকট হন। কিন্তু বৈষ্ণব-লেখকগণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহার উল্লেখ করেন নাই। ভক্ত বৈষ্ণবের ধারণা মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের দারুময় মূর্ত্তিতে মিশিয়া গিয়াছেন। কাহারও কাহারও এমন ধারণা আছে যে গদাধরসেবিত শ্রীবিগ্রহের মধ্যে গৌরাঙ্গ-দেব এখনও বর্ত্তমান। আবার কেহ কেহ বলেন, একদিন নীলাচলের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে চৈতন্যদেব এক পথিককে জিজ্ঞাসা করেন—"কৃষ্ণ কোথায়?" পথিক তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া উপহাসচ্ছলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সমুদ্র দেখাইয়া বলে—"কৃষ্ণ ঐ জলে আছেন।" উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমিক শ্রীচৈতন্য তখনি সেই বীচি বিক্ষোভ-চঞ্চল মহাসিন্ধুর গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অন্তর্হিত হন।

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার ভক্তগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া তৎ-প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমে গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল কীর্ত্তন-রঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই সময় অনেক ভক্তই চৈতন্যচরিত-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর চরিত অবলম্বনে অনেকগুলি গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে "চৈতন্যমঙ্গল", "চৈতন্য-ভাগবত" ও "চৈতন্যচরিতামৃত" এই তিনখানি গ্রন্থ বৃহৎ ও বিখ্যাত। ইহার ভিতরে আবার "চৈতন্যচরিতামৃত"ই সমধিক উপাদেয়।

বাস্তবিক "চৈতন্যচরিতামৃত" বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্যনিধি; এই দিব্যোজ্জ্বল প্রামাণ্য গ্রন্থে ভক্তের সেবানিপুণ হস্তের অমিয়সরস স্পর্শে মহাপ্রভুর মহৎ চরিত্র, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত পড়িলে চারি শতাব্দীরও অধিক সময়ের বার্দ্ধক্যজীর্ণ সমাজের সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ গ্রন্থকে আমরা ইতিহাস বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারি। ইহা একদিকে যেমন—ধর্ম্মগ্রন্থ, অন্যদিকে তেমনি ভাব ও ভাষার পরিপুষ্টির সহায়। বঙ্গসাহিত্যে ইহার গৌরব অতুলনীয়।

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক, জাতীয় সাহিত্যের অকপট সুহৃদ্—শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই জ্ঞানগর্ভ বিরাট গ্রন্থের প্রচার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। কিন্তু পাঠক-সমাজে ইহার পরিচয় দিতে গিয়া আমি শুধু লণ্ঠন জ্বালিয়া সূর্য্যমণ্ডল দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। উপসংহারে আমার ভগ্ন কণ্ঠের কাতর প্রার্থনা—

"নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"

চুঁচুড়া
২৮।২।৪৮

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবনী

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রাম কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ি-পণ্ডিতগণের মতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ ইঁহার আবির্ভাব কাল। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ কবিরাজ এবং মাতার নাম সুনন্দা দেবী। ইঁহার একটী ভ্রাতা ছিল, তাঁহার নাম শ্যামদাস। ভগীরথ কবিরাজ মহাশয় জাতিগত ব্যবসায়ে যৎসামান্য উপার্জ্জন করিয়া কষ্টেসৃষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

যখন গোস্বামীর বয়স ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃদেব পরলোক গমন করেন এবং তাহার অনতিকাল পরে তাঁহার পূজনীয়া জননীও স্বর্গগতা হন। বাল্যে মাতাপিতৃহীন হইয়া উভয় ভ্রাতাকে পিতৃষ্বসার আশ্রয় লইতে হয়। শৈশবেই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্কল্প ছিল, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া জাতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, কিন্তু সাধু সজ্জনের সঙ্গলাভ হওয়ায় তিনি অর্থের পরিবর্ত্তে পরমার্থের বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হন।

অনন্তর তাঁহার যখন বয়স ষড়্‌বিংশতি, তখন তাঁহার পালয়িত্রী পিতৃষ্বসা স্বর্গারোহণ করায় তিনি তদীয় ত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাসের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিজে ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে তাঁহার প্রায় বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হয়।

এই সময় হইতে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অলৌকিক লীলা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে স্বয়ং ভগবান্ ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু যে ভগবানের অবতার, সে বিষয়ে গোস্বামী নিশ্চিত হন। এই বিষয় লইয়া তাঁহাদের কুলপুরোহিত গুণার্ণব মিশ্র ও কনিষ্ঠভ্রাতা শ্যামদাসের সহিত গোস্বামীর ঘোর বাদানুবাদ চলিত। সুতরাং একদিন রাত্রিকালে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশ পাইয়া পরদিন প্রত্যুষে তিনি সংসার-আশ্রম ত্যাগ করেন, এবং নানা দেশ ভ্রমণান্তর শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হন। এইস্থানে তিনি ভক্তচূড়ামণি রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব-ভক্তগণের সঙ্গলাভ করেন, এবং রঘুনাথ দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে ও পাঠে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়েন।

অতঃপর তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আদেশক্রমে গোবিন্দ-লীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, ভাগবতশাস্ত্রগূঢ়রহস্য, অদ্বৈতসূত্রের কড়চা, স্বরূপবর্ণন, বৃন্দাবন-ধ্যান, ছয় গোস্বামীর সংস্কৃত সূচক, চৌষট্টি দণ্ডনির্ণয়, প্রেমরত্নাবলী, বৈষ্ণবাষ্টক, রাগমালা, শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, রাগময় করণ, পাষণ্ডদলন, বৃন্দাবন-পরিক্রমা, রাগ-রত্নাবলী, শ্যামানন্দ-প্রকাশ, সার-সংগ্রহ ও সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি রচনা করিতে ইঁহার নয় বৎসর কাল অতীত হইয়াছিল। এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে দেখিয়া জীব গোস্বামী ঈর্ষ্যাবশতঃ ইহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈষ্ণবচূড়ামণি কবিকর্ণ-পুর বৃন্দাবনধামে আসিয়া জীব গোস্বামীর নিকটে এই গ্রন্থের প্রচার অনুমোদন করিবার জন্য সবিশেষ

প্রার্থনায় করিলে, শ্রীজীব পূর্ব্বসংকল্প ত্যাগ করতঃ গ্রন্থখানি প্রচারে মত প্রকাশ করেন এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে "কহে কৃষ্ণদাস" ইত্যাদি ভণিতা সংযুক্ত করিয়া দেন। পরে গ্রন্থখানি গৌড়ে প্রেরিত হইবার সময়ে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। সেই সংবাদে গোস্বামী ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে (১৫৩৭ শকের চান্দ্র আশ্বিনের শুক্লাদ্বাদশীতে) দেহ ত্যাগ করেন। ইনি যেরূপ জ্ঞানী, পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, সেইরূপ আচার, নিষ্ঠা, প্রেম ও ভগবদ্‌ভক্তিতে তৎকালে ইঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি ছিল না বলিলেই হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের নিকট ইঁহার জন্মভূমি ঝামটপুর পবিত্র তীর্থস্বরূপ। তথায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ, কাষ্ঠপাদুকা ও পূজার মন্দির আছে, এবং এ সকলের নিত্য পূজা হইয়া থাকে। ইঁহার পরমভক্ত শিষ্য মুকুন্দ দত্ত এই গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। তাহা এই স্থানে সযত্নে সুরক্ষিত আছে, কিন্তু ইঁহার স্বহস্তলিখিত মূল গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে বিরাজ করিতেছে। যতদিন ভারতে মহা-প্রভুর পূজা হইবে, ততদিন ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নাম লোকহৃদয়ে বিরাজ করিবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সূচী

আদিলীলা

মধ্যলীলা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পত্রাঙ্ক

অন্ত্যলীলা

বিষয়	পৃষ্ঠা

চিত্র-সূচী

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর

বর্ণানুক্রমিক সূচী

চিত্র-সূচী

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর

বর্ণানুক্রমিক সূচী

স

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদিলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্মদনগোপালং নমাম্যদ্বৈতজীবনম্।
স্বসেবকজনাভীষ্টপূরকং করুণানিধিম্॥
চৈতন্যরূপমখিলৈকগতিং গুরুং তম্,
গোপাঙ্গনাগণ-গভীরগুণাব্ধিময়ম্।
কাশ্মীরগৌরতনুরঞ্জিতসর্ব্বলোকম্,
কৃষ্ণং নমামি করুণাময়ভক্তবৃন্দম্॥

বন্দে গুরূনীশভক্তা-
নীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ
কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—গুরূন্, ঈশভক্তান্, ঈশাবতারকান্, তৎপ্রকাশান্, তচ্ছক্তীঃ, কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্ ঈশং চ বন্দে।

অনুবাদ।—আমি (দীক্ষাদাতা ও শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি শিক্ষাদাতা) গুরুবর্গকে, (শ্রীবাসাদি) ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে, (শ্রীঅদ্বৈতাদি) ঈশ্বরের অবতারগণকে, (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি) ঈশ্বরের প্রকাশ-মূর্ত্তিসমূহকে, (শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি) ঈশ্বরের শক্তিবর্গকে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি॥ ১॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ
চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ২

অন্বয়ঃ।—গৌড়োদয়ে সহোদিতৌ, পুষ্পবন্তৌ (সূর্য্যচন্দ্রৌ), চিত্রৌ (আশ্চর্য্যৌ), শন্দৌ (কল্যাণপ্রদৌ), তমোনুদৌ (অজ্ঞানান্ধকার-নাশকৌ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ বন্দে।

অনুবাদ।—আমি গৌড়দেশরূপ উদয়গিরিতে একই সময়ে উদিত আশ্চর্য্য সূর্য্যচন্দ্র তুল্য পরম মঙ্গলদাতা ও অজ্ঞানরূপ তমোনাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি॥ ২॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি
সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং
পরমিহ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—উপনিষদি যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম তদপি অস্য তনুভা (অঙ্গজ্যোতিঃ), আত্মান্তর্যামী যঃ পুরুষ ইতি সঃ অস্য অংশবিভবঃ, ইহ যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ ভগবান্, অয়ং সঃ স্বয়ম্, ইহ জগতি চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ পরং (ভিন্নং) পরতত্ত্বং ন।

অনুবাদ।—উপনিষদে যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তিনি এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অঙ্গকান্তি, (যোগশাস্ত্রে) যিনি জীবের অন্তর্য্যামি পুরুষ পরমাত্মা তিনি ইঁহার অংশ-বিভূতি, যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ তিনি স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অতএব এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে ভিন্ন আর পরতত্ত্ব নাই॥ ৩॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—চিরাৎ অনর্পিতচরীম্ (প্রাক্ অনর্পিতাম্) উন্নতোজ্জ্বলরসাম্ (উন্নতঃ বৰ্দ্ধিতঃ উজ্জ্বলরসঃ শৃঙ্গারাখ্যঃ মধুররসঃ যত্রতাম্) স্বভক্তিশ্রিয়ং (স্বকীয়ং প্রেম-সম্পদম্) সমর্পয়িতুং কলৌ করুণয়া অবতীর্ণঃ পুরট-(স্বর্ণ)-সুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ শচীনন্দনঃ হরিঃ বঃ (যুষ্মাকং) হৃদয়কন্দরে সদা স্ফুরতু।

অনুবাদ।—যাহা পূর্ব্বে কথনও কোন অবতার কর্ত্তৃক অর্পিত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল রস (অর্থাৎ শৃঙ্গার রস) দ্বারা পরিপুষ্ট স্বীয় ভক্তিরূপ সম্পত্তি সাধারণকে প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি সুবর্ণ-সদৃশ রমণীয় কান্তিযুক্ত, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়রূপ কন্দরে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউন ॥ ৪ ॥

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥৫

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ রাধা হ্লাদিনী-শক্তিঃ, অস্মাৎ তৌ একাত্মানৌ অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ (প্রাপ্তৌ), অধুনা চ তদ্দ্বয়ম্ ঐক্যম্ আপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং চৈতন্যাখ্যং প্রকটং কৃষ্ণস্বরূপং নৌমি।

অনুবাদ।—কৃষ্ণ-প্রেমের বিলাসরূপা হ্লাদিনী-শক্তিই শ্রীরাধা, এই হেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইলেও অনাদিকাল হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে পৃথক্ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। [শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, যেন প্রেমের একটি অনন্ত সমুদ্র। তাহাতে আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সেই প্রেমসমুদ্র স্থির নির্ব্বিকার হইত। কিন্তু আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা-রূপ বায়ুপ্রবাহে সেই প্রেমসমুদ্র বিকারযুক্ত অর্থাৎ তরঙ্গযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রেমসমুদ্রের এই বিকার বা তরঙ্গই শ্রীরাধা। প্রেমময় প্রেমাস্বাদ-নের আকাঙ্ক্ষা হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা রূপ পৃথক্ দেহ প্রাপ্ত হইলেন]। সম্প্রতি (কলিযুগে) সেই দুই (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধার ভাবকান্তিযুক্ত শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন; সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং
বেতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি
শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা বা কীদৃশঃ, যেন (প্রণয়মহিম্না) অনয়া (রাধয়া) এব আস্বাদ্যঃ মদীয়ঃ অদ্ভুতমধুরিমা বা কীদৃশঃ, মদনুভবতঃ অস্যাঃ (রাধায়াঃ) সৌখ্যং বা কীদৃশম্, ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ (রাধাভাবযুক্তঃ) সন্ হরীন্দুঃ শচীগর্ভ-সিন্ধৌ সমজনি (সঞ্জাতঃ)।

অনুবাদ।—শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, তাঁহার সেই প্রেমের মহিমা কি প্রকার, সেই প্রেমদ্বারা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আস্বাদিত আমার সেই মাধুর্য্যই বা কি প্রকার, এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধার যে সুখ হয় সেই সুখই বা কিরূপ—এই তিন বিষয়ে অতিশয় লোভহেতু শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্রে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদ-শায়ী, পয়োব্ধিশায়ী শেষঃ (এতে) যস্য অংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ মম শরণম্ অস্তু।

অনুবাদ।—পরব্যোমে চতুর্ব্যূহ-মধ্যস্থিত সঙ্কর্ষণ কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির অন্তর্যামী প্রথম পুরুষ (মহাবিষ্ণু), গর্ভোদকশায়ী ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষ (সহস্রশীর্ষা বিরাট), ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী তৃতীয় পুরুষ (চতুর্ভুজ বিষ্ণু), এবং অনন্তদেব—ইঁহারা যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দনামক বলরাম আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—যস্য মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণাখ্যং রূপম্ উদ্ভাতি তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।

অনুবাদ।—মায়াতীত সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ চতুর্ব্যূহ-মধ্যে অর্থাৎ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিব্যূহের মধ্যে) সঙ্কর্ষণ নামক যাঁহার রূপ প্রকাশিত আছেন, সেই নিত্যানন্দনামক বলরামের শরণাগত হইলাম ॥ ৮ ॥

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—মায়াভর্ত্তা অজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ (অজাণ্ডসংঘস্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহস্য আশ্রয়ঃ অঙ্গং যস্য) আদিদেবঃ শ্রীপুমান্ যস্য সাক্ষাৎ একাংশঃ কারণাম্ভোধিমধ্যে শেতে তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।

অনুবাদ।—যিনি সাক্ষাৎ মায়াধীশ (অর্থাৎ মায়ার প্রতি কেবল ঈক্ষণকর্ত্তা) যাঁহার অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়স্বরূপ সেই কারণার্ণবশায়ী আদিপুরুষ মহাবিষ্ণু যাঁহার মুখ্য অংশ, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণাগত হইলাম ॥ ৯ ॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ব্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—লোকসংঘাতনালং (লোকসমূহস্য আশ্রয়স্থানং) যন্নাভ্যব্জং লোকস্রষ্টুঃ ধাতুঃ সূতিকাধাম (জন্মস্থানং) (স) শ্রীল-গর্ব্ভোদশায়ী যস্য অংশাংশঃ তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।

অনুবাদ।—যাঁহার নাভিপদ্ম লোকসমষ্টির আশ্রয় এবং পিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থান, সেই গর্ভোদশায়ী বিরাট-পুরুষ যাঁহার অংশের অংশ সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের আমি শরণাগত হইলাম ॥ ১০ ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যস্য অংশাংশাংশঃ অখিলানাং পরাত্মা (অন্তর্য্যামী পরমাত্মা) পোষ্টা (পালয়িতা) দুগ্ধাব্ধিশায়ী (ক্ষীরসমুদ্রে শয়নকারী) বিষ্ণুর্ভাতি, ক্ষৌণীভর্ত্তা সঃ অপি অনন্তঃ যৎকলা (যস্য অংশঃ) তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।

অনুবাদ।—নিখিল জীবের অন্তর্য্যামী ও পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশাংশের অংশ এবং পৃথিবীর ভর্ত্তা অনন্তদেব যাঁহার কলা, সেই নিত্যানন্দনামক বলরামের শরণাগত হইলাম ॥ ১১ ॥

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—জগৎকর্ত্তা যঃ মহাবিষ্ণুঃ মায়য়া অদঃ (বিশ্বং) সৃজতি, অয়ম্ অদ্বৈতাচার্য্যঃ ঈশ্বরঃ তস্য এব অবতারঃ।

অনুবাদ।—যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর তাঁহারই অবতার ॥ ১২ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতা-
দাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশন্ত-
মদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—হরিণা অদ্বৈতাৎ (অভিন্নত্বাৎ) অদ্বৈতং ভক্তিশংসনাৎ (ভক্ত্যুপদেশদানাৎ) আচার্য্যং, ভক্তাবতারম্ ঈশং তম্ অদ্বৈতাচার্য্যম্ আশ্রয়ে।

অনুবাদ।—যিনি হরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সহিত দ্বৈতভাব না থাকাতে (অর্থাৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন বলিয়া) অদ্বৈত এবং ভক্তির উপদেশ প্রদান করেন বলিয়া আচার্য্য সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করি ॥ ১৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং
ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং
নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—ভক্তরূপস্বরূপকং, ভক্তাবতারং, ভক্তাখ্যং ভক্তশক্তিকং পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং নমামি।

অনুবাদ।—যিনি প্রথম ভক্তরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ, দ্বিতীয় ভক্তস্বরূপ অর্থাৎ নিত্যানন্দরূপ, তৃতীয় ভক্তাবতাররূপ অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যরূপ, চতুর্থ ভক্তাখ্যরূপ অর্থাৎ শ্রীবাসাদিরূপ

এবং পঞ্চম ভক্তশক্তিরূপ অর্থাৎ শ্রীগদাধরাদিরূপ সেই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গো-
র্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ
রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—পঙ্গোঃ মন্দমতেঃ মম গতী মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ সুরতৌ (কৃপাবন্তৌ) রাধামদন-মোহনৌ জয়তাম্।

অনুবাদ।—যাঁহারা আমার ন্যায় পঙ্গু (অর্থাৎ গতিশক্তিহীন অতএব জ্ঞানাদিসাধনে অসমর্থ এইরূপ) মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির গতি, এবং যাঁহাদিগের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব, সেই পরমদয়ালু শ্রীরাধা ও শ্রীমদনমোহন দেব জয়যুক্ত হউন ॥ ১৫ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—দীব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্না-গারসিংহাসনস্থৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ (প্রিয়তমাভিঃ সখীভিঃ) সেব্যমানৌ শ্রীমদ্রাধা-শ্রীল-গোবিন্দ-দেবৌ স্মরামি।

অনুবাদ।—পরম শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের মূলে সুন্দর রত্নময় মন্দিরমধ্যস্থ রত্ন-সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট এবং পরমপ্রিয়তমা সখীগণকর্ত্তৃক সেবিত শ্রীরাধিকা ও শ্রীগোবিন্দ-দেবকে আমি স্মরণ করি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমান্রাসরসারম্ভী
বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী-
র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—বংশীবটতটস্থিতঃ, বেণুস্বনৈঃ গোপীঃ কর্ষন্ রাসরসারম্ভী শ্রীমান্ গোপীনাথঃ নঃ (অস্মাকম্) শ্রিয়ে অস্তু।

অনুবাদ।—যিনি বেণুধ্বনিদ্বারা সুন্দরী গোপীদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ রাসরসের প্রবর্ত্তক, বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত গোপীনাথ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ! (১)
এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে (২)
করিয়াছেন আত্মসাথ (৩)।
এ তিনের চরণ বন্দো (৪) তিন
মোর নাথ ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তু-নির্দ্দেশ, (৫) আশীর্ব্বাদ আর নমস্কার ॥
আদি দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার।
সামান্য-বিশেষরূপে দুইত প্রকার ॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্য-অবতার-কারণ(৬)।
পঞ্চ-ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥
আর দুই শ্লোকেতে অদ্বৈত তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥

(১) প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে স্থলে টীকাকারগণ পরবর্ত্তী পয়ারের এই তিন ঠাকুর অর্থে গ্রন্থকার-সেবিত মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ ধরিয়াছেন।

(২) গৌড়িয়াকে—গৌড়দেশবাসী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণকে।

(৩) আত্মসাথ—নিজত্বে অঙ্গীকার অর্থাৎ আপনার বলিয়া সেবাকার্য্যে গ্রহণ।

(৪) বন্দো—বন্দনা করি।

(৫) বস্তুনির্দ্দেশ—গ্রন্থে বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ।

(৬) বাহ্যাবতার-কারণ—অর্থাৎ জীবকে নাম ও প্রেমদান।

এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি এক মন।
চৈতন্য-কৃষ্ণের (১) শাস্ত্রমত নিরূপণ॥
কৃষ্ণ (২) গুরুদ্বয় (৩) ভক্ত অবতার প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ॥

তথাহি।

বন্দে গুরূনীশভক্তানিত্যাদি॥

(মূল, অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁ সবার আগে করি চরণ বন্দন॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
ইঁহা সবার পদ আগে করি নমস্কার (৪)॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস (৫) প্রধান।
তাঁ সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ-অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো, মুঞি যার দাস॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ সবার চরণে করোঁ সহস্র প্রণতি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥
সাবরণে (৬) মহাপ্রভুকে করি নমস্কার।
এই ছয় তিহোঁ যৈছে করিয়ে বিচার (৭)॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে তাঁরে তাঁহারি প্রকাশ (৮)॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে

প্রকাশস্তু ন ভেদেষু
গণ্যতে স হি ন পৃথক্। ১৮

অন্বয়ঃ।—প্রকাশঃ ভেদেষু ন গণ্যতে হি (যতঃ) সঃ ন পৃথক্ (স্বরূপতঃ ভিন্নঃ)।

অনুবাদ।—প্রকাশকে স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া গণনা করা হয় না, কারণ প্রকাশ স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে [অর্থাৎ যে যাহার প্রকাশ সে তাহার স্বরূপ; গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ সুতরাং তাঁহার প্রকাশ মূর্ত্তি]॥ ১৮॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৭।২২

আচার্য্যং মাং বিজানীয়া-
ন্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত
সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্] আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ, কর্হিচিৎ ন অবমন্যেত, মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা ন অসূয়েত, গুরুঃ সর্ব্বদেবময়ঃ।

(১) অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শাস্ত্রমতে নির্ণয়।

(২) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে, গুরুতত্ত্বরূপে শক্তি-তত্ত্বরূপে, এবং প্রকাশতত্ত্বরূপে বিলাস অর্থাৎ লীলা করিয়া থাকেন।

(৩) গুরুদ্বয়—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু।

(৪) আমি ইঁহাদের চরণস্পর্শের অযোগ্য, এই নিমিত্ত চরণের অগ্রে নমস্কার করি।

(৫) শ্রীবাস (পূর্ব্বলীলার নারদ) ভগবানের প্রধান ভক্ত, গৌর-ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে শ্রীবাস সকলের শ্রেষ্ঠ।

(৬) সাবরণে—আবরণের সহিত অর্থাৎ পার্ষদগণের সহিত।

(৭) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও তিনিই যে উক্ত ছয়রূপে বিলাস করেন তাহার বিচার করিতেছি।

(৮) যদ্যপি আমার গুরু (গ্রন্থকারের দীক্ষা-গুরু) নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর সেবকরূপে গণ্য হইতেছেন, তথাপি তিনি আমার গুরু, এবং গুরুতেই যখন ভগবানের প্রকাশ দেখা যায়, তখন আমি নিত্যানন্দ প্রভুকে মহাপ্রভুর প্রকাশ বলিয়াই জ্ঞান করিব।

অনুবাদ।—[ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব !] আচার্য্যকে (গুরুদেবকে) আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে, কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না এবং মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার গুণে দোষারোপ করিবে না ; যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময় ॥ ১৯ ॥

শিক্ষাগুরুকে জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ (১) এই দুই রূপ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।২৯।৬

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং] হে ঈশ, কৃতং স্মরন্তঃ ঋদ্ধমুদঃ (অতীব আনন্দযুক্তাঃ) কবয়ঃ (জ্ঞানিনঃ) ব্রহ্মায়ুষাপি তব অপচিতিং (আনৃণ্যং) নৈব উপযন্তি (লভন্তে) যঃ অন্তর্বহিঃ আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা (বহিরাচার্য্যবপুষা অর্থাৎ গুরুরূপেণ অন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপেণ) তনুভৃতাম্ (দেহিনাম্) অশুভং বিধুন্বন্ (নিরস্যন্) স্বগতিং ব্যনক্তি (স্বরূপং প্রকাশয়তি)।

অনুবাদ।—হে ঈশ ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারা আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিয়াই পরমানন্দে বিভোর হয়েন। (উপকার এই) আপনি বাহিরে গুরুরূপে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে সংপ্রবৃত্তি দ্বারা দেহধারিগণের বিষয়বাসনা দূর করিয়া নিজরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ ১০।১০

তেষাং সততযুক্তানাং
ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং
যেন মামুপযান্তি তে ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—[অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যং] সততযুক্তানাং (সর্ব্বদা ময়ি আসক্তচিত্তানাম্) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিরূপমুপায়ং) দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি (লভন্তে)।

অনুবাদ।—আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ (উপায়) প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥

যথা ব্রহ্মাণে ভগবান্
স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।

(ভগবান্ ব্রহ্মাকে স্বয়ং উপদেশ প্রদান করিয়া যেমন অনুভব করাইয়াছিলেন)।

তথাহি
শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩০-৩১

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২২
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যম্] পরমগুহ্যং বিজ্ঞানসমন্বিতম্ (অনুভবযুক্তং) যৎ মে জ্ঞানং ময়া গদিতং গৃহাণ সরহস্যং (অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি-সমন্বিতং) তদঙ্গঞ্চ (অর্থাৎ জ্ঞানস্য সহায়ং সাধনং বা) গৃহাণ। অহং যাবান্ (স্বরূপতঃ যাদৃশঃ) যথাভাবঃ (যল্লক্ষণযুক্তঃ) যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং মদনুগ্রহাৎ তে অস্তু।

অনুবাদ।—(ভগবান্ কহিলেন) "হে ব্রহ্মন্ ! পরম গোপনীয় এবং অনুভবযুক্ত মদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং রহস্যযুক্ত অর্থাৎ প্রেমভক্তি-সমন্বিত প্রেম-ভক্তির শ্রবণাদি সাধন তোমাকে বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। আমার যে স্বরূপ, আমার যে লক্ষণ, আমার শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজাদি যে রূপ, আমার ভক্ত-বাৎসল্যাদি যে গুণ, আমার সেই লীলাদি যে কর্ম্ম, আমার অনুগ্রহে এই সকল বিষয় সর্ব্বপ্রকারে তোমার বোধগম্য হউক ॥ ২২-২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩২

অহমেবাসমেবাগ্রে
নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ
যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অহম্ এব অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্) আসম্ অন্যৎ যৎ সদসৎপরং (সৎ স্থূলম্ অসৎ সূক্ষ্মং

(১) শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে ঐ বিষয়ে অনুভব করাইয়া দেন। সুতরাং তিনি উক্ত দুইরূপে শিক্ষাগুরু হইয়া থাকেন।

পরং তয়োঃ কারণম্ অর্থাৎ প্রকৃতিঃ) ন আসীৎ ইতি শেষঃ ; পশ্চাৎ (সৃষ্টেঃ পরম্) অহম্ এতচ্চ যৎ যঃ 'প্রলয়ে' অবশিষ্যেত সঃ অহম্ অস্মি।

অনুবাদ।—আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলাম, স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং ঐ স্থূল-সূক্ষ্মের কারণস্বরূপ প্রকৃতি বা অন্য কিছুই ছিল না ; আবার সৃষ্টির পরেও আমি আছি, এই যে বর্ত্তমান বিশ্ব, তাহাও আমি, আর প্রলয়কালে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি [ইহাদ্বারা ভগবান্ জানাইলেন যে তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত এবং তিনি অদ্বিতীয়, এই হেতু তিনি পরিপূর্ণ] ॥ ২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৩

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত
ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং
যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—অর্থম্ (পরমার্থভূতং মাং) ঋতে যৎ প্রতীয়েত আত্মনি (মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ) চ ন প্রতীয়েত তৎ আত্মনঃ (মম) মায়াং বিদ্যাৎ যথা আভাসঃ যথা তমঃ।

অনুবাদ।—পরমার্থভূত আমার প্রতীতি ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি হয়, এবং আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহার স্বতঃ প্রতীতি হয় না, তাহাকে আমার মায়া বলিয়া জানিবে। [এই মায়া জীবমায়া ও গুণমায়া ভেদে দ্বিবিধা। আভাস (প্রতিবিম্ব, ছায়া) স্থানীয়া মায়ার নাম জীবমায়া, এবং অন্ধকারস্থানীয়া মায়ার নাম গুণ-মায়া। জ্যোতির্বিম্বের বাহিরেই প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, অথচ জ্যোতির্বিম্ব ভিন্ন উহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ জীবমায়া আমার বাহিরেই প্রকাশ পায় এবং আমা ব্যতীত তাহার প্রতীতির অভাব হয়। আমার জ্যোতিঃ অর্থাৎ আলোক না থাকিলেই অন্ধকার হয়, কিন্তু জ্যোতির্বিশিষ্ট চক্ষু দ্বারাই ঐ অন্ধকারের বোধ জন্মে, সেইরূপ গুণমায়া আমা হইতে অন্যত্র প্রতীত হইলেও, আপনা হইতে ইহার প্রতীতি না জন্মিয়া আমার অবলম্বনেই ইহার প্রতীতি হয় ॥ ২৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৪

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—[অথ তত্রৈব প্রেম্নঃ রহস্যত্বং বোধয়তি] যথা মহান্তি ভূতানি (ক্ষিত্যপ্তেজোমরু-ব্যোমানি) উচ্চাবচেষু ভূতেষু (সর্ব্ববিধেষু প্রাণিষু) অপ্রবিষ্টানি (বহিঃস্থিতানি) অনুপ্রবিষ্টানি (অন্তঃস্থিতানি), অহম্ তথা ন তেষু (অর্থাৎ অহং প্রণতজনানাং হৃদয়েষু মনোবৃত্তিরূপেণ, বহিরিন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপেণ তিষ্ঠামি)।

অনুবাদ।—যেমন মহাভূত সকল (ক্ষিতি, জল, বায়ু, ব্যোম, বহ্নি) সর্ব্ববিধ প্রাণীর বাহিরে ও ভিতরে অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও (লোকাতীত ধামে অবস্থান করিলেও) সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া অন্তরে (মনোবৃত্তিতে) ও বাহিরে (ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে) প্রকাশিত হই ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৫

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং
তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ
স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—[অথ ক্রম প্রাপ্তরহস্যপর্যাস্তং সাধকত্বাৎ রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গমুপদিশতি] আত্মনঃ (মম ভগবতঃ) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা) এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং (শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ং) যৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ (বিধিনিষেধাভ্যাম্) সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্যাৎ ইতি উপপদ্যতে।

অনুবাদ।—যাঁহারা ভগবানের যাথার্থ্য (তত্ত্ব) জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিধি ও নিষেধ দ্বারা সকলকালে ও সকলস্থানে যাহা অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে উপপন্ন হয়, তাহাই শ্রীগুরুর নিকট শিক্ষা করিবেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গলস্য শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ১মঃ শ্লোকঃ

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—চিন্তামণিঃ জয়তি, সোমগিরিঃ মে গুরুঃ জয়তি। জয়শ্রীঃ যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে স শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ ভগবান শিক্ষাগুরুশ্চ জয়তি।

অনুবাদ।—(আশ্রয়মাত্র সর্ব্বাভীষ্টপূরক চিন্তা-মণিস্বরূপ) আমার দীক্ষাগুরু সোমগিরি এবং চিন্তামণিনাম্নী বেশ্যা (যিনি আমার শিক্ষাগুরু,

যাঁহার বাক্য দ্বারায় শ্রীভগবানে আমার 'অনুরাগ জাত হইয়াছিল) তাঁহারা জয়যুক্ত হউন এবং যাঁহার পদকল্পতরুর নখাগ্ররূপ-পল্লব-শেখরে জয়শ্রী (অর্থাৎ শ্রীরাধিকা) লীলাবশতঃ স্বয়ম্বর-সুখ (অর্থাৎ শৃঙ্গার রস) আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই ময়ূরপুচ্ছরূপ শিরোভূষণ-ভূষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। [সাধক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রথম বয়সে চিন্তামণিনাম্নী বেশ্যাতে এত আসক্ত ছিলেন যে পিতৃশ্রাদ্ধ-দিবসে ভীষণ দুর্য্যোগে ভাসমান শবের সাহায্যে নদী পার হইয়া এবং প্রাচীরগাত্রে লম্বমান সর্প অবলম্বনে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি ঐ বেশ্যার নিকটে উপস্থিত হন। তখন চিন্তামণি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া শেষে উপদেশস্বরূপে বলে যে ঐরূপ আসক্তি যদি তাঁহার শ্রীভগবানের উপর থাকিত তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত শান্তিলাভ করিতেন। এই কথায় বিল্বমঙ্গলের চৈতন্য হইল। তিনি তখন সংসার ত্যাগ করিলেন এবং শেষে সোমগিরি নামক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন] ॥ ২৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৬

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[নবতিগম্ভীরার্থং চতুঃশ্লোকীভাগবতমিদং কথং ময়া অবগন্তুং শক্যং বিবদমানানাং মত-বৈবিধ্যাদিতাত আহ]—সমাধিনা এতন্মতং 'মদীয়ং' সমাতিষ্ঠ (সম্যগনুতিষ্ঠ) পরমেণ (চিত্তৈকাগ্র্যেণ বিমুগ্ধেত্যর্থঃ) ভবান্ কল্পবিকল্পেষু (মহাকল্পানুকল্পেষু) কর্হিচিৎ ন বিমুহ্যতি।

অনুবাদ।—[অতএব হে ব্রহ্মন্]! তুমি একাগ্রচিত্তে আমার এই উপদেশ মত কার্য্য কর, তাহা হইলে কি মহাকল্পে কি অনুকল্পে কখনই মুগ্ধ হইবে না॥ ২৯ ॥

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে (১)
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে (২)॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২৬।২৬

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য
সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি
মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—[উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্] ততঃ বুদ্ধিমান্ দুঃসঙ্গম্ উৎসৃজ্য (পরিত্যজ্য) সৎসু সজ্জেত, সন্ত এবাস্য মনোব্যাসঙ্গম্ ভক্তি-বিঘাতিনীং বাসনাম্, উক্তিভিঃ (ভক্তিবিষয়-কৈরুপদেশৈঃ) ছিন্দন্তি।

অনুবাদ।—অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবেন, যেহেতু সাধুগণই মনের ভক্তিপ্রতিবন্ধকরী বাসনাকে সদুপদেশদ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন॥ ৩০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৫।২২

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—[দেবহূতিং প্রতি শ্রীকপিলদেব-বাক্যম্] মম বীর্য্যসংবিদঃ (মাহাত্ম্যপ্রকাশিকাঃ) হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ সতাং প্রসঙ্গাৎ ভবন্তি। তজ্জোষণাৎ (তাসাং সেবনাৎ) অপবর্গবর্ত্মনি (অবিদ্যানিবৃত্তিকারিণি হরৌ) আশু শ্রদ্ধা রতিঃ ভক্তিঃ অনুক্রমিষ্যতি (ক্রমেণ ভবিষ্যতি)।

অনুবাদ।—[কপিলদেব কহিলেন, মা!] সাধুগণের সহিত মিলন হইলে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, ঐ সকল পবিত্র চরিতকথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি-স্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা, রতি এবং প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৩১ ॥

ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥ (৩)

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ অন্তর্য্যামী গুরুরূপে সাধারণ জীবের চক্ষুর গোচর হন না, সেই জন্য তিনি মহান্তস্বরূপে শিক্ষাগুরু হন, ইহাও সাধুদের নিয়ম, যেহেতু শুদ্ধচিত্ত ভক্তিনিষ্ঠ জীবে অন্তর্য্যামিরূপেও শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়া থাকেন।

(২) মহান্তস্বরূপে—ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে।

(৩) শ্রীভগবান ভক্তের হৃদয়ে সতত অবস্থান করেন বলিয়া, আধার ও আধেয়ের একত্ব হেতু ভক্ত ভগবৎস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৯।৪।৬৮

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং
সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি
নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—[দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্] সাধবঃ মহ্যং হৃদয়ম্ অহন্তু সাধূনাং হৃদয়ম্। তে মদন্যৎ ন জানন্তি অহং তেভ্যঃ মনাক্ অপি (কিঞ্চিন্মাত্রমপি) ন জানে।

অনুবাদ।—[শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে কহিলেন]—সাধুগণ আমার হৃদয় অর্থাৎ প্রাণতুল্য প্রিয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়, তাঁহারা আমা ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না এবং আমিও তাঁহাদিগকে ভিন্ন জানি না ॥ ৩২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১৩।৮

ভবদ্বিধা ভাগবতা-
স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি
স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—[বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যম্]—হে প্রভো, স্বয়ং তীর্থীভূতাঃ (তীর্থস্বরূপাঃ) ভবদ্বিধাঃ ভাগবতাঃ (ভগবদ্ভক্তাঃ) স্বান্তস্থেন গদাভৃতা (হৃদয়স্থিতেন নারায়ণেন) তীর্থানি তীর্থীকুর্ব্বন্তি।

অনুবাদ।—[বিদুরকে যুধিষ্ঠির কহিলেন]—হে প্রভো! আপনার সদৃশ তীর্থস্বরূপ ভাগবত জন (যাঁহাদের তীর্থপর্য্যটনে কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহারা তীর্থসকল পাপীদিগের সংস্পর্শে মলিন হইলে তীর্থে গমন করিয়া) হৃদয়স্থ গদাধর ভগবানের দ্বারা ঐ সকল তীর্থ পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ (১) এক সাধকগণ আর ॥
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ-অবতার (২) এক গুণাবতার আর (৩)॥
শক্ত্যাবেশ (৪) অবতার তৃতীয় যেমত।
অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশ সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥
দুইরূপে হয়ে ভগবানের প্রকাশ।
এক ত প্রকাশ হয়ে আর ত বিলাস ॥
একুই বিগ্রহে (৫) যদি হয় বহুরূপ।
আকারেও ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকেই কহি কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬৯।২

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—এতৎ বত চিত্রম্ (আশ্চর্য্যম্) একঃ (একাকী শ্রীভগবান্) একেন বপুষা (দেহেন) যুগপৎ (একস্মিন্নেব কালে) পৃথক্ গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয়ঃ উদাবহৎ (পরিণীতবান্)।

অনুবাদ।—ইহা বড় আশ্চর্য্য যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক শরীর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ গৃহে আবির্ভূত হইয়া একই সময়ে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে, ১৮শ শ্লোকঃ।

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥৩৫

অন্বয়ঃ।—একস্য রূপস্য একদা (একস্মিন্ কালে) অনেকত্র (অনেকেষু স্থানেষু) যা প্রকটতা (আবির্ভাবঃ) সর্ব্বথা তৎস্বরূপা এব সঃ প্রকাশঃ ইতি ঈর্য্যতে (কথ্যতে)।

অনুবাদ।—একই সময়ে একই বিগ্রহের অনেক স্থানে সর্ব্বপ্রকারে সেই বিগ্রহের স্বরূপে আবির্ভাব হইলে, তাহাকে প্রকাশ বলে ॥ ৩৫ ॥

---

(১) ব্রজে নিত্যসিদ্ধ শ্রীদামাদি ও নবদ্বীপে শ্রীবাসাদি।

(২) যিনি স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও বিলাস-শক্তি অপেক্ষাও অল্পপরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে অংশাবতার কহে।

(৩) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত ভগবান্ যে অবতার গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম গুণাবতার।

(৪) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥
(লঘুভাগবতামৃত)।

অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির অংশমাত্র সমন্বিত হইয়া শ্রীভগবান্ যে যোগ্য জীবে আবিষ্ট হন তাঁহাকে আবেশাবতার বলা হয়।

(৫) বিগ্রহে—দেহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।৩

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো
গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন
তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্— ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—[পরীক্ষিতং প্রতি। শ্রীশুকদেব-বাক্যম্]—কণ্ঠে গৃহীতানাম্ (আলিঙ্গিতানাং) তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োঃ মধ্যে প্রবিষ্টেন যোগেশ্বরেণ (অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিনা) কৃষ্ণেন গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীমণ্ডলশোভিতঃ) রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ (আরব্ধঃ) স্ত্রিয়ঃ যং (অর্থাৎ কৃষ্ণং) স্বনিকটং মন্যেরন্।

অনুবাদ।—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলে শোভিত রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলে, গোপীদিগের কণ্ঠধারণপূর্ব্বক দুই দুই গোপীর মধ্যে এরূপভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিলেন যে, গোপীগণ প্রত্যেকে কৃষ্ণকে স্ব স্ব নিকটস্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন॥ ৩৬॥

একুই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বিলাস-লক্ষণম্।

স্বরূপমন্যাকারং যৎ
তস্যভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা
স বিলাস ইতীর্য্যতে॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ) যৎ স্বরূপং বিলাসতঃ (বিলাসবশাৎ অর্থাৎ বিলাসার্থম্) অন্যাকারং (ভিন্নাকৃতিং) ভাতি, শক্ত্যা প্রায়েণ আত্মসমং (শ্রীকৃষ্ণস্য তুল্যং), স বিলাস ইতি ঈর্য্যতে (কথ্যতে)।

অনুবাদ।—স্বয়ংরূপের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) যে স্বরূপ বিলাস করিবার জন্য ভিন্ন আকৃতিতে প্রতিভাত হয় কিন্তু শক্তি প্রকাশে প্রায় তাঁহার সদৃশ, তাহাকে বিলাস বলে॥ ৩৭॥

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥

কৃষ্ণের নিজ শক্তি (১) হয় এ তিন প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর (২)॥
ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্॥
স্বয়ংরূপ (৩) কৃষ্ণের হয় শক্তি তাঁর সম।
ভক্ত-সহিত সবে তার হয় আবরণ॥
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।
এ সবার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ॥
এক শ্লোকে কহিল সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ
চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ৩৮

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পৃষ্ঠায় ২য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৮॥

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম (৪)॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশ পূর্ব্ব-শৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥

---

(১) কৃষ্ণের—'ঈশ্বরের' পাঠান্তর। নিজ-শক্তি—হ্লাদিনীশক্তি।

(২) বৈকুণ্ঠপুরে লক্ষ্মীগণ ও দ্বারকাপুরে রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ।

(৩) যাতে (যে প্রাধান্য হেতু) ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান) সেই প্রাধান্য হেতুই ব্রজগোপীগণও সর্ব্বপ্রধান, কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষভাবে তাঁহার রূপ প্রকট হয়। সুতরাং তিনি প্রধান, কিন্তু তাঁহা হইতেই বলদেব প্রভৃতি বিলাস-মূর্ত্তি সকলের প্রকাশ হওয়াতে বিলাসমূর্ত্তি সকল অপ্রধান। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সমান সুতরাং স্বয়ংরূপ; আর লক্ষ্মী ও রুক্মিণী প্রভৃতি তাঁহারই বিলাসমূর্ত্তি সুতরাং শ্রীরাধাই প্রধান। ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধার দ্বিতীয় দেহস্বরূপ বলিয়া তাঁহারাও প্রধান।

(৪) নিজধাম—নিজের তেজ বা প্রভাব।

সূর্য্য চন্দ্র হরে যেন সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ব-বস্তু দান॥
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান (১)॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১।২

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—নির্ম্মৎসরাণাং (ক্রোধদ্বেষরহিতানাং, জীবান্ প্রতি দয়াযুক্তানাং বা) সতাং প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ (প্রোজ্ঝিতং সম্যক্ নিরস্তং কৈতবং ফলানুসন্ধানরূপং কপটং যেন তাদৃশঃ অর্থাৎ ফলানুসন্ধান-রহিতঃ) পরমঃ ধর্ম্মঃ মহামুনিকৃতে অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে শিবদং (পরমসুখপ্রদং) তাপত্রয়োন্মূলনং (আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিক। ইতি ত্রিবিধস্য সন্তাপস্য নিরসনকারি) বাস্তবং (পরমার্থভূতং) বস্তু অত্র বেদ্যম্। পরৈঃ (অন্যৈঃ শাস্ত্রৈঃ) ঈশ্বরঃ হৃদি কিংবা (অর্থাৎ কথঞ্চিৎ বিলম্বেন) সদ্য এব অবরুধ্যতে, অত্র শুশ্রূষুভিঃ (শ্রবণাভিলাষিভিঃ) কৃতিভিঃ (পুণ্যাত্মভিঃ) তৎক্ষণাৎ।

অনুবাদ।—মহামুনি শ্রীনারায়ণ-বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতে ফলানুসন্ধানরূপ কপট ধর্ম্মের প্রকৃষ্টরূপে নিরাসপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণীর হিতকামী রাগদ্বেষ-বিরহিত সাধুগণের অনুষ্ঠেয় কেবল ঈশ্বরারাধনারূপ পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, ইহাতে (বাত পিত্ত শ্লেষ্মাদিজনিত শারীরিক ও কামক্রোধাদি-জনিত মানস এই দ্বিবিধরূপ) আধ্যাত্মিক, (মনুষ্য পশু-পক্ষ্যাদি নিবন্ধন) আধিভৌতিক ও (যক্ষ-রাক্ষসাদি নিবন্ধন) আদি-দৈবিকরূপ তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী এবং পরম সুখপ্রদ পরমার্থভূত বস্তুর বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রদ্বারা ঈশ্বরকে হৃদয়ে অচিরে অবরুদ্ধ করা যায় না, যদিও বা পারা যায়, তবে সে দীর্ঘকালে অতিকষ্টে, কিন্তু পুণ্যবান্ মানবগণ এই শাস্ত্র কেবলমাত্র শ্রবণের ইচ্ছা করিলেই ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন॥ ৩৯॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামি-চরণৈঃ।
উজ্ঝিত-কৈতবঃ ফলানুসন্ধান-রহিতঃ প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ॥

শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে প্রোজ্ঝিত পদের প্র উপসর্গ দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিরূপ প্রধান কৈতবেরও নিরসন করা হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তি বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম॥
যাহার প্রসাদে এই তমঃ হয় নাশ।
তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি প্রেমরূপ।
নাম সংকীর্ত্তন, সর্ব্ব আনন্দ স্বরূপ॥
সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তাহার প্রেমে হয় বশ (২)॥

(১) জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং তাঁহার দাসত্ব ভিন্ন নিজের সুখের জন্য অন্য যাহা কিছু সকলই কৈতব অর্থাৎ কপট। মানব ফল-লাভের আশায় ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে সুতরাং ধর্ম্মাদি ও কৈতব, তবে ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিকামী ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও ভক্তির স্থান নাই কারণ 'সোঽহম্' অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম এইভাব মনে আসিলেই মন হইতে সেব্য-সেবকভাব অর্থাৎ ভক্তি দূর হয়, সুতরাং মোক্ষলাভের ইচ্ছা কৈতব-প্রধান।

(২) শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ও ভক্তের সহিত জীবের সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে জীবের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইলে ইঁহারা সেই প্রেমে জীবের বশ হন।

এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্ত-গুহার তমঃ করে নাশ॥
এই সূর্য্য চন্দ্র দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন॥
বক্তব্য বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥

উক্তঞ্চ

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা ইতি॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—মিতং (বর্ণবাহুল্যরহিতং) সারং (প্রকৃতার্থব্যঞ্জকং) বচো হি বাগ্মিতা (বাক্‌পটুতা) ইত্যুচ্যতে।

অনুবাদ।—(প্রাচীন ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে) অল্পাক্ষরযুক্ত অথচ সারগর্ভ বাক্যই উত্তম বাক্য॥ ৪০॥

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদ (১) দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি-নাম প্রেমরস-তত্ত্ব॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্ত্বসার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদিবন্দনং মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১) অজ্ঞানাদি—অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক এই পাঁচটীর নাম অজ্ঞানাদি দোষ। অজ্ঞান—স্বরূপের অপ্রকাশ। বিপর্য্যাস—দেহাদিতে অহংবুদ্ধি। ভেদ—ভোগেচ্ছা। ভয়—ভোগপ্রতিঘাত। শোক—ভোগনাশ। ভোগনাশে আমি 'মরিলাম' এই বুদ্ধির নাম শোক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে
বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহ-
ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—বালোঽপি (অজ্ঞোঽপি, শিশুরপি) যদনুগ্রহাৎ নানামতগ্রাহব্যাপ্তং (কুতর্কাদিরূপ কুম্ভীরৈঃ সঙ্কুলং) সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ, তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে।

অনুবাদ।—যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞব্যক্তিও কুতর্কাদিরূপ নানাবিধ কুম্ভীরব্যাপ্ত সিদ্ধান্ত-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তন-
কলাপাথোজনি ভ্রাজিতা,
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপ-
শ্রেণীবিলাসাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্ব্বহতু
মে জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে
তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে! কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-কলা-পাথোজনিভ্রাজিতা। (উচ্চৈঃ কৃষ্ণনামগানং তেন সহ নর্ত্তনকলা সা পাথোজনি অর্থাৎ পদ্মকুমুদাদয়ঃ তৈঃ ভ্রাজিতা শোভিতা অর্থাৎ কৃষ্ণনামগান-নর্ত্তনরূপ-পদ্মশোভিতা যা লীলা) সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিলাসাস্পদং (হংস-চক্রবাকমধুকররূপাঃ যে সন্তঃ ভক্তাশ্চ তেষাং বিহারস্থানং যা লীলা) কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ (যস্যাঃ লীলায়াঃ মধুরাস্ফুটশব্দং কর্ণয়োঃ সুখজনকম্) তব লসল্লীলা-সুধাস্বর্ধুনী (অমৃতমন্দাকিনীস্বরূপা লসন্তী অর্থাৎ প্রকাশমানা তব লীলা) মে জিহ্বা-মরুপ্রাঙ্গণে বহতু।

অনুবাদ।—হে করুণাসাগর শ্রীচৈতন্যদেব! শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক উচ্চ নাম সংকীর্ত্তন, গান ও নর্ত্তন-বৈদগ্ধীরূপ পদ্মসমূহদ্বারা সুশোভিতা রসিক ভক্ত-মণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর সকলের বিহার-যোগ্যা এবং শ্রুতিসুখজনক মধুর অথচ অস্ফুটধ্বনি-সমন্বিতা তোমার সেই সমুজ্জ্বল লীলারূপ সুধাবাহিনী মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরু-প্রদেশে প্রবাহিত হউক ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি
তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি
সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ
ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি
পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩

ইহার অন্বয় ও ব্যাখ্যা প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন (১) ॥

---

(১) ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিনটি অনুবাদ এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী বিধেয়।—"বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।" অর্থাৎ যথাক্রমে ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা অংশ ও ভগবান্ স্বরূপ। চিহ্ন—চেন অর্থাৎ জান।

অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি ॥
প্রকাশবিশেষে তেঁহো (১) ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ-
স্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—[শৌনকাদীন্ প্রতি শুকবাক্যং] তত্ত্ববিদঃ (পণ্ডিতাঃ, জ্ঞানিনঃ) তৎ (এব) তত্ত্বং বদন্তি, যং অদ্বয়ম্ (অখণ্ডং দ্বিতীয়রহিতং বা) জ্ঞানং, (তচ্চ) ব্রহ্ম ইতি, পরমাত্মা ইতি, ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে (কথ্যতে)।

অনুবাদ।—তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অদ্বয় (অর্থাৎ দ্বিতীয়রহিত) জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ বলিয়া কথিত হন। ৪ ॥

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ (২) মণ্ডল।
উপনিষদ্ (৩) কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল (৪)॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ ॥
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ (৫)॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে।

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—জগদণ্ড-কোটিকোটিষু (অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডেষু) অশেষ-বসুধাদিবিভূতি-ভিন্নং (ক্ষিত্য-পৃতেজোমরুদ্ব্যোমাত্মসংখ্যানাম্ বিভূতীনামাশ্রয়ত্বেন বহুধা ভেদপ্রাপ্তং) নিষ্কলম্ (অখণ্ডম্) অনন্তম্ অশেষভূতং তৎ ব্রহ্ম প্রভবতঃ (প্রভাবযুক্তস্য) যস্য প্রভা, তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

অনুবাদ।—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি অশেষ বিভূতির দ্বারা যিনি ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যে প্রভাবযুক্ত শ্রীগোবিন্দের অঙ্গপ্রভা, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি ॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেহো মোর পতি।
তাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৬।৩২

বাতরসনাঃ ঋষয়ঃ শ্রমণা
ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ
সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবন্তং প্রতি উদ্ধববাক্যম্] বাতরসনাঃ (বায়ুমাত্রভোজনকারিণঃ) ঋষয়ঃ (তপস্বিনঃ) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতসঃ) শ্রমণাঃ শান্তাঃ (জিতেন্দ্রিয়াঃ) অমলাঃ (শুদ্ধচিত্তাঃ) সন্ন্যাসিনঃ তে (ভগবতত্তব) ব্রহ্মাখ্যং ধাম যান্তি।

অনুবাদ।—[উদ্ধব কহিলেন, হে ভগবন্!] বায়ুমাত্র ভোজনকারী ঋষিগণ, ঊর্দ্ধরেতা তাপসগণ এবং জিতেন্দ্রিয় ও নির্ম্মলচিত্ত মুনিগণ তোমার ব্রহ্মরূপ ধাম প্রাপ্ত হয়েন। [অর্থাৎ—মুনিদিগের ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্লেশদ্বারা কোন প্রকারে সংসার হইতে নিস্তার হয়, কিন্তু ভক্তগণ শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারা অনায়াসে পরম সুখে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন] ॥ ৬ ॥

---

(১) তেঁহো—তিনি অর্থাৎ শ্রীনন্দ-নন্দন।
(২) শুদ্ধকিরণ—অপ্রাকৃত জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্ম্মাত্র।
(৩) উপনিষদ্—বেদান্ত।
(৪) সুনির্ম্মল—মায়াস্পর্শশূন্য।
(৫) মানব দিব্য দৃষ্টি লাভ না করিলে সাধারণ দৃষ্টিতে সূর্য্যদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, তাঁহাকে আলোকপিণ্ড বলিয়াই জানে। সেইরূপ ভক্তি না থাকিলে শুধু জ্ঞান দ্বারা মানব শ্রীভগবানের শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, তাঁহাকে নিরাকার কিরণ-মাত্র ভাবিয়া নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া আখ্যাত করে।

আত্মা(১) অন্তর্য্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে (২)।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০।৪২

অথবা বহুনৈতেন
কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-
মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্] অথবা (হে) অর্জ্জুন! বহুনা (পৃথক্ পৃথক্) এতেন জ্ঞাতেন তব কিম্, অহম্ একাংশেন (পরমাত্মরূপেণ) ইদং কৃৎস্নং (সকলং) জগৎ বিষ্টভ্য (ব্যাপ্য) স্থিতঃ।

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতি-বিষয়ে এক একটী করিয়া তোমার জানিবার প্রয়োজন কি? আমি একাংশে (পুরুষাখ্য অংশে অর্থাৎ পরমাত্মরূপে) এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৯।৩৯

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদিধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবন্তং প্রতি ভীষ্মবাক্যং] বিধূতভেদমোহঃ (দূরীকৃতো ভেদরূপো মোহো যস্য তাদৃশঃ অর্থাৎ ভগবতো মূর্ত্তিঃ বিগ্রহঃ সর্ব্বব্যাপিকা ইতি অনেকধা প্রকাশিতোঽপি একা ইতি চ জ্ঞানং যস্য সঞ্জাতং তাদৃশঃ) অহম্ আত্ম-কল্পিতানাং (স্বয়ংনির্ম্মিতানাং) হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিতং) তম্ ইমম্ অজং (শ্রীকৃষ্ণম্) একম্ অর্কং (সূর্য্যং) প্রতিদিশং নৈকধা (বহুপ্রকারম্) ইব সমধিগতোঽস্মি (প্রাপ্তোঽস্মি)।

অনুবাদ।—সূর্য্য যেরূপ নানা দেশস্থিত লোকের চক্ষে (বৃক্ষাদির উপরিস্থিত হইয়া কোন স্থানে অব্যবধান, কোন স্থানে সব্যবধান, কোন স্থানে সম্পূর্ণ, কোন স্থানে অসম্পূর্ণাদি) নানারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ (জন্ম-রহিত হইয়াও) নিজের সৃষ্ট জীবদিগের হৃদয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হয়েন; অদ্য (তাঁহার কৃপায়) ভেদ ও মোহ বিধূত হওয়াতে তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। ৮ ॥

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোঁসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাঞি॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥
বেদ ভাগবত আর উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম ॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥
জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা ॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ॥
এহোঁত দ্বিভুজ তেহোঁ ধরে চারি হাত ॥
এহোঁ বেণু ধরে তেঁহো চক্রাদিক সাথ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১৪

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মণোবাক্যং] ত্বং নারায়ণঃ নহি (অপিতু নারায়ণঃ এব) যত ত্বং সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মা অসি (ততো নারাঃ জীবসমূহাঃ পরমাত্মরূপেণ আশ্রিতত্বেন অয়নমাশ্রয়ো যস্য তাদৃশত্বমেব নারায়ণ এব), (তথা) হে অধীশ অখিল-লোক-সাক্ষী অসি (অর্থাৎ নারাণাং জীবানাং সাক্ষাৎ দর্শনেন অয়নং পরিজ্ঞানং যস্য

(১) আত্মা—পরমাত্মা।

(২) যেমন গগনস্থ এক সূর্য্য অনন্ত স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনন্তরূপে প্রকাশ পান, সেইরূপে নিত্যধামস্থ শ্রীকৃষ্ণ অনন্তজীবে পরমাত্মরূপে অনন্ত প্রতীয়মান হয়েন।

তাদৃশত্বমেব নারায়ণঃ) নরভূজলায়নাৎ (যো প্রসিদ্ধঃ) নারায়ণঃ (অর্থাৎ নরভূজলে নরাৎ পরমাত্মনঃ সঞ্জাতে মহত্ত্বাদিচতুর্ব্বিং শতিতত্ত্বে তস্মাৎ সঞ্জাতে জলেঽপিচ অয়নাৎ আশ্রয়াৎ য নারায়ণ ইতি খ্যাতঃ সঃ) তব অঙ্গং (মূর্ত্তিঃ) তৎ (অঙ্গং) চ অপি সত্যং নতু মায়া।

অনুবাদ।—[ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন] তুমি যখন সর্ব্বজীবের আত্মা, তখন তুমি কি নারায়ণ নহ? নার শব্দের অর্থ জীবকুল, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীবসমূহ যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ; অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই তুমি নারায়ণ। যিনি সকল লোককে জানেন বা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাকেও নারায়ণ বলা যায়। আবার নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে উৎপন্ন যে জল এই দুইটী যাঁহার আশ্রয়, সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমারই অংশ অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশেষ। তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নহেন। তবে সেই নারায়ণের যে তাদৃশ পরিচ্ছিন্নত্ব তাহা সত্য নহে, পরন্তু তোমার লীলাই অথবা নারায়ণরূপ তোমার সেই মূর্ত্তিও সত্য, উহা মায়িক নহে॥ ৯॥

শিশু-বৎস (১) হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে মোর জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা—আমি তোমার তনয়॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন॥
ব্রহ্মা বলে তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি যত জীব-রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয় (২)।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥
নার শব্দে কহে সর্ব্ব-জীবের নিচয়।
অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার। (৩)
তা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার।
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সব মর্ম্ম॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতিগতি॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব-হৃদি-জলে (৪) বৈসে সেই নারায়ণ॥
ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন॥
কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে (৫) সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী (৬)।

(১) শিশুবৎস—শিশু শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার কোন শিশু সখার গোবৎস।

(২) পৃথিবীর অংশ মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্ম্মিত হয় বলিয়া পৃথিবীই ঘটের উপাদান, কারণ ও আশ্রয় (কিন্তু তাই বলিয়া পৃথিবী ঘটের স্বরূপ নহে) সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ জীবের উপাদান কারণ (কিন্তু জীব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নহে)।

(৩) মহাবিষ্ণু, সহস্রশীর্ষপুরুষ ও বিষ্ণু এই তিন পুরুষাবতার জীবের ঈশ্বর অর্থাৎ অধীশ্বর।

(৪) জীব-হৃদিজলে—অন্তর্য্যামিরূপে জীবের অন্তঃকরণে এবং কারণাব্ধিশায়িরূপে।

(৫) দ্বারে—দ্বারা।

(৬) পুরুষনামী অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের অর্থাৎ মায়ার আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী।

হিরণ্যগর্ভের আত্মা (১) গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব (২) অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥
ঞিঁহা সভার দর্শনাম্মে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাঞি মায়ার সম্বন্ধ॥

লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে, ১৮ শ্লোকঃ

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ১০

অন্বয়ঃ।—বিরাট্ হিরণ্যগর্ভঃ কারণং চ ইতি ঈশস্য উপাধয়ঃ (ভেদকাঃ) ত্রিভিঃ (বিরাডাদিভিঃ) হীনং (রহিতং), যৎ 'বস্তু' তৎ তুরীয়ং প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি)।

অনুবাদ।—বিরাট্ অর্থাৎ স্থূল-দেহ, হিরণ্য-গর্ভ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ, এবং অবিদ্যারূপ কারণ-দেহ এই তিনটী ঈশ্বরের উপাধি। এই তিনটী উপাধির (অর্থাৎ মায়া-সম্পর্কের) সহিত সম্বন্ধ-রহিত বস্তুকেই তুরীয় (চতুর্থ সৎ-বস্তু) বলে॥ ১০॥

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই সবে মায়া পার (৩)॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১১।৩৮

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ১১

অন্বয়ঃ।—ঈশস্য এতৎ ঈশনম্ (ঐশ্বর্য্যম্) (কিন্তু) প্রকৃতিস্থোঽপি (মায়াশ্রিতোঽপি) তদ্গুণৈঃ (মায়াগুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ) সদা (সর্ব্বস্মিন্ কালে) ন যুজ্যতে; যথা তদাশ্রয়া (ঈশাশ্রয়া) বুদ্ধিঃ আত্মস্থৈঃ (দেহস্থৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ) ন যুজ্যতে।

অনুবাদ।—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য যে, শ্রীভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি যেমন প্রাকৃত বস্তুতে (আনন্দাদি গুণে) যুক্ত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতির গুণময় প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও ঈশ্বর প্রকৃতির গুণে যুক্ত হয়েন না। [অর্থাৎ আত্মাই বুদ্ধির অবলম্বন, কিন্তু ঐ বুদ্ধি যখন শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করে তখন আত্মার সুখদুঃখাদি গুণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সেইরূপ ঈশ্বরও মায়াশ্রিত হইলেও মায়ার সুখদুঃখাদি গুণে লিপ্ত নহেন।]॥ ১১॥

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি সংশয়॥
সেই তিনের অংশী (৪) পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব বিবরণ (৫)॥
সেই শ্লোক তত্ত্বলক্ষণ (৬) ভাগবত সার।
পরিভাষা (৭) রূপে ঞিঁহার সর্ব্বত্রাধিকার॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥
অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার (৮)।
তেঁহ চতুর্ভুজ ইহঁ মনুষ্য আকার॥
এই মতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত পদ্য দক্ষ (৯)॥

(১) গর্ভোদকশায়ী পুরুষ ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী।
(২) ব্যষ্টিজীব—প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ জীব।
(৩) অর্থাৎ ইঁহারা মায়ার অধীশ্বর, অধীন নহেন।

(৪) অংশী—অন্য সব যাঁহার অংশ তিনিই অংশী অর্থাৎ মূলস্বরূপ।

(৫) পরব্যোমস্থ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হইলেও আকৃতিতে ভিন্ন বলিয়া তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি।

(৬) তত্ত্বলক্ষণ—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বনিরূপণের মূল সূত্র।

(৭) পরিভাষা—গ্রন্থের সংক্ষেপ নির্ব্বাহের জন্য প্রাচীনদিগের সঙ্কেত বিশেষ।

(৮) "অবতারী নারায়ণ......" এই পয়ার হইতে "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—" শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থকার তাঁহার মতের একজন পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী কল্পনা করিয়া তাহার আপত্তি এবং কুব্যাখ্যাগুলির উত্থাপনপূর্ব্বক নানা যুক্তি দ্বারা সেইগুলির খণ্ডন করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছে যে, যেহেতু নারায়ণ চতুর্ভুজ এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ কাজেই নারায়ণই মূলতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবতার।

(৯) নির্জ্জিতে—নিরস্ত করিতে। দক্ষ—সুপটু অর্থাৎ সমর্থ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ-
স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ২য় পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১২॥

শুন ভাই এই শ্লোকের করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব তিন তাহার প্রচার (১)॥
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বাচন (২)
আর এক শুন ভাগবতের বচন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৮

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং
মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ।—[শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতবাক্যম্] —এতে চ (পূর্ব্বোক্তাঃ অনুক্তাশ্চ মৎস্যাদয়ঃ অবতারাঃ) পুংসঃ (পরমেশ্বরস্য) অংশকলাঃ, কৃষ্ণঃ তু স্বয়ং ভগবান্, (তে) ইন্দ্রারিব্যাকুলং (অসুরোপদ্রুতং) লোকং যুগে যুগে মৃড়য়ন্তি (পরিত্রাণেন সুখিনং কুর্ব্বন্তি)।

অনুবাদ।—[শ্রীসূত কহিলেন] পূর্ব্বে যে সকল অবতারের নামোল্লেখ হইয়াছে এবং যাঁহাদের হয় নাই তাঁহারা কেহ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; অবতারগণ অসুর-পীড়িত লোকসকলকে যুগে যুগে পরিত্রাণ করিয়া সুখী করেন॥ ১৩॥

সর্ব্ব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥

তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংস॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভালত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার (৩)।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার॥
তারে কহি কেন কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥

তথাহি—কাব্যপ্রকাশালঙ্কারে একাদশীতত্ত্বে চ

অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব
ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ
কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ।—অনুবাদম্ (উদ্দেশ্যম্ অর্থাৎ জ্ঞাতবস্তু) অনুক্ত্বা এব বিধেয়ম্ (অজ্ঞাতবস্তু) ন উদীরয়েৎ* (কথয়েৎ) হি (যতঃ) অলব্ধাস্পদং (ন লব্ধম্ আস্পদম্ আশ্রয়ং যেন তাদৃশং) কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ ন প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং লভতে)।

অনুবাদ।—অনুবাদ (উদ্দেশ্য বিষয় অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তু) না বলিয়া বিধেয় বলা উচিত নহে; কেননা যাহার আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, অর্থাৎ যাহার তত্ত্ব জ্ঞানগম্য হয় নাই, এমন কোন বস্তু কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না॥ ১৪॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পাছে সে বিধেয়॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ ইঁহার বিধেয় পণ্ডিত॥

---

(১) মুখ্যতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ। তিন তাহার প্রচার অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকটে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকটে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকটে ভগবান্।

(২) নির্ব্বাচন—নির্ব্বাক্ অর্থাৎ ইহার উপর তুমি কথা কহিতে পার না।

(৩) কুতর্ককারী পূর্ব্বপক্ষ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই বাক্যের বিপরীত অর্থ করিয়া বলিতেছে যে "স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ পরব্যোমস্থিত নারায়ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং পরব্যোম নারায়ণই মূলতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবতার।"

বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥
তৈছে ইঁহা অবতার সব হইলা জ্ঞাত।
যার অবতার সেই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ যেই সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সংবাদ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইঁহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥ (১)
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তিঁহোই শ্রীকৃষ্ণ ঐছে কবিতা ব্যাখ্যান॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব (২)॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ (৩)॥
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা (৪)॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥
তৈছে সব ভগবানের (৫) কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২।১০।১ ও ২

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ১৫
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ১৬

অন্বয়ঃ।—[পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যম্] অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গঃ বিসর্গঃ স্থানং পোষণম্ ঊতয়ঃ (কর্ম্মবাসনাঃ) মন্বন্তরে শানুকথা নিরোধঃ মুক্তিঃ আশ্রয়ঃ (এতে দশার্থাঃ লক্ষ্যন্তে)। মহাত্মানঃ দশমস্য (আশ্রয়স্য) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্বজ্ঞানার্থং) নবানাং (সর্গাদীনাং) লক্ষণং (স্বরূপং) শ্রুতেন (শ্রুত্যা) অর্থেন (তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) বর্ণয়ন্তি।

অনুবাদ।—[প্রকৃতির গুণপরিণামহেতু পরমেশ্বরকর্ত্তৃক পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং মহত্তত্ত্ব ও অহংকারের সৃষ্টির নাম সর্গ। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাবরজঙ্গম সৃষ্টির নাম বিসর্গ। ভগবানের সৃষ্ট বস্তুর সেই সেই মর্য্যাদা পালনে যে উৎকর্ষ তাহার নাম স্থান। ভক্তানুগ্রহের নাম পোষণ। কর্ম্মবাসনার নাম উতি। মন্বন্তরাধিপতিগণের সদ্ধর্ম্মের নাম

(১) গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষকারীর আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বাক্যে প্রথমে জ্ঞাত হইল অবতার, সুতরাং তাহা অনুবাদ বা উদ্দেশ্য। পরে কাহার অবতার বা অংশকলা এই অজ্ঞাত বিষয়ের উত্তর হইল 'পুরুষের' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বিধেয়। পরবর্ত্তী বাক্যে (জ্ঞাত অর্থাৎ উদ্দেশ্য) শ্রীকৃষ্ণ কে ?—এই অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান জন্মিল 'ভগবান্ স্বয়ম্' এই কথা দ্বারা; সুতরাং তাহা বিধেয়। অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে উদ্দেশ্য থাকিবে পূর্ব্বে এবং বিধেয় প্রধানরূপে পরে থাকিবে। সুতরাং কৃষ্ণই উদ্দেশ্য কাজেই অংশী এবং ভগবান্ বা নারায়ণ অংশ ইহা প্রতিপন্ন হইল, আর নারায়ণ অংশী এবং শ্রীকৃষ্ণ অংশ এই অর্থ বাধিত হইল। কুতর্কীর মতে অর্থ হইলে শ্লোকে থাকিত 'ভগবাংস্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ম্'।

(২) ভ্রম—অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান; যেমন—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। প্রমাদ—অসাবধানতা বা অমনোযোগিতার নিমিত্ত একে অন্য করিয়া বলা বা শুনা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা, সেইজন্য যথার্থ না বলা বা না শুনা। করণাপাটব—করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপাটব অর্থাৎ অপটুতা, তজ্জন্য এক বস্তুকে অন্যরূপে দর্শনাদি। বিজ্ঞ ঋষিদের বাক্যে এই সব দোষ নাই বলিয়া তাঁহাদের বাক্য অভ্রান্ত।

(৩) অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ—যে স্থানে প্রধানরূপে বিধেয়াংশ বর্ণিত হয় নাই। পদার্থের মধ্যে বিধেয়েরই উপাদেয়স্বরূপে প্রাধান্য বিদ্যমান আছে, সুতরাং প্রধানরূপে বিধেয়ের নির্দ্দেশ করা উচিত, তাহা না করিলে উক্ত দোষ হয়।

(৪) সত্তা—স্থিতি।

(৫) ভগবানের—মৎস্য-কূর্ম্মাদি সমস্ত-অবতারের।

মন্বন্তর। হরির অবতার-চরিত এবং তাঁহার ভক্তের কথার নাম ঈশানুকথা। ভগবান্ যোগ-নিদ্রাগত হইলে তাঁহাতে উপাধির সহিত জীবের লয়ের নাম নিরোধ। অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম মুক্তি। যাহা হইতে সৃষ্টি হয় ও যাহাতে লয় হয় এবং যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই ব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনি আশ্রয়]। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, কর্ম্ম-বাসনা, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয় বর্ণিত হইয়াছে। এই আশ্রয়তত্ত্ব জ্ঞানার্থে সর্গাদি নয়টীর লক্ষণ মহাত্মগণ কোন স্থানে শ্রুতি দ্বারা, কোন স্থানে সাক্ষাৎ ও কোন স্থানে তাৎপর্য্য দ্বারা বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ১৫।১৬ ॥

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ এক ধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীধরস্বামিনোক্তম্ ১০।১।১

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ১৭

অন্বয়ঃ।—আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং, (যস্য বিগ্রহো মূর্ত্তিঃ আশ্রিতানাম্ অনুগতানাম্ আশ্রয়ঃ অবলম্বনং তাদৃশম্) পরং (শ্রেষ্ঠং) ধাম (জ্যোতিঃ আশ্রয়ো বা) জগদ্ধাম (জগতঃ আশ্রয়ঃ) দশমে (দশমস্কন্ধে) লক্ষ্যম্ (উদ্দেশ্যং) শ্রীকৃষ্ণাখ্যং তৎ দশমম্ (আশ্রয়-পদার্থং) নমামি।

অনুবাদ।—যাঁহার শ্রীবিগ্রহ সঙ্কর্ষণাদির একমাত্র আশ্রয়, এবং যিনি জগতের আশ্রয়, সেই পরধাম দশমস্কন্ধের লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণনামক দশম পদার্থকে আমি নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান (১)।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ (২)॥
অংশ শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার॥
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী (৩)।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি॥
এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপে নাহি কিছু ভেদ॥
চিচ্ছক্তি, স্বরূপ-শক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য (৪) নাহি যার অন্ত॥
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫।১

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ১৮

অন্বয়ঃ।—ঈশ্বরঃ (সর্ব্ববশয়িতা) পরমঃ (পরা শ্রেষ্ঠা মা লক্ষ্মীর্যস্মিন্ তাদৃশঃ) সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অনাদিঃ (আদিহীনঃ, সনাতনঃ) আদিঃ (উৎপত্তি-কারণম্) গোবিন্দঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বকারণকারণম্ (বিশ্বস্য সর্ব্বেষাং পদার্থানাম্ উৎপত্তেরুপায়ভূতায়াঃ মায়ায়াঃ অপি উৎপত্তিমূলম্)।

---

(১) শক্তিত্রয়—অন্তরঙ্গা অর্থাৎ চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ মায়া এবং তটস্থা শক্তি অর্থাৎ জীবশক্তি।

(২) প্রাভব—অল্প শক্তির প্রকাশ। বৈভব—প্রাভব অপেক্ষা অধিক শক্তির প্রকাশ।

(৩) স্বয়ংরূপের স্বরূপভূত হইয়া তাঁহা হইতে যাহাতে অল্পশক্তির বিকাশ হয়, তাঁহাকে অংশ কহে। জ্ঞানশক্তির বিভাগ দ্বারা যে মহত্তম জীবে ভগবান্ আবিষ্ট হন, তাঁহাকে শক্ত্যাবেশ অবতার কহে। ৫ম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বাল্য, ১০ম বর্ষ বয়ঃ-ক্রম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। ১১শ হইতে ১৫শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কৈশোর। কিশোর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অবতারী এবং স্বয়ং ভগবান্।

(৪) জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয় এইজন্য যে তাহা চৈতন্যযুক্তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট অথবা বহির্মুখী বলিয়া অপ্রবিষ্ট।

অনুবাদ।—যিনি অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিহীন ও সকলের আদি, সেই সর্ব্বকারণকারণ (অর্থাৎ মায়ার উৎপত্তিস্থল) সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীযশোদানন্দনই পরমেশ্বর ॥ ১৮ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র-কুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥
অতএব চৈতন্য গোঁসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা (১)
সেহো যে ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী (২) ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে যেমন যার মতি ॥

(১) চৈতন্য ভাগবতে আছে "শুইয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে" গ্রন্থকার সেই কথারই উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) কৃষ্ণে সমস্ত অবতারগণ বিদ্যমান আছেন, এই জন্য কৃষ্ণকে যিনি যাহা বলেন, তাহাই সম্ভব হয়।

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার ॥
কেহো কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥
চৈতন্য মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে ॥
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥
চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-চরিত-তত্ত্ব-নিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্॥১

অন্বয়ঃ।—অজ্ঞঃ যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ (যস্য চরণাশ্রয়-প্রভাবেণ) আকরব্রাতং (খনিসমূহাৎ) সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্ (সিদ্ধান্তরূপাণি উৎকৃষ্টানি রত্নানি অর্থাৎ প্রেমরত্নসিদ্ধান্তান্) সংগৃহ্ণাতি (সংগ্রহং করোতি) [তং] শ্রীচৈতন্য-প্রভুং বন্দে।

অনুবাদ।—যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়প্রভাবে অজ্ঞ অর্থাৎ ভক্তিহীন ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকর (খনি) সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সকল (প্রেমের ভাবসমূহ) সম্যক্‌রূপে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ॥

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১।২

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥২

ইহার অন্বয়ঃ ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার (১)॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি॥
একাত্তরি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর (২)।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগে গেল তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে (৩) হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করি অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দান।
ভক্তি (৪) বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে (৫) ব্রজের ভাব পাইতে নাই শক্তি

(১) গোলোকে—বৈকুণ্ঠের উপরিতন স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণলোকে; ব্রজের—অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত স্বনামপ্রসিদ্ধ মথুরা-মণ্ডল-রূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণলোকের। সহ—একই সময়ে। অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলার আরম্ভ হইয়াছে, ঐ লীলার পরিসমাপ্তি নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্য।

(২) ১৪ মন্বন্তর—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ-সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেব-সাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দ্দশ মনুর অধি-কারকাল।

(৩) ব্রজের সহিতে—ব্রজস্থিত পরিকরের সঙ্গে।

(৪) ভক্তি—প্রেমভক্তি।

(৫) বিধিভক্ত্যে—অনুরাগশূন্য হইয়া শাস্ত্রের শাসনে নরক-ভয় নিবারণের জন্য যে ভজন তদ্দ্বারা।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত(১)॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য(২)।
সাযুজ্য(৩) না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন।
চারিভাব(৪) ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনে করিমু ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সভারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪।৮ শ্লোকে

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্] সাধূনাং (স্বধর্ম্মনিষ্ঠানাং, পুণ্যাত্মনাম্) পরিত্রাণায় (রক্ষণায়) চ (পুনঃ) দুষ্কৃতাং (দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বতাং) বিনাশায় (বধার্থং) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং) যুগে যুগে (তত্তদবসরে প্রতিযুগং বা) সম্ভবামি।

অনুবাদ।—সাধুগণের (আমার ভক্তগণের) পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুরাত্মগণের (আমার ও আমার ভক্তের শত্রুগণের) বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম (আমার অর্চ্চন-ধ্যানাদিরূপ ভক্তি) সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই॥ ৩॥

তত্রৈব ৩।২৪ শ্লোকে

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা
ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যা-
মুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—[অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্] চেৎ (যদি) অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) কর্ম্ম ন কুর্য্যাং [তদা] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ) চ (পুনঃ) সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করস্য) কর্ত্তা স্যাং (ভবেয়ম্) ইমাঃ এতাঃ উপহন্যাং (মলিনীকুর্য্যাম্)।

অনুবাদ।—যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক (ধর্ম্মলোপহেতু) বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আর আমিও বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই সমস্ত প্রজানাশেরও কারণ হইব॥ ৪॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।২।৪ শ্লোকে

যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ৫

অন্বয়ঃ।—[যমদূতং প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতবাক্যম্] শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ জনঃ) যৎ যৎ আচরতি ইতরঃ (প্রাকৃতঃ জনঃ) তৎ তৎ ঈহতে (চেষ্টতে) সঃ (শ্রেয়ান্ জনঃ) যৎ প্রমাণং কুরুতে (মন্যতে) লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে।

অনুবাদ।—মহৎ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকও তাহাই করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া নিরূপণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহার অনুসরণ করে॥ ৫॥

যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে ৯৪ অঙ্কধৃতশ্লোকঃ

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য
সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি
প্রেমদো ভবতি॥ ৬

অন্বয়ঃ।—বহবঃ সর্ব্বতঃ ভদ্রাঃ (সর্ব্বেষাং মঙ্গলকরাঃ) পঙ্কজনাভস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অবতারাঃ সন্তু বা (কটাক্ষে) কৃষ্ণাৎ অন্যঃ কঃ (অবতারঃ) লতাসু অপি প্রেমদঃ ভবতি।

(১) শ্রীকৃষ্ণকে ততক্ষণই আত্মীয় ভাবিয়া ভালবাসা যায় যতক্ষণ মনে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের [illegible]য় উদিত না হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে ক্ষুদ্র জীব কি করিয়া আপনার জন বলিয়া ভাবিবে? সুতরাং ভগবান্ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য প্রীতিরই অভিলাষী, কারণ সেই প্রীতিই যথার্থ প্রীতি।

(২) সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি। সারূপ্য—সমান রূপপ্রাপ্তি। সামীপ্য—সমীপে অবস্থান-প্রাপ্তি। সালোক্য—সমান লোকপ্রাপ্তি।

(৩) সাযুজ্য—ভগবানে লয়প্রাপ্তি।

(৪) চারিভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

অনুবাদ।—পঙ্কজনাভ ভগবানের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বহু বহু অবতার আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য এমন কে আছেন, যিনি লতা জাতিকেও প্রেম দান করিতে সমর্থ॥ ৬॥

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানারঙ্গে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রাব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ (১) নাশে যাহার হুঙ্কারে॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তি-রসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম (২)॥
ডুভৃঞ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (৩)।
কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণ নামকরণে করিয়াছেন নির্ণয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮।৯ শ্লোকঃ

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য
গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত
ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[নন্দং প্রতি গর্গাচার্য্যস্য বাক্যম্] অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ গৃহ্ণতঃ অস্য (তব বালকস্য) হি (নিশ্চিতং) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ ইতি ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ (বভূবুঃ) ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।

অনুবাদ।—[গর্গাচার্য্য কহিলেন, হে নন্দ!] তোমার এই পুত্র যুগে যুগেই শরীর ধারণ করেন; ইঁহার শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিনটী বর্ণ গত হইয়াছে, ইদানীং দ্বাপর যুগে, ইনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৭॥

শুক্ল-রক্ত-পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৫ শ্লোকঃ

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ
পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ
লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—দ্বাপরে (দ্বাপরযুগে) ভগবান্ শ্যামঃ (অতসী-কুসুম-সঙ্কাশঃ) নিজায়ুধঃ (নিজানি চক্রাদীনি আয়ুধানি যস্য তাদৃশঃ) শ্রীবৎসাদিভিঃ (শ্রীবৎসো নাম বক্ষসো দক্ষিণে ভাগে রোমাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স আদির্যেষাং তৈঃ কর-চরণাদিগত-পদ্মাদিভিঃ) অঙ্কৈঃ (চিহ্নৈঃ) লক্ষণৈঃ (বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদিভিঃ পতাকাদিভিশ্চ) উপলক্ষিতঃ (চিহ্নিতঃ, বিশিষ্টঃ)।

অনুবাদ।—দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবসন এবং চক্রাদি আয়ুধধারী হইয়া শ্রীবৎস ও কৌস্তুভাদি চিহ্নের সহিত অবতীর্ণ হয়েন॥ ৮॥

কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল-লোচন।
তিলফুলসম নাসা সুধাংশু বদন॥

---

(১) কল্মষদ্বিরদ—দুর্ব্বাসনাদিরূপ মত্তহস্তী, পাপরূপ হস্তী। কল্মষ—"ভক্তির বিরোধিকর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম, তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতম॥"

(২) ভূতগ্রাম—জীবসমূহ।

(৩) শ্রীকৃষ্ণং চেতয়তি যঃ সঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। চিৎ ধাতুর অর্থ সংজ্ঞান, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বোধ করান তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অথবা, শ্রীকৃষ্ণস্য চৈতন্যং সম্যক্ জ্ঞানং যতঃ সঃ, শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ জ্ঞান যাহা হইতে হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণ-ভক্তি পরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥

তথাহি—মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ সর্গে সহস্রনাম-স্তোত্রে।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো
বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো
নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—সুবর্ণবর্ণঃ (শোভনঃ বর্ণঃ অক্ষরঃ যস্মিন্ স সুবর্ণঃ অর্থাৎ কৃষ্ণঃ তং বর্ণয়তি ইতি সুবর্ণ-বর্ণঃ) হেমাঙ্গঃ (কাঞ্চনদেহঃ, হিরণ্ময়ঃ) বরাঙ্গঃ চন্দনাঙ্গদী (আহ্লাদজনককেয়ূরযুক্তঃ) সন্ন্যাসকৃৎ (সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী) শমঃ (ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিযুক্তঃ) শান্তঃ (সুশীলঃ) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (নিবৃত্তিপরায়ণঃ)।

অনুবাদ।—যাহাতে সুন্দর অক্ষর আছে তাহার নাম সুবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ; কৃষ্ণকে যিনি বর্ণনা করেন, তাঁহার নাম সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ—যিনি বেদোক্ত হিরণ্ময় পুরুষ, চন্দনাঙ্গদী—আহ্লাদজনক কেয়ূরযুক্ত; সন্ন্যাসকৃৎ—যিনি চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, শম—যাঁহার ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি, শান্ত—সুশীল, বিনয়ী এবং শান্তি-পরায়ণ—নিবৃত্তিপরায়ণ॥ ৯॥

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগের যুগ ধর্ম্ম যুগ অবতার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৯ শ্লোকঃ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈ-
র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—সুমেধসঃ (বিবেকিনঃ) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণং বর্ণয়তি বস্তাদৃশং) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (অঙ্গৈরর্থাৎ নিত্যানন্দাদ্বৈতাভ্যাম্; উপাঙ্গৈরর্থাৎ শ্রীবাসাদিভিঃ অস্ত্রৈরুদ্দেশ্যসাধনস্য উপায়ৈঃ গোবিন্দগদাধরাদিভিঃ পার্ষদৈশ্চ যুক্তম্) ত্বিষা (ছ্যত্যা) অকৃষ্ণং (গৌরং) সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (সঙ্কীর্ত্তনপ্রধানৈঃ) যজ্ঞৈঃ (পূজাসম্ভারৈঃ) হি (নিশ্চিতং) যজন্তি।

অনুবাদ।—যিনি কৃষ্ণের বর্ণনা করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা কৃষ্ণকথা বলেন (কলিযুগে) সুবুদ্ধিগণ অঙ্গ (নিত্যানন্দাদ্বৈত), উপাঙ্গ (তদবয়ব শ্রীবাসাদি)-রূপ অস্ত্র (অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়) এবং গোবিন্দ-গদাধরাদি পার্ষদগণ-সমন্বিত সেই গৌর-কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥ ১০॥

শুন ভাই এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ মুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ॥ (১)
দেহ-কান্ত্যে হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ-বর্ণ শব্দে কহে পীত-বরণ॥

স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকে ১মঃ শ্লোকঃ

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাম্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১১

অন্বয়ঃ।—বিদ্বাংসঃ (পণ্ডিতাঃ) কলৌ স্ফুটং (ব্যক্তং) দ্যুতিভরাৎ (কান্ত্যাধিক্যাৎ) অকৃষ্ণাঙ্গং (গৌরং) যং কৃষ্ণং উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ (উচ্চৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রচুরৈঃ) মখবিধিভিঃ (যজ্ঞবিধানৈঃ) অভিযজন্তে, চ (পুনঃ) যং (গৌরম্) অখিল-চতুর্থাশ্রমজুষাং (সর্ব্বেষাং সন্ন্যাসিনাম্) উপাস্যম্ (আরাধ্যং) প্রাহুঃ (সুধিয়ঃ কথয়ন্তি) সঃ

---

(১) ১০ম শ্লোকে যে 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দ আছে তাহার অর্থ 'যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণের বর্ণনা করেন,' 'কাল বর্ণযুক্ত' নহে; কারণ 'ত্বিষা অকৃষ্ণম্' অর্থাৎ 'গৌরকান্তিযুক্ত' এই বিশেষণ দ্বারাই দ্বিতীয় অর্থের খণ্ডন হইতেছে।

চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) অতিতরাং (অত্যধিকং) কৃপয়তু।

অনুবাদ।—কলিযুগে পণ্ডিতগণ, সংকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা যাঁহার সাক্ষাৎ অর্চ্চনা বন্দনা করেন, যিনি কৃষ্ণ হইয়াও কান্তিরাজিদ্বারা গৌরবর্ণ, এবং যাঁহাকে সুধীগণ সমস্ত সন্ন্যাসীদের উপাস্য বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন ॥ ১১ ॥

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি (১)॥
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবমালায়াং দ্বিতীয়াষ্টকে ৮মঃ শ্লোকঃ

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি
জগতাং যস্য পরিতো, গিরান্তু
প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি
প্রেমনিবহং, স দেবশ্চৈতন্যাকৃতি-
রতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১২

অন্বয়ঃ।—যস্য (চৈতন্যাকৃতিদেবস্য) স্মিতালোকঃ (ঈষদ্ধাস্যসহকৃতা দৃষ্টিঃ অর্থাৎ কৃপাকটাক্ষঃ) জগতাং পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) শোকং হরতি (নাশয়তি) তু (পুনঃ) যস্য গিরাং (বাণীনাং) প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং (কল্যাণরাশীন্) পল্লবয়তি (বিস্তারয়তি) যস্য পদালম্ভঃ (চরণাশ্রয়ঃ) কং বা (জনং) প্রেমনিবহং (প্রেমরাশিং) হি (নিশ্চিতং) ন প্রণয়তি (প্রাপয়তি) সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু।

অনুবাদ।—যাঁহার ঈষদ্ধাস্যযুক্ত কৃপাকটাক্ষ জগতের প্রাণিবৃন্দের শোক হরণ করে, যাঁহার বাক্যারম্ভ জগতে কল্যাণসমূহের বিস্তার করে এবং যাঁহার চরণাশ্রয় করিলে কোন্ জনই না অর্থাৎ সর্ব্বজনই কৃষ্ণ-প্রেমনিবহ প্রাপ্ত হয় সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন॥ ১২॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবমালায়াং প্রথমাষ্টকে ১মঃ শ্লোকঃ

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজ-
কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠি-
প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজন-
মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি
দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—প্রণয়িতাং বহদ্ভিঃ (প্রীতিং ধারয়দ্ভিরর্থাৎ প্রীতিযুক্তৈঃ) ধৃতমনুজকায়ৈঃ (মনুষ্য-দেহধারিভিঃ, অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যহরিদাসাদি-রূপেণ জগতি অবতীর্ণৈঃ) গিরিশপরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ (শিবব্রহ্মাদিভিঃ) গীর্ব্বাণৈঃ (দেবগণৈঃ) সদা উপাস্যঃ (আরাধ্যঃ), স্বভক্তেভ্যঃ (অর্থাৎ স্বরূপ-দামোদরাদিভ্যঃ) শুদ্ধাং (কর্ম্মযোগাদিভিরনাবৃতাং) নিজভজন-মুদ্রাং (নিজস্য ভক্তি-পরিপাটীম্) উপদিশন্ (শিক্ষয়ন্), শ্রীমান্ স চৈতন্যঃ পুনরপি কিং মে (মম) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (বিষয়তাং, গোচরীভূততাং) যাস্যতি (অর্থাৎ মম দৃষ্টিগোচরো ভবিষ্যতি)।

অনুবাদ।—শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসাদিরূপে মনুষ্যদেহধারী, শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক যিনি পরম প্রীতির সহিত আরাধিত হন, এবং যিনি স্বরূপদামোদরাদি নিজ ভক্তবৃন্দকে বিশুদ্ধ নিজ ভক্তিপরিপাটী উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নেত্রপথের গোচর হইবেন? ১৩॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্রে করে স্বকার্য্য সাধন।
অঙ্গ শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্রপরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব তার উপাঙ্গ ব্যাখ্যান॥

(১) অজ্ঞান-তমস্ততি—অজ্ঞানান্ধকাররাশি।

তথাহি—শ্রীভাগবতে ১০।১৪।১৪

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ১৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নবম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৪॥

জলশায়ী অন্তর্য্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ তুমি মূল কারণ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।
মায়া কার্য্য নহে সবে চিদানন্দময়॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সাক্ষাৎ হলধর (১)।
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে (২) কীর্ত্তন করিঞা॥
পাষণ্ড দলন বানা (৩) নিত্যানন্দ রায় (৪)।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥
কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥
ভাগবতসন্দর্ভ (৫) গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীব গোসাঞি করেছে ব্যাখ্যানে॥

তথাহি—ভাগবতসন্দর্ভে মঙ্গলাচরণে

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং
দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ
কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ।—কলৌ (কলিযুগে) সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ অন্তঃ কৃষ্ণং বহিঃ গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং (দর্শিতং প্রকটিতম্ অঙ্গাদিবৈভবম্ অদ্বৈতাচার্য্য-নিত্যানন্দাদিরূপং মহিমানং যেন তাদৃশং) কৃষ্ণ-চৈতন্যম্ আশ্রিতাঃ স্মঃ (বয়মাশ্রয়রূপেণ অধিগতাঃ স্মঃ)।

অনুবাদ।—যিনি অন্তরে কৃষ্ণ (অর্থাৎ শ্রীনন্দ-নন্দনস্বরূপ) আর বাহিরে গৌর (অর্থাৎ শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি দ্বারা গৌরবর্ণ) এবং যিনি অঙ্গাদির (অর্থাৎ অদ্বৈতনিত্যানন্দাদির) বৈভব (পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচার) লোকমধ্যে দেখাইয়াছেন, কলিযুগে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভুকে সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন, দর্শন, প্রণমন, ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা আশ্রয় করিলাম॥ ১৫॥

উপপুরাণেতে শুনি শ্রীকৃষ্ণ-বচন।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন॥

তথাহি—উপপুরাণে

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্!
সন্ন্যাসাশ্রম-মাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি
কলৌ পাপহতান্নরান্॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—হে ব্রহ্মন্ ক্বচিৎ কলৌ অহম্ এব (স্বয়ং) সন্ন্যাসাশ্রমম্ আশ্রিতঃ (সন্ন্যাসধর্ম্মাশ্রিতঃ) সন্ পাপহতান্ নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি।

অনুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! আমি কোন কলিযুগে (অর্থাৎ বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলিযুগে) সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়া পাপহত নরদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব॥ ১৬॥

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

---

(১) হলধর—বলরাম।

(২) বুলে—ভ্রমণ করে।

(৩) বানা—বেশ। বানা—তীর। বানা—চূড়া অর্থাৎ পাষণ্ডদলনে অগ্রগণ্য। বানা—ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের চিহ্ন অর্থাৎ ধ্বজাবিশেষ।

(৪) যিনি আনন্দ প্রদান করেন, তাঁহাকে রায় কহে।

(৫) ভাগবত-সন্দর্ভ—ষট্-সন্দর্ভ।

তথাহি—যামুনাচার্য্যস্তোত্রে ১৫শঃ শ্লোকঃ

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—অসুরপ্রকৃতয়ঃ (অভক্তাঃ) পরমপ্রকৃষ্টৈঃ (অত্যুৎকৃষ্টৈঃ) শীলরূপচরিতৈঃ (শীলং স্বভাবং রূপম্ দিব্যাকৃতিং চরিতং কার্য্যাবলীং দৃষ্ট্বাপি) সত্ত্বেন (সত্ত্বগুণং দৃষ্ট্বাপি), সাত্ত্বিকতয়া (সাত্ত্বিকভাবেন হেতুনা) প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ চ (অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবপূর্ণানি অভ্রান্তযুক্তিযুক্তানি শাস্ত্রাণি আলোচ্য অপি) প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং মতৈঃ চ (প্রসিদ্ধপরমার্থতত্ত্বজ্ঞানাং মতানি আলোচ্য অপি) ত্বাং বোদ্ধুং ন প্রভবন্তি (ন সমর্থাঃ ভবন্তি)।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! তোমার পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব, রূপ, চরিত্র এবং সত্ত্বগুণ দেখিয়া আর সাত্ত্বিকভাবপূর্ণ প্রবলশাস্ত্র ও দৈবপরমার্থবেত্তৃগণের মত পর্য্যালোচনা করিয়াও অসুরপ্রকৃতিগণ (অভক্তেরা) তোমাকে জানিতে পারে না॥ ১৭॥

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

তথাহি—তত্রৈব ১৮শঃ শ্লোকঃ

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥১৮

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (বিরলাঃ) ত্বদনন্যভাবাঃ (তব একান্তভক্তাঃ) ভবতা মায়াবলেন নিগুহ্যমানমপি (বিশেষেণ যৎ গুপ্যতে তাদৃশমপি) উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধ-সীম-সমাতিশায়ি-সম্ভাবনম্ (উল্লঙ্ঘিতা অতিক্রান্তা ত্রিবিধসীম্নি স্বর্গমর্ত্তপাতালেষু সমস্ত তুল্যস্য অতিশায়িনঃ শ্রেষ্ঠস্য চ সম্ভাবনা যেন তাদৃশং) তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্ (প্রভুত্বস্য স্বভাবম্) অনিশং (সর্ব্বদা) পশ্যন্তি।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! তুমি যোগমায়াপ্রভাবে গোপন করিলেও তোমার প্রভুত্বের স্বভাব—যাহার সাম্য এবং আধিক্যের সম্ভাবনা স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের সীমায়ও নাই—তাহা তোমার অনন্যভক্তগণ অনায়াসে অবগত হন॥ ১৮॥

অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥

তথাহি—পাদ্মে

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্
দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব
আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—অস্মিন্ লোকে (ইহ জগতি) দৈব আসুর এব চ দ্বৌ ভূতসর্গৌ (ভূতানাং প্রাণিনাং সর্গঃ সৃষ্টিঃ দ্বিবিধৌ তৌ)। বিষ্ণুভক্তঃ দৈবঃ তদ্বিপর্য্যয়ঃ (বিষ্ণুভক্তিবিহীনঃ) আসুরঃ স্মৃতঃ।

অনুবাদ।—ইহজগতে দুই প্রকার জীব সৃষ্ট হইয়াছে, এক দৈব, অপর আসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারাই দৈব, যাহারা তাহার বিপরীত, তাহারাই আসুর॥ ১৯॥

আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুর ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥
পিতা-মাতা-গুরু-আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম॥
মাধব ঈশ্বরপুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥
প্রকটিয়া (১) দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার (২)॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥
লোকগতি (৩) দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥

(১) প্রকটিয়া—আবির্ভূত হইয়া অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া।

(২) বিষয়-ব্যবহার—সাংসারিক ব্যবহার, সাংসারিক লোকের কার্য্যাবলী।

(৩) লোকগতি—লোকের অবস্থা।

গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥

নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে॥

হরিভক্তিবিলাসস্থ একাদশবিলাসে দশাধিক-
শতাঙ্কধৃতং গৌতমীয়তন্ত্রে নারদবচনম্।

তুলসীদলমাত্রেণ
জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং
ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—ভক্তবৎসলঃ (ভক্তেষু স্নেহযুক্তঃ ভগবান্) তুলসী-দলমাত্রেণ (সহ) জলস্য চুলুকেন (জলগণ্ডূষেণ) বা স্বম্ আত্মানাং ভক্তেভ্যঃ বিক্রীণীতে।

অনুবাদ।—এক দল তুলসী এবং এক গণ্ডূষ জল প্রাপ্ত হইয়াই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকট আপনাকে বিক্রয় করেন॥ ২০॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতার এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু (১)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৯।১১।

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ! পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ২১

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মণঃ স্তুতি-বচনম্] ননু নাথ (হে প্রভো) শ্রুতেক্ষিতপথঃ (শ্রুতেন শাস্ত্রাদিশ্রবণেন ঈক্ষিতঃ দৃষ্টঃ পন্থা যস্য তাদৃশঃ) ত্বং পুংসাং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎ-সরোজে (ভক্ত্যা বিশোধিতে হৃদয়রূপে পদ্মে) আস্সে (তিষ্ঠসি)। হে উরুগায় তে ধিয়া (বুদ্ধ্যা) যৎ, যৎ (বপুঃ) বিভাবয়ন্তি (কল্পনাপূর্ব্বকমনুধ্যায়ন্তি) তৎ তৎ বপুঃ সদনুগ্রহায় প্রণয়সে (প্রকটয়সি)।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! যে তোমার পন্থা, শাস্ত্রাদি শ্রবণ-দ্বারা অবগত হওয়া যায়, এবং যে তুমি, ভক্তের ভক্তিযোগ দ্বারা পরিশোধিত হৃৎ-সরোজে বাস কর, সেই তোমার ভক্তগণ (শ্রবণাদি ব্যতীত) স্বেচ্ছাক্রমে যে যে রূপ ধ্যান করেন, তুমি সেই সেই রূপ সদনুগ্রহের নিমিত্ত প্রকটিত কর॥২১॥

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।
“ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার॥”
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্য-কারণং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) ধর্ম্মসেতু—ধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেন
তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং
দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—বালোঽপি (অজ্ঞোঽপি) শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন ব্রজবিলাসিনঃ তদ্রূপস্য (শ্রীকৃষ্ণরূপস্য) বিনির্ণয়ং কুরুতে।

অনুবাদ।—মূর্খ ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদে শাস্ত্র দর্শন করিয়া ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হয়॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস (১)॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥

নারায়ণ (২) চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে (৩) কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস (৪) করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি (৫) লোকে করিতে প্রচারণ
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গাম॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তাঁরে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

গীতায়াং ৪র্থ অঃ ১১শঃ শ্লোকঃ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে
মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥২

(১) আভাস—অভিপ্রায়। অর্থাৎ কি-অভিপ্রায়ে শ্লোক বলা যাইতেছে তাহা।

(২) নারায়ণ—পরব্যোমনাথ। চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। মৎস্যাদ্যবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার।

(৩) বিষ্ণুদ্বারে—স্বশরীর-লীন বিষ্ণু দ্বারায়।

(৪) নির্য্যাস—সার।

(৫) অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশ-পরাকাষ্ঠা, তাহার নাম রাগ।

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ (হে অর্জ্জুন), যে (জনাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) মাং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) অহং তথৈব (তেন প্রকারেণৈব অর্থাৎ তদ্ভাবানুসারিণা রূপেণ অথবা তদপেক্ষিত-ফলদানেন) তান্ ভজামি (অনুগৃহ্ণামি); মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) মম বর্ত্ম (ভজনমার্গং) অনুবর্ত্তন্তে (অনুগমনং কুর্ব্বন্তি)।

অনুবাদ।—যে যে ভক্ত আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও সেই সেই ভক্তকে সেই সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। অতএব হে অর্জ্জুন! মনুষ্য-গণ সর্ব্বপ্রকারেই আমার বর্ত্মের অনুসরণ করে॥ ২॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ রতি (১)॥
আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৩১

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানা-
মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো
ভবতীনাং মদাপনঃ॥৩

অন্বয়ঃ।—ময়ি ভূতানাং (সর্ব্বেষামপি প্রাণি-নাং) ভক্তিঃ হি (অপি) অমৃতত্বায় (নিত্য-পার্ষদভাবায়, মোক্ষায়) কল্পতে (যোগ্যা ভবতি)। ভবতীনাং মদাপনঃ (মৎপ্রাপকঃ) মৎস্নেহঃ (ময়ি-প্রীতিঃ) যৎ তৎ দিষ্ট্যা (মদ্ভাগ্যেনৈব অতিভদ্রমেব) আসীৎ।

অনুবাদ।—(শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গোপীগণ!) আমার প্রতি ভক্তিমাত্রই সকল ভূতগণের মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হয়; অতএব তোমাদিগের আমার প্রতি যে স্নেহ আছে, তাহা অতি কল্যাণকর, যে হেতু উহাদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৩॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিব অবতার।
করিব বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে (২) নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে (৩)।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ
দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুয়ে করায় মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ (৪)॥

(১) শুদ্ধ রতি—বিশুদ্ধ প্রীতি।

(২) বৈকুণ্ঠাদ্যে—বৈকুণ্ঠে ও তদুপরি গোলোকে।

(৩) উজ্জ্বলনীলমণি মতে—অনুরাগ হেতু ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যে পরকীয়া রমণীতে আসক্ত হয় এবং সেই রমণীর প্রেমই যাহার সর্ব্বস্ব জ্ঞান হয় সেই উপপতি। [এইরূপ উপপতি এক ব্রজবনিতা-গণের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কোথাও সম্ভবে না। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজন না করিয়া উপপতিভাবে ভজন করিলেন এই জন্য যে, পতি-ভাবে বিধির প্রাধান্য, কিন্তু উপপতিভাবে সর্ব্বতো-ভাবে অনুরাগেরই প্রাধান্য। জাগতিক হিসাবে উপপতিভাব অবৈধ, কারণ মানবের ঐরূপ ভাব 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'-জনিত অর্থাৎ কামসম্ভূত; কিন্তু গোপীগণের অনুরাগ 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'-জনিত সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ প্রেম। অতএব তাঁহাদের বিষয়ে জাগতিক বৈধত্বাবৈধত্বের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আবার এ জগতে দেখা যায় মানুষের মধ্যেও যাঁহারা অতিমানুষ তাঁহারা সব সময় মানব-সমাজের বিধিনিয়মের বশবর্ত্তী থাকেন না (যেমন মহাকবিগণ ও ঋষিগণ অনেক স্থলে ব্যাকরণের নিয়মলঙ্ঘন করিয়া শব্দাদির প্রয়োগ করেন)। সুতরাং শ্রীভগবান্ যদি বিমল অপ্রাকৃত গোপী-প্রেমের আস্বাদন জন্য এবং তাহার মহিমা প্রকাশের জন্য প্রাকৃতজগতের বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘন করেন তাহাতে সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহাতে আদৌ দোষস্পর্শ হইতে পারে না]।

(৪) প্রসাদ—অনুগ্রহ।

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।৩৬ শ্লোকঃ

অনুগ্রহায় ভক্তানাং
মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া
যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—(ভগবান্) ভক্তানাম্ অনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে (অবলম্বতে) যাঃ (ক্রীড়াঃ) শ্রুত্বা মানুষং দেহম্ আশ্রিতঃ (জীবঃ) তৎপরঃ (তদ্বিষয়কশ্রদ্ধাবান্) ভবেৎ।

অনুবাদ।—মনুষ্যদেহধারী জীবসকল যাহা (যে সকল লীলা) শ্রবণ করিয়া সেই লীলা বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সকল মনোহর লীলা করেন॥ ৪॥

ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায়॥ (১)
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণের প্রাকট্য কারণ।
অসুর সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন॥
এই মতে চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন॥
দুই হেতু (২) অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার (৩)।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ (৪) হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং ২১শঃ শ্লোকঃ।

যথোত্তরমসৌ স্বাদ-
বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী
ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—স্বাদ্বী (অভিরুচিতা) অসৌ (শান্তাদি-পঞ্চবিধা) রতিঃ যথোত্তরং (উক্তক্রমেণ) স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী অপি বাসনয়া কা (রতিঃ) অপি কস্যচিৎ (জনস্য) ভাসতে।

অনুবাদ।—উত্তরোত্তর (অর্থাৎ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ইত্যাদি ক্রমে) স্বাদবিশেষে উল্লাসময়ী এই রতি, বাসনাভেদে স্বাদ্বী হইয়া কখন কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৫॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া (৫) পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥

(১) ব্যাকরণানুসারে 'অবশ্যকর্ত্তব্য' অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ হয়। পূর্ব্বোক্ত 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' ইত্যাদি শ্লোকে 'ভবেৎ' ক্রিয়াতেও এই অর্থেই বিধিলিঙ্ হইয়াছে অর্থাৎ 'ভবেৎ' ক্রিয়ার প্রয়োগ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ দ্বারা তৎপ্রতি অনুরাগযুক্ত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে।

(২) দুই হেতু—শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণপূর্ব্বক স্বমাধুর্য্য আস্বাদন ও নাম-প্রেম-প্রচারণ।

(৩) চতুর্ব্বিধ ভক্ত—দাসগণ, সখাগণ, মাতাপিতা ও প্রেয়সীগণ। আধার—আশ্রয়।

(৪) তটস্থ হইয়া—অর্থাৎ মগ্ন না হইয়া; কারণ যিনি যাহাতে মগ্ন হয়েন তাহাই তাঁহার নিকট ভাল বলিয়া মনে হয়; কোন্‌টি বেশী ভাল কোন্‌টি কম ভাল এই তারতম্যের বোধ তাঁহার থাকে না।

(৫) স্বকীয়া—যাঁহারা বিধি অনুসারে বিবাহিতা ও পতির আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপরা এবং পাতিব্রত্য হইতে অবিচলিতা, সেই নায়িকাদিগের নাম স্বকীয়া; যথা—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি।

পরকীয়াভাবে (১) অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি (২)॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম (৩)।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

তথাহি—স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য
১ম স্তবে ২য়ঃ শ্লোকঃ

সুরেশানাং, দুর্গং গতিরতিশয়েনো-
পনিষদাং, মুনীনাং সর্ব্বস্বং
প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশু-
পালাম্বুজদৃশাং, স চৈতন্যঃ কিং মে
পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৬

অন্বয়ঃ।—সুরেশানাং (ইন্দ্রাদীনাং) দুর্গং (অভয়স্থানম্, অভয়দাতা) উপনিষদাং (বেদান্তানাং) অতিশয়েন গতিঃ (লক্ষ্যস্থানং) মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং (ভক্তসমূহানাং) মধুরিমা (ভক্তিমাধুর্য্যস্বরূপঃ) নিখিলপশুপালাম্বুজ-দৃশাং (সর্ব্বাসাং গোপবধূনাং) প্রেম্নঃ বিনির্য্যাসঃ (সারঃ) স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি (মম দৃষ্টিগোচরঃ ভবিষ্যতি)।

অনুবাদ।—যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের নির্ভয়-স্থান অর্থাৎ অভয়দাতা, যিনি উপনিষদের একমাত্র গতি অর্থাৎ লক্ষ্যস্থান, যিনি মুনিগণের ঐহিক ও পারত্রিক ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের ভক্তি-মাধুর্য্যরূপ এবং যিনি সমস্ত ব্রজবনিতার প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক হইবেন?॥ ৬॥

স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য ২য় স্তবে
তৃতীয়ঃ শ্লোকঃ

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজন-
বৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং
কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং
প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ
কৃপয়তু॥ ৭

অন্বয়ঃ।—কুতুকী (তাসাং ভাবাস্বাদনে কৌতুহলযুক্তঃ) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কস্য অপি প্রণয়িজন-বৃন্দস্য (ব্রজাঙ্গনালক্ষণস্য) কমপি (অনির্বচনীয়ম্) অপারং মধুরং (শৃঙ্গারাখ্যং) রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং (স্বয়ং তদ্ভাবেন আস্বাদয়িতুম্) ইহ (জগতি) তদীয়াং দ্যুতিং (কান্তিং) প্রকটয়ন্ স্বাং (নিজাং) রুচিং (শ্যামকান্তিং) আবব্রে (আবৃতবান্) স চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু।

অনুবাদ।—যিনি ব্রজাঙ্গনাগণের কোন অনির্ব্বচনীয় মধুররস হরণ করিয়া, উহা স্বয়ং তদ্ভাবে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তদীয় কান্তি বাহিরে প্রকাশপূর্ব্বক নিজদ্যুতি আবরণ করিয়া-ছেন, পরম কুতুকী সেই চৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন॥ ৭॥

ভাব-গ্রহণ হেতু কৈল ধর্ম্ম স্থাপন (৪)।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ॥
"ভাব-গ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তালাগি পঞ্চম শ্লোকের করিবে বিচার॥
এইত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।
এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ"॥

(১) পরকীয়া—যাঁহারা অনুরাগে আত্মা অর্পণ করিয়াছেন এবং ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা করেন না, আর ধর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহবিধি অনুসারে গৃহীতা নহেন, তাঁহারাই পরকীয়া; যথা—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীগণ।

(২) অবধি—শেষ সীমা, চরম উৎকর্ষ।

(৩) শ্রীরাধিকার প্রৌঢ় (পরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত) নির্ম্মল (ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন) ভাবই (পরকীয়া ভাবই) সর্ব্বোত্তম প্রেমের হেতু।

(৪) অর্থাৎ রাগমার্গের ভক্তি প্রচারণ, তাহারই হেতু 'ভাবগ্রহণ' অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ। শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুরী আস্বাদন করিয়া, তদ্দ্বারা রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াং শ্লোকঃ

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী-
শক্তিরস্মা-দেকাত্মানাবপি ভুবি.
পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈ-
ক্যমাপ্তং, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং
নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৮

অন্বয় ও অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদে ৫ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥
ইথে লাগি আগে করি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনী (১) নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥
সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী (২)।
চিদংশে সম্বিৎ (৩) যারে জ্ঞান করি মানি ॥

তথাহি—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে ১২ অঃ ৬৯ শ্লোকঃ

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বি-
ত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা
ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[শ্রীভগবন্তং প্রতি ধ্রুববাক্যম্] একা (স্বরূপভূতা) হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ (শক্তিঃ) সর্ব্বসংস্থিতৌ (সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে) ত্বয় অস্তীতি শেষঃ। হ্লাদকরী (মনোপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী) তাপকরী (বিষবিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী) মিশ্রা (তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী) শক্তিঃ গুণবর্জ্জিতে (সত্ত্বাদিগুণবিহীনে) ত্বয়ি নাস্তি।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ এই তিন মুখ্য অব্যভিচারিণী স্বরূপভূত শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। কিন্তু হ্লাদকরী সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং তদুভয়মিশ্রা রাজসী, এই ত্রিশক্তি-বর্জ্জিত তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারেন না ॥ ৯ ॥

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪।৩।২১ শ্লোকঃ

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—[শ্রীসতীং প্রতি শ্রীশিববাক্যং] বিশুদ্ধং সত্ত্বং (অন্তঃকরণং বা সত্ত্বগুণঃ) বসুদেব-শব্দিতং (বসুদেবশব্দেনোক্তং) যং (যস্মাৎ) তত্র (সত্ত্বে) অপাবৃতঃ (অপগতম্ আবৃতম্ আবরণং যস্মাৎ তাদৃশঃ) পুমান্ (বাসুদেবঃ) ঈয়তে (প্রকাশতে)। মে (ময়া) তস্মিন্ (বিশুদ্ধে) সত্ত্বে ভগবান্ বাসুদেবঃ চ মনসা বিধীয়তে (সেব্যতে) হি (যতঃ) অধোক্ষজঃ (অধঃকৃতম্ অতিক্রান্তম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানং যেন তাদৃশঃ)।

অনুবাদ।—বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। যেহেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বে পরম পুরুষ অনাবৃত হইয়া

(১) শক্তিমাত্রেই জড়, কিন্তু ভগবানের চিচ্ছক্তি সেরূপ নহে, উহা ভগবানের স্বরূপ। চিচ্ছক্তির নামান্তর স্বরূপ শক্তি। হ্লাদিনী—ভগবান্ স্বয়ং আহ্লাদস্বরূপ হইয়া যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আহ্লাদিত হয়েন এবং ভক্তদিগকে আহ্লাদিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী।

(২) সন্ধিনী—ভগবান্ সত্তারূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং সত্তাধারণ করেন এবং পরকে ধারণ করান।

(৩) সম্বিৎ—ভগবান্ জ্ঞানরূপ হইয়া যে শক্তিদ্বারা আপনি জানেন ও পরকে জানান।

প্রকাশ পাইয়া থাকেন সেই জন্য তাঁহার অর্থাৎ পরম পুরুষের নাম বাসুদেব। আমি সেই ইন্দ্রিয়াতীত বাসুদেবকে মনদ্বারা চিন্তা করিতেছি ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ-ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার (১) ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা (২) নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী-প্রকরণে ২য় অঙ্কে :—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—তয়োঃ (শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যোঃ) উভয়োরপি মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথা অধিকা। ইয়ং (শ্রীরাধিকা) মহাভাব-স্বরূপা গুণৈঃ অতি বরীয়সী (গরীয়সী)।

অনুবাদ।—শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠা; যেহেতু শ্রীরাধিকা মহাভাবস্বরূপা এবং সর্ব্বগুণে অতি প্রধানা ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫।৩৩

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—অখিলাত্মভূতঃ (গোলোকবাসিনাম্ অন্যেষামপি প্রিয়বর্গাণাম্ আত্মভূতঃ পরমপ্রেষ্ঠতয়া আত্মবৎ) য এব (গোবিন্দ এব) আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ (পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনামা যো রসঃ তেন প্রতিভাবিতাঃ তাভিঃ) নিজরূপতয়া (স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্ব-ব্যবহারেণ) কলাভিঃ (হ্লাদিনীশক্তিরূপাভিঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ সহ) গোলোকে এব নিবসন্তি, তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

অনুবাদ।—পরম প্রেমময় উজ্জ্বলরসে প্রতিভাবিত সেই নিজপত্নীরূপে হ্লাদিনীশক্তিরূপা প্রিয়াগণের সহিত নিখিল গোলোকবাসিগণের এবং অন্যের আত্মস্বরূপ যিনি গোলোকে বাস করেন সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥
কৃষ্ণ-কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ নাম এক মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতারী যৈছে কৃষ্ণ করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥
লক্ষ্মীগণ হন তাঁর অংশ বিভূতি (৩)।
বিম্ব প্রতিবিম্ব (৪) রূপ মহিষীর ততি ॥
লক্ষ্মীগণ (৫) তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপ ॥
আকার স্বভাব ভেদ ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ-রূপ (৬) তাঁর রসের কারণ ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥

(১) শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং ব্রহ্ম প্রভৃতি তাঁহার অঙ্গকান্ত্যাদি, এই জ্ঞানই সংবিতের সার।

(২) "পরমকাষ্ঠা"—চরম সীমা।

(৩) 'অংশ বিভূতি'—বৈভবাংশ, অর্থাৎ বিলাস।

(৪) বিম্ব—দেহ। প্রতিবিম্ব—প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ আত্ম-প্রকৃতি।

(৫) 'লক্ষ্মীগণ' ইত্যাদি—যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি পরব্যোমনাথ নারায়ণ, সেইরূপ পরব্যোম-নাথ নারায়ণের কান্তা শ্রীলক্ষ্মীও শ্রীরাধিকার বিলাসমূর্ত্তি।

(৬) 'কায়ব্যূহ'—একশরীরীর বহুতর শরীর প্রকট করণের নাম কায়ব্যূহ। ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ। একই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে রসবিশেষ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীব্রজদেবীরূপ বহু হইয়াছেন।

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে (১)
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলা স্বাদে ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্ব কান্তা-শিরোমণি ॥

তথাহি—বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা
রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-
কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—রাধিকা দেবী কৃষ্ণময়ী (কৃষ্ণেন সহ একাত্মকত্বাৎ তন্ময়ী) পরদেবতা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী (সর্ব্বাঃ লক্ষ্ম্যঃ যস্যা অংশকলাঃ তাদৃশী অথবা শ্রীকৃষ্ণস্য ষড়ৈশ্বর্য্যরূপা) সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা প্রোক্তা।

অনুবাদ।—শ্রীমতী রাধিকা দেবী কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা নামে কথিতা হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী (২)।
কিম্বা কৃষ্ণ-ক্রীড়া-ব্রজের (৩) বসতি নগরী ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তি-রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।২৪ শ্লোকঃ

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ১৪

অন্বয়ঃ।—অনয়া (রাধয়া) হরিঃ ঈশ্বরঃ ভগবান্ (শ্রীনারায়ণঃ) নূনম্ আরাধিতঃ। যৎ (যস্মাৎ) গোবিন্দঃ প্রীতঃ (প্রসন্নঃ সন্) নঃ (অস্মান্) বিহায় যাং (রাধাং) রহঃ (নির্জ্জনে) অনয়ৎ।

অনুবাদ।—[রাসলীলায় শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণ পদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া কহিলেন] ইনিই নিশ্চয় সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদান-সমর্থ হরিকে আরাধনা করিয়া বশীভূত করিয়াছেন, যেহেতু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দ ইঁহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান (৪)
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান ॥
কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য (৫)।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্ব শক্তিবর্য্য ॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য-কান্তি বসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥
জগতমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা (৬) ঠাকুরাণী ॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

---

(১) 'তার মধ্যে'—বহুকান্তার মধ্যে। 'নানাভাব রস ভেদে'—স্বপক্ষ বিপক্ষ সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থপক্ষ প্রভৃতি ভাবভেদে ও রসভেদে এবং অনুরাগ-ভেদে।

(২) দিব্ ধাতু হইতে দেবী হইয়াছে, এখানে দিব্ ধাতুর অর্থ দ্যুতি। তাহাতে দেবীশব্দের অর্থ দ্যোতমানা অর্থাৎ পরম সুন্দরী।

(৩) 'ক্রীড়া-ব্রজের'—ক্রীড়াসমূহের।

(৪) 'লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশ রূপ'। পূর্ব্বোক্ত এই পয়ারেই সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

(৫) 'কৃষ্ণের ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য',—(১) ঐশ্বর্য্য, সর্ব্ববশীকারিত্ব (২) বীর্য্য, মণিমন্ত্র মহৌষধির ন্যায় অলৌকিক প্রভাব (৩) শ্রী, সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি; (৪) যশঃ, শরীরাদির সদ্গুণখ্যাতি; (৫) জ্ঞান, পরতত্ত্বানুভূতি (৬) বৈরাগ্য, প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি—ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শব্দের দ্বিতীয়ার্থ।

(৬) পরা—শ্রেষ্ঠা।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। (১)
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কৈল অবতার।
এইত পঞ্চম (২) শ্লোকের অর্থ প্রচার॥
ষষ্ঠ শ্লোকের (৩) অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সংকীর্ত্তন।
এহো গৌণিহেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ (৪)।
রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য (৫) নিজ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষ লীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥
রাত্রে বিলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি (৬)
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এসব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে॥
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম্ম(৭)
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥
কৈশোর বয়স কাম জগত সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১৩ অঃ, ৫৫ শ্লোকঃ

সোঽপি কৈশোরকবয়ো
মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ
ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ক্ষপিতাহিতঃ (ক্ষপিতং দূরীকৃতম্ অহিতম্ অমঙ্গলং যেন তাদৃশঃ) সঃ অপি মধুসূদনঃ কৈশোরকবয়ঃ মানয়ন্ (সফলীকুর্ব্বন্) স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ (স্ত্রীরত্নসমূহমধ্যস্থঃ) সন্ ক্ষপাসু (শারদযামিনীষু) রেমে।

অনুবাদ।—মধুসূদন আপনার কৈশোর বয়স সফল করিবার নিমিত্ত স্ত্রীরত্নসমূহ মধ্যে অবস্থিত হইয়া শরৎকালীন যামিনীতে বিহার করিয়া তদ্দারা জগতের অমঙ্গল নাশ করিয়াছিলেন॥ ১৫॥

---

(১) মৃগমদ হইতে তাহার গন্ধকে এবং অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না, সুতরাং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু উভয়ে একাত্মক। রাধাকৃষ্ণ সেইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে একাত্মক।

(২) পঞ্চম শ্লোকের—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের।

(৩) ষষ্ঠ শ্লোকের—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" ইত্যাদি শ্লোকের।

(৪) 'বীজ'—কারণ।

(৫) 'সেই কার্য্য'—মহাভাব রসাস্বাদন রূপ যে কার্য্য।

(৬) উঘাড়ি'—উদ্ঘাটন করিয়া

(৭) 'অতিমর্ম্ম'—কৈশোর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রেমময়ী শ্রীব্রজগোপিকাগণের সহিত প্রেমময় বিলাস করেন বলিয়া কৈশোরকালকে 'অতিমর্ম্ম' বলিলেন।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং ১১৫ শ্লোকঃ—

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখী-নামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ।—সখীনাম্ অগ্রে সূচিতশর্ব্বরীরতি-কলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া (সূচিতং প্রকাশীকৃতং শর্ব্বর্য্যাং রজন্যাং যা রতিকলাঃ তত্র প্রাগল্‌ভ্যং যয়া তাদৃশ্যা) বাচা রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং বিরচয়ন্ (কুর্ব্বন্) তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী-পাণ্ডিত্য-পারংগতঃ (তস্যাঃ রাধিকায়াঃ বক্ষোরুহয়োঃ স্তনয়োঃ চিত্রকেলীমকর্য্যাং কেলিমকরী-নির্ম্মাণে পারংগতঃ অর্থাৎ নৈপুণ্যং দর্শয়ন্) অসৌ হরিঃ কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্ কৈশোরং সফলীকরোতি।

অনুবাদ।—সখীদিগের নিকট রাত্রিতে রতি-কলা-বিষয়ে ঔদ্ধত্য-প্রকাশক বাক্য দ্বারা রাধিকাকে লজ্জায় বক্রনয়না করিয়া এবং তাঁহার স্তনমণ্ডলে কেলিমকরী চিত্রিত করা বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইয়া (নৈপুণ্য শব্দটি এখানে ব্যঙ্গোক্তিসূচক; কারণ স্তনস্পর্শে কর কম্পিত হওয়াতে রেখাগুলি পর পর বক্র হইতেছিল) কুঞ্জে (লতাগৃহে) বিহার করতঃ এই হরি কৈশোর বয়সকে সফল করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

তথাহি—শ্রীবিদগ্ধমাধবে ৭ম অঙ্কে ৩য়ঃ শ্লোকঃ—

হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—[বৃন্দাং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যম্] মধুরাক্ষি! এষ হরিঃ রাধিকা চ মথুরায়াং (মাথুর-মণ্ডলে বৃন্দাবনে) চেৎ (যদি) ন অবাতরিষ্যৎ তদা ইয়ং বিসৃষ্টিঃ বৃথা অভবিষ্যৎ, অত্র (সৃষ্টিবিধৌ) মকরাঙ্কস্তু (কন্দর্পস্তু) বিশেষতঃ।

অনুবাদ।—হে মধুরনয়নি বৃন্দে! এই মথুরা-মণ্ডলে যদি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিই বৃথা হইত, এবং কাম (কন্দর্প) বিশেষরূপে বৃথা হইত ॥ ১৭ ॥

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্ব্বণ (১) ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৭৭ শ্লোকঃ

"কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি" "হরেঃ পাদমূলাৎ" "কুতোঽসৌ"
"কুণ্ডারণ্যে" "কিমিহ কুরুতে" "নৃত্যশিক্ষাং" "গুরুঃ কঃ।"
"তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ" ॥ ১৮

টীকা।—[শ্রীরাধাবৃন্দয়োঃ উক্তিপ্রত্যুক্তয়ঃ] "হে বৃন্দে! কস্মাদাগতা?" "হরেঃ পাদমূলাৎ।" "অসৌ (কৃষ্ণঃ) কুতঃ (কুত্র)?" "কুণ্ডারণ্যে।" "ইহ কিং কুরুতে?" "নৃত্যশিক্ষাং।" "গুরুঃ কঃ?" প্রতিতরুলতাং, দিগ্বিদিক্ষু শৈলূষীব (উত্তমনটীব) স্ফুরন্তী (প্রকাশমানা) ত্বন্মূর্ত্তিঃ (তবাকৃতিঃ) তং (কৃষ্ণং) স্বপশ্চাৎ নর্ত্তয়ন্তী পরিতঃ ভ্রমতি।

অনুবাদ।—শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসি-তেছ? বৃন্দা কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-চরণ হইতে আসিতেছি। শ্রীরাধিকা কহিলেন,—তিনি কোথায়? বৃন্দা কহিলেন,—রাধাকুণ্ডারণ্যে।

(১) 'চর্ব্বণ'—আস্বাদন।

শ্রীরাধিকা কহিলেন—সেই বনে তিনি কি করিতেছেন? বৃন্দা কহিলেন—নৃত্যশিক্ষা করিতেছেন। শ্রীরাধা কহিলেন—সেই শিক্ষার গুরু কে? বৃন্দা কহিলেন—দিগ্বিদিকে প্রতি তরুলতায় স্ফুরিত হইতেছে যে তোমার মূর্ত্তি, তাহা প্রধান। নর্ত্তকীর স্থায় গুরু হইয়া আপনার পশ্চাৎ কৃষ্ণকে নাচাইতে নাচাইতে ভ্রমণ করিতেছে॥ ১৮॥

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় (১)
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়॥
রাধা-প্রেম বিভু(২)যার বাড়িতে নাই ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
যাহা হৈতে গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাহি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত (৩)॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার (৪)॥

তথাহি—দানকেলিকৌমুদ্যাং ২য়ঃ শ্লোকঃ

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—বিভুরপি (সম্পূর্ণোঽপি, ব্যাপকোঽপি) সদা অভি (অভিতঃ) বৃদ্ধিং কলয়ন্ (ধারয়ন্) গুরুরপি (সর্ব্বোৎকৃষ্টোঽপি) গৌরব-চর্য্যয়া (অহঙ্কারেণ) বিহীনঃ মুহুঃ (আধিক্যেন) উপচিতবক্রিমাপি (বর্দ্ধিত-কৌটিল্যোঽপি) শুদ্ধঃ (সরলঃ) রাধিকানুরাগঃ মুরদ্বিষি (শ্রীকৃষ্ণে) জয়তি।

অনুবাদ।—যাহা সম্পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াও অহঙ্কার-বিহীন এবং মুহুর্মুহু বক্রিম ভাব ধারণ করিয়াও বিশুদ্ধ; এইরূপ শ্রীরাধিকার অনুরাগ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে জয়যুক্ত হইতেছে॥ ১৯॥

সেই প্রেমের রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের(৫)আহ্লাদ
আশ্রয় জাতীয় সুখ (৬) পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি॥
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ (৭)॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মোর মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি(৮)
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥

---

(১) সর্ব্বব্যাপী হইয়াও মাতৃ-ক্রোড়স্থিত, আপ্তকাম হইয়াও স্তন্যার্থে রোদনরত, স্বতন্ত্র হইয়াও প্রেমপরতন্ত্র ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম্মের আমি যেমন আশ্রয়।

(২) 'বিভু'—ব্যাপক; সম্পূর্ণ।

(৩) 'গৌরব'—মদীয়তাময় মধুরস্নেহোত্থ বলিয়া ঐশ্বর্য্যগন্ধহীনতা নিমিত্ত কাহারও নিকট গৌরবও চাহেন না এবং নিজেও গৌরব করেন না।

(৪) তুলনা করুন—"অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ" (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

(৫) 'আশ্রয়ের'—তাদৃশ প্রেমের পরমাশ্রয় শ্রীরাধিকার।

(৬) 'আশ্রয় জাতীয় সুখ'—শ্রীরাধিকার যে জাতীয় সুখ।

(৭) 'যদ্যপি নির্ম্মল……বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ'—শ্রীরাধার সৎ-প্রেমদর্পণে মালিন্যের গন্ধমাত্রও নাই; সুতরাং মলাপসরণের দ্বারা তাহার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আদৌ নাই; তথাপি ক্ষণে ক্ষণে স্বচ্ছতা বাড়িতেছে। এইটি শ্রীরাধাপ্রেমের বিরুদ্ধধর্ম। 'সৎপ্রেম'—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-গন্ধহীন প্রেম।

(৮) 'হোড় করি'—প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া।

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্বস্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

তথাহি—শ্রীললিতমাধবে ৮ম অঙ্কে
৩২ শ্লোকঃ

অপরি-কলিত-পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেব মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥২০

অন্বয়ঃ।—অপরিকলিতপূর্ব্বঃ (পূর্ব্বং কদাপি ন দৃষ্টঃ) চমৎকারকারী কঃ গরীয়ান্ এস মম মাধুর্য্য-পূরঃ (সৌন্দর্য্যসমূহঃ) স্ফুরতি (প্রকাশতে)। অয়ম্ অহমপি যং (সৌন্দর্য্যং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) লুব্ধচেতাঃ সন্ হন্ত সরভসং (সসম্ভ্রমং) রাধিকা ইব উপভোক্তুং কাময়ে (ইচ্ছামি)।

অনুবাদ।—[নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন]—আমার চমৎকারকারী অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যসমূহ স্ফুরিত হইতেছে, ইহা আমি কখনও দেখি নাই, ইহা দেখিয়া চিত্তে লোভ হওয়াতে শ্রীরাধিকার ন্যায় আমি উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ২০॥

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন॥
এ মাধুর্য্যামৃত সদা সেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ (১) বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৩৯ শ্লোকঃ

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎ-প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥

অন্বয়ঃ।—[পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যম্] সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ চ যৎ-প্রেক্ষণে (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনে) দৃশিষু (নেত্রেষু) পক্ষ্মকৃতং (নেত্রলোম-স্রষ্টারং বিধাতারং) শপন্তি (ভর্ৎসয়ন্তি) 'তম্' অভীষ্টং কৃষ্ণং চিরাৎ (দীর্ঘকালে গতে) উপলভ্য (প্রাপ্য) দৃগ্ভিঃ হৃদীকৃতম্ (অবলোকনৈরেব আকৃষ্য হৃদয়ে প্রবিষ্টীকৃতম্) অলম্ (অত্যর্থং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) নিত্যযুজাং (সর্ব্বদা যোগাবিষ্টানাং শ্রীশঙ্করাদীনাম্ অথবা নিত্য-সংযোগিনীনাং শ্রীরুক্মিণীপ্রভৃতীনাম্) অপি দুরাপং (দুর্লভং) তদ্ভাবং (তদাত্মভাবম্) আপুঃ (প্রাপ্তবত্যঃ)।

অনুবাদ।—গোপীগণ যাঁহার দর্শনকালে দর্শনবিঘ্নকারী নয়ননিমেষ-সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে অভিসম্পাত দিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহুকাল পরে (কুরুক্ষেত্রে) প্রাপ্ত হইয়া, নয়নদ্বার দিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নিয়তযোগাবিষ্ট শঙ্কর প্রভৃতির অথবা নিত্য-সংযোগিনী শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির দুষ্প্রাপ্য তদ্ভাব (কৃষ্ণতাদাত্ম্য) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ২১॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।১৫ শ্লোকঃ

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ভবান্ অহ্নি (দিবসে) যৎ (যদা) কাননং (বৃন্দাবনম্) অটতি (গচ্ছতি) 'তদা' ত্বাম্ অপশ্যতাং ব্রজজনানাং ত্রুটিঃ (ক্ষণস্য সপ্তবিংশতি-শততমাংশঃ, অত্যল্পকালঃ) যুগায়তে (যুগবৎ প্রতীয়তে)। তে (তব) কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ উদীক্ষতাং (পশ্যতাং) দৃশাং (নয়নানাং) পক্ষ্মকৃৎ (নেত্রলোমকর্ত্তা বিধাতা) জড়ঃ (অজ্ঞঃ)।

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! দিবাভাগে যখন তুমি কাননে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে এক

(১) অবিদগ্ধ—অচতুর, অনিপুণ।

ক্রটিমাত্রকাল এক যুগের ন্যায় বোধ হয়। চাচর কেশযুক্ত শ্রীমুখ দর্শনকারীদিগের নয়নে রোমরাজি সৃষ্টি করিয়াছেন যে বিধাতা (অর্থাৎ নয়নে পলক দান করিয়া যিনি কৃষ্ণমুখ দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন) তিনি নিতান্ত অজ্ঞ। (এককণের সপ্তবিংশতি শততম ভাগকে ক্রটি বলে)॥ ২২॥

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২১।৭ শ্লোকঃ

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—হে সখ্যঃ অক্ষণ্বতাং (নেত্রযুক্তানাম্) ইদং ফলং, পরম্ (অন্যৎ) ন বিদামঃ (জানীমঃ) বয়স্যৈঃ সহ পশূন্ অনুবিবেশয়তোঃ (বনং প্রবেশয়তোঃ) ব্রজেশসুতয়োঃ (শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ) অনুবেণুজুষ্টম্ (অনুকূল বেণুসেবিতম্) অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং (অনুরাগযুক্তঃ কটাক্ষপাতঃ যস্মিন্ তাদৃশং) বক্ত্রং (বদনং) যৈঃ বৈ নিপীতং (নিঃশেষেণ পীতম্)।

অনুবাদ।—(পূর্ব্বরাগিণী ব্যূঢ়া শ্রীব্রজদেবীগণ বেণুরব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বেণুধারী শ্রীকৃষ্ণের গুণ কহিতে আরম্ভ করিলেন; তাহার মধ্যে কেহ কহিলেন) হে সখীগণ! ব্রজেন্দ্রনন্দন-যুগল (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ) যখন বয়স্যগণের সহিত পশুচারণ করিতে বনে প্রবেশ করেন, সেই সময় যাহারা তাঁহাদের বেণুসেবিত বদন নয়নদ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাই সেই চক্ষুধারিগণের চক্ষুর ফল (অর্থাৎ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-বদন-দর্শনেই চক্ষু সার্থক হয়)॥ ২৩॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৪।১৩ শ্লোকঃ

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্ (আচরিতবত্যঃ) যৎ (যতঃ) অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) লাবণ্যসারং (লাবণ্যস্যাপি যঃ সারঃ তৎস্বরূপম্) অসমোর্দ্ধং (নাস্তি সমং তুল্যং যস্য অপিচ নাস্তি ঊর্দ্ধমধিকম্ যস্মাৎ তাদৃশং) অনন্যসিদ্ধং (যৎ আভরণাদিনা ন বিধীয়তে অপিত্বেব স্বাভাবিকম্) অনুসবাভিনবং (প্রতিক্ষণং নূতনং) দুরাপং যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য (অর্থাৎ ভগবতঃ ষড়ৈশ্বর্য্যাণাম্) একান্তধাম (অতিশয়িতঃ আশ্রয়ঃ) রূপম্ (অঙ্গং) দৃগ্ভিঃ (নেত্রৈঃ) পিবন্তি।

অনুবাদ।—[রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরানাগরীগণ পরস্পর কহিলেন] গোপিকাগণ কি তপ করিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ নয়ন দ্বারা পান করেন—যে রূপ লাবণ্যের সারভূত এবং অসমোর্দ্ধ (যাহার সমান অথবা অধিক নাই), যাহা আভরণাদি দ্বারা সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ এবং যাহা ক্ষণে ক্ষণে নূতন, আর যশ ও ঐশ্বর্য্যের ও যশের একান্ত আশ্রয়॥ ২৪॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণের উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ॥
এইত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোঁসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্যে জানে সোহো তাঁহা হৈতে
চৈতন্য গোঁসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে
গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব(১) নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু কহে কাম॥

তথাহি—গৌতমীয়তন্ত্রে

প্রেমৈব গোপরামাণাং
কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং
বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—গোপরামাণাং (ব্রজগোপরমণীনাং) প্রেমা এব কাম ইতি প্রথাং (খ্যাতিম্) অগমৎ (অলভত) ইতি (হেতোঃ) উদ্ধবাদয়োঽপি ভগবৎ-প্রিয়াঃ (শ্রীকৃষ্ণভক্তাঃ) এতম্ (অর্থাৎ

(১) যে মহাভাবে সাত্ত্বিকভাবের উদ্দীপন হয় তাহাই রূঢ়ভাব।

কান্তত্বাভিমানরূপেণ ভাবেন উপলক্ষিতং প্রেমাতিশয়ং) বাঞ্ছন্তি।

অনুবাদ।—শ্রীব্রজবধূগণের প্রেমই কাম নামে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু উদ্ধবাদি ভগবৎপরায়ণ মহানুভবগণ এই প্রেম (অর্থাৎ ব্রজবনিতার কাম) লাভের অভিলাষ করেন॥ ২৫॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীত বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য (১) নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল।
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম॥
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ (২) নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ (৩)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।১৯ শ্লোকঃ

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—হে প্রিয়! ভীতাঃ (বয়ং ভীতাঃ সত্যঃ) তে (তব) যৎ সুজাতচরণাম্বুরুহং (সুকোমলচরণকমলং) কর্কশেষু (কঠিনেষু) স্তনেষু শনৈঃ (অল্পাল্পেন) দধীমহি (ধারয়ামঃ) তেন (চরণেন) অটবীং (বনম্) অটসি (গচ্ছসি) তৎ চরণং কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ) কিংস্বিৎ ন ব্যথতে? ভবদায়ুষাং (ভবানেব আয়ুর্যাসাম্ অর্থাৎ ত্বদ্গতপ্রাণানাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ভ্রমতি।

অনুবাদ।—[রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলে কাঁদিতে কাঁদিতে গোপীগণ কহিতে লাগিলেন] হে প্রিয়! আমরা তোমার যে অতি সুকোমল চরণারবিন্দ ব্যথা লাগিবে বলিয়া কঠিন স্তনে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি তুমি সেই চরণদ্বারা বনে ভ্রমণ করিতেছ। তাহাতে তোমার চরণ কঙ্করাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না কি? ইহা ভাবিয়া তোমাগতপ্রাণ, আমাদিগের বুদ্ধিলোপ পাইতেছে॥ ২৬॥

আত্ম সুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে নানাব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।২০ শ্লোকঃ

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—[গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্] হে অবলাঃ মদর্থোজ্‌ঝিতলোক-বেদস্বানাং [মদর্থে উজ্ঝিতানি ত্যক্তানি লোকমর্থাৎ যুক্তাযুক্তপ্রতীক্ষণং বেদ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতীক্ষণং স্বাঃ আত্মীয়পরিজনাদয়ঃ যাভিঃ তাদৃশীনাং] বঃ (যুষ্মাকং) হি ময়ি এবম্ অনুবৃত্তয়ে (অনুরাগায়) পরোক্ষম্ (অদর্শনং) ভজতা ময়া তিরোহিতং তৎ (তস্মাৎ) হে প্রিয়াঃ প্রিয়ং মা (মাম্) অসূয়িতুং (দোষারোপেণ দ্রষ্টুং) মা (ন) অর্হথ (যোগ্যাঃ ভবথ)।

অনুবাদ।—হে অবলাগণ! তোমরা আমার জন্য ভালমন্দ বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার এবং আত্মীয় স্বজন সব পরিত্যাগ করিয়াছ, আমি সেই তোমাদিগের নিরন্তরধ্যানপ্রবাহ সম্পাদনার্থ ও প্রেমালাপ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, নিকটে থাকিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। অতএব হে প্রিয়াগণ! আমি

(১) 'তাৎপর্য্য'—উদ্দেশ্য।
(২) 'আর্য্যপথ'—পাতিব্রত্য ধর্ম্ম।
(৩) 'কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ'—অর্থাৎ নায়িকাগণের নায়কে যে সম্বন্ধ থাকে, কৃষ্ণে গোপিকাগণের সেই সম্বন্ধ।

তোমাদিগের প্রিয়; আমার প্রতি দোষারোপ করিও না ॥ ২৭ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৬।৩৪

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা
মদর্থে ত্যক্ত-দৈহিকাঃ।
মামেবং দয়িতং প্রেষ্ঠম্
আত্মানং মনসা গতাঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্] মন্মনস্কাঃ (মদ্গতচিত্তাঃ) মৎপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্ত-দৈহিকাঃ (ত্যক্তানি দৈহিকানি সুখদুঃখানি যাভিঃ তাঃ ব্রজগোপ্যঃ) দয়িতং প্রেষ্ঠম্ আত্মানং মামেবং মনসা গতাঃ (লব্ধবত্যঃ)।

অনুবাদ।—গোপীরা মদ্গতচিত্ত, আমিই তাহাদের প্রাণ, আমার জন্য তাহারা দৈহিক সুখদুঃখাদি (অথবা জ্ঞাতিপুত্রাদি) পরিত্যাগ করিয়াছে, আমিই তাহাদের প্রিয়, প্রিয়তম এবং আত্মস্বরূপ; তাহারা (বৃন্দাবনে থাকিয়াও) মথুরাস্থিত আমাকে মনদ্বারা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে তৈছে তাহারে ভজিতে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪ অঃ ১১ শ্লোকঃ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে
মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৯

ইহার অন্বয়াদি চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৯ ॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।২১ শ্লোকঃ

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—[রাসে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্] অহং নিরবদ্যসংযুজাং (নিরবদ্যা কামাদি-স্পর্শ-শূন্যা সংযুক্ সংযোগঃ যাসাং তাদৃশীনাং) বঃ (যুষ্মাকং) স্বসাধুকৃত্যং (ঋণপরিশোধনং) বিবুধায়ুষা (অমরত্বং লব্ধ্বাপি অর্থাৎ চিরকালেন) অপি ন পারয়ে (ন শক্নোমি) যাঃ (ভবত্যঃ) দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ (দুশ্ছেদ্যান্ গৃহধর্ম্মান্) সংবৃশ্চ্য (নিঃশেষং ছিত্বা) মা (মাম্) অভজন্ বঃ (যুষ্মাকং) তৎ (সাধুকৃত্যং) সাধুনা (সাধুকৃত্যেন যুষ্মাকং সুশীলত্বেন) প্রতিযাতু (প্রতিকৃতং ভবতু)।

অনুবাদ।—হে গোপিকাগণ! তোমাদিগের সংযোগ নির্দ্দোষ, অর্থাৎ কামময়রূপ প্রতীয়মান হইলেও নির্ম্মল প্রেমময়। যে তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহ-শৃঙ্খল সম্যক্‌প্রকারে ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ, সেই তোমাদিগের ঋণশোধ দেব-পরিমাণ আয়ুলাভ করিয়াও আমি করিতে পারিব না। তোমাদিগের সৌশীল্যের দ্বারা তাহার প্রতি-কার হউক [অর্থাৎ তোমরা প্রেমের মহাজন; দয়া করিয়া আমাকে ঋণদায় হইতে মুক্তি দিলেই আমি ঋণমুক্ত হইতে পারি] ॥ ৩০ ॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন ॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহে মার্জ্জন ভূষণ ॥

তথাহি—গোপীপ্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো
মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ
নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যাঃ গোপ্যঃ নিজাঙ্গম্ অপি মম ইতি (হেতোঃ) সমুপাসতে তাভ্যঃ (গোপীভ্যঃ) পরং (ভিন্নং) মম নিগূঢ়প্রেম-ভাজনং ন।

অনুবাদ।—[শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে কহিলেন] হে অর্জ্জুন! যে গোপীরা নিজ দেহকে আমার (কৃষ্ণের) দেহ বলিয়া (অর্থাৎ তাঁহাদের বিভূষিত শরীর দেখিয়া আমি সুখ পাই বলিয়া কিন্তু নিজের কোন স্বার্থের জন্য নহে) ভূষণাদি ধারণ করেন, সেই গোপিকাগণ ভিন্ন আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই ॥ ৩১ ॥

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ (১)।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণ-শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীশোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি (২)।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি (৩)
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে॥

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং
কেশবাষ্টকে ৮ম শ্লোকে

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ
কেশবম্॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ (ব্রজবনিতাভিঃ) উপেত্য (আগমনং কৃত্বা প্রাসাদমারুহ্য বা) স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ (মন্দহাসযুক্তৈঃ) নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ (নৃত্যকারিণাং কটাক্ষাণাং শতৈরর্থাৎ বহুভিঃ চঞ্চলকটাক্ষপাতৈঃ) পথি অভ্যর্চ্চিতং (পূজিতং, সেবিতং) স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং (পুষ্পগুচ্ছসদৃশেষু স্তনেষু সঞ্চরতোঃ ভ্রমতোঃ নয়নয়োঃ চঞ্চরীকয়োঃ ভৃঙ্গয়োঃ ইব অঞ্চলং প্রান্তভাগং যস্য তাদৃশং) বিপিনদেশতঃ ব্রজে বিজয়িনং (গচ্ছন্তং) কেশবং ভজে।

অনুবাদ।—বন হইতে ব্রজে গমনের সময় শ্রীব্রজসুন্দরীগণ পথপ্রান্তভাগে অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিয়া যাঁহাকে মৃদুহাস্যযুক্ত শত শত কটাক্ষ ভঙ্গীর দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছেন, এবং যাঁহার নয়নভৃঙ্গ সেই ব্রজসুন্দরীগণের স্তনস্তবকে সঞ্চারিত হইতেছে, সেই কেশবকে আমি ভজনা করি॥ ৩২॥

আর এক প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধ হীন॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ (৪)।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম (৫) যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥
নিজ প্রেমানন্দে যবে কৃষ্ণ-সেবা বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধে॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম-বিভাগে
২য়-লহর্য্যাং ২৪ শ্লোকঃ

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—দারুকঃ (শ্রীকৃষ্ণসারথিঃ) অঙ্গস্তম্ভারম্ভং (দেহে জড়তায়াঃ উৎপত্তিং) উত্তুঙ্গয়ন্তং (বর্দ্ধয়ন্তং) প্রেমানন্দং ন অভ্যনন্দৎ (ন প্রশংসয়ামাস)। যেন (প্রেম্না) কংসারাতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সাক্ষাৎ বীজনে (চামর-সেবনে) অক্ষোদীয়ান্ (অধিকতরঃ) অন্তরায়ঃ (বিঘ্নঃ) ব্যধায়ি (জনিতঃ)।

অনুবাদ।—একদিন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক, নিজ প্রভু দ্বারকানাথকে, ব্যজন

(১) 'অনুরোধ'—আগ্রহ।
(২) 'হুড়াহুড়ি'—পরস্পরকে জয় করিবার জন্য দৌড়ঝাঁপ।
(৩) অধোবদন হয় না, অর্থাৎ হারে না।
(৪) প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তদাশ্রয় অর্থাৎ প্রীতির আশ্রয় শ্রীরাধা, তাঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে শ্রীরাধিকার আনন্দ হয়।
(৫) 'নিরুপাধি'—নির্হেতু, বাসনাশূন্য।

করিতেছিলেন, সেই সময় প্রেমানন্দের উদয়ে তাঁহার অঙ্গ স্তম্ভিত হইল, আর ব্যজন করিতে না পারায়, সেবাবিঘ্নকারী বলিয়া সেই প্রেমানন্দকে অভিনন্দন (প্রশংসা) করিলেন না ॥ ৩৩ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ৩য়-লহর্য্যাং ৩২ শ্লোকঃ

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-
বাষ্প-পূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দ-
মরবিন্দবিলোচনা ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—অরবিন্দবিলোচনা (কমলনয়না) গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং (শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-বিঘাতকনেত্রজলবর্ষণকারিণম্) আনন্দম্ উচ্চৈঃ অনিন্দৎ।

অনুবাদ।—(চন্দ্রকান্তিনাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যার ভক্তি-দ্বারা প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দ তাঁহাকে দর্শন দিলেন) কমলনয়না চন্দ্রকান্তির তৎকালে পরমানন্দে নয়ন হইতে অবিরত অশ্রুপ্রবাহ বহিতে লাগিল। ইহা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ব্যাঘাতকারী বলিয়া তিনি ইহাকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৯।১১ শ্লোকঃ

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ৩৫

অন্বয়ঃ।—জনাঃ (ভক্তাঃ) মৎসেবনং বিনা দীয়মানম্ উত (অপি) সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বম্ অপি ন গৃহ্ণন্তি।

অনুবাদ।—[কপিলদেব কহিলেন, মা!] মদীয় জন আমার সেবা ব্যতিরেকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না ॥ ৩৫ ॥

[সালোক্য—ভগবানের সহিত একলোকে বাস। সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য্য। সামীপ্য—নিকটবর্ত্তিতা। সারূপ্য—সমানরূপ। একত্ব—সাযুজ্য]

তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে ৯।৪।৪৭ শ্লোকঃ

মৎসেবয়া প্রতীতং তে
সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ
কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—সেবয়া (মৎসেবয়া) পূর্ণাঃ তে (ভক্তাঃ) মৎসেবয়া প্রতীতং (প্রাপ্তং) সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ং ন ইচ্ছন্তি কালবিপ্লুতং (যৎ কালেন নশ্যতি তাদৃক্) অন্যৎ (স্বর্গাদি) কুতঃ।

অনুবাদ।—(শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে কহিলেন), যখন পূর্ণ ভক্তগণ আমার সেবাদ্বারা প্রাপ্ত সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তি গ্রহণ করেন না, তখন কালে ধ্বংস হয় যে স্বর্গাদি, তাহা কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন? ৩৬ ॥

কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম ॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্ট-সমীহিত (১) ॥

তথাহি—গোপীপ্রেমামৃতে।

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা
ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ
গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥ ৩৭
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং
মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ
নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! তে (তুভ্যং) সত্যং বদামি গোপ্যঃ মে (মম) সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যাঃ ভুজিষ্যাঃ (ভোগ্যাঃ) বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ 'স্যুঃ' অতস্তাঃ মে কিং ন ভবন্তি। হে পার্থ! গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং (মম সেবাং) মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং (মমাভিলাষং) জানন্তি অন্যে তত্ত্বতঃ ন জানন্তি।

অনুবাদ।—হে পার্থ! গোপিকাগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্য, ভোগ্যা স্ত্রী, বান্ধব, ধর্ম্মপত্নী। গোপিকারা যে আমার কি নয় তাহা আমি বলিতে পারি না। হে পার্থ! গোপিকারা আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমাতে ভক্তি এবং

(১) 'ইষ্ট-সমীহিত'—কৃষ্ণ যাহা ভালবাসেন সেইরূপ শারীরিক ব্যবহার।

আমার মনোগতভাব জানেন, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ জানে না॥ ৩৭।৩৮॥

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা

তথাহি—পদ্মপুরাণে ঃ—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো-
স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—রাধা যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া তস্যাঃ কুণ্ডং তথা প্রিয়ং, সর্ব্বগোপীষু সা এব একা বিষ্ণোঃ অত্যন্তবল্লভা (অতিপ্রিয়া)।

অনুবাদ।—শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, তাঁহার কুণ্ডও (শ্রীরাধাকুণ্ডও) তদ্রূপ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়, সকল গোপীগণমধ্যে সেই শ্রীরাধিকা একা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া॥ ৩৯॥

তথাহি—গোপীপ্রেমামৃতে

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা
যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ
যত্র রাধাভিধা মম॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ! যত্র (পৃথিব্যাং) বৃন্দাবনং (নাম) পুরী 'সা' পৃথিবী ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনমধ্যে) ধন্যা তত্রাপি (বৃন্দাবনপুর্য্যাং) গোপিকাঃ (ধন্যাঃ) যত্র (যাসু গোপিকাসু) মম রাধাভিধা (রাধানামধেয়া) প্রিয়া বর্ত্ততে।

অনুবাদ।—(অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন) হে অর্জ্জুন! যে পৃথিবীতে আমার বৃন্দাবনপুরী, ত্রিভুবনমধ্যে সেই পৃথিবী ধন্যা, সেই বৃন্দাবনে গোপিকাগণ ধন্যা—যে গোপিকাগণের মধ্যে আমার রাধানামে বল্লভা আছেন॥ ৪০॥

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ (১)॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥

(১) রসোপকরণ—যেমন অন্নের উপকরণ ব্যঞ্জন; ব্যঞ্জনাদির দ্বারা অন্নের যেরূপ স্বাদ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপিকাগণ-সঙ্গ দ্বারা শ্রীরাধা সহ ক্রীড়ারসের স্বাদুতা বৃদ্ধি হয়।

শ্রীগীতগোবিন্দে ৩য় সর্গে ১ম-শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥৪

অন্বয়ঃ।—কংসারিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি সংসার বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ (সম্যক্ সারভূতায়াঃ রাসলীলায়াঃ বাসনায়াং তদ্দৃঢ়ীকরণায় আবদ্ধশৃঙ্খলরূপামর্থাৎ শ্রীরাসলীলায়াঃ পরমাশ্রয়ভূতাম্) রাধাং হৃদয়ে আধায় (গৃহীত্বা) ব্রজসুন্দরীঃ তত্যাজ।

অনুবাদ।—কংসারি শ্রীকৃষ্ণ, সম্যক্‌সারভূত রাসলীলার পরমাশ্রয়ভূতা শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্য ব্রজসুন্দরী সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন॥ ৪১॥

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি ব্রজেন্দ্র-কুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ১ম সর্গে ১২ শ্লোকঃ
—শ্রীজয়দেববাক্যম্

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দী-
বর-শ্রেণী-শ্যামলকোমলৈরুপ-
নয়নন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ
প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ শৃঙ্গারঃ, সখি
মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥৪:

অন্বয়ঃ।—হে সখি, অনুরঞ্জনেন (তেষাং স্বস্ববাঞ্ছিতাধিকরসদানাৎ প্রীতিদানেন) বিশ্বেষাং (সর্ব্বগোপীনাম্) আনন্দং জনয়ন্ ইন্দীবরশ্রেণীশ্যামলকোমলৈঃ অঙ্গৈঃ অনঙ্গোৎসবং স্বচ্ছন্দং উপনয়ন্ (প্রাপয়ন্) ব্রজসুন্দরীভিঃ অভিতঃ প্রত্যঙ্গম্ আলিঙ্গিতঃ মুগ্ধঃ হরি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারঃ ইব মধৌ (বসন্তসময়ে) ক্রীড়তি।

অনুবাদ।—হে সখি! প্রীতিপ্রদানে গোপীগণের আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীলপদ্মশ্রেণী হইতেও শ্যামবর্ণ ও কোমল অঙ্গ দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে
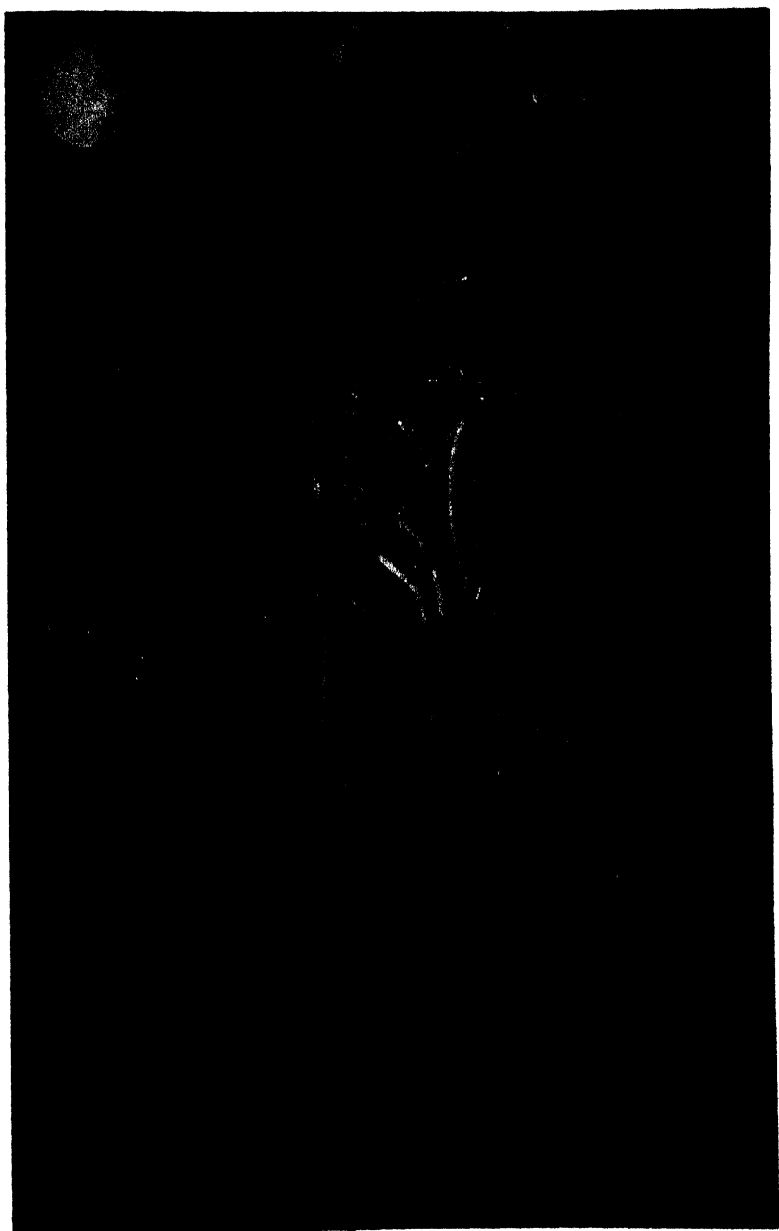
রাধা সহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥

মদনোৎসবের উদয় করিয়া, ও ব্রজসুন্দরীকর্তৃক সর্ব্বভাবে প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া, মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গোঁসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥
সেই দ্বারে (১) প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥
আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিনঃ শ্লোকঃ।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো
বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা
কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং
বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি
শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৪৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ় (২)
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব (৩)।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ (৪)।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥
যে লাগি কহিতে হয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার হউক চমৎকার॥
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস স্বরূপ কহে মোরে ॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয়ে ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন ॥
আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥
আমা হৈতে গুণী বড় (৫) জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ (৬) মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥
মোর বংশী-গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ ॥

(১) 'সেই দ্বারে'—মধুর-রসাস্বাদন দ্বারায়।
(২) 'করিঞা নিগূঢ়'—গোপন করিয়া।
(৩) 'আম্রের পল্লব'—আম্রমুকুল।

(৪) উষ্ট্রের রসনায় আম্রমুকুলের আস্বাদ গ্রহণ করিবার শক্তি নাই, কিন্তু কণ্টকচর্ব্বণে মুখ ক্ষত হইলেও উষ্ট্র তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। এইরূপ অভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদনের শক্তি নাই, তাহাদের হৃদয় নানা দুর্ব্বাসনায় সর্ব্বদা ব্যথিত, তথাপি তাহা ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া উষ্ট্রের সঙ্গে অভক্তের তুলনা দিলেন।

(৫) 'গুণী বড়'—রূপাদি মাধুর্য্য-গুণে অধিক।

(৬) অসমোর্দ্ধ—যাহার সমান এবং যাহা হইতে অধিক নাই।

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল (১)
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু (২) ॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥
পরস্পর বেণু-গীতে হরয়ে চেতন (৩)।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥
অনুকূল বাতে (৪) যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ ॥
তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত ॥
লীলা অন্তে (৫) সুখে ইঁহার যে অঙ্গ-মাধুরী
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥
দোঁহার যে সম রস ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখে শত অধিকাই (৬) ॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৯মে অঙ্কে ৫মঃ শ্লোকঃ
এতয়োরন্যোন্যেন্দ্রিয়াহ্লাদঃ শ্রীরূপগোস্বামিনা
নিশ্চিতোঽস্ত যথা।—

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ
কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুত-
শ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গশ্চন্দনশীতলস্তনুরিয়ং
সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং
রাধে মুহুর্ম্মোদতে ॥ ৪৪

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং
স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে-
সংহৃষ্টনাসাপুটাং।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধররসে-
ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি
প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—হে কল্যাণি, তে (তব) বিম্বাধরঃ নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ (নির্ধূতে দূরীকৃতে অমৃতানাং মাধুরীপরিমলে যেন তাদৃশঃ অর্থাৎ অমৃতমাধুরীপরিমলাৎ অধিকমাধুরীপরিমলযুক্তঃ) বক্ত্রং (বদনং) পঙ্কজ-সৌরভম্ (পদ্মগন্ধযুক্তং) গিরঃ কুহুরুতশ্লাঘাভিদঃ (কোকিলস্বরগর্ব্বচূর্ণীকারিণ্যঃ) অঙ্গঃ চন্দনশীতলঃ ইয়ং তনুঃ সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্বভাক্। হে রাধে, ত্বাম্ আস্বাদ্য (চুম্বনালিঙ্গনাদিভিরুপভোজ্য) মম ইদম্ ইন্দ্রিয়কুলং মুহুঃ মোদতে (হর্ষাধিক্যং লভতে)।

(১) 'কোটীন্দুশীতল'—কোটী চন্দ্র হইতেও স্নিগ্ধ।

(২) 'জীবাতু'—জীবনৌষধি।

(৩) 'পরস্পর........চেতন'—শ্রীরাধিকার আমাতে এতই প্রীতি যে, আমি যে বেণুবাদ্য করিয়া থাকি, সেই বেণু জাতি অর্থাৎ বেড়্ বাঁশের ঝাড়ে পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে যে শব্দ হয়, তৎশ্রবণে তাঁহার চৈতন্য থাকে না। সাক্ষাৎ বেণুরবের কথা আর কি বলিব!

(৪) 'অনুকূল বাতে'—শ্রীকৃষ্ণের দিক্ হইতে শ্রীরাধার দিকে যে বায়ুপ্রবাহ আসে তাহাতে।

(৫) 'লীলা অন্তে'—নির্জ্জনে কৃত লীলার শেষে।

(৬) রসশাস্ত্রের আদিগুরু ভরত মুনির মতে অনুরাগযুক্ত নায়ক নায়িকার পরস্পরের সঙ্গমে উভয়েরই সমান সুখ হয়। কিন্তু ব্রজলীলায় নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধিকার সুখ সমান হয় না; পরন্তু শ্রীরাধিকার সুখ বহুপরিমাণে অধিক হয়।

কংসহরস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) রূপে লুব্ধনয়নাং, 'শ্রীকৃষ্ণস্য' স্পর্শে অতিহৃষ্যত্বচম্ (অতিশয়-পুলকিতাঙ্গীং), 'শ্রীকৃষ্ণস্য' বাণ্যাং (বচনে) উৎকলিতশ্রুতিং (শ্রবণলোভাং ব্যাকুলকর্ণাং), 'শ্রীকৃষ্ণস্য' পরিমলে (অঙ্গগন্ধে) সংহৃষ্টনাসাপুটাং, 'শ্রীকৃষ্ণস্য' অধররসে আরজ্যদ্রসনাং (লোভযুক্ত-রসনাং) ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং (নতমুখীং) বহিরপি দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং (দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা অবলম্বিতা মহাধৃতিঃ মহাধৈর্য্যং যয়া তাদৃশীং) প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ (বহিঃপ্রকাশিতেন বিকারেণ আকুলাম্) 'রাধাম্ আলোকয়ন্' ইতি শেষঃ'।

অনুবাদ।—[নববৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাকে আনন্দিত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন] হে কল্যাণি রাধে! তোমাকে আস্বাদন করিয়া আমার ইন্দ্রিয়সমূহ হর্ষযুক্ত হইতেছে। হে কল্যাণি! তোমার বিম্বাধর অমৃতের মাধুরী ও পরিমলকে পরাভূত করিতেছে। তোমার বদন পদ্মগন্ধযুক্ত, তোমার বাণী কোকিলধ্বনি হইতেও মধুর, তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও সুশীতল, আর তোমার এই দেহ সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্ব-ভাগিনী।

শ্রীরাধার নয়নযুগল শ্রীকৃষ্ণরূপে লুব্ধ, ত্বক্ শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শে পুলকিত, কর্ণ শ্রীকৃষ্ণবাক্যে উৎকণ্ঠিত, নাসাপুট শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভে প্রফুল্লিত, জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণাধররসপানে অনুরাগিণী; এতাদৃশ অবস্থায় শ্রীরাধা কপটতা পূর্ব্বক মহাধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অধোবদনে থাকিলেও বাহিরে বিকার দ্বারা আকুলা হইলেন (আমি দেখিয়াছি)॥ ৪৪।৪৫॥

তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয়(১) ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গী করি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥
সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥
পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচী-গর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥
এইত ষষ্ঠ শ্লোকের করিল ব্যাখ্যান।
স্বরূপ গোঁসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিনু অর্থ।
শ্রীরূপ গোঁসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ॥

তথাহি—স্তবমালায়াং ২য়-স্তবে ৩ শ্লোকঃ

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ৪৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৬॥

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণ-
চৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে
শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্॥৪৭

(১) 'বিজাতীয় ভাব'—শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত অন্য জাতীয় ভাব।

অন্বয়ঃ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং মঙ্গলাচরণম্ অবতারে প্রয়োজনঞ্চ শ্লোকষট্কৈঃ নিরূপিতং (নির্ণীতম্)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-লক্ষণ মঙ্গলাচরণ ও অবতারের প্রয়োজন এই ছয় শ্লোকে নির্ণীত হইল।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতার-মূল-প্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥১

অন্বয়ঃ।—অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যম্ ঈশ্বরং নিত্যানন্দং বন্দে। যস্য (শ্রীনিত্যানন্দস্য) ইচ্ছয়া অজ্ঞেন অপি তৎস্বরূপং (শ্রীনিত্যানন্দস্য তত্ত্বং) নিরূপ্যতে (বর্ণ্যতে)।

অনুবাদ।—যাঁহার ইচ্ছায় (অনুগ্রহে) অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছে আমি অশেষ আশ্চর্য্য-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট সেই ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহিমা।
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ তত্ত্ব সীমা॥
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ (১) কৃষ্ণ লীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদের ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥২॥

শ্রীবলরাম গোঁসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায় (২)।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়॥
সৃষ্ট্যাদিক কার্য্য তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন (৩)॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই শ্রীরাম চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ॥
সপ্তম শ্লোকের (৪) অর্থ করি চারি শ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে অষ্টম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৩॥

প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম (৫)।
কৃষ্ণ বিগ্রহ বৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥

---

(১) যুদ্ধার্থ সেনা সন্নিবেশের নাম ব্যূহ। সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষ যেমন ব্যূহের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণাদি কায়ব্যূহের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া লীলা করিতেছেন।

(২) 'পঞ্চরূপ'—সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী, শেষ—এই পাঁচ রূপ। তাহার মধ্যে আপনি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণরূপে কৃষ্ণলীলায় সাহায্য করেন; আর কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি চারি রূপে সৃষ্টিকার্য্যাদি করেন।

(৩) বিবিধ সেবন'—বাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান, ছত্র প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া শেষরূপে সেবা করেন।

(৪) সপ্তম শ্লোকের—অর্থাৎ "সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী" ইত্যাদি শ্লোকের।

(৫) প্রকৃতির পার—মায়াতীত। 'পরব্যোম'—মহাবৈকুণ্ঠ।

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম (১)।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোকখ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম (২)॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমে অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকঃ

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪

অন্বয়ঃ।—কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু (লক্ষসংখ্যকৈঃ কল্পবৃক্ষৈঃ আবৃতেষু) চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু (চিন্তামণিসমূহৈঃ নির্ম্মিতেষু গৃহেষু) সুরভীঃ (কামধেনূঃ) অভিপালয়ন্তং লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

অনুবাদ।—যেখানকার গৃহসকল চিন্তামণি-নির্ম্মিত, যেখানে বহুতর কল্পবৃক্ষ শোভা বিস্তার করিতেছে, সেখানে যিনি শত সহস্র গোপসুন্দরী কর্ত্তৃক সম্ভ্রমের সহিত সেব্যমান হইয়া কামধেনুগণ পালন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ৪॥

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ (৩)॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবললীলাময় (৪)
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী ভূ লীলা শক্তি যাঁর চরণ সেবয়॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম।
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥
ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার(৫)॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ১ম অঃ ২৯ শ্লোকঃ

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ
যথাভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা
বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥ ৫

(১) যেমন কৃষ্ণবিগ্রহ বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট, এইরূপ পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামসকল সর্ব্বগ অনন্ত বিভু।

(২) 'চর্ম্মচক্ষে'—প্রেমহীন চক্ষে। 'প্রপঞ্চের সম'—পঞ্চভূতের দ্বারা যে সকল বস্তু সৃষ্ট হয়, তাহার নাম প্রপঞ্চ, তাহার সমান।

(৩) মথুরা ও দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ সর্ব্বস্থানের চতুর্ব্যূহের অংশী এবং তুরীয় অর্থাৎ নিরুপাধি, এবং বিশুদ্ধ অর্থাৎ মায়াগন্ধহীন।

(৪) 'এই তিন লোকে'—গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকায়।

(৫) মুক্তিলোক চিৎস্বরূপ কিন্তু তথায় চিচ্ছক্তি বিকার অর্থাৎ চিদানন্দময় গৃহপরিচ্ছদাদি নাই।

অন্বয়ঃ।—বহবঃ (জনাঃ) যথা ভক্ত্যা (বিহিতয়া ভক্ত্যা) কামাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ ঈশ্বরে মনঃ আবেশ্য তদঘং (কামাদিনিমিত্তকং পাতকং) হিত্বা (বিহায়, পরিত্যজ্য) তদ্গতিং (তস্য স্থানং) গতাঃ।

অনুবাদ।—যেমন বিহিত ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিলে তাঁহার গতি লাভ হয়; সেইরূপ বহু ব্যক্তি অবিহিত কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা স্নেহ দ্বারা পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কামাদি নিমিত্ত পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পরে ঐ গতি প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ৫॥

তথাহি—রূপগোস্বামিনা উক্তম্ :—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ
প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ
কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যৎ অরীণাং (কংসশিশুপালাদীনাং) প্রিয়াণাং (গোপীনাং যুধিষ্ঠিরাদীনাঞ্চ) একম্ ইব প্রাপ্যম্ (একা এব গতিঃ লব্ধব্যা) ইতি উদিতং (শাস্ত্রেণ নির্দ্দিষ্টং) তৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ (যথাক্রমেণ সূর্য্যকিরণেন সূর্য্যেণ চ সহ উপমাযুক্তয়োঃ) ব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ ঐক্যাৎ (অভেদাৎ)।

অনুবাদ।—শত্রু ও ভক্তগণের প্রাপ্য এক বলিয়া যে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা—যথাক্রমে সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্য যাহাদের উপমা—সেই ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের একত্ব হেতু। [অর্থাৎ শত্রুগণ যে ব্রহ্মে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গকান্তিরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি একই বস্তুর প্রাপ্তি]॥ ৬॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

তথাহি—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্ :—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ
পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না
দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—তমসঃ (মায়ায়াঃ) পারে তু সিদ্ধলোকঃ যত্র (সিদ্ধলোকে) ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ সিদ্ধাঃ চ (পুনঃ) হরিণা হতাঃ দৈত্যাঃ হি (নিশ্চিতং) বসন্তি।

অনুবাদ।—প্রকৃতির আবরণের পারে সিদ্ধলোক অর্থাৎ মুক্তিলোক। তাহাতে সিদ্ধগণ ও কৃষ্ণকর্তৃক হত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে মগ্ন হইয়া বাস করিতেছে॥ ৭॥

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ॥
তাঁহা (১) যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি আশ্রয় তিহোঁ কারণের কারণ (২)
চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধ সত্ত্ব নাম (৩)।
শুদ্ধ সত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয়॥
জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সর্ব্ব জীবের আশ্রয়॥
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় (৪)॥
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার॥
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তিহোঁ যার অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

(১) 'তাঁহা'—পরব্যোমে।
(২) 'তিঁহো'—মহাসঙ্কর্ষণ। 'কারণের'—মহাবিষ্ণুর। 'কারণ'—অবতারী।
(৩) অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব চিচ্ছক্তির একটি বৃত্তি।
(৪) 'সেই পুরুষের'—মহাবিষ্ণুর। 'সমাশ্রয়'—অংশী, অবতারী।

তথাহি—শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ৮

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৮॥

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা জগৎ-পাবন (১)॥
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে (২) করেন শয়ন॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগৎকারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে (৩)।
কারণ সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥
সেইত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করেন কৃপা (৪)
কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ (৫)।
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ।
প্রকৃতির কারণ যৈছে অজা-গলস্তন (৬)॥
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার (৭)॥
কৃষ্ণকর্ত্তা মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান (৮)
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে (৯) করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ (১০)।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ॥
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥

---

(১) পাঠান্তর 'পতিত-পাবন'।

(২) 'এক অংশে'—মহাবিষ্ণুরূপে।

(৩) এই মহাবিষ্ণুই কারণার্ণবে শয়ন করিয়া, কারণার্ণবের বাহিরে স্থিত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন, তন্নিমিত্ত মায়া মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন।

(৪) উপাদান এবং নিমিত্তরূপে মায়া দুই প্রকারে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে উপাদানরূপে প্রধান ও প্রকৃতি নাম হয়, এবং নিমিত্তাংশে মায়াই নাম। যাহাকে গ্রহণ করিয়া কার্য্য হয়, তাহার নাম উপাদান। যেমন কুণ্ডলের উপাদান স্বর্ণ, ও ঘটের উপাদান মৃত্তিকা; এবং যাহা বিনা যাহা হয় না, তাহার নাম নিমিত্ত। যেমন কুণ্ডলের নিমিত্ত স্বর্ণকার ও ঘটের নিমিত্ত কুম্ভকার প্রভৃতি। এইরূপ, এক মায়া জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইলেও জড়ত্বনিবন্ধন কারণ হইতে পারে না; এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ করুণা করিয়া মায়াতে শক্তিসঞ্চার-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সৃষ্টি করেন।

(৫) 'জারণ'—দহন।

(৬) প্রকৃতি কারণের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও কারণ নহে। অজাগলস্তন—নিরর্থক বস্তু, ছাগীর গলস্থিত স্তনবৎ মাংসপিণ্ডের ন্যায় যাহার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই এরূপ বস্তু।

(৭) 'পুরুষাবতার'—প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু।

(৮) অবধান—ঈক্ষণ, অবলোকন, দৃষ্টিপাত।

(৯) 'অঙ্গাভাসে'—অঙ্গচ্ছটায়।

(১০) 'অণ্ড সন্নিবেশ'—ব্রহ্মাণ্ডের অবয়ব সংস্থাপন।

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্র্যসরেণু (১) চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অঃ ৪৫ শ্লোকঃ

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অথ লোমবিলজাঃ (লোমকূপজাতাঃ) জগদণ্ডনাথাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) যস্য (মহাবিষ্ণোঃ) একনিশ্বসিতকালম্ অবলম্ব্য জীবন্তি, স মহান্ বিষ্ণুঃ ইহ যস্য (গোবিন্দস্য) কলাবিশেষঃ তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

অনুবাদ।—যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপ হইতে ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিষ্ণু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া তাঁহার এক নিশ্বাসপরিমিত কাল এ জগতে প্রকটভাবে বিদ্যমান থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ৯॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১১

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥ ১০

অন্বয়ঃ।—তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-সংবেষ্টিতাণ্ড-ঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ (তমঃ প্রকৃতিঃ, মহান্ মহত্তত্ত্বম্, অহম্ অহঙ্কারঃ, খম্ আকাশং, চরঃ বায়ুঃ, অগ্নিঃ, বার্ জলং, ভূঃ পৃথ্বী—এতৈঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ অণ্ডঘটঃ তস্মিন্ সপ্তবিতস্তিপ্রমিতঃ কায়ঃ যস্য তাদৃশঃ) অহং ক্ব, চ (পুনঃ) ঈদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য (ঈদৃগ্বিধানি এতদ্রূপাণি অবিগণিতানি অসংখ্যানি অণ্ডানি তানি এব পরমাণবঃ তেষাং চর্য্যা ভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বনো গবাক্ষাঃ তদ্রূপাণি লোমবিবরাণি যস্য তাদৃশস্য) তে (তব) মহিত্বং ক্ব।

অনুবাদ।—(ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভগবন্!) প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই সমুদয়ে বেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে স্বীয় সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত (বিতস্তি—অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ) সেই আমিই বা কোথায়, আর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষের ন্যায় যে আপনার শরীরের প্রতি লোমবিবর সেই আপনার মহিমাই বা কোথায়? (অর্থাৎ আপনার নিকট আমি অতিক্ষুদ্র)॥ ১০॥

অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি (২) শ্রীবলরাম॥
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষ (৩) হয় কলায়ে গণন॥
যাহাকেত কলা কহি তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্ব্বজিষ্ণু॥
গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যার অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম (৪)॥

তথাহি:—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
নবমাঙ্কধৃত সাত্বততন্ত্রে

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি
পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ
দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং
তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ ১১

অন্বয়ঃ।—তু (পুনঃ) বিষ্ণোঃ (মহাবিষ্ণোঃ) পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি অথো বিদুঃ (পণ্ডিতা জানন্তি) তু মহতঃ (মহত্তত্ত্বস্য) স্রষ্টৃ একং (প্রথমং রূপং) তু অণ্ডসংস্থিতং (গর্ভোদশায়িরূপং) দ্বিতীয়ং, সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপং) তৃতীয়ং তানি (ত্রীণি রূপাণি) জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে (জনো মুক্তো ভবতি)।

অনুবাদ।—পণ্ডিতগণ বলেন—ভগবানের পুরুষ নামে তিনটী রূপ আছে; তন্মধ্যে প্রথম রূপ—প্রকৃত্যন্তর্য্যামী (মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ); দ্বিতীয় রূপ—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী (গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন); তৃতীয় রূপ—জীবান্তর্য্যামী

(১) 'ত্র্যসরেণু'—সূর্য্যকিরণে গবাক্ষরন্ধ্রে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু দেখা যায়, তাহার নাম ত্র্যসরেণু। ৬টী পরমাণু একত্র হইলে ত্র্যসরেণু হয়।

(২) 'প্রতিমূর্ত্তি'—বিলাসমূর্ত্তি।

(৩) 'তাঁর অংশ পুরুষ'—অংশ পুরুষ কারণার্ণবশায়ী।

(৪) 'বিশ্বধাম'—সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়।

(সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ), এই তিনটী পুরুষ-রূপ জানিলে মনুষ্য সংসার হইতে বিমুক্ত হয়॥ ১১॥

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তিহোঁ অবতারী॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৮

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ২য় পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১২॥

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা॥
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশে অবধান।
সেইত অংশেরে কহি অবতার নাম॥
আদ্য অবতার মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব্ব অবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয়ধাম॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৬।৪০

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥১৩

অন্বয়ঃ।—ভূম্নঃ পরস্য আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ (অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ), 'অতঃপরং' কালঃ স্বভাবঃ সদসৎ (কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিঃ), মনঃ (মহত্তত্ত্বং), দ্রব্যং (মহাভূতানি), বিকারঃ (অহঙ্কারঃ), গুণঃ (সত্ত্বাদিকঃ) ইন্দ্রিয়াণি, বিরাট্ (সমষ্টিশরীরং), স্বরাট্ (সমষ্টিজীবঃ) স্থাস্নু (স্থাবরং), চরিষ্ণু (জঙ্গমং ব্যষ্টি-শরীরং)।

অনুবাদ।—যে মহাপুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক তিনিই ভগবানের প্রথম অবতার। তাহার পরে কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কার, সত্ত্বাদিগুণ, ইন্দ্রিয়সমুদয়, সমষ্টিশরীর, সমষ্টিজীব, স্থাবর, জঙ্গম॥ ১৩॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।১

জগৃহে পৌরুষং রূপং
ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকল-
মাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—[শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতবাক্যম্] ভগবান্ (পরব্যোমাধিনাথঃ) আদৌ (সৃষ্ট্যারম্ভে) লোকসিসৃক্ষয়া মহদাদিভিঃ সম্ভূতং ষোড়শকলং পৌরুষং রূপং জগৃহে।

অনুবাদ।—(সূত কহিলেন) ভগবান্ সৃষ্টি-প্রারম্ভে জীবসমুদয় সৃষ্টি করিবার জন্য মহত্তত্ত্বাদির দ্বারা নিষ্পন্ন একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শকলা (অর্থাৎ সৃষ্ট্যুপযোগী পূর্ণশক্তি) সমন্বিত পুরুষরূপ অর্থাৎ মহাবিষ্ণুরূপ ধারণ করিলেন॥ ১৪॥

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিহোঁ তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তাঁর জগৎ আধার॥
প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ (১)।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১১।৩৪

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ২য় পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৫॥

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অবিচিন্ত্য হয়॥
আমিত (২) জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥
অবিচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এইত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥
সেইত পুরুষ যার অংশ ধরে নাম॥
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥
এইত নবম শ্লোকের অর্থ-বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চোক্তশ্লোকঃ

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥১৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৬॥

(১) 'উভয় সম্বন্ধ'—প্রকৃতি তাঁহাতে এবং তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রকৃতিতে।

(২) আমিত—পরমেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ।

সেইত পুরুষ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥
নিজাঙ্গ স্বেদজল করিয়ে সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি যোজন।
আয়াম বিস্তার দুই হয় এক সম (১)॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ॥
তাহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষ শয়ন জলে তাঁহা করিল বিশ্রাম॥
অনন্ত-শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন (২)।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥
সহস্র চরণ হস্ত সহস্র নয়ন।
সর্ব্ব অবতার বীজ (৩) জগৎ কারণ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম (৪)॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেহোঁ ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া গুণে॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাহার॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী জগৎ কারণ।
যাঁর অঙ্গে করি স্থিরচরের (৫) কল্পন (৬)॥
হেন নারায়ণ (৭) যার অংশের হয় অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস (৮)॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১৭॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ম পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৭॥

নারায়ণের নাভিনাল মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি॥
তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজধাম॥
সকল জীবের তিহোঁ (৯) হয়ে অন্তর্য্যামী
জগতের পালক তিহোঁ জগতের স্বামী॥
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম স্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার॥
দেবগণ নাহি পায় তাঁর দরশন।
ক্ষীরোদক-তীরে যাঞা করেন স্তবন॥
তবে অবতরি করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ (১০)
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস॥

---

(১) আয়াম—দৈর্ঘ্য। বিস্তার—প্রস্থ। এই দুইয়ের এক পরিমাণ।

(২) 'শেষ শয়ন…করিল শয়ন'। জলে—গর্ভোদকের জলে। শেষ শয়ন—অনন্তরূপ শয্যা। 'অনন্ত শয্যাতে তাঁহা করিলা শয়ন', ইহার অর্থ—গর্ভোদকে যে অনন্তরূপ শয্যা তথায় শয়ন করিলেন।

(৩) 'সর্ব্ব অবতার বীজ'—এই দ্বিতীয় পুরুষ মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী।

(৪) সদ্ম—গৃহ, অর্থাৎ সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়।

(৫) 'স্থিরচরের'—স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীবের।

(৬) 'যাঁর অংশ করি করে বিরাট কল্পন' এই পাঠও কুত্রাপি দৃষ্ট হয়।

(৭) নারায়ণ—গর্ভোদশায়ী।

(৮) অবতংস—কর্ণভূষণ।

(৯) 'তিহোঁ—তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী-বিষ্ণু।

(১০) 'অংশাংশের অংশ'; অংশ—কারণার্ণবশায়ী, অংশাংশ—গর্ভোদশায়ী, অংশাংশের অংশ—ক্ষীরোদশায়ী।

সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী (১)।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য যিনি মণিগণ করে ঝলমল॥
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যার এক ফণে রহে সর্ষপ আকার॥
সেইত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গায় অন্ত নাহি পান॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে (২)।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান (৩) বসন।
আরাম (৪) আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥
এক মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা (৫) পাঞা শেষনাম ধরে॥
সেইত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা॥
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহোত সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী॥
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো (৬) করি মানে॥
কেহো বলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর নারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কৃষ্ণ যদি অবতরে সর্ব্বাংশে আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি তবে কৃষ্ণতে মিলয়॥
যেই যেই রূপ জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি।
সর্ব্ব-অবতার করি লীলা সবারে দেখাই।
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ (৭)।
সেইভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস (৮)॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্যলীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে (৯) ব্রজে কৈল খেলা॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণ-সনে মাথামাথি রণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ-প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১১।২১ শ্লোকঃ

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ
যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জ্জন্তূন্
চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—বৃষায়মাণৌ (বৃষবৎ আচরণং কৃত্বা) নর্দ্দন্তৌ (তদনুকারিশব্দং কুর্ব্বন্তৌ) পরস্পরং যুযুধাতে। রুতৈঃ (শব্দৈঃ) জন্তূন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ যথা 'তথা' চেরতুঃ।

অনুবাদ।—রামকৃষ্ণ বৃষ সাজিয়া তদনুকারি-শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিতেন, এবং শব্দ দ্বারা হংস-ময়ূরাদির অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিয়াছিলেন॥ ১৮॥

(১) 'সেই বিষ্ণু'—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। 'শেষরূপে'—অনন্তনাগরূপে।

(২) সনকাদি—সনক, সনন্দন, সনাতন ও জগৎকুমার।

(৩) উপাধান—বালিস।

(৪) আরাম—উপবন (বাগান)।

(৫) 'শেষতা'—নির্ম্মাল্য, প্রসাদ (অথবা শেষত্ব অর্থাৎ উপকারিত্ব)।

(৬) 'কাহো'—কোনরূপ।

(৭) 'অনন্ত প্রকাশ'—অনন্তের অবতার।

(৮) সেইভাবে—অনন্ত ভাবে। মুঞি—আমি (নিত্যানন্দ)। নিত্যানন্দ—অনন্তদেব মিলিত থাকায় তদ্ভাবে তিনি আপনাকে শ্রীচৈতন্য-দাস বলেন।

(৯) 'তিন ভাবে'—গুরু, সখা ও ভৃত্যভাবে।

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৫।১৪

কচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং
গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং
পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যম্] কচিৎ (কদাচিৎ) স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং (গোপস্য উৎসঙ্গঃ ক্রোড়ঃ উপবর্হণম্ উপাধানং যস্য তাদৃশম্) আর্য্যম্ (অগ্রজং শ্রীবলদেবং) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (চরণমর্দ্দনাদিভিঃ) বিশ্রাময়তি।

অনুবাদ।—কোন সময়ে শ্রীবলদেব ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া কোন গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চরণ মর্দ্দনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রম দূর করেন॥১৯॥

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৩।৩৪

কেয়ং বা কুত আয়াতা
দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তু-
র্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ ২০

অন্বয়ঃ।—ইয়ং মায়া কা, কুতঃ বা আয়াতা, দৈবী বা নারী (মনুষ্যসম্বন্ধিনী) উত (বা) আসুরী, মে ভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়া প্রায়ঃ অস্তু, অন্যা মে অপি বিমোহিনী (মোহকরী) ন।

অনুবাদ।—(শ্রীবলরাম কহিলেন), এ আবার কোন্ মায়া? কাহা হইতে এই মায়া সমুদ্ভূতা হইল? ইহা কি দৈবী? না মানুষী, অথবা আসুরী? ইহাতে অন্য মায়া সম্ভব হয় না? যেহেতু, ইহা হইতে আমারও মোহ জন্মিয়াছে। অতএব বোধ করি আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই এই মায়া॥ ২০॥

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬৮।২৬

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক॥ ২১

অন্বয়ঃ।—যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) কলায়াঃ কলাঃ (অংশাংশাঃ) ব্রহ্মা ভবঃ অহং (শ্রীবলদেবঃ) অপি শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) চ অখিললোকপালৈঃ মৌল্যুত্তমৈঃ (মৌলীযুক্তৈঃ কিরীটশোভিতৈঃ উত্তমৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ মস্তকৈঃ) ধৃতম্ উপাসিততীর্থতীর্থং (উপাসিতানি তীর্থানি যৈঃ যোগিভিঃ তেষামপি তীর্থম্) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ (চরণকমলরজঃ) চিরম্ উদ্বহেম। অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) নৃপাসনং ক (অর্থাৎ অতিতুচ্ছম্)।

অনুবাদ।—(শ্রীবলরাম কহিলেন),—লোকপালগণ যাঁহার পদাম্বুজরজ কিরীটশোভিত মস্তকে ধারণ করে, যে পদরজ যোগিগণের তীর্থস্বরূপ; এবং যাহা ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী ও আমি যাঁহার অংশের অংশ হইয়া চিরকাল বহন করি, ঈদৃশ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রাজসিংহাসন অতি তুচ্ছ॥ ২১॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এই ত চৈতন্য গোঁসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর (১)॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য।
শ্রীনিবাস আর সব লঘু-সম আর্য্য (২)।
সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ কার্য্য সাধে গৌররায়॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে তিহোঁত কিঙ্কর॥
আচার্য্য-গোঁসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি (৩) যেহোঁ তারিল ভুবন॥

(১) 'পারিষদ'—লীলার অন্তরঙ্গ সাহায্যকারী।

(২) 'লঘু-সম-আর্য্য'—শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রীনিবাস ভিন্ন কেহ লঘু অর্থাৎ কনিষ্ঠ, কেহ সম অর্থাৎ সদৃশ, কেহ আর্য্য অর্থাৎ মাননীয়।

(৩) অবতারি—আরাধনা দ্বারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়া।

নিত্যানন্দ-স্বরূপ (১) পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা (২) হৈয়া করেন রামের সেবন॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে (৩) ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণে।
কৃষ্ণকে করাইল নানা-সুখ আস্বাদনে॥
রাম-লক্ষ্মণ কৃষ্ণ-রামের অংশ বিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ (৪)
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশী রূপে শাস্ত্র করয়ে ব্যাখ্যান॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫।৩৯

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠ-
ন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ২২

অন্বয়ঃ।—যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ রামাদি-মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন (তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন) তিষ্ঠন্ ভুবনেষু নানাবতার-মকরোৎ কিন্তু যঃ (কৃষ্ণঃ) স্বয়ং সমভবৎ তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

অনুবাদ।—যে কৃষ্ণাখ্য পরম পুরুষ নিয়ত-শক্তি-সমূহের প্রকাশ দ্বারা শ্রীরামাদি মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে করিতে জগতে নানা অবতার গ্রহণ করিয়াছেন এবং যিনি (শ্রীকৃষ্ণ নামে) স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজন করি॥ ২২॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম (৫)।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম (৬)॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা॥
দেবগুহ্য (৭) কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে॥
উল্লাস উপরি (৮) লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম-অপরাধ (৯)॥
অবধূত গোঁসাঞির এক ভৃত্য-প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম (১০)॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মহা প্রেমময় তিহোঁ বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার (১১)।
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব (১২)
এক অঙ্গে জাড্য (১৩) তাঁর আর অঙ্গে কম্প।

(১) 'নিত্যানন্দ স্বরূপ'—যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই সকল সন্ন্যাসিদিগকে স্বরূপ কহে। শ্রীমহাপ্রভুর গণে দুই স্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ আর শ্রীদামোদর স্বরূপ।

(২) 'লঘুভ্রাতা'—কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(৩) 'যাতে'—যেহেতু।

(৪) 'অবতার কালে'—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব অবতারকালে। 'দোঁহে' দোঁহাতে—শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে আর শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবলদেবে প্রবিষ্ট হন।

(৫) 'রাম'—অর্থাৎ বলরাম।

(৬) কাম—কামনা।

(৭) 'দেবগুহ্য'—দেবতারা স্বপ্নাবস্থায় বা জাগ্রদবস্থায় সাক্ষাৎ হইয়া যাহা বলেন, তাহাকে দেবগুহ্য বলে।

(৮) 'উল্লাস উপরি'—আনন্দবশে।

(৯) 'ক্ষম অপরাধ'—গুহ্যকথা প্রকাশে যে অপরাধ, তাহা ক্ষমা কর।

(১০) সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দের রামদাস মীনকেতন নামে এক ভৃত্য ছিল।

(১১) মীনকেতন রামদাসের যে চক্ষুতে অশ্রু (নেত্রজল) দেখিতে যাহার (যে ব্যক্তির) মনে হয়, অমনি তাঁহার সেই চক্ষুতে অবিচ্ছিন্ন (সর্ব্বদা) অশ্রু বহে।

(১২) 'কদম্ব'—সমূহ।

(১৩) 'জাড্য'—জড়তা।

নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি সর্ব্বলোক হয় চমৎকার ॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিহোঁ (১) করে সেবাকার্য্য
অঙ্গনে বসিয়া তিহোঁ না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥
এইত দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ।
বলদেবে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম (২)
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ ॥
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ ॥
চৈতন্য প্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস-আভাস (৩)
ইহা জানি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥
দুই ভাই এক তনু সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধ-কুক্কুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ (৪) ॥
কিম্বা (৫) দোঁহা না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ (৬) ॥
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ-পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥
শ্যামল (৭) চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প কোটি মহামল্ল বীর ॥
সুবলিত হস্ত পদ কমল লোচন।
পট্ট-বস্ত্র শিরে পট্ট-বস্ত্র পরিধান ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্ত গজ জিনি মদমন্থর পয়ান (৮) ॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্ত তাম্বূল-চর্ব্বণ ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত-অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥
রাঙ্গা-যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত-সিংহ।
চারি-পাশে বেড়িয়াছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপ বেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম-আবেশ ॥

(১) 'শ্রীমূর্ত্তি'—শ্রীরাধামদনমোহন মূর্ত্তি।

(২) যেমন পুরাণবক্তা রোমহর্ষণ নামক সূত বলদেবকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করেন নাই, তদ্রূপ এই গুণার্ণবও আমাকে (রামদাসকে) দেখিয়া গাত্রোত্থান না করায় এ ব্যক্তি দ্বিতীয় সূত। 'প্রত্যুদ্গম'—আগত ব্যক্তির সম্মানার্থ তদুদ্দেশে অগ্রে গমন।

(৩) 'বিশ্বাস-আভাস'—সন্দেহ।

(৪) অর্দ্ধ-কুক্কুটী-ন্যায়'—কুক্কুটী পশ্চাদ্ভাগে ডিম্ব প্রসব করে দেখিয়া এক গৃহস্থ কুক্কুটীকে কাটিয়া তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ ভক্ষণ করিল এবং পশ্চার্দ্ধ রাখিয়া দিল। কিন্তু ঐ পশ্চার্দ্ধ আর ডিম্ব প্রসব করিল না। সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দকে অনাদর করিয়া শুধু শ্রীচৈতন্যদেবে বিশ্বাস স্থাপন করিলে কোন ফল লাভ হইবে না।

(৫) কিম্বা—বরং।

(৬) সর্ব্বনাশ—(সম্ভবতঃ) মহাপ্রভুতে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহার লোপ।

(৭) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌরবর্ণ হইলেও শ্যামরূপে দর্শন দিবার কারণ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গ্রন্থকর্ত্তার মন্ত্রগুরু ও কৃষ্ণ একই বস্তু তাহা জানাইবার জন্য।

(৮) মদ-মন্থর পয়ান—প্রেমমদে অলস গমন।

শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল চামর ঢুলায়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না কর তুমি ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি (১) দিয়া
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি-রসপ্রান্ত (২)॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের (৩) কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে (৪) তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন (৫) অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ॥
শ্রীমদন গোপাল গোবিন্দ (৬) দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন॥
বৃন্দাবন-পুরন্দর-মদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার॥
শ্রীরাধা-ললিতা সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথ রূপে যাঁহার প্রকাশ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।২

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যম্] স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (প্রফুল্লবদনকমলঃ) পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী (মাল্যধারী) সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ (রূপলাবণ্যেন মদনস্যাপি মোহকরঃ ইত্যর্থঃ) শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাম্) আবিরভূৎ (উপস্থিতোঽভবৎ)।

অনুবাদ।—পীতবসনধর এবং বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সাক্ষাৎ মন্মথের মোহকররূপে সেই গোপী-মণ্ডলীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥ ২৩॥

দুই পার্শ্বে রাধা ললিতা করেন সেবন।
স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ॥
নিত্যানন্দদয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
রাধামদনগোপাল প্রভু করি দিল॥
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দদরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠকল্পতরু-বনে।
রত্ন-মণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে॥

(১) হাতসানি—হস্তদ্বারা ইসারা।
(২) 'ভক্তি-রস-প্রান্ত'—ভক্তিরসের চরম-সীমা, অর্থাৎ উজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি।
(৩) পুরীষের—বিষ্ঠার। লঘিষ্ঠ—নীচ, অপকৃষ্ট।
(৪) যে ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করে।
(৫) মো-হেন—আমার ন্যায়।
(৬) শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দ এই দুইটী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি।

শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগৎ মোহন॥
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে॥
যাঁর ধ্যান নিজলোকে(১)করে পদ্মাসন(২)।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন॥
চৌদ্দ-ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর করে লীলা গান॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ।
রূপ গোঁসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং পুর্ব্ববিভাগে ১১১ শ্লোকে :—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং
সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়া-
মুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ
কেশি-তীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে
বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥২৪

অন্বয়ঃ।—[কস্যচিৎ জাতরতের্ভক্তস্য কঞ্চিৎ সখায়ং প্রত্যুক্তিঃ] হে সখে! যদি বন্ধুসঙ্গে (স্ত্রীপুত্রাদীনাং সঙ্গে) রঙ্গঃ (আসক্তিঃ) অস্তি, 'তর্হি' কেশিতীর্থোপকণ্ঠে (কেশিতীর্থসমীপে) স্মেরাম্ (ঈষদ্ধাস্যযুক্তাং) ভঙ্গীত্রয়পরিচিতা, (গ্রীবাকটিজানুষু ভঙ্গীত্রয়যুক্তাং) বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়াং (বংশীযুক্তাধরপল্লবাং) সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং (বঙ্কিমাপাঙ্গনেত্রাং) চন্দ্রকেণ (ময়ূরপিচ্ছেন) উজ্জ্বলাং গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং (শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিং) মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ।

অনুবাদ।—হে সখে! তোমার যদি স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুজন সহবাসে অভিলাষ থাকে, তবে শ্রীবৃন্দাবনে কেশিতীর্থসমীপে ঈষৎ হাস্যযুক্ত, গ্রীবা, কটি ও জানুতে ভঙ্গীত্রয়বিশিষ্ট, অধরকিশলয়ে বংশীধারী ও ময়ূরপুচ্ছরূপ শিরোভূষণ দ্বারা উজ্জ্বল সেই গোবিন্দ নামে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিও না। [এখানে নিষেধ ছলে অবশ্য বিধি দিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তি অবশ্য দেখিবে, দেখিলে স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত বিষয় আপনি তুচ্ছ হইবে, ইহাই ফলিতার্থ]॥ ২৪॥

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন।
যে অজ্ঞ করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর॥
হেন গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ কৃপা কে পারে বর্ণিতে॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ পরম মঙ্গল॥
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তার পদছায়া(৩)।
মো-হেন অধমে দিল নিত্যানন্দ-দয়া॥
তাঁর সর্ব্ব লভ্য হয় প্রভুর বচন।
সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়(৪)।
এই সব লভ্য হয় প্রভুর অভিপ্রায়॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ-গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
সহস্র-বদনে শেষ নাহি পায় পার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১) 'নিজলোকে'—সত্যলোকে।
(২) 'পদ্মাসন'—ব্রহ্মা।
(৩) পদছায়া—চরণাশ্রয়।
(৪) 'আয়'—আসিয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং শ্রীমদদদ্বৈতা-
চার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্‌।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি
তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অদ্ভুতচেষ্টিতম্‌ (অদ্ভুতম্‌ আশ্চর্য্যং চেষ্টিতম্‌ আচরণং যস্য তাদৃশং) তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং বন্দে, অজ্ঞঃ অপি যস্য প্রসাদাৎ তৎস্বরূপং (শ্রীমদদ্বৈতস্বরূপং) নিরূপয়েৎ (বিনির্ণয়েৎ)।

অনুবাদ।—যাঁহার অনুগ্রহে মূর্খ ব্যক্তিও তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় আমি সেই (শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণানয়নরূপ) অদ্ভুত কার্য্য-কারী অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয় ॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকদ্বয়ম্‌

মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ২
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥৩

এই শ্লোকদ্বয়ের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ১ম পরি-চ্ছেদ ১২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥২।৩॥

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি-কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত-আচার্য্য ॥
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় (১) ॥
ইচ্ছায় (২) অনন্তমূর্ত্তি (৩) করেন প্রকাশে
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে।
সে পুরুষের অংশ (৪) অদ্বৈত নাহি কিছু ভে
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ (৫)।
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান (৬)।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল-চরিত্র সদামঙ্গল (৭) যাঁর নাম ॥
কোটি-অংশ কোটি-শক্তি কোটি-অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান ॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব-সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞা ॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন (৮)

(১) লীলায়—অনায়াসে।

(২) ইচ্ছায়—স্বাধীনভাবে।

(৩) অনন্তমূর্ত্তি—গর্ভোদশায়িরূপ অসংখ্য মূর্ত্তি।

(৪) সেপুরুষের—মহাবিষ্ণুর। অংশ—প্রকাশ।

(৫) বিচ্ছেদ—পার্থক্য।

(৬) "সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান।" 'সহায়'—সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সাহায্য। 'তাঁর লইয়া' অর্থাৎ তাঁর শক্তি লইয়া। 'প্রধান'—প্রকৃতি।

(৭) সদা-মঙ্গল—সদাশিব।

(৮) মায়া যৈছে……সৃজন—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-নিমিত্ত মহাবিষ্ণু নিমিত্ত মায়ার রজোগুণ বৃদ্ধি করেন। আর অদ্বৈত উপাদান মায়াদ্বারা অর্থাৎ পুরুষেক্ষণপ্রযুক্ত বর্দ্ধিতরজোগুণা মায়া দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

যদ্যপি সাংখ্য মানে প্রধান কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন॥
নিজ সৃষ্টি শক্তি কভু সঞ্চারি প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়েত নির্ম্মাণে॥
অদ্বৈতরূপে করে শক্তি সঞ্চারণ।
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ (১)॥
অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
তাঁর এক এক মূর্ত্তি (২) ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১৪

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
স্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ এবং অন্বয় ও অনুবাদ ২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরের অঙ্গ-অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয়॥
অংশ না কহিয়া কেন কহে তাঁরে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ॥
মহাবিষ্ণুর মহা অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ তেঞি অদ্বৈত পূর্ব্বনাম॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল অর্থের ব্যাখ্যান॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু নাহি তাঁর কার্য্য।
অতএব নাম হৈল অদ্বৈত-আচার্য্য॥
বৈষ্ণবের গুরু তিহোঁ জগতের আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য॥

কমল নয়নের (৩) যাতে তেহোঁ অঙ্গ অংশ।
কমলাক্ষ (৪) করি ধরে নাম অবতংস॥
ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য (৫)।
তাঁর তত্ত্বনাম গুণ সকল আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীদলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ-নিস্তার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার॥
আচার্য্য-গোঁসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় তার পাইবেক পার॥
আচার্য্য-গোঁসাঞি চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু-নিত্যানন্দ॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম॥
এ সব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার।
এই সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার (৬)॥
মাধবেন্দ্র পুরীর ইহোঁ শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য্য গোঁসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে॥
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন॥
চৈতন্যগোঁসাঞিকেআচার্য্যকরেপ্রভুজ্ঞান
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥

(১) জড় হইতে......কারণ—প্রভু মহাবিষ্ণু অদ্বৈতরূপে জড়রূপা প্রকৃতিতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন বলিয়া অদ্বৈতই ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির মুখ্য কারণ।

(২) 'এক এক মূর্ত্তি'—গর্ভোদকশায়িরূপে এক এক মূর্ত্তি।

(৩) 'কমলনয়নের'—মহাবিষ্ণুর।

(৪) 'কমলাক্ষ'—অদ্বৈত প্রভুর পিতৃদত্ত নাম।

(৫) 'অংশবর্য্য—শ্রেষ্ঠ অংশ।

(৬) বাঞ্ছিত প্রচার—নাম প্রেম প্রদান।

পরমা-প্রেয়সী-লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি ভব নারদাদি শুক সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল (১)।
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইল পাগল॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥
এ সব পণ্ডিত লোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত॥
এই মত নাচে গায় করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে (২) হও চৈতন্যের দাস॥
চৈতন্য-গোঁসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাসভাব (৩)॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম আর কেহ কৃষ্ণের গুরু নয়॥
শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেও প্রেম করায় দাস্য অনুকার॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখ-বাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাঁহাতে মোর রহে মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতেঃ—১০।৪৭।৫৮, ৫৯ শ্লোকে

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ
কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং
কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু॥ ৪
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং
যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ-
রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ ৫

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণমুদিশ্য নন্দবাক্যং) নঃ (অস্মাকং) মনসো বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ। বাচঃ নাম্নাং অভিধায়িনীঃ (উচ্চারণকারিণীঃ) স্যুঃ। তৎপ্রহ্বণাদিষু (নম্রতাদিষু অর্থাৎ সেবাদিকার্য্যেষু) কায়ঃ অস্তু। কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মফলেন) ঈশ্বরেচ্ছয়া যত্র কাপি ভ্রাম্যমাণানাং (নানাযোনিষু জন্মগ্রহণকারিণাং) নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলাচরিতৈঃ (পুণ্যকর্ম্মসমূহানাং ফলেন) দানৈঃ ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ (ভক্তিঃ) অস্তু।

অনুবাদ।—আমাদের মনোবৃত্তি-সকল কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুক, এবং বাক্য কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করুক এবং শরীর কৃষ্ণের সেবা করুক, কর্ম্মফলে ঈশ্বরেচ্ছায় যে স্থানেই বা যে কুলেই আমাদের জন্ম হউক না কেন, আমরা যে পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি, তৎফলে যেন ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আমাদের ভক্তি থাকে॥ ৪।৫॥

শ্রীদামাদি ব্রজের যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন॥

তথাহি—তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৫।১৫

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ
কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো
ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ ৬

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ (পরমপুরুষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদসম্বাহনং (চরণমর্দ্দনং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) হতপাপ্মানঃ (হতঃ তৎসেবান্তরায়রূপঃ পাপ্মা যৈঃ) অপরে ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্।

(১) 'সবাতে আগল'—সকল পারিষদ মধ্যে অগ্রগণ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
(২) 'উপদেশে'—উপদেশ দান করেন।
(৩) 'গুরু'—পিতা মাতা প্রভৃতি। 'সম'—সখা প্রভৃতি। 'লঘু'—কনিষ্ঠ বা দাস প্রভৃতি।

অনুবাদ।—কয়েকজন গোপ বালক পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করিয়াছিলেন। আর কয়েকজন তাদৃশ সেবায় বিঘ্নরূপ পাপকে বিনাশ করিয়া (অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে) তাঁহাকে ব্যজন দ্বারা বাতাস করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥
যাঁ সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁরাও আপনাকে করে দাসী অভিমান॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।৬

ব্রজজনার্ত্তিহন্! বীর! যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে! ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—ব্রজজনার্ত্তিহন্ (ব্রজবাসিনাং দুঃখহারিন্) বীর নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (নিজজনানাং যঃ স্ময়ঃ গর্ব্বস্তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য তাদৃশঃ ত্বম্) সখে ভবৎকিঙ্করীঃ নঃ (অস্মান্) ভজ স্ম চারু জলরুহাননং (কমলবদনং) যোষিতাং দর্শয়।

অনুবাদ।—হে ব্রজজন-দুঃখবিনাশক! হে বীর! তোমার মৃদুহাস্য যে রমণী অবলোকন করে, তাহাদের নিজগণের গর্ব্ব সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। হে সখে! আমরা তোমার দাসী, আমাদিগকে তুমি ভজন কর এবং তোমার কমলসদৃশ চারুবদন একবার আমাদিগকে দর্শন করাও ॥ ৭ ॥

তত্রৈব ৪৭।১৯ শ্লোকঃ

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্।
কচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—[উদ্ধবং প্রতি গোপীবাক্যম্] আর্য্যপুত্রঃ অধুনা অপি বত মধুপুর্য্যাম্ (মথুরায়াম্) আস্তে (বসতি)। সৌম্য! সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতৃগেহান্ বন্ধূন্ গোপান্ চ স্মরতি। সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কচিদপি কিঙ্করীণাং নঃ (অস্মাকং) কথাং গৃণীতে (ব্রূতে)। অগুরুসুগন্ধং ভুজং কদা নু মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) অধ্যাস্যৎ (স্থাপয়িষ্যতি)।

অনুবাদ।—হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র, গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া কি মথুরায় আছেন? তিনি তাঁহার পিতৃগৃহ এবং শ্রীদামাদি সখাবৃন্দ ও উপানন্দাদি জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করেন কি? কোন সময়ে এই দাসীদিগের কথা নিজমুখে উচ্চারণ করিয়া থাকেন কি? অগুরু অপেক্ষা সুগন্ধি হস্ত আর কত দিনে আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন? ॥ ৮ ॥

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা ॥
তেহোঁ যার দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।৩৯

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ
ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে
সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীরাধায়া বাক্যম্] হা (খেদে) নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ! মহাভুজ! অসি (ত্বং) ক্ব অসি (ত্বং) ক্ব সখে! দাস্যাঃ কৃপণায়াঃ (দীনায়াঃ) মে তে সন্নিধিং দর্শয়।

অনুবাদ।—(রাসে শ্রীরাধিকার নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, শ্রীরাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন) হে নাথ! হে রমণ! হে প্রিয়তম! তুমি কোথায় আছ? হে সখে! আমি তোমার দাসী, তুমি কোথায় আছ আমাকে দর্শন দাও ॥ ৯ ॥

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৩।১০ শ্লোকঃ

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যত-কার্ম্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথা-
ত্তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায় ॥১০

অন্বয়ঃ।—[দ্রৌপদীং প্রতি রুক্মিণীবাক্যং] মা (মাং) চৈদ্যায় (শিশুপালায়) অর্পয়িতুং রাজসু উদ্যতকার্ম্মুকেষু 'সৎসু' মৃগেন্দ্রঃ (সিংহঃ)

অজাবিযূথাৎ (অজাসমূহাৎ) ভাগম্ ইব অজেয়-ভটশিখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ (অজেয়া যে ভটাঃ বীরাঃ তেষাং শিখরিতাঃ মস্তকে স্থাপিতাঃ 'অঙ্ঘ্রিরেণবঃ চরণরেণবঃ যেন, অর্থাৎ যঃ তেষাং মস্তকে চরণম্ অস্থাপয়ৎ তাদৃশঃ) নিন্যে (মাং জগ্রাহ) তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ মম অর্চ্চনায় অস্তু।

অনুবাদ।—(রুক্মিণী দ্রৌপদীকে কহিলেন) আমাকে শিশুপালের নিকট সমর্পণ করিবার জন্য জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে সিংহ যেমন অজাগণের মধ্য হইতে নিজ ভাগ লইয়া যায় তদ্রূপ তিনিও ঐ অপরাজেয় রাজগণের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণের চরণ যেন আমি সেবা করিতে পারি ॥ ১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।৮৩।১১

তপশ্চরন্তীং মাজ্ঞায়
স পাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং
সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—[দ্রৌপদীং প্রতি কালিন্দীবাক্যম্] পাদস্পর্শনাশয়া তপশ্চরন্তীং মা (মাম্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) স (শ্রীকৃষ্ণঃ) সখ্যা (অর্জ্জুনেন) উপেত্য (আগমনং কৃত্বা) পাণিম্ অগ্রহীৎ। সা অহং তদ্গৃহমার্জ্জনী।

অনুবাদ।—(কালিন্দী কহিলেন) আমি তাঁহার পাদ স্পর্শ করিবার আশায় তপস্যা করিতেছিলাম, তাহা অবগত হইয়া যিনি সখা অর্জ্জুনের সহিত আগমন করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই দাসী ॥১১॥

তত্রৈব ১০ম স্কন্ধে ৮৩ অঃ ৩৪ শ্লোকঃ

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—[দ্রৌপদীং প্রতি মহিষীবাক্যম্] ইমা বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা চ আত্মারামস্য তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) গৃহদাসিকাঃ বভূবিম।

অনুবাদ।—(শ্রীলক্ষ্মণা কহিলেন), আমরা আটজন ধন-জন-পুত্রাদি সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম দ্বারা সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের গৃহদাসী (অর্থাৎ সদা দাসী) হইয়াছি ॥ ১২ ॥

আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধ সখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা ॥
সহস্র বদন যেহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশদেহ (১) ধরি করে কৃষ্ণের সেবন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিঁহো সর্ব্ব-অবতংস ॥
তিহোঁ করেন কৃষ্ণের দাস্যের প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেন নয়।
কৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয় ॥
এক-কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥
কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস তাঁর দাসের অনুদাস ॥
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিল আচার্য্য হৈঞা সুস্থির ॥
ভক্ত অভিমান (২) মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥

(১) 'দশদেহ'—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, উপবন, বাসগৃহ, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ও পৃথিবীধারণ।

(২) অভিমান—ভাব, নিজের ভাব।

তাঁর অবতার আর শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিহোঁ কৈল অনুক্ষণ॥
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥
তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর॥
জল তুলসী দিয়া করে কায়াতে(১)সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ(২) করি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত-অবতার।
ভক্ত-অবতার পদ উপরি সবার॥
অতএব অংশী কৃষ্ণ অংশ অবতার।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার॥
জ্যেষ্ঠ ভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান।
কনিষ্ঠ ভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান॥
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্ত বড় করি মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র বচন-প্রমাণে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৪।১৪

ন তথা মে প্রিয়তমো আত্মযোনির্নশঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মাচ যথা ভবান্॥১৩

অন্বয়ঃ।—[উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং] ভবান্ যথা তথা আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) মে ন প্রিয়তমঃ ন শঙ্করঃ ন চ সঙ্কর্ষণঃ ন শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) ন এব আত্মা চ।

অনুবাদ।—হে উদ্ধব! আমার ভক্ত যেমন প্রিয়তম, ব্রহ্মা (পুত্র হইয়াও), শঙ্কর (স্বরূপভূত হইয়াও), সঙ্কর্ষণ (ভ্রাতা হইয়াও) লক্ষ্মী (ভার্য্যা হইয়াও) তাদৃশ প্রিয় নহেন; এমন কি আমার আত্মাও তাদৃশ প্রিয় নহে॥ ১৩॥

কৃষ্ণ সাম্যে না হয় মাধুর্য্য আস্বাদন।
ভক্তভাবে করি তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞ অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব॥
ভক্তভাব অঙ্গী করি বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন॥
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন-মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তার আস্বাদন॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-রূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান॥
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি তার॥
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত অবতারে তহিঁ অদ্বৈত গণন (৩)॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥
সংকীর্ত্তন প্রচারিয়া জগৎ তারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল॥
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে॥

(১) কায়াতে—মস্তকে।
(২) 'কায়ব্যূহ'—এক শরীর হইতে বহু শরীর প্রকটীকরণের নাম কায়ব্যূহ।

(৩) মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ, তাঁহার অবতার বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে ভক্তাবতার বলা হয়।

আচার্য্য চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার॥
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি এ বড় অপরাধ॥
জয় জয় জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের আর্য্য॥
দুই শ্লোকে কৈল অদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা
হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য
প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অগত্যেকগতিম্ (অকিঞ্চনানাম্ একমাত্রগতিম্) হীনার্থাধিকসাধকং (হীনানাং সজ্জন্মকর্ম্মরহিতানাং যে অর্থাঃ প্রয়োজনানি অর্থাৎ ধর্ম্মাদয়ঃ তেষামধিকং যথাস্যাৎ তথা সাধকম্) শ্রীচৈতন্যং নত্বা অস্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য) প্রেমভক্তি-বদান্যতা লিখ্যতে।

অনুবাদ।—যিনি অগতিগণের একমাত্র গতি, যিনি নীচগণের প্রয়োজনে সাধক, একান্ত সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রেমভক্তি বদান্যতা বর্ণনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই সব ধন্য ॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয়তত্ত্বে (১) কৈল নমস্কার
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছ শুন পাঁচের বিচার (২)
পঞ্চ-তত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চ-তত্ত্ব মিলি করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥
পঞ্চ-তত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস-আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ ॥

শ্রীরূপগোস্বামিনঃ কড়চায়াং শ্লোকঃ

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং
ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং
নমামি ভক্ত-শক্তিকম্ ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর ॥
রাসাদি-বিলাসী-ব্রজ-ললনানাগর।
আর যত সব দেখ তাঁর পরিকর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপন আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
ভক্ত-স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥
ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য্য গোঁসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব (৩) সবে প্রভু করি গাই ॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক জানি ॥
শ্রীনিবাস আদি যত কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ-ভক্ত-তত্ত্ব মধ্যে যাঁহার গণন ॥
(৪) গদাধর আদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার ॥
যাহা সবা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাহা সবা লৈঞা প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার ॥

---

(১) গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—এই ছয় তত্ত্বের।

(২) 'পাঁচের'—পঞ্চতত্ত্বের।

(৩) 'এই তিন তত্ত্ব'—শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।

(৪) হ্লাদিনীশক্তির অবতার কহিতেছেন;—'গদাধরাদি...গণন যাঁহার', ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইল যে, যাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্ত মধ্যে গণ্য, তাঁহারা হ্লাদিনীশক্তিরূপা শ্রীভগবৎপ্রেয়সীবৃন্দের অবতার।

যাহা সবা লৈয়া করেন প্রেম আস্বাদন।
যাহা সবা লৈয়া দান করে প্রেমধন॥
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘারিয়া(১)॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহা-মত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যেন মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ (২)।
তাহা দেখি পাঁচজনের (৩) পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিক জন।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পড়ুয়ার গণ (৪)॥
এই সব মহাদক্ষ ধাইয়া পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গার্হস্থ্য আশ্রমে।
পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রভু কৈল যতিধর্ম্মে॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পালায়াছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া-পাষণ্ডী-কর্ম্মী-নিন্দুকাদি যত।
সবে আসি প্রভু পায় হৈলা অবনত॥
অপরাধ ক্ষেমাইলা ডুবিলা প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম মহাজালে॥
সবা নিস্তারিতে প্রভুর কৃপা অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ করে সংকীর্ত্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে॥
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন॥
কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহে প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
(৫) তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥

(১) 'পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের'—কৃষ্ণ অবতার-কালের প্রেমধন-গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া।

(২) 'বীজ'—অবিদ্যা। হৈল বীজ নাশ—সংসারবীজমূল অজ্ঞানবাসনা ধ্বংস হৈল।

(৩) 'পাঁচজনের'—পঞ্চতত্ত্বের।

(৪) 'মায়াবাদী'—যাহারা জগৎকে ভ্রম বলে; শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতানুবর্ত্তী গোতমাদি ব্যক্তিগণ। 'কর্ম্মনিষ্ঠ'—যাহাদের কর্ম্মে পুরুষার্থবুদ্ধি—অর্থাৎ যাজ্ঞিকাদি। 'কুতার্কিক'—ভক্তিবিরোধি-তর্ককারী। 'পাষণ্ডী'—নাস্তিক, উপধর্ম্মযাজী অর্থাৎ অবৈদিক পথানুসারী। পড়ুয়া—ছাত্র। মায়াবাদী প্রভৃতি ভক্তিবহির্ম্মুখ নিমিত্ত অধম, যেহেতু মহাপ্রভুর প্রেমবন্যাও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিল না, তাহা কহিতেছেন 'এই সব...... ছুঁইতে নারিল'।

(৫) 'তপন মিশ্র'—ইনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর পিতা।

সনাতন গোঁসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দুই মাস রহিলা॥
তাঁরে শিখাইল যত বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম॥
ইতি-মধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন।
দুঃখী হৈয়া প্রভু পদে কৈল নিবেদন॥
কতেক সহিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥
ইহা শুনি রহিলা প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র (১) মিলিল আসিয়া
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাঁগো দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈল নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন॥
না যাহ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠ্যে(২) ইহা আমি জানি
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার॥
সেই বিপ্র জানে প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে(৩)॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে।
দেখিলেন বসিয়াছে সন্ন্যাসীর গণে॥
সবা নমস্করি (৪) গেলা পাদ প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে (৫)॥

(১) বিপ্র—জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

(২) 'গোষ্ঠ্যে'—সমাজে।

(৩) মহাপ্রভুর ইচ্ছা যে তিনি সন্ন্যাসিগণকে কৃপা করিবেন সুতরাং সেই বিপ্র যদিও জানিতেন যে মহাপ্রভু কাহারও গৃহে যান না তথাপি মহাপ্রভু এই ব্রাহ্মণের মনের মধ্যে তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) নিমন্ত্রণ করিবার ইচ্ছা জাগাইয়া দিলেন।

(৪) 'নমস্করি'—প্রণাম করিয়া।

(৫) 'সেই স্থানে'—যেখানে পাদ প্রক্ষালন করিলেন সেই স্থানে।

বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহা তেজোময় বপু কোটি সূর্য্যভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন॥
প্রকাশানন্দ (৬) নামে এক সন্ন্যাসী-প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান॥
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ (৭)॥
প্রভু কহে আমি হই হীন সম্প্রদায় (৮)।
তোমা সভাতে মোরে বসিতে না যুয়ায় (৯)
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন॥

(৬) 'প্রকাশানন্দ'—ইঁহার ভক্তি-যাজন সময়ের নাম প্রবোধানন্দ। ইনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীবৃন্দাবনশতক ও শ্রীবৃন্দাবনরসামৃত নামক ১০০০০ দশ সহস্র শ্লোক রচনা করেন, এবং শ্রীরাধারস সুধানিধি নামক অতি মনোহর শ্রীরাধিকার মহিমা সংবলিত খণ্ডকাব্য রচনা করেন। ইহাঁর পবিত্র দেহ কালীয়-হ্রদতটে সমাহিত আছেন এবং শ্রীশ্রীমদনমোহনজিউর মন্দির হইতে সেবিত হইতেছেন।

(৭) 'অবসাদ'—দুঃখ, কষ্ট।

(৮) 'হীন সম্প্রদায়'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসিগণ—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, পুরী, ভারতী, কানন এবং সরস্বতী, এই দশ নামে বিখ্যাত। এই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গিরি ও পুরীর দণ্ড আচার্য্য কাড়িয়া লয়েন, এবং ভারতীর দণ্ড ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধেক রাখেন, একারণ শুরুদণ্ডিত বলিয়া ভারতীসম্প্রদায় হীনরূপে শঙ্করসম্প্রদায়ের নিকট গণ্য। শ্রীমহাপ্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কহিলেন, আমি হীন সম্প্রদায়।

(৯) 'না যুয়ায়'—যুক্ত হয় না।

বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার মোচন।
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥

তথাহি—বৃহন্নারদীয়বচনম্

হরের্নাম হরের্নাম
হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩

অন্বয়ঃ।—কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব কেবলং হরের্নাম এব, ইত্যাদি।

অনুবাদ।—কলিকালে কেবল হরিনাম গতি, আর কোনও গতি নাই। [হরিনামাশ্রয়ে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম ধ্যান-যজ্ঞ-পরিচর্য্যার ফল প্রাপ্ত হয়, এবং হরিনামাশ্রয় ব্যতীত ধ্যান-যজ্ঞ-পরিচর্য্যা বিফল হয় (অর্থাৎ কলিকালে বিষ্ণুর ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনা হয় না, একমাত্র হরিনামই করিবে)]॥ ৩॥

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদেনু গুরুর চরণে॥

কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিল বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনাম ফল কৃষ্ণ-প্রেম শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ (১)
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি (২) ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য (৩)॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দ সুখ সাগরে ভাসায়॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমাতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥
নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার (৪) সর্ব্বজন॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবত সার এই বলে বারে বারে॥

---

(১) ক্ষোভ—চাঞ্চল্য।

(২) ইতি উতি—ইতস্ততঃ।

(৩) স্বেদ—ঘর্ম্ম। রোমাঞ্চ—লোমোদ্গম, পুলক। অশ্রু—নেত্রজল। গদ্গদ—অস্পষ্ট বাক্য। বৈবর্ণ্য—নিজবর্ণের অন্যথাভাব। উন্মাদ—চিত্তবিভ্রম। বিষাদ—অনুৎসাহ। ধৈর্য্য—সহিষ্ণুতা। গর্ব্ব—অন্যকে অবজ্ঞা। হর্ষ—চিত্তপ্রসন্নতা। দৈন্য—নিজেকে অতি হীন বলিয়া ভাবা।

(৪) কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়া পরিত্রাণ কর।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২য় অঃ ৩৮ শ্লোকঃ :—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ॥
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৪

অন্বয়ঃ।—এবংব্রতঃ (এবম্ এবম্প্রকারং ব্রতং বৃত্তম্ আচরিতং যস্য তাদৃশঃ জনঃ) স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণস্য অসংখ্যনামসু যানি যানি প্রিয়াণি অভিরুচিতানি তেষাং কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন) জাতানুরাগঃ (জাতঃ আবির্ভূতঃ অনুরাগঃ মহাপ্রেমা যস্য তাদৃশঃ সন্) উচ্চৈঃ দ্রুতচিত্তঃ (শ্লথহৃদয়ঃ সন্) উন্মাদবৎ লোকবাহ্যঃ (বিবশঃ সন্) অথো হসতি, রোদিতি, রৌতি, গায়তি, নৃত্যতি।

অনুবাদ।—অসংখ্য শ্রীকৃষ্ণনাম মধ্যে নিজের প্রিয় যে নাম তাহার কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণনামগানপরায়ণ ব্যক্তির প্রেমোদয় হওয়াতে অধিকরূপে চিত্ত শিথিল হয়, তজ্জন্য তিনি বিবশ হইয়া কখন উন্মত্তের ন্যায় কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন চীৎকার কখনও গান, কখন নৃত্য করেন ॥ ৪ ॥

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে খদ্যোতক সম (১) ॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে :—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে
ব্রাহ্ম্যাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—[শ্রীনৃসিংহং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তিঃ], হে জগদ্গুরো (ভগবন্) ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য (তব সাক্ষাৎকারজনিতঃ য আহ্লাদঃ স এব বিশুদ্ধাব্ধিঃ বিশুদ্ধঃ সমুদ্রঃ তত্র অবস্থিতস্য) মে (মম) ব্রাহ্ম্যাণি (ব্রহ্মানুভবজনিতানি) অপি সুখানি গোষ্পদায়ন্তে (গোষ্পদস্থিতজলবৎ অতিতুচ্ছরূপেণ প্রতীয়ন্তে)।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! সাগর-সংস্থিত ব্যক্তির পক্ষে গোখুর-খাত গর্ত্ত-মধ্যস্থ জল যেমন অত্যল্প বোধ হয়, তদ্রূপ আপনকার দর্শনে অপ্রাকৃতসুখ-সমুদ্র অবস্থানকারী আমার পক্ষে নির্ব্বিশেষব্রহ্মসুখও অত্যল্প বোধ হইতেছে ॥ ৫ ॥

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন ॥
যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় ॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে তাতে কিবা দোষ ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না ভাবহ যদি করি নিবেদন ॥
ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥
প্রভু কহে বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে করিলেন নিজে নারায়ণ ॥
ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব (২)।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব (৩)।
মুখ্যবৃত্তি সেই তত্ত্ব পরম মহত্ত্ব (৪) ॥

(১) 'খদ্যোতক'—জ্যোৎস্নাকীট, জোনাকী পোকা, (শ্রীযুক্ত মাখনদাস ভাগবতভূষণ কৃত সংস্করণে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—পুষ্করিণীর জল)।

(২) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৯শ পৃষ্ঠায় ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৩) 'উপনিষদ্'—বেদের শিরোভাগ; যাহাতে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন। যথা—ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি। 'সূত্র'—ব্রহ্মসূত্র।

(৪) মুখ্যবৃত্তি—শব্দের প্রধান অর্থ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ মাত্র যে অর্থের বোধ হয় তাহা। গৌণবৃত্তি শব্দের অপ্রধান অর্থ। যেমন "ঐ বালকটি সিংহশিশু" সিংহশিশু শব্দের মুখ্যবৃত্তি 'সিংহের শাবক'। কিন্তু এ স্থলে তাহার গৌণবৃত্তি অর্থাৎ 'সিংহশাবকের ন্যায় পরাক্রান্ত' এই অর্থ হইয়াছে।

গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য (১)
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা (২) পাইয়া
গৌণ অর্থ কৈল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥
ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থ কহে ভগবান্।
ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান (৩) ॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি(৪)আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার
চিদানন্দ-দেহ তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥
তাঁর দোষ নাহি তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ ॥
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ (৫)।
গীতা-বিষ্ণু-পুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥

তথাহি—গীতায়াম্ ৭ অঃ ৫ শ্লোকঃ

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো
যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—[অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যম্] ইয়ম্ অপরা, ইতঃ (সকাশাৎ) পরাং (প্রকৃষ্টাং) অন্যাং জীবভূতাং (জীবস্বরূপাং) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানীহি)। হে মহাবাহো, যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে।

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত নিকৃষ্টা অপরা প্রভৃতি আট প্রকার প্রকৃতি হইতে ভিন্না আর একটী আমার জীবভূতা পরা নামে প্রকৃতি (শক্তি) আছে, সেই পরা জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ৬ অংশে ৭ অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকঃ—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা তথা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (ক্ষেত্রজ্ঞানাম্নী) অপরা অন্যা অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা, তৃতীয়া শক্তিঃ ইষ্যতে।

অনুবাদ।—বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা-শক্তির নাম পরা, জীবশক্তির নাম অপরা, মায়াশক্তির অন্য নাম কর্ম্মসংজ্ঞা, বিষ্ণুর এই তিন শক্তির উপলব্ধি হয় ॥৭॥

হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব (৬) ॥
ব্যাসের সূত্রে কহে পরিণাম-বাদ (৭)।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠাল বিবাদ ॥

---

(১) আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

(২) শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ ভগবান্, মহাদেবের অবতার, তিনি কেন এতাদৃশ কার্য্য করিলেন? ব্রহ্মবৈবর্ত্তে (অথবা পদ্মপুরাণে) ভগবান্ মহাদেবকে কহিলেন "আগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু" অর্থাৎ কল্পিত আগমদ্বারা জনসমূহকে আমা হইতে বিমুখ কর।

(৩) অনূর্দ্ধসমান—যাহা হইতে অধিক বা যাহার সমান নাই এমন।

(৪) 'চিদ্বিভূতি'—চিন্ময়বৈভব গৃহপরিচ্ছদাদি।

(৫) ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইলে তাহা পূর্ব্বের অগ্নির সহিত এক নহে অথচ তাহা হইতে ভিন্নও নহে। সেইরূপ অণুজীবও বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের স্বরূপ নহে অথচ চৈতন্যাংশে ভিন্নও নহে।

(৬) যে জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র তাহাকে গৌণার্থের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের বিভুত্বাদি গুণের হানি করিয়াছেন।

(৭) 'পরিণামবাদ'—বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তির নাম পরিণাম। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' প্রভৃতি সূত্রে পরিণামবাদ কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সদ্রূপ ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে।

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী (১)।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুত পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ।
দেহ আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান (২)॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্তে যে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ আকৃতিতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥
প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন!
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন (৩)॥
সর্ব্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান (৪)।
মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা (৫) করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি॥
এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া॥
এই মত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ॥
আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।
সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি (৬)॥
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্র সকল॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্ (৭)।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম॥

---

(১) 'পরিণামবাদে'—ঈশ্বরবিকারিত্ব প্রসঙ্গ হয় এবং ঈশ্বরের বিকারিত্ব প্রসঙ্গ হইলে সূত্রকর্ত্তা ব্যাস ভ্রান্ত হন, এইরূপ বাদ তুলিয়া বিবর্ত্তবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়া অবস্থান্তরবৎ প্রকাশের নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি।

(২) মহাপ্রভু বলিতেছেন যে পরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ, বিবর্ত্তবাদ নহে। নশ্বরদেহে যে সত্য বুদ্ধি তাহাই বিবর্ত্তবাদের স্থান (উদাহরণ)।

(৩) একার্থবোধক বর্ণসমূহের নাম পদ, যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদসমূহের নাম বাক্য। বর্ণনীয় বিষয়সমূহ যে বাক্যের অন্তর্গত তাহা মহাবাক্য অর্থাৎ মহাবাক্য সর্ব্বব্যাপক। শ্রীশঙ্করাচার্য্য চারি বেদের চারিটী শাখা হইতে চারিটী মহাবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন; (১ম) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যক নামক শাখার মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", (২য়) যজুর্ব্বেদ শাখায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের মহাবাক্য "অহং ব্রহ্মাস্মি", (৩) সামবেদীয় ছান্দোগ্য শ্রুতিগত মহাবাক্য "তত্ত্বমসি", (৪র্থ) অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। এই চারিবেদীয় চারিটী মহাবাক্য মধ্যে 'তত্ত্বমসি' সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু উপর্য্যুক্ত চারিটী বেদ বাক্য বেদের একদেশ বলিয়া মহাবাক্য হইতে পারে না। বচনজাত দ্বারা সমস্ত বেদের নিদান ও ঈশ্বরস্বরূপ ও বিশ্বাশ্রয় প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য।

(৪) 'অভিধান'—মুখ্যবৃত্তিদ্বারা কীর্ত্তন।

(৫) 'লক্ষণা'—মুখ্যার্থ বাধ হইলে তদ্‌যুক্ত অন্যার্থ যাহা দ্বারা প্রতীত হয় তাহার নাম লক্ষণা, যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে। এখানে গঙ্গা শব্দে লক্ষণা দ্বারা গঙ্গাতীর বুঝাইল।

(৬) যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে দীপাদির আবশ্যক হয় না, সেইরূপ বেদকে আর কিছুদ্বারা প্রমাণ করিতে হয় না। কিন্তু প্রদীপ জ্বালিয়া সূর্য্য দেখিতে গেলে সূর্য্যের স্বপ্রকাশতা নাই ইহাই যেরূপ বুঝায়, সেইরূপ বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিলে বেদের সহজ আজ্ঞার আর এক প্রকারে ব্যাখ্যা হয় বলিয়া স্বতঃপ্রমাণতা থাকে না।

(৭) 'জন্মাদ্যস্য' সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, 'বৃহদ্বস্তু……প্রয়োজন নাম।' 'বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম'—অর্থাৎ যিনি স্বতঃ বৃহৎ ও অন্যকে বৃহৎ করেন, ব্রহ্ম শব্দের এই মুখ্যার্থে বৃহত্তা হেতু ষড়ৈশ্বর্য্য-

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়া-গন্ধ (১)।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সম্বন্ধ ॥
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি (২)।
তাহে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি ॥
ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি-ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায় ॥
সেই সব বেদের হয় অভিধেয় নাম।
সাধন-ভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন ॥
প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত বশ।
প্রেম হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা সুখরস ॥
সম্বন্ধ অবিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান (৩) ॥

পূর্ণতা ও অন্যকে বৃহৎ করান নিমিত্ত পূর্ণশক্তিমত্তাবিশিষ্ট ভগবান্‌কে প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু নির্ব্বিশেষ বস্তুকে প্রতিপাদন করিতেছে না।

(১) যদি কেহ বলে "ঐশ্বর্য্য মাত্র মায়িক ও শক্তিজড়া, এবং বৃহত্তা নিমিত্ত যদি আকার থাকে, তবে তাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে" তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেছেন, 'ঐশ্বর্য্য স্বরূপ··· পূর্ণতা হয় হানি।' 'স্বরূপ ঐশ্বর্য্য'—স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য তত্তুল্য চিদানন্দময়, তাহাতে মায়া সম্বন্ধ নাই তাঁহার শক্তিও চিদ্রূপা।

(২) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের আকার, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি স্বীকার করেন না। কেবল ব্রহ্মের সত্তা মাত্র স্বীকার করেন; এই মতে দোষারোপণ করিতেছেন—'অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে ইত্যাদি'—অর্থাৎ চিদৈশ্বর্য্য, চিৎশক্তি ও চিদাকার না মানিয়া কেবল সত্তা মাত্র মানিলে, অর্দ্ধস্বরূপ না মানায় তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়।

(৩) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি অভিধেয় ও প্রেম প্রয়োজন, এই তিনটী বিষয় সমস্ত বেদান্তসূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এই মত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন ॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥
এই মত তা সবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ ॥
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন (৪) সবে মধ্যে বসাইয়া ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
চন্দ্রশেখর তপন-মিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন ॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহা ভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥
প্রভু যদি যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥
স্নান করিতে যদি যান গঙ্গাতীর।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহা ভিড় ॥
বাহু তুলি প্রভু বলে বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত ভরি ॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভু চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥
রাত্রি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥
এ লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া ॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥

(৪) ভিক্ষা—ভোজন।

মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিহোঁ ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ-নাম প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥
এইত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব জ্ঞান॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটী নমস্কার।
যৈছে তৈছে (১) কহি কিছু চৈতন্য-বিহার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-
নিরূপণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) যৈছে তৈছে—যথারূপে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং
ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং
লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তং ভগবন্তং চৈতন্যদেবং বন্দে (নমামি)। জড়ঃ (মূর্খঃ) অপি অয়ং যদিচ্ছয়া (যস্য ঈষৎকৃপয়া) লেখরঙ্গে প্রসভং চিত্রং নৃত্যতে।

অনুবাদ।—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি; যাঁহার কৃপায় আমি জড় হইয়াও লিখনরূপ রঙ্গস্থলে সহসা নানারূপ নৃত্য করিতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দো সবার চরণ ॥
মূক কবিত্ব করে যা সবার স্মরণে (১)।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে ॥
এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥
এ সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি ॥
পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার ॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তায় অসুরে গণন ॥
অতএব পুন কহো ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥
যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্ক-শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ তন্ত্রবচনম্ঃ—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি-
র্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈ-
র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ২

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানতঃ (জ্ঞানেন) মুক্তিঃ সুলভা, যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ভুক্তিঃ (স্বর্গাদিসুখভোগঃ) সুলভা। সা ইয়ং হরিভক্তিঃ সাধনসাহস্রৈঃ সুদুর্ল্লভা।

অনুবাদ।—জ্ঞানদ্বারা সুখে মুক্তিলাভ হয় এবং পুণ্যদ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধন দ্বারাও সুদুর্ল্লভ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে (২) ভক্তে ভক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥

---

(১) মূক—বাক্‌শক্তিহীন। কবিত্ব—রসাত্মক রচনা বিশেষ। পঙ্গু—খঞ্জ। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতত্ত্ব স্মরণ প্রভাবে মূর্খ ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যলীলার কবিত্ব করে। পঙ্গু অর্থাৎ অলস ব্যক্তিও শাস্ত্রসকলের মীমাংসা করে। অন্ধ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও তত্ত্ব নির্ণয় করে।

(২) ছুটে—ছুটী পান অর্থাৎ দেয় বিষয়ে অবসর পান।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।৬।১৮

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগঃ॥৩

অন্বয়ঃ।—হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ভবতাং (পাণ্ডবানাং) যদূনাং পতিঃ (পালকঃ) অলং গুরুঃ (উপদেষ্টা) দৈবং (উপাস্যঃ) প্রিয়ঃ কুলপতিঃ বঃ (পাণ্ডবানাং) ক্ব চ কিঙ্করঃ। অঙ্গ (হে) এবম্ অস্তু ভজতাং মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ভক্তিযোগং স্ম ন।

অনুবাদ।—(রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব কহিলেন), হে মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের ও যদুদিগের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, সুহৃৎ এবং কদাচিৎ দৌত্যকার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন। হে রাজন্! যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তি) কখন কাহাকেও দেন না॥ ৩॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেবা লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
আউলায় (১) সকল অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকঃ—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—তৎ হৃদয়ম্ অশ্মসারং (প্রস্তরসারবৎ কঠিনং) বত (ইতি খেদোক্তিঃ) যৎ ইদং (হৃদয়ং) গৃহ্যমাণৈঃ হরিনামধেয়ৈঃ (কৃষ্ণনামভিঃ) ন বিক্রিয়েত (বিকারযুক্তং ক্রিয়েত) অথ যদা নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু (লোমসু) হর্ষঃ বিকারঃ।

অনুবাদ।—(শৌনক ঋষি সূতকে কহিলেন, হে সূত!) কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলে যদি নেত্রে জল এবং শরীরে রোমাঞ্চ না হয়, তবে সে হৃদয় পাষাণ-তুল্য কঠিন॥ ৪॥

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি (২) করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রু ধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ (৩) তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

---

(১) আউলায়—অধীর হয়, বিকারপ্রাপ্ত হয়।

(২) 'ভক্তি'—শ্রবণাদি সাধনভক্তি।

(৩) 'অপরাধ'—অপরাধ দুই প্রকার, যথা—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। তাহার মধ্যে সেবাপরাধ, যাঁহারা ভগবৎসেবী, তাঁহাদিগের দৈনন্দিন স্তোত্রপাঠাদি দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে, কিন্তু নামাপরাধ কোনক্রমে ক্ষয় হয় না, একারণ ভগবদ্ভক্তির অত্যন্ত বিঘ্নকারী বলিয়া এস্থলে সাধারণের বিদিতার্থ নামাপরাধ লিখিলাম। নামাপরাধ দশ প্রকার যথা:—(১) সাধুনিন্দা। (২) শ্রীশিবের সত্তা, নাম, গুণ প্রভৃতি শ্রীনারায়ণ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা। (৩) শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা অর্থাৎ সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করা। (৪) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা, অর্থাৎ শ্রীহরিনামের মহিমাসমূহকে কেবল প্রশংসামাত্র মনে করা। (৫) বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা। (৬) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। (৭) ধর্ম্ম, ব্রত, দান প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামের তুলনা। (৮) শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে নাম করিতে উপদেশ দেওয়া। (৯) নামমাহাত্ম্য শুনিয়া নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া। (১০) নামে অহং মমতাপন্ন হওয়া অর্থাৎ আমি বহুতর নাম কীর্ত্তন করিয়া

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥
অরে মূঢ় লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন-দাস ॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি করিয়া নির্দ্ধার ॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ড যবন।
সে মহা বৈষ্ণব তবে হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবন-দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিল সংসার ॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন (১)।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল ॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তার কৈল বিবরণ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥
নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের (২) উৎকণ্ঠিত মন ॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণসদন।
মহা যোগপীঠ তাঁহা রত্ন-সিংহাসন ॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ-দেব নাম সাক্ষাৎ-মদন ॥
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস (৩)।
তার যশ গুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা করেন সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা শূন্য তার চিত

থাকি এবং ইতস্ততঃ নাম কীর্ত্তন প্রচার করিতেছি, আমি যে পরিমাণে নাম করিয়া থাকি, এইরূপ আর কেহ করিতে পারে না, আমার জিহ্বার অধীন নাম ইত্যাদি মনে করা।

(১) নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজা করিলে মহাপ্রভু নৈবেদ্য ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীকে দিয়াছিলেন। তাহাতেই নারায়ণীর গর্ভে ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। মতান্তরে মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়াই নারায়ণীর এই সৌভাগ্য হয়।

(২) 'বৃন্দাবনে বৈষ্ণবের' এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়।

(৩) ইনি শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দদেব জীউর আদি সেবাধ্যক্ষ।

কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ (১)।
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১৮।১২ শ্লোকঃ

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ভগবতি যস্য (জনস্য) অকিঞ্চনা (নিষ্কামা) ভক্তিঃ অস্তি তত্র (জনে) সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ (সহ) সুরাঃ সমাসতে (নিত্যং বসন্তি) মনোরথেন বহিঃ অসতি (বিষয়সুখে) ধাবতঃ হরৌ অভক্তস্য কুতঃ মহদ্গুণাঃ।

অনুবাদ।—যাহার ভগবানে নিষ্কামা (ফলানুসন্ধান-রহিত) ভক্তি আছে, তাহাতে (সেই ব্যক্তিতে) সকল দেবগণ বাস করেন এবং সে সর্ব্বগুণের আধার। আর যে জন অভক্ত, তাহার মহদ্‌গুণ কোথায়? যেহেতু সে সদা মনোরথ দ্বারা অসৎপথে (বিষয়সম্বন্ধ সন্ধানে) ধাবমান হয়॥ ৫॥

পণ্ডিত গোঁসাঞির (২) শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণ-প্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য এই পণ্ডিত হরিদাস॥

চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনে তিহোঁ চৈতন্য-মঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব-সকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ॥
তিহোঁ অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥
কাশীশ্বর গোঁসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাঞি
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্য-চরিতে তিহোঁ অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য ভুগর্ভ গোঁসাঞি।
গৌর-কথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ
নিরবধি তাঁর চিত্তে চৈতন্য নিত্যানন্দ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সদা করে পান।
মদন মোহন বিনা নাহি জানে আন॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাও আজ্ঞা মাগিবারে॥
দরশন করি কৈলু চরণ বন্দন।
গোঁসাঞিদাস পূজারী করে চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ হরিধ্বনি কৈল।
গোঁসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাঁহাঞি করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥

(১) শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চাশৎগুণ যথা—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে। ১।১১

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপণ্ডিতো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরোদান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরোধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরো করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী-ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ॥

(২) পণ্ডিত গোঁসাঞি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধি-দেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস।
বৈষ্ণব আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যার স্মৃতে (১) সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) স্মৃতে—স্মরণে।

নবম পরিচ্ছেদ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-
দেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি
মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—জগদ্‌গুরুং তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে, যস্য অনুকম্পয়া শ্বাপি (কুক্কুরোঽপি) সুখং (আয়াসং বিনা) মহাব্ধিং (মহাসমুদ্রং) সন্তরেৎ।

অনুবাদ।—যাঁহার করুণায় কুক্কুরও সুখে মহাসাগর পার হয়, সেই জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি হেতু যাহার স্মরণ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা গুণ।
জানি বা না জানি করি আপন শোধন॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণ-
প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতাভোক্তা তৎফলানাং
যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে॥ ২

অন্বয়ঃ।—যঃ স্বয়ং মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ (কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষঃ) তৎফলানাং দাতা ভোক্তা চ তং চৈতন্যম্ আশ্রয়ে।

অনুবাদ।—যিনি স্বয়ং মালী অর্থাৎ উদ্যান পালক এবং যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমকল্পবৃক্ষ এবং যিনি সেই বৃক্ষের ফলের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি॥ ২॥

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
এত চিন্তি কৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলদান কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপাণি॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর (১)।
ভক্তি-কল্পতরুর তিহোঁ প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী (২) রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ (৩) উপজিল॥
নিজাচিন্ত্য শক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই-নব মূল নিকশিল (৪) বৃক্ষমূলে।
এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দ-পুরী মহাধীর।
এই নব-মূল বৃক্ষ করিল সুস্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকশিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন॥
বৃক্ষের উপরি শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥

(১) প্রেমপুর—প্রেমরাশি, প্রেমসমুদ্র।
(২) শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, তাঁহার মন্ত্রশিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
(৩) স্কন্ধ—গুঁড়ি।
(৪) নিকশিল—বাহির হইল।

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধি-দেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস।
বৈষ্ণব আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যার স্মৃতে (১) সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) স্মৃতে—স্মরণে।

নবম পরিচ্ছেদ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-
দেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি
মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—জগদ্‌গুরুং তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে, যস্য অনুকম্পয়া শ্বাপি (কুক্কুরোঽপি) সুখং (আয়াসং বিনা) মহাব্ধিং (মহাসমুদ্রং) সন্তরেৎ।

অনুবাদ।—যাঁহার করুণায় কুক্কুরও সুখে মহাসাগর পার হয়, সেই জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি হেতু যাহার স্মরণ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা গুণ।
জানি বা না জানি করি আপন শোধন॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণ-
প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতাভোক্তা তৎফলানাং
যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে॥ ২

অন্বয়ঃ।—যঃ স্বয়ং মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ (কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষঃ) তৎফলানাং দাতা ভোক্তা চ তং চৈতন্যম্ আশ্রয়ে।

অনুবাদ।—যিনি স্বয়ং মালী অর্থাৎ উদ্যান পালক এবং যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষ এবং যিনি সেই বৃক্ষের ফলের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি॥ ২॥

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
এত চিন্তি কৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলদান কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপাণি॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর (১)।
ভক্তি-কল্পতরুর তিহোঁ প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী (২) রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ (৩) উপজিল॥
নিজাচিন্ত্য শক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ-তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই-নব মূল নিকশিল (৪) বৃক্ষমূলে।
এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দ-পুরী মহাধীর।
এই নব-মূল বৃক্ষ করিল সুস্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকশিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন॥
বৃক্ষের উপরি শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥

(১) প্রেমপুর—প্রেমরাশি, প্রেমসমুদ্র।
(২) শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, তাঁহার মন্ত্রশিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
(৩) স্কন্ধ—গুঁড়ি।
(৪) নিকশিল—বাহির হইল।

সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা॥
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন॥
উড়ুম্বর (১) বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥
মূল স্কন্ধের শাখা উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল (২)॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্নমণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া করে জঙ্গমের ধর্ম্ম॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
ব্যাপিয়া বাড়িল সবে সকল ভুবন॥
একা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠায়ে দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
আত্মইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঁচি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥

অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগত ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২২।২৪ শ্লোকঃ

এতাবজ্জন্মসাফল্যং
দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা
শ্রেয় আচরণং সদা॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ইহ এতাবৎ জন্মসাফল্যং প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া (বুদ্ধ্যা) বাচা দেহিষু দেহিনাং সদা শ্রেয় আচরণম্।

অনুবাদ।—ব্রজবালকসকলকে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কর্ম্মদ্বারা ও উপদেশাদিদ্বারা জীবগণের উপকার করিতে পারিলেই দেহীদিগের জন্ম সফল হয়॥ ৩॥

বিষ্ণুপুরাণে—৩।১২।৪৫ শ্লোকঃ

প্রাণিনামুপকারায়
যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা
তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ ৪

অন্বয়।—ইহ (অস্মিন্ জগতি) পরত্র (পরলোকে) চ যৎ এব প্রাণিনাম্ উপকারায়, মতিমান্ (বুদ্ধিমান্) তদেব কর্ম্মণা মনসা বাচা ভজেৎ।

অনুবাদ।—ইহলোকে ও পরলোকে কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যাহাতে প্রাণিগণের উপকার হয়, বুদ্ধিমান্ তাহা করিবে॥ ৪॥

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন।
ফলফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন॥
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এইত ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২২।৩৩ শ্লোকঃ

অহো এষাং বরং জন্ম
সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ
বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥ ৫

(১) 'উড়ুম্বর'—যজ্ঞডুমুর।
(২) 'মূল'—মূল্য।

অন্বয়ঃ।—অহো সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং (সর্ব্বেষাং জীবানাং জীবিকাভূতানাম্) এষাং (বৃক্ষাণাং) জন্ম বরং (শ্রেষ্ঠম্) অর্থিনঃ (যাচকাঃ) সুজনস্য ইব যেষাং (যেভ্যঃ) বৈ বিমুখাঃ (ভগ্নমনোরথাঃ) ন যান্তি।

অনুবাদ।—(শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মিত্রগণ!) সর্ব্বপ্রাণিগণের জীবিকাভূত তরুগণের জন্ম সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; যেহেতু সুজনের নিকট হইতে যেমন যাচকেরা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় না, সেইরূপ ইহাদের নিকটেও ফলপ্রার্থিগণ বিমুখ হয় না॥ ৫ ॥

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ পরিবার॥
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল॥
মহা মাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সেই প্রেমফল খায় বলে ভাল ভাল॥
এইত কহিল প্রেমফল বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ॥
শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরু-বর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-
মধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং
শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ ভবেৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যঃ (শ্রীচৈতন্যস্য পদাম্ভোজয়োঃ চরণকমলয়োর্মধু ভক্তিরসং পিবন্তি যে তেভ্যঃ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যভক্তেভ্যঃ) নমঃ, নমঃ। যেষাং কথঞ্চিৎ আশ্রয়াৎ শ্বা (কুক্কুরঃ) অপি তদ্গন্ধভাক্‌ ভবেৎ।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্য-চরণকমলের মধুকরগণকে (অর্থাৎ তাঁহার ভক্তবৃন্দকে) পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যাঁহাদের কোনরূপে আশ্রয় করিলে কুক্কুরও (অতি নীচ ব্যক্তিও) তদ্‌গন্ধযুক্ত হয় অর্থাৎ ভক্তিলাভ করে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্য শাখা নাম বিবরণ ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু গুরু ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥
যে যে মহান্ত কৈল তাঁ সবার গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘুক্রম ॥
অতএব তাঁ সবারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্‌।
শাখারূপান্‌ ভক্তগণান্‌
কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্‌ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপপ্রেমকল্পবৃক্ষস্য) শাখারূপান্‌ কৃষ্ণপ্রেম-ফল-প্রদান্‌ প্রিয়ান্‌ ভক্তগণান্‌ বন্দে।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক প্রেমকল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী শাখারূপ ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগত বিদিত ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর ॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন ॥
সবংশে করে চারি ভাই চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা ॥
শ্রীআচার্য্য-রত্ন নাম বড় এক শাখা।
তাঁর পরিকর শিষ্য শাখা উপশাখা ॥
আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে (১) নাচিলা ঈশ্বর ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি ॥
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি।
তিহোঁ লক্ষ্মীরূপা (২) তাঁর সম কেহ নাঞি ॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য সব উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে ॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ ॥

---

(১) শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীচৈতন্যপ্রভু লক্ষ্মীভাবে নর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(২) লক্ষ্মীরূপা—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা।

প্রভু বলে তুমি মোর পক্ষ(১) এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাও পাও আর পাখা॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভু প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিহোঁ সত্যভামার স্বরূপ(২)॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন পালন।
বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন॥
দুই জনে খটমটি (৩) লাগায় কন্দল(৪)।
তাঁর প্রীতির কথা আগে কহিব সকল॥
রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য (৫) অনুচর।
তাঁর উপশাখা এক মকরধ্বজ-কর॥
তাঁহার ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে(৬) ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত (৭) করিয়া॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধ যাহার॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাহার শ্রবণে হয় ভববন্ধ নাশ॥
চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআর্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যারে বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যিহোঁ কৈল বাক্যদণ্ড॥
দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাল নদীয়া॥
তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
প্রভু পাদোপধান(৮) যাঁর নাম বিদিত॥

(১) পক্ষ—অর্থাৎ পাখা স্বরূপ এক শাখা।

(২) স্নেহবশতঃ প্রভুকে বৈরাগ্যধর্ম্ম ছাড়াইয়া বিষয়ভোগ করাইতে চাহেন।

(৩) খটমটি—সামান্য কথায় কথায়।

(৪) কন্দল—কলহ।

(৫) আদ্য—প্রধান।

(৬) ঝালিতে—পেটরাতে।

(৭) গুপত—গুপ্ত।

(৮) পাদোপধান—পায়ের বালিস।

সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপাদে আশ।
প্রথমেঞি নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস॥
শ্রীনৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করি॥
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আর॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দিউটি (৯) ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান্॥
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভু যাঁর ঘরে স্থিত॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোঁসাঞি॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়॥
জগতে যতেক জীব তার পাপ লৈয়া।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া(১০)
হরিদাস ঠাকুর শাখা অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তিহোঁ লয়েন অপতিত(১১)
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্যগোঁসাঞিযাঁরে ভুঞ্জায়শ্রাদ্ধপাত্র(১২)

(৯) দিউটি—মশাল।

(১০) ছোড়াইয়া—মুক্ত করাইয়া।

(১১) অপতিত—কদাপি নিয়মভঙ্গ না করিয়া।

(১২) 'আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে' ইত্যাদি—(আচার্য্য=শ্রীঅদ্বৈত। শ্রাদ্ধ=শ্রাদ্ধান্ন। পাত্র=শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার যোগ্য ব্যক্তি)। অদ্বৈত প্রভু একদিন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে পাত্রান্ন ভোজন করান। শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভোজন করান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, কিন্তু হরিদাসকে ভক্তিগুণে ব্রাহ্মণ হইতেও অধিক মনে করিয়া অদ্বৈতপ্রভু পাত্রান্ন ভোজন করান। তন্নিমিত্ত অদ্বৈত প্রভুর কুটুম্ব নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দিন ভোজন করিলেন না। ব্রাহ্মণ ভোজন না করায় অদ্বৈত প্রভু

প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নে যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥
তিহোঁ সিদ্ধ পাইলে তাঁর দেহ লৈয়া কোলে।
নাচিল চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছে বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আছে করিব প্রকাশ॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত নাম প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে (১) শুনি দৈন্য যাঁর॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি (২) করি করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই হয় ক্ষয়॥
শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আন॥
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভক্ত অন্তরঙ্গ।
প্রভু-স্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ॥
প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ-তিন রূপে।
সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাবরূপে॥
সাক্ষাতে সকল ভক্তে দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে রাখিল॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব॥
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ॥
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্য কিঙ্কর॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥
শ্রীবল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥
প্রভু-প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনিঞা আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়া (৩)।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম॥
খোলা-বেচা (৪) শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা (৫) লৌহপাত্রে পান কৈল জল॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈলা পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত॥
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥

সবান্ধবে উপবাসী থাকিলেন এবং পরদিন অনেক বিনয় করায় ব্রাহ্মণগণ সিধা লইতে স্বীকার করিলেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদিগকে সিধা দিলেন। সেই দিন বর্ষা হইল, এবং ব্রাহ্মণেরা পাক করিতে গ্রামে কাহারও গৃহে অগ্নি পাইলেন না, কোন স্থানে অগ্নি নাই, নিকটবর্ত্তী গ্রামেও অগ্নি ছিল না। তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা অদ্বৈত প্রভুর প্রভাব বুঝিয়া সপরিবারে ক্ষুধায় কাতর হইয়া অদ্বৈত প্রভুর নিকটে আসিয়া পূর্ব্বদিনের বাসী অন্ন খাইতে স্বীকার করিলেন। তখন অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া হরিদাসের গোফায় উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা দেখিলেন, হরিদাসের নিকটে কেবল একটী মৃৎপাত্রে অগ্নি রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সকলে বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসকে অসামান্য বলিয়া জানিলেন।

(১) দ্রবে—দ্রবীভূত হয়, গলিয়া যায়।

(২) আত্মবৃত্তি—চিকিৎসাবৃত্তি।

(৩) আখরিয়া—পুস্তক-লেখক।

(৪) কদলীবৃক্ষের খোলা প্রভৃতি বিক্রয় করিতেন বলিয়া তাঁহার উপাধি খোলাবেচা।

(৫) ফুটা—ছিদ্রযুক্ত, ভগ্ন।

এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণের মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়॥
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাতে (১)॥
শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত-খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিহোঁ সেবক প্রধান॥
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনাম মঙ্গল।
নাম বলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি প্রভু যাঁরে করে পরিহাস॥
ভগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে।
ভাগবতে ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্যকৃপাধাম (২)।
প্রেমফল ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান॥
কুলীন-গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী-জন।
সবেই চৈতন্যপ্রিয় চৈতন্য প্রাণধন॥
প্রভু কহে কুলীনগ্রামে যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর॥
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥
অনুপম-বল্লভ (৩) শ্রীরূপ সনাতন।
এই তিনশাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম॥

তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি (৪) উপশাখা॥
মালির ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল॥
আ-সিন্ধুনদী (৫) তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহা প্রকাশিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্বত্যাগী কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর (৬) চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত (৭) করিয়া॥
এইত নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবনে।
আসি রূপ সনাতনের বন্দিল চরণে॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষনাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥

(১) অর্থাৎ ইঁহার সমক্ষে মহাপ্রভু একদিন বলদেবভাবাবিষ্ট হইয়া উক্ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

(২) 'চৈতন্যকৃপাধাম'—শ্রীচৈতন্যের কৃপাগার (অর্থাৎ চৈতন্যদেবের প্রেম বিতরণকারী)।

(৩) 'ইঁহার নাম শ্রীবল্লভ'—গৌড়েশ্বর-দত্ত নাম অনুপম মল্লিক।

(৪) 'রাজেন্দ্র'—শ্রীসনাতন গোস্বামীর পুত্র।

(৫) 'আ-সিন্ধুনদী'—সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত।

(৬) 'দুই ভাইর'—রূপ সনাতনের।

(৭) পর্ব্বতের অত্যুচ্চ এক তটে বসিয়া তাহা হইতে পতনের নাম 'ভৃগুপাত'।

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত (১) স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেই নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার (২)॥
ইহা সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন॥
শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা লেখা॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তিহোঁ কৈল গঙ্গাবাস॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র কীর্ত্তনিঞা আর ষষ্ঠীবর॥
শ্রীনাথ-মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীনাথ মিশ্র ভগবান্॥
সুবুদ্ধি-মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন।
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালীম জগন্নাথ দাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গ দাস॥
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥

রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের (৩) তুলি যে করিল বাঁশি॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা॥
রামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥
গৌড়দেশ ভক্তের কৈল সংক্ষেপে কথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না যায় গণন॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু-সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানা রঙ্গে॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে সে সব কিছু করিয়ে কথন॥
নীলাচলে প্রভু-সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস॥
ইত্যাদিক পূর্ব্ব সঙ্গী (৪) বড় ভক্তগণ।
নীলাচল রহি করে প্রভুর সেবন॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ (৫) প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥
নীলাচলে প্রভুর প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন॥
বড়শাখা ভক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ॥

(১) অপতিত—যাহার নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই।

(২) শ্রীরঘুনাথ-দাস-গোস্বামী—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রাগানুগা-ভজনের শিক্ষাগুরু।

(৩) বত্রিশ জন বেহারায় যাহা বহিয়া থাকে, এতাদৃশ সাঙ্গের কাষ্ঠ।

(৪) পূর্ব্ব সঙ্গী—সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের সঙ্গী, নবদ্বীপলীলার সঙ্গী।

(৫) প্রত্যব্দ—প্রতি বৎসরে।

আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক (১) বাণীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক গোপীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয় পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ভদ্র কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে যাহার আনন্দ॥
ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী।
শ্রীশিখি-মাহিতি আর মুরারি-মাহিতি॥
মাধবীদেবী শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি॥
ঈশ্বরপুরীর সেবক ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে মিলিলা আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকার।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহার॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর॥
অপরশ(২)যায় গোঁসাঞি মনুষ্যগহনে(৩)।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী (৪) বলবানে॥
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করেন নন্দাই॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রেম অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যিহোঁ ব্রহ্মচারী॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনিঞা রহে মহাপ্রভুর পাশ॥

(১) পট্টনায়ক—উপাধিবিশেষ।
(২) অপরশ—কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া।
(৩) মনুষ্যগহনে—মানুষের ভিড়ের মধ্যে।
(৪) কাশী—কাশীশ্বর।

রাম ভট্টাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য্য রঘু আর নীলাম্বর॥
শিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥
অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয়॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস॥
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন॥
বড় হৈলে গেলা নীলাচলে প্রভু-স্থানে।
অষ্ট মাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোঁসাঞির নিকটে রহিলা॥
তাঁর স্থানে রূপ গোঁসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিহোঁ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত॥
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটী কোটী ডাল।
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য তাঁর উপডাল॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেম-জলে॥
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
সমগ্র বলিতে নারে সহস্র বদন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজ-
ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা
লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রেমমধূন্মদান্ (প্রেম এব মধু মদ্যং তেন উন্মদান্ অতিমত্তান্) অখিলান্ নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ (নিত্যানন্দচরণকমলমধুপান্ অর্থাৎ তদ্ভক্তান্) নত্বা তেষু মুখ্যাঃ (প্রধানাঃ) কতিচিৎ ময়া লিখ্যন্তে।

অনুবাদ।—আমি প্রেমমধুমত্ত নিত্যানন্দপদকমলের সমস্ত মধুকরগণকে (অর্থাৎ তাঁহার ভক্তগণকে) নমস্কার করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে মুখ্য কয়েকজনের নাম-মাত্র লিখিতেছি॥ ১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্ব-ভক্তবৃন্দ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
সৎ-প্রেমামর-শাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ
শাখা রূপান্ গণান্নুমঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎ-প্রেমামর-শাখিনঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপপ্রেমকল্পবৃক্ষস্য) ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ (ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপস্য শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য) শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ।

অনুবাদ।—আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কল্পবৃক্ষের ঊর্দ্ধস্কন্ধস্বরূপ অবধূত-চন্দ্রের (শ্রীনিত্যানন্দের) শাখারূপ পারিষদ ও শিষ্যাদি সকলকে স্তুতি করিতেছি॥ ২॥

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর॥
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাঢ়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি ছাইল ভুবন॥
অসংখ্য অনন্তগণ কে করে গণন।
আপনা শোধিতে লিখি মুখ্য মুখ্য জন॥
শ্রীবীরভদ্র গোঁসাঞি স্কন্ধমহাশাখা (১)।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপের তিহোঁ মূল স্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা মহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্র গোঁসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ॥
শ্রীরাম দাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোঁসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে॥
অতএব দুইগণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥
রামদাস মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী॥
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনিঞাগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥

---

(১) স্কন্ধ মহাশাখা—স্কন্ধরূপ শ্রীনিত্যানন্দের মহাশাখা।

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥
মুরারি-চৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র-গলে চড় মারে সর্প সনে খেলা॥
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি হয়॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের সখা-ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজকর্ম্ম॥
কমলাকর পিপ্পলাইর অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনবিদিত॥
সূর্য্যদাস সরখেল (১) তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস॥
গৌরীদাস পণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি কুল পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি॥
নিত্যানন্দ প্রিয় শ্রীপণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর (২)॥
পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ॥
জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন॥
নিত্যানন্দ প্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত (৩) সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥

বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেম-রসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥
রাঢ়ে যার জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ-সনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে বহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পূর॥
মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই॥
নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর॥
বিহারী (৪) কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভু-প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর॥
শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥
বসন্ত নবীন হোড় গোপাল সনাতন।
কৃষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥

(১) সরখেল—গৌড়েশ্বর-দত্ত উপাধি।
(২) সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষীরসমুদ্রে যেমন (যৈছন) সুন্দর পর্ব্বত ঘুরিয়াছিল প্রেমসমুদ্রে সেইরূপ ঘুরে।
(৩) বিরক্ত—বিষয়বাসনাশূন্য।
(৪) বিহারী—বিহারদেশীয়।

কংসারি-সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্য মীনকেতন রামদাস॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিহোঁ করিল রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে (১) ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
সর্ব্বশাখা শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোঁসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাঞি॥

(১) চৈতন্য-মঙ্গল—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করে গণন।
আত্ম পবিত্রতা হেতু লিখিল কতজন॥
এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাল সকলে॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
কৃষ্ণ-প্রেম দিতে নিতে ধরে মহাবল॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দগণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্র বদন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-স্কন্ধ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতাঙ্‌ঘ্র্যজভৃঙ্গাংস্তান্
সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো
নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সারাসারভৃতঃ অখিলান্ অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যজ-ভৃঙ্গান্ (অদ্বৈত-পাদপদ্ম-মধুকরান্ অর্থাৎ তদ্ভক্তান্) তান্ অসারান্ হিত্বা (পরিত্যজ্য) চৈতন্য-জীবনান্ সারভৃতঃ (ভক্তিমার্গাবলম্বিনঃ) নৌমি।

অনুবাদ।—সার ও অসারগ্রহণকারী অদ্বৈত-চরণারবিন্দের মধুকরগণের মধ্যে (অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যের ভক্তগণের মধ্যে) অসারগণকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁহাদের জীবন, সেই সারগ্রাহীদিগকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥

শ্রীচৈতন্যামরতরো-
র্দ্বিতীয়-স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য
শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ (শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষস্য) দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ (পরিকরান্) নুমঃ (স্তুমঃ)।

অনুবাদ।—শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের দ্বিতীয়স্কন্ধস্বরূপ অদ্বৈত-চন্দ্রের শাখারূপ পারিষদ ও শিষ্যদিগকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২ ॥

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোঁসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল তার অন্ত নাই ॥
চৈতন্য-মালীর কৃপা জলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেম-ফলে জগত ভরিল ॥
সেই জল স্কন্ধের করে শাখাতে সঞ্চার।
ফল ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার ॥
প্রথমেতে একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ (১) ॥
কেহ ত আচার্য্য আজ্ঞায় কেহ ত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র ॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার ॥
অসারের নামে ইহাঁ (২) নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা (৩) সহিতে।
পশ্চাৎ উড়াঞা দিবে সংস্কার করিতে ॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিহোঁ চৈতন্যচরণ ॥
চৈতন্য-গোঁসাঞির গুরু কেশব-ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখী হৈল অতি ॥

(১) শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু একবার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র প্রতিপাদন করিও এবং স্বয়ংও জানিও। তন্নিমিত্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ড করেন। তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শিষ্যগণকে কহিয়াছিলেন, 'শিষ্যগণ! আমি মহাপ্রভুর দণ্ড পাইবার জন্য ভক্তি হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলাম; এখন আমার দণ্ডলাভ হইয়াছে, তোমরা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা মানিও না।' তাহা শুনিয়াও শঙ্করানন্দ প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

(২) ইহাঁ—এখানে।

(৩) পাতনা—চিটাধান, যে ধানের ভিতরে চাউল নাই।

জগদ্‌গুরু তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোঁসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার॥
কৃষ্ণমিশ্র নামে আর আচার্য্য তনয়।
চৈতন্য-গোঁসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্য-সুত।
তাহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নৃত্য করে বড় প্রেমসুখে॥
নানা ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোঁসাঞি (১) হরি বোলে আনন্দিত মন॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মুর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিক সম্বিত (২)॥
দুঃখিত হইয়া আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া॥
নানামন্ত্র পড়েন আচার্য্য না হয় চেতন।
আচার্য্য দুঃখিত হয়ে করেন ক্রন্দন॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল তুমি বল "হরি হরি"॥
উঠিয়া গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হৈল সবে করে হরিধ্বনি॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ শাখা জগদীশ নাম॥
কমলাকান্ত বিশ্বাস আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্য-ব্যবহার সব তাঁহার গোচর॥
নীলাচলে তিহোঁ এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপ রুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া॥
সেইত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে॥

(১) দুই গোঁসাঞি—অদ্বৈতপ্রভু ও মহাপ্রভু।
(২) সম্বিত—জ্ঞান।

সে পত্রেতে লেখা আছে এইত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করেছে স্থাপন॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চন্দ্রমুখ (৩)॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর (৪)॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা আজি এথা হৈতে।
বাউলিয়া (৫) বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ (৬) ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হৈয়া প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ লোক আর পাবে কতি (৭)॥
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইল মহাপ্রভুর পাশ॥
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝি-এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদ পাত্র করিলা কমলা॥
আমারে কভু নাহি হয় এমন প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ॥

(৩) চন্দ্রমুখ—শ্রীচৈতন্য।
(৪) দৈবত ঈশ্বর—দেবতাদিগের ঈশ্বর, যথার্থত ঈশ্বর।
(৫) বাউলিয়া—পাগ্‌লা, উন্মত্ত।
(৬) বাশিষ্ঠ—যোগবাশিষ্ঠ।
(৭) কতি—কোথায়।

এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা॥
আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুইত প্রকারে করে মোরে বিড়ম্বন॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দোঁহার অন্তর কথা দোঁহে সে জানিল॥
প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ না করিহ কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণ-স্মরণ বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল।
আচার্য্য গোঁসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে (১)॥
এইত প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার।
গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তার শাখা উপশাখা নাহি হয় লেখা॥
বাসুদেব দত্তের তিহোঁ কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য॥
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্য দাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ দাস আর দাস ভোলানাথ॥
যাদব দাস বিজয় দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥

(১) সমুঝে—বুঝে।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর দাস রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লৈব নাম॥
মালি-দত্ত (২) জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল হয়॥
ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ॥
যে জন্মাইল যে জিয়াইল তারে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল তারে স্কন্ধ (৩) ক্রুদ্ধ হৈল॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥
চৈতন্য-রহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম।
জীবিতেই মৃত সেই মৈলে দণ্ডে যম॥
কেবল এই গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই তার এই গতি॥
যেই যেই লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।
আর যত মত সব হৈল ছারখার॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥
সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥
এইত কহিল আচার্য্য-গোঁসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধ শাখার কৈল সংক্ষেপ কথন॥
শাখা উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন॥

(২) 'মালী'—মহাপ্রভু।
(৩) 'স্কন্ধ'—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম (১)।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত আচার্য্য কবি দত্ত মিশ্রনয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর (২) কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর ভাগবত দাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয় (৩)।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধব দাস।
জিতামিশ্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস॥
শ্রীহরি-আচার্য্য সাদি পুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্প গোপাল॥
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস (৪) শ্রীরঘুনাথ॥

(১) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে অদ্বৈত-প্রভুর উপশাখা গণনা করার তাৎপর্য্য এই যে—'পণ্ডিত গোস্বামী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের শিষ্য'। এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য, ইহা অদ্বৈতমঙ্গল গ্রন্থে স্পষ্ট উক্ত আছে।

(২) 'গঙ্গামন্ত্রী' ও 'মামুঠাকুর'—ইহারা উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ।

(৩) বড় মহাশয়—অত্যন্ত মহান্।

(৪) রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস—রঙ্গবাটী গ্রামের চৈতন্যদাস।

চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম॥
অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
শ্রীযদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥
এইত কহিল পণ্ডিত গোঁসাঞির গণ।
তৈছে আর শাখা উপশাখার গণন॥
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
এই তিন স্কন্ধের শাখা সংক্ষেপ গণন।
যাঁ সবা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন॥
যাঁ সবা স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
অতএব তাঁ সবার বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা অনুক্রম॥
গৌরলীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ॥
তাহার মাধুর্য্য গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিস্কন্ধে অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখা-বর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স প্রসীদতু চৈতন্য-
দেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ
সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সঃ চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু (ময়ি প্রসন্নো ভবতু)—যস্য প্রসাদতঃ অধমোঽপি অয়ং (মল্লক্ষণো জনঃ) তল্লীলাবর্ণনে সদ্যঃ (তৎক্ষণাদেব) যোগ্যঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—যিনি প্রসন্ন হইলে এই আমার মত অধম ব্যক্তিও সদ্যঃ তদীয় লীলাবর্ণনে যোগ্য হয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় শ্রীমুকুন্দ বাসুদেব হরিদাস ॥
জয় স্বরূপ দামোদর জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥
জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত পূর্ণ চন্দ্রগণ।
সবার প্রেম জ্যোৎস্নায় কৈল উজ্জ্বল ভুবন ॥
এইত কহিল গ্রন্থারম্ভের মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্যলীলা ক্রম অনুবন্ধ ॥
প্রথমেত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারিয়া তার করিব বর্ণন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন ॥
অষ্টাদশ বর্ষ রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্যলীলা শেষ লীলার দুই নাম ॥
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিঞা।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিঞা ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং
বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽ-
বতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং বন্দে, যস্যাং (ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং) শ্রীকৃষ্ণনামভিঃ (সহ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ অবতীর্ণঃ।

অনুবাদ।—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সকল সদ্গুণে পূর্ণা সেই ফাল্গুনপূর্ণিমাতিথিকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই-কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥

হরি হরি বলে লোক হরষিত হৈয়া।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥
বাল্যভাব-ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
'কৃষ্ণ' 'হরিনাম' শুনি রহয়ে রোদন (১) ॥
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব বন্ধুজন ॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সব নারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি ॥
বাল্য বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম সংকীর্ত্তন ॥
পৌগণ্ড (২) বয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণ।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যান ॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীতি হয় প্রভাব আশ্চর্য্য (৩) ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম ॥
কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥
নগরে নগরে বুলে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোক কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্যগীত প্রেমভক্তি দান নিরন্তর ॥

(১) রহয়ে রোদন—রোদন বন্ধ হয়।
(২) পৌগণ্ড—৫ হইতে ১০ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম।
(৩) ছাত্রগণকে পড়াইতে গিয়া সব সূত্র হইতেই শ্রীকৃষ্ণরূপ তাৎপর্য্য বাহির করেন এবং তাঁহার আশ্চর্য্যপ্রভাবে শিষ্যগণের তাহাতে বিশ্বাস হয়।

সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম-নাম প্রচারিলা করিলা ভ্রমণ ॥
এই মধ্যলীলা নাম লীলা মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীত রঙ্গে ॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন ছলে ॥
রাত্রি দিবসে কৃষ্ণ বিরহ স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন ॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যেন উদ্ধব দর্শনে।
সেইমত প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে ॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমের চেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল সকল বাঞ্ছিত ॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ॥
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে তিহোঁ নাহি পায় অন্ত ॥
দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারী।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিলা বিচারি ॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিলা তাহা দাস বৃন্দাবন ॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করেন প্রকাশ ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥
প্রভুর লীলামৃত তিহোঁ কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥
আদিলীলাসূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিল বিচার ॥
আগে অবতারিল যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার ॥

শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর-পুরী ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥
শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান ॥
সপ্তমিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর (১)।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব রূপ সদ্গুণ সাগর ॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ ॥
অসংখ্য নিজভক্তের করাইয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে যত ভক্তগণ।
অদ্বৈত-আচার্য্য স্থানে করেন গমন ॥
গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোঁসাঞি।
জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-ভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ তপঃকর্ম্ম নাহি মানে আন ॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-পূজা নাম-সংকীর্ত্তন ॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
বিষয় নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুঃখ ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ ॥
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥

(১) সপ্ত ঋষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ।

কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ॥
কৃষ্ণ আহ্বানিঞা করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
জগন্নাথ-মিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥
তবে পুত্র উপজিল বিশ্বরূপ নাম।
মহাগুণবান্ তিঁহো বলদেবধাম (২) ॥
বলদেব প্রকাশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তিঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত-কারণ ॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম হৈল যে তাঁহার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৫।২৫ শ্লোকঃ :—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং বিশ্বং তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—জগদীশ্বরে ভগবতি অনন্তে হি এতৎ চিত্রম (আশ্চর্য্যং) ন। অঙ্গ (হে) তন্তুষু পটঃ (বসনং) যথা (যস্মিন্) ইদং বিশ্বং ওতং প্রোতং। [যস্মিন্নিদং বিশ্বং ওতং—ঊর্দ্ধতন্তুষু পটইব গ্রথিতং, প্রোতং—তির্য্যক্‌তন্তুষু পটইব সংগ্রথিতং, সর্ব্বতোঽনুস্যূতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ।—(শ্রীশুকদেব কহিলেন) হে মহারাজ! বসন যেমন তন্তুতে গ্রথিত আছে, তদ্রূপ এই বিশ্ব যে অনন্ত জগদীশ্বর ভগবানে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে ইহা বিচিত্র নহে ॥ ৩ ॥

অতএব প্রভুর তিঁহো হৈলা বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই ॥
পুত্র পাইয়া দম্পতি হৈল আনন্দিত মন।
বিশেষ আরাধন করেন গোবিন্দ চরণ ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥
মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি অন্য রীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥

(২) বলদেবধাম—বলদেবের প্রকাশ।

যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করেন সম্মান।
ঘরেতে পাঠাইয়া দেন বস্ত্র ধন ধান॥
শচী কহে মুঞি দেখো আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি যেন স্তুতি করে॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে মুঞি স্বপন দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥
এত বলি দোহে রহে হরষিত হৈঞা।
শালগ্রাম সেবা করেন বিশেষ করিয়া॥
হৈতে হৈতে গর্ভ হৈল ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ (১) সব সুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে" ভাসে ত্রিভুবন॥
জগত ভরিয়া লোক বলে "হরি হরি"।
সেইক্ষণে "গৌরকৃষ্ণ" ভূমি অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে নৃত্য বাদ্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হৈল দশদিক্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

যথা—রাগ

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি করিল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥
সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লয়ে সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ (২) রাশি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিলা নানা দান॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মন মোর পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস (৩)॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে॥
এইমত ভক্ত ততি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানা দ্রব্যে থালি ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা দ্যুতি, দেখিয়া বালক-মূর্ত্তি
আশীর্ব্বাদ করে সুখ চাঞা॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করেন দর্শন॥

(১) ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ ইহাদিগকে ষড়বর্গ বলে। শুভাশুভ ফলসূচক জন্মকালীন রাহু ভিন্ন অষ্টগ্রহ সমূদয়ের যে চক্র" তাহার নাম অষ্টবর্গ।

(২) উপরাগ—গ্রহণ।

(৩) ভাস—গূঢ়তত্ত্ব; আভাস, অভিপ্রায়।

(আদিলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

বালকের দিব্যদ্যুতি দেখি পাইল বহুপ্রীতি
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়।

অন্তরীক্ষে দেবগণ, ঋষি গন্ধর্ব্ব চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়
সাম্ভালিতে (১) নাহি কারো বল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূর্ণিত লোক
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
আচার্য্য-রত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যেন আছে বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্য-রত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা জল, খই কলা নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥
অদ্বৈত আচার্য্যভার্য্যা, জগতপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, চলিলা উপহার লঞা
দেখিতে বালক শিরোমণি॥
সুবর্ণের কড়ি বলি, রজতমুদ্রা পাশুলি, (২)
সুবর্ণের বলয় কঙ্কণ।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি, কটি সূত্র পট্ট ডোরী,
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, ভুনিপোতা (৩) পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন॥

দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্রে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
গৃহে শচী হৈলা উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণ-ময়।
বালকের দিব্যদ্যুতি, দেখি পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শিরে, কৈল বহু আশিষেরে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাঞি॥
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোক মান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে কত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥
লগ্ন গণি হর্ষ মতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে॥
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ॥

(১) সাম্ভালিতে—সামলাইতে।
(২) পাশুলি—পাদাভরণবিশেষ, পাইজোড়।
(৩) 'ভুনিপোতা'—এক প্রকার চাদর।

পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত ধুনী (১),পিয়ে বিষগর্ত্ত পানি,
জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) ধুনী—নদী। কোথাও 'ধনি' এই পাঠ আছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য বিংশ-বিলাসে ১মঃ শ্লোকঃ

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্
দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতিশ্চ স্মৃতিং যাতি
শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যস্মিন্ (শ্রীচৈতন্যে) কথঞ্চন (কেনাপি প্রকারেণ) স্মৃতে দুষ্করং (দুঃখেন করণীয়ং কার্য্যং) সুকরম্ (অনায়াসসাধ্যং) ভবেৎ, বিস্মৃতিশ্চ স্মৃতিং (স্মরণং) যাতি অমুং শ্রীচৈতন্যং ভজে।

অনুবাদ।—যাঁহাকে কোনপ্রকারে স্মরণ করিলে দুষ্করকার্য্য সুকর হয়, বিস্মৃতিও স্মৃতিপথে উদিত হয়, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভজন করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।
যশোদা-নন্দন যৈছে হৈলা শচীপুত্র॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলাসূত্রের গণন॥

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য
বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশ-
চেষ্টয়া বলিতান্তরাম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—চৈতন্যকৃষ্ণস্য মনোহরাং (মহাচমৎকারিণীং) বাল্যলীলাং বন্দে লৌকিকীং (মানুষচেষ্টিতাম্) ঈশচেষ্টয়া (ঐশ্বর্য্যচেষ্টয়া) বলিতান্তরাং (বলিতঃ যুক্তঃ অন্তরঃ যস্যাস্তাদৃশীম্)।

অনুবাদ।—যে লীলা লৌকিকী হইয়াও ঐশ্বর্য্যচেষ্টাযুক্তা, শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের সেই মনোহর বাল্যলীলাকে বন্দনা করি॥ ২॥

বাল্যলীলা প্রথমে প্রভুর উত্তানশয়ন(১)।
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্নিত চরণ॥
গৃহে দুই জন দেখে লঘুপদ চিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ-বজ্র-শঙ্খ-পদ্ম-মীন(২)॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদ-চিহ্ন ঘরে না পাই নিশ্চয়॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে।
তিঁহো মূর্ত্তি হৈয়া ঘরে জানি খেলে রঙ্গে॥
সেইক্ষণে জাগিঞা নিমাঞি করেন ক্রন্দন।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখ্যাছি লিখিয়া॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ॥

তথাহি—সামুদ্রকে তৃতীয়ঃ শ্লোকঃ

পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চদীর্ঘঃ
সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥ ৩

(১) উত্তানশয়ন—চিৎ হইয়া শয়ন।

(২) ধ্বজাদি ঊনবিংশ চিহ্ন যথা,—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর, মৎস্য, গোষ্পদ, জম্বুফল, চক্র, শঙ্খ, আতপত্র (ছত্র)।

অন্বয়ঃ।—পঞ্চদীর্ঘঃ—(পঞ্চ নাসা-ভুজ-হনু-নেত্র-জানূনি দীর্ঘানি যস্য সঃ) পঞ্চসূক্ষ্মঃ (ত্বক্‌কেশাঙ্গুলি-পর্ব্ব-দন্ত-রোমাণি সূক্ষ্মাণি যস্য সঃ) সপ্তরক্তঃ (সপ্ত নেত্রান্ত-পদতল-করতল-তাল্বোষ্ঠাধর-জিহ্বা-নখাঃ রক্তবর্ণা যস্য সঃ) ষডুন্নতঃ (ষট্ বক্ষঃ-স্কন্ধ-নখ-নাসিকা-কটি-মুখানি উন্নতানি তুঙ্গানি যস্য সঃ) ত্রিহ্রস্ব-পৃথুগম্ভীরঃ (ত্রীণি গ্রীবা-জঙ্ঘা-মেহনানি হ্রস্বানি ত্রীণি কটি-ললাট-বক্ষাংসি পৃথুনি বিশালানি ত্রীণি নাভি-স্বর-সত্ত্বানি গম্ভীরাণি যস্য সঃ) দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ (দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণানি যস্য সঃ) মহান্ পুরুষঃ ইতি শেষঃ।

অনুবাদ।—নাসা, ভুজ, হনু অর্থাৎ কপোলের ঊর্দ্ধভাগ, নেত্র এবং জানু এই পাঁচটী অঙ্গে দীর্ঘ; ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত, রোম এই পঞ্চ স্থানে সূক্ষ্ম; নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা এবং নখ এই সপ্ত স্থানে রক্তিমা; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ এই ছয়টি অঙ্গে উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন এই তিনটি অঙ্গে হ্রস্ব; কটিদেশ, ললাট এবং বক্ষস্থল এই তিন স্থানে বিস্তীর্ণ এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিন স্থানে গম্ভীর—যিনি অসাধারণ এই বত্রিশটি লক্ষণ বিশিষ্ট তিনিই মহাপুরুষ॥ ৩॥

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোক করিবে তারণ॥
এইত করিবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার।
ইঁহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার॥
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন শুভ করি নামকরণ॥
সর্ব্বলোকের করিব ইহোঁ ধারণ পোষণ।
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার এইত কারণ॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল॥
তবে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ (১)।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব হরিবোলে হাসে গৌরধাম॥

তবে কত দিনে কৈল পাদ-চংক্রমণ (২)।
শিশুগণে লৈয়া খেলে বিবিধ খেলন॥
একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল খাওত বসিয়া॥
এত বলি গেলা শচী গৃহকর্ম্ম করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটি কাড়ি লৈয়া বৈল মাটি কেন খায়॥
কান্দিয়া বলিল শিশু কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥
খই সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার।
এই মাটি সেই মাটি কি ভেদ বিচার॥
মাটি দেহ মাটি ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি॥
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥
মাটির বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটি পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাঁহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখালে মোরে॥
এবে ত জানিনু মাতা মাটি না খাইব।
ক্ষুধা যবে লাগে তোমার স্তন্য তবে পিব॥
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন্য পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
এই মতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পাছেত লুকায়॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥
চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥
ব্যাধিছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে॥

(১) জানু-চংক্রমণ—হাঁটু দ্বারা ভ্রমণ অর্থাৎ হামাগুড়ি।

(২) পাদ-চংক্রমণ—পদ দ্বারা ভ্রমণ অর্থাৎ হাঁটিয়া বেড়ান।

(আদিলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদ ১০৯ পৃষ্ঠা)।

আপনি চন্দন পরে পরে ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খায় সন্দেশ চালু কলা॥

শিশু সব লয়ে পাড়াপড়সির ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন (১) ॥
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে ॥
শুনি ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘরের ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
তবে শচী কোলে করি করিল সন্তোষ।
লজ্জিত হইল প্রভু জানি নিজ দোষ ॥
কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥
নারীগণ কহে নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥
বাহির হইয়া প্রভু আনিল দুই ফল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব লোক বিস্মিত সকল ॥
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাহা দেবতা পূজিতে ॥
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥
কন্যারে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর ॥
আপনি চন্দন পরে পরে ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খায় সন্দেশ চালু কলা ॥
ক্রোধে কন্যাগণ কহে শুনহে নিমাঞি।
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমা সবার ভাই ॥
আমা সবার উপরে হেন কহিতে না যুয়ায়।
না লহ দেবতা সজ্জা না কর অন্যায় ॥
প্রভু কহে তোমা সবায় দিল এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হউক পরম সুন্দর ॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন-ধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু গুণমান্ ॥
বর শুনি কন্যাগণের হৃদয়ে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি কহে প্রভু ক্রোধ মুখ হইয়া ॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে তোমার সাত সতিনী ॥
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
কি জানি ইহাতে কোন দেবাবিষ্ট হয় ॥
আনিয়া নৈবেদ্য তাঁর সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥
এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কার মনে নাহি সব সুখ পায় ॥
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান ॥
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল প্রভুর দর্শন ॥
সাহজিক প্রীতি (১) দোঁহা করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয় ॥
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা-ছলে দোঁহার হইল প্রকাশ ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২০।১৯ শ্লোকঃ

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো
ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ
সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ভোঃ সাধ্ব্যঃ! ভবতীনাং মদর্চ্চনং সঙ্কল্পঃ (মনোরথঃ) (স চ লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া) বিদিতঃ, সঃ অসৌ ময়া অনুমোদিতঃ অতঃ সত্যো ভবিতুমর্হতি।

(১) ওলাহন—তিরস্কার।

(১) সাহজিক প্রীতি—স্বাভাবিক প্রেম। শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবানের নিত্যপ্রেয়সী, একারণ উভয়ের স্বাভাবিক প্রেম।

অনুবাদ।—হে সাধ্বীগণ! আমার অর্চ্চনাই তোমাদের সঙ্কল্প, তোমরা লজ্জাবশতঃ না বলিলেও আমি জানিয়াছি; এবং আমি ইহা অনুমোদন করিলাম, এক্ষণে তোমাদের সেই অভিলাষ সত্য হউক ॥ ৪ ॥

এই মতে লীলা করি দোঁহে গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিতে পারে ॥
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন ॥
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভৎর্সিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্র গেলা পলাইয়া ॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে ত্যক্ত হাণ্ডির উপর।
বসিয়া আছেন তাঁহা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
শচী আসি কহে কেন অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হইলা ॥
অপবিত্র শুনি মাতাকে কহে ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিত হইয়া মাতা করাইল স্নান ॥
কভু পুত্র সহ শচী করিলা শয়ন।
দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন ॥
শচী বোলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া পুত্র চলিল বাহিরে ॥
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন ॥
মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল!
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল ॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি ॥
মিশ্র বলে কিছু হউক চিন্তা কিছু নাঞি।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এই মাত্র চাই ॥
এক দিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভৎর্সনা করিয়া ॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥
মিশ্র তুমি পুত্রের স্বরূপ নাহি জান।
ভৎর্সন তাড়ন কর পুত্র করি মান ॥
মিশ্র কহে দেবসিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক মাত্র আমার তনয় ॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
বিপ্র কহে পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥
মিশ্র কহে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ ॥
এই মত দোঁহে করেন ধর্ম্মের বিচার।
শুদ্ধবাৎসল্য মিশ্রের নাহি জানে আর ॥
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত ॥
বন্ধুবান্ধব স্থানে স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥
এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়ায় আনন্দ ॥
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা (১) অক্ষর শিখিল ॥
বাল্যলীলা সূত্রের এই কহিল বিবরণ।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্রে কৈল।
পুনরুক্তি ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলাসূত্র-বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) দ্বাদশ ফলা—ক্য, ক্র, কৃ, ক্ব, ক্ল, ক্ম, র্ক, ক্ন, ক্ষ্ণ, স্ক, কৄ, কৢ এই দ্বাদশ প্রকার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—∞—

শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য সপ্তমে বিলাসে
প্রথমঃ শ্লোকঃ -

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি
যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ
তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—কুমনাঃ (কুবুদ্ধিঃ জনঃ) যস্য (শ্রীচৈতন্যস্য) পদাব্জয়োঃ (চরণকমলয়োঃ) সুমনোঽর্পণমাত্রেণ (পুষ্পপ্রদানমাত্রেণ) সুমনস্ত্বং (শুদ্ধচিত্তত্বং) হি (নিশ্চিতং) যাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে।

অনুবাদ।—কুবুদ্ধি ব্যক্তি যাঁহার চরণযুগলে একটা পুষ্প অর্পণ করিলে সুমনস্ত্ব (শুদ্ধচিত্তত্ব) প্রাপ্ত হয় সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥
পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্য-
কৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণি-
গ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ২

অন্বয়ঃ।—বিদ্যারম্ভমুখা (বিদ্যারম্ভাং আরভ্য) পাণিগ্রহণান্তা (বিবাহপর্য্যন্তং) মনোহরা চৈতন্যকৃষ্ণস্য পৌগণ্ডলীলা অতি-সুবিস্তৃতা।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত পৌগণ্ডলীলা অতি সুবিস্তৃতা এবং মনোহরা ॥ ২ ॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥
একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোকে দেহ এক দান ॥
মাতা বলে তাহি দিব যা তুমি মাগিবা।
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা ॥
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিল যতন ॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর হইতে পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥
শুনি মিশ্র পুরন্দরের দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতাপিতার কৈল আশ্বাসন ॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন ॥
একদিন প্রভু নৈবেদ্য তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা ॥
আস্তে আস্তে পিতামাতা মুখে দিল পানি।
সুস্থ হৈয়া কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥
আমি কহি আমার অনাথ পিতামাতা।
আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥

গৃহস্থ হইয়া করিব মাতাপিতার সেবন।
ইহা হইতে তুষ্ট হন লক্ষ্মীনারায়ণ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে।
তোমারে কহিল কোটি কোটি নমস্কারে॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি॥
কত দিন রহি মিশ্র গেল পরলোক।
মাতা পুত্র দোঁহার বাড়িল হৃদি শোক॥
বন্ধুবান্ধব আসিয়া দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল॥
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥

তথাহি—উদ্বাহতত্ত্বে ৭মে অঙ্কে

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু-
র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্
পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥৩

অন্বয়ঃ।—গৃহং (বাসস্থানং) ন গৃহম্ ইতি আহুঃ (পণ্ডিতাঃ বদন্তি) গৃহিণী (গৃহধর্ম্মিণী) গৃহমুচ্যতে, হি (যতঃ) তয়া (গৃহিণ্যা) সহিতঃ (স গৃহী) সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদীন্) সমশ্নুতে (উপভুঙ্‌ক্তে)।

অনুবাদ।—কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় না। গৃহিণীকেও (সহধর্ম্মিণীকেও) গৃহ কহে, যেহেতু গৃহস্থব্যক্তি গৃহিণীর সহিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সমস্ত পুরুষার্থ উপভোগ করিয়া থাকে॥৩॥

দৈবে এক দিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥
পূর্ব্ব সিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী পাশ আইলা॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন॥
বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন দাস।
এই ত পৌগণ্ড লীলার সূত্র প্রকাশ॥
পৌগণ্ড বয়সে লীলা বিবিধ প্রকার।
বৃন্দাবন দাস তার কর্য্যাছেন বিস্তার॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ

উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে ত্যক্ত হাণ্ডির উপর।
বসিয়া আছেন তাহা প্রভু বিশ্বম্ভর॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৃপাসুধা-সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥১

অন্বয়ঃ।—যস্য কৃপাসুধাসরিৎ (দয়ারূপামৃতনদী) বিশ্বম্ আপ্লাবয়ন্তী অপি সদা নীচগা (নিম্নগা) এব ভাতি, তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে।

অনুবাদ।—যাঁহার কৃপারূপ অমৃতের নদী নীচগামিনী হইয়া (অর্থাৎ যে অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে তাহাকে কৃপা করিয়া) বিশ্বকে সম্যক্ আপ্লাবিত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো
মূর্ত্তিমত্যা গৃহাগমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা
দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ॥ ২

অন্বয়ঃ।—গৃহাগমাৎ (গৃহিণীলাভাৎ) মূর্ত্তিমত্যা (শরীরধারিণ্যা) লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ) অথ দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ বাগ্দেব্যা (সরস্বত্যা) অর্চ্চিতঃ কৈশোরচৈতন্যঃ (কৈশোরবয়সি স্থিতঃ শ্রীচৈতন্যঃ) জীয়াৎ (জয়যুক্তো ভবেৎ)।

অনুবাদ।—যিনি লক্ষ্মীরূপা গৃহিণীলাভে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন এবং দিগ্বিজয়িপরাজয়চ্ছলে সরস্বতী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন, সেই কিশোরলীলাবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক॥ ২॥

এবে ত কৈশোর-লীলা সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিল নির্ব্বন্ধ॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয় ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয়॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে॥
কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সংকীর্ত্তন॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে॥
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন (১)॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠের না হয় নিশ্চয়॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহে তপন।
নিমাঞি পণ্ডিত পাশে করহ গমন॥
তিহোঁ তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিহোঁ নাহিক সংশয়॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
নামসংকীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু-সঙ্গে নবদ্বীপে বসি (২)।
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী॥
তাঁহা আমা সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন॥

(১) কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই চারিটী সাধন, আর স্বর্গ, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই চারিটী সাধ্য।

(২) বসি—বাস করি।

প্রভুর অতর্ক্য-লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠায় কাশীপুরী॥
এই মত বঙ্গদেশে কৈল সবার হিত।
নাম দিয়া বৈষ্ণব কৈল পড়াঞা পণ্ডিত॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা॥
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্য্যামী।
দেশেতে আইলা প্রভু শচী দুঃখ জানি॥
ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধনজন।
তত্ত্ব কহি কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন॥
শিষ্যগণ লয়্যা পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবেত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী (১) জয়॥
বৃন্দাবন দাস ইহা করিলা বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ গুণের বিচার॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসি আছে গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাঁহাই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা॥
বসাইল তারে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া॥
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি পণ্ডিত তব নাম।
বাল্যশাস্ত্রে(২)লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্য-সংলাপ (৩)॥

(১) দিগ্বিজয়ী—কাশ্মীরদেশীয় কেশবাচার্য্য।

(২) বাল্যশাস্ত্রে—অর্থাৎ ব্যাকরণে; কারণ ব্যাকরণ বালকদের উপযুক্ত শাস্ত্র।

(৩) সংলাপ—পরস্পর আলাপ। অ-কারে অ-কারে আকার হয়, কিন্তু উহাতে একার হয় না কেন? ইত্যাদিরূপ বাক্যকে ফাঁকি বলে।

প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেও না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি সব শিশু পড়ুয়া নবীন॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী (৪) একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা॥
শুনিয়া কহিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর॥
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ কিবা সরস্বতী॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনে সব লোক তবে পাইবেক সুখে॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল(৫)।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভুত পড়িল॥

তথাহি—দিগ্বিজয়িবাক্যম্।

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥ ৩

অন্বয়ঃ।—গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্ত্বং সততং নিতরাং (নিশ্চিতং) আভাতি, যৎ (যস্মাৎ) এষা (গঙ্গা) শ্রীবিষ্ণোঃ চরণকমলোৎপত্তিসুভগা (বিষ্ণোঃ পদপঙ্কজোদ্ভবা অতএব সুষ্ঠু ভগম্ ঐশ্বর্য্যং যস্যাঃ তাদৃশী) দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিবসুরনরৈঃ অর্চ্চ্যচরণা যা (গঙ্গা) ভবানীভর্ত্তুঃ (শঙ্করস্য) শিরসি বিভবতি (বৈভবং প্রাপ্নোতি) 'অতঃ' অদ্ভুতগুণা।

অনুবাদ।—যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হওয়াতে অতি সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন, যিনি সুরনরগণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় পূজিতা হইতেছেন, এবং যিনি ভবানীভর্ত্তা মহাদেবের মস্তকে বিরাজমানা হইয়া অদ্ভুত গুণশালিনী হইয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীর মহিমা নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে॥ ৩॥

(৪) ঘটী একে—এক ঘটীতে, এক দণ্ডে।

(৫) কোন্ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসি আছে গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঁই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা॥

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হৈয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল॥
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক যে পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল॥
প্রভু কহে দেবের বরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয় শ্রুতিধর॥
শ্লোক ব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে কহ শ্লোকে কিবা গুণ দোষ॥
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।
উপমালঙ্কার(১) গুণ(২) কিছু অনুপ্রাস(৩)॥
প্রভু কহেন যদি না কর তুমি রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ॥
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে(৪)
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে যে কহিল সেই বেদসার (৫)॥
ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥
প্রভু কহে অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ॥
কবি কহে কহ দেখি কিবা গুণ দোষ।
প্রভু কহে কহি শুন না করিহ রোষ॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ(৬) দুই ঠাঞি চিন(৭)।
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন(৮)॥
গঙ্গার মহত্ত্ব (৯) শ্লোকের মূল বিধেয়।
ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে অভিধেয়॥
বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলা অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে।

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহাঁ দ্বিতীয় বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল শব্দ অর্থ গেল ক্ষয়(১০)॥
দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান॥
ভবানীভর্ত্তৃ শব্দ দিল পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধমতিকৃৎ নাম এই মহাদোষ॥

---

(১) উপমালঙ্কার—বৈচিত্র্যজনক সাদৃশ্যের কথনের নাম উপমা।

(২) গুণ—মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ—কাব্যের এই তিন গুণ। উক্ত শ্লোকে মাধুর্য্য গুণ।

(৩) অনুপ্রাস—একই ব্যঞ্জনবর্ণ বহুবার থাকিলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়, স্বরবর্ণের মিল না থাকিলেও হয়। উক্ত শ্লোকে প্রথম পাদে পাঁচটি ত-কার তৃতীয় চরণে পাঁচটি র-কার।

(৪) প্রতিভা—নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, ঝটিতি উপস্থিত বুদ্ধি। সন্তোষে—অনুগ্রহে, বরে।

(৫) বেদসার—বেদের সারবৎ অভ্রান্ত।

(৬) "অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেনানির্দ্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্র তৎ।" যেখানে বিধেয়াংশ প্রাধান্যরূপে নির্দ্দিষ্ট না হয়, তাহাকে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ বলে।

(৭) চিন—চিহ্ন।

(৮) বিরুদ্ধমতি—যাহা বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া সহৃদয়গণের রসাস্বাদনে বাধা জন্মায়, সেই দোষের নাম বিরুদ্ধমতিকারিতা। ভগ্নক্রম—যে ক্রমে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করা। ক্রিয়া ও কারকের অন্বয় সহিত বাক্যের সমাপ্তি হইলেও বিশেষ-বিধান-ইচ্ছা ব্যতীত পুনরায় সেই বাক্যের সহিত অন্বয়ী পদের কথন যাহাতে হয়, তাহাকে পুনরাত্ত দোষ বলে।

(৯) প্রথমে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা দোষ দেখাইতেছেন 'গঙ্গার মহত্ত্ব...এই দোষের নাম।'

(১০) এখানে 'শ্রীলক্ষ্মীর্দ্বিতীয়া ইব' না বলিয়া 'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব' বলাতে বিধেয় দ্বিতীয় শব্দটি সমাসের অন্তর্গত হইল এবং তাহাতে বিধেয়ের প্রাধান্য নষ্ট হওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি (১)॥
শিবপত্নীভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ॥
ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তাজ্ঞান॥
বিভবতি ক্রিয়া সমাপ্তি পুনঃ বিশেষণ।
অদ্ভুতগুণা এই পুনরাত্ত দূষণ॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দিয়াছ অনুপম।
এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম॥
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর-শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত (২)॥

তথাহি—ভরতমুনিবাক্যম্

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং
দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি
শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—রসালঙ্কারবৎ (রসেন অলঙ্কারৈশ্চ সমন্বিতং) কাব্যং চেৎ (যদি) দোষযুক্ (দোষযুক্তং ভবতি), তদা বিভূষিতম্ (অলঙ্কারৈঃ সজ্জিতম্) সুন্দরমপি বপুঃ একেন শ্বিত্রেণ (ধবলকুষ্ঠেন) দুর্ভগং (নিন্দিতং, দূষিতম্) ইব স্যাৎ।

অনুবাদ।—রসালঙ্কারযুক্ত কাব্যই বিভূষিত হইয়া থাকে। ভূষণ-ভূষিত সুন্দর দেহ একটী মাত্র ধবল-কুষ্ঠের দ্বারা যেরূপ কুৎসিত হয়, দোষযুক্ত কাব্যও সেইরূপ হয়॥ ৪॥

পঞ্চ-অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থালঙ্কার॥
শব্দালঙ্কারে তিনপাদে আছে অনুপ্রাস।
শ্রীলক্ষ্মী-শব্দে পুনরুক্তবদাভাস (৩)॥
প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাতি (৪)।
তৃতীয়চরণে হয় পঞ্চ রেফ স্থিতি॥
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দ অলঙ্কার অনুপ্রাস॥
শ্রীশব্দে লক্ষ্মীশব্দে একবস্তু উক্ত।
পুনরুক্তবদাভাসে নহে পুনরুক্ত॥
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীর অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাস শব্দালঙ্কার ভেদ॥
লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস (৫)
গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ (৬)।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ॥
ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধালঙ্কারে ইহা মহাচমৎকৃতি॥
ঈশ্বর অচিন্ত্য-শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস॥

শ্রীভগবৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

অম্বুজমম্বুনি জাতং ন জাতু
কিল জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং
পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা॥ ৫

অন্বয়ঃ।—অম্বুনি (জলে) অম্বুজং জাতং জাতু (কদাচিৎ) কিল (নিশ্চিতম্) অম্বুজাৎ (পদ্মাৎ) অম্বু (জলং) ন জাতম্। মুরভিদি

(১) ভব শব্দের অর্থ শিব; তাহার পত্নী অর্থে 'আনীপ্' প্রত্যয়দ্বারা ভবানী হইয়াছে অর্থাৎ ভবানী শব্দের অর্থ শিবপত্নী। সুতরাং ভবানী-ভর্ত্তৃ শব্দের অর্থ শিবপত্নীর পতি। এইরূপ শব্দে শিবপত্নীর শিব ভিন্ন অন্য পতিকেই বুঝায়।

(২) বিগীত—নিন্দিত।

(৩) পুনরুক্তবদাভাস—পুনরুক্তি না থাকিলেও আপাততঃ পৌনরুক্ত্যের ন্যায় মনে হইলে সেখানে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হয়।

(৪) পাতি—সারি, শ্রেণী।

(৫) যেখানে প্রকৃতপক্ষে বিরোধ না থাকিলেও আপাততঃ বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় সেখানে উক্ত অলঙ্কার হয়।

(৬) সবার সুবোধ—সকলে স্পষ্ট বুঝে।

(মুরারৌ, বিষ্ণৌ) তদ্বিপরীতং যথা তস্য পাদাম্ভোজাৎ মহানদী (গঙ্গা) জাতা।

অনুবাদ।—জলেই পদ্ম জন্মে, কিন্তু পদ্মে জলের জন্ম হয় না, কিন্তু মুরারি নারায়ণে তাহার বিপরীত। যেহেতু তাঁহার চরণকমল হইতে মহানদী গঙ্গার জন্ম হইয়াছে॥ ৫॥

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি অনুমান অলঙ্কার (১)॥
স্থূল এই পঞ্চ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিলে যদি আছয়ে অপার॥
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষবাদে(২)॥
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥
শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত (৩)॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর॥
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছে কোপ॥
যে ব্যাখ্যা করিল মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাঞি মুখে রহি বলে আপনি সরস্বতী॥
এত ভাবি কহে শুন নিমাই পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত॥
অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমতে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী॥
শাস্ত্রের বিচার ভালমন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বলায় বলি সেই বাণী॥

(১) অনুমানালঙ্কার—হেতুর দ্বারা সাধ্যের (প্রতিপাদনীয় বিষয়ের) জ্ঞান, অনুমানালঙ্কার। এখানে বিষ্ণুপাদোৎপত্তিরূপ হেতুদ্বারা গঙ্গার মহত্ত্ব জ্ঞান হইল বলিয়া অনুমান অলঙ্কার হইল।

(২) দোষবাদে—দোষরূপ-বিঘ্ন। বাধা শব্দের অপভ্রংশ বাদ।

(৩) স্তম্ভিত—জড়ীভূত।

ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশু-দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয়॥
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ ধ্যান।
শিশু-দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান॥
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল॥
তবে শিশুগণ সবে হাসিতে লাগিল।
তা' সবা নিষেধি প্রভু কবিকে কহিল॥
তুমি মহাপণ্ডিত হও কবি-শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় হেন কাব্য বাণী॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল-ধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥
দোষ-গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।
কবিতা-করণে শক্তি তাহা সে বাখানি॥
শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের যোগ্যতা আমি না ধরি তোমার॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥
এইমতে নিজ ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন॥
সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর কবি প্রভুরে জানিল॥
প্রাতে আসি প্রভুপদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল তার খণ্ডিল বন্ধন॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইলা মহাপ্রভুর চরণ॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু বিশেষ ইহাঁ করিল প্রকাশ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোর-লীলাবর্ণনং নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং
চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে
কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—স্বৈরাদ্ভুতেহং (স্বৈরা স্বচ্ছন্দা অদ্ভুতা চ ঈহা চেষ্টা যস্য তাদৃশং) তং চৈতন্যং বন্দে, যৎপ্রসাদতঃ (যস্য কৃপয়া) যবনাঃ কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ সন্তঃ সুমনায়ন্তে (সাধব ইব আচরন্তি)।

অনুবাদ।—যাঁহার প্রাসাদে যবনগণও শ্রীকৃষ্ণনাম গান করতঃ সাধুর মত ব্যবহার করে। স্বেচ্ছাধীন অদ্ভুত লীলাকারী সেই শ্রীমহাপ্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥

বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-
সম্ভোগ-নৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ
গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥ ২

অন্বয়ঃ।—বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশসম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ (বিদ্যা শাস্ত্রজ্ঞানং সৌন্দর্য্যং লাবণ্যাদিকম্ সদ্বেশঃ ভূষাদিকঃ সম্ভোগঃ বিষয়োপভোগঃ নৃত্যং নটনং কীর্ত্তনং নামসংকীর্ত্তনাদিকম্ এতৈঃ ষট্প্রকারৈঃ করণৈঃ) প্রেমনামপ্রদানৈঃ (প্রেম্না সহ হরিনামবিতরণৈঃ) গৌরঃ (শ্রীশচীনন্দনঃ) যৌবনে দীব্যতি (ক্রীড়তি, শোভতে)।

অনুবাদ।—বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, উত্তম বেশ, বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেমদান ও নাম প্রদান দ্বারা যৌবনে শ্রীগৌরাঙ্গ শোভিত হইতেছেন ॥ ২ ॥

যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ বিভূষণ (১)।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, সুমাল্য-চন্দন।
বিদ্যা-ঔদ্ধত্যে কাহাকো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥
বায়ু-ব্যাধি-ছলে কৈল প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লইয়া কৈল বিবিধ বিলাস ॥
তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথায় মিলন ॥
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেমপরকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥
তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্ভুজ দর্শন ॥
প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণু (২) ধর ॥
তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ (৩) বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
তবে নিত্যানন্দ-গোঁসাঞির ব্যাস-পূজন।
নিত্যানন্দবেশে কৈল মুষল-ধারণ ॥

---

(১) অঙ্গ এত সুন্দর যে অঙ্গই অঙ্গের শোভা আর কোনও ভূষণের প্রয়োজন হয় না।

(২) শার্ঙ্গ—কৃষ্ণ-ধনুকের নাম শার্ঙ্গ।

(৩) তিন অঙ্গ—গ্রীবা, কটি, এবং জানু।

প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর॥
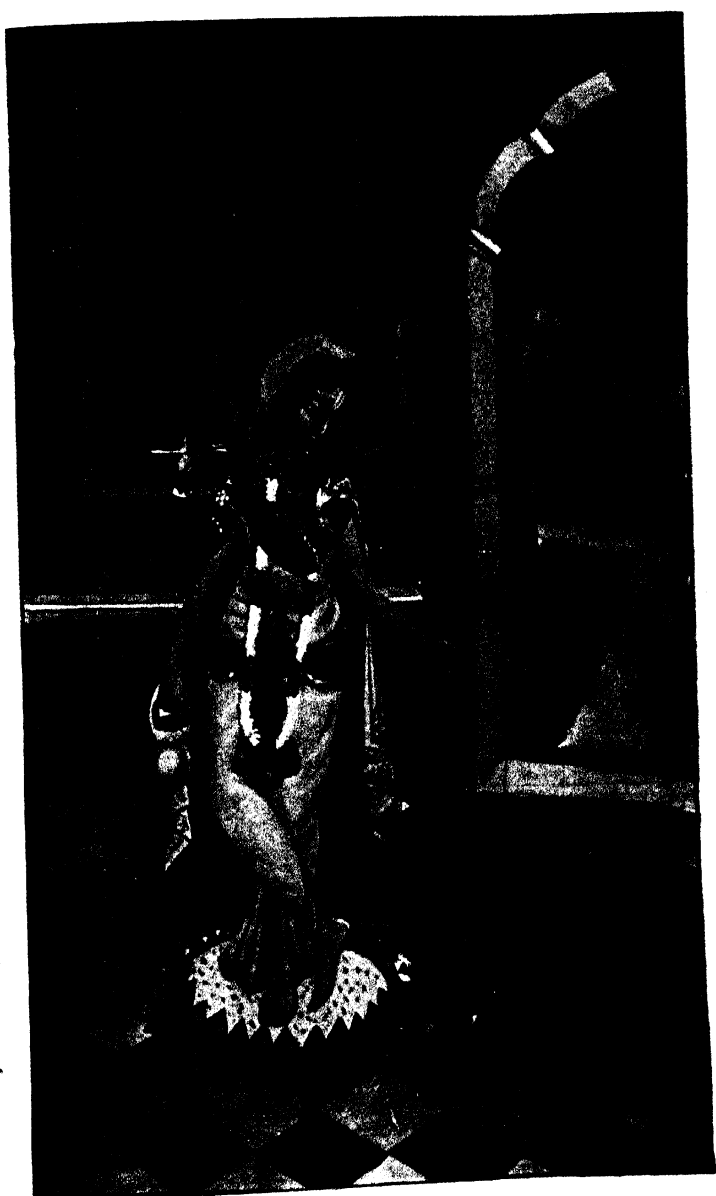
তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই॥
তবে সপ্ত-প্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে॥
বরাহ-আবেশ হৈল মুরারি-ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে॥
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
হরের্নাম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ॥

হরের্নাম হরের্নাম
হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৭ম পরিচ্ছেদে ৩য় শ্লোকে দেখ॥ ৩॥

কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞানযোগ কর্ম্ম তপ আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি এই তিন এবকার॥
তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লৈবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
ভর্ৎসনা তাড়নে কারে কিছু না বলিব॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত-বৃত্তি (১) কিংবা ফল মূল খাব॥
সদা নাম লৈব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণোক্তং পদ্যম্

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব (বৃক্ষাদপি) সহিষ্ণুনা মানদেন (অন্যেভ্যো মানদানকারিণা) অমানিনা (মানশূন্যেন জনেন) হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ।

অনুবাদ।—তৃণ অপেক্ষা সুনীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং নিরভিমান হইয়া এবং পরের মান দিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে॥ ৪॥

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে॥
কীর্ত্তন শুনিয়া তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডীপ্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইল।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থাপন করিল॥
কদলীর পত্র উপর থুইল ওড় ফুল (২)।
হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহাত দেখিল॥
বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
দেখি সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার॥

---

(১) অযাচিত-বৃত্তি—না চাহিতে অমনি কেহ কিছু দিলে তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ।

(২) ওড় ফুল—জবা ফুল বা জবাজাতীয় একপ্রকার লাল ফুল।

হাড়ি (১) আনাইয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া স্থান লেপাইল ॥
তিন দিন বহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার ॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীট কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহেত বসিয়া।
একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥
গ্রামসম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা মুঞি কুষ্ঠরোগে হঞাছোঁ ব্যাকুল ॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধমন।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন বচন ॥
ওরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খায়াইমু ॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে (২) পতন ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভুঞ্জে না যায় পরাণ ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়াগ্রামে (৩) আইলা ॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা সকরুণ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত স্থানে হৈয়াছে অপরাধ।
তাঁহা যাহ তিহোঁ যদি করেন প্রসাদ ॥
তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥
তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় হইল পাপ বিমোচন ॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট না পাইল ভিতর যাইতে ॥
ঘরে ফিরি গেল বিপ্র মনে দুঃখী হৈয়া।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গাঘাটে পাঞা ॥
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি বহু দুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥
সংসার-সুখ হউক তোমার বিনাশ।
শাপ শুনি মহাপ্রভুর হইল উল্লাস ॥
প্রভুর শাপ বার্ত্তা যেবা শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥
মুকুন্দ দত্তেরে কৈল দণ্ড-পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ ॥
আচার্য্য-গোঁসাঞির প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥
তবে আচার্য্য গোঁসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥
মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম ॥
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥
হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাল অপরাধ ॥
ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ (৪) কৈল ॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ ॥
সগণে সচেলে (৫) গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান ॥

(১) হাড়ি—নীচজাতি বিশেষ।

(২) রৌরব—নরকবিশেষ।

(৩) কুলিয়াগ্রামে—এই গ্রাম শ্রীধাম নবদ্বীপের অপর পারে গঙ্গাতটে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহা গঙ্গাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে।

(৪) অর্থবাদ—"অর্থাৎ নামের মহিমাবর্ণন ইহার প্রশংসা বা স্তুতিবাদমাত্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ নহে"—এইরূপ ব্যাখ্যা।

(৫) সচেলে—সবস্ত্রে।

জ্ঞানে কর্ম্ম-যোগে ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৪।১৯ শ্লোকঃ

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥ ৫

অন্বয়ঃ।—[উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্] উদ্ধব! মম উর্জ্জিতা (প্রবলা) ভক্তিঃ যথা মাং সাধয়তি (প্রাপয়তি) তথা ন যোগঃ ন সাংখ্যং ধর্ম্মঃ ন স্বাধ্যায়ঃ তপঃ ত্যাগঃ।

অনুবাদ।—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি আমাকে যদ্রূপ বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না॥ ৫॥

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮১।১৪ শ্লোকঃ

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্
ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং
বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ অহং ক্ব, শ্রীনিকেতনঃ কৃষ্ণঃ ক্ব, ব্রহ্মবন্ধুঃ (দ্বিজকুলজাতঃ) ইতি স্ম অহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ (শ্রীকৃষ্ণেণ আলিঙ্গিতঃ)।

অনুবাদ।—[সুদামা বিপ্র কহিলেন, আহা] নীচ ও দরিদ্র আমিই বা কোথায়, আর লক্ষ্মীর বাসস্থান শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়, তথাপি আমি বিপ্রকুলজাত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন॥ ৬॥

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রুপিল।
তখনি জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল সবেই বিস্মিত॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥
রক্ত পীতবর্ণ নাহি অষ্ঠিবল্কল (১)।
এক জনের পেট ভরে খাইলে এক ফল॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ॥
অষ্ঠিবল্কল নাহি অমৃত রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয়॥
এইমত প্রতিদিন করে বার মাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্যলোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ॥
এইমত বার মাস প্রতি দিনে দিনে।
আম্র-মহোৎসব করে কীর্ত্তন অবসানে॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ॥
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ-সহস্র-নাম(২)পড় শুনিতে ইচ্ছা হৈল॥
পড়িতে পড়িতে আইল নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম॥
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥
নৃসিংহ আবেশ দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয়॥
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাস গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পায় মোর হয় অপরাধ॥
শ্রীবাস বলেন 'যে তোমার নাম লয়'।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয়॥
অপরাধ নাহি কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার॥
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হৈয়া প্রভু আইলা আপন ভবন॥

(১) অষ্ঠিবল্কল—আঁটি ও খোসা।
(২) মহাভারতে উক্ত বিষ্ণুর সহস্র নাম।

আর দিন শিবভক্ত শিবগীত গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডম্বরু বাজায়॥
মহেশ আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে॥
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে॥
আর দিনে জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল॥
কে ছিলাও পূর্ব্বজন্মে আমি কহ গণি।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বাক্য শুনি॥
গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয়॥
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম ঈশ্বর।
দেখিয়া প্রভুর মুর্ত্তি হইল ফাঁফর॥
বলিতে না পারে কিছু মৌন ধরিল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল কহিতে লাগিল॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিলা তুমি জগৎ আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যময়॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবে সেইরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় (১) নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ॥
প্রভু হাসি বলে তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি আছিলাও জাতিতে গোয়ালা॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে হৈলা আমি ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাম॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়ায় তোমার॥
যে হও সে হও তুমি তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার॥
এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
মধু আন মধু আন বলেন ডাকিয়া॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাঞি তাঁর আবেশ জানিল(২)
গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল॥
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ লীলা দেখায় সকল॥
মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার।
আচার্য্য-শেখর তাঁরে দেখে রামাকার॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল।
সবে মিলি নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল॥
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর॥
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা॥
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী (৩) পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী একঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥
এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও কেন বল জানি॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগি পাব।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইব॥
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক॥
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন॥

(১) দুর্ব্বিজ্ঞেয়—যাহা সহজে জানা যায় না এমন।

(২) অর্থাৎ কোন ভাবের (এখানে বলরাম ভাবের) যে আবেশ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন।

(৩) কাজী—বিচারপতি। ইহার নাম "চাঁদ কাজী"। ইনি গৌড়েশ্বর নবাবের দৌহিত্র।

ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন॥
তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
দেখি কোন্ কাজী আজি করে নিবারণ॥
সন্ধ্যাকালে করে সব নগর মণ্ডন।
তিন সম্প্রদায় আজি করিব কীর্ত্তন॥
সন্ধ্যাতে দিউটি (১) সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য গোঁসাই পরম উল্লাস॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে (২) প্রভু নিত্যানন্দ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপাবলে॥
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজী-দ্বারে গেলা॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল (৩)॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে আনিলা॥
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইল প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বলে আমি তব আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলে কোন্ ধর্ম্মমত॥
কাজী কহে তুমি আইলা ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করিবারে রহিনু লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হইলে আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ হয় সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা (৪)।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥
এই মতে দোঁহার কথা হয় ঠারে-ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমা স্থানে
কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥
প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাভী হয় মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায় তেঁহ হয় পিতা (৫)॥
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম (৬)॥
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীব মাত্র বধের নিষেধ॥
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয়॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি॥
প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী॥

(১) দিউটি—মশাল।
(২) বুলে—ভ্রমণ করে।
(৩) গৌর-চন্দ্রের শক্তিতে ও প্রশ্রয়ে উন্মত্ত।
(৪) নানা—মাতামহ।
(৫) লাঙ্গল টানিয়া শস্য জন্মায় এবং এইভাবে অন্নদান করে বলিয়া পিতা।
(৬) বিকর্ম্ম—শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

অতএব জরদ্‌গব (১) মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥
জরদ্‌গব হঞা যুবা হয় আর বার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে॥

তথাহি—ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনম্

অশ্বমেধং গবালম্ভং
সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং
কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অশ্বমেধং (যজ্ঞবিশেষং) গবালম্ভং (গোমেধং) সন্ন্যাসং, পলপৈতৃকং (মাংসশ্রাদ্ধং) দেবরেণ সুতোৎপত্তিম্ (অপত্যজননং) এতানি পঞ্চ কলৌ (কলিযুগে) বিবর্জ্জয়েৎ (ত্যজেৎ)।

অনুবাদ।—অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, (ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির) সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি—কলিযুগে এই পাঁচটী বর্জ্জন করিবে॥ ৭॥

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার।
নরক হৈতে তোমার নাহিক নিস্তার॥
গো অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর॥
তোমার যেশাস্ত্রকর্ত্তা সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম হেন আজ্ঞা দিল॥
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি মুখে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি॥
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক যবন-শাস্ত্র বিচারস্থ নয়॥
কল্পিত যবন-শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন-শাস্ত্র অদৃঢ় বিচার।
হাসি তবে মহাপ্রভু পুছে আরবার॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা॥

তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ত্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন॥
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম বাধে অধিকারী।
কি লাগি না কর মানা বুঝিতে না পারি॥
কাজী বলে সবে তোমায় বলে গৌরহরি।
সেই নাম আমি তোমায় সম্বোধন করি॥
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন॥
প্রভু বলে এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট (২) করি কহ তুমি না করিহ ভয়॥
কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিনু মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাড়িমু (৩) তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তার পরাজয়॥
সে দিন বহুত তুমি না কৈলে উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিঞা না কৈলু প্রাণাঘাত॥
হেন যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল॥
কাজী কহে ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক মোর পেয়াদা আসিল॥
আসি কহে গেলু মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে॥

(১) জরদ্গব—বৃদ্ধ গরু।

(২) স্ফুট করি—প্রকাশ করিয়া।
(৩) ফাড়িমু—বিদীর্ণ করিব।

তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই।
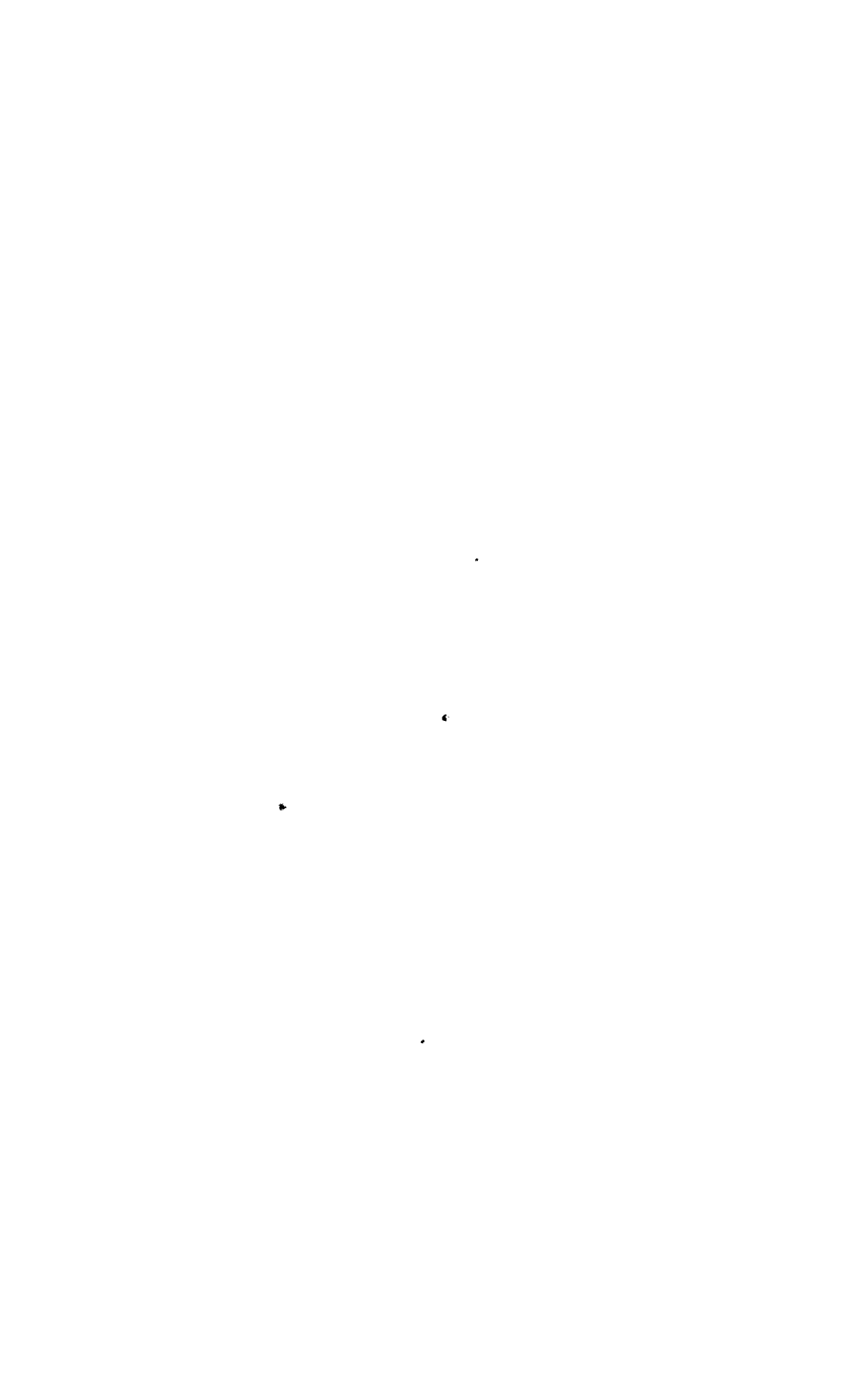
পুড়িল সকল দাঁড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥
তাহা দেখি বলি মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ ঘরে রহত বসিয়া॥
তবে ত নগরে হয় স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি করে নিবেদন॥
নগরে হিন্দু ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বই নাহি শুন আর॥
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি॥
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসা শুনিলে তোমায় দেখাইবে ফল॥
তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল।
হিন্দু হরি বলে তার স্বভাব জানিল॥
তুমিহ যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতা নাম লহ কি কারণ॥
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস॥
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি॥
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে দিন হৈতে॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জ্জন (১)।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ॥
এত শুনি তা সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥
আসি কহে হিন্দুধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি (২) করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য-গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালী।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
নিমাঞি নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি (৩)
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিলুঁ সবারে।
সবে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও যেন লয় মোর মন॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু কাজীরে ছুঁইয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র॥
হরি-কৃষ্ণ-নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি॥
প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥
কাজী কহে মোর বংশে যত উপজীবে (৪)।
তাহাকে তালাক্ (৫) দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥

(১) বর্জ্জন—বারণ।
(২) বিষহরি—মনসাদেবী।
(৩) মন্ত্রের তেজ নষ্ট হয়।
(৪) উপজীবে—জন্মাইবে।
(৫) তালাক্—দিব্য, শপথ।

শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরি-ধ্বনি॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিত মন॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোঁসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥
শ্রীবাস পুত্রের তাহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥
মৃতপুত্র মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন॥
তবেত করিলা সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর (১) করিল সম্মান॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে (২) দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন॥
দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল (৩)॥
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশী মাগিল।
শ্রীবাস কহে গোপীগণ বংশী হরে নিল॥
শুনি প্রভু বোল বোল বলেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥
তবে বোল বোল প্রভু বলে বারবার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তা সবার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ॥
তাহি মধ্যে ছয় ঋতুর লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন॥
বোল বোল বলে প্রভু হইয়া উল্লাস।
শ্রীবাস কহে তবে রাস-রসের বিলাস॥
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী-স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা॥
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিল প্রেম-ভক্তি॥
এক দিন মহাপ্রভুর নৃত্য অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল।
নিত্যানন্দ-হরিদাস ধরি উঠাইল॥
বিজয়-আচার্য্য ঘরে সে রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়া গেলা॥
একদিন গোপী-ভাবে গৃহেতে বসিয়া।
"গোপী গোপী" নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
গোপী গোপী নাম শুনি লাগিলা বলিতে॥
'কৃষ্ণনাম' না লও কেন 'কৃষ্ণনাম' ধন্য।
"গোপী গোপী" বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার (৪)
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা পড়ুয়া মারিবার॥
ভয়ে পালায় পড়ুয়া পাছে পাছে ধায়।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় (৫)
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে।
পড়ুয়া পালায়ে গেল পড়ুয়া সভারে (৬)॥
পড়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে এক ঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাই॥
শুনি ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দন॥

(১) নারায়ণী—শ্রীবাসের কন্যা, চৈতন্য-ভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের জননী।
(২) সিয়ে—সেলাই করে।
(৩) আগল—অগ্রগণ্য।
(৪) দোষোদ্গার—পূতনাবধ প্রভৃতি দোষের উল্লেখ।
(৫) রহায়—রক্ষা করে, নিবারণ করে।
(৬) সভারে—সভাতে।

সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে যাছে ধর্ম্ম ভয় নাঞি॥
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে॥
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি কৈল নাশ।
সুপঠিত-বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহা তাহা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়॥
সর্ব্বজ্ঞ গোঁসাঞি জানি তা সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তেন তা সবার অব্যাহতি॥
যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি না লয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লয়াইলে হয়॥
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ সব পাষণ্ডী তবে হইবে নিস্তার।
আর ত উপায় নাহি এই যুক্তি সার॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে॥
প্রভু তাঁরে নমস্কার কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন॥
তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন॥
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর-অন্তর্য্যামী।
যে কহ সে করিব স্বতন্ত্র নহি আমি॥
এত বলি ভারতী-গোঁসাই কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য॥
এই আদি-লীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব (১) করে আস্বাদন॥
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভাল মতে॥
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দন মানে আপনার কান্ত॥
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥
শ্যাম সুন্দর শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী-বদন॥
ইহা বিনু কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপীভাব নাহি যায় নিকট তাহার॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৬ষ্ঠ অঃ ১৪ শ্লোকঃ

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো
ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী-
সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং
তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং
রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥ ৮

অন্বয়ঃ।—দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ (অন্যৈঃ দুর্ব্বোধমার্গগামিনঃ) পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ (নন্দনন্দন-বিষয়কস্য) গোপীনাং ভাবস্য তাং প্রক্রিয়াং (স্বভাবং) বিজ্ঞাতুং কঃ কৃতী (পণ্ডিতঃ) ক্ষমতে (শক্তো ভবতি) (যতঃ) জিষ্ণুভিঃ (জয়শীলৈঃ) চতুর্ভির্ভুজৈঃ অদ্ভুতরুচিং (বিচিত্র শোভাময়ীম্) বৈষ্ণবীং (নারায়ণীং) তনুং আবিষ্কুর্ব্বতি (প্রকাশয়তি) তস্মিন্ (কৃষ্ণে) অপি যাসাং (গোপীনাং) হন্ত (আশ্চর্য্যে) রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি (অল্পীভবতি)।

---

(১) দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য এই চতুর্ব্বিধ।

অনুবাদ।—[মাথুর-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধা শ্রীযমুনার খেলাতীর্থে আত্মনিক্ষেপ করিয়া সূর্য্য মণ্ডলে গমন করিবার পর সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সান্ত্বনা দানের জন্য তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাইতে চাহিলে বিশাখা কহিলেন] হে দেবি! গোপিকাগণের শ্রীনন্দনন্দননিষ্ঠ এবং দুরূহপথ-সঞ্চারীভাবের প্রকৃতি কোন্ কৃতী অবগত হইতে সমর্থ হয়? (অর্থাৎ এমন কোন্ পণ্ডিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে গোপীগণের ভাব বুঝিতে পারে?) যেহেতু শ্রীনন্দনন্দনই যদিও শ্রীনারায়ণ-তনু গ্রহণ করেন, তথাপি সেই তনুতে চারিখানি হস্ত দেখিয়া যাঁহাদের রাগোদয় সঙ্কুচিত হয়॥ ৮॥

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে(১)।
অন্তর্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধাসনে॥
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট (২)।
অন্বেষিতে আইলা তাঁহা গোপিকার ঠাট(৩)॥
দূর হেতে কৃষ্ণ দেখি বলে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জ-ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস(৪)।
লুকাইতে নারিল ভয়ে হৈলা বিবশ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে এই নারায়ণ মূর্ত্তি।
এত বলি সবে তাঁরে করে নতি স্তুতি॥
নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোর ঘুচাহ বিষাদ॥
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিল দরশন॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে॥
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে॥
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণের করাইল দ্বিভুজ স্বভাব॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদে ৬ শ্লোকঃ

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা
কুঞ্জে মৃগাক্ষিগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া
যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা
যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা
নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা॥ ৯

অন্বয়ঃ।—রাসারম্ভবিধৌ কুঞ্জে নিলীয়বসতা (গুপ্তভাবেন অবস্থানকারিণা) হরিণা, মৃগাক্ষিগণৈঃ দৃষ্টং স্বম্ (আত্মানং) গোপয়িতুম্ উদ্ধুরধিয়া (উৎকৃষ্ট-বুদ্ধ্যা) যা (চতুর্ব্বাহুতা) সুষ্ঠু সন্দর্শিতা হন্ত (ভোঃ) রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা (মাহাত্ম্যং এবম্ভূতং), যস্য (রাধাপ্রণয়স্য) শ্রিয়া (সম্পত্ত্যা) প্রভবিষ্ণুনা (প্রভাবশালিনা) অপি হরিণা সা চতুর্ব্বাহুতা রক্ষিতুং শক্যা ন আসীৎ।

অনুবাদ।—[বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে কহিতে লাগিলেন]—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপত্যকায় "রাসৌলী" নামক রাসস্থলীতে রাসারম্ভ করিয়া পরে প্রবিষ্টক (পেঠ) নামক কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ গোপনভাবে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে মৃগ-নয়না গোপিকাগণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববশতঃ আত্মগোপন করিবার জন্য সুন্দররূপে চতুর্ভুজরূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য, শ্রীরাধার এমনি প্রণয়ের মহিমা যে সর্ব্বসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সেই চতুর্ভুজ রাখিতে পারিলেন না, অর্থাৎ রাখিবার জন্য অতি প্রযত্ন করিলেও দুইখানি লুকাইয়া গেল (অর্থাৎ শ্রীরাধার অগ্রে তিনি স্বরূপ দ্বিভুজ হইলেন)॥ ৯॥

সেই ব্রজেশ্বর ইহা জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইহা শচীদেবী মাতা॥
সেই নন্দসুত ইহা চৈতন্য-গোঁসাঞি।
সেই বলদেব ইহা নিত্যানন্দ ভাই॥
বাৎসল্য-দাস্য-সখ্য তিন ভাব যায়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-চৈতন্য সহায়॥
প্রেমভক্তি দিয়া তিহোঁ ভাসাল জগতে।
তাঁর চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে॥

---

(১) "রাসৌলিনামক" স্থানে।
(২) বাট—পথ।
(৩) ঠাট—দল।
(৪) সাধ্বস—ভয়।

অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥
সখ্য-দাস্য দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করে তাঁরে গুরু ব্যবহার ॥
শ্রীবাসাদি যত যত মহাভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করে চৈতন্য সেবন ॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি আদি যার যেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ ॥
তিহোঁ শ্যাম বংশী-মুখ গোপালবিলাসী।
ইহোঁ গৌর কভু দ্বিজ কভুত সন্ন্যাসী ॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি ॥
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয় ॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্রব্যবহার ॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে পঞ্চমলহর্য্যাম্

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা
ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ
তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ, খলু তান্ (অচিন্ত্যভাবান্) তর্কেণ (তর্কশাস্ত্রেণ) ন যোজয়েৎ। যৎ চ প্রকৃতিভ্যঃ (প্রকৃতিবিকারেভ্যঃ) পরং (ভিন্নং) তৎ অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।

অনুবাদ।—যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তৎ-সমুদয়কে তর্কে যোজনা করিবে না, (কেননা চিন্তার অবিষয়ীভূত বস্তুতে তর্ক হয় না) যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য ॥ ১০ ॥

অদ্ভুত চৈতন্য-লীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ পাশ ॥

প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার ॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার ॥
তাতে আদিলীলার পরিচ্ছেদ গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য-তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
তিঁহত চৈতন্য কৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কথন ॥
তহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম প্রেম প্রচারণ ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দ-রস আস্বাদন ॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু-অবতার ॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চ তত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চ তত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান ॥
অষ্টমে চৈতন্য-লীলা বর্ণন কারণ।
এক কৃষ্ণনামে মহা মহিমা কথন ॥
নবমেতে ভক্তি-কল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদি গণন।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফল বিতরণ ॥
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈত স্কন্ধ শাখার বর্ণন ॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম-বিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপ কথন ॥
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোর-লীলার উদ্দেশ
সপ্তদশে যৌবন-লীলা কহিল বিশেষ ॥

এই সপ্তদশ প্রকার লীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধে তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত (১)।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য-মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত॥
যেই যেই অংশে কহে শুনে সেই ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

(১) পঞ্চ রসের চরিত—শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন এই পঞ্চ লীলা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ তাহার চরণে॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস আর শ্রীজীবচরণ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য কর তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ

ইতি আদিলীলা সমাপ্তা।

মধ্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি
সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে
ভগবান্ সম্প্রসীদতু ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অজ্ঞোঽপি (মূর্খোঽপি) যস্য (চৈতন্যদেবস্য) প্রসাদাৎ সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) স ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবঃ মে সম্প্রসীদতু (প্রসন্নো ভবতু)।

অনুবাদ।—মূর্খ জনও যাঁহার অনুগ্রহে সদ্যই (বিনা সাধনে) সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-
নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ
চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গো-
র্ম্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ
রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ৪ ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী
বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী-
র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে কহিল আদি-লীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র-মধ্যেই কহিল ॥
এবে কহি শেষ-লীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব ॥
চৈতন্য-লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা তার আদি-লীলা নাম ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥

সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা তার শেষলীলা নাম ॥
শেষলীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলা ভেদে বৈষ্ণব সব নাম ভেদ কয় ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥
তাঁহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান ॥
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিব বিস্তার ॥
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনে আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥
নিত্যানন্দগোঁসাঞিরে পাঠাল গৌড়দেশে।
তিহোঁ গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম (১)।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল যাহা তাহা (২) দান
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেহোঁ লওয়াইল সংসার ॥
চৈতন্য-গোঁসাঞি যারে বলে বড় ভাই।
তিঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য-গোঁসাঞি ॥
যদ্যপি আপনি হয় প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান (৩)॥
চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্যনাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥
এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন নিন্দকাদি সব নিস্তারিল ॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্ব তীর্থ (৪) প্রকাশিল।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥
নানাশাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ় অধম জনেরে করিলা নিস্তার ॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল রস শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি (৫) করিল প্রচার ॥
হরিভক্তি-বিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম-টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোঁসাঞি সনাতন।
রূপগোঁসাঞি কৈল যত তার কে করে গণন ॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজ-বিলাস বর্ণন ॥
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিত-মাধব ॥
দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলা-ছন্দ আর পদ্যাবলী ॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক-বর্ণন ॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করে গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজ-বিলাস-বর্ণন ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোঁসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই ॥
ভাগবত-সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তি-সিদ্ধান্তের তাতে দেখাইল পার ॥
গোপালচম্পূ নামে তাঁর গ্রন্থ মহাশূর (৬)।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর (৭) ॥
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিত কৈল বৃন্দাবন বাস ॥

(১) উদ্দাম—উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল।

(২) যাহা তাহা—যেখানে সেখানে অর্থাৎ স্থানাস্থান বা পাত্রাপাত্রের বিচার না করিয়া।

(৩) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বলদেব হইয়াও নিজেকে শ্রীচৈতন্যদেবের দাস বলিয়া মনে করেন।

(৪) শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ সমুদয় তীর্থ।

(৫) ব্রজের নিগূঢ়ভক্তি—শ্রীব্রজগোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণে কান্তভাবে ভক্তি, অর্থাৎ রাগানুগা ভক্তি।

(৬) মহাশূর—মহৎ।

(৭) ব্রজেরসপূর—ব্রজের রসে পরিপূর্ণ।

প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি(১) গমন॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস॥
বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা(২) দেখিবারে॥
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যায় প্রভুরে মিলিয়া॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহা বিনু দোঁহার(৩) নাহি স্থিতি
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পড়েন বিষাদে॥
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥
রথযাত্রা আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করেন গায়ন॥

তথাহি—পদম্।

সোই (৪) সেইত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি (৫) গেনু।

এই ধূয়া গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এভাব অন্তর॥
এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সে শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক॥

---

(১) নীলাদ্রি—নীলাচল।
(২) প্রত্যব্দ—প্রতিবৎসর। গুণ্ডিচা—রথযাত্রায় জগন্নাথদেব সপ্তাহ কাল রথোপরি অবস্থিতি করেন, তৎকালীন যাত্রার নাম।
(৩) দোঁহার—মহাপ্রভু ও ভক্তের।
(৪) সোই—হে সখি (অথবা সেই)।
(৫) ঝুরি—দগ্ধ হইয়া।

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে ১মে উল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর-
স্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যঃ কৌমারহরঃ (বিবাহাৎ প্রাগেব য মাম্ উপভুক্তবান্) স এব হি বরঃ (বিবাহকর্ত্তা) তা এব চৈত্রক্ষপাঃ (চৈত্রমাসীয়াঃ রজন্যঃ), উন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ (উন্মীলিতাঃ প্রকাশিতাঃ মালতীসুরভয়ঃ যেষু তাদৃশাঃ) প্রৌঢ়াঃ তে চ কদম্বানিলাঃ, সা চ অস্মি, তথাপি তত্র রেবারোধসি (নর্ম্মদাতটে) বেতসীতরুতলে সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ (রমণ-ব্যাপার কেলি-বিলাসার্থং) চেতঃ (মনঃ) সমুৎকণ্ঠতে (উৎকণ্ঠাযুক্তং ভবতি)।

অনুবাদ।—(কোন নায়িকা নর্ম্মদা-নদীতটে কৃতক্রীড়ন নিমিত্ত তৎস্থানপ্রতি সমুৎসুকা হইয়া, গৃহে নিজসখীকে কহিয়াছিলেন) যিনি অবিবাহিতাবস্থায় সম্ভোগ করিয়া আমার কৌমার্য্য হরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনিই আমার বর হইয়াছেন (অর্থাৎ আমাকে বিবাহ করিয়াছেন), সেই চৈত্র-রজনী, সেই মালতীকুসুমের সুগন্ধবাহি-কদম্ব-বায়ু বিদ্যমান থাকাতেও আমার চিত্ত সুরতব্যাপার-লীলা-বিষয়ে নর্ম্মদাতটে বেতস বৃক্ষমূলের জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে (অর্থাৎ সেই স্থান অভিলাষ করিতেছে)॥ ৬॥

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ(৬)॥
প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
সে শ্লোকের অর্থ শ্লোক(৭) করিল তথাই॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া॥

---

(৬) রূপ—শ্রীরূপগোস্বামী।
(৭) এই শ্লোকের ভাবযুক্ত, আর একটি শ্লোক।

শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র-স্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে॥
হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে নাহি যান তিন জন॥
প্রভু জগন্নাথের উপলভোগ (১) দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেইজন।
তাঁহারে আসিয়া মিলে প্রভুর নিয়ম॥
দৈবে আসি প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিল।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল॥
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপ গোঁসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হৈয়া॥
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে॥
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ (২) করিঞা।
স্বরূপ গোঁসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে॥
স্বরূপ কহে যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন॥
প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস (৩) বিবেচনে (৪)॥
তুমিও কহিও তাঁরে গূঢ়-রসাখ্যানে॥
এসব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশে কৈল প্রস্তাব পাইয়া॥

(১) উপলভোগ—ছত্রভোগ, বাল্যভোগ।
(২) প্রসাদ—অনুগ্রহ।
(৩) গূঢ়রস—ব্রজের উজ্জ্বলরস।
(৪) বিবেচনে—বিচার করিতে।

তথাহি—শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ
সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা
তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেল-
ন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-
পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥৭

অন্বয়ঃ।—হে সহচরি! সোঽয়ং প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ (কুরুক্ষেত্রে প্রাপ্তঃ), অহং সা রাধা, উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমসুখম্, তথাপি মে মনঃ অন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে (অন্তঃ মধ্যে খেলন্তং ক্রীড়ন্তং মধুরমুরল্যাঃ পঞ্চমং পঞ্চমস্বরং জোষতি সেবতে যৎ তস্মৈ) কালিন্দীপুলিনবিপিনায় (যমুনাতটস্থিতায় বনায়) স্পৃহয়তি।

অনুবাদ।—হে সহচরি! আমার সহিত বৃন্দাবনবিহারী সেই প্রিয়তম কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমি সেই রাধা, সেই এই উভয়ের সঙ্গমসুখ, তথাপি যাহাতে মধুর মুরলী পঞ্চমস্বরে রব করে, সেই কালিন্দীপুলিন-বিপিনে যাইতে আমার মন অভিলাষ করিতেছে॥ ৭॥

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা (৫) গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৩৫ শ্লোকঃ

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥৮

অন্বয়ঃ।—আহুশ্চ (গোপ্য আহুশ্চ) নলিননাভ (পদ্মনাভ) অগাধবোধৈঃ (বুদ্ধেঃ

(৫) কাঁহা—কোথায়।

পারঙ্গতৈঃ) যোগেশ্বরৈঃ হৃদি বিচিন্ত্যং সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং (ভবরূপে কূপে পতিতানাম্ উদ্ধারণায় আশ্রয়স্বরূপং) তে পদারবিন্দং (চরণ-কমলং) গেহং জুষাং (ভজতাং) অপি নঃ (অস্মাকং) মনসি সদা উদিয়াৎ।

অনুবাদ।—[কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন] হে কমলনাভ! ভক্তেরা তোমার যে পদারবৃন্দ হৃদয়মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে চিন্তা করেন, জ্ঞানিগণ যাহাকে পরম পুরুষার্থরূপে ভাবনা করেন, বিষয়াসক্ত জন সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যে পাদপদ্মকে আশ্রয় করে, সেই পাদপদ্ম গৃহাসক্ত (বৃন্দাবনাসক্ত) আমাদেরও (ব্রজগোপীগণেরও) মনে সর্ব্বদা উদয় হউক॥৮॥

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে (১)॥
ভাগবতের শ্লোক-গূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া।
রূপ গোঁসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥

তথাহি—ললিতমাধবে দশমাঙ্কে ৩২ শ্লোকঃ

যা তে লীলারসপরিমলো-
দ্গারিবন্যা-পরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা
মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপী-
ভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয়-বদনো-
ল্লাসিবেণুর্বিহারম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যা-পরীতা (লীলারসসৌরভবিকিরদ্ভিঃ বনসমূহৈঃ পূর্ণা) মাধুরীভিঃ বৃতা (আবৃতাঃ) মাথুরী (মথুরা-মণ্ডলবর্ত্তিনী) ধন্যা যা ক্ষৌণী (ভূমিঃ, অর্থাৎ ব্রজভূমিঃ) বিলসতি। তত্র চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্ত-রাভিঃ (চঞ্চল-গোপীভাবেন মুগ্ধান্তঃকরণাভিঃ) অস্মাভিঃ (গোপীভিঃ) সংবীতঃ (সম্মিলিতঃ) বদনো-ল্লাসিবেণুঃ (বদনোত্থিত-মধুরবংশীধ্বনিকলম্বিতঃ) 'সন্' ত্বং বিহারং কলয় (কুরু)।

অনুবাদ।—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—হে গোকুলবন্ধো! যাহার চারিদিকে তোমার লীলাস্থানের পরিমলোদ্গারি-বনসমূহ বিরাজিত, যাহা মাধুরীনিচয়ে আবৃত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই মথুরামণ্ডলবর্ত্তী বৃন্দাবনে চঞ্চলা গোপপত্নী ভাবে বিবেকশূন্য হইয়া যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক ধর্ম্মলঙ্ঘন করিয়াছে, সেই আমাদের সহিত মুরলীরঞ্জিত-বদন হইয়া বিহার কর—ইহাই প্রার্থনা॥ ৯॥

এইরূপ মহাপ্রভু দেখে জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি হাতে॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ॥
রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্ঘূর্ণা-প্রলাপ(২)তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে (৩) কৈল॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন॥
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ।
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ॥
তবেত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।
রাঢ় দেশে তিন দিন করিল ভ্রমণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা গেলা যমুনা বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা(৪)কৈল তাঁহা রাত্রে সংকীর্ত্তন॥
মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধিয়া কৈল নীলাদ্রি গমন॥
পথে নানা লীলা সব দেব দরশন।
মাধবপুরীর কথা গোপাল-স্থাপন॥

(১) বিশুদ্ধ প্রেমাশ্রিতা ব্রজগোপীগণ ঐশ্বর্য্যাশ্রিত কৃষ্ণের দর্শনে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া বৃন্দাবনে মধুর ভাবাশ্রিত কৃষ্ণকে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন।

(২) উদ্ঘূর্ণা প্রলাপ—প্রেমবিবশতাজনিত অনর্থক বাক্য।

(৩) ত্রিবিধানে—তিন প্রকারে।

(৪) ভিক্ষা—অন্নভিক্ষা।

ক্ষীর চুরির কথা সাক্ষী-গোপাল বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন ॥
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল ভূমিতে ॥
সার্ব্বভৌম লঞা আইলা আপন ভবন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ ॥
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ (১) করিল।
আপন ঈশ্বর-মূর্ত্তি (২) তারে দেখাইল ॥
তবেত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন ॥
জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্ত্তন ॥
গোদাবরী-তীরে বনে বৃন্দাবন ভ্রমণ।
রামানন্দ রায় সনে তাঁহাঞি মিলন ॥
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণ-নাম প্রচারণ ॥
তবেত পাষণ্ডীগণ (৩) করিল দলন।
অহোবল নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥
ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস ॥
শ্রীবৈষ্ণব (৪) ত্রিমল্ল ভট্ট পরম পণ্ডিত।
গোঁসাইর পণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত ॥
চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইল নৃত্যগীত কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে ॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ দক্ষিণে গমন।
পরমানন্দ পুরী সহ তাঁহাই মিলন ॥
তবে ভট্টমারী (৫) হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥
শ্রীরঙ্গপুরীর সহ হইল মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ (৬) বিমোচন ॥
তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা সবার ॥
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন ॥
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধে স্নান রামেশ্বর দরশন ॥
তাঁহাই করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়া-সীতা নিল রাবণ তাহাতে লিখন ॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহে আনিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লৈয়া আইল উত্তম জানিঞা ॥
পুনঃ নীলাচলে প্রভু গমন করিল।
ভক্তগণ মিলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥
অনবসরে (৭) জগন্নাথের না পাঞা দর্শন।
বিরহে আলাল-নাথে করিল গমন ॥
ভক্তসঙ্গে দিনকত তাহাই রহিল।
গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল ॥
নিত্যানন্দ প্রভু তবে আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রিদিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥
সবে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন আবেশে প্রভুর মনস্থির হৈল ॥

---

(১) প্রসাদ—অনুগ্রহ।
(২) ঈশ্বরমূর্ত্তি—চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
(৩) পাষণ্ডীগণ—বৌদ্ধগণ।
(৪) শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।
(৫) ভট্টমারী—বামাচারী সন্ন্যাসিবিশেষ।
(৬) দুঃখ—সীতাহরণ রূপ দুঃখ।
(৭) অনবসরে—স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন' দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথ দর্শনের বাধা হইলে।

পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা॥
রাজ-আজ্ঞা লঞা তিঁহ(১) আইলা কতদিনে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে॥
কাশীমিশ্রে কৃপা প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি মিলন।
পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন॥
দামোদর স্বরূপ মিলনে পরম আনন্দ।
শিখি মাহিতি মিলন রায় ভবানন্দ॥
গৌড় হৈতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন॥
নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন॥
সবা সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়িয়া ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে॥
প্রত্যব্দ (২) আসিবে রথযাত্রা দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে॥
সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা(৩) পরিপাটী।
ষাঠিরমাতা(৪) কহে যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠি
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন॥
আনন্দে সবারে নিয়া দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন॥
শিবানন্দ-সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্দ্ধান॥
পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥

প্রভুরে মিলিলা সব বৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া॥
সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ সম্মার্জ্জন।
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরা পঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি॥
কৃষ্ণজন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল।
দধিভার বহি তবে লগুড় (৫) ফিরাইল॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায়॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েতে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন॥
পুরী গোঁসাঞি সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক (৬) পর্য্যন্ত॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতি (৭) গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট্ট (৮) হইলা॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোক ভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম॥
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দের প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥
বৃন্দাবনে যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ॥
কুলিয়াগ্রাম হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্বৃন্ত (৯) পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল॥

---

(১) তিঁহ—তিনি অর্থাৎ শ্রীরামানন্দ।
(২) প্রত্যব্দ—প্রতি বৎসর।
(৩) ভিক্ষা—অন্নভিক্ষা, ভোজন।
(৪) ষাঠির মাতা—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পত্নী। কন্যার নাম ষাঠি। রাণ্ডী—বিধবা।
(৫) লগুড়—লাঠি।
(৬) ভদ্রক—ভদ্রক নামক গ্রাম।
(৭) বিদ্যাবাচস্পতি—সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা।
(৮) সংঘট্ট—একত্র মিলিত।
(৯) নির্বৃন্ত—বোঁটাশূন্য।

পথের দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষী কোলাহল সুধাসম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা(১) পর্য্যন্ত লইল বান্ধিঞা॥
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে॥
নিশ্চয় করিয়া কহে শুন ভক্তগণ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিবে ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ কহিলুঁ নিশ্চয় করিয়া॥
গোঁসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন।
সঙ্গেতে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ॥
যাঁহা যায় প্রভু তাঁহা কোটি সংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক॥
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সে মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপম॥
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আসে দেখিতে চরণ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে যাঁর পাছে এত লোক হয়।
সেই ত গোঁসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজী যবন ইঁহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন (২) যাঁহা উঁহার মন॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন॥
যবনে তোমার ঠাঁঞি করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয় আরও হানি॥
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুকে পাঠাইল কহিয়া॥
দবীর খাসেরে (৩) রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোঁসাঞির মহিমা তিঁহ লাগিলা কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোঁসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিঞা॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেই ত প্রমাণ॥
রাজা কহে শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয়॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
দবীর খাস তবে আইল আপনার ঘরে॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিঞা।
প্রভু দেখিবারে যায় বেশ লুকাইঞা॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইল প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
তাঁরা দুই জন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ সাকর মল্লিক (৪) আইলা তোমা দেখিবারে॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে (৫) ধরিঞা।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি॥

(১) কানাইর নাটশালা—রাজমহলের নিকটস্থ স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্থান।
(২) বুলুন—ভ্রমণ করুন।
(৩) শ্রীরূপ গোস্বামীর অপূর্ব্ব লেখা দেখিয়া গৌড়ের রাজা ইঁহাকে দবীর-খাস উপাধি দেন।
(৪) সাকর—সনাতন গোস্বামীর উপাধি। মল্লিক—শ্রেষ্ঠ।
(৫) দশনে—দন্তে।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচকাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা
নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে
কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥ ১০

অন্বয়ঃ।—হে পুরুষোত্তম! মত্তুল্যঃ (মৎসদৃশঃ) পাপাত্মা কশ্চন (কোঽপি) নাস্তি, অপরাধী চ (নামাপরাধী) কশ্চন নাস্তি। পরিহারেঽপি (অনৌচিত্যমার্জ্জনেঽপি, অপরাধক্ষমাপ্রার্থনায়ামপি) মে লজ্জা কিং ব্রুবে (কিং কথয়ামি)।

অনুবাদ।—হে পুরুষোত্তম! আমার সদৃশ পাপাত্মা এবং আমার সমান অপরাধী আর কেহ নাই, এমন কি তোমার নিকট 'দোষ পরিহার কর' বলিতেও আমার লজ্জা হয় (অর্থাৎ আমার পাপ এত বেশী যে তাহার উল্লেখ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও লজ্জা হয়)। অতএব আর কি বলিব॥ ১০॥

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বই জগতে পতিত নাহি আর॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥
ব্রাহ্মণ-জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচ সেবা নাহি করে নহে নীচের কূর্পর (১)॥
সবে এক দোষ তার হয় পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার॥
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজনে॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥

মোর কর্ম্ম (২) মোর হাতে গলায় বান্ধিঞা।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিঞা॥
আমা উদ্ধারিতে বলী (৩) নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে (৪) তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত (৫) কহো শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া (৬) সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা
দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—হে নাথ (প্রভো), অগ্রতঃ মে (মম) এব একং বিজ্ঞাপনং (নিবেদনং) শৃণু, ন মৃষা (মিথ্যা)। যদি মে (মম) ন দয়িষ্যসে তদা তব দয়নীয়ঃ (দয়ার্হো জনঃ) দুর্ল্লভঃ (দুষ্প্রাপঃ)।

অনুবাদ।—হে প্রভো! প্রথমতঃ আমার একটী সত্য বিজ্ঞাপন শ্রবণ কর—তাহা মিথ্যা নহে, যদি তুমি আমাকে না দয়া কর, তবে জগতে তোমার দয়ার পাত্র দুর্ল্লভ॥ ১১॥

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চায় করে (৭)।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥

(১) কূর্পর—অধীন অর্থাৎ দাস।

(২) কর্ম্ম—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।
(৩) বলী—বলবান, সমর্থ।
(৪) সবে—কেবলমাত্র।
(৫) বাত—কথা।
(৬) স্বদয়া—নিজ দয়া।
(৭) করে—হস্তে।

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥ ১২

অন্বয়ঃ।—হে নাথ! সঃ অহং প্রশান্ত-নিঃশেষমনোরথান্তরঃ (প্রশান্তং স্থিরীভূতং নিঃশেষং সম্পূর্ণং মনোরথানাং বাসনানাম্ অন্তরঃ যস্য তাদৃশঃ) ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ ভবন্তম্ এব নিরন্তরঃ অনুচরন্ (পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্) সন্ কদা জীবিতং (জীবনং) প্রহর্ষয়িষ্যামি (প্রহৃষ্টং করিষ্যামি)।

অনুবাদ।—হে নাথ! সেই অতি নীচ আমি সর্ব্বপ্রকারে বিবিধ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার একমাত্র কিঙ্কর হইয়া সর্ব্বদা তোমার সেবা করত কবে আপন জীবনকে আনন্দিত করিব॥ ১২॥

শুনি প্রভু কহে শুন রূপ-দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠালে বারবার।
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্র দ্বারে।
শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাল তোমারে॥

তথাহি—শিক্ষাশ্লোকঃ

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—পরব্যসনিনী (পরপুরুষসংসর্গা-মোদিনী) নারী গৃহকর্ম্মসু ব্যগ্রাপি অন্তঃ (হৃদি) তদেব নবসঙ্গরসায়নং (কান্তসঙ্গসুখরসস্থানম্) আস্বাদয়তি।

অনুবাদ।—যে রমণীর উপপতিতে অতি আসক্তি, সে গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিয়াও পূর্ব্বনিষ্পন্ন উপপতি-সঙ্গসুখ মনে মনে আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হয়, (এইরূপ ভক্তজনও গৃহকর্ম্মাসক্ত হইয়া হরিলীলা-রসাস্বাদন মনে মনে অনুভব করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন)॥ ১৩॥

গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার॥
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাতে।
দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাথে॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি উদ্ধার এই দুই জনে॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ-জগদানন্দ-মুরারি-বক্রেশ্বর॥
সবার চরণে ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে বলে ধন্য তুমি পাইলে গোঁসাঞি॥
সবা পাশ আজ্ঞা মাগি চলন সময়।
প্রভুপদে কহে কিছু করিয়া বিনয়॥
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ (১)
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাত্রার এ নহে পরিপাটী॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিক-লীলা লোক চেষ্টাময়॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন॥
প্রাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা (২)॥

---

(১) গৌড়রাজ—হোসেনশাহ।

(২) জনশ্রুতি আছে যে, দিনাজপুর প্রদেশে বাণ রাজার বাটী ছিল, তৎকন্যা উষার হরণ কালে

সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে বলিল সনাতন॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হবে রসভঙ্গে॥
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচলে যাব বলি চলিলা গৌরহরি॥
এইমত চলি চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে॥
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঁই ভিক্ষা ব্যবহার॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমন।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণ॥
জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥
দিনকত রহি তাঁহা চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে না জানে কোনজন॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝাড়িখণ্ড পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে (১)॥
দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন॥
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির॥
গঙ্গাতীর পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি তাঁহাই মিলিলা॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা॥
শ্রীরূপে শিক্ষা করাই পাঠান বৃন্দাবন।
আপনে করিল বারাণসী আগমন॥

কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিল সনাতন।
দুই মাস রহি তাঁহে করাইল শিক্ষণ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল॥
ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিল বিলাস।
কভু ইতি উতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস॥
মধ্যলীলার কৈল এই সূত্র বিবরণ।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস কাঁহা নাহি গেলা॥
প্রতিবর্ষে আইসে তাঁহা গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন॥
নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তন বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিল প্রকাশ॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস॥
জগদানন্দ ভবানন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দ-পুরী আর স্বরূপ দামোদর॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব কৈল নিত্য স্থিতি॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীনিবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁহা সবা লৈয়া প্রভুর বিবিধ বিলাস॥
হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব॥
তবে শ্রীরূপ গোঁসাঞির পুনরাগমন।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি সঞ্চারণ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদরপণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড॥
তবে সনাতন গোঁসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ॥
তুষ্ট হৈয়া পুনঃ তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥

শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই চিহ্ন কিছু কিছু আছে, তাহা দর্শন করেন।

(১) ঝাড়িখণ্ড পথে—বনপথে। নানা রঙ্গে—ব্যাঘ্রাদি পশুকে হরি বলাইয়া।

তবে আসি বল্লভ ভট্ট (১) প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তাঁর গুণে ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা ॥
রামচন্দ্র-পুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল (২)।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিল ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন ॥
দশদিকে কোটি কোটি লোক হেনকালে।
জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলি করে কোলাহলে ॥
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥
বহুদুর হৈতে আইলাম হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥

শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা (৩) হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিল দয়াময় ॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বল হরি হরি।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন ॥
স্তব শুনি প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হঞা কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥
কে শিখাইল এই লোকে কহে কোন বাত।
ইহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত ॥
সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে ॥
প্রভু কহেন শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মেলি কর মোরে কতেক লাঞ্ছনা ॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তরে গেলা লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥
রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা।
চিড়া দধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে ॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥
আদি দ্বাদশ বৎসরের এই সূত্রগণ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-সূত্র বর্ণনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) 'বল্লভ ভট্ট'—গোকুলস্থ গোস্বামীদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

(২) ঘাটাইল—সঙ্কোচ করিল, কমাইল।

(৩) দ্রবিলা—আর্দ্র হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্য-
লীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-
প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে॥ ১

অন্বয়ঃ।—অন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে অস্মিন্ বিচ্ছেদে (পরিচ্ছেদে) প্রভোঃ গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি ([illegible]) অনুবর্ণ্যতে (লিখ্যতে)।

অনুবাদ।—এই পরিচ্ছে[illegible] মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনাবিশিষ্ট কৃষ্ণবিচ্ছেদজনি[illegible] প্রলাপাদি অনুবর্ণিত হইবে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে।
সেইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা (১) সদা প্রলাপময় বাদ (২)॥
লোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে (৩)।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা (৪) ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব (৫)
ভিতে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
চটক পর্ব্বত (৬) দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥
কাঁহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্ত পদের সন্ধি সব বিতস্তি (৭) প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্ত পাদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্যে হাহা হুতাশ॥
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ (৮) ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥
এই মত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক (৯) শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥

(১) ভ্রমময় চেষ্টা—এক করিতে আর এক করা।

(২) বাদ—বচন।

(৩) হালে—নড়ে।

(৪) গম্ভীরা—চোরাকুঠারী, ঘরের ভিতর ঘর, আলিন্দার পর দালান, তাহার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহ।

(৫) লব—লেশ।

(৬) চটক পর্ব্বত—গুণ্ডিচা মন্দির এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী একটি বৃহৎ বালুকা স্তূপ।

(৭) বিতস্তি—দ্বাদশাঙ্গুল, বিঘত, অর্দ্ধ হস্ত।

(৮) কাঁহা করোঁ—কি করিব। কাঁহা পাঙ—কোথায় পাইব।

(৯) রায়ের নাটক—শ্রীরামানন্দ রায়ের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক।

তথাহি—জগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে নবমশ্লোকে মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যম্।

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরি-
র্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো
জানাতি নো দুর্ব্বলান্।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং
নো জীবনং বাশ্রবম্
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং
হা হা বিধেঃ কা গতিঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অয়ং হরিঃ প্রেমচ্ছেদরুজঃ (প্রেমচ্ছেদাৎ প্রণয়ভঙ্গাৎ রুক্ ব্যাধিঃ যাসাং তাঃ) ন অবগচ্ছতি (জানাতি)। চ প্রেম বা স্থানাস্থানং (পাত্রাপাত্র) ন অবৈতি (জানাতি)। মদনোঽপি নঃ (অস্মান্) দুর্ব্বলান্ ন জানাতি। চ অন্যঃ (জনঃ) অন্যদুঃখম্ (অপরজনক্লেশম্) অখিলং ন বেদ (জানাতি)। নঃ (অস্মাকং) জীবনম্ আশ্রবং (দুঃখমাত্রম্)। ইদং যৌবনং দ্বিত্রীণি এব দিনানি। হা হা বিধেঃ কা গতিঃ (বিধানম্)? *

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমচ্ছেদজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না এবং প্রেমও স্থানাস্থান জানে না এবং মদনও আমাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া জানে না। অন্য অন্যের দুঃখ জানে না এবং জীবনও বচনাধীন নহে। আর যৌবন অত্যল্পকাল স্থায়ী। হায়! বিধাতার কিরূপ বিধান? ২॥

অস্যার্থঃ যথা রাগঃ।

উপজিল প্রেমাঙ্কুর,ভাঙ্গিলযেদুঃখপূর(১),
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান (২)।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কায,
পরনারী বধে সাবধান॥
সখিহে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখলাগি কৈলুঁ প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায় না রহে পরাণ॥

কুটিল প্রেমাঅগেয়ান (৩) নাহিজানেস্থানাস্থান
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূরশঠেরগুণডোরে,হাতেগলেবান্ধিমোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে (৪)॥
যে মদন তনুহীন,(৫)পরদ্রোহেপরবীণ(৬)
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ (৭)।
অবলার শরীরে, বিন্ধি কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয়ে জীবন॥
অন্যের যেদুঃখমনে,অন্য তাহা নাহিজানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহিজানে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবারে (৮)॥
কৃষ্ণকৃপা-পারাবার, কভুকরিবেনঅঙ্গীকার,
সখি তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রে জল,
তত দিন জীবে (৯) কোন্ জন॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন ধন,যারে কৃষ্ণ করে মন(১০),
সে যৌবন দিন দুই চারি॥

(১) প্রেমভঙ্গজনিত দুঃখসমূহ।

(২) নবোৎপন্ন প্রেমাঙ্কুরভঙ্গ হইলে যে দুঃখ হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করেন না।

(৩) অগেয়ান—জ্ঞানশূন্য, অজ্ঞান।

(৪) উকাশিতে—উন্মোচন করিতে, ছাড়াইতে, খুলিতে।

(৫) তনুহীন—শরীরবিহীন। (৬) পরবীণ—প্রবীণ।

(৭) পাঁচবাণ—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন। অথবা অরবিন্দ, অশোক, শিরীষ, আম্রমুকুল, উৎপল—এই পঞ্চপুষ্পে পঞ্চবাণের পঞ্চবাণ। সন্ধে—নিক্ষেপ করে।

(৮) অন্যের কথা কি আর বলিব নিজের যে অন্তরঙ্গা সখি সেও আমার প্রাণের দুঃখ বুঝিতেছে না। সেই জন্যই সে আমাকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিতেছে।

(৯) জীবে—জীবিত থাকিবে।

(১০) যারে…মন—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়।

অগ্নিযেননিজধাম(১), দেখাইয়াঅভিরাম(২),
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে (৩) ॥

এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
(৪) উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপ মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং (শ্রীকৃষ্ণ-রূপগুণাদীনাং দর্শনশ্রবণে) বিনা মে (মম) অহানি (দিবসানি) অখিলেন্দ্রিয়াণি অলং ব্যর্থানি। হতত্রপঃ (নির্লজ্জঃ) পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণি (পাষাণশুষ্ককাষ্ঠতুল্যো ভারো যেষাং তানি) তানি (ইন্দ্রিয়াণি) বা কথম্ অহো বিভর্ম্মি (ধারয়ামি)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি বিষয় ব্যতীত আমার চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ও দিবস বৃথা। হায়! পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠ-সদৃশ ভাররূপ সেই ইন্দ্রিয়গণকে নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিব ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।

বংশীগানামৃতধাম(৫)লাবণ্যামৃতজন্মস্থান(৬)
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সেনয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মাথে বাজ
সে নয়নে রহে কি কারণ ॥

সখি হে! শুন মোর হতবিধি বল (৭)।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত,
সুধাসারস্বাদবিনিন্দন (৮)।
তার স্বাদ যেনা জানে, জন্মিয়া নামৈলেকেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা (৯) সম ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সে নাসা ভস্ত্রার (১০) সমান ॥
কৃষ্ণ-কর পদতল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে হউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম (১১) গণি ॥

(১) নিজধাম—নিজরূপ, নিজের তেজ।
(২) অভিরাম—সুন্দর।
(৩) ডারে—নিক্ষেপ করে, ডুবাইয়া দেয়।
(৪) উঘাড়িয়া—উদ্ঘাটন করিয়া, খুলিয়া।
(৫) বংশীগানামৃত ধাম—বংশীগানরূপ অমৃতের আশ্রয়।
(৬) লাবণ্যামৃতজন্মস্থান—লাবণ্যরূপ অমৃতের উৎপত্তি-স্থান।
(৭) হতবিধি বল—দুর্দ্দৈব বল।
(৮) সুধাসারস্বাদবিনিন্দন—অমৃতের সারের স্বাদুতাকে নিন্দা করে।
(৯) ভেকজিহ্বা সম—ভেকের জিহ্বা যে রব করে, তাহা দ্বারা কালসর্প আহূত হয়। এই-রূপ কৃষ্ণাধরামৃতাস্বাদ এবং কৃষ্ণের গুণ ও চরিতের আস্বাদ যে না জানে, সে জিহ্বাও কালসর্প আহ্বান করে।
(১০) ভস্ত্রীর—কামার ও স্বর্ণকারদিগের জাঁতার।
(১১) লৌহ কঠিন, তাহাকে লৌহকারেরা দগ্ধ করে ও হাতুড়ীর আঘাত করে। যাহার কৃষ্ণপদতলের স্পর্শ নাই, সেই বপুও লৌহের ন্যায় ত্রিতাপে দগ্ধ ও কামক্রোধের পদাঘাত প্রাপ্ত হয়।

করি কত বিলপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে (১)
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥

তথাহি—জগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে
একাদশশ্লোকে শ্রীরাধিকাবাক্যম্

যদা যাতো দৈবা-
ন্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো
মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ
ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মি-
ন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—অসৌ মধুরিপুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দৈবাৎ (মমভাগ্যেন) যদা (যস্মিন্ কালে) লোচনপথং (দৃষ্টিগোচরং) যাতঃ (প্রাপ্তঃ) তদা মদনহতকেন (শত্রুরূপিণা মদনেন) আহৃতং (চোরিতম্) অস্মাকং চেতঃ (মনঃ) অভূৎ। পুনঃ যস্মিন্ (কালে) এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্ষণমপি (অত্যল্পকালমপি) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদবীং (পন্থানম্) এতি, তস্মিন্ অখিলঘটিকাঃ (মুহূর্ত্তঘটীপলবিপলাদিকাঃ) রত্নখচিতাঃ (মণিরত্নাদিভিঃ অলঙ্কৃতাঃ) বিধাস্যামঃ।

অনুবাদ।—যখন আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনপথে উপস্থিত হন, সেই সময় মদনরূপ শত্রু আমার মন হরণ করে; পুনরায় যে সময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইব, সে সময়কে বিবিধ রত্নাদি দ্বারা খচিত করিয়া রাখিব (অর্থাৎ সেই সময়কে যাইতে দিব না)॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলু নেত্র ভরি ॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী, ক্ষণ, পল।
দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন(২),
তারে পুছে আমি না চৈতন্য।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥
শুন মোর প্রাণের বান্ধব!
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥
পুনঃ কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায়,
এই মোর হৃদয়নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।১
তোষণীকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতো ন্যায়ঃ

কইঅবরহিঅং পেম্মং নহি
হোই মানুষে লোএ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে
হোন্তম্মি কো জীঅই ॥ ৫

টীকা।—কৈতবরহিতং প্রেম ন ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবত্যপি কো জীবতি। ইতি সংস্কৃতম্। কৈতবেন কপটেন রহিতং হীনং প্রেম মানুষে লোকে—নরলোকে ন ভবতি। যদি কস্য প্রেম্নো বিষয়াশ্রয়োরেকতরস্য বিরহো প্রেম্নোঽন্তর্দ্ধানমিত্যর্থঃ, ভবতি, তদা ভবতি বিরহে জাতমাত্রে বিরহে ইত্যর্থঃ, কো জীবতি অপিতু ন কোঽপি জীবতীত্যর্থঃ। এতাদৃশবিধয়া ভাবাৎ নৃলোকে অকৈতবং প্রেম ন ভবতীতি ভাবঃ।

অনুবাদ।—অকৈতব (স্বার্থগন্ধহীন) প্রেম মনুষ্যলোকে হয় না, যেহেতু প্রেমের আশ্রয় ও বিষয়ের মধ্যে একতরের বিরহ অর্থাৎ প্রেমান্তর্দ্ধান হইলে কেহ জীবিত থাকে না ॥ ৫ ॥

---

(১) দৈন্য—দুঃখাদির দ্বারা আপনাকে নিকৃষ্ট করিয়া মানা। নির্ব্বেদ—মহার্ত্তিদ্বারা আত্মধিক্কার, নিজের প্রতি অবমাননা। বিষাদ—অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ। অবসাদ—অবসন্নতা।

(২) দুই জন—স্বরূপ এবং রামানন্দ।

যথা—রাগঃ।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বু-নদ হেম(১),
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥
এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হঞা।
আপন হৃদয় কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা॥

তথাহি—মহাপ্রভুশ্রীমুখোক্তঃ শ্লোকঃ

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥ ৬

অন্বয়ঃ।—হরৌ দরাপি (ঈষদপি) প্রেমগন্ধঃ (প্রেমলেশঃ) মে ন অস্তি। সৌভাগ্যভরং (মম প্রেমাস্তি ইতি সৌভাগ্যাতিশয়ং) প্রকাশিতুং ক্রন্দামি। যৎ (যস্মাৎ) বংশীবিলাস্যাননা-লোকনং (মুরলীবাদনশালিশ্রীকৃষ্ণমুখশোভা-দর্শনং) বিনা প্রাণপতঙ্গকান্ (ক্ষুদ্রপতঙ্গসদৃশান্ প্রাণান্) বৃথা বিভর্ম্মি (ধারয়ামি)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রেম নাই, কেবল নিজ সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছি। বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের-মুখ অবলোকন ব্যতীত ক্ষুদ্র প্রাণকে বৃথা বহন করিতেছি॥ ৬॥

যথা—রাগঃ।

দূরে শুদ্ধ প্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেই মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবেযেকরিক্রন্দন,স্ব-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন(২)
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি,কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটেরে করিয়ে ধারণ (৩)॥
কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু,পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্যনয়,তথাপি বাউলে(৪)কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় (৫)॥
এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজভাব করেন বিদিত।
বহির্বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
সেই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু (৬)চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেইজানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

---

(১) জাম্বুনদ হেম—জম্বুনদজাত সুবর্ণ। ইহাতে কিছুমাত্র মালিন্য থাকে না। ইহা পাতালে জন্মে না, মনুষ্যলোকে জন্মে না।

(২) প্রখ্যাপন—প্রকাশ, জ্ঞাপন।

(৩) "যাতে বংশী……করিয়ে ধারণ"—যাহাতে বংশীধ্বনিরূপ সুখ, সেই চাঁদমুখ না দেখিয়া যদ্যপি নিরবলম্বন হইয়াছি, তথাপি যে নিজদেহে প্রীতি করি, সে কেবল কামের রীতি কিন্তু প্রেমের রীতি নহে। নিজ দেহে প্রীতি যে কামের রীতি, প্রেমের রীতি নহে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

(৪) বাউলে—উন্মাদে, পাগলে।

(৫) পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে।

(৬) তপ্ত-ইক্ষু চর্ব্বণ—ক্ষেত্র হইতে তৎক্ষণে আনিত ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করিবার সময় মুখে যে তাপ লাগে, তন্নিমিত্ত মুখ জ্বলে, কিন্তু তাহাতে স্বাদুতা বৃদ্ধি হওয়ায়, মুখদাহও অত্যন্ত উপাদেয় হয়, অর্থাৎ তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণের স্বাদুতা বৃদ্ধির হেতু উষ্ণতানিমিত্তক মুখদাহও যেমন তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ-কারিগণের অত্যাজ্য এবং উপাদেয়, সেইরূপ কৃষ্ণপ্রেমানন্দের স্বাদুতাধিক্যের হেতু বলিয়া বিষজ্বালাময় বিরহও প্রেমিকগণের অত্যাজ্য এবং পরম উপাদেয়।

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ২ অং ১৮ শ্লোকঃ
নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যম্

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-
গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমা-
হঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো
জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা-
স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—সুন্দরি (হে নান্দীমুখি)! পীড়াভিঃ (যাতনাভিঃ) নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য (অত্যুগ্রকালকূটবিষস্য তীব্রতায়াঃ) নির্ব্বাসনঃ (নিরাকরণশীলঃ) মুদাং নিঃস্যন্দেন (ক্ষরণেন) সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ (মধুরাস্বাদবিষয়ে অমৃতস্য যো গর্ব্বঃ তং সঙ্কোচয়তি খর্ব্বীকরোতি যঃ) নন্দনন্দনপরঃ (কৃষ্ণোদ্দেশকঃ) প্রেমা যস্য (জনস্য) অন্তরে জাগর্ত্তি (আবির্ভবতি) তেন (জনেন) এব অস্য (প্রেম্নঃ) বক্রমধুরাঃ বিক্রান্তয়ঃ (প্রভাবাঃ) স্ফুটং (স্পষ্টং) জ্ঞায়ন্তে।

অনুবাদ।—(পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিলেন)—হে সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যাহার অন্তরে জাগরিত হয়, সেই ব্যক্তিই সেই প্রেমের বক্র ও মধুর বিক্রম অবগত হয়, কিন্তু প্রেমবাচক শব্দের অভাব প্রযুক্ত বাক্যদ্বারা বলিতে পারে না। এ প্রেম, যখন কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত পীড়া উপস্থিত হয়, তৎকালে নবকালকূটের কটুতাগর্ব্ব নির্ব্বাসিত করে (অর্থাৎ সর্পের বিষ অপেক্ষাও অধিকতর জ্বালাকর হয়), আর যখন কৃষ্ণ-সংযোগ উপস্থিত হয়, তখন অমৃতমাধুর্য্যের অহঙ্কারসঙ্কোচ করে (অর্থাৎ ইহাতে অমৃতের আনন্দ অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দ হয়)॥ ৭॥

যেকালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥

গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে (১)।
গরুড় স্তম্ভের তলে(২), আছেএকনিম্নখালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরেবসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন (৩)।
হাহা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন।
কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্য গীত হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥
উঠিল নানাভাব বেগ, মনে হৈল অত্যুদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে (৪)।
প্রবল বিরহানল, ধৈর্য্য হৈল টলমল,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥

তথাহি—কৃষ্ণকর্ণামৃতে একচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ ৮

অন্বয়ঃ।—হা হন্ত, হা হন্ত, হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হে হরে! ত্বদালোকনং (তব দর্শনম্) অন্তরেণ (বিনা) অধন্যানি (দুঃখদায়ীনি, বিফলানি) অমূনি দিনান্তরাণি (মুহূর্ত্তাদীনি) কথং নয়ামি (যাপয়ামি)।

---

(১) বল—প্রভাব। সে আনন্দের বল কি কহিব?

(২) গরুড়—পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ-বিগ্রহ দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে বিভোর হইয়া ভাবিলেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন।

(৩) নখে মৃত্তিকা খনন দ্বারা বিরহজনিত অথবা অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত মনোবেদনা প্রকাশিত হয়।

(৪) গোঙাইতে—অতিবাহিত করিতে।

অনুবাদ।—এ বড় দুঃখ, হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হে কৃষ্ণ! তোমার দর্শন ব্যতীত এই অধন্য দিন সকল কি প্রকারে অতিবাহিত করিব॥ ৮॥

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটান।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝান না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঁই পুছেন উপায়॥

তথাহি—কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশঃ শ্লোকঃ

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—ত্বচ্ছৈশবং (তব শৈশবং) মচ্চাপলঞ্চ (মম চাপল্যং) ত্রিভুবনাদ্ভুতং (ত্রিলোক্যাং বিচিত্রং) ইত্যবেহি তব বা মম বা অধিগম্যং (বোধযোগ্যং) তৎ (তস্মাৎ) বিরলং (দুর্লভ-দর্শনং) মুরলীবিলাসি মুগ্ধং (মনোহরং) মুখাম্বুজং (বদনকমলম্) ঈক্ষণাভ্যাং (নয়নাভ্যাং) উদীক্ষিতুং (দ্রষ্টুং) কিং করোমি।

অনুবাদ।—হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার কৈশোর এবং আমার চাপল্য ত্রিভুবনে অদ্ভুত, উহা আমার এবং তোমার উভয়ের বোধগম্য কিন্তু লোচনদ্বয় দ্বারা তোমার দুর্লভদর্শন ও মুরলীভূষিত সুন্দর মুখপদ্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত কি করিব? (অর্থাৎ যে উপায়ে তাহার দর্শন পাই, তুমিই তাহা বল)॥ ৯॥

যথা—রাগঃ।

তোমার মাধুরী বল, তাহাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাহা গেলে তোমা পাঙ
তাহা মোরে কহত আপনি॥

নানা ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি(১) শাবল্য(২),
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ(৩) আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ॥
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ(৪), তনু মন অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে চত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হাহা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ ১০

(১) সন্ধি—ভাবসন্ধি। "স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ।" একরূপ কিংবা বিভিন্ন ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি।

(২) শাবল্য—ভাবশাবল্য। "শবলত্বন্তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্।" পরস্পর ভাবগণের সংমর্দ্দের নাম ভাবশাবল্য।

(৩) ঔৎসুক্য—"ইষ্টানবাপ্তেরৌৎসুক্যং, কালক্ষেপাসহিষ্ণুতা।" অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন কালক্ষেপাসহিষ্ণুতার নাম ঔৎসুক্য। চাপল্য—"মাৎসর্য্য দ্বেষরাগাদ্যৈশ্চাপল্যং ত্বনবস্থিতিঃ।" মাৎসর্য্য দ্বেষ ও রাগাদিহেতু একত্র অনবস্থানের নাম চাপল্য।

রোষ—অপরাধ দুরুক্ত্যাদি জাত, চণ্ডত্বমুগ্রতা।
বধবন্ধশিরঃকম্পভর্ৎসনতাড়নাদিকৃৎ॥
অপরাধ ও দুর্ব্বাক্য-জনিত ক্রোধকে উগ্রতা বা রোষ বলে। ইহাতে বধ, বন্ধ প্রভৃতি লক্ষিত হয়।

অমর্ষ—অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।
তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্॥
উপায়ান্বেষণাক্রোশ বৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ॥
অপমানাদি জনিত অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ। ইহাতে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্প প্রভৃতি লক্ষিত হয়।

(৪) দিব্যোন্মাদ—"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামাপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।" এই মোহননামক মহাভাব কোন অনির্ব্বচনীয় গতি প্রাপ্ত হইলে তাহার ভ্রমাভা কোন বৈচিত্রীর নাম দিব্যোন্মাদ।

অন্বয়ঃ।—হে দেব, হে দয়িত······হে নয়নাভিরাম, হাহা মে দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (গোচরং) কদা নু (কিং) ভবিতাসি।

অনুবাদ।—হে অন্যরমণী-বিলাসি! হে প্রাণপ্রিয়! হে সকল যুবতী-বন্ধো! হে চিত্তাকর্ষক! হে পরস্ত্রীচোর! হে করুণাসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নের আনন্দদায়ক! হায় হায়, কখন তুমি আমার নয়নগোচর হইবে ॥ ১০ ॥

যথা—রাগঃ।

উন্মাদের (১) লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান (২)।
সোল্লুণ্ঠবচন(৩) রীতি, মানগর্ব্বব্যাজস্তুতি(৪),
কভু নিন্দা কভু সম্মান ॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন (৫)।
তুমি মোরদয়িত,মোতেবৈসে তোমার চিত্ত,
মোর ভাগে কর আগমন (৬) ॥
ভুবনের নারীগণ, সবার কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান (৭) ॥
তোমার চপল মতি, একত্রে না হয় স্থিতি
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ (৮)।
তুমি ত করুণা-সিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ (৯) ॥

(১) উন্মাদ—উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্ ॥
প্রলাপধাবনাক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ ॥

অত্যধিক আনন্দ ও বিরহজনিত দুঃখ হেতু হৃদয়ের যে ভ্রম, তাহার নাম উন্মাদ। ইহাতে অট্টহাস্য, নৃত্য, গীত, প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষিত হয়।

(২) প্রণয়—প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্।
তদ্গন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে ॥

সম্ভ্রমাদির প্রাপ্তির ঔচিত্য থাকিলেও যে প্রীতি তাহা দূর করিয়া দেয় তাহার নাম প্রণয়।

মান—স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

যে প্রণয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া নবনব মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং বাহিরে কুটিলভাব ধারণ করে তাহার নাম মান।

(৩) সোল্লুণ্ঠ বচন—পরিহাসযুক্ত কথা, স্তুতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাদ।

(৪) ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি কিংবা স্তুতির ছলে নিন্দা।

(৫) তুমি দেব—এখানে শ্রীমহাপ্রভু দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ভাবে প্রণয়মান উত্থিত হওয়ায় ধীরাধীরা নায়িকার গুণ আশ্রয় করিয়া কহিলেন 'তুমি দেব! ক্রীড়ারত'—ইহার অর্থ "তুমি অন্য স্ত্রীসহ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তথায় গমন কর অর্থাৎ তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি?" ইহা শ্লোকোক্ত দেবশব্দের ব্যাখ্যা।

(৬) 'তুমি মোর দয়িত' ইত্যাদি—আমি অবজ্ঞা করায় শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলেন, ইহা ভাবিয়া কলহান্তরিতা নায়িকার ভাবে দর্শনোৎসুক হওয়ায় কহিতেছেন;—"তুমি মোর দয়িত······কর আগমন।" ইহা দয়িত শব্দের অর্থ। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া অনুনয় করিতেছেন, ইহাই স্ফুরণ হওয়ায় অমর্ষ ও তদনুগ অসূয়ার উদয় হওয়ায় পুনঃ মানিনী হইয়া ধীরমধ্যা নায়িকার গুণ আশ্রয় করিয়া বক্রোক্তি দ্বারা সোল্লুণ্ঠ বলিতেছেন;—'ভুবনের নারীগণ······সব সমাধান।' এখানে ঔৎসুক্য ও অমর্ষ এই দুই ভাবের সন্ধি বর্ণনা করা হইল।

(৭) পুনরায় কৃষ্ণ গমন করিতেছেন জানিয়া কলহান্তরিতা নায়িকার ভাবে ঔৎসুক্যানুগতমতি নামক ভাবোদয় হওয়ায় কহিতেছেন;—'তুমি কৃষ্ণ······কেবা করে মান।' ইহা শ্লোকোক্ত কৃষ্ণ শব্দের ব্যাখ্যা।

(৮) পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া 'প্রিয়ে! আমি কুত্রাপি গমন করি নাই, বাহিরেই ছিলাম, প্রসন্ন হও," ইহা বলিয়া অনুনয় করিতেছেন জানিয়া ঔগ্র্যনামক ভাবোদয়ে অধীরমধ্যা নায়িকার ভাব কহিতেছেন;—'তোমার চপলমতি······নাহি কিছু দোষ'।

(৯) পুনরায় অভিমানে শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন; আর আসিবেন না ইহা ভাবিয়া দৈন্যভাবোদয়ে কাকুবচন কহিতেছেন,—'তুমি ত করুণা-সিন্ধু······কভু রোষ।'

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ,ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহুকার্য্যে নাহি অবকাশ (১)।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস॥
মোরবাক্যনিন্দামানি,কৃষ্ণছাড়িগেলজানি
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,
হা হা পুনঃ দেহ দরশন (২)॥

(১) পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কহিতেছেন "প্রিয়ে! বৃথা মনে কেন আমায় কদর্থন কর। প্রসন্ন হও, ইহা ভাবিয়া অমর্ষানুগ অবহিথা (আকার-গোপন) ভাবের উদয় হওয়ায় ধীর-প্রগল্‌ভা-নায়িকাভাব আশ্রয়পূর্ব্বক উদাসীনতার সহিত কহিতেছেন;—'তুমি নাথ!···নাহি অবকাশ'। নাথ অর্থাৎ সমস্ত ব্রজবাসিগণের রক্ষক! এমন কোন হতবুদ্ধি রমণী নাই যে তোমাকে সম্ভাষণ না করে। কিন্তু কি করিব, ব্রাহ্মণীগণ ব্রতার্থ মৌন গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত অদ্য তোমার সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না, এ অপরাধ ক্ষমা করিবে। এই ত্রিপদীর ইহা ভাবার্থ।

(২) পুনর্ব্বার চলিয়া গেলেন ভাবিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'কৃষ্ণ বারে বারে নিরস্ত হইতেছেন, আর আসিবেন না'—এইরূপ মনে ভাবিয়া চপলনামক ভাব উদয় হওয়ায় মনে করিতে লাগিলেন, যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া দর্শন প্রদান করেন, তবে আমি স্বয়ং যাইয়া কণ্ঠে গ্রহণ করিব, তন্নিমিত্ত দৈন্য কহিতেছেন;—'তুমি আমার রমণ ······বৈদগ্ধ্যবিলাস।' তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইয়াছে জানিয়া সহজ ঔৎসুক্যের দ্বারা মন আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে আলিঙ্গনার্থ বাহু-যুগল প্রসারণ করিলেন, কিন্তু না পাইয়া বাহ্যস্ফুর্ত্তি হওয়ায় অত্যন্ত বিক্লবতার সহিত কহিতেছেন;—'মোর বাক্য নিন্দা মানি······দেহ দরশন'। আমার বাক্য নিন্দা মানিয়া কৃষ্ণ আমায় পরি-ত্যাগ করিয়া গেলেন, ইহা মনে অনুমান করিয়া শ্রীমহাপ্রভু কহিতেছেন, হে কৃষ্ণ! আমার স্তুতিবচন শুন।

স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে (৩) ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার,উঠি করে হুহুঙ্কার
কহে এই আইলা মহাশয় (৪)।
কৃষ্ণের মাধুরীগুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৬৮ শ্লোকঃ

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥ ১১

অন্বয়ঃ।—নু (কিং) স্বয়ং মারঃ (কন্দর্পঃ) নু (কিং) মধুরদ্যুতিমণ্ডলং (সুন্দরস্নিগ্ধজ্যোতির্ব্বিম্বং) নু (কিং)? মাধুর্য্যম্ এব নু (কিং)? মনো-নয়নামৃতং (মনসঃ নয়নয়োশ্চ সুধা ইব প্রীতি-দায়কং) নু (কিং)? বেণীমৃজঃ (বেণ্যুন্মোচনকারী) নু (কিং)? মম জীবিতবল্লভঃ অয়ং বালঃ (নব-

(৩) স্তম্ভ—হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও আশ্চর্য্য হইতে মনের অবস্থাবিশেষের নাম স্তম্ভ। তাহার কার্য্য বাক্যাদি রাহিত্য, নিশ্চলতা ও শূন্যতা প্রভৃতি। কম্প—ভয়, ক্রোধ, হর্ষাদি দ্বারা গাত্রচঞ্চলতার নাম কম্প। প্রস্বেদ—হর্ষ, ভয়, ক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন শরীরের ক্লেদকর অবস্থা বিশেষের নাম প্রস্বেদ। বৈবর্ণ্য—বিষাদ, রোষ, ভয়াদিহেতু বর্ণবিক্রিয়ার নাম বৈবর্ণ্য। ইহার কার্য্য মালিন্য এবং কৃশতা প্রভৃতি। অশ্রু—হর্ষ, রোষ, বিষাদাদির দ্বারা বিনা যত্নে নেত্রে জলোদ্গমের নাম অশ্রু। স্বরভেদ—বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ, হর্ষ, ভয়াদি হইতে জাত বিস্বরতার নাম স্বরভেদ। ইহার কার্য্য গদগদাদি। পুলক—রোমাঞ্চ, আশ্চর্য্য-দর্শনাদি এবং হর্ষ উৎসাহ ভয়াদি হইতে জাত রোম সকলের অভ্যুদ্গমের নাম রোমাঞ্চ। ইহার কার্য্য গাত্রসংস্পন্দনাদি।

(৪) মূর্চ্ছায়—সাক্ষাৎকার পাইয়া হুঙ্কার করিয়া কহিলেন—"এই আইলা মহাশয়!" ইহা রাধিকার ভাবে সখী প্রত্যুক্তি। মহাশয়—কৃষ্ণ।

কিশোরঃ) মম লোচনায় (নয়নসুখসম্পাদনার্থম্) অভ্যুদয়তে (আগচ্ছতি)।

অনুবাদ।—হে সখি! সাক্ষাৎ কন্দর্প কিংবা মধুরকান্তি চন্দ্র অথবা মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য অথবা আমার মন ও নয়নের অমৃত, অথবা আমার নয়নযুগলের সুখ-সম্পাদনার্থ এই আমার বেণী-উন্মোচনকারী জীবিতবল্লভ কৃষ্ণ আগমন করিতেছেন ॥ ১১ ॥

যথা—রাগঃ

কিবা সাক্ষাৎকাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥

গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায় (১)।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥
পুরীরবাৎসল্যমুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য(২)
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥

লীলাশুক মর্ত্ত্যজন(৩), তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয় (৪) ॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
সেহ যত্নে আস্বাদন নহিল।
শ্রীরাধারভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু (৫) আস্বাদিল ॥
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহিজানে স্থানাস্থান, যারেতারেকৈলদান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি ॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কেহ না বুঝায়,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে
হয় তাঁর দাসানুদাস সঙ্গ ॥

---

(১) গুরু যেমন শিষ্যদিগকে নানাভাবে কলা শিক্ষা দেন. মহাপ্রভুর হৃদ্গত ভাবসমূহ সেইরূপ গুরুর ন্যায় তাঁহার অঙ্গ ও মনকে নানাভাবে নৃত্য করায়।

(২) পুরীর বাৎসল্য মুখ্য'—শ্রীপরমানন্দ-পুরী শ্রীমহাপ্রভুর গুরুবর্গের মধ্যে একজন। এই কারণ শ্রীমহাপ্রভুতে তাঁহার বাৎসল্য ভাব। মুখ্য—প্রধান। রামানন্দ রায় এক অংশে ব্রজের অর্জ্জুন-নামক সখা, অন্যাংশে বিশাখা সখী, একারণ শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভুতে ইঁহার শুদ্ধ সখ্যভাব।

(৩) 'লীলাশুক……ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।' লীলাশুক—বিল্বমঙ্গল। মর্ত্ত্যজন—মনুষ্য। সাধকশরীরে প্রেম পর্য্যন্তই শেষ সীমা, কিন্তু প্রেম-পরিণাম স্নেহমানাদির উদয় হয় না, তথাপি লীলা-শুকে তাহা যখন উদয় হইয়াছে, তখন শ্রীমহাপ্রভুতে এই সকল ভাবোদ্গম হইবে, তাহাতে কি বিস্ময়।

(৪) 'তাতে মুখ্য……সর্ব্ব ভাবোদয়।' শ্রীমহাপ্রভু একত ঈশ্বর অর্থাৎ অবিচিন্ত্য মহাশক্তি-বিশিষ্ট, তাহাতে মুখ্যরসাশ্রয় মধুর রসাশ্রয় করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাতেই সর্ব্বভাবোদয় হয়।

(৫) সেই তিন বস্তু—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা, নিজ মাধুরী এবং তদাস্বাদে শ্রীরাধার সুখ।

চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে (১)।
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে (২)॥
যদি কেহ হেন কয়, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যে আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে (৩)॥
নাহি কাঁহা সো বিরোধ, নাহি কাঁহো অনুরোধ ৪
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাঁহা হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন॥
যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলে হইবে বড় হিত॥

(১) 'চৈতন্যলীলা রত্নসার'—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলা, সকল রত্নের সার, তাহা স্বরূপের ভাণ্ডার—অর্থাৎ স্বরূপ গোস্বামীর ভাণ্ডারে ছিল। স্বরূপ রঘুনাথ দাসের কণ্ঠে থুইল।

(২) ভেট—উপহার।

(৩) 'প্রভুর যে আচরণ'—প্রভুর যে লীলা তাহা বর্ণন করিতেছি, সেই লীলা বর্ণনে যেখানে শ্লোক প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে শ্লোক, যেখানে দর্শনের মত বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে দর্শনের মত বলিতে ভাষা কঠিন হইয়াছে। এই নিমিত্ত সকলের চিত্ত সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না।

(৪) 'কাঁহা সো' ইত্যাদি। কাঁহা সো—কাহারও সহিত। যদি কেহ কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিয়া কিংবা কাহারও অনুরোধে কিছু বলিতে বা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিরোধীতে দ্বেষ এবং অনুরোধকারীতে রাগ অর্থাৎ তাহার মনোরঞ্জনের প্রবৃত্তি হয়। এই দ্বেষ এবং রাগ তাহাকে স্বাভাবিক বস্তু লিখিতে কিংবা বলিতে দেয় না, কিন্তু আমি কাহারও সহিত বিরোধ করিয়া কিংবা কাহারও অনুরোধে এ গ্রন্থ লিখিতেছি না, কেবল সহজ বস্তু (স্বাভাবিক বস্তু) বিবেচনা করিতেছি।

ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
তাঁর শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন॥
শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহাঁ বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্র-মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিলুঁ বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন॥
সংক্ষেপে এ সূত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল,
আগে তার করিব বিচার।
যদি তত দিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিস্তার॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোঁসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহি লিখি নাহি মোর দোষ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করি মস্তক ভূষণ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলাসূত্রকথনে প্রেমোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ গৌরঃ অথ ন্যাসং (সন্ন্যাসং, চতুর্থাশ্রমং) বিধায় (গৃহীত্বা) উৎপ্রণয়ঃ (প্রেমোন্মত্তঃ সন্) বৃন্দাবনং গন্তুমনাঃ (সন্) ভ্রমাৎ রাঢ়ে (রাঢ়দেশে) ভ্রমন্ শান্তিপুরীং (অদ্বৈতাচার্য্যনগরীম্) অয়িত্বা (গত্বা) ইহ (শান্তিপুর্য্যাং) ভক্তৈঃ (সহ) ললাস তং (গৌরং) নতঃ অস্মি।

অনুবাদ।—যিনি সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর প্রেমোন্মত্ত হইয়া বৃন্দাবন গমনে অভিলাষী হইলেন, এবং ভ্রমক্রমে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া ভক্তগণের সহিত বিলাস করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রেমে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে (১) পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২৩।৫২ শ্লোকে
ভিক্ষুকবাক্যম্ :—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥ ২

অন্বয়ঃ।—অহং পূর্ব্বতমৈঃ (প্রাচনৈঃ) মহদ্ভিঃ উপাসিতাং (সেবিতাম্) এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং (কৃষ্ণবিষয়কনিষ্ঠাং) সমাস্থায় (আশ্রিত্য) মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়া (শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবনেন) এব দুরন্তপারং (দুস্তরং) তমঃ (অজ্ঞানং) তরিষ্যামি।

অনুবাদ।—পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ-পরিসেবিত এই পরাত্মনিষ্ঠা (আত্মার স্বরূপজ্ঞান) অবলম্বন করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবার দ্বারা দুস্তর সংসার-সাগর আমি উত্তীর্ণ হইব॥ ২॥

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দসেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ॥
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদ-চিহ্ন।
দিক্-বিদিক্ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রিদিন॥
নিত্যানন্দ আচার্য্য-রত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনি করেন গমন॥
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সব লোক।
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ শোক॥
গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলি উঠে উচ্চ করিয়া॥
শুনি তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
"বল বল" বলে সবার শিরে হস্ত ধরি॥
তা সবারে স্তুতি করে—তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম॥
গুপ্তে তা সবাকে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ (২)॥

---

(১) ভ্রমিতে—ভ্রমণ করিয়া।

(২) প্রবন্ধ—ফন্দি, অভিসন্ধি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ ১৫৮ পৃষ্ঠা)।

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীরে পথ তবে দেখাইও তাঁরে॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন॥
শিশু সব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল॥
আচার্য্য-রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোঁসাই।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঁই॥
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয়॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন॥
গোসাঞি কহে কতদূরে আছে বৃন্দাবন।
তিঁহ কহেন কর এই যমুনা দর্শন॥
এত বলি আনিল তাঁরে গঙ্গা সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল যমুনার জ্ঞানে॥
অহো ভাগ্য, যমুনার পাইলুঁ দরশন।
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন॥

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৫ অং
১৩ শ্লোকে মহাপ্রভুকৃতস্তুতিঃ

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥ ৩

অন্বয়ঃ।—চিদানন্দভানোঃ (সম্বিৎপ্রীতি-প্রকাশকস্য) নন্দসূনোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সদা পর-প্রেমপাত্রী (পরমপ্রিয়া) দ্রবব্রহ্মগাত্রী (চিৎসলিল-রূপা) অঘানাং (পাপানাং) লবিত্রী (ছেদনকারিণী) জগৎক্ষেমধাত্রী (ভুবনমঙ্গলবিধায়িত্রী) মিত্রপুত্রী (সূর্য্যকন্যা) নঃ (অস্মাকং) বপুঃ পবিত্রীক্রিয়াৎ।

অনুবাদ।—চিদানন্দ সূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের অত্যন্ত প্রেমপাত্রী এবং ব্রহ্মময়-জলশরীরা পাপ-সমূহনাশিনী ও জগন্মঙ্গলকারিণী যমুনা আমাদের দেহ পবিত্র করুন॥ ৩॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥
হেনকালে আচার্য্যগোঁসাঞি নৌকাতে চড়িয়া
আইল নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লৈয়া॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি॥
তুমি ত আচার্য্য গোসাঞি এথা কেন আইলা
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা॥
আচার্য্য কহে যাঁহা তুমি সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন (১)।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥
পশ্চিমে যমুনা বহে তাঁহা কৈলা স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥
এক মুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছি পাক।
শুখ-রুখ ব্যঞ্জন কৈল সূপ আর শাক (২)॥
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘরে।
পাদ-প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তরে (৩)॥
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যানী।
বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥
তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রোপরি॥

(১) শ্রীপাদবচন—শ্রীনিত্যানন্দ বাক্য।

(২) শুখ-রুখ—ঘৃতাদিশূন্য। ব্যঞ্জনমধ্যে কেবল একটু সূপ (দাল) আর একটা শাক, তাহাও আবার ঘৃতাদি স্নেহশূন্য।

(৩) আচার্য্যানী—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতা।

বত্তিশা-আটিয়া কলার(১) আঙ্গটিয়াপাতে(২)।
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে ॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্গ-সূপ (৩)
বাস্তুক শাক (৪) পাক বিবিধ-প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর ॥
মরিচ রাই শুক্তা দিয়া সব ফল মূলে।
অমৃত-নিন্দক (৫) পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ি ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি ॥
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলার বড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেল পুলি যত পীঠা ইষ্ট॥
বত্তিশা আটিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড় ॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন ভরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া॥
সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা (৬) ভরিঞা।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিঞা ॥
দুগ্ধ চিড়া কলা আর দুগ্ধ লক্‌লকী (৭)।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি (৮)॥
দুই পার্শ্বে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥
অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি ॥
তিন শুভ্র পীঠ তার উপরি বসন।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করায় ভোজন॥
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন।
আচার্য্য আসি প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন॥
গৃহের ভিতরে প্রভু করহ গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল ॥
মুকুন্দ বলে মোর কিছু কৃত্য নাহি সারে (৯)।
পাছে মুই প্রসাদ পাইমু তুমি যাহ ঘরে ॥
হরিদাস বলে মুই পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥
দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘরে।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে ॥
ঐছে অন্ন কৃষ্ণকে যে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ ॥
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মনঃ-কথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥
প্রভু বলে বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন ॥
কোন্ স্থানে বসিব আমি আন দুই পাত।
অল্প করি তাহে আনি দেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥
আচার্য্য কহে বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাল দোঁহারে ॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ(১০)
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ ॥

(১) বত্তিশা আটিয়া—যে কলাগাছে বত্রিশ-খানা খোলা হয়।

(২) আঙ্গটিয়া পাত—অখণ্ডপত্র।

(৩) মুদ্গসূপ—মুগের ডাল।

(৪) বাস্তুক—বেতো শাক।

(৫) অমৃত-নিন্দক—অমৃত হইতেও উৎকৃষ্ট।

(৬) মৃৎকুণ্ডিকা—মাটির মালসা।

(৭) দুগ্ধলক্‌লকী—অলাবুসহ দুগ্ধের পাক-বিশেষ।

(৮) শকি না—শক্তি নাই।

(৯) কৃত্য—নিত্য, নিয়মিত কার্য্য, সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতি। নাহি সারে—সারা হয় নাই অর্থাৎ নির্ব্বাহ হয় নাই।

(১০) উপকরণ—অন্নের আনুষঙ্গিক ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি।

আচার্য্য কহেন ছাড় আপনার চুরি।
আমিজানি তোমারসন্ন্যাসেরভারিভুরি(১)॥
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি॥
আচার্য্য বলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার রহিবেক আর॥
প্রভু বলে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥
আচার্য্য কহে নীলাচলে(২)খাও চুয়ান্নবার।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার॥
তিনজনার ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার একগ্রাস।
তার লেখায় (৩) এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥
মোর ভাগ্যে মোরঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন॥
এত বলি জল দিল দুই প্রভুর হাতে।
হাসিয়া লাগিল দোঁহে ভোজন করিতে॥
নিত্যানন্দ কহে কৈলুঁ তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবেক এই গ্রাস অন্নে॥
আচার্য্য কহে তুমি হও তৈর্থিক (৪) সন্ন্যাসী।
কভু ফলমূল খাও কভু উপবাসী॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও ছাড় লোভ মন॥
নিত্যানন্দ বলে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিবে চাহি যত করিতে ভোজন॥
শুনি নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহেন তাঁহার কিছু পাইয়া পীরিত॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস লইয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে॥
তুমি খাইতে পার দশ বিশ মানের অন্ন।
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥

যে পাইয়াছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগ্‌লাই না করিহ না ছড়াইও ঝুট (৫)॥
এই মতে হাস্য-রসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ।
এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
দোনা (৬) ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন।
প্রভু বলেন আর কত করিব ভোজন॥
আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা।
নানা যত্নে দৈন্যে প্রভুকে করায় ভোজন॥
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ॥
নিত্যানন্দ কহে আমার পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোমার অন্ন কিছু না খাইল॥
এত বলি এক গ্রাস অন্ন হাতে লৈয়া।
উঝালি(৭) ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হৈয়া॥
ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহু রঙ্গে॥
অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে (৮)॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে বিপ্র বলে ভয় না করিলে॥
নিত্যানন্দ বলে এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুটা কহিলে কৈলে অপরাধ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥
আচার্য্য কহে না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতি ধর্ম্ম॥

(১) ভারিভুরি—আন্তরিক তত্ত্ব, ছল।
(২) নীলাচলে—অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথরূপে।
(৩) লেখায়—তুলনায়।
(৪) তৈর্থিক—তীর্থপর্য্যটক।
(৫) ঝুট—উচ্ছিষ্ট, এঁটো।
(৬) দোনা—দ্রোণী, সত্রপুটী, পাতা দিয়া নির্ম্মাণ করা ঠোঙ্গা বিশেষ।
(৭) উঝালি—ছুড়িয়া।
(৮) 'অবধূতের ঝুটা……এই ঢঙ্গে'। ইহা স্বগতোক্তি।

এত বলি দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন॥
লবঙ্গ এলাচি বীজ উত্তম রসবাস (১)।
তুলসী মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস (২)॥
গন্ধ চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি পুষ্পমালা দিল হৃদয় উপর॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন।
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন॥
বহু নাচাইলে আমা ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লৈয়া করহ ভোজন॥
তবেত আচার্য্য সনে লৈয়া দুই জনে।
করিল ভোজন ইচ্ছা যে আছিল মনে॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ॥
হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হৈয়া।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া॥
গৌর-দেহকান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল॥
আইসে যায় লোক সব নাহি সমাধান (৩)।
লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান॥
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি বুলে (৪) আচার্য্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥

ধানশ্রী রাগঃ।

'কি কহিব রে সখি! আনন্দ ওর (৫)।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর'॥

এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু হুঙ্কার গর্জ্জন॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন॥
অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া (৬)
ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিয়া বান্ধিয়া॥
এত বলি আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোঁসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ॥
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেক রোদন॥

তথাহি পদম্।

'হায় প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনুমন জরে॥
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াথ (৭) না পাও।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও॥

এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে॥
নির্ব্বেদ বিষাদ হর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য॥
জরজর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল শ্বাস নাহিক শরীরে॥
দেখিতে চিন্তিত হৈল যত ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন॥
বল্ বল্ বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিঞা॥

(১) রসবাস—কাবাব চিনি।
(২) মুখবাস—মুখশুদ্ধি।
(৩) সমাধান—সমাপ্তি।
(৪) বুলে—ভ্রমণ করে।
(৫) ওর—সীমা।
(৬) ভাণ্ডিয়া—আত্মগোপন করিয়া।
(৭) সোয়াথ—স্বস্তি, শান্তি।

এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে॥
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম॥
তবুত না জানে প্রেম ভাবাবিষ্ট হঞা।
নিত্যানন্দ প্রভু তবে রাখিল ধরিঞা॥
আচার্য্য গোঁসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন॥
এই মত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন॥
প্রভাতে আচার্য্য রত্ন দোলায় চড়াঞা।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা॥
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইল হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ॥
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন।
শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈত-ভবন॥
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইঞা॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইল বিকল॥
অঙ্গ মুছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥
কান্দিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাঞি।
বিশ্বরূপ (১) সম না করিহ নিঠুরাই॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥
কাঁদিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই (২)।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥
জানি বা না জানি যদি করিলুঁ সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥

তুমি যাহা কহ আমি তাহাঁই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর॥
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গঙ্গাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর॥
বুদ্ধিমন্ত-খান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্টে হাসি॥
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি।
আচার্য্য-মন্দির হৈলা শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে॥
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্য-গোঁসাঞি কৈল সমাধান॥
আচার্য্য-গোঁসাইর ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে তত দ্রব্য হয়॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্ব ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয় (৩)॥
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাঞা।
দেখি শচী মাতা কহে রোদন করিয়া॥

(১) বিশ্বরূপ—প্রভুর অগ্রজ, তিনি অগ্রে সন্ন্যাস করেন। নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা।

(২) আই—মাতা।

(৩) প্রলয়—সুখ বা দুঃখ নিবন্ধন চেষ্টা এবং জ্ঞানের শূন্যতাকে প্রলয় বলে।

চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ(১) নিমাই কলেবর।
হাহা করি বিষ্ণুপাশে মাগে এই বর ॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার কৈলুঁ সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ ॥
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে ॥
এই মত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ ভয় দৈন্যভাবে হইল বিকল ॥
শ্রীনিবাসাদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে(২) হৈল সবাকার মন ॥
শুনি শচী সবাকার করিল মিনতি।
নিমাঞির দর্শন আর মুঞি পাব কতি (৩)॥
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্রে মিলন।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥
যাবৎ আচার্য্য-গৃহে নিমাঞির অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব সবাকারে মাগোঁ দান॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার ॥
মাতার ব্যগ্রতা দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি কহিলা বচন ॥
তোমা সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিলাঙ বিঘ্নে কৈল নিবর্ত্তন ॥
যদ্যপি সহসা আমি কর্য্যাছোঁ উদাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস ॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশে আচার্য্যাদি করিল গমন ॥

প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকলি কহিল।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল ॥
তিঁহ যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুঃখ ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় ॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহাঁ নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানি ॥
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করিল স্তবন।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন ॥
প্রভু আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥
নবদ্বীপবাসী আদি যত ভক্তগণ।
সবারে সম্মান করি বলিল বচন ॥
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ মোরে দেহ তুমি সব
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন ॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন ॥
এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিঞা।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিঞা ॥
সবায় বিদায় দিয়া চলিতে কৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন ॥
নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥
মুঞি অধম না পাইয়া তোমার দরশন।
কি মতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥

---

(১) বাসোঁ—বিবেচনা করি।
(২) ভিক্ষা দিতে—ভোজন করাইতে।
(৩) কতি—কোথায়।

তবে ত আচার্য্য কহে বিনয় করিঞা।
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিঞা॥
আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে না কৈল গমন॥
আনন্দিত হৈল আচার্য্য শচী ভক্ত-সব।
প্রতিদিন আচার্য্য করে মহা মহোৎসব॥
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ সঙ্গে।
রাত্রে মহামহোৎসব সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
আনন্দিত হইয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হইল প্রভু আরাধনে॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজ সুখ॥
এই মত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মিলে।
বঞ্চিলা কতক দিন মহা কুতূহলে॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ ঘরে সবে করহ গমনে॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
পুনরপি আমার সঙ্গে হইবে মিলন॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥
নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা॥
কতদূর গিয়া প্রভু করি জোড় হাত।
আচার্য্যে প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট বাত॥
জননী প্রবোধি কর ভক্ত-সমাধান (১)।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কার না রহিবে প্রাণ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন॥
গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ (২) পথে॥
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-করণমদ্বৈতগৃহে ভোজন-বিলাস-বর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

---

(১) ভক্তসমাধান—ভক্তদিগের আহার আচ্ছাদন নির্ব্বাহ।

(২) ছত্রভোগ—সাগরসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী স্থান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যস্মৈ দাতুম্ (অর্পয়িতুং) ক্ষীরভাণ্ডং চোরয়ন্ (অপহরন্) গোপীনাথঃ (রেমুণা-গ্রামস্থঃ প্রসিদ্ধঃ বিগ্রহঃ) ক্ষীরচোরাভিধঃ (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ইতি নাম্না খ্যাতঃ) অভূৎ, শ্রীগোপালঃ যৎপ্রেম্না বশঃ সন্ প্রাদুরাসীৎ (প্রাদুর্বভূব) তং মাধবেন্দ্রং (মাধবেন্দ্রপুরীম্) 'অহং' নতঃ অস্মি।

অনুবাদ।—যাঁহাকে দিবার নিমিত্ত ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া শ্রীগোপীনাথ শ্রীক্ষীরচোরা নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নীলাদ্রি গমন জগন্নাথ দরশন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন ॥
এ সকল লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবন দাসমুখে অমৃতের ধার ॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥
তার সূত্রে আছে তিঁহ না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন ॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ না হউক আমার ॥

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কুতূহলে ॥
ভিক্ষা লাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ॥
পথে বড় বড় দানী (১) বিঘ্ন নাহি করে।
তা সবারে কৃপা করি আইল রেমুণারে (২) ॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম-মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥
চূড়া পাঞা মহাপ্রভু আনন্দিত মন।
বহু নৃত্য গীত কৈল লঞা ভক্তগণ ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেমরূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥
নানারূপে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥
মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান ॥
পূর্ব্বে মাধবপুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হইল ক্ষীরচোরা হরি ॥
পূর্ব্বে মাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর রাত্রি দিন জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান ॥

(১) দানী—পথের কর যে গ্রহণ করে।
(২) রেমুণা—বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

শৈল(১)পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপবালক এক দুগ্ধভাণ্ড লৈয়া।
আসি আগে ধরি কিছু বলিল হাসিয়া॥
পুরী (২) এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্ শোষ(৩)॥
পুরী কহে কে তুমি কাহাঁ তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না থাকে উপবাসী॥
কেহ অন্ন মাগি খায় কেহ দুগ্ধ আর।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেল।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল॥
গো-দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব॥
এত বলি গেলা বালক না দেখয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুঞা রাখিল।
বাট (৪) দেখে সে বালক পুনঃ না আইল॥
বসি নাম লয় পুরী নাহি নিদ্রা হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয় (৫)॥
স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিঞা।
এক কুঞ্জে লইয়া গেল হাতেতে ধরিয়া।
কুঞ্জ দেখাইঞা কহে আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে মহাদুঃখ পাই॥

(১) শৈল—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত।
(২) পুরী—মাধবেন্দ্রপুরী।
(৩) ভোক্—ক্ষুধা। শোষ—পিপাসা, তৃষ্ণা।
(৪) বাট—পথ।
(৫) বাহ্যবৃত্তি লয়—সেই নিদ্রায় ইন্দ্রিয়গণের বহির্ব্যাপার ছিল না, কিন্তু অন্তর্ব্যাপার সমস্তই ছিল।

গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় (৬) কুঞ্জ হৈতে
পর্ব্বত উপর লঞা রাখ ভাল মতে॥
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন।
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
ব্রজের স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাইঞা॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি সেই বালক অন্তর্ধান হৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥
শ্রীকৃষ্ণ দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এতবলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইল সুস্থির॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেল।
সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিল॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে চল তাঁরে বাহির যে করি॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে॥
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে॥
ঠাকুর দেখিল মাটি তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত।
আবরণ দূর করি করিলা চিহ্নিতে।
মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে॥
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র করিঞা।
পর্ব্বত উপরে গেল ঠাকুর লঞা।

(৬) কাঢ়—বাহির কর।

পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল ॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা ॥
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত॥
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥
ভোগসামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত ॥
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক ॥
অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥
পঞ্চগব্যে পঞ্চামৃতে (১) স্নান করাইঞা।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিঞা ॥
পুনঃ তৈল দিঞা কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খগঙ্গোদকে (২) কৈল স্নান সমাপন ॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল ॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যে কিছু আইল ॥
সুবাসিত জল নব পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া সে তাম্বুল নিবেদিল ॥
আরাত্রিক করি কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্ম সমর্পণ ॥
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূমচূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥
কুম্ভকার-ঘরে ছিল যতেক মৃদ্ভাজন।
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন ॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জনা চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ ॥
বন্য শাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া বড়ি কড়ি (৩) করে বিপ্রগণ ॥
জনা পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি ॥
নববস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥
তার পাশে রুটিরাশি উপপর্ব্বত হইল।
সূপ আদি ব্যঞ্জনভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী (৪)
পায়স মাথন সর পাশে ধরি আনি ॥
হেনমতে অন্নকূট (৫) করিয়া সাজন।
পুরী-গোঁসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোঁসাঞি।
তাঁর ঠাঁঞি গোপালের লুকা কিছু নাই ॥
একদিন উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল প্রভাবে হয় অন্যে না জানিল ॥
আচমন দিয়া দিল বিড়ক সঞ্চয় (৬)।
আরতি করিল লোকে করে জয় জয় ॥
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ॥
তৃণটাটি দিয়া চারিদিক্ আবরিল।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥
পুরী-গোঁসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আবাল-বৃদ্ধ গ্রামে লোক করাহ ভোজনে ॥

(১) পঞ্চগব্য—গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি।

(২) শঙ্খ গঙ্গোদক—শঙ্খজল ও গঙ্গাজল।

(৩) কড়ি—দধি ও বেসন সংযোগে প্রস্তুত-করা ব্রজবাসীদিগের খাদ্য বিশেষ।

(৪) শিখরিণী—দুগ্ধ, দধি, চিনি, ঘৃত, মধু, মরীচ, বীড় লবণ ও কর্পূর এই সমস্ত দ্রব্যে প্রস্তুত হয়। এই শিখরিণী ভীম প্রস্তুত করেন এবং ভগবান্ শ্রীমধুসূদন ভক্ষণ করেন।

(৫) অন্নকূট—অন্নপর্ব্বত।

(৬) বিড়ক—পানের খিলি।

সবে বসি ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥
অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সব প্রসাদ পাইল॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্বে অন্নকূট যৈছে হৈল সাক্ষাৎকার(১)॥
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা মধ্যে সবা নিয়োজিল॥
পুনঃ দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান॥
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল।
আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল॥
একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিঞা।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা॥
রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন।
পুরী-গোঁসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ॥
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিঞা ধরিল॥
পূর্ব্বদিন প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন॥
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি॥
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল-দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক॥
আশ পাশ ব্রজভূমে যত গ্রাম সব।
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব॥
গোপাল প্রকট শুনি নানাদেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিল আসিতে॥

মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি॥
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, ভক্ষ্য উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল কেহত প্রাচীর॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল॥
গৌড় হৈতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী-গোঁসাঞি রাখিল তাঁরে করিয়া যতন॥
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয় পুরীর আনন্দ বাড়িল॥
এই মতে বৎসর দুই করিল সেবন।
একদিন পুরী-গোঁসাই দেখিল স্বপন॥
গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়॥
মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে॥
স্বপ্ন দেখি পুরী-গোঁসাঞি হৈল প্রেমাবেশ।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ॥
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিয়া স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন॥
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে॥
তাঁর ঠাঞি মন্ত্র নিল যতন করিঞা।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিঞা॥
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখিয়া বিহ্বল হৈল মন॥
নৃত্য গীত করি জগমোহনে (২) বসিলা।
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে ইহা হৈল অনুমানে॥
যেমন ইহা ভোগ লাগে সকল শুনিব।
তেমত অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাব॥

(১) দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করিয়া গিরি গোবর্দ্ধনের পূজা ও তাঁহাকে অন্নকূট ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীও সেইরূপ বৃহৎ অন্নকূট করিয়াছিলেন।

(২) জগমোহন—মন্দিরের সম্মুখস্থ যে দালান হইতে বিগ্রহ দেখা যায় তাহার নাম জগমোহন।

এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে ॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান ॥
গোপীনাথের ক্ষীর বলি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরী-গোঁসাই কিছু মনে বিচারিল॥
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি (১) আরতি বাজিল॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহিরে আইলা কিছু না কহিল আর ॥
অযাচিত-বৃত্তি (২) পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত, নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানি অপরাধে ॥
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥
নিত্য কৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপ্নে ঠাকুর আসি তাঁরে বলিলা বচন ॥
উঠহ পূজারী কর দ্বার-বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ ॥
ধড়ার(৩) অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায়॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥
স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥

ধড়ার আঁচল-তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইল বাহির ॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধব-পুরীকে চাহিঞা(৪)॥
ক্ষীর লহ এই, যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥
এত শুনি পুরী-গোঁসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল ॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ সে ইহার বশ হয় যথোচিত ॥
এত বলি নমস্করি গেলেন ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিল পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি (৫) রাখিল॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন ॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল লোকসব শুনি।
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা(৬) জানি॥
এই ভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেই খানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি ॥
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায় ॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি ॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত ॥

(১) সরি—সম্পাদিত হইয়া, শেষ হইয়া।
(২) অযাচিত বৃত্তি—প্রার্থনা না করিতেই যদি কেহ আপনা হইতে কিছু দেয়, তবে তাহা দ্বারা যে জীবন ধারণ করে এমন।
(৩) ধড়ার—বস্ত্রের।
(৪) চাহিঞা—খুঁজিয়া।
(৫) ঠিকারি—মৃন্ময় ক্ষীরপাত্রের খোলা। কোথাও 'ঝিকরা' পাঠ।
(৬) প্রতিষ্ঠা—সুখ্যাতি।

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইঞা।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লঞা (১)॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন (২)॥
জগন্নাথ সেবক যত যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল শ্রীগোপাল বৃত্তান্ত॥
গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিল যতন॥
রাজপাত্র (৩) সনে যার যার পরিচয়।
তাঁরে মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয়॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরী-গোঁসাইর সঙ্গে দিল সম্বল (৪) সহিতে॥
ঘাটী-দান ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরী-গোঁসাইর করে॥
চলিল মাধবপুরী চন্দন লঞা।
কত দিনে রেমুণাতে মিলিল আসিঞা॥
গোপীনাথ চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিল অপার॥
পুরী দেখি সেবকগণ সম্মান করিল।
ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষ রাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন॥
গোপাল আসিয়া কহে শুনহ মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কর্পূর সহিত ঘসি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
ইঁহাকে চন্দন দিলে মোর তাপ ক্ষয়॥

দ্বিধা না করিহ কিছু না ভাবিহ মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥
এত বলি গোপাল গেল গোঁসাই জাগিল।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিল॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন॥
ইঁহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র (৫) ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥
পুরী কহে এই দুই ঘসিবে চন্দন।
আর দুইজন দেহ দিব যে বেতন॥
এমতে চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘসিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত॥
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চারিমাস আনন্দে রহিলা॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান্ কেহ নাহি আর॥
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি!
অতএব নাম হইল ক্ষীরচোরা হরি॥
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী-গোসাঞির প্রেম উথলিল॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥

(১) লাগ লঞা—পাছ লইয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ।
(২) যদ্যপি…বন্ধন—মাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী হইতে পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু গোপালের চন্দন আহরণরূপ সেবার জন্য তাহা পারিলেন না।
(৩) রাজপাত্র—রাজকর্ম্মচারী।
(৪) সম্বল—পথব্যয়।

(৫) স্বতন্ত্র—স্বেচ্ছাময়।

পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করিয়ে বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পরমবিরক্ত (১) মৌনা (২) সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা (৩) ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গবিহীন॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে (৪) চন্দন মাগিঞা॥
ভোকে (৫) রহে তবু অন্ন মাগিঞা না খায়।
হেন মতে চন্দনভার বহি লঞা যায়॥
মোণেক (৬) চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাব এই আনন্দ প্রচুর॥
উৎকলের দানী (৭) রাখে চন্দন দেখিঞা।
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া॥
ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি (৮) অপার।
কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার॥
সঙ্গে এক বট (৯) নাহি ঘাটী-দান দিতে।
তথাপি উৎসাহ হৈল লইয়া যাইতে॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥
এই তাঁর গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গণিল॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্॥
এই ভক্ত ভক্তিপ্রিয় কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেছ আমা সবার নাহি অধিকার॥

(১) বিরক্ত—নিস্পৃহ।
(২) মৌনী—বৃথালাপ-বর্জ্জিত।
(৩) গ্রাম্যবার্ত্তা—বৈষয়িক কথা।
(৪) বুলে—ভ্রমণ করেন।
(৫) ভোকে—ক্ষুধায়।
(৬) মোণেক—এক মণ।
(৭) দানী—পথকর-গ্রাহক।
(৮) জগাতি—চুঙ্গী, বিক্রেয় দ্রব্যের কর আদায়ের স্থান। কেহ 'জগাতি' অর্থ 'জঙ্গল' বলেন।
(৯) বট—কপর্দ্দক, এক কড়া কড়ি।

এত বলি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্র জগৎ করেছে আলোক॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার (১০)।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী।
তাঁহার কৃপায় স্ফুরে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠা জন (১১)॥
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যম্

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—অয়ি দীনদয়ার্দ্র (উৎকটবিরহ-কাতরাঃ গোপীঃ প্রতি কৃপাপরবশ)! হে নাথ! হে মথুরানাথ! হে দয়িত (হে প্রিয়)! কদা অবলোক্যসে (দৃশ্যসে), ত্বদলোককাতরং (তব অদর্শনেন ব্যাকুলং) হৃদয়ং (মনঃ) ভ্রাম্যতি (ঘূর্ণতে) অহং কিং করোমি (কেন উপায়েন তব দর্শনং করোমি)।

অনুবাদ।—হে দীনদয়ার্দ্র! হে নাথ! হে মথুরানাথ! হে প্রাণাধিক প্রিয়! আমি কবে তোমার দর্শন পাইব। আমার হৃদয় তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া অস্থির হইতেছে, আমি কি করিব তাহা উপদেশ দাও॥ ২॥

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিতে॥
আস্তেব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥

(১০) মলয়জসার—চন্দনকাষ্ঠ।
(১১) চৌঠ জন—অর্থাৎ শ্রীরাধা, মাধবেন্দ্র-পুরী ও মহাপ্রভু ব্যতীত চতুর্থ ব্যক্তি।

প্রেমোন্মাদ হইল উঠি ইতিউতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে হাসে কান্দে নাচে গায়॥
অয়ি দীন অয়ি দীন বলে বার বার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী বহে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ (১) বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য (২) কভু গর্ব্ব দৈন্য॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল (৩) প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল॥
ঠাকুরে শয়ন করাই পূজারী হৈলা বাহির।
প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বারক্ষীর (৪)॥

(১) স্তম্ভ—ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টারাহিত্য, শূন্যতা ও নিশ্চলতা। "স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ। তত্র রাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ॥"

(২) নির্ব্বেদ—অত্যধিক দুঃখ, বিচ্ছেদ, ঈর্ষ্যা এবং কর্ত্তব্যের অনাচরণাদি-জনিত শোকযুক্ত আত্মাপমানের নাম নির্ব্বেদ। 'মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষা-সদ্বিবেকাদি-কল্পিতম্। স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে॥"

জাড্য—ইষ্টানিষ্টের শ্রবণদর্শন ও বিরহাদি-জনিত বিচারশূন্যতা। "জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ। বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থা পরাপি চ।"

(৩) উঘাড়িল—উদ্ঘাটিত হইল, অর্থাৎ খুলিয়া গেল।

(৪) বারক্ষীর—ক্ষীরপূর্ণ বারটি ভাণ্ড।

ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর হৈল॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া (৫) দিল।
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চজনে (৬) বাঁটিয়া খাইল॥
গোপীনাথরূপে যদি করিছে ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
নাম সংকীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইল।
মঙ্গল আরতি দেখি প্রভাতে চলিল॥
এইত আখ্যানে কহি দোঁহার (৭) মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তপ্রেমসীমা॥
গোপাল গোপীনাথপুরী-গোঁসাঞির গুণ।
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈল আস্বাদন॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই জন।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

(৫) বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া।

(৬) পঞ্চ জনে—চৈতন্য, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ এই পঞ্চ জন।

(৭) দোঁহার—শ্রীগোপীনাথ ও মাধবেন্দ্র পুরীর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রতিমাস্বরূপঃ ব্রহ্মণ্যদেবঃ যঃ হি পদ্ভ্যাং চলন্ বিপ্রকৃতে (ব্রাহ্মণস্য উপকারায়) শতাহগম্যং (দিবসশতেন গন্তব্যং) দেশং যযৌ (গতবান্), তং অদ্ভুতেহম্ (অদ্ভুতচেষ্টাযুক্তং) সাক্ষিগোপালম্ অহং নতোঽস্মি।

অনুবাদ।—যিনি প্রতিমাস্বরূপ হইয়া শতদিন-গম্যদেশ পদদ্বারা চলিয়া ব্রাহ্মণের উপকার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত-চেষ্টাযুক্ত সাক্ষিগোপালকে নমস্কার করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম।
বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণাম॥
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন॥
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
আবিষ্ট হঞা কৈল গোপাল স্তবন॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা শুনি লোকমুখে।
সেই কথা প্রভু আগে কহে মহাসুখে॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন॥
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হৈঞা॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখি গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ বন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়॥
কেশীতীর্থে কালিয়হ্রদাদিতে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দোঁহার মন নিল হরি।
সুখ পাঞা রহে তথা দিন দুই চারি॥
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা তাঁর করেন সহায়॥
ছোট বিপ্র করে সদা তাহার সেবন।
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন॥
বিপ্র বলে তুমি মোর বহু সেবা কৈলে।
সহায় হইয়া আর তীর্থ করাইলে॥
পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে নাহি পাইলাম শ্রম॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান॥
ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেন যেই নাহি হয়॥
মহা-কুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন আর ধনবিদ্যাহীন॥
কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীত্যে করি তোমার সেবা ব্যবহার॥
ব্রাহ্মণ সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ্ বাড়ায়॥
করিয়ে তোমার সেবা আমার ব্যবহার।
এই অসম্ভব কথা না কহিবে আর॥

বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিলুঁ নিশ্চয়॥
ছোট বিপ্র বলে তোমার স্ত্রী পুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব॥
তা সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যা দান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে॥
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে॥
বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজ ধন।
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন॥
তোমাকে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার॥
ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল॥
তুমি জান ইহাঁরে কন্যা আমি দিল।
ছোট বিপ্র বলে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু যদি অন্যথা দেখি॥
এত বলি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে॥
দেশে আসি দুইজন গেলা নিজ ঘর।
কতদিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তর॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিলুঁ কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিবে নিশ্চয়॥
একদিন নিজলোকে একত্র করিল।
তাঁ সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল॥
শুনি সব গোষ্ঠী তাঁর করে হাহাকার।
ঐছে বাৎ মুখে তুমি না কহিবে আর॥
নীচে কন্যা দিবে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস॥
বিপ্র বলে তীর্থবাক্য কেমনে করি আন(১)।
যে হউক সে হউক তারে দিব কন্যাদান॥
জ্ঞাতিলোক কহে মোরা তোমাকে ছাড়িব।
স্ত্রীপুত্রাদি কহে বিষ খাইয়া মরিব॥

বিপ্র বলে সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়(২)
জিতি কন্যা লবে মোর, আর ধর্ম্ম যায়॥
পুত্র বলে প্রতিমা সাক্ষী সেই দূরদেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে॥
নাহি কহি না কহিছি এ মিথ্যা বচন।
সবে কহ মোর কিছু নাহিক স্মরণ॥
তুমি যদি কহ আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ব্রাহ্মণেরে ন্যায় করি জিনি॥
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন।
দুই রক্ষা কর গোপাল লইনু স্মরণ॥
এই মত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল।
আর দিনে লঘু বিপ্র(৩) তাঁর ঘরে আইল॥
আসিঞা পরম ভক্ত্যে নমস্কার করি।
বিনয় করিঞা কহে কর দুই যুড়ি॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার॥
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি॥
অরে অধম মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে॥
বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাঞা গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল॥
সব লোক বিপ্রে তবে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল॥
ইহঁ মোরে কন্যা দিতে কৈল অঙ্গীকার।
এবে যে না দেন পুছ ইহাঁর ব্যবহার॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেন না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥
বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক স্মরণ॥
এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্যছল পাঞা।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞা॥

(১) আন—অন্যথা।

(২) ন্যায়—অভিযোগ, নালিশ।
(৩) লঘু বিপ্র—ছোট বিপ্র।

তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি দুষ্টের লইতে হৈল মন॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল॥
সব ধন লঞা কহে চোরে লৈল ধন।
কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে॥
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয়॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য বচন॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা॥
তবে মুঞি নিষেধিনু শুন দ্বিজবর।
"তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ তাতে কুলহীন॥"
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
তোরে কন্যা দিব তুমি করহ স্বীকার॥
তবে আমি কহিলাঙ শুন মহামতি।
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির না হবে সম্মতি॥
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন॥
কন্যা তোরে দিব দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে॥
তবে আমি কহিলাঙ দৃঢ় করি মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
তবে ইহ গোপালেরে আসিঞা কহিল।
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিঞা।
কহিলাম তাঁর পদে মিনতি করিঞা॥
যদি মোরে এই বিপ্র না দিবে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা হইও সাবধান॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥

তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা॥
তবে আমি কন্যা দিব জানিহ নিশ্চয়।
তাঁর পুত্র কহে ভাল এই বাৎ হয়॥
বড় বিপ্রের মনে কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহ করিবে প্রমাণ॥
পুত্রের মনে প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে
দুই বুদ্ধ্যে দুই জন হইলা সম্মতে॥
ছোট বিপ্র বলে পত্র করহ লিখন।
পুনঃ যেন নাহি টলে এ সব বচন॥
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সর্ব্বজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহাঁর নাহি কভু মন।
স্বজন মৃত্যুভয়ে কহে লট্‌পটি (১) বচন॥
ইহাঁর পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু॥
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে॥
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ॥
ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হঞা সদয়॥
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়॥
কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি যাহ স্বভবন।
সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাহাঁ সাক্ষী দিব।
প্রতিমা স্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব॥
বিপ্র বলে যদি হও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তবু কেহ না করিবে তাহাতে প্রতীতি॥

(১) লট্‌পটি—গোলমেলে।

এই মূর্ত্তিতে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তুমি সর্ব্বলোক মানে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাহ না শুনি।
বিপ্র বলে প্রতিমা হঞা কহ কেন বাণী॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য করণ॥
হাসিঞা গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমা পাছে পাছে আমি করিব গমন॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেইস্থানে॥
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবে॥
এক সের অন্ন মোরে করিহ সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন॥
এইমত চলি বিপ্র নিজ দেশে আইল।
গ্রামের নিকটে আসি মনেতে চিন্তিল॥
এবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমন॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহেন তবু নাহি কিছু ভয়॥
এত ভাবি সেই বিপ্র ফিরিঞা চাহিল।
হাসিঞা গোপাল দেব তাহাঁই রহিল॥
ব্রাহ্মণেরে কহে তুমি যাহ নিজ ঘর।
এথায় রহিব আমি না যাব অতঃপর॥
তবে সেই বিপ্র গিয়া নগরে কহিল।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিঞা লোক দণ্ডবৎ করে॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত।
প্রতিমা চলিঞা আইলা শুনিঞা বিস্মিত॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর॥
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাম দোঁহে মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর॥
যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করের দয়া তব সর্ব্বলোকে জানে॥
গোপাল রহিলা দোঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোক জন॥
সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
সাক্ষিগোপাল বলি নাম খ্যাতি হইল॥
এইমত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥
উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম নাম।
সেই দেশে জিনি লৈল করিয়া সংগ্রাম॥
সেই রাজা জিনিয়া লইল সিংহাসন।
মাণিক সিংহাসন নাম অনেক রতন॥
পুরুষোত্তম দেব সেই বড় ভক্তবর্য্য (১)।
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লঞা সেই কটকে আইল॥
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্য সিংহাসন।
কটকে গোপাল সেবা করিল স্থাপন॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে।
ভক্তে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয়॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে॥

(১) বর্য্য—শ্রেষ্ঠ।

বালক-কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে।
মুক্তা পরাহ তুমি যা চাহিয়াছ দিতে ॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজাকে কহিল।
রাজা সহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা।
মহামহোৎসব কৈলা আনন্দিত হঞা ॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি॥
নিত্যানন্দ মুখে শুনি গোপাল-চরিত।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত সহিত ॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণে দেখে যেন দোঁহে একমূর্ত্তি ॥
দোঁহে এক বর্ণ দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর দোঁহার স্বভাব গম্ভীর ॥
মহাতেজোময় দোঁহে কমল-নয়ন।
দোঁহার ভাবাবিষ্ট মন চন্দ্র-বদন ॥
দোঁহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি (১) করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥
এইমত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া ॥
ভুবনেশ্বর পথে যৈছে করিলা গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
কমলপুরে আসি ভার্গী নদী স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড যে ধরিল ॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
হেথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে ॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া ॥
জগন্নাথের দেউল (২) দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈলা সবে নাচে গায়।
প্রেমাবিষ্টে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥
হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন ॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা।
তাহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ বলে দণ্ড হৈল তিন খণ্ড ॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু ॥
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কোথা গেল কিছু না জানিল ॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড ॥
শুনি কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিল।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সবারে কহিল ॥
নীলাচলে আনি মোরে সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ডধন ছিল তাহা না রাখিলা ॥
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাব না যাব সহিতে ॥
মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু তুমি যাহ আগে।
আমি সব পাছে যাব নাহি যাব সঙ্গে ॥
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ এই প্রভুর মতি ॥
ইহঁ কেন দণ্ড ভাঙ্গে তিঁহ কেন ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া ক্রুদ্ধ হয় বুঝা নাহি যায় ॥
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে দোঁহা পদে যেই ভক্তি ধীর ॥
ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে পাইবে সেই গোপাল-চরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষি-গোপাল-চরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) ঠারাঠারি—চক্ষুভঙ্গী দ্বারা ইসারা।
(২) দেউল—মন্দির।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ
কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা
ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বভূমা (সর্ব্বতঃ মহান্) যঃ (গৌরচন্দ্রঃ) কুতর্ক-কর্কশাশয়ং (কুতর্কেণ কুজ্ঞানাশ্রিতেন ন্যায়শাস্ত্রেণ কর্কশঃ কুটিলঃ আশয়ঃ চিত্তং যস্য তাদৃশঃ) সার্ব্বভৌমং (বাসুদেবাখ্যং পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠং) ভক্তিভূমানং (ভক্তিমন্তম্) আচরৎ তং গৌরচন্দ্রং নৌমি।

অনুবাদ।—যিনি কুতর্ককঠিন-হৃদয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিমান্ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বতঃ মহান্ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইঞা।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হঞা ॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁকে করে দরশন।
পড়িছা(১) মারিতে তিঁহ কৈল নিবারণ ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌমের হৈল বিস্ময় অপার ॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥
শিষ্য পড়িছা দ্বারা আনিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া ॥
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা ভট্টাচার্য্যের মন ॥
সূক্ষ্ম তূলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তূলা দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক-বিকার(২) ॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত(৩) ভাব হয় ॥
অধিরূঢ় মহাভাব(৪) যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥

---

(১) পড়িছা—ভৃত্যবিশেষ, মন্দির-সেবক (উড়িয়া ভাষা)।

(২) সাত্ত্বিক-বিকার—সাত্ত্বিকভাব; সাক্ষাৎ কিংবা কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু কৃষ্ণসম্বন্ধিভাব-সকলাক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে, সেই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন যে ভাব, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব বলে।

(৩) সূদ্দীপ্ত—কৃষ্ণপ্রেমে যখন দেহে অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবের একটি বা দুইটির বিকার দেখা দেয় তখন তাহাকে বলে ধূমায়িতা। আরও প্রবলতর ভাবে দুইটির অথবা তিনটির বিকার দৃষ্ট হইলে তাহাকে বলে জ্বলিতা; তিনটি বা চারিটি ভাবের বিকার প্রবলতর ভাবে দেখা দিলে ঐ ভাবকে বলে দীপ্তা, পাঁচটি অথবা সবগুলি ভাবের বিকার একসঙ্গে প্রকাশমান হইলে তাহাকে বলে উদ্দীপ্তা এবং উদ্দীপ্ত ভাবসমূহের পরাকাষ্ঠাকেই বলে সূদ্দীপ্ত। 'একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চধা সর্ব্ব এব বা। আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সূদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ। সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষ-কোটী-মাত্রৈব বিভ্রতি।

(৪) অধিরূঢ় মহাভাব—শুধু ব্রজগোপীতে লক্ষিত প্রেমের পরাকষ্ঠা স্বরূপ অমৃত-সদৃশ যে ভাব তাহাই মহাভাব, যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাব-সমূহ উদ্দীপ্ত তাহা রূঢ় মহাভাব। রূঢ় ভাবে লক্ষিত অনুভাবসমূহ হইতে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোন বৈশিষ্ট্য লাভ করিলে তাহাকে বলে অধিরূঢ় মহাভাব।

এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া॥
তাঁহা শুনি লোক কহে অন্যোন্যে বাত।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখিল জগন্নাথ॥
মূর্চ্ছিত হৈল চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লৈয়া গেলা ঘরে॥
শুনি সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইলা গোপীনাথ আচার্য্য॥
নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তিঁহ প্রভুতত্ত্ব-জ্ঞাতা॥
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হৈল বিস্ময়॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার।
তিঁহ আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার॥
মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥
নিত্যানন্দগোঁসাঞিরে আচার্য্য করিল নমস্কার।
সবে মেলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার॥
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবে লঞা॥
আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে॥
অন্যোন্যে লোকমুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভু অনুমান কৈল॥
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লঞা গেল আপন ভবন॥
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন।
দৈবে সেইক্ষণে হৈল তোমার দর্শন॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন॥
এত শুনি গোপীনাথ সবারে লঞা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হঞা॥
সার্ব্বভৌম স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈল॥
সার্ব্বভৌমে জানি সবা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দ প্রভুরে তিঁহ কৈল নমস্কারে॥
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষ মন॥
সার্ব্বভৌম পাঠাল সবা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজ-পুত্র দিল সবার সাথে॥
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ॥
সবে মিলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর-সেবক (১) মালা প্রসাদ আনি দিল॥
প্রসাদ পাঞা সবে আনন্দিত মনে।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভু-স্থানে॥
উচ্চ করি করে সবে নাম-সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি॥
সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন (২)।
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহাপ্রসাদান্ন॥
সমুদ্রে স্নান করি প্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল॥
সুবর্ণ থালিতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে (৩)॥
পীঠা পানা দেহ তুমি ইহাঁ সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে জুড়ি দুই করে॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥
এত বলি পীঠা পানা সব খাওয়াইল।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইল॥
আজ্ঞা মাগি গোপীনাথ আচার্য্যকে লঞা।
প্রভুর নিকটে আইলা ভোজন করিঞা॥

(১) ঈশ্বর-সেবক—জগন্নাথের সেবক।
(২) মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্নকৃত্য, স্নানাদি।
(৩) লাফ্‌রা ব্যঞ্জন—চার পাঁচটী দ্রব্য যোগে প্রস্তুত ব্যঞ্জন ঘণ্ট।

নমো নারায়ণায় বলি নমস্কার কৈল।
কৃষ্ণে মতি রহু বলি গোঁসাঞি কহিল॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল॥
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোঁসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহোঁ তাঁহার ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী (১) এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর (২) মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা (৩) পূজ্য করি মানি॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীত হৈয়া গোঁসাঞিরে কহিতে লাগিলা॥
সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস (৪)।
অতএব জানিহ তুমি আমি তব দাস॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন॥
তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা (৫)॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর একা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে আমার করিবে পালন॥
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহাতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি॥
ভট্ট কহে একলে না যাহ দরশনে।
আমা সঙ্গে যাবে কিবা আমার লোক সনে॥
প্রভু কহে মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব॥
গোপীনাথ আচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোঁসাঞিরে করাইও দরশন॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহে নির্জ্জন স্থান।
তাঁহা বাসা দেহ তবে কর সমাধান॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা॥
মুকুন্দ দত্ত আইল সার্ব্বভৌম স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিল বচনে॥
প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাড়ে ইহার উপর॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইহার শুনিতে হয় মন॥
গোপীনাথ কহে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহাধন্য॥
সার্ব্বভৌম কহে ইহাঁর নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম (৬)॥
গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাহি বাহ্যাপেক্ষা (৭)
অতএব বড় সম্প্রদায়েতে উপেক্ষা॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥

(১) বিশারদ—সার্ব্বভৌমের পিতা। সমাধ্যায়ী—এক গুরুর নিকট সমান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন যাঁহারা, সমপাঠী।

(২) তাঁর—বিশারদের।

(৩) দোঁহা—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও মিশ্র পুরন্দর।

(৪) সহজেই···সন্ন্যাস—তোমার স্বভাবের গুণেই তুমি আমার পূজনীয়। তদুপরি সন্ন্যাসী বলিয়াও পূজনীয়, কারণ সন্ন্যাসিমাত্রই গৃহস্থাশ্রমীর পূজ্য।

(৫) উপকর্ত্তা—হিতকারী; কারণ বেদান্তপাঠ সন্ন্যাসিগণের অবশ্যকর্ত্তব্য।

(৬) ভারতী সম্প্রদায়—শঙ্করাচার্য্য অপরাধবিশেষে কতিপয় শিষ্যের দণ্ড কাড়িয়া লয়েন। যাহাদের এককালে দণ্ড কাড়িয়া লয়েন, তাহারা হীন সম্প্রদায়। ভারতীর অর্দ্ধ দণ্ড থাকায় মধ্যম সম্প্রদায় ও তীর্থ ও আশ্রম প্রভৃতি নিরপরাধ হওয়ায় উত্তম সম্প্রদায় সন্ন্যাসী।

(৭) বাহ্যাপেক্ষা—অর্থাৎ উত্তম সম্প্রদায় হেতুক বাহ্যিক মর্য্যাদালাভের আশা।

নিরন্তর ইহাঁকে আমি বেদান্ত শুনাব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে (১) প্রবেশ করাব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট (২) দিয়া।
সংস্কার করি উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা॥
ভট্টাচার্য্য তুমি ইহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাঁতেই সীমা (৩)॥
তাহাতে বিখ্যাত ইহোঁ পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কি প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে (৪)॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে (৫)
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাঁহারে।
সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥

(১) বৈরাগ্য—প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি, জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞানে তাহাতে আসক্তির অভাব। অদ্বৈতমার্গ—শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রদর্শিত জীবব্রহ্মের একতা ও তদিতরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক মত-বিশেষ; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন জগৎ বলিয়া কোন বস্তু নাই, এই জ্ঞানপথকে অদ্বৈতমার্গ বলে।

(২) যোগপট্ট—সন্ন্যাস গ্রহণের বস্ত্র-বিশেষ; সন্ন্যাসীদিগের যে বস্ত্রদ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বন্ধন হয়; পৃষ্ঠ ও জানু বলয়ের ন্যায় দৃঢ়ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া যে বস্ত্র উর্দ্ধে থাকে, তাহার নাম যোগপট্ট।

(৩) ইহাঁতেই সীমা—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই স্বয়ং ভগবান্।

(৪) বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ইত্যাদি—বিজ্ঞ-মতে অর্থাৎ বিজ্ঞগণ ইহাঁর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করি-য়াছেন বলিয়া, এবং ইহাঁর ঈশ্বর-লক্ষণ দেখিয়া আমরা ইহাকে ঈশ্বর বলি।

(৫) আচার্য্য কহে ইত্যাদি—ঈশ্বরজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরকে যথাযথ অনুভব অনুমানে হয় না। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের কেবল অস্তিত্বমাত্র অনুভূতি হইয়া থাকে, কিন্তু যথাযথ ঈশ্বরজ্ঞান কেবল ঈশ্বরের কৃপায় হয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।২৮ শ্লোকঃ

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥২

অন্বয়ঃ।—তথাপি হে দেব! তে পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ (চরণ-কমলদ্বয়ানুকম্পাকণয়া সৌভাগ্যযুক্তঃ) এব হি ভগবন্! 'তে' মহিম্নঃ (ঐশ্বর্য্যস্য) তত্ত্বম্ জানাতি অন্যঃ (কৃষ্ণানুগ্রহ-বিহীনঃ) একঃ চিরম্ বিচিন্বন্ (বিচারয়ন্) অপি ন চ।

অনুবাদ।—[ব্রহ্মা কহিলেন] হে দেব! হে ভগবন্! তোমার চরণকমলদ্বয়ের অনুগ্রহের লেশমাত্র দ্বারা অনুগৃহীত হইলেই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, কিন্তু কৃষ্ণ-কৃপাবিহীন কোন ব্যক্তি চিরকাল বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না॥ ২॥

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞান কভু নহে॥
সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বরকৃপা ইথে কি প্রমাণে॥
আচার্য্য কহে বস্তুবিষয়ে বস্তুজ্ঞান (৬)।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥
ইহাঁর শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥

(৬) 'বস্তুবিষয়ে……কৃপাতে প্রমাণ'।—কোন বস্তুর বিষয় বা শক্তি দ্বারাই ঐ বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ বোধ জন্মে—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই অগ্নিকেও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার কৃপা আবশ্যক। ভগবানের কৃপাবলে তাঁহার কার্য্যাবলী দ্বারা তাঁহার স্বভাবকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।

তবুত ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়ায় করে এই ব্যবহার ॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন ॥
ইষ্টগোষ্ঠী(১) বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি কিছু না লইও দোষ ॥
মহাভাগবত (২) হয় চৈতন্য গোঁসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাই ॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান ॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ হঞা তুমি কর অভিমানে ॥
ভাগবত ভারত (৩) দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান ॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তাঁর নাম ॥
প্রতিযুগে করে কৃষ্ণ যুগ অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৮মে অধ্যায়ে ৯মে শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যম্

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য
গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত
ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩

অন্বয়াদি আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

(১) ইষ্ট গোষ্ঠী—তত্ত্বনিশ্চয় করিবার নিমিত্ত সভা।
(২) মহাভাগবত—পরম ভগবদ্ভক্ত।
(৩) ভাগবত ভারত—শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত।

তথাহি—তত্রৈব ১১শে স্কন্ধে, ৫মে অধ্যায়ে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যম্

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং
সঙ্গো-পাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈ-
র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৪

অন্বয়াদি আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪ ॥

তথাহি—মহাভারতে দানধর্ম্মে নবতিতমশ্লোকঃ

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো
বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো
নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৫

অন্বয়াদি আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৮ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর ভূমিতে (৪) যেন বীজের রোপণ ॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে ॥
তোমার শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।৪।৩১

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যচ্ছক্তয়ঃ (যস্য বহিরঙ্গাঃ মায়াবিদ্যা-শক্তয়ঃ) বদতাং বাদিনাং (পূর্ব্বোত্তরপক্ষাশ্রিতানাং) বিবাদসংবাদভুবঃ (তর্কবিষয়স্য মীমাংসাবিষয়স্য চ) বৈ ভবন্তি, এষাং (বিবাদশীলানাম্) আত্মমোহং চ মুহুঃ কুর্ব্বন্তি, অনন্তগুণায় ভূম্নে (পরমাত্মনে) তস্মৈ নমঃ।

অনুবাদ।—যাহার মায়া প্রভৃতি শক্তি সকল তর্ক ও মীমাংসার উৎপত্তির হেতু হয় এবং তাহাদিগের মনকে বারংবার মোহিত করে, সেই অনন্তগুণ এবং অপরিচ্ছিন্ন মহিমান্বিত ভগবান্‌কে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

(৪) ঊষর ভূমি—অনুর্ব্বরা ভূমি।

তথাহি—তত্রৈব ১১।২২।৩

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং ন দুর্ঘটম্॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তিঃ] যথা ব্রাহ্মণাঃ ভাষন্তে (নির্ণীতবন্তঃ) তৎ চ সর্ব্বত্র যুক্তম্। মদীয়াং (মম) মায়াম্ উদ্‌গৃহ্য (স্বীকৃত্য) বদতাং কিমপি দুর্ঘটং ন।

অনুবাদ।—(ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন) হে উদ্ধব! ব্রাহ্মণগণ যাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা অযুক্ত নহে, যেহেতু সর্ব্বত্রই সকল তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে, আমার মায়া স্বীকার করিয়া যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা কিছুই দুর্ঘটন নহে॥ ৭

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোঁসাঞিস্থানে।
আমার নামে গণ সহিত কর নিমন্ত্রণে॥
প্রসাদ আনি তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইও শিক্ষা॥
আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দাস্তুতি হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ॥
গোঁসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ (১)।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ॥
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করে কি দোষ ইহাতে॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা॥
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই সে কর্ত্তব্য মোর যেই তুমি কহ॥
সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে (২) সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কিনা বুঝ ইহা জানিতে না পারি॥
প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি॥
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার লাগি সেই পুছে পুনর্ব্বার॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া কর শব্দের লক্ষণা (৩)

(১) ঐছে মৎ কহ—ঐরূপ বলিও না অর্থাৎ নিন্দা করিও না।

(২) পুছে—জিজ্ঞাসা করে।

(৩) অভিধা—শব্দের যে শক্তি দ্বারা তাহার প্রধান অর্থের বোধ হয় তাহাকে বলে অভিধা। যেমন 'কাশী গঙ্গাতীরে অবস্থিত'—এখানে গঙ্গা-শব্দের অভিধা বৃত্তি দ্বারা ইহাতে একটি জল প্রবাহকে বুঝাইতেছে। কিন্তু 'তিনি গঙ্গাবাসী' হইয়াছেন—এখানে গঙ্গাশব্দে আর জলপ্রবাহকে না বুঝাইয়া তাহার তীরকে বুঝাইতেছে। শব্দের এইরূপ অর্থপ্রকাশের শক্তির নাম লক্ষণা।

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান (১)।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ-পুরাণে করে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে সেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬ অং ২১ শ্লোকঃ

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥ ৮

অন্বয়ঃ।—যা যা শ্রুতিঃ (বেদমন্ত্রঃ) নির্ব্বিশেষং (ব্রহ্মণঃ বিশেষরহিতভাবং কেবলচিন্মাত্রং, নিরাকারং) জল্পতি (প্রকাশয়তি) সা সা (শ্রুতিঃ) সবিশেষম্ (নামরূপগুণলীলাদিরূপং, সাকারম্) এব অভিধত্তে। তাসাং (শ্রুতীনাং) বিচারযোগে সতি (সূক্ষ্মানুশীলনেন) হন্ত (আশ্চর্য্যে) প্রায়ঃ (বাহুল্যেন) সবিশেষম্ এব বলীয়ঃ।

অনুবাদ।—যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে নিরাকার বলিতেছেন, সেই সেই শ্রুতিই মুখ্যবৃত্তিদ্বারা তাঁহাকে সাকার বলিতেছেন। বিচার করিলে শ্রুতিগণের সবিশেষ কথন প্রায়ই বলবৎ দৃষ্ট হয়॥৮॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন (২)॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন (৩)॥
(৪) ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥

(১) 'প্রমাণের মধ্যে' ইত্যাদি—যথার্থ জ্ঞান যাহার দ্বারা হয়, তাহার নাম প্রমাণ। সেই প্রমাণ ১০ প্রকার যথা,—১ প্রত্যক্ষ, ২ অনুমান, ৩ উপমিতি, ৪ শব্দ, ৫ অর্থাপত্তি, ৬ অনুপলব্ধি, ৭ অভাব, ৮ সম্ভব, ৯ ঐতিহ্য, ১০ চেষ্টা। ইহার মধ্যে যেমন মায়ামুণ্ড দর্শনে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার এবং অচিরনির্ব্বাপিত বহ্নির ধূম দর্শনে অনুমানের ব্যভিচার দেখা যায় এইরূপ সকল প্রমাণই দূষিত। কিন্তু শ্রুতি অপৌরুষেয় বাক্য বলিয়া শ্রুতিবাক্যে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ না থাকায় শ্রুতি প্রধান প্রমাণ। সুতরাং শ্রুতি যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত।

(২) 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তী' ত্যাদি—শ্রুতির এই অর্থে ব্রহ্মে তিনটী কারক দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত ভূত জন্মে, ইহাতে ব্রহ্ম অপাদান কারক; যাহা দ্বারা জীবিত হইতেছে, ইহাতে ব্রহ্ম করণ কারক; এবং পরিণামে যাহাতে প্রবেশ করে, ইহা দ্বারা ব্রহ্ম অধিকরণ কারক। সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তুর উপর্য্যুক্ত কারকত্রয় হওয়া অসম্ভব নিমিত্ত ব্রহ্ম সবিশেষ।

(৩) ভগবানের দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, 'ভগবান্ বহু হৈতে ...প্রাকৃত মন নয়ন'। সৃষ্টির পূর্ব্বে 'তদৈক্ষত প্রজয়া বহু স্যাং' এই সকল শ্রুতিদ্বারা যখন ব্রহ্মের বহু হইতে মন হইল, তখন তিনি প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করিলেন। অবলোকন ক্রিয়া নয়ন ইন্দ্রিয় সাধ্য। সুতরাং যৎকালে প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করেন, তখন প্রাকৃত নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় নাই, অথচ ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়সাধ্য দর্শনক্রিয়া থাকায় নয়নেন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপাদিত হইল।

(৪) 'ব্রহ্ম শব্দদ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাদন করিতেছে' তাহা বলিতেছেন। 'ব্রহ্ম শব্দে......ব্রহ্ম সবিশেষ'—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ—বৃহদ্বস্তু, ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ইহাই বেদের নিগূঢ় অর্থ। অত্যন্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া পুরাণ বাক্যে তাহা নিশ্চয় করিয়াছেন।

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অং ৩০ শ্লোকে

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং
নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং
পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—নন্দগোপব্রজৌকসাং (নন্দরাজ-প্রমুখানাং ব্রজবাসিনাম্) অহোভাগ্যম্ অহো-ভাগ্যম্। যন্মিত্রং (যেষাং মিত্রং) পরমানন্দং (সচ্চিদানন্দং) পূর্ণং সনাতনং ব্রহ্ম।

অনুবাদ।—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাহাদের মিত্র, সেই নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য॥ ৯॥

অপাণি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ(১)॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১ শ্লোকঃ

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১০॥

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা
বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলা-
নবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥ ১১

অন্বয়ঃ।—হে নৃপ সর্ব্বগা (চিজ্জড়োভয়-গামিনী) যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ (জীবাখ্যশক্তিঃ) সা বেষ্টিতা (মায়াবৃতা) অত্র (ইহ সংসারে) সন্ততান্ (নানা-কর্ম্মফলভোগ জন্যান্) অখিলান্ সংসার তাপান্ অবাপ্নোতি (লভতে)।

অনুবাদ।—হে রাজন্! সর্ব্বগা ক্ষেত্রশক্তি অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া অখিল সংসার-তাপ প্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ
শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল
তারতম্যেন বর্ত্ততে॥ ১২

অন্বয়ঃ।—হে ভূপাল, তয়া (অবিদ্যয়া) তিরোহিতত্বাৎ (চিচ্ছক্তেঃ বিয়োগাৎ) চ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা সা শক্তিঃ সর্ব্বভূতেষু তারতম্যেন (অবস্থা-ভেদেন) বর্ত্ততে।

অনুবাদ।—হে ভূপাল! অবিদ্যাকর্ত্তৃক আবরণ নিমিত্ত জীবশক্তি সর্ব্বভূতে তারতম্যরূপে (উচ্চ নীচ অবস্থায়) বর্ত্তমান আছে॥ ১২॥

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভধৃত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় ১ অংশে ১২ অং ৬৯ শ্লোকঃ

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ
ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা
ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৩॥

(১) অপাণি শ্রুতি। ইত্যাদি—'অপাণি-পাদো জবনো গৃহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' ইত্যাদি শ্রুতির নাম অপাণি শ্রুতি, "ব্রহ্মের হস্ত নাই গ্রহণ করিতে পারেন, পদ নাই বেগে ধাবিত হইতে পারেন, চক্ষু নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন" এই অর্থ। গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সাধ্য। হস্ত প্রভৃতির অভাবে গ্রহণাদি হইতে পারে না অথচ ব্রহ্মের হস্তাদি নাই। সুতরাং ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত প্রভৃতি নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত হস্ত প্রভৃতি আছে ইহা প্রতিপাদিত হইল।

সৎ চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীব ভেদ (১)।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহ ত অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭ অধ্যায়ে ৫মে শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো
যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ১৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৪॥

ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্ব গুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক-বাদ বৌদ্ধকে অধিক (২)॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥

পরিণাম-বাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগত যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র হয়॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥
'তত্ত্বমসি' জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥
এইমত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ (৩) অপার করিল॥
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি (৪) অনেক উঠাল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজমত (৫) যে স্থাপিল॥
ভগবান্ সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়ে।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়ে॥
আর যে যে কিছু কহে সকল কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পে লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

তথাহি—পদ্মপুরাণে ৬২ অধ্যায়ে একত্রিংশ-
শ্লোকে শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ
জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ
সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ১৫

(১) 'মায়াধীশ……ঈশ্বরের সনে'। 'স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ' ইত্যাদি 'মহাপ্রামাণিক শাস্ত্রবাক্যদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে যাঁহার বশে মায়া তিনি ঈশ্বর, এবং মায়ার বশ জীব।

(২) বৌদ্ধগণ বেদ মানে না সুতরাং তাহারা নাস্তিক হইবেই কিন্তু তুমি বেদকে আশ্রয় করিয়াও নাস্তিক।

(৩) পূর্ব্বপক্ষ—বিবাদ।

(৪) বিতণ্ডা—স্বপক্ষস্থাপনা, মিথ্যা বিচার। ছল—বাক্যদূষণ বিশেষ, শাঠ্য অর্থাৎ বিচার-কালে প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গত কথা না বলিয়া শঠতা করা। নিগ্রহ—নিরাকরণ, ভৎর্সনা অর্থাৎ বিচারকালে প্রতিপক্ষকে ক্ষুব্ধ করিবার নিমিত্ত অকারণ ভৎর্সনা।

(৫) নিজমত—অর্থাৎ বেদমত।

অন্বয়ঃ—ত্বং চ কল্পিতৈঃ (মিথ্যানির্ম্মিতৈঃ) স্বাগমৈঃ (নিজতন্ত্রাদিভিঃ) জনান্ (মনুষ্যান্) মদ্বিমুখান্ কুরু, মাঞ্চ গোপয়, যেন (গোপনেন) এষা সৃষ্টিঃ (সংসারপ্রবৃত্তিঃ) উত্তরোত্তরা স্যাৎ।

অনুবাদ।—[ভগবান্ কহিলেন, হে মহাদেব] তুমি কল্পিত তন্ত্রদ্বারা মনুষ্যসকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর। তাহাদ্বারা উত্তরোত্তর এই সৃষ্টি বৃদ্ধি হইবে॥ ১৫॥

তত্রৈব—২৫ অধ্যায়ে ৭মে শ্লোকে দেবীং প্রতি শ্রীশিববাক্যম্

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং
প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি
কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—হে দেবি (হে ভবানি)! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা (শঙ্করাচার্য্যরূপেণ) ময়া এব বিহিতং মায়াবাদং (জগন্মিথ্যা ইতি বাদম্) অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধম্ উচ্যতে।

অনুবাদ।—মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র, যাহাকে সজ্জনে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলেন, আমিই ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা বিধান করিয়াছি॥ ১৬॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—নির্গ্রন্থাঃ (হৃদয়জকামগ্রন্থিহীনাঃ) অপি আত্মারামাঃ (কৃষ্ণক্রীড়নশীলাঃ) চ মুনয়ঃ উরুক্রমে (অজিতে কৃষ্ণে) অহৈতুকীম্ (অন্যাভিলাষশূন্যাং) ভক্তিং কুর্ব্বন্তি। হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

অনুবাদ।—আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করেন, (অর্থাৎ অহঙ্কাররূপ গ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণও বিপুলবিক্রম ভগবানে স্বসুখাদি ফলাভিসন্ধিরহিত ভক্তি করেন), এমনই ভগবানের গুণ॥ ১৫॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥
প্রভু কহে তুমি অর্থ কর তাহা শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি॥
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান॥
নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র মত লৈয়া।
শুনি প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥
ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে ঐছে কার নাহি শক্তি
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়॥
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল॥
আত্মারাম শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়॥
তত্তৎপদ প্রাধান্যে আত্মারাম লৈয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায়ী হৈয়া॥
ভগবান্ তাঁর শক্তি তাঁর ভক্তগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন॥
অন্য যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিন (১) হয়ে সিদ্ধ সাধকের মন॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এই মত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান॥
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার॥
ইঁহোত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিঞা।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হঞা॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥

(১) এই তিন—ভগবান্, তাঁহার শক্তি ও তাঁহার গুণ।

দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরে সব তত্ত্ব।
নাম প্রেম দান আদি বর্ণের মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুগণ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি॥
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহাকে কৃপা কৈল ভালমতে॥
তবে ভট্টাচার্য্য প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা॥
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভুর হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা॥
অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥

বাহিরে প্রভুর তিঁহো পাইল দর্শন।
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহেত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাতে দিলা॥
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥
চৈতন্যপ্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥

তথাহি—পদ্মপুরাণম্।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি
নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং
নাত্র কালবিচারণা॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—শুষ্কং বা অপি পর্য্যুষিতং (পূর্ব্বদিনপক্বং) বা দূরদেশতঃ নীতম্ (আনীতং) মহাপ্রসাদান্নং প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং, অত্র কালবিচারণা ন।

অনুবাদ।—মহাপ্রসাদান্ন শুষ্ক হউক, পর্য্যুষিত হউক, আর দূরদেশ হইতে আনীত হউক, প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করিবে, ইহাতে কালবিচার নাই। (এই নিয়ম কেবল শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমহাপ্রসাদে দৃষ্ট হয়)॥ ১৮॥

তত্রৈব।—

ন দেশনিয়মস্তত্র
ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ-
র্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—তত্র (মহাপ্রসাদান্নভক্ষণে) দেশনিয়মঃ ন (নাস্তি) তথা কালনিয়মঃ ন। শিষ্টৈঃ প্রাপ্তম্ অন্নং (মহাপ্রসাদান্নং) দ্রুতং ভোক্তব্যম্ 'ইতি' হরিঃ অব্রবীৎ।

অনুবাদ।—মহাপ্রসাদ ভক্ষণ বিষয়ে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করিবে, ইহা শ্রীহরি বলিয়াছেন॥ ১৯॥

দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥

দুই জন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু ভৃত্য দোঁহা স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন॥
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে তোমা হইলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২য়ে স্কন্ধে ৭মে অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াম্
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥ ২০

অন্বয়ঃ।—স এব অনন্তঃ ভগবান্ যেষাম্ দয়য়েৎ (দয়াং কুর্য্যাৎ) তে চ যদি নির্ব্যলীকং (নিষ্কপটভাবেন) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ) আশ্রিতপদঃ (কৃষ্ণপাদৈকপ্রপন্নাঃ) দুস্তরাং (দুঃখেন তরণযোগ্যাং) দেবমায়াম্ অতিতরন্তি, এষাম্ শ্বশৃগালভক্ষ্যে (কুক্কুরশৃগালৈঃ ভক্ষণযোগ্যে দেহে) মম অহম্ ইতি ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন।

অনুবাদ।—পরন্তু সেই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারা যদি কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তবেই তাঁহারা দুরন্ত মায়া পার হইতে পারেন এবং মায়াবিভব জানিতে পারেন, আর কুক্কুর-শৃগালাদির ভক্ষ্য দেহেও তাঁহাদেরও 'আমি ও আমার' এরূপ বুদ্ধি থাকে না॥ ২০॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থান।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমান॥
চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান॥
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
হরি হরি বলি নাচে হাত-তালি দিয়া॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে॥
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব দুর্ম্মতি॥
ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন॥

তথাহি—বৃহন্নারদীয়বচনম্।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ২১॥

এই শ্লোকের অর্থ কৈল করিয়া বিস্তার।
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার॥
গোপীনাথ আচার্য্য বলে পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেইত হইল॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে॥
তুমি মহাভাগবত আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে॥
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল করহ যাঞা ঈশ্বর দর্শন॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইল ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিঞা॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিল।
নিজ বিপ্র হাতে দুই জনার সঙ্গে দিল॥
নিজ দুই শ্লোক লিখিয়া এক তালপাতাতে।
প্রভুকে দিও বলি দিল জগদানন্দ হাতে॥
প্রভুস্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দ-দত্ত পত্রী নিল তাঁর হাতে পাঞা।
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিলা।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিলা॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল।
ভিতে দেখি সব শ্লোক ভক্ত কণ্ঠে কৈল॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতৌ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃতৌ শ্লোকৌ

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—যঃ একঃ কৃপাম্বুধিঃ পুরাণঃ পুরুষঃ (আদিপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগশিক্ষার্থং (কৃষ্ণেতর-বস্তু-বিরক্তি-পরমেশ্বরানুভূতি-নিজনামরূপগুণলীলাসেবনযোগোপদেশার্থং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী তম্ অহং প্রপদ্যে (আশ্রয়ামি)।

অনুবাদ।—যে কৃপাসমুদ্র আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ জগতে বৈরাগ্য (প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি), বিদ্যা (ভগবত্তত্ত্বানুভব) ও নিজভক্তিযোগ (উজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি) আপামর সাধারণ জনে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই চৈতন্যের শরণাগত হইলাম ॥ ২২ ॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ।—কালাৎ (কালপ্রভাবাৎ) নষ্টং নিজং (স্বকীয়ং) ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং (পুনঃ প্রকটয়িতুং) যঃ কৃষ্ণচৈতন্যনামা আবির্ভূতঃ, তস্য পাদারবিন্দে (চরণকমলে) চিত্তভৃঙ্গঃ (মনোমধুকরঃ) গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাম্ (নিমজ্জতু)।

অনুবাদ।—যিনি কালপ্রভাবে লোকের অদর্শন-প্রাপ্ত নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার চিত্তরূপ ভ্রমর গাঢ়রূপে লীন হউক ॥ ২৩ ॥

এই দুই শ্লোক ভক্ত-কণ্ঠে মণিহার।
সার্ব্বভৌমেরকীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার॥
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান (১)।
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন্ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম ॥
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু আগে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥
ভাগবতে ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িল।
শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইল ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৮মে শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—তৎ (তস্মাৎ) তে অনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ (দীর্ঘকালং প্রতীক্ষমাণঃ) আত্মকৃতং বিপাকং (কর্ম্মফলং) ভুঞ্জান এব হৃদ্বাগ্বপুর্ভিঃ (মনোবচনদেহৈঃ) তে নমঃ বিদধন্ (কুর্ব্বন্) যঃ জীবেত স ভক্তিপদে দায়ভাক্ (যোগ্যপাত্রম্)।

অনুবাদ।—(ব্রহ্মা কহিলেন) হে প্রভো! তোমার কৃপা কবে হইবে এই প্রতীক্ষা করিয়া নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করতঃ মনঃ, বাক্য এবং দেহ দ্বারা তোমাকে প্রণাম করিয়া যে জন জীবিত থাকে, সেই ব্যক্তি ভক্তিপদ লাভ করিতে পারে ॥ ২৪ ॥

প্রভু কহে মুক্তিপদ ইহা পাঠ হয়।
ভক্তিপদ কেন পড় কি তোমার আশয় (২)॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভক্তি নহে মুক্তি-ফল।
ভগবদ্ভক্তি বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তাঁর মুক্তি-ফল নহে যেই করে ভক্তি ॥
যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য আর ॥

(১) একতান—অনন্যরূপ অর্থাৎ একাগ্র।

(২) আশয়—অভিপ্রায়।

সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় (১)॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৯ অং ১১ শ্লোকঃ

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-
সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি
বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ২৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৩৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৫॥

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তি পদে যাঁর সেই মুক্তিপদ হয় (২)।
নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥
দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে ওশব্দ কহিতে না পারি॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দ কয়।
তথাপি আশ্লিষ্য (৩) দোষে কহন না যায়॥
যদ্যপি "মুক্তি" শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি (৪)।
রূঢ়িবৃত্ত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি (৫)॥
মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
যে ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদে॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাশীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সবে প্রভুপদে আসি॥
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন॥
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন॥

(১) ভগবানের নির্ব্বিশেষসত্তারূপ ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ভগবদ্বিগ্রহে সাযুজ্যভেদে সাযুজ্য মুক্তি দুই প্রকার। তাহার মধ্যে সাত্ত্বিকী ভক্তি-দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে ভক্তিবাসনাবশতঃ 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি' ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা তাদৃশ মুক্তগণের মধ্যে কাহারও কচিৎ পুনরায় প্রেমভক্তিলাভ শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্তগণের আর ভক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে না, এই হেতু ঈশ্বরসাযুজ্য অতি হেয়। ব্রহ্ম-সাযুজ্য নিরাকার ব্রহ্মে লয়। ঈশ্বর-সাযুজ্য সাকার ভগবানে লয়।

(২) মুক্তিপদে যাঁর ইত্যাদি—অর্থাৎ মুক্তি যাঁহার চরণ অর্থাৎ যাঁহার চরণাশ্রয়ে মুক্তিলাভ হয়। এই অর্থে "মুক্তিলাভ করিলেন" একথা বলিলে হরিচরণারবিন্দ লাভ করিলেন, ইহাই বুঝাইবে। দ্বিতীয় অর্থ পরম পদার্থ মুক্তির পদ (আশ্রয়), দশম পদার্থ স্বরূপ।

(৩) আশ্লিষ্য—যে শব্দের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে তাহার গৌণ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ বা গৌণ অর্থ গ্রহণরূপ দোষ।

(৪) মুক্তিশব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি, যথা—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য।

(৫) রূঢ় বৃত্তি—যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগ ব্যতীত যাদৃশ অর্থে সঙ্কেতিত, তাহার নাম রূঢ়। যেমন যে জলকে ধারণ করে তাহাকেই জলধর বলা গেলেও জলধর বলিতে শুধু মেঘকেই বুঝায়। সুতরাং মেঘ অর্থেই জলধর শব্দটি রূঢ়। সেই রূঢ়শব্দনিষ্ঠ শক্তির নাম রূঢ়।

এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম-মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ॥
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসার্ব্ব-ভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং
বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং
ভক্তিপুষ্টং চকার যঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ (শ্রীচৈতন্যঃ) দয়ার্দ্রধীঃ (কৃপা-বিগলিতচিত্তঃ) ধন্যং বাসুদেবং (বাসুদেবনাম-কুষ্ঠরোগাক্রান্তং বিপ্রং) নষ্টকুষ্ঠং (কুষ্ঠরোগমুক্তং) রূপপুষ্টং (সৌন্দর্য্যশালিনং) ভক্তিপুষ্টং চকার, তং চৈতন্যং নৌমি।

অনুবাদ।—যে দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীচৈতন্যদেব বাসুদেব-নামক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে কুষ্ঠরোগ-হীন, অধিক রূপবান্ ও ভক্তিপুষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্য-গীত কৈল ॥
চৈত্রে রহি সার্ব্বভৌম কৈল বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি সবার শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥
তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা ছাড়িতে না পারি ॥
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥
এবে সবাস্থানে আমি মাগি এক-দানে।
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥
বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব সঙ্গে কেহো না লইব ॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥
বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
বজ্র যেন মাথে পড়ে শুকাইল মুখ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহায় ॥
এক দুই সঙ্গে চলুক না পড় হঠরঙ্গে (১)।
যারে কহ চলুক সেই এক দুই সঙ্গে ॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি ॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার (২)।
যৈছে নাচাও তুমি তৈছে নর্ত্তক আমার ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈতভবন ॥
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ়স্নেহে মোর কার্য্য ভণ্ড ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥
কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ॥

(১) হঠরঙ্গে—ঠগ বা জুয়াচোরের হাতে।
(২) সূত্রধার—নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট।

আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥
ইহাঁর আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহাঁরে না ভায়(১)স্বতন্ত্র চরিত আমার॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কথা মুখে।
ইহাঁর দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় দুঃখে॥
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিনকত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে॥
ইহাঁ সবার বশ প্রভু হয়ে যে যে গুণে।
দোষারোপ-ছলে করে গুণ-আস্বাদনে॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥
গুণে দোষোদ্গার-ছলে সবা নিষেধিঞা।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিঞা॥
তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
সুখ দুঃখ হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করিমু আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিন্তু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম গণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এ সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমা সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥
তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি অঙ্গীকার।
তাঁহা সবা লৈয়া গেলা সার্ব্বভৌম-ঘর॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি প্রভু আসনে বসিল॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি কহিল তাঁহারে।
তোমার ঠাঞি আইলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি(২)আসিব॥
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর॥
বহুজন্মের পুণ্যে পাইনু তোমা সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি তোমা বিচ্ছেদ সহন না হয়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকত রহ দেখি তোমার চরণ॥
তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিল দিবস কত না কৈল গমন॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করান ভোজন॥
তাহার ব্রাহ্মণী তাঁর নাম ষাঠীর মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তিঁহো আশ্চর্য্য তাঁর কথা॥
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর যাত্রার সমাচার॥
দিন পাঁচ রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিলা আপনে॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লৈয়া জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা॥
দর্শন করি ঠাকুর আগে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী মালা-প্রসাদ প্রভুরে আনি দিল॥

(১) না-ভায়—মনে ধরে না।

(২) লেউটি—ফিরিয়া।

আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলে গৌরহরি॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজজন।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন॥
সিন্ধুতীরে চলিলা আলালনাথ পথে।
সার্ব্বভৌম কহিল আচার্য্য গোপীনাথে॥
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে (১)॥
শূদ্র বিষয়ী-জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দোঁহার তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাহ্য-চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি কত বৈষ্ণব জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদ।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদ॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাহা পড়িলা সার্ব্বভৌম॥
তাঁরে উপেক্ষা করি কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়॥

তথাহি—বীরচরিতস্তোত্তরচরিতে ৩ অঙ্কে ২৩ শ্লোকঃ

বজ্রাদপি কঠোরাণি
মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি
কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—বজ্রাৎ অপি (কুলিশাদপি) কঠোরাণি (কঠিনানি) কুসুমাৎ অপি মৃদূনি লোকোত্তরাণাম্ (অসামান্য-লোকানাং) চেতাংসি কঃ হি বিজ্ঞাতুং (বিশেষেণ জ্ঞাতুম্) ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ)।

অনুবাদ।—অসামান্য ব্যক্তিগণের মন কদাচিৎ বজ্র হইতেও কঠিন আবার কখনও কুসুম হইতে কোমল, সুতরাং তাহা কে বুঝিতে সমর্থ হয়? ২॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তাঁর লোক-সঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্রপ্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ॥
সবা সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥
কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ॥
দেখিঞা লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর॥
কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী-বৃদ্ধ-যুবা-বাল॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপে আগে নৃত্য হবে গ্রামে গ্রামে॥
অতিকাল(২) হৈল লোক ছাড়ি নাহি যায়।
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সৃজিল উপায়॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুরে লঞা।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাঞা॥

(১) বিদ্যানগরে—এই নগর রাজমাহিন্দ্রি প্রদেশে অবস্থিত। অধিকারী—শাসনকর্ত্তা।

(২) অতিকাল—মধ্যাহ্ন সময় গত।

মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কপাট দিল বহির্দ্বারে॥
তবে গোপীনাথ প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন বাঁটিয়া খাইল॥
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
হরি হরি বলি লোক কোলাহল করে॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥
এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায়॥
এইরূপে সেই ঠাঁঞি ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিল গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন॥
মূর্চ্ছিত হঞা সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাঁহা সবা পানে প্রভু ফিরিঞা চাহিলা॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্রবস্ত্র লঞা॥
ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাঞি রহিলা।
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা॥
মত্তসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সংকীর্ত্তন॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যবাক্যম্

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব ২ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ২ পাহি মাম্॥

এই শ্লোক পথে পড়ি চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে পাছে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তাতে শক্তি সঞ্চারিয়া॥

সেই জন নিজ গ্রামে করিঞা গমন।
কৃষ্ণ বলে নাচে কাঁদে হাসে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেবে আইল যতজন।
তাঁর দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম॥
সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এইমতে বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥
এইমত পথে যাইতে শতশত জন।
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সেই সব আচার্য্য হৈয়া তারিল জগত॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সব লোক বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সেশক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥
প্রভুরে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ॥
এইমত যাইতে প্রভু গেলা কূর্ম্মস্থান।
কূর্ম্ম দেখি কৈল তাঁরে স্তবন প্রণাম॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য-গীত কৈল।
দেখিঞা লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥

এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিল।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিল॥
যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার।
এক ঠাঁই কহিল, না কহিব আরবার॥
কূর্ম্ম নামে যেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল স্ববংশ সহিত করিল ভক্ষণ॥
অনেক প্রকারে স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোঁসাঞির শেষ অন্ন(১) সবংশে খাইল॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন॥
কৃপা কর প্রভু মোরে যাই তোমা সঙ্গে।
সহিতে না পারি তোমা বিরহ-তরঙ্গে॥
প্রভু কহে ঐছে বাৎ কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
এইমত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব্ব ঠাঞি।
নীলাচলে যাবৎ না আইলা গোঁসাঞি॥
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার॥
এইমত সেই ঠাঞি সে রাত্রি রহিলা।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা॥

(১) শেষ অন্ন—উচ্ছিষ্ট অন্ন।

প্রভু অনুব্রজি (২) কূর্ম্ম বহুদূর আইলা।
প্রভু তাঁরে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা॥
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ তাতে কীড়াময় (৩)।
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া ভূমে পড়ি যায়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয়॥
রাত্রিতে শুনিল তিঁহো গোঁসাঞির আগমন
দেখিবারে আইলা তিঁহো কূর্ম্মের(৪) ভবন॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু আলিঙ্গন দিলা॥
প্রভুস্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হইল॥
প্রভুর কৃপা দেখি তাঁর বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করেন স্তবন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮১ অং ১৪ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণবাক্যম্

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্
ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং
বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩॥

বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥

(২) অনুব্রজি—অনুব্রজ্যা করিয়া, অর্থাৎ পশ্চাতে গমন করিয়া, পিছে পিছে যাইয়া।
(৩) কীড়াময়—কীটময়।
(৪) কূর্ম্ম—তন্নামক ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃত-প্রদ হৈল প্রভুর নাম॥
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম-দরশন বাসুদেব বিমোচন॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ।
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি মহান্তের মুখে যেই শুনি॥
ইথে অপরাধ মোর না লবে ভক্তগণ।
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণযাত্রায়াং বাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরাব্ধিঃ (শ্রীগৌরাঙ্গসমুদ্রঃ) রামাভিধভক্তমেঘে (রামানন্দরায়াখ্যভক্তরূপে মেঘে) স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি সঞ্চার্য্য অমুনা (রামাভিধভক্তমেঘেন) বিতীর্ণৈঃ (বিকীর্ণৈঃ) এতৈঃ (স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃতৈঃ) তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং (সিদ্ধান্তামৃতাভিজ্ঞত্বরূপসমুদ্রতাং) প্রয়াতি (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সমুদ্র ভক্ত রামানন্দরায়রূপ মেঘ মধ্যে নিজ ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ অমৃত সঞ্চার করিয়া তৎকর্ত্তৃক বর্ষিত সেই সিদ্ধান্তস্বরূপ অমৃতদ্বারা সিদ্ধান্তবোধস্বরূপ রত্নগণের আলয় হইয়াছে। (সমুদ্রের জল মেঘে সঞ্চারিত হইলে পরম মধুর হয় এবং জগতের জীবনৌষধি হয়, এইরূপ মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত রামানন্দরায়মুখে অমৃতবৎ পরম মধুর ও জগতের জীবাতু হইয়াছে, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য) ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্ব রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
"জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে" কত দিনে গেলা ॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি ॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্ম-ভৃঙ্গ (১) ॥

(১) পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ—পদ্মার অর্থাৎ লক্ষ্মীর মুখরূপ পদ্মের মধুপানে লোলুপ মধুকর অর্থাৎ লক্ষ্মীর কান্ত।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৯ অং ১ শ্লোকস্য শ্রীধরস্বামিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং
স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানা-
মন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অন্যেষাম্ উগ্রবিক্রমঃ (প্রচণ্ডপরাক্রমঃ) স্বপোতানাং (স্বকীয়শাবকানাং) কেশরী (সিংহঃ) ইব অয়ং নৃকেশরী (নৃসিংহদেবঃ) উগ্রঃ অপি স্বভক্তানাম্ অনুগ্রঃ (বৎসলঃ) এব।

অনুবাদ।—যেমন সিংহ নিজ শাবকগণের নিকট শান্তমূর্ত্তি হইয়া অন্যের নিকট উগ্রবিক্রম, তদ্রূপ শ্রীনৃসিংহদেব নিজ ভক্তগণের নিকট অনুগ্ররূপ হইয়া অন্যের নিকট উগ্ররূপ ॥ ২ ॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ সেবক-মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন ॥
প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিগ্ নাহি জ্ঞান রাত্রি আর দিবসে ॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্বলোকগণে।
গোদাবরী-তীরে প্রভু আইলা কত দিনে ॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্যগান।
গোদাবরী পার হঞা তাহা কৈল স্নান ॥
ঘাট ছাড়ি কতদূরে জল সন্নিধানে।
বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে ॥
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায় ॥

তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তিহোঁ স্নানাদি তর্পণ॥
প্রভু তাঁরে জানিল এই রামানন্দ রায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিঞা।
রামানন্দ রায় আইলা সন্ন্যাসী দেখিঞা॥
শত সূর্য্যসম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥
দেখিঞা তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিঞা করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভু কহে উঠ বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তিঁহ কহে সেই মুঞি দাস শূদ্রমন্দ॥
তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিঞা কেন করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয়(১)লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥
সুস্থ হঞা দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে কহিল যতনে॥
তোমা মিলিবারে মোর হেথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইলুঁ দরশন॥

রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষে মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা কৃপার অধীন॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয়॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিত্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানিবে মর্ম্ম॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮।২ শ্লোকে
গর্গং প্রতি নন্দবাক্যম্

মহদ্বিচলনং নৃণাং
গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্
কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ভগবন্ (মুনে) মহদ্বিচলনং (মহতাং স্বাশ্রমাং গমনং) গৃহিণাং দীনচেতসাং (কৃপার্হাণাং) নৃণাং নিঃশ্রেয়সায় (চরমকল্যাণার্থং) ক্বচিৎ অন্যথা ন কল্পতে (ঘটতে)।

অনুবাদ।—(শ্রীনন্দ মহারাজ যদুকুলাচার্য্য গর্গকে কহিলেন) মহৎ ব্যক্তিদিগের ভগবৎসেবা-দিতে লিপ্ত থাকার স্থান হইতে অন্যত্র গমন সম্ভবে না। সুতরাং ঐ স্থান হইতে তাহাদের অন্যত্র গমন কেবল দীন গৃহিগণের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত॥ ৩॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥

(১) বিজাতীয় লোক—নিজ-ভাব-বিরুদ্ধ-লোক, অন্যমতাবলম্বী-লোক।

আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥
প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন॥
অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥
এইমত দোঁহার স্তুতি করে দুইজন।
দোঁহে দোঁহার দরশনে আনন্দিত মন॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিঞা।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিঞা॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন॥
রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিতে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রাম রায়॥
প্রভু আসি সেই বিপ্রগৃহে ভিক্ষা কৈল।
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিঞা।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিঞা॥
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে (১)॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের (২) নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতেপন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ (ব্রাহ্মণ-শূদ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রবর্ণাচারপালনরতেন) পরঃ পুমান্ বিষ্ণুঃ আরাধ্যতে। তত্তোষকারণং (বিষ্ণোঃ প্রীতিজনকম্) অন্যঃ পন্থা ন (ভবতি)।

অনুবাদ।—পুরুষ বর্ণাশ্রমাচারবান্ হইয়া পরম পুরুষ বিষ্ণুকে আরাধনা করেন, সেই আরাধনা ভিন্ন বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিবার অন্য পথ নাই॥ ৪॥

প্রভু কহে এহ বাহ্য (৩) আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৯ অং ২৭ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

যৎ করোষি যদশ্নাসি
যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়
তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন)! যৎ 'কর্ম্ম ত্বং' করোষি, যৎ অশ্নাসি (ভক্ষয়সি), যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি (তপঃ করোষি) তৎ মদর্পণং কুরু।

অনুবাদ।—(ভগবান্ কহিলেন) হে অর্জ্জুন! তুমি যে কর্ম্ম করিতেছ, যাহা ভোজন করিতেছ, যাহা হোম করিতেছ, যাহা দান করিতেছ এবং যাহা তপ করিতেছ, সেই সকল আমাকে সমর্পণ কর॥ ৫॥

প্রভু কহে এহ বাহ্য (৪) আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার॥

(১) রহঃস্থানে—নির্জ্জনে।

(২) সাধ্যের—পুরুষার্থের অর্থাৎ সাধকগণ সাধনাদ্বারা যাহা প্রাপ্ত হন তাহার।

(৩) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, কিন্তু বিষ্ণু-আরাধনাহেতু বলিয়া তাহাতে ভক্তির আরোপ হওয়ায় ভক্তি বলিলেন, এই হেতু শ্রীমহাপ্রভু "এহ বাহ্য" অর্থাৎ বাহিরের কথা বলিয়া উপেক্ষাপূর্ব্বক ইহার উপরিতন ভক্তি শুনিতে চাহিলেন।

(৪) এখানকার এই কর্ম্মার্পণ কেবল ভক্তিতে পর্য্যবসান হইল না বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন "এহ বাহ্য"।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১১।৩২ উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষা-
ন্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—এবং গুণান্ দোষান্ (অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণদোষাদীন্) আজ্ঞায় (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) ময়া আদিষ্টান্ (উপদিষ্টান্) অপি স্বকান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য (পরিত্যজ্য) যঃ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ (সাধূনাং শ্রেষ্ঠঃ)।

অনুবাদ।—(ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব) ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণদোষাদি জানিয়াও আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনি উত্তম সাধু॥ ৬॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য (বিহায়) একং মাং শরণং ব্রজ (গচ্ছ)। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি (উদ্ধারয়িষ্যামি) মা শুচঃ (শোকং ন কুরু)।

অনুবাদ।—(ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন!) তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি কোন শোক করিও না॥ ৭॥

প্রভু কহে এহ বাহ্য (১) আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনম্

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু
মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণি সংস্থিতঃ) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচেতাঃ) ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ (সন্) পরাং (শুদ্ধাং) মদ্ভক্তিং লভতে।

অনুবাদ।—(শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন!) ব্রহ্মেতে অবস্থিত অতএব প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না, আর কোন লাভেরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্ব প্রাণীতে সমদৃষ্টি হইয়া আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি পরম ভক্তি লাভ করেন॥ ৮॥

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য (২) ভক্তি সাধ্য সার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশে অধ্যায়ে তৃতীয়ে শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবচনম্

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানে (জ্ঞানার্থং) প্রয়াসং উদপাস্য (পরিত্যজ্য) তনুবাঙ্মনোভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) নমন্ত এব স্থানস্থিতাঃ (সাধুমার্গে স্থিতাঃ) যে সন্মুখরিতাং (সাধুনাং মুখাৎ নিত্যং প্রকটিতাং) শ্রুতিগতাং (শ্রুতাং) ভবদীয় বার্ত্তাং জীবন্তি, তৈঃ ত্রিলোক্যাং (স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে) অজিতঃ অপি অসি (ত্বং) প্রায়শঃ জিতঃ (বশী-কৃতোঽসি)।

(১) এখানে স্বধর্ম্মত্যাগ শব্দের অর্থ বর্ণা-শ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রপত্তি, অর্থাৎ শরণাগতি। এই স্বধর্ম্মত্যাগ-পূর্ব্বক শরণাগতিতে নিজ দুঃখবিনাশেচ্ছারূপ কামনা অন্তর্ভূত থাকায় সকাম ভক্তিমধ্যে পর্য্যবসিত হওয়াতে শ্রীমহাপ্রভু 'এহ বাহ্য' বলিয়া এতাদৃশ স্বধর্ম্মত্যাগরূপ শরণা-গতিকে উপেক্ষা করিলেন।

(২) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উত্তমা ভক্তি নহে, একারণ শ্রীমহাপ্রভু 'এহ বাহ্য' বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। এখানে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি বলিতে নির্ভেদ ব্রহ্মানুভবরূপ জ্ঞান জানিতে হইবে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বানুভূতি ব্যতীত ভক্তিই হইতে পারে না।

অনুবাদ।—(ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্ !) যাহারা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে ঈষন্মাত্রও প্রয়াস না করিয়া সাধুদিগের নিবাসস্থানে বাস করিয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট তোমার কিংবা তোমার ভক্তের বার্ত্তা দেহ, বাক্য ও মন দ্বারা প্রণাম করতঃ সেই সাধুর নিকট শ্রবণ করিয়া আস্বাদন করিতেছে, হে প্রভো ! তুমি ত্রিলোকী মধ্যে অন্যকর্ত্তৃক অজিত হইলেও তাহাদিগকর্ত্তৃক জিত হইতেছ ॥ ৯ ॥

প্রভু কহে এহো (১) হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাম্ একাদশাঙ্কধৃতঃ রামানন্দরায়কৃতঃ শ্লোকঃ

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—আর্ত্তবন্ধোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রেম্না এব নানোপচারকৃতপূজনং (বিবিধোপচারসমন্বিতম্ অর্চ্চনাদিকং) ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতম্ (আনন্দেন দ্রবীভূতং) স্যাৎ, যাবৎ জঠরে (উদরে) জরঠা (অতিশায়িনী) ক্ষুৎপিপাসা অস্তি ননু তাবৎ ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় ভবতঃ।

অনুবাদ।—বিবিধ উপচারকৃত পূজা ব্যতীত প্রেমদ্বারা ভক্তহৃদয় সুখে দ্রবীভূত হয়। যে পর্য্যন্ত কর্কশ ক্ষুধা ও পিপাসা জঠরে থাকে, সেই পর্য্যন্ত ভক্ষ্য পেয় সুখের কারণ হয়। (ইহা দ্বারা অনৈকান্তিক ভক্তগণ নানা উপচারকৃত পূজায় সুখী হন, এবং ঐকান্তিক ভক্তগণ কেবল প্রেমেই সুখী হন ইহা বলা হইল) ॥ ১০ ॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বাদশাঙ্কধৃতস্তস্যৈব শ্লোকঃ

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যদি কুতঃ অপি লভ্যতে, (তর্হি) কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা (কৃষ্ণ-সেবারস-ভাবনাময়ী) মতিঃ ক্রীয়তাং (মূল্যপ্রদানেন গৃহ্যতাং) তত্র লৌল্যং (লোভঃ) অপি একলং মূল্যং। 'তত্তু' জন্মকোটিসুকৃতৈঃ (বহুজন্মসঞ্চিতভাগ্যৈঃ) ন লভ্যতে।

অনুবাদ।—যদি কোন স্থান বা কোন ব্যক্তি হইতে লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে কৃষ্ণভক্তিরসভাবযুক্ত বুদ্ধি অর্জ্জন কর। তদ্বিষয়ে কেবল একমাত্র মূল্য লোভ, সেই লোভ কোটিজন্মের সুকৃতদ্বারা লাভ হয় না ॥ ১১ ॥

প্রভু কহে এহো (২) হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসসো বচনম্

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—যন্নামশ্রুতিমাত্রেন (যস্য নাম্নঃ শ্রবণস্পর্শমাত্রেণ) পুমান্ (জীবঃ) নির্ম্মলঃ (পাপরহিতঃ) ভবতি। তস্য তীর্থপদঃ তীর্থং) পদে যস্য তস্য ভগবতঃ) দাসানাং কিংবা অবশিষ্যতে।

অনুবাদ।—(দুর্ব্বাসা কহিলেন) যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে জীবমাত্রেই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসগণের আর অভাব কি আছে ॥ ১২ ॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

---

(১) জ্ঞানশূন্য ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহো হয়' বলিয়া অনুমোদন করিলেন মাত্র।

(২) এখানে প্রেমভক্তি শব্দের অর্থ শান্ত ভক্তদিগের কৃষ্ণনিষ্ঠারূপ প্রেম। জ্ঞানশূন্য ভক্তি অপেক্ষা শান্তভক্তের প্রেমে কৃষ্ণের চিদৈশ্বর্য্য অনুভূতিদ্বারা কৃষ্ণনিষ্ঠা থাকিলেও সেবা নাই বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু 'এহো হয়' বলিয়া কেবল অনুমোদন করিলেন মাত্র।

প্রভু কহে এহো (১) হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—সতাং (নির্ব্বিশেষজ্ঞানিনাং) ব্রহ্মসুখানুভূত্যা (ব্রহ্মানন্দানুভবৈকস্বরূপেণ) দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন (পরমেশ্বরস্বরূপেণ) মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ (মনুষ্যবালকরূপেণ) (কৃষ্ণেন) সার্দ্ধং কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ তে ইত্থং বিজহ্রুঃ (বিহারং চক্রুঃ)।

অনুবাদ।—(শ্রীশুকদেব কহিলেন) যিনি জ্ঞানীদিগের নিকট ব্রহ্মরূপে (অর্থাৎ জড়প্রতিযোগি-স্বপ্রকাশ সুখরূপে) প্রতীয়মান হন এবং দাসভক্তগণের নিকট পরমদেবতারূপে প্রতীত হইতেছেন এবং মায়াশ্রিতাদিগের সম্বন্ধে সামান্য নরবালকরূপে প্রকাশীভূত হইতেছেন, উঁহার সহিত বহুপুণ্যকারী ব্রজবালকগণ বিহার করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

প্রভু কহে (২) এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশত্তমশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যম্

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্
শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা
পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্! নন্দঃ কিং মহোদয়ং (মহান্ শ্রেষ্ঠঃ উদয়ঃ উৎকর্ষঃ যস্য তাদৃশং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলপ্রদং তপস্যাদিকম্) এবং অকরোৎ, মহাভাগা (অতিশয়-সৌভাগ্যবতী) যশোদা বা, যস্যাঃ স্তনং হরিঃ পপৌ।

অনুবাদ।—(রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন) হে ব্রহ্মন্! নন্দগোপ মহাফলযুক্ত কি মঙ্গলজনক কার্য্য করিয়াছেন এবং তাঁহা অপেক্ষাও মহাভাগ্যবতী শ্রীযশোদাই বা কি মঙ্গলজনক কার্য্য করিয়াছেন, যাহার জন্য হরি তাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন? ১৫ ॥

তথাহি—নবমাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্

নেমং বিরিঞ্চি র্ন ভবো
ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী
যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—গোপী (শ্রীযশোদা) বিমুক্তিদাৎ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) যত্তৎ প্রাপ, ইমং প্রসাদং বিরিঞ্চিঃ (ব্রহ্মা) ন ভবঃ (শম্ভুঃ) ন অঙ্গসংশ্রয়া (অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) অপি ন লেভিরে।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীমতী যশোদা যে যে প্রসাদ পাইয়াছেন, তাহা ব্রহ্মা, মহাদেব ও অঙ্গস্থিতা লক্ষ্মীও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ১৬ ॥

প্রভু কহে (৩) এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম (৪) সর্ব্বসাধ্য সার ॥

(১) এহো—দাস্যপ্রেম। ভগবানে মদীয় প্রভু ও আপনাতে তদীয় দাসজ্ঞান বিদ্যমান থাকায় ভাবময় হইলেও ঐশ্বর্য্যানুভূতি প্রভৃতি দ্বারা হৃৎকম্প সম্ভ্রম প্রভৃতি হওয়ায় সেবাসুখে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ করে বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু 'এহো হয়' বলিয়া অনুমোদন করিলেন মাত্র, কিন্তু স্বীকার করিলেন না। অর্থাৎ এখানে ভাবময়ত্বাংশে অনুমোদন ও সেবা-সুখ-সঙ্কোচকারিত্বাংশে অস্বীকার।

(২) সখ্যপ্রেমে দাস্যপ্রেমের ন্যায় ঐশ্বর্য্যানুভবে হৃৎকম্প সম্ভ্রমাদি হয় না বলিয়া সখ্যপ্রেম বিশুদ্ধ, তন্নিমিত্ত শ্রীমহাপ্রভু 'এহোত্তম' অর্থাৎ দাস্যপ্রেম হইতে উত্তম, বলিয়া প্রশংসা করিলেন।

(৩) এই উত্তম, সখ্যপ্রেমে তাড়ন ভর্ৎসনা গর্ভলালন নাই, কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমে তাহা আছে, এই নিমিত্ত "এহোত্তম" অর্থাৎ বাৎসল্যপ্রেম সখ্যপ্রেম হইতে উত্তম বলিয়া প্রশংসাতিশয় করিলেন।

(৪) শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈক-নিমিত্ত সম্ভোগলালসাকে কান্তাপ্রেম বলে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যম্

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—রাসোৎসবে অস্য (কৃষ্ণস্য) ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং (ভুজদণ্ডাভ্যাং বাহুভ্যাং গৃহীতঃ আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠঃ যেন তেন লব্ধাঃ আশিষঃ কল্যাণমনোবলাঃ যাভিঃ তাসাং) ব্রজসুন্দরীণাং যঃ (যাবান্ প্রসাদঃ) উদগাৎ (প্রাদুর্ভূব)। অয়ং প্রসাদঃ অঙ্গে নলিনগন্ধরুচাং (পদ্মগন্ধতুল্য-কান্তি-যুক্তাং) স্বর্যোষিতাং (দেবরমণীনাং) উ (অহো) নিতান্তরতেঃ (অনন্যাত্যন্তাশ্রিতায়াঃ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্যাঃ) ন। কুতঃ অন্যাঃ।

অনুবাদ।—রাসোৎসবে যাঁহাদের কণ্ঠ ভগবানের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীত হইয়াছিল, সেই ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি যে প্রকার ভগবৎপ্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাদৃশ প্রসাদ শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থিত নিতান্তরতি লক্ষ্মীর প্রতি উদয় হয় নাই। তখন স্বর্যোষিত অর্থাৎ শ্রীউপেন্দ্রাদি-পত্নীগণের প্রতি কিরূপে হইবে? সুতরাং অন্য স্ত্রীজাতির কথা আর কি বলিব (ইহাদ্বারা ভক্তিমান্ জনগণের মধ্যে শ্রীগোপিকাগণ সর্ব্বোৎকর্ষ কোটীতে অবস্থিত; এবং শ্রেয়োগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকর্ষ কোটীতে শ্রীরাসলীলা অবস্থিত, ইহা প্রতিপন্ন হইল)॥ ১৭॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩২ অং ২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবচনম্

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ১৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৮॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার সেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ (১) হঞা বিচারিলে আছে তারতম॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তম্

যথোত্তরমসৌ স্বাদ-
বিশেষোল্লাসময়্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী
ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥ ১৯

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৯॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণমধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে (২)॥

---

(১) তটস্থ হঞা—অর্থাৎ সেই ভাবে একেবারে মগ্ন না হইয়া।

(২) "পূর্ব্ব পূর্ব্বরসের……কহে ভাগবতে।" আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটীকে পঞ্চভূত বলে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটীকে যথাক্রমে আকাশাদির গুণ বলে। যেমন আকাশে শব্দ এই একটী গুণ। আকাশের এই গুণ স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুতে, সুতরাং শব্দ ও স্পর্শ বায়ুর দুইটী গুণ। বায়ুর গুণ রূপগুণবিশিষ্ট অগ্নিতে—সুতরাং অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী গুণ। অগ্নির গুণ রসগুণবিশিষ্ট জলে, সুতরাং জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী গুণ। জলের গুণ, গন্ধগুণবিশিষ্ট পৃথিবীতে, সুতরাং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ। এইরূপ শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠতারূপ গুণ সেবনগুণবিশিষ্ট দাস্যরসে বর্ত্তমান। সুতরাং দাস্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণসেবা এই দুই গুণ, দাস্যের গুণ অসঙ্কোচগুণবিশিষ্ট সখ্যরসে, সুতরাং সখ্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ এই তিনটী গুণ। মমতাধিক্য-গুণবিশিষ্ট বাৎসল্যরসে সখ্যের গুণ। সুতরাং বাৎসল্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ এবং কৃষ্ণে মমতাধিক্য এই চারিটী গুণ। নিজাঙ্গদ্বারা সেবনরূপ গুণবিশিষ্ট মধুররসে বাৎসল্যের গুণ। সুতরাং মধুররসে—

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৩১ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানা-
মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো
ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪ অং ১১ শ্লোকঃ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে
মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২১ ॥

এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩২ অং ২১ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ২২ ॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য (১)।
ব্রজদেবী সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য ॥

কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ, কৃষ্ণে মমতাধিক্য এবং কৃষ্ণে নিজাঙ্গদ্বারা সেবন এ পাঁচটী গুণ। একারণ গুণাধিক্যনিমিত্ত উত্তর উত্তর প্রতি রসে স্বাদাধিক্য হওয়ায় মধুররসে সমস্ত রসের গুণ থাকায় মধুররস সর্ব্বাপেক্ষা স্বাদু। এই মধুর রসাত্মক গোপীপ্রেমদ্বারা পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় এবং এই প্রেমে শ্রীকৃষ্ণবশীভূত, তাহা এই কয় পয়ারের দ্বারা বলিলেন।

(১) ধুর্য্য—চরম, পরাকাষ্ঠা।

তথাহি—তত্রৈব রাসে ৩৩ অং ৬ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্

তত্রাতিশুশুভে তাভি-
র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং
মহামারকতো যথা ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—হৈমানাং (সুবর্ণখচিতানাং) মণীনাং মধ্যে যথা মহামারকতঃ 'তথা' দেবকীসুতঃ ভগবান্ তত্র (রাসমণ্ডলে) তাভিঃ (স্বর্ণবর্ণাভিঃ) অতি শুশুভে।

অনুবাদ।—যেমন স্বর্ণবর্ণ মণিগণ-মধ্যে মহামারকতমণি শোভিত হয়, তদ্রূপ রাসমণ্ডলমধ্যে ভগবান্ যশোদানন্দন গোপীগণের সহিত অত্যন্ত শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি (২) সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥
ইহার মধ্যে(৩)রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে একচত্বারিংশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণম্

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো-
স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৪০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৪ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।২৩ শ্লোকঃ

অনয়ারাধিতো নূনং
ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ
প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৫ ॥

(২) সাধ্যাবধি—সাধ্যের সীমা।
(৩) ইহার মধ্যে—শ্রীগোপীগণের মধ্যে।

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈল প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ৩ সর্গে ১ শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ ২৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৪২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৬॥

তত্রৈব—তৃতীয়সর্গে দ্বিতীয়ে শ্লোকে
শ্রীজয়দেববাক্যম্

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ (কামশরেণ বিকলহৃদয়ঃ) সঃ মাধবঃ ইতস্ততঃ তাং রাধিকাম্ অনুসৃত্য (অন্বিষ্য) কৃতানুতাপঃ (নিজকর্ম্মজন্য-শোকবশঃ) 'সঃ' কলিন্দ-নন্দিনীতটান্তকুঞ্জে (যমুনাতীরস্থকুঞ্জে) বিষসাদ (বিষণ্ণো বভূব)।

অনুবাদ।—ইতস্ততঃ শ্রীরাধিকাকে অন্বেষণ করিয়া তদপ্রাপ্তি নিমিত্ত অনঙ্গশরাঘাতে ব্যথিত হইয়া যমুনাতীরবর্ত্তী কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ বিষাদ করিয়াছিলেন॥ ২৭॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥
শতকোটী গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥

সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেমে হইল বামতা (১)॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ বিপ্রলম্ভ-ভেদকথনে
৪২ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ
স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ
যূনোর্মান উদঞ্চতি॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—অহেরিব (সর্পস্য ইব) প্রেম্নঃ গতিঃ স্বভাবকুটিলা (স্বভাবতঃ বক্রা) ভবেৎ অতঃ হেতোঃ (কারণোদয়াৎ) অহেতোঃ (কারণা-ভাবাদপি) চ যূনোঃ (কান্তাকান্তয়োঃ) মানঃ উদঞ্চতি (উদেতি)।

অনুবাদ।—প্রেমের গতি সর্পের ন্যায় স্বভাবতই কুটিল, এই নিমিত্ত মানের কোন কারণ থাকিলে এবং না থাকিলেও যুবকযুবতীর মানোদয় হয়॥ ২৮॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেল মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইল শ্রীহরি॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা (২)॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় (৩) চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈয়া॥
শতকোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

---

(১) সাধারণ…বামতা—শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীর স্কন্ধে যেরূপ বাহু সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ আমারও স্কন্ধে বাহু অর্পণ করিয়াছেন, এইরূপে সর্ব্বত্র প্রেমের সমতা দেখি—অতএব সমান প্রেম এই বিবেচনায় কুটিল প্রেমবশতঃ রাধার বামতা হইয়াছিল।

(২) শৃঙ্খলা—নিগড়রূপা অর্থাৎ রাসলীলা-বাসনা শ্রীরাধিকারূপা নিগড়ে বাঁধা। সুতরাং শ্রীরাধিকা ব্যতীত রাসলীলাবাসনা সিদ্ধ হয় না।

(৩) ভায়—প্রকাশ পায়, ভাল লাগে।

প্রভু কহে যেলাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব বস্তুতত্ত্ব হৈল মোর জ্ঞানে॥
এবে সে জানিল সাধ্য-সাধন নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই আমি কহি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যে শুকপাঠ (১)।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব কহ তাঁহারে পুছিল॥
তিঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তিহোঁ নাহি এথা॥
তোমার ঠাঁই আইলাম মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় (২)॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণরাধা-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥
যদ্যপি রায়-প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানি তেহ রায়ের মন হৈল টলমল॥

রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেইমত নাচাও তেমত চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ১ শ্লোকঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ
সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ
সর্ব্বকারণকারণম্॥ ২৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৯॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
'কামগায়ত্রী' 'কামবীজে' যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ (৩) কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবচনম্

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ
স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী
সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ৩০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে ২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩০॥

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয় (৪)॥

---

(১) শুক-পাঠ—শুকপক্ষীর কথার ন্যায় শেখান কথা।

(২) 'কিবা বিপ্র ইত্যাদি'—কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রও গুরু হইতে পারেন; অর্থাৎ তাঁহাকে গুরু মানিয়া তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ করিবে।

(৩) যোষিৎ—স্ত্রী।

(৪) আশ্রয়—অবলম্বন, অর্থাৎ সমস্ত রসামৃত তাহাতে বিদ্যমান আছে।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১ লহর্য্যাং ১ শ্লোকঃ

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ
প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামললিতো
রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ (শান্তাদ্যাঃ পঞ্চ মুখ্যরসাঃ হাস্যাদ্যাঃ সপ্ত গৌণরসাশ্চ যস্মিন্ তদেব অমৃতং পরমানন্দএব মূর্ত্তির্যস্য সঃ) প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ (প্রসরণশীলাভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপাল্যৌ যেন সঃ) কলিতশ্যামললিতঃ (কলিতে আত্মসাৎ-কৃতে শ্যামা চ ললিতা চ যেন সঃ) রাধা-প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।

অনুবাদ।—শান্তাদি দ্বাদশ রসের আশ্রয় যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি বিস্তীর্ণ কান্তি দ্বারা তারকা ও পালি নাম্নী দুইটী গোপীকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এবং যিনি রাধার প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন॥ ৩১॥

শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মা (১) পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

তথাহি—গীতগোবিন্দে ১ সর্গে ১১ শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যম্

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন
জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈ-
রুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভি-
রভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব
মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥ ৩২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৪২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩২॥

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥

(১) আত্মা—শ্রীকৃষ্ণ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৯।৩২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি ভূমপুরুষবাক্যম্

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—হে ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্মসংরক্ষণায়) কলাবতীর্ণৌ (সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ অবতীর্ণৌ) যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা (দর্শনেচ্ছুনা) ময়া মে (মম) ভুবি (ধাম্নি) দ্বিজাত্মজাঃ (ব্রাহ্মণপুত্রাঃ) উপনীতাঃ (আনীতাঃ) ভূয়ঃ (পুনরপি) অবনেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভরাসুরান্ (ভারভূতান্ দৈত্যান্) হত্বা মে (মম) অন্তি (অন্তিকায় সমাগন্তুম্) ইহ ত্বরয়েতং (শীঘ্রং প্রস্থাপয়েতম্)।

অনুবাদ।—এই শ্লোকের দুই অর্থ,—প্রথম অর্জ্জুনমোহপ্রয়োজক অর্থ যথা—ভূমা-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন—"তোমরা দুই জন ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে আমার অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ; তোমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বালকগণকে আমি আনয়ন করিয়াছি। অতএব অবনীর ভারস্বরূপ অসুরগণকে বধ করিয়া তোমরা ত্বরায় আমার নিকটে আসিবে। ইহার বাস্তব অর্থ, যথা—তোমরা দুইজন নিখিল শক্তিগণ সহ ধর্ম্মরক্ষার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমাদিগকে দেখিবার জন্য দ্বিজ বালকগণকে আমি আনিয়াছি, অতএব অবনীর ভারভূত অসুরসকলকে বধ করিয়া ত্বরায় আমার নিকট প্রেরণ কর অর্থাৎ এখানে আসিয়া অসুরেরা মুক্ত হউক (শ্রীহরিবংশে অষ্টাবরণের পর ভূমাপুরুষের ধাম ভক্তগণের গম্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়স্কন্ধে ক্রমমুক্তির পথবর্ণনে অষ্টাবরণের পরই মোক্ষধাম বর্ণন করিয়াছেন)॥ ৩৩॥

তত্রৈব—দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশত্তম-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যম্

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—হে দেব! অস্য (কালিয়স্য) তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (তব চরণরজঃস্পর্শনে সামর্থ্যং) কস্য (পুণ্যস্য) অনুভাবঃ (ফলং) ন

বিদ্মহে, ললনা শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) যদ্বাঞ্ছয়া (অর্থাৎ চরণরজঃস্পর্শকামনয়া) কামান্ বিহায় ধৃতব্রতা (সতী) সুচিরং তপঃ অচরৎ।

অনুবাদ।—(নাগপত্নীগণ কহিলেন) হে দেব! এই মহানীচ কালিয়নাগের তোমার চরণরেণুস্পর্শে যে অধিকার দেখিতেছি, তাহা কোন্ পুণ্যের ফল তাহা জানি না। পরম কোমলাঙ্গী লক্ষ্মী, তোমার চরণরেণুস্পর্শকামনায় সকল ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতধারণ করিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রাপ্ত হন নাই, আর এই কালিয়নাগ নিজ মস্তকে তোমার চরণদ্বয় কর্ত্তৃক নৃত্য-লক্ষণ-স্পর্শ লাভ করিয়াছে, ইহার মহিমা আর কি বলিব ॥ ৩৪ ॥

আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

তথাহি—ললিতমাধবে

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩৫

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৫ ॥

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ ॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আন ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে (১) ॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩৬

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৬ ॥

সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ১।১২।৬৯

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ
ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা
ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৩৭

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সারাংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ ২ শ্লোকঃ

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে
রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং
গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৩৮

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াম্ ৫ অং ৩৭ শ্লোকঃ

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৯ ॥

---

(১) চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গাশক্তি। মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গাশক্তি। জীবশক্তির অপর নাম তটস্থাশক্তি। অন্তরঙ্গার অপর একটী নাম স্বরূপশক্তি।

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার (১)।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন (২)।
তাহে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান (৩)।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান (৪)॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন (৫)।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন (৬)॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয়-চন্দন (৭)।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর (৮)॥
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস (৯)।
ধীরাধীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস (১০)॥
রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল (১১)।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল (১২)॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী (১৩)।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি (১৪)॥

(১) চিন্তামণি যাহার বস্তু, তাহার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে, সেইরূপ মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের বস্তু, সুতরাং তিনি কৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন।

(২) সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন—অঙ্গের মালিন্যদূরীকরণের দ্রব্যবিশেষ।

(৩) সুকুমারীদিগের ত্রিকাল স্নান করা রীতি, তাহা দেখাইতেছেন। "কারুণ্যামৃত ...... তদুপরি স্নান"। বয়ঃসন্ধি অবস্থায় চাপল্য বিনাশ হওয়ায়—প্রথমতঃ কারুণ্যামৃতে অর্থাৎ করুণা বিশিষ্ট নবযৌবনে স্নান, তারুণ্যামৃত—যৌবনরূপ অমৃতে মধ্যম মাধ্যাহ্নিক স্নান। লাবণ্যরূপ অমৃতে তদুপরি—সায়াহ্নের স্নান।

(৪) স্নানের পর বসন পরিধান বলিতেছেন—"নিজলজ্জা" ইত্যাদি, নিজের লজ্জাই শ্যামবর্ণ পট্টশাটী, তাহাই পরিধান।

(৫) কৃষ্ণের অনুরাগ যাঁহার দ্বিতীয় অরুণবর্ণ বসন অর্থাৎ উত্তরীয় (ওড়না)।

(৬) প্রণয়মান—প্রণয় হইতে জাত যে মান তাহাই কঞ্চুলিকা (কাঁচুলী), তাহাদ্বারা বক্ষঃ আচ্ছাদন।

(৭) অঙ্গানুলেপন বলিতেছেন ;—'সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম......অঙ্গে বিলেপন।' নিজ সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম, সখী-প্রণয়-রূপ চন্দন, এবং নিজ মৃদুহাস্যের কান্তিরূপ কর্পূর, এই তিনে অঙ্গ-বিলেপন অর্থাৎ অনুলেপন।

(৮) উজ্জ্বলরস—শৃঙ্গাররস, মধুররস। মৃগমদ—মৃগনাভি।

(৯) প্রচ্ছন্ন মান—কেহ না জানিতে পারে এতাদৃশ মান; প্রচ্ছন্ন মানে যে বক্রতা সেইটী। ধম্মিল্ল—মনোহররূপে বদ্ধ পুষ্পমুক্তা প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত কেশপাশ অর্থাৎ চুলের খোঁপা।

(১০) ধীরাধীরাত্মক—যে খণ্ডিতা নায়িকা অশ্রুমোচনপূর্ব্বক বক্রোক্তিতে প্রিয়তমকে বলে, তাহাকে ধীরাধীরা বলে। পটবাস—সুগন্ধি চূর্ণবিশেষ।

(১১) রাগ তাম্বূলরাগে—প্রেমপরিণামবিশেষ অর্থাৎ যাহা দ্বারা অধিক দুঃখ সুখরূপে প্রতীত হয়, সেই রাগরূপ তাম্বূলের রক্তবর্ণে।

(১২) প্রেম-কৌটিল্য—প্রেমের স্বভাবকুটিল গতি (অবস্থা), যাঁহার নেত্রযুগলে কজ্জল।

(১৩) সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক—পাঁচটি কি ছয়টী কিংবা সকলগুলি সাত্ত্বিক ভাব এক কালে ব্যক্ত হইয়া পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব বলে। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকই যুগপৎ সকলগুলি মহাভাবে উৎকর্ষের পরমাবধিত্ব ধারণ করিলে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক নাম ধারণ করে। হর্ষাদি সঞ্চারী—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ সঞ্চারী ভাবরূপ ভূষণ যাহার সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ।

(১৪) ভরি—ধারণ করিয়াছেন।

কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতিভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত (১)॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল (২)।
প্রেম-বৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল (৩)॥

(১) কিলকিঞ্চিতাদি—যথা—ভাব, হাব হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগলভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত—যৌবনকালে রমণীদিগের কান্তে সর্ব্বথা অভিনিবেশবশতঃ তদ্ভাবাক্রান্ত চিত্ত হইতে এই অলঙ্কারগুলির উদয় হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে প্রথম তিনটী অঙ্গজ এবং তাহার পরের সাতটী অযত্নসিদ্ধ এবং তাহার পরের দশটী স্বভাবজাত।

১। শৃঙ্গাররস সাধন নিমিত্ত রতি নামক ভাব হইলেও গাম্ভীর্য্য ও লজ্জাদি দ্বারা নির্ব্বিকার-চিত্তে যে প্রথম বিকার আবির্ভাব হয়, তাহাকে ভাব বলে।

২। যাহা গ্রীবা তির্য্যক্‌করণ সংযুক্ত ও ভ্রূ-নেত্রাদির বিকাশকারী ভাব হইতে ঈষৎ প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে।

৩। হাব যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাহার নাম হেলা।

৪। রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ, তাহাকে শোভা কহে।

৫। যদি শোভাই মন্মথের বৃদ্ধিবশতঃ উজ্জ্বলা হয়, তবে তাহাকে কান্তি বলে।

৬। বয়স, ভোগ, কাল ও গুণাদি দ্বারা যে কান্তি অতিশয়রূপে বিস্তৃত হয়, তাহাকে দীপ্তি বলে।

৭। সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টাসকলের চারুতার নাম মাধুর্য্য।

৮। প্রয়োগবিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রগলভতা কহিয়াছেন।

৯। সর্ব্বাবস্থাগত বিনয়ের নাম ঔদার্য্য।

১০। স্থিরা যে চিত্তোন্নতি, তাহাকে ধৈর্য্য বলে।

১১। রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণের নাম লীলা।

১২। গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির কর্ম্মসকলের প্রিয়সঙ্গজন্য যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য, তাহাকে বিলাস বলে।

১৩। যে বেশরচনা অল্প হয় ও দেহকান্তির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।

১৪। বল্লভ-প্রাপ্তি সময়ে প্রবল মদনাবেশ-বশতঃ মাল্যাদির যে অযথাস্থানে ধৃতি, তাহার নাম বিভ্রম।

১৫। হর্ষহেতুক গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটীর এক-কালীন প্রাকট্যের নাম কিলকিঞ্চিত।

১৬। কান্তের স্মরণ ও তদীয় বার্ত্তাদি শ্রবণে কান্তবিষয়ক স্থায়িভাবের ভাবনা হেতুক হৃদয়মধ্যে যে অভিলাষের প্রাকট্য, তাহাকে মোট্টায়িত বলে।

১৭। স্তন ও অধরাদি গ্রহণ সময়ে হৃদয়ের প্রীতি হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের মতন যে বাহ্যিক ক্রোধ, তাহাকে কুট্টমিত বলে।

১৮। গর্ব্ব ও মান নিমিত্ত ইষ্ট অর্থাৎ কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর, তাহার নাম বিব্বোক।

১৯। যাহাতে অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গী সুকুমার ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত বলে।

২০। লজ্জা, মান, ঈর্ষাদির দ্বারা যে স্থানে বিবক্ষিত বিষয় বলা হয় না, কিন্তু চেষ্টা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে বিকৃত বলে।

গুণশ্রেণী ইত্যাদি—মাধুর্য্য, নবরস, চঞ্চলাপাঙ্গত্ব, উজ্জ্বলস্মিতত্ব, মনোহর-সৌভাগ্য-রেখাযুক্তত্ব, গন্ধোন্মাদিতমাধবত্ব, সঙ্গীত-প্রবরা-ভিজ্ঞত্ব, রম্যবচন, নর্ম্মপাণ্ডিত্য, বিনীতত্ব, করুণা-পূর্ণত্ব, বিদগ্ধতা, পটুতা, লজ্জাশীলতা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সুবিলাসতা, মহাভাবপরমোৎকর্ষ-তৃষ্ণাশালিত্ব, গোকুলপ্রেমবসতিত্ব, জগৎশ্রেষ্ঠ-কীর্ত্তিতা, গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহত্ব, সখীপ্রণয়বশত্ব, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যত্ব, সন্ততাশ্রবকেশবত্ব—শ্রীবৃন্দা-বনেশ্বরীর এই গুণগণের মধ্যে প্রথম ছয়টী গুণ কায়িক, তাহার পরের তিনটী গুণ বাচিক, তাহার পরের দশটী গুণ মানসিক, তাহার পরের ছয়টী গুণ পরসম্বন্ধগামী। উপর্য্যুক্ত গুণশ্রেণীরূপ পুষ্পমালায় শ্রীরাধিকার সর্ব্বাঙ্গ পূরিত।

(২) সৌভাগ্যতিলক—শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রেয়সী হইতে শ্রীরাধা পরম প্রেমপাত্র; এই খ্যাতিরূপ তিলক শ্রীরাধাললাটে উজ্জ্বলভাবে রহিয়াছে।

(৩) প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষ স্বভাববশতঃ বিচ্ছেদ-বুদ্ধিতে যে পীড়া, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য, সেই প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ রত্ন হৃদয়ে তরল অর্থাৎ হারমধ্য-মণি (ধুকধুকি)।

মধ্য-বয়স্থিতা সখী স্কন্ধে কর ন্যাস (১)।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ (২)॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক (৩)।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস (৪) কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে (৫)॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পান (৬)।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ পূর্ণ-কলেবর॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশসর্গে দ্বাবিংশাধিকশততমঃ শ্লোকঃ

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ
শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা
রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা
নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরেঃ
রাধিকৈকা ন চান্যা॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ (প্রণয়স্য জন্মভূমিঃ) কা? একা শ্রীমতীরাধিকা। অস্য (কৃষ্ণস্য) অনুপমগুণা প্রেয়সী কা? একা রাধিকা ন চ অন্যা। অস্যাঃ (রাধায়াঃ) কেশে জৈহ্ম্যং (কৌটিল্যং) দৃশি (নয়নে) তরলতা (চঞ্চলতা) কুচে নিষ্ঠুরত্বং (কাঠিন্যং) 'জ্ঞেয়ম্', একা রাধিকা হরেঃ বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ (বাসনাপূরণায়) প্রভবতি (শক্নোতি) ন চ,অন্যা।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তি স্থান কে? (উত্তর) একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে? (উত্তর) অনুপমগুণা একা শ্রীরাধিকা, তদ্ভিন্ন আর কেহ নহে। শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে তরলতা, স্তনে কঠিনতা, সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থা, অন্য কেহ নহে॥ ৪০॥

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥
রায় কহে কৃষ্ণ হয়েন ধীর-ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে, বিভাবলহর্য্যাং ১২৩ শ্লোকঃ

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ
পরিহাস-বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ
স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—বিদগ্ধঃ (রসিকঃ) নবতারুণ্যঃ (নবযৌবনশালী) পরিহাসবিশারদঃ (রহস্যনিপুণঃ) নিশ্চিন্তঃ (নিরুদ্বেগচিত্তঃ) প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ধীরললিতঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।—যিনি রসিক, নবযৌবনান্বিত, পরিহাসপটু ও নিশ্চিন্ত, তাঁহাকে ধীরললিত বলে, এবং তিনি প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত॥ ৪১॥

রাত্রি-দিন কুঞ্জ-ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥

(১) মধ্য বয়স—মধ্যকৈশোর (দ্বাদশ বর্ষ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত) তদ্রূপা সখীর স্কন্ধে যাঁহার করন্যাস।

(২) কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি—কৃষ্ণের সহিত স্বকর্তৃক লীলাবিষয়ে মনোবৃত্তিরূপা সখী। আশ-পাশ—চারিদিকে, ইতস্ততঃ।

(৩) নিজাঙ্গসৌরভালয়ে ইত্যাদি—নিজ অঙ্গ সৌরভরূপ আলয়ে (অন্তঃপুরে, গৃহে)। পর্য্যঙ্ক—খট্টা।

(৪) অবতংস—কর্ণভূষণ। কাণে—কর্ণে।

(৫) প্রবাহ—স্রোত অর্থাৎ স্রোতের ন্যায় যাঁহার বচনে কৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশঃ কীর্ত্তনের বিরতি নাই।

(৬) করায় শ্যামরস মধুপান—শৃঙ্গার রসের অনুভব করান।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে,
বিভাবলহর্য্যাং ১২৪ শ্লোকঃ

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা-
প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাংবিরচয়-
ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলি-মকরী-
পাণ্ডিত্যপারংগতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ৪২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪২ ॥

প্রভু কহে 'এহ হয় আগে কহ আর'।
রায় কহে 'ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর॥'
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত (১) এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।

তথাহি—গীতম্।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি ॥
এ সখি! সো সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

শব্দার্থ।—পহিলহি—প্রথমে। রাগ—পূর্ব্বরাগ। নয়নভঙ্গ—বঙ্কিম-নয়ন, কটাক্ষ। ভেল—হইল। অনুদিন—প্রতিদিন। বাঢ়ল—বৃদ্ধি পাইল। অবধি—সীমা। না গেল—পাইল না। সো—শ্রীকৃষ্ণ। রমণ—পতি। হাম—আমি (রাধা)। রমণী—পত্নী। দুহুঁ—দুই জনার। প্রেমকাহিনী—প্রেমের কথা। কানুঠামে—শ্রীকৃষ্ণ-স্থানে। কহবি—বলিবি। বিছুরহ জানি—বিস্মৃত হইও না। দুহুঁকেরি—দুইজনার (রাধা-কৃষ্ণের)। বিরাগ—অনুরাগের অভাব। তুহুঁ—তুমি। সুপুরুখ—সুপুরুষ। ঐছন—ঐরূপ।

অনুবাদ।—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধিকা দূতীকে কহিলেন, হে দূতি)! শ্রীকৃষ্ণকে কহিও যে প্রথমতঃ কটাক্ষেই শ্রীকৃষ্ণে আমার পূর্ব্বরাগ হইয়াছিল, সেই পূর্ব্বরাগ দিন দিন বাড়িয়াছিল, কিন্তু সীমা প্রাপ্ত হয় নাই। আমি তাঁহার পত্নী নহি, তিনিও আমার পতি নহেন (অন্যরূপ ব্যাখ্যা—রমণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বা রমণী-স্বরূপা আমিই যে, তাহার কারণ তাহা নহে)। তথাপি কন্দর্প তাঁহার এবং আমার মনকে পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছে! হে সখি! এই সকল প্রেমের কাহিনী কৃষ্ণনিকটে তুমি বলিও, বিস্মৃত হইও না। যখন আমাদের দুই জনের মিলন হয়, তখন দূতী কিংবা অন্য কাহারও অন্বেষণ করিতে হয় নাই। পঞ্চ-বাণ কন্দর্প মধ্যস্থ হইয়া আমাদের দু-জনকে মিলাইয়া দিয়াছিল। এখন সেই কৃষ্ণ আমাতে বিরাগ অর্থাৎ বীতরাগ, সুতরাং তুমি দূতী হইলে। সুপুরুষ প্রেমের কি এরূপ রীতি? (অন্যরূপ ব্যাখ্যা—মিলনের সময়ে যে রাগ দৌত্য কার্য্য করিয়াছিল, বিরহের সময় তাহাই বিরাগ বা বিচ্ছেদগত রাগ অর্থাৎ অধিরূঢ় মহাভাবরূপে দৌত্য কার্য্যে প্রেরিত হইতেছে। সুপুরুষের সহিত প্রেম হইলে ঐরূপই হয়)। [পরের দুই পঙ্‌ক্তি কবির ভণিতা]

(১) প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত। প্রেমবিলাস—প্রেমক্রীড়া। বিবর্ত্ত—পরিণাম, চরমাবস্থা। প্রেমক্রীড়ায় রমণ ও রমণী এই উভয়ের পরস্পর ভেদজ্ঞানশূন্যতা অর্থাৎ উভয়ের অভেদভাবে কেবল যে বিলাসমাত্রৈকতন্ময়তা সেইটি প্রেমক্রীড়ার চরমাবস্থা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাত্মক প্রেমময় বিলাসে নানা ভেদ প্রতীতি হইলেও তাহা স্বরূপতঃ হ্লাদিনীসার প্রেম, ইহাই ইহার ভাবার্থ।

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে ১১০ শ্লোকঃ

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী
স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রি- নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে
নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ
ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ
শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে (গোবর্দ্ধনকুঞ্জ-বিহারিন্) শৃঙ্গারকারুঃ (কামশিল্পী) কৃতী (সুনিপুণঃ) স্বেদৈঃ (অন্তর্বাহিদ্রবরূপৈর্বিকারৈঃ) রাধায়াঃ ভবতশ্চ চিত্তজতুনী ক্রমাৎ বিলাপ্য (দ্রবীকৃত্য) নির্ধূতভেদভ্রমং (নিঃশেষিত-ভেদরূপ-মিথ্যাজ্ঞানং) যুঞ্জন্ (মিশ্রীকুর্ব্বন্) ইহ ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যোদরে (ব্রহ্মাণ্ডরূপ-প্রাসাদস্য মধ্যে) চিত্রায় (চিত্রকরণার্থং, বিস্ময়বর্দ্ধনার্থং বা) ভূয়োভিঃ নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ স্বয়ম্ অন্বরঞ্জয়ৎ।

অনুবাদ।—(শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন) হে গোবর্দ্ধননিকুঞ্জস্বচ্ছন্দবিহারি শ্রীকৃষ্ণ! শৃঙ্গাররসের নিপুণ শিল্পী শ্রীরাধার এবং তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ (অর্থাৎ প্রেমোষ্মা) দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া অভেদরূপে সংমিশ্রণপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহমধ্যে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত নবরাগরূপ হিঙ্গুল দ্বারা স্বয়ং অনুরঞ্জিত করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু-অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয় ॥
সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥
রায় কহে 'যেই কহাও সেই কহি বাণী'।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির ॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা॥
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী-বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখীবিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য (১) সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১০ সর্গে ১৭ শ্লোকঃ

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখানাং রসজ্ঞঃ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—ঈশঃ (ঈশ্বরঃ) চিদ্বিভূতীঃ ইব রাধাকৃষ্ণয়োঃ ভাবঃ বিভুঃ (পরমমহান্) অতিসুখ-রূপঃ স্বপ্রকাশঃ (স্বয়ং প্রকাশরূপঃ) অপি স্বাঃ (আত্মীয়াঃ) যাঃ (সখ্যঃ) ঋতে (বিনা) ক্ষণম্ অপি রসপুষ্টিং হি ন প্রবহতি, আসাং সখীনাং পদং কঃ রসজ্ঞঃ ন শ্রয়তি।

অনুবাদ।—(হে সখি!) সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ভগবান্ যেমন অতিসুখরূপ চিচ্ছক্তি-ব্যতীত পুষ্টিলাভ করেন না, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণের ভাব সর্ব্ব-ব্যাপক, অতি সুখরূপ এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও নিজ সখীব্যতীত ক্ষণকালের নিমিত্তও রস পুষ্টি করিতে সমর্থ হয় না; অতএব এই সখীগণের পদ কোন রসজ্ঞ ভক্ত আশ্রয় না করে? ৪৪ ॥

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তাঁর পল্লব পুষ্প পাতা ॥

---

(১) রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য—কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সেবা করা রূপ অভিলষিত বস্তু।

(মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, ২০৬ পৃষ্ঠা)।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় (১)।
নিজ-সেবা হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ১০ সর্গে ১৬ শ্লোকঃ

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদ-
বিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেম-বল্ল্যাঃ কিশলয়-
দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরস-
নিচয়ৈ-রুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণ-
মধিকং সন্তি যত্তন্নচিত্রম্॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—ব্রজকুমুদবিধোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) হ্লাদিনী-নামশক্তেঃ সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য হ্লাদিনীশক্তেঃ সারাংশভূতায়াঃ প্রেম-লতায়াঃ (নবীন পত্র কুসুমাদিসমাঃ) শ্রীরাধিকায়াঃ) সখ্যঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ (অতঃ) কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈঃ অমুষ্যাং (রাধায়াম্) সিক্তায়াম্ উল্লসন্ত্যাং (সত্যাং) স্বসেকাৎ শতগুণম্ অধিকং জাতোল্লাসাঃ (হর্ষসমন্বিতাঃ) সন্তি যৎ তৎ চিত্রং (বিস্ময়জনকং) ন।

অনুবাদ।—শ্রীরাধা নন্দব্রজকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-নাম্নী শক্তির সারাংশ প্রেমলতা, আর সখীগণ সেই লতার কিশলয়, পত্র ও পুষ্পাদিরূপ, অতএব কৃষ্ণলীলামৃত রস দ্বারা রাধারূপ লতা সিক্ত এবং উল্লাসযুক্ত হইলে, পত্র-পুষ্পাদিরূপ সখীগণের যে স্বীয় সেক অপেক্ষা শত গুণ অধিক উল্লাস হয়, ইহা আশ্চর্য্য নয়॥ ৪৫॥

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মা-কৃষ্ণ-সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তাঁ-সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম (২)॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১৪৩ শ্লোকঃ

প্রেমৈব গোপরামাণাং
কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং
বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ৪৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৬॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য (৩)॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশা-
ধ্যায়ে ঊনবিংশ শ্লোকঃ

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৪৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৭॥

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণ ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে (৪) তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা তবে পায় ব্রজে॥

---

(১) যেমন লতা ও পল্লবের অভিন্নতাপ্রযুক্ত লতার সেচনে তৎপল্লবাদি প্রফুল্লিত হয়, তদ্রূপ রাধাসহ সখীগণের অভিন্নতাপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসহ শ্রীরাধার ক্রীড়ায় সখীগণের অধিক সুখ হয়।

(২) সহজে…নাম—গোপীপ্রেম পার্থিব কাম হইতে ভিন্ন; ইহা অলৌকিক অপ্রাকৃত, তবে জাগতিক কামক্রীড়ার সঙ্গে তাঁহাদের বিলাস একই রূপ বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় গোপী-প্রেমকে কাম বলিয়া অভিহিত করা হয়।

(৩) বর্য্য—শ্রেষ্ঠ।

(৪) রাগানুগা মার্গ—মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে বিরাজন্তীমিত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ভগবন্তং প্রতি শ্রুতিবাক্যম্

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষ-
দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য
ন্মুনয় উপাসতে ত-
দরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ-
ভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ
সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ (মরুৎ প্রাণাশ্চ মনশ্চ অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি চ নিভৃতানি নিয়ন্ত্রিতানি যৈঃ তে চ তেদৃঢ়যোগং যুঞ্জন্তীতি তথাভূতাঃ) মুনয়ঃ হৃদি যৎ ত্বাম্ উপাসতে অরয়ঃ (বৈরভাবেণ চিন্তনাৎ) অপি স্মরণাৎ (কৃষ্ণবিদ্বেষিণঃ) তৎ তে তত্ত্বং যযুঃ (প্রাপুঃ) উরগেন্দ্র-ভোগ-ভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ (সর্পদেহ-সদৃশয়ো তব ভুজয়োঃ বিষক্তা ধীর্যাসাং তাঃ) স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ তৎ যযুঃ), সমদৃশঃ (তদ্ভাবানুগতভাবময়াঃ) অঙ্ঘ্রি-সরোজসুধাঃ (চরণকমলয়োঃ মাধুর্য্যং) বয়ম্ অপি সমাঃ।

অনুবাদ।—(শ্রুতিগণ কহিলেন) হে ভগবন্! প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপূর্ব্বক সুদৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ তোমার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণও অনিষ্টচেষ্টায় তোমাকে স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অপরিচ্ছিন্ন তোমাকে অপরিচ্ছিন্নরূপে দর্শনপূর্ব্বক সর্পশরীর সদৃশ তোমার ভুজদ্বয়ে আসক্তবুদ্ধি গোপীরাও তোমার শ্রীচরণের স্পর্শমাধুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রুত্যভিমানিনী দেবতারূপ আমরা কায়ব্যূহ দ্বারা তৎসদৃশ হইয়া তাহাদের আনুগত্য লাভ করিয়া তোমার শ্রীচরণ-স্পর্শমাধুরী প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ৪৮॥

সমদৃশ-শব্দে কহে সেই ভাবে অনুমতি।
সমা-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি॥
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা কহে কৃষ্ণ সঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে(১) না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯ অং ১৬ শ্লোক

নায়ং সুখাপো ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং
যথা ভক্তিমতামিহ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ—গোপিকাসুতঃ অয়ং ভগবান্ ই (গোপিকাসুতে) ভক্তিমতাং (ভক্তিযুতানাং জনানাং) যথা সুখাপঃ (সুখেন লভ্যঃ) তৎ দেহিনাং (দেহাভিমানিনাং তাপসানাং) আত্মভূতানাং (জড়বিরাগযুক্তারামাণাং) জ্ঞানিনাং চ ন (ন সুখাপঃ)।

অনুবাদ।—এই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ জনগণের যেরূপ সুখলভ্য সেরূপ দেহাভিমানী তাপসাদির এবং নিবৃত্তাভিমানী আত্মভূত জ্ঞানীদিগের সুখলভ্য নহেন॥ ৪৯॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৭ অং ৫৩ শ্লোকঃ

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৫০

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদের অষ্টাদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫০॥

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥
এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দোঁহে গেলা॥
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিঞা।
রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিঞা॥

(১) মনে ভজন করিবার জন্য অনুরাগ না থাকিলেও শাস্ত্রের শাসনে ও নরকভয়ে শাস্ত্র-বর্ত্মে যে ভজন তাহার নাম বিধিমার্গ।

মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহাঁ আগমন।
দিন দশ রহি শোধ(১) মোর দুষ্ট মন ॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে॥
প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥
যা শুনিল তা দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস জ্ঞানের তুমি সীমা ॥
দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥
নীলাচলে তুমি-আমি থাকিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
এত বলি দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিঞা মিলিলা॥
অন্যোন্যে মিলিঞা দোঁহে নিভৃতে বসিঞা।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা॥
প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর।
এই মত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥
প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা, বিদ্যামধ্যে সার?
রায় কহে ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ(২) বিনু দুঃখ নাহি আর ॥
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥
গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে-গীতের মর্ম্ম ॥

শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥
ধ্যানমধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান ॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস ॥
শ্রবণ-মধ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ কোন্ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম ॥
মুক্তি-ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি(৩) ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥
এই মত দুই জনের কৃষ্ণকথা-রসে।
নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥
ইষ্ট-গোষ্ঠী(৪) কৃষ্ণ-কথা করি কতক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥

(১) শোধ—সংশোধন কর।

(২) কৃষ্ণভক্তবিরহ ইত্যাদি—সংসারের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণভক্তের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের সে সঙ্গবিরহে যে দুঃখ হয়, সাংসারিক কোন দুঃখের তাহার সহিত তুলনা হয় না।

(৩) যাঁহারা মুক্তি অর্থাৎ সাযুজ্য-মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের ও যাঁহারা ভক্তি অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের গতি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর "মুক্তি-ভক্তি...প্রেমাম্রমুকুলে।" মুক্তি যেমন স্থাবর দেহে অবস্থিতি করিতে পারে না অর্থাৎ বৃক্ষপর্ব্বতাদি স্থাবর দেহবিশিষ্ট জীব যেমন কোন আনন্দানুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবও কোনও আনন্দানুভব করিতে পারে না। ভক্তি যেমন দেবদেহে অবস্থিতি করে অর্থাৎ দেবদেহাবিষ্ট জীব যেমন নানা আনন্দ ভোগ করে, তদ্রূপ ভক্তও বিবিধ ভগবদানন্দ ভোগ করেন।

(৪) ইষ্ট—বাঞ্ছিত। গোষ্ঠী—সংলাপ।

কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এই তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে(১)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১ শ্লোকঃ।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেন ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি॥ ৫১

অন্বয়।—অর্থেষু (আকাশাদিকার্য্যেষু) অন্বয়াদিতরতশ্চ (অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যঃ অস্তি) (অতএব) অস্য (বিশ্বস্য) জন্মাদি (জন্মস্থিতিভঙ্গং) যতঃ (ভবতি তৎ) (তথা) যঃ (চ) অভিজ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ) স্বরাট্ (স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানবান্ তৎ) যৎ (যস্মিন্ ব্রহ্মণি বেদে) সূরয়ঃ (ব্রহ্মাদয়োঽপি) মুহ্যন্তি (তৎ) ব্রহ্ম (তৎ বেদম্) আদিকবয়ে (ব্রহ্মণে) (সদা মনসৈব যঃ) তেন (প্রকাশিতবান্ তং) কিঞ্চ যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (অন্যস্মিন্নন্যাবভাসঃ তেজসি বারিবুদ্ধিমৃগতৃষ্ণায়াং মৃদি কাচাদৌ জলবুদ্ধিরিত্যাদি তথা) যত্র (শুদ্ধভগবৎ-স্বরূপে) ত্রিসর্গঃ (মায়াগুণসর্গঃ ভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপঃ) অমৃষা (সত্যঃ) (কিঞ্চ) স্বেন (স্বকীয়েন) ধাম্না (তেজসা) সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং (পরমেশ্বরং) ধীমহি (ধ্যায়েমঃ)।

অনুবাদ।—এই বিশ্বের যাঁহা হইতে জন্ম, যাঁহাতে স্থিতি এবং লয় হইতেছে; অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত ব্যাপারে একমাত্র স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া নির্ণীত হন, এই দৃশ্যমান জগতে যিনি স্বতন্ত্র রাজা; যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকে অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, যাহাতে পণ্ডিতগণেরও সর্ব্বদাই মোহ উপস্থিত হয় ও যাহাতে ক্ষিতি অপ্ তেজঃ প্রভৃতি ভূতসমূহের বিনিময় অর্থাৎ পৃথক্ সত্তা, যাঁহাতে চিন্ময় রূপ সৃষ্টি, জীবপ্রাকট্যরূপ সৃষ্টি এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি সত্যরূপে বর্ত্তমান—সেই এবং যিনি নিজ তেজোবলে নিরন্তর মায়িক-উপাধি-সম্বন্ধবিহীন, আমরা সেই সত্যরূপী শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করি॥ ৫১॥

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা(২)
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকঃ।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ।—যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ (ভোগজড়াতীতস্য) ভগবদ্ভাবং (ভূতানাং ভগবৎসেবোপযোগিসিদ্ধস্বরূপাদিকং) পশ্যেৎ (অনুভবতি), আত্মনি ভগবতি ভূতানি পশ্যেৎ এষ ভাগবতোত্তমঃ (ভবতি)।

অনুবাদ।—(হরি নিমিরাজকে কহিলেন, মহারাজ! যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান এবং আত্মার আত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত॥ ৫২॥

(১) শ্রীনারায়ণ অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রেরণ করেন।

(২) কাঞ্চন-পঞ্চালিকা—স্বর্ণপুত্তলিকা, সোণার পুতুল।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকঃ

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—পুষ্পফলাঢ্যাঃ (ফলপুষ্পসমন্বিতাঃ) প্রণতভারবিটপাঃ (ভারাবনতাঃ বৃক্ষাঃ) প্রেমহৃষ্টতনবঃ (কৃষ্ণপ্রেমোৎফুল্লদেহাঃ) বনলতাঃ আত্মনি (স্বীয়ে দেহে) বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ (প্রকাশয়ন্ত্যঃ) ইব মধুধারাঃ ববৃষুঃ স্ম (বিস্ময়ে) তরবঃ (তরবোঽপি মধুধারাঃ ববৃষুঃ)।

অনুবাদ।—[শ্রীব্রজদেবীগণ কহিলেন, হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ বেণু দ্বারা যখন গোপগণকে আহ্বান করেন], তখন বনলতা ও বনতরুগণ আপনাতে স্ফুরিত শ্রীকৃষ্ণকে অভিব্যক্ত করিতে করিতে ফল-পুষ্পাদির ভরে নম্রশাখা হইয়া এবং অঙ্কুরোদ্গমচ্ছলে প্রেমে হৃষ্টতনু হইয়া মধুধারারূপ অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে। [এখানে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থা তরুলতাতে দেখায়, ইহারা উত্তম ভাগবতে গণ্য হইলেন]॥ ৫৩॥

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়॥
রায় কহে—প্রভু তুমি ছাড় ভারিভূরি(১)।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিছ অবতার॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তাহার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনি আইলা মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥

(১) ভারিভূরি—কপটতা, চাতুরালী।

প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥
মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥
গৌর অঙ্গ নহে, মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুতবিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন (২)
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্বকর্ম্ম॥
গুপ্ত রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥
আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায়-আমায় হই সমতুল॥
এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
নিগূঢ় ব্রজের রসলীলার বিচার।
অনেক কহিল তার না পাইল পার॥
তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন চিন্তামণি।
কেহ যেন পোঁতা দ্রব্য পায় একখনি॥
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায়॥
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে॥

(২) আমি (শ্রীচৈতন্য) সেই নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ, তবে যে আমার গৌরকান্তি, ইহা শ্রীরাধাঙ্গ-স্পর্শন। অর্থাৎ শ্রীরাধিকা আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকায় আমি গৌরবর্ণ, কিন্তু স্বরূপতঃ আমি কৃষ্ণবর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ বিনা অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন না, অতএব আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ।

দুই জনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইঞা করিলা শয়ন॥
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনূমান্।
তারে নমস্করি কৈল দক্ষিণ প্রয়াণ॥
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু-দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভু-ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল॥
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্র বদন॥
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন-দুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাতে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন॥
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে॥
সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিও চিতে॥
অলৌকিক-লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥
দামোদর-স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন-লীলা করিল প্রচারে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ-রায়সঙ্গোৎসবো নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ

নবম পরিচ্ছেদ।

নানামতগ্রহগ্রস্তান্
দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্
গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সঃ গৌরঃ নানামতগ্রহগ্রস্তান্ (নানামতরূপনক্রকুম্ভীরমকরৈঃ কবলিতান্) দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ (দাক্ষিণাত্যবাসিরূপান্ গজান্) কৃপারিণা (কৃপাচক্রেণ) বিমুচ্য (মোচয়িত্বা) এতান্ বৈষ্ণবান্ চক্রে।

অনুবাদ।—সেই গৌরাঙ্গদেব নানামতরূপ কুম্ভীর কর্ত্তৃক কবলিত দক্ষিণদেশীয় জনরূপ হস্তি-গণকে দেখিয়া, কৃপারূপ চক্র দ্বারা তাহাদিগকে মোচন করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
দক্ষিণ-গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ (১)।
সহস্র সহস্র তীর্থ করিল দর্শন ॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই-ছলে সেই-দেশের লোক নিস্তারিল ॥
তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি (২) ॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে লিখন।
কহিতে না পারি তার কথা অনুক্রম ॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে না পায় দর্শন।
যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের যত জন ॥
সবেই বৈষ্ণব হয় কহে 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সব বৈষ্ণব করি ॥

(১) বিলক্ষণ—অসাধারণ।
(২) ফেরাফেরি—পুনরাগমন।

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ কর্ম্মী কেহ জ্ঞানী পাষণ্ডী (৩) অপার ॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে ॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী কেহো হয় শ্রীবৈষ্ণব (৪) ॥
সে সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণ নামে ॥

তথাহি—

রামরাঘব রামরাঘব
রামরাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব
কৃষ্ণকেশব ত্রাহি মাম্ (৫) ॥ ২

এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই কৈল তাঁহা স্নান ॥
মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥
দাসরাম মহাদেবের করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহের করিলা গমন ॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি ॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥

(৩) পাষণ্ডী—উপধর্ম্মযাজী অর্থাৎ বেদমার্গ-বহিষ্কৃত, বেদবিরোধী বৌদ্ধ প্রভৃতি।
(৪) শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।
(৫) ত্রাহি মাম্—আমাকে রক্ষা কর।

সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রামনাম বিনু অন্য বচন না কয়॥
সেই দিন তার ঘরে রহিলা ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি॥
স্কন্দক্ষেত্রতীর্থে কৈল স্কন্দ (১) দরশন।
ত্রিমল্ল আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম (২)
পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কেন দশা হৈল॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম।
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম॥
বিপ্র কহে এই তোমার দর্শনপ্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর পূর্ব্বের স্বভাব॥
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥
বাল্যকাল হইতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়॥

তথাহি—পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে ৮ শ্লোকঃ

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে
সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ
পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ৩

অন্বয়ঃ।—যোগিনঃ অনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি (সচ্চিদানন্দে) রমন্তে (ক্রীড়ন্তি) ইতি রামপদেন অসৌ পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে (কথ্যতে)।

অনুবাদ।—সত্য, আনন্দ ও চিৎস্বরূপ অনন্ত আত্মায় যোগিগণ রমণ করেন, এই হেতু তাঁহারা পরমব্রহ্মকে রামনামে অভিহিত করেন॥ ৩॥

তথাহি—মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি ৭মে অধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকস্য শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকায়াম্

কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো
ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম
কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ ৪

অন্বয়ঃ।—কৃষিঃ শব্দঃ (ধাতুঃ) ভূবাচকঃ (সত্তা-নির্দ্ধারকঃ) ণঃ চ নির্বৃতিবাচকঃ (আনন্দবাচকঃ) তয়োঃ ঐক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)।

অনুবাদ।—কৃষি ভূবাচক অর্থাৎ সত্তাবাচক শব্দ, ণ নির্বৃতিবাচকশব্দ, কৃষ্ ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয়যোগে কৃষ্ণপদ হয়, কৃষ্ণশব্দ পরব্রহ্ম-বাচক বলিয়া অভিহিত হয়॥ ৪॥

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুন আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥

তথাহি—পদ্মপুরাণে, উত্তরখণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে নবমঃ শ্লোকঃ

রাম-রামেতি রামেতি
রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং
রামনাম বরাননে॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে বরাননে (অয়ি সুমুখি)! সহস্রনামভিঃ তুল্যং রামনাম। 'অতঃ' রাম রাম ইতি 'সংকীর্ত্ত্য' মনোরমে (মনোহরে) রামে 'অহং' রমে (আনন্দং প্রাপ্নোমি)।

অনুবাদ।—(মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন), হে বরাননে! সহস্র নামের তুল্য এক রামনাম। রাম রাম রাম বলিয়া মনোরম রামনামে আমি আনন্দ লাভ করি॥ ৫॥

তথাহি—শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ২৫৮ শ্লোকধৃত-ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয়বচনম্

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং
ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য
নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ ৬

অন্বয়ঃ।—পুণ্যানাং (পবিত্রাণাং) সহস্রনাম্নাং (বিষ্ণুসহস্রনাম্নাং) ত্রিরাবৃত্ত্যা (বারত্রয়পঠনেন)

(১) স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়।
(২) ত্রিবিক্রম—বামনদেব।

তু যৎ ফলং একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য একং নাম তৎ (ফলং) প্রযচ্ছতি (দদাতি)।

অনুবাদ।—পবিত্র বিষ্ণু-সহস্রনামের তিনবার পাঠে যে ফল হয়, একবার কৃষ্ণনামে সেই ফল প্রদান করে॥ ৬॥

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার॥
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি-দিন গাই॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণ নাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল॥
"সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ" ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল॥
তাঁরে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈলা শিব-দরশনে॥
তাঁহা হইতে চলি আগে গেলা এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাহা করিলা বিশ্রাম॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥
গোঁসাঞিরসৌন্দর্য্যদেখি তাতেপ্রেমাবেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ॥
তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রে সবে উদ্‌গ্রাহে (১) প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমতে বৈষ্ণব কৈল দক্ষিণ দেশ॥
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লৈয়া॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নব মতে।
প্রভু-আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিল কহিতে॥

(১) উদ্‌গ্রাহে—তর্ক নির্ব্বন্ধে।

যদ্যপি অসম্ভাষ্য(২)বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে (৩)।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রস্তাব সব উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ডখণ্ড কৈল॥
দার্শনিক পণ্ডিত সভায় পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের হৈল লজ্জাভয়॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেল।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈল॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু-আগে আনে 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্নসহ থালি লয়ে গেল॥
বৌদ্ধোপরি অন্ন পড়ে অমেধ্য (৪)হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া॥
তেড়ছে(৫) পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভুপদে লইল শরণ॥
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ (৬) আমার গুরু, করহ প্রসাদ॥
প্রভু কহে সবে কহ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি"।
গুরুকর্ণে কহ "কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি"॥
তবে ত তোমার গুরু পাইবে চেতন।
সব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥

(২) অসম্ভাষ্য—সম্ভাষণের অযোগ্য কারণ ইহারা বেদের বিরুদ্ধাচারী ও ভক্তি-বহির্মুখ।

(৩) নবমতে—বৌদ্ধদিগের নয়টি সিদ্ধান্তে যথা—১। বিশ্ব অনাদি সুতরাং ঈশ্বরবিহীন, ২। জগৎমিথ্যা; ৩। অহংতত্ত্ব; ৪। জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত; ৫। বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়; ৬। নির্ব্বাণই পরমতত্ত্ব; ৭। বৌদ্ধদর্শনই দর্শন; ৮। বেদ মানব-রচিত; ৯। দয়াদি সদাচরণই বৌদ্ধজীবন।

(৪) অমেধ্য—অপবিত্র।

(৫) তেড়ছে—বক্রভাবে।

(৬) জীয়াহ—জীবিত কর।

গুরু কর্ণে কহে, কহ "কৃষ্ণ রাম হরি"।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে 'হরি' বলি ॥
কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥
এই মত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহ না পায় দর্শন।
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কট-অচলে ॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম-দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম-স্তবন।
স্বপ্রভাবে লোক সব করিয়া বিস্ময়।
পানা-নরসিংহে (১) আইলা প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥
শিব-কাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোক কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তিস্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ॥
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন ॥
শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বর শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥
গো-সমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন ॥
"অমৃত-লিঙ্গ-শিব" আসি করিল দর্শন।
সব শিবালয়ে বৈষ্ণব করিল শৈবগণ ॥

দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন।
"শ্রীবৈষ্ণবগণ" সনে গোষ্ঠী (২) অনুক্ষণ ॥
"কুম্ভকর্ণ কপালের" দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিল গমন ॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হইল সর্ব্বলোক মন ॥
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট-ভট্ট নাম।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান।
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ।
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য (৩) আসি প্রভু হৈল উপসন্ন ॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি মোরে নিস্তার আমারে ॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি-মাসে ॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরূপ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥
সৌন্দর্য্য-প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে সবার ঘুচে দুঃখ-শোক॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সবে কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুরে দেখিতে ॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার ॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল ॥

---

(১) কেবল পানা (সরবৎ) পান করেন বলিয়া তাঁহার নাম পানা-নরসিংহ।

(২) গোষ্ঠী—আলাপ।

(৩) চাতুর্ম্মাস্য—বর্ষা চারিমাস।

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন (১)॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে॥
কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর (২)।
বসিয়াছে হাতে তোত্র(৩)শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুপদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন॥
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ হেন তুমি মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তে্য তার মন হইয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত (৪) কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥

(১) আবর্ত্তন—আবৃত্তি।
(২) রজ্জুধর—যিনি ঘোড়ার মুখরজ্জু (লাগাম) ধরিয়াছেন।
(৩) তোত্র—চাবুক।
(৪) এই বাত—এই কথা অর্থাৎ প্রভুর তত্ত্ব।

এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্টসঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব॥
প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হৈয়া কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি তপ করিল অপার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকঃ

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ ৮ম পরিচ্ছেদে ৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

ভট্ট কহে কৃষ্ণ-নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে, সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৩২ শ্লোকঃ

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি
শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ-
রূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—সিদ্ধান্ততঃ (বস্তুতত্ত্বতঃ) তু শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ (নারায়ণকৃষ্ণয়োঃ) অভেদে অপি রসেন কৃষ্ণরূপম্ উৎকৃষ্যতে এষা রসস্থিতিঃ (রসস্বভাবঃ)।

অনুবাদ।—যদিও শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু রসবাহুল্যহেতু

শ্রীকৃষ্ণে উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয় (অথবা ইহাতেই রসের পর্য্যাপ্তি)॥ ৮॥

কৃষ্ণ-সঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস॥
প্রভু কহে দোষ নহে, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৭ অং ৫৩ শ্লোকঃ

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৯॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

লক্ষ্মী কেনে না পাইত কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৭ অং ১৯ শ্লোকঃ

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়
যোগযুজো হৃদিয-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়ো-
ঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড-
বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশো-
ঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ ১০

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১০॥

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন॥
আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্রগম্ভীর॥
তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম্ম।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব-আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি না জানে ব্রজজন॥
কেহো তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহো তাঁরে সখাজ্ঞানে জিনি(১) চড়ে কান্ধে
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি, নিজ সম্বন্ধমনন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯ অং ১১ শ্লোকঃ

নায়ং সুখাপো ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং
যথাভক্তিমতামিহ॥ ১১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১১॥

শ্রুতিসব গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
ব্যূহান্তরে (২) গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপ জাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস॥
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা (৩) হয়।
শ্রীবৈষ্ণবভজন এই সর্ব্বোপরি হয়॥

(১) জিনি—ক্রীড়ায় কৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া।
(২) ব্যূহান্তরে—কায়ব্যূহদ্বারা।
(৩) সর্ব্বোপরি কক্ষা—শ্রীকৃষ্ণাদি সকল ভজনের উপরিস্থান।

এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাস দ্বারা উঠায় এতেক বচন॥
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যে হরে তেঁহো মন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকঃ

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং
মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ১২॥

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥
তুমি যে পড়িলে শ্লোক সেইত প্রমাণ।
এই শ্লোক আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ২ লহর্য্যাং ৩২ শ্লোকঃ

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি
শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ-
রূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদের ৮ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৩॥

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয়ে নারায়ণে(১)
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ-আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৬ অং ১৪ শ্লোকে সূর্য্যপত্নীং সুবর্ণাং প্রতি বিশাখাবাক্যম্

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দন জুষো
ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহ-পদবী
সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং
তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত! চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং
রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥ ১৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ১৪॥

এত কহি প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিঞা।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাঞা॥
দুঃখ না মানিহ ভট্ট কৈলুঁ পরিহাস।
শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস॥
কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি, হয় একরূপ॥
গোপী দ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পরাবস্থাপ্রকরণে ১৪৭ শ্লোকে নারদপঞ্চরাত্রবচনম্।

মণির্যথা বিভাগেন
নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি
ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ ১৫

অন্বয়।—যথা মণিঃ বিভাগেন (ইন্দ্রমণিঃ, সূর্য্যমণিরিতি পৃথক্ পৃথক্ প্রকারেণ) নীলপীতাদিভিঃ যুতঃ। তথা অচ্যুতঃ ধ্যানভেদাৎ (উপাসনা-ভেদাৎ) রূপভেদম্ অবাপ্নোতি (লভতে)।

অনুবাদ।—যেমন বৈদূর্য্যমণি নীল-পীতাদি নানা বর্ণযুক্ত হয়, তদ্রূপ অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ) ধ্যান-ভেদে নানারূপ প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৫॥

(১) হয়ে নারায়ণে—নারায়ণরূপ হয়েন।

ভট্ট কহে কাঁহা মুঞি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি ॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণদর্শন ॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি ॥
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন ॥
ঋষভ-পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি-নতি করি ॥
পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরীগোঁসাঞির পাশ ॥
পুরীগোঁসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরীগোঁসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে ॥
পুরীগোঁসাঞি কহে আমি যাব পুরুষোত্তমে
পুরুষোত্তম দেখি গৌড় যাব গঙ্গাস্নানে ॥
প্রভু কহে তুমি পুন আসিহ নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥
তোমার নিকট রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদয় ॥
এত বলি তাঁর ঠাঁঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে ॥
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে ॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্ত কথা কহে দুইজন ॥
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরীকামকোষ্ঠী ॥
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে ॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত (১) মহাজন ॥
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে ॥
মহাপ্রভু কহে তাঁরে শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয় ॥
বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন ॥
তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে।
নির্ব্বিন্ন (২) সেই বিপ্র উপবাস করে ॥
প্রভু কহে বিপ্র কাঁহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ ॥
বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে (৩) স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি ॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায় ॥
প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার ॥

(১) বিরক্ত—সংসারবিরাগী।
(২) নির্ব্বিন্ন—খিন্ন।
(৩) রাক্ষসে—রাবণে।

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া (১) হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ॥
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন॥
দুর্ব্বেশনে রঘুনাথে করিল দর্শন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিল বন্দন॥
সেতু-বন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম॥
বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তাঁর মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান॥
মায়াসীতা নৈল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥
পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগৃহিণী॥
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল॥
তবে মায়া-সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান॥

তথাহি—কূর্ম্মপুরাণে

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ১৬

অন্বয়ঃ।—সীতয়া (জানক্যা) আরাধিতঃ (প্রার্থিতঃ) বহ্নিঃ ছায়াসীতাম্ অজীজনৎ (রচয়ামাস, প্রকটিতবান্) তাং (মায়াসীতাং) দশগ্রীবঃ (রাবণঃ) জহার, সীতা (জানকী) বহ্নিপুরম্ (অগ্নেরালয়ং) গতা (জগাম); পরীক্ষাসময়ে (অগ্নিপরীক্ষাকালে) সা ছায়াসীতা বহ্নিং বিবেশ। বহ্নিঃ তৎপুরস্তাৎ সীতাং সমানীয় অনীনয়ৎ (রাঘবায় সমর্পয়ামাস)।

অনুবাদ।—সীতাদেবী অগ্নিদেবের আরাধনা করিলে, অগ্নিদেব এক মায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, রাবণ তাহাই হরণ করে। আর প্রকৃত সীতা অগ্নিপুরীতে গমন করেন। সীতার পরীক্ষা-গ্রহণ সময়ে মায়াসীতা অগ্নিপ্রবেশ করিলে, অগ্নি স্বভবন হইতে সত্যসীতা আনয়নপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করেন॥ ১৬॥

শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হৈল স্মরণ॥
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে লাগাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥
পত্র লঞা পুন দক্ষিণ মথুরা আইল।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিল॥
পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
বিপ্র কহে, তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে॥
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥

(১) আকৃতি মায়া—মায়া মূর্ত্তি।

সেই রাত্রি তাহা রহি তাঁরে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি॥
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয়-ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে॥
চিয়ড়তালা-তীর্থে দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥
চামতা পুরে আসি দেখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥
মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন।
কন্যা-কুমারী তাঁহা কৈল দরশন॥
আমলী-তলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লার-দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি(১)॥
তমাল-কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপাণি।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী॥
গোঁসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণ দাস ব্রাহ্মণ॥
ভট্টমারি সহ তাঁর হইল দরশন॥
স্ত্রী-ধন দেখাঞা তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য-সরল-বিপ্রের বুদ্ধি নাশ কৈল॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ তুমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি, ভাল নাহি বাসি॥
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আসে সব চারিদিকে ধাঞা॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥
ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥

সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বতী-তীরে।
স্নান করি গেলা আদি-কেশব মন্দিরে॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি স্তুতি নৃত্য গীত বহুত করিলা॥
প্রেম দেখি লোকের হৈল মহাচমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার॥
মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাঁহাই পাইল॥
পুঁথি পাঞা প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প-অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতি সার॥
বহু যত্নে সেই পুঁথি লইলা লিখিয়া।
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥
দিন দুই পদ্মনাভের করিল দর্শন।
আনন্দে দেখিতে আইল শ্রীজনার্দ্দন॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ॥
সিংহারি-মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী(২)।
উড়ুপ-কৃষ্ণ দেখি তাঁহা হইলা প্রেমোন্মাদী॥
নর্ত্তক গোপাল-কৃষ্ণ পরমমোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দন ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে(৩)।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইল কোন মতে॥

(১) ভট্টমারি—গৃহস্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ ভণ্ড-সন্ন্যাসী, বামাচারি-সন্ন্যাসিবিশেষ, ইহারা কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি সন্ন্যাসীদিগের অসেব্য দ্রব্যের সেবাকারী।

(২) তত্ত্ববাদী—শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ী দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিবিশেষ। ইঁহারা অদ্বৈতসন্ন্যাসীদিগের মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান করেন। তত্ত্ব=যাথার্থ্য, বাদ=কথন। জগতে সকল বস্তুই সত্য, ইহাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারা তত্ত্ববাদী।

(৩) এইরূপ কিংবদন্তী আছে।—"কোন বণিক্ দ্বারকা হইতে নৌকা করিয়া গোপীচন্দন আনিতেছিল, হঠাৎ নৌকা ডুবিয়া যায়, তাহাতে অনেক গোপীচন্দন ও বাল-গোপাল-মূর্ত্তি ছিলেন।

মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুক্ষণ কৈল॥
তত্ত্ব-বাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদী (১) জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবজ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥
তাঁ-সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তা-সবা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রমা-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবাফলের পরম সাধন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৫ অং ১৮ শ্লোকঃ

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ
স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং
সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ
ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা
তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণোঃ শ্রবণং কীর্ত্তনং স্মরণং পাদসেবনং (পরিচর্য্যা) অর্চ্চনং (পূজনং) বন্দনং (নমস্কারঃ) দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনং (দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মৈ এব অর্পণম্) ইতি নবলক্ষণা ভক্তিঃ ভগবতি বিষ্ণৌ অদ্ধা (সাক্ষাদেব বিশ্বাসেন) অর্পিতা (সতী) চেৎ পুংসা ক্রিয়েত, তৎ উত্তমম্ অধীতং মন্যে।

অনুবাদ।—[প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে কহিলেন] বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণভক্তিকে ভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পণ করিয়া যদি কোন পুরুষ সেই ভক্তি করে, তবে তাহারই অধ্যয়ন আমি উত্তম বলিয়া মানি॥ ১৭॥

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থের সীমা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং অং ৩৮ শ্লোকঃ

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ১৮॥

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে
একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশঃ শ্লোকঃ

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষা-
ন্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ১৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ১৯॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ২০॥

পরে মাধবাচার্য্য স্বপ্ন দেখিয়া উক্ত ডুবানৌকা তুলিয়া গোপীচন্দনের মধ্য হইতে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

(১) মায়াবাদী—রজ্জু সর্পবৎ জগৎকে যে মিথ্যা বলে, তাহাকে মায়াবাদী বলে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধ ২০ অং ৯ শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত
ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা
শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—যাবতা ন নির্ব্বিদ্যেত (যাবৎ কৃষ্ণেতর কথাসু বিরক্তির্ন জায়তে) বা যাবৎ মৎ-কথা-শ্রবণাদৌ শ্রদ্ধা ন জায়তে তাবৎ কর্ম্মাণি (পুণ্য-কর্ম্মাণি) কুর্ব্বীত ।

অনুবাদ ।—(ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন), যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথায় বিরাগ না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, হে উদ্ধব ! (জ্ঞানী ও ভক্ত) সেই পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২১ ॥

পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ ।
ফল্গু (১) করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৯ অং ১১
শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যম্

সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্য-
সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি
বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১৪ অং ৪৩ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতি-
সুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ
সদয়াবলোকাম্ ।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—যঃ নৃপঃ (ভরতঃ) দুস্ত্যজান্ (দুষ্পরিহারান্) ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ (রাজ্যপুত্রবন্ধুধনকলত্রাদীন্) সুরবরৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) প্রার্থ্যাং (প্রার্থনীয়াং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) সদয়াবলোকাং নঐচ্ছৎ তৎ উচিতং মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসা (বিষ্ণুসেবাপরায়ণানাং) মহতাম্ অভবঃ অপি ফল্গু (তুচ্ছঃ) ।

অনুবাদ ।—মহারাজ ভরত যে দুস্ত্যজ পৃথিবী পুত্র, বান্ধব, অর্থ, স্ত্রী দেবপ্রবরের প্রার্থনীয় এবং কৃপাদৃষ্টিপূর্ণা শ্রীকেও বাসনা করেন নাই তাহা তাঁহার উচিত হইয়াছিল, যেহেতু যাঁহাদিগের ভগবৎসেবায় মন অনুরক্ত হইয়াছে, সেই মহৎ লোকেরা মোক্ষকেও পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ করেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কং ১৭ অং ২৩ শ্লোকঃ
দুর্গাং প্রতি শিববাক্যম্

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—নারায়ণপরাঃ (বিষ্ণুভক্তাঃ) সর্ব্বে কুতশ্চ ন বিভ্যতি অপি (যতঃ) স্বর্গাপবর্গনরকেষু (স্বর্গমোক্ষনরকেষু) তুল্যার্থদর্শিনঃ (তুল্যফল-দ্রষ্টারঃ) ।

অনুবাদ ।—যাঁহাদের স্বর্গ মোক্ষ ও নরকে তুল্যার্থ দৃষ্টি, সেই নারায়ণভক্তগণ কিছুতেই ভীত নহেন ॥ ২৪ ॥

কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য-সাধন ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন ।
এই বৈষ্ণবের নহে সাধ্য-সাধন ॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈল অন্তরে লজ্জিত ।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥
আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয় ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিল নির্ব্বন্ধ ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন ।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায় ।
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয় (২) ॥

(১) ফল্গু—অতি তুচ্ছ বস্তু ।

(২) সত্য......নিশ্চয়—তোমাদের সিদ্ধান্ত-সকল শুদ্ধ ভক্তির বিরুদ্ধ হইলেও ঈশ্বরের সত্য ও নিত্যবিগ্রহস্বরূপস্বীকার তোমার সম্প্রদায়ের মহৎ গুণ ।

এই মত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি॥
ত্রিতকূপে বিশালার করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ আইলা শচীর নন্দন॥
গোকর্ণ-শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
শূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসি শিরোমণি(১)
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গ গণেশ দেখি চোরা-ভগবতী॥
তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ॥
প্রেমাবেশে কৈল প্রভু নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
প্রভু-প্রেমে দেখি সবার চমৎকার মন॥
তাঁহা এক বিপ্র তারে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাঁহা এক শুভবার্ত্তা পাইল॥
মাধব-পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্র-গৃহে করেন বিশ্রাম॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্র-গৃহে বসিয়াছেন দেখিল তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ডবৎ প্রণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন॥
শ্রীপাদ ধরহ আমার গোঁসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা কাঁহা নাহি এই প্রেমগন্ধ॥
এত বলি প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দোঁহার উথলিল।
দুঁহে মান্য করি দুঁহে আনন্দে বসিল॥
দুই জনে কৃষ্ণ-কথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে॥

কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোঁসাঞি কৌতুকে কহেন নবদ্বীপ নাম॥
শ্রীমাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া-নগরী॥
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করে সন্ন্যাসী-ভোজনে॥
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্পবয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি(২) হৈল
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তিঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা॥
এই মতে দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী॥
দিন-চারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী স্নান করি বিঠ্ঠল-দর্শন॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্না-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাহা দেবতামন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ-সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল॥
কথামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা॥
তাপী-স্নান করি আইলা মাহেষ্মতীপুরে।
নানা তীর্থ দেখে তাঁহা নর্ম্মদার তীরে॥

(১) ন্যাসি শিরোমণি—সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহাপ্রভু।

(২) সিদ্ধিপ্রাপ্তি—পরলোক গমন।

ধনুস্তীর্থ দেখি কৈল নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমুখ-পর্ব্বত আইলা দণ্ডক-অরণ্যে ॥
সপ্ততাল বৃক্ষ তাঁহা কানন ভিতর।
অতিবৃদ্ধ অতিস্থূল অতি-উচ্চতর ॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান হৈল ॥
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার ॥
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম ॥
প্রভু আসি কৈলা পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥
নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥
সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিঞা।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাঞা ॥
দুই জন প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুজনার মন ॥
কতক্ষণে দুইজন সুস্থির হঞা।
নানা ইষ্ট-গোষ্ঠী(১) করে একত্রে বসিঞা ॥
তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিল।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিল ॥
প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে ॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাঞা।
প্রভু সহ আস্বাদিয়া রাখিল লিখিঞা ॥
গোঁসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল ॥
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥

(১) ইষ্ট-গোষ্ঠী—ইষ্ট-বিষয়ক সভা অর্থাৎ কৃষ্ণকথা।

রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ ॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ-সাত-দিনে ॥
রামানন্দ কহে গোঁসাই তোমা আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিলু আমি মিনতি করিঞা ॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে ॥
প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন ॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতি ঘোড়া সৈন্য-কোলাহল ॥
দিন-দশে ইহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিঞা।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিল গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ ॥
যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইল গৌরহরি ॥
আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল ॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা প্রেমে থেহ (২) নাহি পায় ॥
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাঞা ॥
প্রভু প্রেমাবেশে সবা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা ॥
সার্ব্বভৌম পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে ॥

(২) থেহ—স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য।

প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সবা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে (১)॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল॥
বহু নৃত্যগীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পশুপাল (২) সব আইল প্রসাদ-মালা লঞা॥
মালা-প্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হৈলা।
জগন্নাথ সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥
কাশীমিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
মান্য করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা॥
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্যদিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা॥
মধ্যাহ্ন করিল প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিল আসিঞা॥
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইলা শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ-সম্বাহন॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈল জাগরণ॥

(১) ঈশ্বর-দর্শনে—জগন্নাথ-দর্শনে
(২) পশুপাল—পাণ্ডাগণ।

প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল॥
তীর্থযাত্রার কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথন॥
অনন্ত চৈতন্য-কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেইজন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন॥
চৈতন্যচরিত্র কথা শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি হরি'॥
এই কলিকালে আর অন্য নাহি ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীরে।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীরে॥
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেইজন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশ-তীর্থ-ভ্রমণং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ

দশম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তং (প্রসিদ্ধং) গৌরজলদং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমেঘং) বন্দে, যঃ (গৌরজলদঃ) বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যানি (বিচ্ছেদো বিরহ এব অবগ্রহঃ বর্ষণাভাবঃ তেন ম্লানানি ভক্তরূপ-শস্যানি) স্বস্য দর্শনামৃতৈঃ অজীবয়ৎ (জীবয়া-মাস)।

অনুবাদ।—যিনি নিজ বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টি দ্বারা শুষ্কপ্রায় নিজ ভক্তরূপ শস্যসমূহকে নিজ দর্শনরূপ অমৃত দ্বারা জীবিত করেন, আমি সেই প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গরূপ মেঘকে নমস্কার করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র(১)রাজা বোলাইল সার্ব্বভৌমে॥
বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে।
মহাপ্রভু বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে॥
শুনিলুঁ তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তিঁহো মহাকৃপাময়॥
তোমারে বহুকৃপা কৈলা কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥
ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তিহোঁ রাজ-দরশনে॥
তথাপিকোনপ্রকারেতোমাকরাইতামদর্শন
সম্প্রতি করিলা তিহোঁ দক্ষিণ গমন॥
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥

তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ

ভবদ্বিধাঃ ভাগবতা-
স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি
স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তিহোঁ জীব নহে হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
রাজা কহে তাঁরে তুমি যাইতে কেন দিলে।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তিঁহো নহে পরতন্ত্র॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥
রাজা কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি, করি সফল নয়ন॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহো আসিবে অল্পকালে।
রহিবারে একস্থান চাহিয়ে বিরলে॥
ঠাকুরের (২) নিকট আর হইব নির্জ্জন।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ একস্থান॥

(১) প্রতাপরুদ্র—ইনি পুরুষোত্তমের রাজা।

(২) ঠাকুরের—শ্রীজগন্নাথ-দেবের।

রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া॥
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন।
সব লোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িলা।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইলা॥
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে মিলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন॥
প্রভু সহ আমা সবার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্য-চরণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্র-ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাব সবারে॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলে সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন॥
দর্শন করিয়া প্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গেহ-সহিত (১) আত্মা তাঁরে কৈল সমর্পণে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দ আদিগণে॥
সুখী হৈল প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
যেই বাসা হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥
সার্ব্বভৌম কহে প্রভু যোগ্য তোমার বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর মিশ্রের এই আশা॥
প্রভু কহে এই দেহ তোমা সবাকার।
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥

(১) গেহ সহিত—গৃহ সমেত।

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে তোমা দেখিবারে॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘের হাঁকারে (২)।
তৈছে এই সব, তুমি কর অঙ্গীকারে॥
জগন্নাথ-সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে (৩) করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন॥
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখি মাহিতী এই লিখন-অধিকারী (৪)॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহোঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথ মহা সোয়ার (৫) ইহোঁ দাস নাম॥
মুরারি মাহিতী শিখি মাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্যগতি নাই॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায় তোমার চরণ॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইহোঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি॥
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে ভজে সবে তোমার চরণ॥
তবে সবে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
সবা আলিঙ্গিল প্রভু প্রসাদ করিঞা॥
হেনকালে আইলা তাঁহা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ॥
রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না হয়॥

(২) হাঁকারে—ডাকে।

(৩) অনবসরে—সাধারণ লোকের দর্শনা-সময়ে।

(৪) লিখন অধিকারী—জগন্নাথদেবের আয়-ব্যয় লিখিয়া রাখিবার কর্ত্তা।

(৫) সোয়ার—সূপকার, পাচক (উড়িয়া ভাষা)। মহা সোয়ার—পাচকপ্রধান।

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥
নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্ম সমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥
এই বাণীনাথ (১) রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে ॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যবে যেই ইচ্ছা হয় সেই আজ্ঞা দিবে ॥
প্রভু কহে কি সঙ্কোচ নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥
দিন-পাঁচ-সাত-ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তার পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক (২) নিকটে রাখিল ॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে (৩) বোলাইল ॥
প্রভু কহে ভট্ট শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইহোঁ আমার সহিত ॥
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িঞা।
ভট্টমারি হৈতে ইহাঁয় আনিলুঁ উদ্ধারিঞা ॥
এবে আমি ইহাঁ আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি দায় ॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা ॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর ॥

গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে (৪) কহিবে যাই প্রভুর আগমন ॥
অদ্বৈত শ্রীবাস-আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন ॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তাঁরে রাখিলেন আশ্বাসিয়া ॥
আর দিন প্রভু ঠাঁই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই একজন ॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই ॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার ॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তিহোঁ শচী আই পাশ ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার ॥
শুনি আনন্দিত হৈল শচী-মাতার মন।
শ্রীনিবাস-আদি আর যত ভক্তগণ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম-উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥
শুনিয়া আচার্য্য পরম আনন্দ হৈল।
প্রেমাবেশে হুহুঙ্কার নৃত্যগীত কৈল ॥
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম-আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ ॥
আচার্য্য রত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্য নিধি আর পণ্ডিত গদাধর ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর।
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্যনন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ ॥

(১) বাণীনাথ—ভবানন্দের পুত্র।
(২) পট্টনায়ক—রাজদত্ত উপাধি।
(৩) কালাকৃষ্ণদাস—ইনি দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণে প্রভুর সঙ্গী ছিলেন।

(৪) আইকে—আর্য্যমাতা শ্রীশচীকে।

শুনিঞা সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥
আচার্য্যের কৈল সবে চরণ-বন্দন।
আচার্য্য-গোঁসাঞি কৈল সবা আলিঙ্গন॥
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচলে যাইতে তবে দৃঢ় যুক্তি হৈল॥
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হঞা।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা॥
প্রভুর আগমন শুনি কুলীন-গ্রামবাসী।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের স্থানে আইলা নীলাচল যাইতে॥
সে-কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ-পুরী।
গঙ্গা-তীরে তীরে আইলা নদীয়া-নগরী॥
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান॥
প্রভু-আগমন তিঁহো তথাই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল॥
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলা-কান্ত নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ॥
সত্বরে আসিয়া তিঁহো মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
তিঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভু-আলিঙ্গন॥
প্রভু কহে তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয়॥
পুরী কহে তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে আইলাম নীলাচল-পুরী॥
দক্ষিণ হৈতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥
সবেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তাঁ-সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥
আর দিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী রসের সাগর॥
পুরুষোত্তম-আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহো প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হঞা।
সন্ন্যাস-গ্রহণ কৈল বারাণসী যাঞা॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিল তাঁরে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সকল লোকেরে॥
পরম বিরক্ত তিঁহো পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এই ত কারণ।
উন্মাদে করিলা তিঁহো সন্ন্যাস-গ্রহণ॥
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগ-পট্ট (১) না লইল নাম হইল 'স্বরূপ'॥
গুরু-স্থানে আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণ-প্রেম আনন্দ-বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহে সব লোক নাহি জানে॥
কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ (২)॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভুপাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু পাছে শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিতে না লয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥

(১) যোগপট্ট—সন্ন্যাসীদের বস্ত্রবিশেষ। যে দৃঢ় বস্ত্রকে বলয়াকারে পৃষ্ঠ এবং জানুদ্বয়ের সমাযোগে বেষ্টন করিয়া ঊর্দ্ধজানুতে পরিধান করা হয়, তাহাকে যোগপট্ট বলে। যোগপট্ট না লইয়া নিজরূপে থাকায় 'স্বরূপ' নাম হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় স্বরূপ—দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ১৪ শ্লোকঃ

হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া
মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥৩॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! হেলোদ্ধূনিতখেদয়া (হেলয়া উদ্ধূনিতো দূরীকৃতঃ খেদো মনস্তাপো যয়া তয়া) বিশদয়া (সর্ব্বপ্রকাশিকয়া) প্রোন্মীলদামোদয়া (প্রকৃষ্টম্ উন্মীলন্ প্রকাশমানঃ আমোদঃ পরমানন্দঃ যয়া তয়া) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া (প্রশমিতঃ শাস্ত্রাণাং তর্কঃ যয়া তয়া) রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া (চিত্তে অর্পিতঃ উন্মাদঃ যয়া তয়া) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া (নিরন্তরং ভক্তিং প্রেরয়তি যা তয়া) সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া (মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদা সীমা যস্যাং তয়া) (হেতুভূতয়া) তব অমন্দোদয়া (কল্যাণ-প্রকাশিনী) দয়া ভূয়াৎ।

অনুবাদ।—হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তোমার যে দয়াতে অনায়াসে লোকের সকল দুঃখ দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয় ও তাহাতে প্রেমানন্দ বিকশিত হয়, যাঁহার প্রভাবে শাস্ত্রাদির বিবাদ উপশমিত হয়, যাহা চিত্তে ভক্তিরস-সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততা উৎপাদন করে, যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তিসুখ ও সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ হয় এবং যাহা সকল মাধুর্য্যের সার, তুমি দয়া করিয়া সেই দয়া আমাতে প্রকাশ কর॥৩॥

উঠাঞা মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে হইল অচেতন॥
কত ক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হইল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥

স্বরূপ কহে প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমালেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ॥
মুঞি তোমা ছাড়িনু তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সবা-সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণ বন্দন।
পুরী-গোঁসাঞি কৈল তাঁরে প্রেম-আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর॥
আর দিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ-সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী-গোঁসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোঁসাই আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেবহ তাঁহারে॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিঞা।
প্রভু-আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাঞা॥
প্রভু কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঁই পাঠাইলা তোমারে॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরী-গোঁসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহে তে রাখিলা॥
প্রভু কহে ঈশ্বর হন পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র (১)॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥

(১) বেদপরতন্ত্র—বেদের অধীন; ঈশ্বর কাহাকেও কৃপা করিতে বেদাদির বিচার করিয়া করেন না।

স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপায়।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ-বন্দন॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥
ইঁহাকে আপন সেবা করাতে না জুয়ায়(১)।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায়॥
ভট্টাচার্য্য কহে গুরু-আজ্ঞা বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্র পরমাণ॥

তথাহি—রঘুবংশে ১৪ সর্গে সীতাবনবাসে ৪৬ শ্লোকঃ

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ
আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥ ৪

অন্বয়ঃ।—পিতুঃ নিয়োগাৎ (আদেশেন) ভার্গবেণ (পরশুরামেণ) মাতরি দ্বিষদ্বৎ (শত্রুবৎ) প্রহৃতং (প্রহারং) শুশ্রুবান্ (শ্রুতবান্) সঃ (লক্ষ্মণঃ) তৎ অগ্রজশাসনং (শ্রীরামচন্দ্রস্য আদেশং) প্রত্যগ্রহীৎ (প্রতিপালিতবান্), হি (যস্মাৎ) গুরূণাম্ আজ্ঞা অবিচারণীয়া।

অনুবাদ।—পিতৃ-আজ্ঞায় পরশুরাম শত্রুবৎ নিজ জননীর মস্তক ছেদন করেন—ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-বনবাসরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন; যেহেতু গুরুগণের আজ্ঞা বিচার করিতে নাই॥ ৪॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবা দিল অধিকার॥
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান(২)॥
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥

গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥
আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুস্থানে।
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥
আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে গুরু তিহোঁ যাব তাঁর ঠাঞি॥
এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত-সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর॥
দেখিয়াও ছল কৈল যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে কোথা ভারতী গোসাঞি॥
মুকুন্দ কহে এই দেখ আগে বিদ্যমান।
প্রভু কহে তিহোঁ নহে তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী-গোঁসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় (৩) ইহাঁরে॥
ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর॥
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ-বন্দন॥
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে
পুনঃ না করিবে নতি ভয় পাই চিতে॥
সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি ত সচল॥
তুমি গৌরবর্ণ তিহোঁ শ্যামল-বরণ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগত-তারণ॥
প্রভু কহে সত্য কহ তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসি আছে অচল॥

(১) জুয়ায়—উচিত হয়।
(২) সমাধান—মহাপ্রসাদ প্রদানাদি।

(৩) না ভায়—ভাল লাগে না।

ভারতী কহে সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হঞা।
ইঁহার সহ মোর ন্যায় (১) বুঝ মন দিয়া॥
ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে (২)জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি॥
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ॥

তথাহি—মহাভারতে সহস্রনামস্তোত্রে ৯১ শ্লোকঃ

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো
বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো
নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ৫

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫॥

এই সব নামের ইহোঁ জয় নিজাস্পদ (৩)।
চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর দ্বিভুজে অঙ্গদ (৪)॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়॥
গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে শিষ্য সত্য পরাজয়।
ভারতী কহে এই নহে, অন্য হেতু হয়॥
ভক্ত-স্থানে তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥
আজন্ম করিল আমি নিরাকার-ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে 'কৃষ্ণ'।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥

বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে ১ লহর্য্যাং ২০ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যম্

অদ্বৈতবীথাপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৬

অন্বয়ঃ।—অদ্বৈতবীথীপথিকৈঃ (নিরাকার-ব্রহ্মবাদিভিঃ) উপাস্যাঃ (আরাধ্যাঃ) স্বানন্দ-সিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ (আত্মানন্দ এব সিংহাসনম্ তস্মিন্ লব্ধা দীক্ষা যৈঃ তাদৃশাঃ) বয়ং কেন অপি গোপবধূবিটেন (গোপীলম্পটেন) শঠেন হঠেন (বলাৎ) দাসীকৃতাঃ (স্বদাস্যে নিযুক্তাঃ)।

অনুবাদ।—আমরা অদ্বৈত-পথের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং নিজানন্দ-সিংহাসনে পূজা লাভ করিতাম। অহো! কোন্ গোপবধূ-লম্পট এক ধূর্ত্ত বলপূর্ব্বক আমাদিগকে দাস করিল॥ ৬॥

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়॥
ভট্টাচার্য্য কহে দোঁহার সত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥
এত বলি ভারতী লঞা নিজবাসা গেলা।
ভারতী-গোঁসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু-পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি নিজ কার্য্য॥
কাশীশ্বর-গোঁসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিল নিজস্থানে॥
প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর দর্শন।
আগে লোকভীড় সব করে নিবারণ॥
যত নদ-নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয়॥

---

(১) ন্যায়—বিচার।

(২) ব্যাপ্যব্যাপকভাবে—যাহার অল্পদেশ-বৃত্তি তাহার নাম 'ব্যাপ্য' এবং যাহার অধিক-দেশবৃত্তি, তাহার নাম 'ব্যাপক'। সর্ব্বত্র যাহার বিদ্যমানতা সেইটী ব্যাপক, আর ঐ ব্যাপকের সত্তায় যাহার সত্তা সেইটী ব্যাপ্য। তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্ব্ব সত্তা থাকায় তিনি ব্যাপক, আর জীবের তদধীন সত্তায় সত্তা থাকায় জীব ব্যাপ্য।

(৩) নিজাস্পদ—নিজস্থান।

(৪) জগন্নাথের প্রসাদী চন্দনযুক্ত ডোর দুই হাতে অঙ্গদ হইয়াছে।

সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সবা রাখিলা নিজস্থানে॥
এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণব-মিলনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (বিবিধভাব-রূপাভরণমণ্ডিতদেহঃ) গৌরচন্দ্রঃ ভক্তৈঃ 'সহ' শ্রীজগন্নাথগেহে স্বধাম্না (স্বকীয়েন অলৌকিক-মাধুর্য্যেণ) অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং (নৃত্যবিশেষং) কুর্ব্বন্ বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নং চক্রে (কৃতবান্)।

অনুবাদ।—নানাভাব-বিভূষিত শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তগণের সহিত জগন্নাথ-মন্দিরে অত্যুদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে নিজপ্রভাবে সকল লোককে প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
আর দিনে সার্ব্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে।
অভয়দান দেহ, তবে করি নিবেদনে ॥
প্রভু কহে কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায় ॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম! কহ কেন অযোগ্য বচন ॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ (১) ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে
২৭ শ্লোকঃ

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ ২

অন্বয়ঃ।—নিষ্কিঞ্চনস্য (নির্ব্বিষয়িণঃ) ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য (কৃষ্ণসেবাপরায়ণস্য) ভবসাগরস্য (সংসার-সমুদ্রস্য) পরং পারং জিগমিষোঃ (গন্তুকামস্য) বিষয়িণাম্ অথ যোষিতাং (কামিনীনাং) চ সন্দর্শনং হা হন্ত হন্ত! বিষভক্ষণতঃ (গরল-সেবনাৎ) অপি অসাধু।

অনুবাদ।—নিষ্কিঞ্চন, ভগবদ্ভজনোন্মুখ এবং ভবসাগরের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে বিষয়িগণের এবং কামিনীগণের সন্দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু ॥ ২ ॥

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম ॥
প্রভু কহে, তথাপি রাজা কাল-সর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে
২৮ শ্লোকঃ

আকারাদপি ভেতব্যং
স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভ-
স্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—স্ত্রীণাং বিষয়িণাং (ইন্দ্রিয়সেবিনাং, বিষয়ভোগনিরতানাম্) আকারাৎ অপি (বহিরাকৃতেরপি) ভেতব্যং, যথা অহেঃ (সর্পাৎ) মনসঃ

---

(১) বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রী-দর্শন বিষভক্ষণের তুল্য অর্থাৎ বিষভক্ষণ যেমন প্রাণ-নাশক, তদ্রূপ ঐ দুই দর্শন পরমার্থ-জ্ঞাননাশক।

ক্ষোভঃ, তথা তস্ত (অহেঃ) আকৃতেঃ (সদৃশাকারাৎ) অপি।

অনুবাদ।—স্ত্রীলোক ও বিষয়ীদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় করা কর্ত্তব্য; যেহেতু সর্পদর্শনে যেরূপ মনে ভয় হয়, তদ্রূপ তাহার কৃত্রিম আকার দেখিয়াও ভয় হয়॥ ৩॥

ঐছে বাৎ পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি (১) সঙ্গে।
প্রথমে প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥
রায়-সনে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার।
সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার॥
রায় কহে তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় মোরে বিষয় ছাড়াইল॥
আমি কহি আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্য-চরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয়॥
তোমার নাম শুনে রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহা-প্রেমাবেশে।
মোরে হাত ধরি কহে পিরীতি-বিশেষে॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন (২)।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে॥
পরম কৃপালু তিঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবে দরশন॥
যে তাঁর প্রেম-আর্ত্তি (৩) দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥

(১) গজপতি—ঐ রাজার উপাধি।

(২) বর্ত্তন—বেতন। তোমার যে মাসিক আছে, তাহার ভোগ কর।

(৩) প্রেম-আর্ত্তি—প্রেম-বেদনা।

প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণ-ভকত প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্॥
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ধৃতাদিপুরাণ-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ
ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তস্য চ যে ভক্তা-
স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—হে পার্থ (অর্জ্জুন)! যে যে (মম) ভক্তজনাঃ, তে চ জনাঃ মে (মম) ভক্তাঃ ন। চ মে ভক্তস্য যে ভক্তাঃ, তে মে ভক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠসেবকাঃ) মতাঃ (সম্মতাঃ)।

অনুবাদ।—হে পার্থ! যাহারা কেবল আমার ভক্ত, তাহারা আমার ভক্ত নহে। যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত (অর্থাৎ আমার ভক্তদিগের ভজন করে), তাহারা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত॥ ৪॥

তত্রৈব উত্তরখণ্ডে ধৃতঃ ৫ পদ্মপুরাণ-শ্লোকঃ

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং
বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি!
তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে দেবি! সর্ব্বেষাম্ আরাধনানাম্ (উপাসনানাং মধ্যে) বিষ্ণোঃ আরাধনং পরং (শ্রেষ্ঠং) তস্মাৎ তদীয়ানাং (বিষ্ণুভক্তানাং) সমর্চ্চনং (সম্যক্ পূজনং) পরতরং (প্রশস্ততরম্)।

অনুবাদ।—হে দেবি! সকল দেবতার আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে বিষ্ণুভক্তগণের আরাধনা অধিক শ্রেষ্ঠ॥ ৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৯ অং ২১ শ্লোকঃ

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্॥ ৬

অন্বয়ঃ।—মদ্ভক্তপূজা অভ্যধিকা (মৎপূজাতোঽপ্যধিকা তত্র মম সন্তোষবিশেষাৎ) সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ (মমৈব মতেঃ স্ফুরণম্)

মদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা (লৌকিকী ক্রিয়া) বচসা চ মদ্‌গুণেরণং (মম গুণানাং) কথনং 'প্রেমভক্তের্মূলম্'।

অনুবাদ।—আমার পূজা হইতে ভক্তের পূজাই শ্রেষ্ঠ; সর্ব্বপ্রাণীতে আমার স্ফুরণ হয় ইহা মনে করা, আমার নিমিত্ত লৌকিকী চেষ্টা এবং বাক্য দ্বারা আমার গুণকথন ইত্যাদি আমাতে প্রেমভক্তির কারণ॥ ৬॥

তত্রৈব ৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকঃ

দুরাপাহ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু (ভগবদ্ভক্তেষু) সেবা অল্পতপসঃ (ক্ষীণপুণ্যজনস্য) হি দুরাপা (দুর্লভা) যত্র (যেষু সাধুষু) দেবদেবঃ (সর্ব্বদেবময়ঃ) জনার্দ্দনঃ নিত্যম্ উপগীয়তে।

অনুবাদ।—(বিদুর মৈত্রকে কহিলেন) যাঁহারা নিত্য দেবদেব জনার্দ্দনের গান করেন, সেই বৈকুণ্ঠ-পথগামী মহৎগণের সেবা অল্পপুণ্য ব্যক্তির পক্ষে দুষ্প্রাপ্য॥ ৭॥

পুরী ভারতী গোঁসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।
চারি গোঁসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সব ভক্তে করিল মিলন॥
প্রভু কহে রায় দেখিলে কমললোচন (১)।
রায় কহে এবে যাই পাব দরশন॥
প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম্ম করিলে।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলে॥
রায় কহে চরণ-রথ হৃদয়-সারথি।
যাহা লঞা যায় তাহা যায় জীব-রথী॥
আমি কি করিব মন ইহাঁ লঞা আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল॥
প্রভু কহে যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে॥
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইল।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিল॥

(১) কমললোচন—শ্রীজগন্নাথ।

মোর লাগি প্রভু-পদে কৈলে নিবেদন।
সার্ব্বভৌম কহে কৈলুঁ অনেক যতন॥
তোমার লাগি প্রভুপদে কৈল নিবেদন।
তথাপি না করে তিঁহো রাজ-দরশন॥
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন।
কিরূপে কহিয়ে আর তোমার বচন॥
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই-মাধাই তিহোঁ করিলা উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবে জগৎ উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি প্রভু করিয়াছেন অবতার॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮মে স্কন্ধে ৩৪ শ্লোকঃ

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—অদর্শনীয়ান্ (দ্রষ্টুমনর্হান্) নীচজাতীন্ অপি সংবীক্ষতে (কৃপয়া অবলোকতে) হন্ত তথাপি মাং নো (বীক্ষতে)। মদেকবর্জ্জং (কেবলং মাম্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বম্) কৃপয়িষ্যতি ইতি নির্ণীয় (স্থিরীকৃত্য) স দেবঃ কিম্ অবততার (অবতীর্ণোঽভূৎ)।

অনুবাদ।—হায় গৌরচন্দ্র দর্শনের অযোগ্য যবনাদি নীচজাতিগণকেও দর্শন দেন, কিন্তু আমাকে দর্শন দিতেছেন না; অতএব একমাত্র আমাকে বর্জ্জন করিয়া জগৎকে কৃপা করিবেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি অবতীর্ণ হইয়াছেন? ৮॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সে মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥
এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত॥
ভট্টাচার্য্য কহে দেব না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ॥

তিঁহো প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবে কৃপা তোমার উপর ॥
তথাপি কহিয়ে আমি এই এক উপায়।
এই উপায় করি তুমি দেখিবে প্রভুর পায়॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ-আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥
কৃষ্ণরাস-পঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে গিয়ে মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি॥
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।
প্রভু-আগে কহিল তাতে ফিরিয়াছে মন॥
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে (১) হৈল মহাদুঃখ ॥
গোপীভাবে বিরহেতে বিহ্বল হইয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবাকে ছাড়িয়া॥
পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদনে॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
প্রভু আইলা রাজার ঠাঞি কহিলেন গিঞা
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য্য
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত ॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ-সবারে চাহি বাসা-প্রসাদ-সমাধান ॥

রাজা কহে পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব।
বাসা-আদি যে চাহি পড়িছা সব দিব ॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য একে-একে দেখাহ আমাতে ॥
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন ॥
আমি কাঁহো না চিনি চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সবার করাবে পরিচয় ॥
এত কহি তিন জন (২) অট্টালী চড়িলা।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা ॥
দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ দুইজন।
মালা-প্রসাদ লঞা যায় যাহা বৈষ্ণবগণ ॥
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোঁহারে।
রাজা কহে দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর হয় ইহোঁ দ্বিতীয় কলেবর ॥
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য ইহাঁ সবা দিঞা।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিঞা॥
আগে মালা স্বরূপ অদ্বৈতে পরাইল।
পাছে দ্বিতীয়মালা (৩) গোবিন্দ তাঁরে দিল॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য পুছিল দামোদরে॥
দামোদর কহেন ইহাঁর গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥
প্রভু-সেবা করিতে ইহাঁরে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু ইহাঁকে নিকটে রাখিল ॥
রাজা কহে যাঁরে মালা দিল দুইজন।
আশ্চর্য্য তেজ এই বড় মহান্ত কোন্ ॥
আচার্য্য কহে ইহার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য ॥

---

(১) ঈশ্বরের অনবসরে—শ্রীজগন্নাথের দর্শনের অনবকাশে।

(২) তিনজন—সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ ও রাজা।

(৩) গোবিন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপরিচিত ব্যক্তি, রিক্তহস্তে তাহার পক্ষে তাদৃশ মহদ্দর্শন নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ প্রথম দর্শনার্থ মালা ভেট দিয়া শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর সন্দর্শন করিলেন, ইহাই গোবিন্দ দ্বারা দ্বিতীয় মালা প্রেরণের হেতু।

শ্রীবাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহোঁ পণ্ডিত গদাধর ॥
আচার্য্য-রত্ন ইহোঁ আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত শঙ্কর ॥
এই মুরারি গুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবনপাবন ॥
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ ॥
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন-ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ ॥
রাঘব-পণ্ডিত এই আচার্য্য-নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ ॥
শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভ সেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয় ॥
কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান্।
রামানন্দ-আদি এই দেখ বিদ্যমান ॥
মুকুন্দ দাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্য-জীবন ॥
রাজা দেখি কহে আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর ॥
কোটী-সূর্য্য-সম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম "কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন" ॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা (১) আর কলিহতজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৯

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৯

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥

রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হয় 'কৃষ্ণ'।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ ॥
ভট্ট কহে তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি লৈতে পারে ॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।২৮

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১০

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিঞা।
চৈতন্যের বাসা আগে চলিলা ধাঞা ॥
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত ॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিঞা ॥
রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে লোক পাঁচ-সাত ॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ ॥
ভট্ট কহে ভক্তগণ আইলা জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাহা লঞা ॥
রাজা কহে উপবাস-ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাইবে অন্ন-পান ॥
ভট্ট কহে তুমি কহ যেই বিধি-ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ-আজ্ঞা ক্ষৌর-উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ-আজ্ঞা প্রসাদ ভক্ষণ ॥

(১) সুমেধা—সুবুদ্ধি।

বিশেষ শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কেবা করে উপোষণ॥
তাঁহা উপবাস যাহাঁ নাহিক প্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগ হয় অপরাধ॥
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদ-লোকধর্ম্ম॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কং ২৯ অং ৪৩ শ্লোকঃ

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি
ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে
বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ ১১

অন্বয়ঃ।—আত্মভাবিতঃ (মনসি আরাধিতঃ) ভগবান্ যদা যস্য অনুগৃহ্লাতি (কৃপয়তি) সঃ (ভক্তঃ) লোকে (লৌকিক-ব্যবহারে) বেদে (বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানে) চ পরিনিষ্ঠিতাম্ (আসক্তাং) মতিং জহাতি (ত্যজতি)।

অনুবাদ।—মনোমধ্যে আরাধিত হইয়া ভগবান্ যখন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদের প্রতি আসক্ত যে বুদ্ধি তাহা পরিত্যাগ করে॥ ১১॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে উত্তরিলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র দোঁহে বোলাইলা॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ (১)॥
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হঞা।
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে॥
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভু বৈষ্ণব-সঙ্গম॥

সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্র গৃহপথে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
প্রেমানন্দে হৈলা দোঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
একে একে সব ভক্ত কৈল সম্ভাষণ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহা হৈল পরিমাণ॥
আপন নিকটে প্রভু সবা বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সবায় মালাচন্দন দিল॥
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা প্রভু-স্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সবা-সনে॥
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয় বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার দরশনে॥
অদ্বৈত কহেন ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময়॥
তথাপি ভক্তের সঙ্গে হয় সুখোল্লাস।
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস॥
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হঞা।
তারে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥
বাসু কহে মুকুন্দ আদৌ (২) পাইল তোমা সঙ্গ
তোমার চরণ-প্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম॥
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ॥
পুনঃ প্রভু কহে আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে॥

(১) যেন নহে বাদ—অর্থাৎ উহার যেন অন্যথা না হয়।

(২) আদৌ—আগে।

স্বরূপের ঠাঞি আছে লও লেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দ হৈলা পুস্তক পাইয়া॥
প্রত্যেক সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহা প্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত॥
শ্রীবাস কহেন কেনে কহ বিপরীত।
কৃপামূল্যে হয় তোমার চারি ভাই ক্রীত॥
শঙ্করে (১) দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে॥
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর॥
দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥
শিবানন্দে কহে প্রভু তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে॥
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে, শ্লোক পড়িয়া॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮মে অঙ্কে ৮০ শ্লোকঃ

নিমজ্জতোঽনন্ত ! ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—হে অনন্ত! চিরায় ভবার্ণবান্তঃ (সংসারদুঃখসমুদ্রমধ্যে) নিমজ্জতঃ (মগ্নস্য) মে (মম) কূলম্ ইব 'ত্বং' লব্ধঃ অসি। হে ভগবন্! ইদানীং ত্বয়া অপি দয়ায়াঃ অনুত্তমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্) ইদং পাত্রং লব্ধম্ (প্রাপ্তম্)।

অনুবাদ।—হে অনন্ত! আমি ভবসাগরমধ্যে ডুবিয়াছিলাম, অদ্য তাহার তটস্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। হে ভগবন্! তুমিও অদ্য দয়া করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্রস্বরূপ আমাকে লাভ করিলে॥ ১২॥

প্রথমে মুরারি গুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হঞা॥

মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দীন হীন হঞা॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে।
পাছে ভাগে মুরারি, তবে লাগিলা বলিতে॥
মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর॥
প্রভু কহে মুরারি কর দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর॥
প্রত্যেক সবার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান॥
সবারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়া কহে কাঁহা হরিদাস॥
দূরে হৈতে হরিদাস প্রভুরে দেখিয়া।
রাজপথ-প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা॥
মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা॥
ভক্তসব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে।
প্রভু তোমা মিলিতে চাহে চলহ তুরিতে॥
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা (২) মধ্যে স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ (৩)॥
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে বড় সুখ পাইল॥

(১) শঙ্কর—দামোদরের ছোট ভাই।

(২) টোটা—উদ্যান, বাগান। স্থান খানিক—অল্প স্থান।

(৩) গোয়াঙ—গত করি, যাপন করি।

হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সবা-সনে আনন্দে মিলিলা ॥
প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান ॥
সবার করিয়াছি বাসা গৃহ সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সবার করি সমাধান ॥
প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ সবা লঞা।
যাঁহা যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ যাইয়া॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ স্থানে।
সব বৈষ্ণবের ইহোঁ করিব সমাধানে ॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে ॥
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥
মিশ্র কহে সব তোমার মাগ কি কারণে।
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থানে ॥
দুই জন দুই তোমার দাস-আজ্ঞাকারী।
যেই চাহি সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি ॥
এত কহি দুই জন বিদায় করিলা।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গ দিলা ॥
গোপীনাথ দেখাইল সব বাসা ঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লঞা।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া ॥
মহাপ্রভু কহে শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন ॥
সমুদ্র-স্নান করি কর চূড়া-দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিহ ভোজন ॥
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সবারে বাসা স্থান দিলা॥
তবে প্রভু আইলা হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সংকীর্ত্তনে ॥
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাঞা ॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে ॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ সন্ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৩৩ অং ৭ শ্লোকঃ

অহোবত! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি-বাক্যম্] অহোবত, যজ্জিহ্বাগ্রে (যস্য রসনায়াঃ অগ্রভাগে) তুভ্যম্ (তব প্রীত্যর্থং) নাম বর্ত্ততে অতঃ (জিহ্বাগ্রে নামবর্ণনাৎ) 'সঃ' শ্বপচঃ (চণ্ডালোঽপি) গরীয়ান্ (শ্রেয়ান্)। যে 'জনাঃ' তে (তব) নাম গৃণন্তি (উচ্চারয়ন্তি) আর্য্যাঃ (সদাচারাঃ) তে (জনাঃ) তপঃ তেপুঃ জুহুবুঃ (হোমং কৃতবন্তঃ) সস্নুঃ (সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতবন্তঃ) ব্রহ্ম (বেদং) অনূচুঃ (অধীতবন্তঃ)।

অনুবাদ।—যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান (অর্থাৎ যে জন হরিনাম করে), সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও পূজ্য; যাঁহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করেন, সেই সদাচার ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার তপস্যা এবং হোম করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যান।
অত্যন্ত নিভৃতে সেই দিল বাসস্থান ॥
এই স্থানে রহ, কর নাম সংকীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন ॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥

নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ॥
সমুদ্র-স্নান করি প্রভু আইলা নিজস্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে॥
আসি কৈল জগন্নাথের চূড়া দরশন।
প্রভুর অবাসে আইলা করিতে ভোজন॥
সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি (১)।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন এক পাতে॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধহস্তে (২) বসিয়া রহিলা ভক্তগণ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন॥
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যতজন।
গোপীনাথাচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরীভারতীআছেতোমারঅপেক্ষাকরিয়া॥
নিত্যানন্দ সহ ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিল।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইল॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লঞা।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা॥
স্বরূপ গোঁসাঞি দামোদর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে (৩) হইয়া আনন্দ॥
নানা পিঠা-পানা খায় আকণ্ঠ ভরিয়া।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে উচ্চ করিয়া॥
ভোজন সমাপ্তি হৈল কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে পুনঃ আসি প্রভুরে মিলিলা॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণব-সনে॥
সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈল মহাশয়॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
পড়িছা দিলেন সবায় মাল্য-চন্দন॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়ালোক হৈল চমৎকারে॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে (৪) নর্ত্তন করিয়া॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে (৫) ধরে নিত্যানন্দরায়॥
অশ্রু পুলক কম্পন সঘন হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার॥
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করায় সিনানে॥
বেড়া-নৃত্য (৬) মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গৌররায়॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর॥

---

(১) যোগ্যক্রম করি—যাঁহার পর যাঁহার উপবেশন করা উচিত সেইভাবে।
(২) ঊর্দ্ধহস্তে—অর্থাৎ অন্নে হস্ত না দিয়া।
(৩) পরিবেশে—পরিবেশন করে।
(৪) বুলে—ভ্রমণ করেন।
(৫) আছাড়ের কালে—ভূমিপতন-সময়ে।
(৬) বেড়ানৃত্য—মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া নৃত্য।

মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন ॥
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যত জন।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ॥
চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখিমাত্র জানে।
কেমতে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে॥
পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিকের সখা কহে চাহে আমা পানে॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥
মহা-নৃত্য মহা-প্রেম মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচল-জন।
গজপতি (১) রাজা শুনি কীর্ত্তন মহত্ত্বে।
অট্টালিকা চড়ি দেখে স্বগণ-সহিতে ॥

(১) গজপতি—প্রতাপরুদ্র।

কীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন ॥
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করেন কীর্ত্তন রঙ্গে ॥
এই মত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেই ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'বেড়াসঙ্কীর্ত্তন-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সঃ (প্রসিদ্ধঃ) গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (ভক্তবৃন্দৈঃ) সহ গুণ্ডিচামন্দিরং সম্মার্জ্জয়ন্ (মলাদিশূন্যং কুর্ব্বন্) ক্ষালনতঃ (প্রক্ষালনং কৃত্বা) স্বচিত্তবৎ (আত্মহৃদয়বৎ) শীতলম্ উজ্জ্বলং চ 'কৃত্বা' কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং (শ্রীকৃষ্ণস্য বাস-যোগ্যং) চকার।

অনুবাদ।—সেই শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করিয়া এবং ধৌত করিয়া আত্মহৃদয়বৎ শীতল, মালিন্যরহিত ও কৃষ্ণোপবেশনের উপযুক্ত স্থান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈত ধন্য ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভু আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঞি।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই ॥
ভট্টাচার্য্য লিখিল প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল ॥
প্রভুর নিকট আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয় ॥
তাঁ-সবার প্রসাদে মিলো (১) শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভু-কৃপা বিনা মোরে রাজ্যে নাহি ভায় (২)

যদি মোরে কৃপা নাহি করে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী ॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হঞা।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পত্রী লঞা ॥
সবারে মিলিয়া কহে রাজ-বিবরণ।
পাছে সেই পত্রী করাইল দরশন ॥
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥
সবে কহে প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যদি দুঃখ সে মানিবে ॥
সার্ব্বভৌম কহে সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিয়া কহিব রাজ-ব্যবহার ॥
এত বলি সবে গেলা মহাপ্রভু-স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে ॥
প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন।
দেখি যে কহিতে চাহ, না কহ কি কারণ ॥
নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥
তোমা সবার ইচ্ছা এই আমারে লঞা।
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটক যাইঞা ॥
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু দামোদর করিবে ভৎর্সন ॥
তোমা সবার কথায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তারে ॥
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥
আমি কোন ক্ষুদ্রজীব তোমায় বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব ॥

(১) মিলো—মিলে।
(২) নাহি ভায়—ভাল লাগে না।

রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥
নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে কর রাজ-দরশন॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ-লাগি পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ(১)॥
তৈছে যুক্তি করি, যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ॥
এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥
প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥
বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিবারে রাজারে নিবেদিলা॥
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিল।
আপন মিলন লাগি সাধিতে লাগিল॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥
একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইঞা ঐছে কহে বারবার॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহিয়া দ্রবায় (২) প্রভুর মন॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥
প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহুঁ লোকে করে উপহাস॥
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র॥
প্রভু কহে, আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু (৩) যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥
রায় কহে কত পাপীর কৈলে অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাঁহারে মলিন করে এক 'রাজ' নাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাঁহার তনয়॥
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" (৪) এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা॥
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল-বরণ।
কৈশোর বয়স দীর্ঘ চপল-নয়ন॥

---

(১) গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য অন্ন ভিক্ষা করিলে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণীরা চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করেন, কিন্তু একটী ব্রাহ্মণী পতি কর্ত্তৃক ধৃতা হওয়াতে কৃষ্ণের নিকট আসিতে না পারায় পতির অগ্রেই কর্ম্মানুবন্ধন দেহ ত্যাগ করেন।

(২) দ্রবায়—গলায়, বিগলিত করে।
(৩) মসী—কালী।
(৪) অর্থাৎ আপনি পুত্ররূপে জন্মায়।

পীতাম্বর অঙ্গে নানা রত্ন-আভরণ।
কৃষ্ণ-স্মরণের তিহোঁ হৈলা উদ্দীপন॥
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা॥
এই মহাভাগবত যাঁহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রে হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহে নাচে করয়ে রোদন।
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি মিলিহ মোরে এই আজ্ঞা দিল॥
বিদায় লইয়া রায় আইল রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভু পাইলা॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ॥
এইমত নানা-রঙ্গে দিনকতো গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা-পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির(১)মার্জ্জনসেবা মাগি নিল॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন
এহো এক লীলা প্রভু যে তোমার মন॥
কিন্তু ঘট-সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি ইহা আনি সব দিয়ে॥
তবে একশত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি॥
আরদিন প্রভাতে প্রভু লঞা ভক্তগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন।
শ্রীহস্তে সবারে দিল এক এক মার্জ্জনী।
সব ভক্ত লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি (২) চারিভিত্তি শোধিল॥
ভিতর মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন (৩)॥
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী-করে।
আপনে শোধেন প্রভু শিখান সবারে॥
প্রেমোল্লাসে গৃহে শোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ "কৃষ্ণ" কহে, করে কৃষ্ণ কাম॥
ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহো-কাঁহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন॥
ভোগ-মন্দির শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥
তৃণ ধূলা ঝিঁকর (৪) সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে বান্ধি ফেলায় বাহিরে লঞা॥
এইমত ভক্তগণ করি নিজবাসে।
তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলে পরম হরিষে॥
প্রভু কহে কে কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণ ধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥

(১) গুণ্ডিচামন্দির—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে একক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে এই মন্দির অবস্থিত। রথযাত্রার সময় এক সপ্তাহের জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব এই স্থানে গমন করেন।

(২) মার্জ্জি—মার্জ্জনা করিয়া।

(৩) শ্রীজগমোহন—মূলমন্দির ও নাট-মন্দিরের মধ্যে অবস্থিত মন্দির।

(৪) ঝিঁকর—খোলা, কাঁকর।

সবার ঝাটিনা বোঝা (১) একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥
সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধন কর সব অন্তঃপুর॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি॥
'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘট জল আনি প্রভু আগে দিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ অধো ভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধ ভিত্তি সব প্রক্ষালিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন॥
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির-মার্জ্জন॥
কেহ জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ ছলে জল দেয় চরণ উপরে॥
কেহ লুকাইয়া করে সেই জলপান।
কেহ মাগি লয় কেহ অন্যে করে দান॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় (২) জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥
নিজ নিজ বস্ত্রে কৈল গৃহ সম্মার্জ্জন।
প্রভু নিজ-বস্ত্রে মার্জ্জিলেন সিংহাসন॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির-মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন (৩)॥

নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থান নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শতজন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইহাঁ বিনু আর সব আনে জল ভরি॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাঁহা লোকে লঞা আইল॥
জল ভরে ঘর ধোয় করে 'হরিধ্বনি'।
কৃষ্ণ-হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট-সমর্পণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই কহে সেই কহে 'কৃষ্ণনামে'।
'কৃষ্ণনাম' হৈল সঙ্কেত সর্ব্বকামে॥
প্রেমাবেশে কহে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম।
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম॥
শত হাতে করে যেন ক্ষালন-মার্জ্জন।
প্রতিজন পাশে যাই করান শিক্ষণ।
ভাল কর্ম্ম দেখি তাঁরে করে প্রশংসন।
মন না মানিলে করে পণ্ডিত-ভর্ৎসন (৪)॥
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেহো যেন করে॥
এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা।
ভালমতে করে কর্ম্ম সবে মন দিয়া॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥
নাটশালা (৫) ধুইয়া ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।
পাকশালা-আদি কৈল সব প্রক্ষালন॥

---

(১) ঝাঁটিনা বোঝা—ঝাঁটা দ্বারা ঝাঁটাইয়া যে আবর্জ্জনার স্তূপ করা হইয়াছে তাহা।

(২) প্রণালিকায়—নর্দ্দামায়।

(৩) যেন নিজ মন—নিজের মনের মত পবিত্র।

(৪) মন না মানিলে—মনোমত না হইলে। পণ্ডিত-ভর্ৎসন—পণ্ডিতোচিত ভর্ৎসনা অর্থাৎ স্তুতিমুখে তিরস্কার।

(৫) নাটশালা—নাটমন্দির। চত্বর—যজ্ঞস্থান। প্রাঙ্গণ—উঠান।

মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল॥
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণ-যুগে দিল ঘটজল॥
সেই জল লঞা সে আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল॥
যদ্যপি গোঁসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি তথাপি বাহিরে করে রোষ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি ডাকি কহিল তাঁহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে॥
ঈশ্বর-মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক দুর্গতি॥
তবে স্বরূপ-গোঁসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া।
ঢেকা মারি (১) পুরীর বাহির কৈল লঞা॥
পুনঃ আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়॥
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইল।
সারি করি দুই পাশে সব বসাইল॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ-কাঁটা-কুটা সব লাগিল কুড়াইতে॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥
এইমত পুর-দ্বার অগ্রপথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত॥
নৃসিংহ-মন্দির ভিতর বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ সম॥

স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার (২)॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণ মাসে মেঘ যেন করে বরিষণ॥
মহা-উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্য ভূমিকম্প হৈল॥
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড-নৃত্য করে গৌররায়॥
এইমতে কতক্ষণ নৃত্য সে করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া॥
আচার্য্য গোঁসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান্॥
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিহোঁ পড়িলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তিহো পড়িলা ভূমিতে॥
আস্তেব্যস্তে আচার্য্য তাঁরে লইলা কোলে।
শ্বাসরহিত দেহ দেখি হইলা বিকলে॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলছাটি।
হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥
অনেক করিল তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হাত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিলুঁ বর্ণন॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা॥
তীরে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহ দেব নমস্করি গেলা উপবন॥
ভক্তগণে লঞা প্রভু উদ্যানে বসিলা।
প্রসাদ লঞা তবে বাণীনাথ আইলা॥
কাশীমিশ্র তুলসী-পড়িছা দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ॥

(১) ঢেকা মারি—ধাক্কা দিয়া।

(২) নিজ…ধার—মহাপ্রভুর দেহ প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল ॥
পুরী গোঁসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্কর ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর ॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৈসে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি (১) বৈসে প্রভু লঞা এত জন ॥
তার তলে, তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন ॥
ভক্তসঙ্গে করুন প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবেন দূরে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তারে ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর ॥
পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥
পুলিনভোজন যেন কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির ॥
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে (২)।
পিঠা পানা অমৃত-গুটিকা দেহ ভক্তগণে ॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায় (৩)।
তবে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ দ্বারায় ॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভালদ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥

যদ্যপিহ দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে-ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ ॥
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি ভাল মিষ্ট প্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া ॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করেছেন ভোজন ॥
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥
এইমত দুইজন করে বার বার।
চিত্র (৪) এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার ॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন নিজপাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে ॥
সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বার বার করান ভোজন ॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম প্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী ॥
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে তোমার যত ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥
সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদসিদ্ধি ॥
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয় ॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ হরি' ॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সাধুসঙ্গ সমুদ্র-তরঙ্গ ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বসিদ্ধি কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥
ভক্তমহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু-সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥

(১) পিণ্ডোপরি—পিড়ার উপরে, কাষ্ঠাসনে।
(২) লাফরা-ব্যঞ্জন—নানাবিধ তরকারি দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিশেষ।
(৩) যারে যেই ভায়—যাহার যাহা ভাল লাগে।
(৪) চিত্র—অদ্ভুত।

তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্ত-নাম লঞা।
পিঠা পানা দেওয়াইল প্রসাদ করিয়া॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই॥
অদ্বৈত কহে অবধূত সহ এক পঙ্‌ক্তি।
ভোজন করি না জানিয়ে হবে কোন্ গতি॥
প্রভু ত সন্ন্যাসী উঁহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়॥
নান্নদোষেণ মস্করী (১) শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান॥
জন্ম-কুল-শীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি বড় অনাচার॥
নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তিকার্য্য॥
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে॥
এই তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন॥
হেনমতে দুইজনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে যেন গালাগালি॥
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেয়ান কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া॥
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে।
সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য-চন্দনে॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহমধ্যে বসি কৈল প্রসাদ ভোজন॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা॥
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ প্রসাদ মাগি নিল।
পাছে সেই প্রসাদ গোবিন্দ আপনি পাইল॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
'ধোয়া পাখালা' নাম কৈল এক লীলা॥

(১) নান্নদোষেণ মস্করী—অর্থাৎ সন্ন্যাসী অন্নদোষে লিপ্ত হন না।

আর দিনে জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম(২)।
মহোৎসব হৈল ভক্তের আইল পরাণ(৩)॥
পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে।
আনন্দিত হৈল জগন্নাথ-দরশনে॥
মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লঞা॥
প্রভু-আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন॥
দরশন-লোভে করি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখদর্শন॥
তৃষ্ণার্থ প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে (৪) কৃষ্ণের বদনকমল॥
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়নযুগল।
নীলমণি দর্পণ গণ্ড করে ঝলমল॥
বান্ধুলীর ফুল (৫) জিনি অধর সুরঙ্গ (৬)।
ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত-তরঙ্গ॥
শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্ত নেত্রভৃঙ্গ করে পানে॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন॥

(২) রথযাত্রার পূর্ব্বদিনে জগন্নাথের চক্ষুদান হয় বলিয়া অথবা পঞ্চদশ দিবসের পর জগন্নাথ দর্শনে ভক্তনেত্রের আনন্দ হয় বলিয়া ঐ উৎসবের নাম নেত্রোৎসব।

(৩) আইল পরাণ—অর্থাৎ জগন্নাথের অদর্শনে ভক্তেরা প্রাণহারা হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার দর্শনে যেন তাহাদের প্রাণ আসিল।

(৪) গাঢ়াসক্ত্যে—গভীর আসক্তির সহিত। পিয়ে—পান করে।

(৫) বান্ধুলীর ফুল—রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

(৬) সুরঙ্গ—সুন্দর রক্তবর্ণ।

স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সংকীর্ত্তন॥
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্নে প্রভু লঞা গেলা॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হইবে জানিয়া।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া॥
গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-
গৃহমার্জ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ
শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং
জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত, যেন (নর্ত্তনেন) জগতাং (লোকানাং) চিত্রং (কুতূহলম্, বিস্ময়ঃ), জগন্নাথঃ অপি বিস্মিতঃ আসীৎ সঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) জীয়াৎ (বিজয়েত)।

অনুবাদ।—যিনি শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য করিয়া জগতের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন, এবং যাঁহার নৃত্য দেখিয়া শ্রীজগন্নাথদেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হউক॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন॥
আর দিনে মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণসঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান (১)॥
পাণ্ডু-বিজয় (২) দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন॥
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন (৩)॥
অদ্বৈত নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন॥
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ (৪) যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-অবলম্বন।
কত দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম চরণ॥
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি (৫)।
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥
উচ্চ দৃঢ় তুলি (৬) সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলি হৈতে ত্বরায় আর তুলি আনে॥
প্রভু-পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাতে শক্তি কার।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার॥
মহাপ্রভু 'মণিমা' (৭) বলি করে উচ্চধ্বনি।
নানাবাদ্য-কোলাহল কিছুই না শুনি॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
স্বর্ণমার্জ্জনী লঞা করে পথ-সম্মার্জ্জন॥
চন্দন-জলেতে করেন পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ-সিংহাসনে॥
উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ-সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে॥

(১) কৃত্য-স্নান—প্রাতঃকৃত্যাদি ও প্রাতঃস্নান, অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান।

(২) পাণ্ডুবিজয়—শ্রীজগন্নাথদেবকে হাত ধরাধরি করিয়া রথের উপর লইয়া যাওয়ার নাম পাণ্ডুবিজয়। পাণ্ডু—হাত ধরিয়া পদব্রজে গমন, (উৎকল ভাষা)।

(৩) বিজয়-দর্শন—জগন্নাথের গমন দর্শন।

(৪) দয়িতা—পাণ্ডাবিশেষ।

(৫) পট্টডোরি—রেশমের দড়ী।

(৬) তুলি—গদি।

(৭) 'মণিমা'—মহাশয়, সর্ব্বেশ্বর (উড়িয়া ভাষা)।

রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
সব হেমময় রথ সুমেরু-আকার॥
শত শত সুচামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত (১)।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত॥
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে॥
সূক্ষ্ম শ্বেত বালু-পথ পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা (২) সব যেন বৃন্দাবন॥
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে॥
তবে মহাপ্রভু সব লঞা নিজগণ।
স্বহস্তে পরাইল সবারে মাল্যচন্দন॥
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহে হইলা আনন্দ॥
কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা সুমাল্য-চন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই-দুই মার্দ্দঙ্গিক (৩) হৈল অষ্টজন॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া॥

(১) ক্বণিত—শব্দ।
(২) টোটা—উদ্যান।
(৩) মার্দ্দঙ্গিক—মৃদঙ্গবাদক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইজন করিয়া মার্দ্দঙ্গিক।

নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চ জন দিল তার পালি (৪) গান॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব-পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ শুভানন্দ।
শ্রীরাম-পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারী যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন কীর্ত্তন॥
গোবিন্দ-ঘোষ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিপ্রদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ-মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥
বৈষ্ণবের ঘটামেঘে (৫) হইল বাদল।
সংকীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র-জল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সংকীর্ত্তন-ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বলে প্রভু "হরি হরি" বুলি।
"জয় জয় জগন্নাথ" কহে হাত তুলি॥

(৪) পালি—দোহার।
(৫) ঘটামেঘে—বৈষ্ণবসমূহরূপ মেঘে।

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমায়ে দয়ায়॥
কেহ লক্ষিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধ ভক্তি॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময়॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্রে কহে তোমার নাহি ভাগ্যসীমা॥
সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥
যারে তাঁর কৃপা, তাঁরে সে চিনিতে পারে।
কৃপা বিনে ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥
রাজার তুচ্ছসেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে-প্রসাদে পাইল এই রহস্য-দর্শন॥
সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময়॥
এই মত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচে সব ভক্তগণ॥
কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলা শক্তি করে সমাধান॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে॥
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥
এই মত মহাপ্রভু করি নৃত্যরঙ্গে।
ভাসাইল সর্ব্বলোক প্রেমের তরঙ্গে॥
এই মত হইল কৃষ্ণের রথ-আরোহণ।
তাঁর আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন॥

এইমত কীর্ত্তন প্রভু কৈল কতক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন॥
প্রভুর সঙ্গে গায় ধায় এই দশজন।
আনন্দে উদ্দণ্ড হই করেন কীর্ত্তন॥
এই দশ জন যবে প্রভুর সঙ্গে যায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায়॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥

তথাহি—মহাভারতীয়বাক্যম্

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় (গোব্রাহ্মণহিতকারিণে) চ জগদ্ধিতায় (জগদ্বাসিনাং কল্যাণকারিণে) গোবিন্দায় কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ।

অনুবাদ।—যিনি ব্রাহ্মণগণের পূজ্য, গো এবং ব্রাহ্মণের হিতকারী এবং জগতের কল্যাণপ্রদ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ২॥

মুকুন্দদেববাক্যম্—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অসৌ দেবকীনন্দনঃ দেবঃ জয়তি জয়তি, 'অসৌ' বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ (বৃষ্ণিকুলোজ্জ্বলকারী) কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি। 'অসৌ' মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গঃ জয়তি জয়তি, 'অসৌ' পৃথ্বীভারনাশঃ (ধরাভারহারকঃ) মুকুন্দঃ জয়তি জয়তি।

অনুবাদ।—এই দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হউন, এই যদুকুলোজ্জ্বলকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, এই নবজলধরবপু ও কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, এবং এই পৃথ্বীভারনাশক মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯০ অং ২৪ শ্লোকঃ

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—দেবকীজন্মবাদঃ (দেবক্যাং জন্ম ইতি বাদমাত্রং যস্য) যদুবরপরিষৎ (যদুবরাঃ গোপাঃ পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ (স্থিরচরাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং বৃজিনং দুঃখং হন্তি যঃ) জননিবাসঃ (জনানাং জীবানাং নিবাসঃ আশ্রয়ঃ) স্বৈঃ (ভক্তরূপৈঃ) দোর্ভিঃ (বাহুভিঃ) অধর্ম্মম্ অস্যন্ (দূরীকুর্ব্বন্) সুস্মিতশ্রীমুখেন (শোভনহাস্যযুতেন মুখেন) ব্রজপুরবনিতানাং কামদেবং বর্দ্ধয়ন্ জয়তি।

অনুবাদ।—যিনি সমস্ত জীবমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বাস করেন, যিনি দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এইটী কথামাত্র, যিনি ভক্তরূপ বাহু দ্বারা অধর্ম্ম নিবারণ করিতে করিতে স্থাবরজঙ্গমের দুঃখ বিনাশকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহাস্য বদনে ব্রজবনিতা ও পুরবনিতাগণের পরম প্রেম বৃদ্ধি করিতে করিতে জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৬৩ শ্লোকঃ

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি-
র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি-
র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমা-
নন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো-
র্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—অহং বিপ্রঃ ন, নরপতিঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) ন চ, বৈশ্যঃ ন, অহং শূদ্রঃ ন, বর্ণী (ব্রহ্মচারী) গৃহপতিঃ (গৃহস্থঃ) ন চ, বনস্থঃ (বানপ্রস্থঃ) চ ন, যতিঃ (সন্ন্যাসী) ন। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ (প্রোদ্যন্ প্রকৃষ্টরূপেণ প্রকাশমানঃ য নিখিলঃ পরমানন্দঃ তেন পূর্ণঃ যঃ অমৃতাব্ধিঃ সুধাসমুদ্রঃ তস্য) গোপীভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ।

অনুবাদ।—আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ (বনবাসী) নহি, সন্ন্যাসীও নহি, কিন্তু নিখিল পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমৃতসাগরস্বরূপ গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণকমলের দাসানুদাসের অনুদাস (অর্থাৎ আমি তাঁহার অতি হীন দাস) ॥ ৫ ॥

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি(১)ভ্রমে যৈছে আলাত-আকার(২)
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা-যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগরা মহী শৈল করে টলমল ॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশেপাশে ধাঞা॥
প্রভুপাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস 'হরিবোল' বলে বারবার ॥
লোক নিবারিতে হৈল এ তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়-আবরণ ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মণ্ডলী হঞা করে লোক-নিবারণ ॥

(১) চক্র—চাকা। ভ্রমি—ঘূর্ণন।

(২) আলাত—জ্বলন্ত কাষ্ঠ। অর্থাৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠকে বেগে ঘুরাইলে তাহার অগ্নি যেমন চক্রাকারে সকল দিকেই দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মহাপ্রভুও চক্রাকারে ভ্রমণ করাতে সকল দিকেই দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হঞা॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও একপাশ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীবাস কিছু না জানে।
বারবার ঠেলে তাঁর ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন॥
সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার মুখে হৈল হাস॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল (১)॥
মাংস-ব্রণ-সহ (২) রোম-বৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে মানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥

সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ্‌ জজ্‌ গগ গগ' (৩) গদ্গদ বচন॥
জলযন্ত্র-ধারা (৪) যেন বহে অশ্রুজল।
আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম॥
কভু স্তব্ধ হঞা প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠসম হস্ত পদ না চলয়॥
কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥
কভু নেত্রে নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন॥
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তিঁহো বড় ভাগ্যবান্॥
এই মত তাণ্ডব-নৃত্য করি কতক্ষণ।
ভাববিশেষে (৫) প্রভুর প্রবেশিল মন॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিল॥

তথাহি—পদম্

"সোই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ (৬)॥"

এই ধুয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিল গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥

(১) বিকার—স্বভাবের অন্যথা ভাব। অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাব—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই আট সাত্ত্বিক ভাব। কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাব দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে, এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন যে ভাব, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। সমকাল—এককালে।

(২) মাংসব্রণসহ—মহাপ্রভুর রোমবৃন্দ পুলকিত হইয়া লোমকূপের মাংসব্রণসমূহের মত দেখা যাইতে লাগিল।

(৩) জজ জজ গগ গগ—অর্থাৎ 'জগন্নাথ' কথাটি উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না।

(৪) জলযন্ত্র—পিচকারী বা ফোয়ারা।

(৫) ভাববিশেষে—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধিকার যে ভাব সেই ভাবে।

(৬) সোই—সেই। যাহা লাগি—যে প্রাণনাথ কৃষ্ণের জন্য। মদনদহনে—কামাগ্নিতে। ঝুরি—ঝরে (কৃশ হওয়াকে ঝরে বলে)।

জগন্নাথে যায় প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগলে করে গীত-অভিনয়॥
গৌর যদি পাছে যায়, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এই মত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী (১)॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চ স্বর॥

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসধৃতম্
কস্যাশ্চিন্নায়িকায়া বচনম্

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর-
স্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না বুঝে ইহার॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈলা নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সেই নব-সঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥

ইহাঁ লোকারণ্য হাতি-ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পবন ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
ইহাঁ রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলী-বদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সে-সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে॥
ভাগবতে আছে এই রাধিকা-বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন॥
সেই-ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক।
এ সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক॥
স্বরূপ গোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার।
স্বরূপ গোঁসাঞি কৈল এ অর্থ-প্রচার॥
স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮২ অং
৩৫ শ্লোকঃ

আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং,
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৮ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি (২)।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাও যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি॥

(১) মহাপ্রভু রথের পশ্চাৎ গেলে আর জগন্নাথের রথ চলে না, অতএব জগন্নাথ হইতে মহাপ্রভু অধিক বলবান্।

(২) অন্যের অন্য বিষয়ে মন, কিন্তু আমার মন বৃন্দাবনের প্রতি এতাদৃশ আসক্ত যে তাহা হইতে কোনরূপে অন্যত্র আসক্ত করিতে না পারায় মনে ও বৃন্দাবনে আমি এক করিয়া মানি। শ্লেষার্থ—আমার মনই বৃন্দাবনস্বরূপ, অতএব তাহাতে সর্ব্বদা তোমার শ্রীচরণারবিন্দ বিহার করিলেও মথুরামণ্ডলস্থ বৃন্দাবনে তোমার শ্রীচরণারবিন্দের বিহার-দর্শনলালসা নিবৃত্ত হইতেছে না।

প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ(১) কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়(২)॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হতে, বিষয়ে চাহি লাগাতে
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটি(৩)
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিলে(৪) গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা মিত্রগণ,
চিত্র এ কেমনে পাসরিলা॥
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তাহে তোমায় নাহি দোষাভাস(৫)।

(১) বিদগ্ধ—নৃত্যগীতাদি ৬৪ বিদ্যাবিলাসে যুক্তচিত্ত ব্যক্তিকে বিদগ্ধ বলে।

(২) হে কৃষ্ণ, পূর্ব্বে মথুরা হইতে উদ্ধবের দ্বারা আমাদিগকে জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়াছ, এখনও দিতেছ। তুমি আমার প্রাণনাথ হইয়া, আমার হৃদয় জানিয়াও যোগ ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়া হৃদয়ে ব্যথা দিতেছ, তাহা অনুচিত।

(৩) কুটিনাটি—কৌটিল্য, কপটতা।

(৪) তিমিঙ্গিল—তিমিকে পর্য্যন্ত গিলিতে পারে এইরূপ বিরাটকায় সমুদ্রজীব।

(৫) দোষাভাস—দোষ-লেশ।

তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন
সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস(৬)॥
না গণি আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরী(৭) মুখ
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥
তোমার যে অন্য-বেশ, অন্য-সঙ্গ অন্য-দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়(৮)।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥
তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজ প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় কর নিজ পদ॥

পুনর্যথা রাগঃ।—

শুনিয়া রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি
করেন কৃষ্ণ তাঁর আশ্বাদন॥
প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর সত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ(৯) মুঞি রাত্রিদিনে
মোর দুঃখ জানে কোন জন॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥

(৬) দুর্দ্দৈববিলাস—দুরদৃষ্টের জোর।

(৭) ব্রজেশ্বরী—যশোদা।

(৮) নাহি ভায়—ভাল লাগে না।

(৯) ঝুরোঁ—রোদন করি।

প্রিয়া প্রিয়সঙ্গ-হীনা, প্রিয় প্রিয়সঙ্গ-বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি
বিয়োগ যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতিনিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিত্য যাই যদুপুরী
তাহা তুমি মান মোর স্ফূর্ত্তি॥
মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে (১) তোমার যে প্রেম হয়ে
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে
প্রকটেহ (২) আনিবে সত্বর॥
যাদবের প্রতিপক্ষ (৩), দুষ্ট যত কংস-পক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাঙ আমি জানিহ নিশ্চয়॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্রধন, করি বাহ্যে আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া॥
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে
আনিবে আমা দিন-দশ-বিশে।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা-সনে,
বিলসিব রাত্রি দিবসে॥
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল॥

(১) মো-বিষয়ে—আমার প্রতি।
(২) প্রকটেহ—সাক্ষাতে।
(৩) প্রতিপক্ষ—বিপক্ষ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮২ অং ৩১ শ্লোকঃ

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানা-
মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো
ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৮॥

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রি-দিন ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥
নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হঞা।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-মুখ চাহিয়া॥
স্বরূপ-গোঁসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়-বাক্য-মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভু নিজেন্দ্রিয় গণে।
আবিষ্ট হঞা করে গান আস্বাদনে॥
ভাবাবেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হঞা॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভুকর॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান্॥
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখ-কমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥
আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥
ভাবোদয় ভাব-সন্ধি ভাব-শাবল্য।
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী (৪) সবার প্রাবল্য॥

(৪) ভাবোদয়—সাত্ত্বিকাদি ভাবের প্রকাশ। ভাবসন্ধি—সমান বা ভিন্নরূপ দুইটী ভাবের পরস্পর মিলন। ভাবশাবল্য—ভাব সকলের পরস্পর সংমর্দ্দন। সঞ্চারী—নির্ব্বেদাদি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ব্যভিচারী ভাব। সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি আটটী। স্থায়ী—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি।

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল॥
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক-লোক নীলাচলবাসী যতজন॥
প্রভুর নৃত্য-প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥
অন্যের কা কথা জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর॥
কভু সুখে নৃত্য-রঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী॥
এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে পড়িলা ভূমিতে॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈল॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়ি-স্পর্শ হইল আমার॥
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্য স্থানে॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির (১) সেবন।
প্রসন্ন হৈয়াছে তাঁরে মিলিবারে মন॥
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয়॥
তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজ-গণ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥
তবে মহাপ্রভু রথ-প্রদক্ষিণ হঞা।
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥

(১) হাড়ির সেবন—ঝাড়ুদারের কার্য্য।

ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।
চৌদিকের লোক সব বলে "হরি হরি"॥
তবে প্রভু নিজভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলভদ্র সুভদ্রা আগে নৃত্য করে রঙ্গে॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডি-স্থানে (২)।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে॥
বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম॥
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ।
নিজ-নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥
নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ॥
আগে পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান-বনে।
যে যাঁহা পায় লাগায় (৩) নাহিক নিয়মে॥
ভোগের সময় লোকের মহাভিড় হৈলা।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন গিয়া।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায়(৪) রহিলা পড়িয়া॥
নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘর্ম্ম ঘন।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে।
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রামে॥

(২) বলগণ্ডিস্থানে—শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জগন্নাথদেবের মাসীর আলয়ে।

(৩) লাগায়—ভোগ দেয়।

(৪) গৃহপিণ্ডায়—দাওয়াতে।

এই ত কহিল প্রভুর মহাসংকীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন॥
রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য-বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোঁসাই করিয়াছেন বর্ণন॥

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং প্রথমস্তবে সপ্তমশ্লোকঃ

রথারূঢ়স্যারা-
দধিপদবি নীলাচলপতে
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মি-
স্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ
পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে
পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—রথারূঢ়স্য (রথোপরি স্থিতস্য) নীলাচলপতেঃ (শ্রীজগন্নাথস্য) আরাৎ (নিকটে) অধিপদবি (প্রধানপদবি) অদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত-নটনোল্লাসবিবশঃ (অদভ্রেণ অধিকেন প্রেমোর্ম্মিণা প্রেমতরঙ্গেণ স্ফুরিতঃ যঃ নটনোল্লাসঃ তেন বিবশঃ বিহ্বলঃ) সহর্ষং গায়দ্ভিঃ বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃততনুঃ (বেষ্টিতশরীরঃ) স চৈতন্যঃ পুনরপি কিং মে দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (পন্থানং) যাস্যতি।

অনুবাদ।—রথস্থিত নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট পথিমধ্যে যিনি প্রেমোল্লাসভরে নৃত্য করিতে করিতে বিবশ হইয়া পড়িতেন, এবং বৈষ্ণবগণ যাঁহাকে বেষ্টন করতঃ পরমানন্দে সংকীর্ত্তন করিতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দর্শন করিব ? ৯॥

ইহা যেই শুনে, সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয়॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ
শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং
হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (ভক্তগণৈঃ) সহ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং পশ্যন্ গোপীরসোল্লাসং (গোপীনাং পরকীয়রসাতিশয্যং) শ্রুত্বা হৃষ্টঃ (সন্) প্রেম্না ননর্ত্ত।

অনুবাদ।—সেই গৌরাঙ্গদেব নিজভক্তগণের সহিত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করিয়া এবং গোপীগণের রসোল্লাস শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে প্রেমভরে নৃত্য করিয়াছিলেন॥ ১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন॥
এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে॥
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হঞা।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিঞা॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
"বোল-বোল" বুলি উচ্চ বোলে বারবার॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥

তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুইজনের অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩১ অং ৯মঃ শ্লোকঃ

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—যে (জনাঃ) তপ্তজীবনং (তপ্তানাং তব বিরহাৎ ক্লিষ্টানাং জীবনং প্রাণস্বরূপং) কবিভিরীড়িতং (ব্রহ্মজ্ঞৈঃ আরাধিতং) কল্মষাপহং (পাপনাশনং) শ্রবণমঙ্গলং (কর্ণয়োঃ রসায়নম্) শ্রীমৎ তব কথামৃতম্ আততং (ব্যাপ্তং, বিস্তৃতং) 'যথা ভবতি তথা' ভুবি (সংসারে) গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) 'তে' জনাঃ ভূরিদাঃ (সর্ব্বার্থদাতারঃ)।

অনুবাদ।—[রাসকালে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ বিরহকাতরা হইয়া তাঁহার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ] তোমার কথারূপ অমৃত বিরহতপ্ত ব্যক্তিগণকে জীবিত করে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তোমার কথামৃতকে স্তুতি করেন, তোমার কথামৃত পাপনাশন ও শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ এবং সকল হইতে উৎকর্ষযুক্ত ও সর্ব্বব্যাপক, অতএব পৃথিবী-মধ্যে যাঁহারা তোমার কথামৃত কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সর্ব্বার্থদাতা॥ ২॥

"ভূরিদা ভূরিদা" বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে এই হয় কোন্ জন॥
পূর্ব্বসেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল॥

আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন॥

এই দেখি চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তাঁর অনুসন্ধান বিনে করয়ে সফল ॥
প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥
রাজা কহে আমি তোমার দাস অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাঁহা না কহিবে ইহা নিষেধ করিল ॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সকল জানেন বাহিরে উদাস ॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন ॥
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লঞা কৈল আগমন ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ লঞা।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিঞা ॥
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ (১) উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি(২)প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত ॥
ছেনা পানা পৈড়(৩) আম্র নারিকেল কাঁঠাল
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল (৪) ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর (৫)।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ড-খর্জ্জুর ॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার ॥
অমৃতমণ্ডা ছেনাবড়া আর কর্পূর কেলি।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলী ॥
হরিবল্লভ সেবতি কর্পূর মালতী।
ডালিমা মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতি ॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী কদমা তিলেখাজার প্রকার ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥
দধি দুগ্ধ দধি-তক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি ॥
নেবু কোলি(৬) আদি নানা-প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥
কেয়াপত্রদ্রোণী(৭) আইল বোঝা পাঁচ সাত।
একৈক-জনে দশ দোনা দিল একৈক-পাত ॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌর রায়।
তা-সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপ-গোঁসাঞি তবে কৈলা নিবেদন ॥
আপনে বৈসেন প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে ॥
তবে মহাপ্রভু বৈসেন নিজ-গণ লঞা।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিঞা ॥
ভোজন করিঞা প্রভু কৈল আচমন।
প্রসাদ উবরিল (৮) খায় সহস্রেক জন ॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত-কাঙ্গাল আনি করালো ভোজনে ॥

(১) বলগণ্ডি স্থানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ হইয়াছিল সেই প্রসাদ।

(২) নিসকড়ি—মিষ্টান্নাদি, ডাল ভাত ভিন্ন ঘৃতপক্ব দ্রব্য।

(৩) পৈড়—অপক্ব নারিকেল, ডাব (উড়িয়া-ভাষা)। কেহ কেহ পেয়ারা বলেন।

(৪) বীজতাল—তালশাঁস।

(৫) বীজপূর—দাড়িম।

(৬) কোলি—কুল।

(৭) কেয়াপত্রদ্রোণী—কেয়াফুলের পাতার পুটী অর্থাৎ দোনা (ঠোঙ্গা)। এক এক জনে দশ দশ দোনা ও একখানি পাত।

(৮) উবরিল—উদ্বৃত্ত হইল, বেশী হইল।

কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌর হরি।
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি॥
হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌর রায়॥
ইহা জগন্নাথের রথ-চলন-সময়।
গৌড় সব রথ টানে আগে না চলয়॥
টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিলা।
পাত্র-মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হঞা আইলা॥
মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রাজা না পারে টানিতে॥
ব্যগ্র হঞা রাজা আনি মত্তহস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোটন॥
মত্ত হস্তিগণ টানে যার যত বল।
এক পদ না চলে রথ হইল অচল॥
শুনি মহাপ্রভু আইল নিজগণ লঞা।
মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইঞা॥
অঙ্কুশের ঘাতে হস্তী করয়ে চীৎকার।
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথের কাছি (১) টানিবারে দিল॥
আপন রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিল ধাঞা॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিবা মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায়॥
মহানন্দে লোক সব করে জয়ধ্বনি।
জয় জগন্নাথ বিনা আর নাহি শুনি॥
নিমিষেকে রথ গেল গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এই মত কোলাহল করে লোক ধন্য॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥

(১) কাছি—দড়ি।

পাণ্ডু-বিজয় (২) তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিলা আসি নিজ-সিংহাসনে॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা॥
অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু মহাসংকীর্ত্তন॥
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল।
দেখি সব লোক প্রেম-সমুদ্রে ভাসিল॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা (৩) আসি প্রভু বিশ্রাম করিল।
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্যমুখ্য নব-জন নব-দিন (৪) পাইল॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিন।
এক এক দিন করি করিল বণ্টন॥
চারি মাসের দিন মুখ্যভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল॥
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিন মেলি (৫)।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সংকীর্ত্তন-নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ॥
কভু অদ্বৈত নাচে কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে কভু অচ্যুতানন্দ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা-কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে॥
বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান॥
'রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা' এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥

(২) পাণ্ডুবিজয়—শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাওয়া।

(৩) আইটোটা—জুঁইফুলের বাগান; আই নামক উদ্যান।

(৪) নব-দিন—রথের পর নয় দিন।

(৫) এক দিনে দুই তিন জন করিয়া নিমন্ত্রণ করে।

নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিঞা।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেড়িঞা॥
কভু এক মণ্ডলে কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডূক-বাদ্য (১) বাজায় করতলে॥
দুই দুই জন মেলি করে জল-রণ।
কেহ হারে জিনে প্রভু করে দরশন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিঞা পাছে করে গালাগালি॥
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্তদত্ত (২) জলযুদ্ধ করে দুই জনে॥
শ্রীবাস-সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘবপণ্ডিত-সনে খেলে বক্রেশ্বর॥
সার্ব্বভৌম-সহ খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য দোঁহার গেল হৈলা শিশুপ্রায়॥
মহাপ্রভু তাঁহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিঞা।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিঞা॥
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক-জন (৩)।
বাল্য-চাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন (৪)॥
গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত হয় যদি তার একবিন্দু॥
মেরু-মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল (৫) ইহার কা কথা॥

(১) জলমণ্ডূক-বাদ্য—জলের উপরি হস্তের মণ্ডূকবৎ প্লুতগতি দ্বারা আঘাতে যে অতিবিচিত্র বাদ্য হয়। অর্থ এই—করতল দ্বারা জলমধ্যে মণ্ডূকবাদ্য বাজাইয়াছিলেন।

(২) গুপ্তদত্ত—মুরারি গুপ্ত ও বাসুদেব দত্ত।

(৩) পণ্ডিত গম্ভীর—অগাধ (বা উদার) পণ্ডিত। দোঁহে—সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ। প্রামাণিক—অধ্যক্ষ।

(৪) বর্জ্জন—নিবারণ।

(৫) গণ্ডশৈল—ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

শুষ্কতর্ক-খলি (৬) খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার॥
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ (৭) শয্যা কৈল॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ী লীলা প্রভু কৈল প্রকটন॥
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিঞা।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিঞা॥
এই মত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ।
আইটোটা (৮) আইলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণ॥
পুরী ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুগণ সেই প্রসাদ খাইল॥
অপরাহ্ণে আসি কৈল দর্শন-নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর-দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিলা কতক্ষণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লঞা॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে॥
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥
এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌর রায়॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে॥
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিগ্বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥

(৬) শুষ্কতর্ক-খলি—শ্রুত্যাদি-বিরুদ্ধ তর্করূপ তৈল-কাইট।

(৭) শেষ—অনন্ত।

(৮) আইটোটা—কোন রমণীর উদ্যান বলিয়া নাম আইটোটা। আই=মাতা। টোটা—উদ্যান।

এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্র-সরোবর গেলা করিতে জলখেলা॥
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজন-লীলা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
নবদিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত-সাথ॥
জগন্নাথ-বল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম (১)।
নবদিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম॥
হেরা-পঞ্চমীর (২) দিন আইল জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা যত্ন করিয়া॥
কালি হেরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব করে যৈছে কভু নাহি হয়॥
মহোৎসব তৈছে কর বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমৎকার॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র-বস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে॥
ধ্বজঘণ্টা পতাকা দর্পণ করহ মণ্ডনী।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজনী॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥
সেই ত করিহ প্রভু লঞা ভক্তগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ-দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা॥
নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরা-পঞ্চমীর রঙ্গে॥
কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।
স্বগণসহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা॥
রস-বিশেষ (৩) প্রভুর শুনিতে হৈল মন।
ঈষৎ হাসিয়া স্বরূপে পুছে বিবরণ॥
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল।
সুন্দরাচল ছাড়ি প্রভু যায় নীলাচল॥
নানা পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রি-দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি-কারণে॥
স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনে কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥
প্রভু কহে 'যাত্রা-ছলে' কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন॥
গোপীসঙ্গে যত লীলা করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে॥
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এইত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্য (৪) লেশে হয় ক্রোধ-ভাব॥
হেনকালে বহুবিধ খচিত রতন।
সুবর্ণের চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ॥
ছত্র-চামর-ধ্বজা পতাকার গণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেব-দাসীগণ (৫)॥
তাম্বুলসম্পুট ঝারি ব্যজন চামর।
সাথে যার দাসী শত দিব্য ভূষাম্বর॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার॥

(১) পুষ্পারাম—পুষ্পোদ্যান, ফুলের বাগান।

(২) হেরাপঞ্চমী—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে পঞ্চমীর দিনে রথস্থ শ্রীজগন্নাথদেবকে হেরিতে যান, উহার নাম 'হেরাপঞ্চমী'। 'হোরাপঞ্চমী'—শ্রীলক্ষ্মীদেবী পঞ্চমীতে বাহিরে গমন করেন বলিয়া উহাকে হোরাপঞ্চমী বলে। হোরা=গমন করা।

(৩) রস-বিশেষ—লক্ষ্মী হইতে ব্রজগোপীর আধিক্য।

(৪) ঔদাস্য—উপেক্ষা।

(৫) দেবদাসীগণ—শ্রীজগন্নাথের নর্ত্তকীগণ।

শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে দণ্ড করে যেন লয়ে নানা ধনে॥
অচেতন রথ তার করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ড-বচনে (১)॥
লক্ষ্মীসঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভু সব নিজগণ লঞা॥
দামোদর (২) কহে ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কভু দেখি শুনি নাই আর॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে মলিন-বসন॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান॥
ইহোঁ (৩) সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজাইয়া॥
প্রভু কহে, কহ ব্রজের মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার (৪)॥
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ॥
সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্‌দরশন॥
মানে কেহ হয় ধীরা কেহ ত অধীরা।
এই তিন ভেদ কেহ হয় ধীরাধীরা॥
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান॥
হৃদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন॥
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ (৫) বাক্যে করে প্রিয়নিরাসন॥
অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে (৬) করে মালায় বন্ধন॥
ধীরাধীরা বক্র-বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য (৭) বিভেদ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন॥
মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ (৮)।
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ॥
কেহ প্রখরা কেহ মৃদ্বী কেহ হয় সমা (৯)।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেমসীমা॥
প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ॥
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
"কহ কহ দামোদর" বলে বার বার॥
দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিক-শেখর।
রস আস্বাদক, রসময় কলেবর॥
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেম-রসগুণে গোপিকা প্রবীণ॥

(১) ভণ্ড বচন—কৌতুক বাক্য।
(২) দামোদর—স্বরূপ গোস্বামী।
(৩) ইহোঁ—লক্ষ্মী।
(৪) এক নদী যেমন শতধারায় ভেদ হয়, তদ্রূপ একই মান গোপীর সম্বন্ধে অনেক ভেদ হয়।

(৫) সোল্লুণ্ঠ—সপরিহাস, পরিহাসযুক্ত।
(৬) তাড়ে—তাডনা করে।
(৭) বৈদগ্ধ্য—চতুরতা বা পাণ্ডিত্য।
(৮) 'মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ'—অর্থাৎ ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা এবং ধীরাধীরা মধ্যা; ধীরপ্রগল্‌ভা, অধীরপ্রগল্‌ভা এবং ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা।
(৯) কেহ প্রখরা ইত্যাদি। 'প্রখরা'—যিনি প্রগল্‌ভবাক্যা এবং যাঁহার দুর্লঙ্ঘ্যভাষিতা তাঁহার নাম প্রখরা। 'মৃদ্বী'—যাঁহার প্রগল্‌ভ-বচনত্ব ও দুর্লঙ্ঘ্যভাষিত্বের অল্পতা, তাঁহার নাম মৃদ্বী। 'সমা'—প্রাখর্য্য ও মার্দ্দব গুণের যাহাতে সমভাবে স্থিতি, তাহার নাম সমা বা মধ্যা। অর্থাৎ প্রখরা ধীরমধ্যা, সমা ধীরমধ্যা এবং মৃদু-ধীরমধ্যা প্রভৃতি।

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ(১)।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩৩ অং ২৫ শ্লোকঃ

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—সত্যকামঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ) অনুরতাবলাগণঃ (অনুরতঃ আকৃষ্টঃ অবলাগণঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ) আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ (অবরুদ্ধাঃ সৌরতাঃ সুরতব্যাপারাঃ যেন তাদৃশঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (চন্দ্রকিরণশোভিতাঃ) শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথিতাঃ যে রসাঃ তেষাম্ অবলম্বনস্বরূপাঃ) সর্ব্বাঃ নিশাঃ এবং সিষেব।

অনুবাদ।—অনুরক্ত গোপীগণকর্তৃক নিরন্তর পরিবৃত সেই সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুরতসম্বন্ধীয় হাবভাবাদি মনোমধ্যে অবরোধ করিয়া সেই সমুজ্জ্বল শশধরকর দ্বারা সুশোভিত এবং কাব্যকথারসের সমাশ্রয় শরৎকালীন রজনীগণ এইরূপে পরমাদরে সেবা করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥

বামা (২) এক গোপীগণ দক্ষিণা (৩) একগণ
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥

গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বলরস প্রেমরত্ন-খনি ॥
বয়সে মধ্যমা তিঁহো স্বভাবেতে সমা।
গাঢ় প্রেমভাব তিঁহো নিরন্তর বামা ॥
বাম্য স্বভাবে উঠে মান নিরন্তর।
তাঁর বাম্যে বাড়ে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ৪২ শ্লোকঃ

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ
স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ
যূনোর্ম্মান উদঞ্চতি ॥ ৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ২৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪ ॥

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
'কহ কহ' কহে প্রভু, বলে দামোদর ॥
অধিরূঢ় মহাভাব (৪) রাধিকার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবাণ হেম (৫) ॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥
কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত।
বিব্বোক মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য চকিত ॥
এত ভাব ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি তরঙ্গ ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের শুন বিবরণ।
যে ভাবভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥

(১) গোপিকারা প্রাখর্য্যাদি যে যে স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি করে, তিনি তাহারই অধীন, একারণে ঐ ত্রিবিধ স্বভাবেই তিনি সন্তোষ প্রাপ্ত হয়েন। 'রসাভাস'=অনৌচিত্যবিশিষ্ট রস; রসরূপে আপাতত প্রতীয়মান হইলেও রসলক্ষণবিহীন রসকে রসাভাস বলে।

(২) 'বামা'—যে নায়িকা মান গ্রহণে সর্ব্বদা উদ্যুক্তা এবং সেই মানের শৈথিল্যে কোপবতী, নায়ক যাঁহার মান ভাঙ্গাইতে অসমর্থ, এবং প্রায়ই নায়কের প্রতি যিনি কঠিনার ন্যায় প্রতীয়মানা, তাঁহাকে বামা বলে। যেমন—শ্রীরাধাদি।

(৩) 'দক্ষিণা'—যে নায়িকা মাননির্ব্বন্ধ সহ্য করেন না, যিনি নায়কের প্রতি যুক্তবাদিনী এবং নায়ক বিনয় দ্বারা যাঁহার মানভঞ্জনে সমর্থ, তাঁহাকে দক্ষিণা বলে। যেমন—শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি।

(৪) 'অধিরূঢ় মহাভাব'—যাহাতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সকল থাকে, তাহার নাম রূঢ়ভাব। অধিরূঢ়—যাহাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাবসকল এবং সাত্ত্বিকভাবসকল কোন অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অধিরূঢ়।

(৫) 'দশবাণ হেম'—বিশুদ্ধ স্বর্ণ; বাণ শব্দে পাঁচ, পাঁচদশ পঞ্চাশ, অর্থাৎ পঞ্চাশবার দগ্ধ হওয়াতে অতি নির্ম্মল স্বর্ণ।

বামা স্বভাবে উঠে মান নিরন্তর।
তার বাম্যে বাড়ে কৃষ্ণের আনন্দসাগর॥

রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দান ঘাটী পথে যবে বর্জ্জেন (১) গমন ॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী আগে চাহে যদি গায় হাত দিতে ॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম।
প্রথমেতে হর্ষ-সঞ্চারী মূল কারণ ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে
৭১ শ্লোকঃ

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হর্ষাৎ গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়া-ভয়ক্রুধাং সঙ্করীকরণং (মিশ্রণং, যুগপৎ প্রকাশঃ) কিলকিঞ্চিতম্ উচ্যতে।

অনুবাদ।—হর্ষহেতুক গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া (দ্বেষ), ভয় ও ক্রোধ এই সাতটী ভাবের এককালীন উদয়কে 'কিলকিঞ্চিত' বলে ॥ ৫ ॥

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলায়।
অষ্ট ভাব সংমিলনে মহাভাব (২) হয় ॥
গর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুষ্ক রুদিত।
ক্রোধ অসূয়া সহ আর মন্দ স্মিত ॥
নানা স্বাদু অষ্টভাব একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥
দধি খণ্ড (৩) ঘৃত মধু মরিচ কর্পূর।
এলাচি মিলনে যৈছে রসালা (৪) মধুর ॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন (৫)।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ ॥

তথাহি—দানকেলিকৌমুদ্যাং প্রথমশ্লোকঃ

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণ-
ব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎ-
সিক্তা·পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুর-
ব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী
দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—পথি (দানঘাটমার্গে) মাধবেন রুদ্ধায়াঃ রাধায়াঃ অন্তঃ স্মেরতয়া (অব্যক্তয়া ঈষদ্ধাস্যযুক্ততয়া) উজ্জ্বলা (দীপ্তিযুক্তা) জলকণ-ব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা (অশ্রুবিন্দুভিঃ ব্যাকীর্ণাঃ নেত্র-লোমাগ্রভাগাঃ যস্যাঃ সা) কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা (ঈষদ্রক্তাভনয়নপ্রান্তদেশা) রসিকতোৎসিক্তা (রসেন উৎসাহযুক্তা) পুরঃ কুঞ্চতী মধুরব্যাভুগ্ন-তারোত্তরা (মধুরেণ ব্যাভুগ্নেন বক্রেণ নয়নতারয়া শ্রেষ্ঠা) কিলকিঞ্চিত-স্তবকিনী দৃষ্টিঃ বঃ শ্রিয়ং ক্রিয়াৎ।

অনুবাদ।—পথিমধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রুদ্ধা হইলে, তাঁহার যে দৃষ্টি অন্তরে আনন্দার্থ ঈষৎ হাস্য নিবন্ধন উজ্জ্বলা হইয়াছিল, যাহাতে শুষ্ক রোদনজাত জলকণা দ্বারা পক্ষ্মসকল ব্যাপ্ত হইয়া-ছিল, যাহাতে ক্রোধ নিমিত্ত নয়নপ্রান্তভাগ অল্পরক্তবর্ণা ও ভয়হেতু সঙ্কোচযুক্তা হইয়াছিল এবং গর্ব্ব ও অসূয়া নিমিত্ত মধুর বক্র নয়নতারা দ্বারা যাহা অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছিল সেই কিলকিঞ্চিত দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল করুন ॥ ৬ ॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৯সর্গে ১৮ শ্লোকঃ

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচল-
নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতং
ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ
বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং
সোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কান্তায়াঃ (রাধায়াঃ) বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলনেত্রম্ (বাষ্পেণ অশ্রু-

(১) বর্জ্জেন—নিবারণ করেন।
(২) মহাভাব—কিলকিঞ্চিতভাব।
(৩) খণ্ড—খাঁড় অর্থাৎ মিষ্ট দ্রব্য।
(৪) রসালা—শিখরিণী।
(৫) রাধাস্য-নয়ন—রাধার মুখ ও নেত্র।

বারিণা ব্যাকুলিতঃ অরুণাঞ্চলঃ তেন চঞ্চলং নেত্রং যস্মিন্ তৎ) রসোল্লাসিতম্ হেলোল্লাসচলাধরম্ (হেলয়া উল্লাসেন চ চলঃ চপলঃ অধরঃ যস্মিন্ তৎ) কুটিলিতং ভ্রূযুগ্মম্ উদ্যৎস্মিতম্ (প্রকটমন্দহাস্যং) কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতম্ আননং সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তম্ আনন্দম্ অবাপ (প্রাপ্তবান্) যঃ (আনন্দঃ) গীর্গোচরঃ (বাক্যেন প্রকাশনযোগ্যঃ) ন অভূৎ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে রোধ করায় রোদন, ক্রোধ ও ভয় নিমিত্ত নেত্রজলব্যাপ্ত, অরুণতাপ্রাপ্ত ও চঞ্চল চক্ষুযুক্ত এবং গর্ব্বের রসোল্লাসময়, অভিলাষ বশতঃ হেলানামক ভাবের উদয়ে চপলাধরবিশিষ্ট এবং অসূয়ায় ভ্রূকুটিযুক্ত, এবং ঈষৎ হাস্যসম্বলিত তাঁহার কিলকিঞ্চিত ভাবযুক্ত মুখ দেখিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলেন, তাহা সঙ্গম হইতে কোটিগুণ অধিক এবং বাক্যের অগোচর ॥ ৭ ॥

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন ॥
বিলাসাদি ভাবভূষার কহত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥
তবেত স্বরূপ গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥
রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ দরশন পায় ॥
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস-ভূষণ ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে ৬৭ শ্লোকঃ

গতিস্থানাসনাদীনাং
মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং
বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—গতিস্থানাসনাদীনাং (গমনাবস্থানোপবেশনাদিকানাং) মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং তাৎকালিকং (কান্তমিলনকালিকং) তু প্রিয়সঙ্গজং (কান্তসংসর্গজাতং) বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ (উচ্যতে)।

অনুবাদ।—গমন, অবস্থান ও উপবেশনের এবং নেত্রাদির কর্ম্মসকলের প্রিয়সঙ্গজনিত তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যের (স্বাভাবিক ভাব হইতে অন্য প্রকারের) নাম বিলাস ॥ ৮ ॥

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সংভ্রম বাম্য ভয়।
এই ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয় ॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১১ শ্লোকঃ

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ
স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণা-
ম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং
নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বাল-
ঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—পুরঃ (অগ্রতঃ) কৃষ্ণালোকাৎ (কৃষ্ণদর্শনেন) অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) গতিঃ স্থগিতকুটিলা (স্তব্ধা মন্দা চ) অভূৎ, শ্রীমুখম্ অপি তিরশ্চীনং (বক্রীভূতং) কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং (নীলবসনেন ঈষদাবৃতং) 'চ অভূৎ', নয়নযুগং চলত্তারং (চঞ্চলতারকাযুক্তং) স্ফারং (বিস্তৃতম্) আভুগ্নং (বক্রং) 'চ অভূৎ', ইতি প্রিয়মুদে (কৃষ্ণস্য আনন্দবর্দ্ধনায়) বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতা (বিলাসনামস্বীয়ভূষণেন ভূষিতা) সা (রাধা) আসীৎ।

অনুবাদ।—তদনন্তর শ্রীরাধা সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আপনার বিলাসাখ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার গতি কুটিল ও স্থগিত হইল এবং তিনি স্বীয় বদন নীলবস্ত্রে ঈষৎ আবৃত করিলেন, এবং আপূর্ণিত নয়নদ্বয়ে কটাক্ষপাত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন অঙ্গ ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া ॥
মুখে নেত্রে হয় নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবকথনে ৭৫ শ্লোকঃ

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারাভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যত্র অঙ্গানাং বিন্যাসভঙ্গিঃ (রচনাচাতুরী) ভ্রূবিলাসমনোহরা 'সতী'

সুকুমারা (কোমলা) ভবেৎ তৎ ললিতম্ উদাহৃতং (কথিতম্)।

অনুবাদ।—যেখানে অঙ্গসকলের বিন্যাস-ভঙ্গি, সুকুমারতা ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহার নাম ললিত অলঙ্কার ॥ ১০ ॥

ললিত ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ।
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১৪ শ্লোকঃ

হ্রিয়া তির্য্যগ্-গ্রীবা
চরণ-কটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লী-
দলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসো-
ল্লসিতললিতা-লালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসী-
দুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—হ্রিয়া (লজ্জয়া) তির্য্যগ্-গ্রীবা (বক্রকণ্ঠা) চরণকটিভঙ্গীসুমধুরা চলচ্চিল্লীবল্লী-দলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ (চলন্তী কম্পনযুক্তা চিল্লীবল্লী ভ্রূলতা তয়া দলিতঃ বিজিতঃ রতিনাথস্য মদনস্য উর্জ্জিতং প্রভাবযুক্তং ধনুঃ যয়া সা) প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতা-লালিত-তনুঃ (প্রিয়স্য প্রেমোল্লাসেন উল্লসিতং যৎ ললিতং তদাখ্যঃ ভাবঃ তেন আ-লালিতা তনুঃ যস্যাঃ সা) সা (শ্রীরাধা) প্রিয়প্রীত্যৈ উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা (ললিতালঙ্কার-সমন্বিতা) আসীৎ।

অনুবাদ।—ললিতভাবে লালিতাঙ্গী শ্রীরাধা লজ্জায় গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া, চরণ ও কটির সুন্দর ভঙ্গী করিয়া, চঞ্চল ভ্রূরূপ লতা দ্বারা রতি-পতির প্রভাববিশিষ্ট ধনুকে পরাভূত করিয়া এবং প্রিয়তমের প্রেমোল্লাস হেতু উল্লসিতা হইয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের নিমিত্ত ললিত নামক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ (১)।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ ॥

বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন।
কুট্টমিত নাম এই ভাব-বিভূষণ ॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবকথনে ৭৩ শ্লোকঃ

স্তনাধরাদিগ্রহণে
হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ
প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥১২

অন্বয়ঃ।—স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতৌ (মনসি লব্ধে অনন্দে) অপি সম্ভ্রমাৎ (লজ্জাবশাৎ, লোক-গৌরবাৎ বা) ব্যথিতবৎ বহিঃ ক্রোধঃ বুধৈঃ কুট্টমিতং প্রোক্তম্।

অনুবাদ।—স্তন কি অধর ইত্যাদি গ্রহণ করিলে হৃদয়ে আনন্দ হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতার ন্যায় যে বাহ্য ক্রোধ, পণ্ডিতেরা তাহাকে কুট্টমিত বলেন ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ ॥
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু-
র্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—করভোরুঃ (শ্রীরাধা) অবি-রোধিতবাঞ্ছং (ন বিরোধিতা বাঞ্ছা যস্মিন্ তথা) মাধবস্য (কৃষ্ণস্য) পাণিরোধং (করস্পর্শনিবারণং) মধুরস্মিতগর্ভাঃ (অন্তর্মন্দহাস্যযুক্তাঃ) ভর্ৎসনাশ্চ মুখেঽপি হারি (শ্রীকৃষ্ণমনোহারি) শুষ্করুদিতং (কপটরোদনং) চ কুরুতে।

অনুবাদ।—করভোরু শ্রীরাধা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের হস্তরোধ অর্থাৎ নিজাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হস্তার্পণ বারণ এবং মধুর হাস্যযুক্ত ভর্ৎসন এবং শুধুই মুখে অর্থাৎ বাহিরে কপট রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

এই মত আর সব ভাব বিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন ॥

---

(১) কঞ্চুক—কাঁচুলি, স্তন আচ্ছাদন জামা বিশেষ।

অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥
শ্রীবাস হাসিয়া কহে শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্ বিস্তর॥
বৃন্দাবনের সম্পদ্ পুষ্প কিসলয়।
গিরিধাতু (১) শিখিপিঞ্ছ গুঞ্জাফলময়॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল অসোয়াথ (২)॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিল সাজন॥
তোমার ঠাকুর দেখ এ সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র ফল ফুল লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী (৩)॥
এই কর্ম্ম করি কাঁহা বিদগ্ধ (৪) শিরোমণি।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু-দেহ আনি॥
এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধন দণ্ড লয় আর করায় বিনতি॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোর প্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ॥
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাত।
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ॥
তবে লক্ষ্মী শান্ত হঞা যান নিজঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগোচর॥
দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্ন-সিংহাসনে॥
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস॥
প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদ-স্বভাব।
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব॥
দামোদর-স্বরূপ ইহোঁ শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইহোঁ শুদ্ধ প্রেমে ভাসি॥
স্বরূপ কহে শ্রীবাস শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন-সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্ সিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠে সম্পদ্ তার এক বিন্দু॥
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম॥
চিন্তামণি যাঁহা ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ-ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
ফুলফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজে গমন করে নৃত্য পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ-রসাস্বাদু যাঁহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী কাজ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ৬২ শ্লোকঃ

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ
পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তা-
মণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং
গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ
পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—কান্তাঃ শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যঃ) কান্তঃ পরমপুরুষঃ, দ্রুমাঃ কল্পতরবঃ, ভূমিঃ চিন্তামণিগণময়ী (বিবিধচিন্ময়বাঞ্ছাপূরকমণিগণযুতা) তোয়ং (জলম্) অমৃতং, কথা গানং, গমনম্ অপি নাট্যং, বংশী প্রিয়সখী, পরং জ্যোতিঃ (চন্দ্রসূর্য্যাদিঃ) অপি চিদানন্দং (তন্ময়ম্) তৎ (বৃন্দাবনং) অপি আস্বাদ্যম্।

---

(১) গিরিধাতু—গিরিমাটী। শিখিপিঞ্ছ—ময়ূর-পুচ্ছ। গুঞ্জাফল—কুঁচ।
(২) অসোয়াথ—অস্বাস্থ্য, অসুস্থতা, দুঃখ।
(৩) পুষ্পবাড়ী—ফুলের বাগিচায়।
(৪) বিদগ্ধ—পণ্ডিত।

অনুবাদ।—ব্রজধামে কান্তাগণ—লক্ষ্মী ; কান্ত—পরমপুরুষ, বৃক্ষসকল—কল্পবৃক্ষ, ভূমি—চিন্তামণিপূর্ণ, জল—অমৃত, কথাই—গান ; গমনই—নাট্য, বংশীই—প্রিয়সখী এবং চন্দ্রসূর্য্য—চিদানন্দ জ্যোতিঃ ; সুতরাং সেই ব্রজধাম পরম আস্বাদ্য বস্তু ॥ ১৪ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ভক্তিরসসামান্যনিরূপণে বিভাবলহর্য্যাং
ধৃতঃ বিল্বমঙ্গলশ্লোকঃ

চিন্তামণিশ্চরণ-ভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং নন্নু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং (গোপীনাং) চরণভূষণং চিন্তামণিঃ শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ (শৃঙ্গারঃ বেশবিন্যাসস্তদুপকারিণঃ পুষ্পবৃক্ষাঃ) সুরাণাং (দেবানাং) তরবঃ, নন্নু (ভোঃ) ! ব্রজধনং চ কামধেনুবৃন্দানি ইতি অহো বিভূতিঃ (অতুলনীয়-মহৈশ্বর্য্যম্) সুখসিন্ধুঃ।

অনুবাদ।—বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাগণের চরণ-ভূষণ 'চিন্তামণি', বেশবিন্যাসের সামগ্রী-সাধক পুষ্পবৃক্ষসমূহ 'কল্পতরু', এবং ব্রজের ধন 'কামধেনু-সমূহ'; অহো বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্য যেন সুখের সমুদ্র ॥ ১৫ ॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস ॥
রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান।
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ ॥
ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর।
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর ॥
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দেখি দূরে করেন প্রণতি ॥
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকট না আইসে রহে কিছু দূরদেশ ॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, রহে কীর্ত্তন ॥
ভঙ্গী করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেল পুষ্পোদ্যান।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্নিক স্নান ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥
সবা লঞা নানারঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যাস্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥
জগন্নাথ দেখি করে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ॥
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্যভোজন।
এই মত ক্রীড়া প্রভু করে অষ্টদিন ॥
তার দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হইল।
এক গুটি পট্ট-ডোরী তাহাঁ টুটি গেল (১) ॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তূলা উড়িয়া পলায় ॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥
এই পট্ট-ডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ॥
এত বলি দিল তাঁরে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥
এই পট্ট-ডোরীতে হয় শেষ অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যিহোঁ সেবে ভগবান্ ॥
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ, বসু রামানন্দ।
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ॥

(১) একগুটি—এক গাছি। টুটি গেল—ছিঁড়িয়া গেল। ডোরী—দড়ি।

প্রতি বর্ষ গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে॥
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন কেলি কৈল॥
চৈতন্য প্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্র বদনে যার নাহি পায় পার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমী-যাত্রাদর্শনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্
স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটং চক্রে
গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ (ভোজনং কুর্ব্বন্) স্বনিন্দকং (নিজনিন্দাকারিণম্) অমোঘকম্ (অমোঘনামানং দ্বিজম্) অঙ্গীকুর্ব্বন্ (স্বভক্তগণমধ্যে গণয়ন্) স্ফুটং স্বাং (নিজং) ভক্তবশ্যতাম্ (অনুগতজনবাধ্যতাং) চক্রে (কৃতবান্)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম গৃহে ভোজনকালে নিজনিন্দাকারী অমোঘনামক সার্ব্বভৌমজামাতাকে অঙ্গীকারকরতঃ নিজের ভক্তবশ্যতা প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রোতাগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যাঁর প্রাণধন ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে ॥
প্রথমাবসরে (১) জগন্নাথ দরশন।
নৃত্যগীত করে দণ্ড প্রণাম স্তবন ॥
উপল (২) লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাসে মিলি আইসে আপন আলয় ॥
ঘরে বসি করে প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপেন প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥
গলে মালা দেন মাথায় তুলসী-মঞ্জরী।
যোড়হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥
পূজা-পাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যা আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্য পূজিল ॥
যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে এই মন্ত্র পড়ে (৩)
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে ॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার ॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আচার্য্যের কথন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥
একেক দিন ভক্তঘরে একেক মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তাহা ভোজন করে ভক্ত সব ॥
কেহ ঘরভাত করে (৪) কেহ প্রসাদান্ন।
এই মত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ ॥
চারি মাস রহিল সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
জগন্নাথের নানাযাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাদিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব ॥
দধি দুগ্ধ ভার সবে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি হরি হরি ॥

(১) প্রথমাবসরে—মঙ্গলারাত্রিক সময়ে।

(২) উপল—উপলভোগ, প্রাতঃকালের ভোগ।

(৩) যোঽসি সোঽসি—তুমি যাহা তাহা তুমি, তবে কিনা তোমার তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়।

(৪) ঘরভাত করে—ঘরে অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করে।

কানাঞি খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হৈয়াছেন ব্রজেশ্বরী (১)॥
আপনি প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আদি আর পড়িছা তুলসী॥
ইহা সব লৈয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ॥
অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ॥
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে॥
অলাতচক্রের (২) প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদ এক বস্ত্র লঞা আসি॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর গলে সব পরাইল॥
কানাঞি খুঁটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলায় ঘরে ছিল যত ধন॥
দেখিয়া মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতা-মাতা-জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল॥
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশিলা লঞা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
কাঁহা রে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥

গোঁসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয় জয়' বলে বার বার॥
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান-দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ সবে বিদায় করিল॥
সবারে কহিল প্রভু, প্রত্যব্দ (৩) আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডাল-জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল কৃষ্ণভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস গদাধর আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা-সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন॥
তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইবে অপরাধ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥

(১) ব্রজেশ্বরী—যশোদা।
(২) অলাতচক্রের—চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জ্বলৎ-কাষ্ঠের, চক্রাকার বহ্নির।

(৩) প্রত্যব্দ—প্রতি বৎসর।

নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে ॥
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মনে॥
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত(১)॥
লেম্বু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাইয়ের প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন ॥
নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেন পাত।
বালগোপাল বুঝি খাইল সব ভাত ॥
কিবা মোর মন কথায় ভ্রম হঞা গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল ॥
কিবা আমি ভ্রমে অন্ন পাতে না বাড়িল।
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল ॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-পূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন ॥
ঈশান দ্বারায় পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল ॥
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠা ক্রন্দন॥
তাঁর প্রেমে আনি আমায় করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ বাহ্য নাহি মানে ॥
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিল তাঁর করাইহ প্রতীতি॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
ভক্তগণ বিদায় করিতে ধৈর্য্য করিলা ॥
রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে হই তোমার বশ ॥

ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডায় নারিকেল বিকায় যথাতথা॥
বাটীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥
প্রতিদিন পাঁচ সাত ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া ॥
ভোগের সময়ে পুনঃ ছোলে সংস্করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি ॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল জলপান করি।
কভু শূন্যফল রাখেন কভু জল ভরি ॥
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎ-পাত্রপূরিত ॥
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করেন শূন্য ভাজন ॥
কভু শস্য খাঞা পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া ॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল ॥
দ্বারের উপর ভিতে তিঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইলা পণ্ডিত দেখিল ॥
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে ॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা ॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া ॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল ॥
এইমত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল।
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনে আছে ভাল ॥

(১) ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত—ভাজা পটোল ও ভাজা নিম-পাতা।

বহু মূল্য দিয়া আনি করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন॥
এই মত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এই মত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল॥
এইমত পিঠা পানা ক্ষীর ওদন (১)।
পরম পবিত্র সেবা করে সর্ব্বোত্তম॥
কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দিব্য সার॥
এইমত প্রেমসেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইঁহো যে দিনে যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয়॥
ইঁহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমার স্থানে।
সরখেল (২) হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥
প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায়ে আসিবে সবায় পালন করিয়া॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥
গুণরাজ খান্ (৩) কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর॥

(১) ক্ষীর ওদন—দুগ্ধ ও অন্ন অথবা পায়সান্ন।

(২) সরখেল—তত্ত্বাবধায়ক, সরকার।

(৩) গুণরাজ খান্—সত্যরাজ ও রামানন্দের পূর্ব্বপুরুষ। খান্—উপাধি বিশেষ।

তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান্।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবার উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ১৮ অঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসা-
মুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো
বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুর-
শ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—কৃতচেতসাং (স্বচ্ছকুলানাং) সুমনসাং (মনস্বিনাম্) আকৃষ্টিঃ (আকর্ষকঃ) অংহসাং (পাপসমূহানাম্) উচ্চাটনং (উন্মূলনং) আচণ্ডালম্ অমূকলোকসুলভঃ (মূকব্যতিরিক্তানাং সহজপ্রাপ্যঃ) চ মুক্তিশ্রিয়ঃ (মুক্তিরূপকল্যাণস্য) বশ্যঃ (বশীকারকঃ) অয়ং শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ মন্ত্রঃ ন চ দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাক্ (ঈষৎ) ঈক্ষতে (অপেক্ষতে) রসনস্পৃক্ এব (জিহ্বাস্পর্শমাত্রেণ এব) ফলতি।

অনুবাদ।—এই শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র কোন প্রকার তান্ত্রিকী বা বৈদিকী দীক্ষা, সদাচার কিংবা পুরশ্চরণ প্রভৃতি কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা করে

না, কেবলমাত্র রসনাস্পর্শমাত্রই ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। এই শ্রীকৃষ্ণনাম স্বভাবতই কৃতাত্মা মনস্বিগণের চিত্ত আকৃষ্টকারী, মহাপাপসমূহের উন্মূলনকারী, চণ্ডাল অবধি বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবমাত্রেরই সহজপ্রাপ্য এবং মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশীকারক ॥ ২ ॥

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত বৈষ্ণব তার করিবে সম্মান ॥
খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি এই মুখ্য তিন জন ॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে (১) শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা পুত্র তোমার কি শ্রীরঘুনন্দন॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাঁর তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তাঁর পুত্র এই আমার নিশ্চয় ॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে ॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥
ভক্তগণে কহ শুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম ॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহা করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণ ইঁহার জানিবেক কেবা ॥
একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টুঙ্গিতে (২)।
চিকিৎসার বাৎ(৩)কহে তাহার অগ্রেতে॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি (৪)।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥
শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন ॥
রাজা বলে ব্যথা তুমি পাইলে কোনঠাঞি।
মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা নাহি পাই ॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥
মহাবিদগ্ধ (৫) রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ-জ্ঞানে ॥
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে ॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুলে (৬) বার মাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতংসে (৭) ॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার যে কার্য্য ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন ॥
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন ॥
নরহরি রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে ॥
সার্ব্বভৌম বিদ্যা-বাচস্পতি দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি ॥
দারু-জল-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দর্শনে স্নানে করে জীবের মুকতি ॥
দারু-ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জলব্রহ্ম সম ॥
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মের সেবন ॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার ভক্তিনিষ্ঠা কহে শুন ভক্তগণ ॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বারবার।
পরম মধুর গুপ্ত "ব্রজেন্দ্রকুমার" ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্ব-রসময় ॥

(১) পুছে—জিজ্ঞাসা করেন।
(২) টুঙ্গি—বায়ু সেবন করিবার নিমিত্ত উচ্চ স্থান বিশেষ।
(৩) বাৎ—বাক্য, কথা।
(৪) আড়ানি—বড় পাখা।
(৫) মহাবিদগ্ধ—মহাপণ্ডিত।
(৬) ফুলে—ফুল হয়।
(৭) অবতংসে—কর্ণভূষণ।

বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিক-শেখর।
সকল সদ্‌গুণবৃন্দ রত্ন রত্নাকর॥
মধুর চরিত কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্যে বৈদগ্ধে করে যাঁর লীলা রাস॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরে গেল মন॥
আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥
এত বলি ঘরে গেলা চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথত্যাগ চিন্তি হইল বিহ্বলে॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে প্রভু মোর হউক মরণ॥
এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথের পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
ছাড়িতে না পারো মাথা মনে পাঙ ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥
এত শুনি মনে আমি বড় সুখ পাইল।
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈল॥
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ান না যায়॥
এই তোমার ভাব নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমার আশ্রম আমি কৈল বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনূমান তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥
সেই মুরারি গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন॥

তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হঞা সহস্র-বদন॥
নিজগুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর এক নিবেদন কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময়।
তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিল।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিল॥
তোমার বিচিত্র নহে তুমি যে প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে মাগে যেই ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য॥
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইব পাপফল॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ৬০ শ্লোকঃ

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অহো যঃ (গোবিন্দঃ) ইন্দ্রগোপং (রক্তবর্ণং কীট-বিশেষম্) অথবা ইন্দ্রং স্বকর্ম্ম-বন্ধানুরূপফলভাজনং (স্বকীয়-কর্ম্মবন্ধানুরূপ-ফলস্য ভাজনং) আতনোতি (বিদধাতি) কিন্তু চ ভক্তিভাজাং (ভক্তানাং) কর্ম্মাণি নির্দহতি (বিনাশয়তি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

অনুবাদ।—যিনি ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণ কীট-বিশেষ) হইতে দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত সকলেরই নিজকর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন (অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে ইন্দ্র পর্য্যন্ত সকলকেই নিজ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করান), কিন্তু ভক্তগণের সেই কর্ম্মফলকে নাশ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥
এক উড়ুম্বর (১) বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না জানে নিজ অপচয়॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্পহানি কৃষ্ণের মনে নাহি হয়॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই (২) কারণাব্ধি যার নাম॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খায়ে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড॥
তার এক রাই (৩) নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ড নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥
কোটি-কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্য-পতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অং
১০ শ্লোকঃ

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
কচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—হে অজিত! জয় জয় অগজগদোকসাং (স্থাবরজঙ্গমদেহযুক্তানাং জীবানাং) দোষগৃভীতগুণাং (দোষায় আনন্দাদ্যাচ্ছাদনায় গৃভীতাঃ গৃহীতাঃ গুণাঃ যয়া তাং) অজাম্ (অবিদ্যাং) জহি যং (যস্মাৎ) ত্বম্ আত্মনা সমবরুদ্ধ-সমস্তভগঃ (সম্প্রাপ্তসমগ্রৈশ্বর্য্যঃ) অসি। 'হে' অখিলশক্ত্যববোধক (সর্ব্বাসাং শক্তীনামধীশ্বর)। কচিৎ অজয়া (মায়য়া) আত্মনা চ চরতঃ (ক্রীড়তঃ) তে (তব) নিগমঃ (বেদঃ) অনুচরেৎ (প্রতিপাদয়েৎ)।

অনুবাদ।—হে অজিত! তোমার জয় জয়! স্থাবর জঙ্গম যাহাদের শরীর সেই জীবগণের আনন্দবিনাশের জন্যই যে সত্ত্বাদি গুণকে আশ্রয় করে সেই অবিদ্যা তুমি বিনাশ কর। সেই অবিদ্যা বিনাশে তোমার কিছুই ক্ষতি নাই, যেহেতু তুমি স্বরূপভূত পরমানন্দশক্তি দ্বারা পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি নিখিল শক্তির অধীশ্বর। যে সময়ে অর্থাৎ সৃষ্টিসময়ে যখন তুমি মায়ার সহিত ক্রীড়া কর, সেই সময় শ্রুতিগণ তোমাকে প্রতিপাদন করে॥ ৪ ॥

এইমত সব ভক্তের কহি সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে (৪) প্রভু তাঁর করাইলা আবাসে॥
পুরী গোঁসাঞি জগদানন্দ স্বরূপ দামোদর।
দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর॥
এই সব সঙ্গে প্রভু রহে নীলাচলে।
জগন্নাথ দর্শন করে নিত্য প্রাতঃকালে॥
এক দিন প্রভুপাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন॥
এবে যদি সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেল।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।
প্রভু কহে ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি॥
সার্ব্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিংশ দিন।
প্রভু কহে এহো নহে যতি ধর্ম্ম চিহ্ন॥
সার্ব্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস॥

(১) উড়ুম্বর—ডুমুর।
(২) গড়খাই—জলগড়।
(৩) রাই—সর্ষপ, সরিষা।

(৪) যমেশ্বর—পুরীর একটি স্থানের নাম।

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দশদিন কর, কহে মিনতি করিয়া॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচদিন ঘটাইল।
পাঁচদিন তাঁর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ নিল॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছয়ে দশজন॥
পুরী গোঁসাঞির পাঁচদিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে॥
দামোদর স্বরূপ আমার পরম অন্তর (১)।
কভু তোমার সঙ্গে যাবেন কভু একেশ্বর(২)॥
আর অষ্ট সন্ন্যাসী দুই দুই দিবসে।
একৈক দিন একৈক জন পূর্ণ হবে মাসে(৩)॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥
তুমি নিজছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদরে॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিনে মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥
ষাঠির (৪) মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তিঁহো স্নেহের জননী॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠির মাতা পাক চড়াইল॥
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যে বা শাক ফলাদিক আনিল আহরি॥
আপনে ভট্টাচার্য্য করেন পাকের সর্ব্ব কর্ম্ম।
ষাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের মর্ম্ম॥

পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয়॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥
বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালা আর দ্বার অন্ন পরিবেশিতে॥
বত্রিশা-কলার এক আঙ্গটিয়া পাত (৫)।
তিন মান (৬) তণ্ডুলের তাতে ধরে ভাত॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিকে রাখিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
দশপ্রকার শাক নিম্ব শুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছেনাবড়া, বড়ীঘোল॥
দুগ্ধতুম্বি, দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফল-মূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভৃষ্ট মাষ মুদ্গসূপ (৭) অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি, অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট॥
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি (৮)॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥

(১) অন্তর—অন্তরঙ্গ, বন্ধু, বান্ধব।
(২) একেশ্বর—একাকী।
(৩) একমাসের মধ্যে মহাপ্রভুর ৫ দিন, পুরীগোস্বামীর ৫ দিন, অষ্ট সন্ন্যাসীর দুইদিন করিয়া ১৬ দিন, তৎপরে মাসের যে অবশিষ্ট ৪ দিন রহিল, তাহার একাদশ্যাদি ব্রত বাদে যে কয়েকদিন থাকিবে, তাহা স্বরূপ গোস্বামীর দিন। এইরূপে একমাস সন্ন্যাসী ভিক্ষা পূর্ণ হইবে।
(৪) ষাঠি—ভট্টাচার্য্যের কন্যা।

(৫) বত্রিশা-কলা—কলা বিশেষ, ইহার পাত খুব বড়। আঙ্গটিয়া—কদলী-পত্রের অগ্রভাগস্থ অখণ্ড পত্র।
(৬) মান—৬৪ তোলায় একমান।
(৭) ভৃষ্ট মাষ—ভাজা মাষকলাই। মুদ্গসূপ—মুগের ডালের ঝোল।
(৮) শকি—পারি।

রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠোপরে এক বসন পাতিল॥
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি।
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী॥
অমৃত-গুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলা আইলা তার হৃদয় জানিয়া॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ-প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া॥
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগায়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী॥
ভাগ্যবান্ তুমি সফল তোমার উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগায়াছ এতাদৃশ ভোগ॥
অন্নের সৌরভ বর্ণ অতি মনোরম।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিল ভোজন॥
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব॥
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পত্রেতে করিয়া॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়॥
না মোর উদ্যোগ না গৃহিণীর রন্ধনে।
যার শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন সেই তাহা জানে॥
এইত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥
ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাবে পীঠে বসিতে কাহা অপরাধ॥
প্রভু কহে ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৬ অং
৩১ শ্লোকঃ

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধ-
বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনোদাসা-
স্তব মায়াং জয়েম হি॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ত্বয়া উপযুক্ত-স্রগ্গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ (উপভুক্ত মালা চন্দনবস্ত্রালঙ্কারভূষিতাঃ) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (প্রসাদান্নভোজনকারিণঃ) দাসাঃ তব মায়াং হি (নিশ্চিতং) জয়েম।

অনুবাদ।—(হে ভগবন্!) আপনার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া এবং আপনার উচ্ছিষ্ট-ভোজন করিয়া দাস আমরা (উদ্ধবাদি) অনায়াসে আপনার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হই॥ ৫॥

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায়॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার॥
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষী-মন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা (১) আর যাদবের ঘরে॥
ব্রজে জ্যেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি।
তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী॥
তুমিত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার।
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার (২)॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে॥

---

(১) অষ্টাদশ মাতা—দেবকী প্রভৃতি ১৮ জন মা।

(২) মাধুকরী—মধুকর (ভ্রমর বা মধুমক্ষিকা) তুল্য। মধুকর যেমন পুষ্পমধ্যে যাহা কিঞ্চিৎ মধু পায়, তাহাই গ্রহণ করে, তদ্রূপ এই অন্ন অন্ন গ্রহণ কর।

হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তিঁহো ষাঠি-কন্যার ভর্ত্তা॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥
তিঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈল অন্যমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ-বার জন।
একলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে উলটি চাহিল।
তাঁর অবধান (১) দেখি অমোঘ পলাইল॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল।
পলাইল অমোঘ তার লাগ না পাইল॥
তবে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইল।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিল॥
শুনি ষাঠির মাতা শিরে ঘাত মারে।
ষাঠি রাণ্ডি (২) হউক ইহা বলে বারে বারে॥
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন করিলা বসিয়া॥
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখ বাস।
তুলসী-মঞ্জরী লঙ্গ এলাচি সুবাস॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে।
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥
প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে॥
প্রভুপদে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠির মাতা সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে॥
চৈতন্য গোঁসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥

(১) অবধান—মারিতে অভিনিবেশ।
(২) রাণ্ডি—বিধবা।

কিম্বা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই নহে যোগ্য দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব॥
ষাঠিরে কহ তাকে ছাড়ুক সে হৈল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ১১ অং ২৬ শ্লোকঃ

পাতঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ।

মহাপাতকী পতিকে ত্যাগ করিবে (পুরা শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল)।

সন্তুষ্টাহলোলুপা দক্ষা
ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা
পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যথালাভে সন্তুষ্টা, অলোলুপা, দক্ষা (অনলসা), প্রিয়-সত্যবাক্ (প্রিয়ভাষিণী সত্য-ভাষিণী চ), অপ্রমত্তা (অবহিতা), শুচিঃ, স্নিগ্ধা, পতিতং (মহাপাতকদূষিতং) পতিং ত্যজেৎ।

অনুবাদ।—যথালাভে সন্তুষ্টা, অলোলুপা, অনলসা, ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয়ভাষিণী ও সত্যভাষিণী অপ্রমত্তা, শুচি এবং স্নিগ্ধা স্ত্রী মহাপাতকদূষিত পতিকে বর্জ্জন করিবে॥ ৬॥

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা ব্যাধি হইল॥
অমোঘ মরিছে শুনি কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য॥
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন॥

তথাহি—মহাভারতে বনপর্ব্বণি ২৪১ অং ১৭ শ্লোকঃ

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্॥ ৭

অন্বয়ঃ।—হস্তি-অশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ (গজবাজি-রথৈঃ পদাতিভিশ্চ) হি মহতা (মহাবলেন) প্রযত্নেন (মহাযুদ্ধেন) অস্মাভিঃ যৎ অনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈঃ তৎ অনুষ্ঠিতম্।

অনুবাদ।—আমরা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক দ্বারা বহু প্রযত্নে যাহা করিতাম, গন্ধর্ব্বেরা তাহা করিয়া দিয়াছেন ॥ ৮ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪ অং ৩১ শ্লোকঃ

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং
লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি
পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—মহদতিক্রমঃ (মহতাং অতিক্রমঃ অনাদরঃ) পুংসঃ আয়ুঃ শ্রিয়ম্ যশঃ ধর্ম্মং লোকান্ (স্বর্গাদীন্) আশিষঃ (নিজবাঞ্ছিতানি) এব চ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি (কল্যাণানি) হন্তি।

অনুবাদ।—মহৎ লোকের প্রতি অনাদর করিলে আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, কল্যাণ এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকে বিনাশ করে ॥ ৯ ॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে ॥
আচার্য্য কহে উপবাস কৈল দুই জন।
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবন ॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া ॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয় ॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইঁহা বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥
উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥
শুনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা ॥
কম্পাশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময় ॥
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপনা গালে চড়ায় আপনে ॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলি গেল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর ॥
অপরাধ নাহি তব লও "কৃষ্ণনাম"।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান ॥
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসালো আসনে ॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ।
কেন উপবাস কর কেন তারে রোষ ॥
উঠ স্নান কর দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ ॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ না পাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥
প্রভুপদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ তারে কেন জীয়াইলা ॥
প্রভু কহেন অমোঘ হয় তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা তাহাতে পালক ॥
এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥
ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে।
স্নান করি মুঞি তাহা আসিব এখানে ॥
প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাঞি রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা ॥
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর-দর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি বসিল ভোজনে ॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে মত্ত 'কৃষ্ণনাম' লয় মহাশান্ত ॥
ঐছে চিত্রলীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার সবিস্ময় মন ॥
ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ ॥

সার্ব্বভৌম-গৃহে এই ভোজনচরিত।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইল বিদিত ॥
যাঠির মাতার প্রেম প্রভুর প্রসাদ (১)।
ভক্তসম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিল অপরাধ ॥

শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) প্রসাদ—প্রসন্নতা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ
সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-
বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরমেঘঃ (গৌররূপো জলধরঃ) স্বালোকনামৃতৈঃ (নিজদর্শনসুধাবারিভিঃ) গৌড়োদ্যানং (গৌড়দেশরূপং কুসুমকাননং) সিঞ্চন্ (সন্) ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ (সংসারানলদগ্ধজীবরূপাঃ লতাঃ) সমজীবয়ৎ।

অনুবাদ।—গৌরাঙ্গ-রূপ মেঘ গৌড়দেশ-রূপ উদ্যানে নিজ দর্শনরূপ অমৃতবারিসেচনে সংসার-দাবানলদগ্ধ জনতারূপ লতাসমূহকে জীবিত করিয়াছিলেন (অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়া সাংসারিক লোকসকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন)॥ ১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন (১)॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচন॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়(২)।
গোঁসাঞিরাখিতে করিহ অনেক উপায়॥
এই ত কহিলা রাজা দুইজন স্থানে।
প্রভু বোলাইল রামানন্দ সার্ব্বভৌমে॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুই জন সনে।
ঘরে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥
দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক মাস আইলে করিহ গমন॥
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে হয় শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইও এই ভাল রীত॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নাহি নিবারণ।
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে যাইতে সবার হৈল মন॥
সব মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে।
প্রভুকে দেখিতে চলে পরম উল্লাসে॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মাধব গোবিন্দ তিন ভাই॥
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি (৩) সাজাইয়া।
কুলীন-গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা॥
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সব ভক্ত চলে তার কে করে গণন॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি (৪) সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥

---

(১) বিমন—দুঃখিত।
(২) মোরে নাহি ভায়—আমার ভাল লাগে না।
(৩) ঝালি—পেটিকা, পেটরা।
(৪) ঘাটি—পথকর প্রভৃতি।

সবার সর্ব্ব কার্য্য করেন দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী (১)।
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস।
তিঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস ॥
আচার্য্য-রত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে (২)।
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসস্থান ॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে ॥
রেমুণা আসি কৈল গোপীনাথ দরশন।
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে ॥
সেই রাত্রি সব ভক্ত তাহাই রহিলা।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা ॥
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ ॥
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে যে কথা শুনিল ॥
সে কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥
এই মত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষীগোপাল দেখি সে দিন রহিলা ॥
সাক্ষীগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥

প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচলে ॥
আঠার নালায় আইলা গোঁসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাত দিয়া ॥
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূত গোঁসাই বড় সুখ পাইল ॥
তাঁহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন ॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগু-বাড়ি (৩) পাঠাইল শচীর নন্দন ॥
নরেন্দ্রে আসিয়া তাঁরা সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত-মালা সবারে পরাইলা ॥
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌড়রায়।
আপনি আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা আইলা প্রভু আপন ভবন ॥
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥
পূর্ব্ব বৎসরের যার যেই বাসস্থান।
তাঁহা সবা পাঠাইল করিতে বিশ্রাম ॥
এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন বিলাস ॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল।
সব লঞা গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল ॥
কুলীন-গ্রামীর পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ আগে নর্ত্তন করিল ॥
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিল উদ্যানে।
বাপী-তীরে (৪) তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে ॥
রাঢ়ী এক বিপ্র তিঁহো নিত্যানন্দদাস।
মহাভাগ্যবান্ তিঁহো নাম কৃষ্ণদাস ॥
ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল ॥

(১) মালিনী—শ্রীবাসের পত্নীর নাম।
(২) ভিক্ষা দিতে—ভোজন করাইতে
(৩) আগুবাড়ি—অগ্রসর করিয়া।
(৪) বাপী—বৃহৎ পুষ্করিণী।

বলগণ্ডি ভোগের (১) বহু প্রসাদ আইল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ॥
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে হৈল যৈছে ঝড় বরিষণ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান স্নেহেতে জননী॥
আচার্য্য-রত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে প্রভু নিভৃতে বসিয়া॥
আচার্য্যগোঁসাঞিপ্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে।
আচার্য্যতর্জ্জা(২)পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে॥
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥
কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ (৩)॥
প্রতি বর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবে।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবে॥
তাহা সিদ্ধ করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে॥
নিত্যানন্দ কহে, আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে নহে এ প্রমাণ॥
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তিঁহো কহে কে বৈষ্ণব কি তাঁর লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা॥
স্বরূপ সহিত তাঁর হয় সখ্য প্রীতি।
দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় একত্র স্থিতি॥
গদাধর পণ্ডিতে তিঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল॥
জগন্নাথ পরেন তথা মাড়ুয়া বসন (৪)।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ান তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া॥
গাল ফুলিল আচার্য্যের অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণে যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥

(১) বলগণ্ডি ভোগ—রথযাত্রায় পথিমধ্যে বলগণ্ডি নামক স্থানে শ্রীজগন্নাথের যে ভোগ হয়।

(২) তর্জ্জা—হেঁয়ালি।

(৩) করহ প্রসাদ—প্রসন্ন হও।

(৪) মাড়ুয়া বসন—মাড়যুক্ত অর্থাৎ অধৌত নব বস্ত্র।

আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে(১) প্রভু না পারে চলিতে॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়েরে চলিলা॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব দোঁহে, করহ সম্মতি।
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্যগতি॥
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ' সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥
দোঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে করিলা পয়ান॥
জগন্নাথ-প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর (২) সব অঙ্গে লৈলা॥
জগন্নাথ-আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া ভক্তগণ পাছে চলিয়া আইলা॥
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজ-গণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা॥
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া॥
প্রসাদ ভোজন করি তাহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা॥
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥

রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঁঞি রায় করিল পয়ান॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল॥
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল॥
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা জগতে হৈল নাম॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী (৩) তারে পাঠাইল॥
নিজ নিজ গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নল গৃহে সামগ্রী ভরিবা॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাহা উত্তরিবা।
রাত্রি দিন বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তাঁর আজ্ঞা দিল রাজা কর সব কাজ॥
এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
মহাপ্রভু স্নান করি যাবেন নদী-পারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ(৪) করি।
নিত্য স্নান করিব তাহাঁ, তাঁহা যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে (৫) করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥

(১) হঠে—জোর করে।
(২) কড়ার চন্দন—শুষ্ক চন্দন। ডোর—পট্ট-ডোরী।
(৩) বিষয়ী—ধনী।
(৪) মহাতীর্থ—বৃহৎ ঘাট।
(৫) চতুর্দ্বার—কটকের পরপারবর্ত্তী চৌদার নামক গ্রাম।

সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপরে তাম্বু-গৃহে স্ত্রীগণ উঠাইল॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যায় চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমে হয় যাঁর দূর দরশনে॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু নদী হৈল পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইল চতুর্দ্বার॥
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরি-চন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন॥
প্রভুসঙ্গে পুরীগোঁসাঞি স্বরূপ দামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল সবার কে করে গণন॥
গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়িতে প্রভু নিষেধিলা॥
পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে ইঁহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপদ দর্শন॥
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইঁহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর॥
আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞাসেবা(১)ত্যাগ-দোষ তার আমি ভাগী॥
এত বলি পণ্ডিত গোঁসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনিলা॥
পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়॥
তাঁহার চরিত্র প্রভুর অন্তরে সন্তোষ।
তাঁর হাত ধরি কহে করি প্রণয়রোষ॥
প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে এই তোমার উদ্দেশ।
সেই সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দূরদেশ॥
আর সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় মোর হয় দুখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথায় পড়িলা॥
পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্ব্বভৌম আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা॥
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত-কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৯ অং ৩৭ শ্লোকঃ

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যগাচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—[যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যম্]—রথস্থঃ (যঃ কৃষ্ণঃ) স্বনিগমম্ (নিজপ্রতিজ্ঞাম্) অপহায় (পরিত্যজ্য) মৎপ্রতিজ্ঞাম্ ঋতং (সত্যম্) অধিকর্ত্তুম্ অবপ্লুতঃ (সহসা অবতীর্ণঃ) ধৃতরথ-চরণঃ (রথচক্রং ধৃত্বা) ইভং (হস্তিনং) হন্তুং হরিঃ (সিংহঃ) ইব চলদ্গুঃ (চলন্তী গৌঃ ধরা যস্মাৎ তাদৃশঃ) গতোত্তরীয়ঃ অভ্যয়াৎ (অধাবৎ)।

অনুবাদ।—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার নিমিত্ত (অর্জ্জুনের) রথ হইতে অবতরণ

(১) প্রতিজ্ঞা-সেবা—ক্ষেত্রবাস ও কৃষ্ণমূর্ত্তি সেবা।

করিয়া রথচক্র ধারণ করতঃ হস্তীকে মারিবার জন্য সিংহ যেভাবে ধাবিত হয়, আমার অভিমুখে সেইরূপে ধাবিত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল এবং পথিমধ্যে তাঁহার উত্তরীয় পতিত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া॥
এই মত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুই জনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা॥
প্রভু লাগি ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন॥
প্রেমের বিবর্ত্ত (১) ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ॥
দুই রাজ-পাত্র (২) যেই প্রভুসঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তাঁরে দিলেন বিদায়॥
প্রভু বিদায় দিল রায় যান তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রিদিনে॥
প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্যগৃহে নানাদ্রব্যে করয়ে সেবন॥
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা॥
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥
তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তিঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ॥
মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥

(১) বিবর্ত্ত—বিশেষরূপে স্থিতি।
(২) রাজপাত্র—রাজকর্ম্মচারী।

দিন কত রহ সন্ধি (৩) করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাব গমনে॥
হেনকালে সেই যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া-কটকে আইল করি বেশান্তর (৪)॥
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দুচর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধপুরুষ হয় তাঁর সাথে॥
নিরন্তর করে সবে নাম সংকীর্ত্তন।
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসে তাঁরে দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥
সেই সব লোক হয় বাতুলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে গায় গড়াগড়ি যায়॥
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি॥
এত কহি সেই চর "হরি কৃষ্ণ" গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাতুলের প্রায়॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস (৫) প্রভু-স্থানে পাঠাইল॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি প্রেমে বিহ্বল হইল॥
ধৈর্য্য ধরি উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমা স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ-অধিকারী॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবন-অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার, করিয়া বিনয়।
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধভয়॥
শুনি মহাপাত্র (৬) কহে হইয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্তে ঐছে কে কহয়॥
আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শন স্মরণে যাঁর জগৎ তরিল॥

(৩) সন্ধি—মিলন।
(৪) বেশান্তর—অন্য বেশ।
(৫) বিশ্বাস—রাজপাত্র-বিশেষ।
(৬) মহাপাত্র—রাজ-অধিকারী।

এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তার আসি করুক প্রভু দরশন ॥
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্যসঙ্গে লঞা ॥
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হঞা ॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥
অধম যবনকুলে কেন জন্ম হৈল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না সৃজিল ॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তব চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ ॥
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে ॥
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এই মত হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৩৩ অং ৬ শ্লোকঃ

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—শ্বাদঃ (চণ্ডালঃ, শ্বপচঃ) অপি ক্বচিৎ অপি যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (যস্য নাম-শ্রবণকীর্ত্তনাৎ) যৎপ্রহ্বণাৎ (যস্য নমস্কারাৎ) যৎস্মরণাৎ সদ্যঃ সবনায় (সোমযাগায়) কল্পতে, নু (ভো) ভগবন্! কুতঃ পুনঃ তে দর্শনাৎ।

অনুবাদ।—হে ভগবন্, চণ্ডাল যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ কিংবা কীর্ত্তন করে বা তোমাকে প্রণাম কিংবা স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণবৎ পূজ্য হয়, অতএব তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে ইহা আর কি বলিব ॥ ৩॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ "কৃষ্ণ হরি" ॥
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার ॥
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা করেছি অপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার ॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা এই বড় উপকার ॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হঞা ॥
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া ॥
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভু-সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে একঘর।
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর ॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায় ॥
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল ॥
মন্ত্রেশ্বর মহানদী পার করাইল।
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সে কালে তার প্রেমচেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম-দেহ ধন্য ॥
সেই নৌকায় চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপা সাটি ॥
প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল ॥
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যেতে লোকভিড় কষ্টেসৃষ্টে আইলা ॥

একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে গেলা যাঁহা শ্রীনিবাস॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥
মাধব-দাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ-কোটী-লোক তথা পাইল দর্শন॥
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
শান্তিপুরে আচার্য্য-গৃহে ঐছে আইলা॥
দিন দুই চারি প্রভু তাঁহাই রহিলা।
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা॥
তবে রামকেলি গ্রামে যৈছে প্রভু গেলা।
তাহা যৈছে রূপ-সনাতনে মিলিলা॥
সূত্রমধ্যে তাহা আগে করেছি বর্ণন।
অতএব তাহা ইহা না করি লিখন॥
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা।
লোকভিড় দেখি বৃন্দাবন নাহি গেলা॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইঁহা তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিল।
অতএব পুনঃ ইহা তাহা না লিখিল॥
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য (১)।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥

নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায় (২)।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহার ভ্রাতৃব্যবহার॥
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জনে॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভুপাদ-স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হইলা প্রসন্ন॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তিঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল॥
বার বার পালাল তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে।
চারি সেবক এক ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সঙ্গে॥
এইদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥
আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥
শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইলা তাঁরে শীঘ্র আসিহ কহিয়া॥
সাত দিন প্রভুসঙ্গে শান্তিপুরে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে॥
রক্ষকের হাতে আমি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥

(১) বদান্য—দানশীল। ব্রাহ্মণ্য—ব্রাহ্মণ প্রতিপালক।

(২) উপজীব্য প্রায়—আশ্রয় তুল্য।

সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তাঁর মন।
শিক্ষারূপে কহে তাঁরে আশ্বাস বচন॥
স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য (১) না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি মোর পাশ আসিও কোন ছলে॥
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে॥
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি তিঁহো প্রভুর শিক্ষা আচরিল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥
দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় তুষ্ট হৈল।
তাঁর আবরণ কিছু শিথিল হইল॥
ইহাঁ প্রভু একত্র করি সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তজন॥
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোঁসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই॥
সবার সহিত ইহাঁ হইল মিলন।
এ বর্ষে নালাদ্রি কেহ না কর গমন॥
ইঁহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইবারে তাঁর আজ্ঞা নিল॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচলে আইল শচীর নন্দন॥
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল॥

আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা॥
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ॥
গদাধর পণ্ডিত আর প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া॥
এত মনে করি কৈল গৌড়েতে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সঙ্ঘট্টে পথে না পারি চলিতে॥
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় পূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ॥
কষ্টসৃষ্ট করি গেলাম রামকেলী গ্রাম।
আমার ঠাঁই আইলা রূপ-সনাতন নাম॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন॥
তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহারে॥
উত্তম হঞা হীন করি মানে আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে॥
এত কহি আমি যবে দোঁহে বিদায় দিল।
গমন-কালে সনাতন প্রহেলী (২) কহিল॥
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥
তবে তাহা শুনিল মাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি গেলাম কানাইর নাটশাল গ্রাম॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল॥
ভালত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে॥

(১) মর্কট-বৈরাগ্য—বানরের মতন অন্তরে ভোগ-বাসনা, বাহিরে বৈরাগ্য।

(২) প্রহেলী—হেঁয়ালী।

দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন॥
মাধবেন্দ্র-পুরী তথা গেল একেশ্বরে।
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৈল তাঁরে॥
বাদিয়ার বাজি পাতি চলেছি তথারে।
বহুসঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে॥
একা যাইব কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন।
বৃন্দাবন যাব কোথা একাকী হইয়া।
সৈন্যসঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবর্ত্ত (১) হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর॥
ভক্তগণে রাখিলাম নিজ নিজ স্থানে।
আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে॥
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবন।
সবে মিলি যুক্তি দেহ হৈয়া পরসন্ন॥
গঙ্গাধারে ছাড়ি গেনু ইহোঁ দুঃখী হইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥
তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভুপাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া॥
তুমি যাঁহা যাঁহা রহ তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা গঙ্গা তাঁহা সর্ব্ব তীর্থগণ॥

(১) নিবর্ত্ত—প্রত্যাবৃত্ত।

প্রভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে।
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিত্তে॥
এই যে আইলা প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাসে কর নীলাচলে বাস॥
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল, রহ কে করে বারণ॥
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা॥
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার॥
সহস্র বদনে কহে আপন অনন্ত।
তবু এক দিনের লীলার নাহি পায় অন্ত॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়-গমনবিলাসো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো
ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্
বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরঃ বৃন্দাবনং গচ্ছন্ বনে ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ (ব্যাঘ্রম্ ইভং হস্তিনম্ এণং মৃগং খগং পক্ষিণম্ এতান্ সর্ব্বান্) প্রেমোন্মত্তান্ (কৃষ্ণ-প্রেমাবিষ্টান্) সহোন্নৃত্যান্ (শ্রীচৈতন্যদেবেন সহ উদ্দণ্ডনর্ত্তনপরান্) কৃষ্ণ-জল্পিনঃ (কৃষ্ণনামোচ্চারিণঃ) বিদধে (কৃতবান্)।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবন যাইতে যাইতে বনমধ্যে ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ ও পক্ষীদিগকে কৃষ্ণনাম লওয়াইয়া প্রেমাবিষ্ট করিলেন, এবং তাহারাও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সহিত উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিল ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শরৎকাল আইল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব ॥
কেহ যদি সঙ্গে যাইতে পাছে উঠি যায়।
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি ধায় ॥
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা দুঃখ না ভাবিবে।
তোমা সবার সুখে পথে মোর সুখ হবে ॥
দুই জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই কর নহে পরতন্ত্র ॥
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন।
তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে এখন ॥
আমা দোঁহার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি শুন মহাশয় ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি (১) ॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন (২) ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন ॥
প্রভু কহে নিজ সঙ্গে কাহো না লইব।
একজন নিলে অন্যের মনে দুঃখ হব ॥
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ (৩) যার মন।
ঐছে যদি পাই তবে লই একজন ॥
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু-আর্য্য ॥
প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্ব তীর্থ করিতে ॥
ইহার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য ॥
ইঁহা সঙ্গে লও যদি হয় সবার সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নাহি কোন দুঃখ ॥

(১) তণ্ডুলাদি ভিক্ষা করিয়া তোমাকে ভোজন করাইবে এবং জল-পাত্রাদি বহন করিয়া যাইবে।

(২) ভোজ্যান্ন—যার হাতে অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়।

(৩) স্নিগ্ধ—স্নেহযুক্ত।

এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বু-ভাজন (১)।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল ॥
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি সবারে কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হঞা রহে সবে জানি প্রভুর মন ॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥
নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ॥
দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয় ॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥
প্রভু কহে 'কহ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥
আর দিন মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্ত হস্তি-যূথ আইল করিতে জলপান ॥
প্রভু জলকৃত্য করে আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা (২) ॥
সেই জল বিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে ধায় ॥
কেহ ভূমি পড়ে কেহ করয়ে চীৎকার ॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগীগণ ॥
ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভু সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ১১ শ্লোকঃ

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—[বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যম্]—এতাঃ হরিণ্যঃ মূঢ়মতয়ঃ (বিবেকশূন্যাঃ) অপি ধন্যাঃ স্ম যাঃ (হরিণ্যঃ) বেণুরণিতং (বেণুশব্দম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) উপাত্তবিচিত্রবেশং (বিচিত্রবেশধারিণং) নন্দনন্দনং 'প্রতি' প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রেমযুক্তৈরবলোকনৈঃ) বিরচিতাং পূজাং সহকৃষ্ণসারাঃ (হরিণৈঃ সহ) দধুঃ (কৃতবত্যঃ)।

অনুবাদ।—(হে সখি!) এই হরিণীসকল হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইলেও ধন্য, কারণ ইহারা বিচিত্র বেশধারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বেণুশব্দ শ্রবণ করিয়া নিজ পতি হরিণদিগের সহিত প্রেমাবলোকনরূপ উপচার দ্বারা পূজা করিয়াছেন ॥ ২ ॥

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৩ অং ৫৫ শ্লোকঃ

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ
সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-
দ্রুতরুট্তর্ষণাদিকে ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—নৈসর্গদুর্বৈরাঃ (স্বভাবাৎ এব বৈরবন্তঃ) নৃমৃগাদয়ঃ (মনুষ্যাঃ পশবশ্চ) অজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকে (অজিতাবাসেন শ্রীকৃষ্ণস্য অবস্থান-হেতুনা দ্রুতং পলায়িতং রুট্তর্ষণাদিকং ক্রোধলোভাদয়ো যস্মাৎ তাদৃশে) যত্র (বৃন্দাবনে) মিত্রাণি ইব সহ আসন্ (স্থিতবন্তঃ)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের বাসহেতু ক্রোধলোভাদি যে স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে, সেই বৃন্দাবনে স্বাভাবিক অনিবার্য্য বৈরবিশিষ্ট মনুষ্য ও সিংহাদি প্রাণিসকল মিত্রের ন্যায় একসঙ্গে বাস করিতেছে ॥ ৩ ॥

---

(১) বস্ত্রাম্বুভাজন—বস্ত্র ও জলপাত্র।

(২) মাইলা—মারিল, অর্থাৎ জল ফেলিয়া দিলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু যবে বৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥
নাচে কান্দে মৃগীগণ ব্যাঘ্রগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা সবাকে তাহা ছাড়ি আগে চলি গেলা॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হঞা॥
হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥
ঝারিখণ্ডে (১) স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি॥
কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন (২) শুনে, তার মুখে আন॥
সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে॥
যদ্যপি প্রভু লোক-সঙ্ঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে॥
তথাপি তাঁর দর্শন শ্রবণ প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে॥
গৌড় বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রমিয়া॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল প্রায় (৩) লোক সব পরম পাষণ্ড॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার॥

বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক-মূল-ফল।
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ॥
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে।
কেহ দুগ্ধ দধি, কেহ ঘৃত খণ্ড আনে॥
যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য (৪) ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি॥
তাহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক।
ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে।
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জ্জনে॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস॥
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিন বার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে কাষ্ঠ অপার॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন॥
শুন ভট্টাচার্য্য আমি গেলেম বহুদেশ।
বনপথের সুখের সম নাহি লব লেশ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বহু সুখ দিল॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার।
মাতা-গঙ্গা-ভক্তগণ দেখিব একবার॥
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন॥

---

(১) ঝারিখণ্ড—ছোটনাগপুরের অন্তর্গত একটি বনপ্রদেশ।

(২) আন—অন্যজন।

(৩) ভিল্ল—অসভ্য জাতিবিশেষ, ভীল। প্রায়—তুল্য।

(৪) বন্য—বনোদ্ভব শাকাদি।

এত ভাবি গৌড়দেশে করিলাম গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন॥
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটী লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে॥
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইল।
তাহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইল॥
কৃপার সমুদ্র দীন হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনে কোন সুখ নাহি হয়॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥
তিঁহো কহেন তুমি কৃষ্ণ বড় দয়াময়।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয়॥
মুঞি ছার মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষা যে করিলা॥
অধম কাকেরে কৈলে গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্॥

তথাহি—ভাবার্থদীপিকায়াং ষষ্ঠশ্লোকে
শ্রীধরস্বামিবাক্যম্

মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
পরমানন্দমাধবম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—যৎকৃপা মূকং (বাক্‌শক্তিরহিতং জনং) বাচালং করোতি, পঙ্গুং গিরিং (পর্ব্বতং) লঙ্ঘয়তে, তং পরমানন্দমাধবং অহং বন্দে।

অনুবাদ।—যাঁহার কৃপাশক্তি মূককে (বোবাকে) বাচাল (বাক্‌পটু) এবং পঙ্গুকেও পর্ব্বত লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি॥ ৪॥

এই মত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেম-সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥
এই মত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি॥
সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি তাঁর কিছু হৈল বিস্ময় জ্ঞান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল হৈল পরম উল্লাস॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব চরণে॥
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান॥
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করাইল॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইল।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইল॥
মিশ্রের সখা তিঁহো প্রভুর পূর্ব্ব দাস।
বৈদ্যজাতি লিখন-বৃত্তি বারাণসী-বাস॥
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি কৈল আলিঙ্গন॥
চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে।
মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে॥
ষড়্‌দর্শন (১) ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা॥
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন॥
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিন কত রহি তার ভৃত্য দুই জন॥
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবে।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবে॥
এই মত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে॥

(১) ষড়্‌দর্শন—পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক এই ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র।

মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে ॥
এই মত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥
এক বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে ॥
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত কথন।
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল-নয়ন।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ॥
তাঁরে দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
যে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥
নিরন্তর "কৃষ্ণনাম" জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায় ॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন ॥
জগৎমঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপাম ॥
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি ॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা ॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব-ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ॥
চৈতন্য নাম তাঁর ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ফিরে নাচাইয়া ॥
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা যে দেখে সে মোহে ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী (১) ॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুইলোক নাশ ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে উঠি গেল ॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা ॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লৈল।
সেহ তোমার নাম জানে আপনে কহিল ॥
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করি কহে তিনবার ॥
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি মহা দুঃখে ॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ হরি ॥
প্রভু কহে মায়াবাদী (২) কৃষ্ণ অপরাধী।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান ॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ রূপ (৩) ॥

---

(১) না বিকাবে—অর্থাৎ কেহ গ্রহণ করিবে না। ভাবকালী—বাহ্যিক ভক্তত্ব।

(২) মায়াবাদী—জগদাদি সমস্ত বস্তুই মিথ্যা, এইটী যাহারা বলে। কৃষ্ণ অপরাধী—কৃষ্ণ বিষয়ক অপরাধী। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহাদিকে জগৎবৎ মিথ্যা বলাতে মায়াবাদী ব্যক্তি অপরাধী।

(৩) কৃষ্ণনাম, তৎ-প্রতিমূর্ত্তি ও তৎ-স্বরূপ এই তিনেরসচ্চিদানন্দরূপে ভেদ না থাকায় কৃষ্ণ-নাম ও কৃষ্ণ-স্বরূপ এই দুই সমান।

দেহ দেহী নাম নামী (১) কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ, বিভেদ ॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ২৬৯ অঙ্কধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনম্

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণ-
শ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽ-
ভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—নামনামিনোঃ (নাম্নঃ নামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ) অভিন্নত্বাৎ নামচিন্তামণিঃ (নামরূপ-সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা) কৃষ্ণঃ। 'স এব কৃষ্ণঃ' চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ (চিন্ময়রসমূর্ত্তিঃ) পূর্ণঃ শুদ্ধঃ নিত্যমুক্তঃ।

অনুবাদ।—নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় চৈতন্য-রসমূর্ত্তি, সর্ব্ববিধ শক্তিতে পূর্ণ, মায়াগন্ধ-বিরহিত, নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০৯ শ্লোকঃ

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি
ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ
স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ইন্দ্রিয়ৈঃ গ্রাহ্যং ন ভবেৎ। অদঃ (স্বয়মেব) হি সেবোন্মুখে (শুদ্ধ-কৃষ্ণভজনপ্রবৃত্তে) জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরতি (প্রকটয়তি)।

অনুবাদ।—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণনামাদি অর্থাৎ নাম, রূপ এবং লীলা চিদানন্দ-স্বরূপ, সেই হেতু ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হয় না। তবে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়-গণ শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত [illegible] নামাদি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া [illegible]

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১২ স্কং ১২ অং ৫২ শ্লোকঃ

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (নিজসুখেনৈব পূর্ণচেতাঃ আত্মারামঃ) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ (তেন ব্যুদস্তঃ দূরীকৃতঃ অন্যভাবঃ যস্য) অপি যঃ (শ্রীশুকঃ) অজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ (অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রুচিরলীলাকৃষ্টঃ মনোহরলীলাভিঃ আকৃষ্টঃ সারঃ স্থৈর্য্যং যস্য) কৃপয়া তদীয়ং তত্ত্বদীপং (পর-মার্থবোধকং) পুরাণং (শ্রীমদ্ভাগবতং) ব্যতনুত (প্রকটয়ামাস) তম্ অখিলবৃজিনঘ্নং (সর্ব্বপাপ-বিনাশয়িতারং) ব্যাসসূনুং (শ্রীশুকদেবং) নতোঽস্মি।

অনুবাদ।—যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ এবং যিনি সেই হেতু অন্য বিষয়ে আশয় না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-লীলা শ্রবণে অধৈর্য্য হইয়া কৃপাবশতঃ পরমার্থ-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ লোকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অখিল পাপ-নাশক ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৭ অং ১০ শ্লোকঃ

আত্মারামশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥

ইহোঁ সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥

(১) দেহী—দেহধারী ব্যক্তি। নামী—নামধারী ব্যক্তি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ১৫ অং ৪৩ শ্লোকঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—অরবিন্দনয়নস্য (পদ্মলোচনস্য) তস্য (বিষ্ণোঃ) পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ (চরণকমল-কেশরমিশ্রা যা তুলসী তস্যাঃ মকরন্দেন সংযুক্তঃ বায়ুঃ) স্ববিবরেণ (নাসাচ্ছিদ্রেণ) অন্তর্গতঃ অক্ষরযুষাং (ব্রহ্মানন্দসেবিনাং) তেষাং (সনকাদীনাম্) অপি চিত্ততন্বোঃ (মনঃ-শরীরয়োঃ) সংক্ষোভং (বিকারং, হর্ষরোমাঞ্চাদিকং) চকার।

অনুবাদ।—কমলনয়ন সেই বিষ্ণুর চরণার্পিত পদ্মকেশরমিশ্রিত তুলসীর মকরন্দযুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির চিত্ত এবং দেহে সম্যক্ ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল অর্থাৎ চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ করিয়াছিল॥ ১০॥

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহির্মুখে॥
ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাই না বিকায় লঞা যাব ঘরে॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব॥
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ (১) করি।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি॥
সেই তিন (২) সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিল।
দূর হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইল॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্র বসিয়া।
প্রভু-গুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা॥
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈলা বেণীস্নান।
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈলা নৃত্য গান॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া॥

(১) আত্মসাৎ—আপনার আয়ত্ত।
(২) তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়॥
পূর্ব্বে যেন দক্ষিণ যেতে লোক নিস্তারিলা।
পশ্চিমদেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥
মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম॥
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
"হরি কৃষ্ণ" কহে দোঁহে দুই বাহু তুলি॥
মথুরা আইলা কৃষ্ণ, কোলাহল হৈল।
কেশব-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল॥
প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়।
এরূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়॥
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হঞা।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লঞা॥
সর্ব্বথা নিশ্চিন্ত ইঁহো কৃষ্ণ অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
তাহারে পুছিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আর্য্য সরল তুমি হও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা-নগরী॥
কৃপা করি তিঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা॥
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিও তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয়॥

শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণ বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভুর পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্যপ্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র-পুরীর সম্বন্ধ ধর হেন জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমের কাঁহা নাহি গন্ধ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন॥
পুরীগোঁসাইতোমারঠাঞিকরিয়াছেনভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ এই মোর শিক্ষা॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৩ অং ২১ শ্লোকঃ

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ-
স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে
লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ১১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১১॥

যদ্যপি সনোড়িয়া (১) হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র প্রভুকে কহিল॥
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার॥
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন॥
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম॥
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরী গোঁসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্মসার॥

তথাহি—একাদশীতত্ত্বে ধৃতং ব্যাসবচনম্

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ১২

অন্বয়।—তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (অস্থিরঃ, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণাক্ষমঃ) শ্রুতয়ঃ বিভিন্নাঃ, অসৌ ঋষিঃ ন যস্য (ঋষেঃ) মতং (সিদ্ধান্তং) ভিন্নং ন 'ভবেৎ'। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং (কন্দরে) নিহিতং (লুক্কায়িতং), মহাজনঃ যেনঃ গতঃ স পন্থাঃ।

অনুবাদ।—তর্কদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, শ্রুতিদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহাদের মত পরস্পর বিভিন্ন নহে, এতাদৃশ ঋষিই নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব নিভৃত স্থানে নিহিত আছে, অর্থাৎ অতীব নিগূঢ়। অতএব মহাজন সকল যে পথে বিচরণ করেন, তাহাই ধর্ম্মপথ॥ ১২॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল॥
লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন॥
বাহু তুলে মহাপ্রভু বলে হরি হরি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥
যমুনার চব্বিশ-ঘাটে (২) প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥

---

(১) সনোড়িয়া—তপস্যাঢ্য পতিত ব্রাহ্মণ-বিশেষ। কালপ্রভাবে এই ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াহীন হইয়া অভোজ্যান্ন হইয়া পড়েন। পরে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের কৃপালাভের পর হইতে ইঁহারা পূজ্য হইয়াছেন।

(২) চব্বিশঘাট—যথা অবিমুক্ত, বিশ্রান্তি, সংসার-মোচন, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য্য, বটস্বামী, ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ, বোধ, নব, ধারাপত্তন, সংযমন, নাগ, ঘণ্টাভরণ, ব্রহ্মলোক, সোম, সরস্বতী, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিঘ্নরাজ, কোটি।

স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘবিষ্ণু ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখেন বিস্তর॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ব্রাহ্মণে প্রভু নিজসঙ্গে লৈল॥
মধুবন, তালবন, কুমুদ, বহুলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া॥
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥
সুস্থ হয়ে প্রভু করে করে অঙ্গ কণ্ডূয়ন(১)।
প্রভুসঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥
কষ্টে স্যষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগপাল॥
মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভুর অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে সঙ্গে চলি যায় বাটে (২)।
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ॥
ফুল-ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভুপায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লয়ে যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম।
বন্ধু দেখি আনন্দিত যেন বন্ধুগণ॥
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সবা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
কৃষ্ণবোল কৃষ্ণবোল বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥

(১) কণ্ডূয়ন—চুলকাইয়া দেওয়া।
(২) বাটে—পথে।

মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন।
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন॥
বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন।
তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে
২৯ শ্লোকঃ

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং
লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ
পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো
যস্যায়মস্মৎ-প্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ
কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[শারিকাং প্রতি শুকবাক্যম্] অহো, যস্য সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং (স্ত্রীসমূহস্য ধৈর্য্য-বিনাশনং) লীলা রমাস্তম্ভিনী (কমলায়া অপি বিস্ময়কারিণী) বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং (কন্দুকিতঃ কন্দুকবৎ হেলয়া উত্তোলিতঃ অদ্রিবর্য্যঃ পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠঃ গোবর্দ্ধনঃ যেন তাদৃশং) অমলাঃ গুণাঃ পারে-পরার্দ্ধং (পরার্দ্ধাদপ্যধিকাঃ, অনন্তাঃ) শীলং (চরিতং) সর্ব্বগুণানুরঞ্জনং (সর্ব্বেষাং জনানাং প্রিয়ম্) অয়ম্ অস্মৎ-প্রভুঃ বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ জগন্মোহনঃ কৃষ্ণঃ বিশ্বম্ অবতাৎ।

অনুবাদ।—অহো, যাঁহার সৌন্দর্য্য ললনা-গণের ধৈর্য্য নাশ করে, যাঁহার লীলা লক্ষ্মীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার প্রভাব পর্ব্বতকে কন্দুকিত করিয়াছে (অর্থাৎ ভাঁটার মতন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছে), যাঁহার গুণসকল অনন্ত ও অমল, যাঁহার স্বভাব সর্ব্বজনানুরঞ্জন এবং যাঁহার কীর্ত্তি বিশ্বজনের হিতকরী, সেই জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকে রক্ষা করুন॥ ১৩॥

শুক-মুখে শুনি শ্লোক কৃষ্ণের বর্ণন।
তবে শারী পাঠ করে রাধিকা বিবরণ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে ৩০ শ্লোকে
শুকং প্রতি শারিকাবাক্যম্

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা (প্রেম) স্বরূপতা (সৌন্দর্য্যং) সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী (নৃত্যগীতনৈপুণ্যং), গুণালিসম্পৎ (গুণসমূহরূপা সম্পৎ) কবিতা চ জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী (শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তবিমোহনকারিণী) রাজতে।

অনুবাদ।—(হে শুক)! আমাদিগের শ্রীরাধিকার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্যগীতে চতুরতা, গুণসমূহরূপা সম্পদ্ ও কবিতা তোমাদিগের জগন্মনোমোহন কৃষ্ণের মনকে মোহিত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। ১৪ ॥

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য
শ্লোকদ্বয়ম্

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী ব্রজনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—হে শারিকে! বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী ব্রজনারীভিঃ 'সহ' বিহারী সঃ মদন-মোহনঃ জীয়াৎ।

অনুবাদ।—হে শারিকে! বেণুবাদ্যপরায়ণ ও ত্রিভুবন-ললনা-মনোহারী এবং গোপনারীগণের সহিত বিহারকারী সেই মদনমোহনের জয় হউক ॥ ১৫ ॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস।
এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস॥

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথাবিশ্বমোহোঽপি স্বয়ংমদনমোহিতঃ ১৬

অন্বয়ঃ।—যদা রাধাসঙ্গে ভাতি (বিরাজতে) তদা মদনমোহনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অন্যথা বিশ্বমোহঃ অপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধা যখন বিরাজ করেন, তখন তিনি মদনকে (অর্থাৎ কন্দর্পকে) মোহিত করেন। আর যখন শ্রীরাধা ব্যতীত কৃষ্ণ একাকী থাকেন, তখন ভুবনমোহন হইলেও মদন কর্ত্তৃকমোহিত হন ॥ ১৬ ॥

শুক শারীর শ্লোক শুনি প্রভুর হৈল হাস।
পক্ষী হঞা করে কৃষ্ণের রসের প্রকাশ॥
শুক শারী উড়ি পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ শিখিগণ গায়।
ধন্য এই ব্রজের পক্ষী প্রশংসে গৌররায় ॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥
প্রভুর কর্ণে "কৃষ্ণনাম" করে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি ॥
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল বোল' করি উঠে করেন নর্ত্তন ॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্রে কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায় ॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভু-রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে ॥
অন্যদেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন-নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন।
একত্রে লিখিল, সব না যায় বর্ণন ॥
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥

তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিক্‌-দরশন॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-গমনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরা-
ন্নন্দয়ন্‌স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্‌-
গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরাঙ্গঃ স্বাবলোকনৈঃ (স্বীয়দর্শন-প্রদানৈঃ) বৃন্দাবনে স্থিরচরান্‌ (স্থাবরজঙ্গমান্‌) নন্দয়ন্‌ তদালোকাৎ আত্মানং চ 'আনন্দয়ন্‌' পরিতঃ (সর্ব্বত্র) অভ্রমৎ।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজদর্শনদ্বারা বৃন্দাবনস্থ স্থাবর-জঙ্গমদিগকে আনন্দিত করিয়া এবং সেই স্থাবর-জঙ্গমদিগের দর্শনে স্বয়ং আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট গ্রামে (১) আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে ॥
আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥
তীর্থ লুপ্ত (২) জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান ॥
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী ॥
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ৪১ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণ শ্লোকঃ

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো-
স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে তীরে রাস-রঙ্গে ॥
সেই কুণ্ডে একবার যেই করে স্নান।
তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান ॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা-মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৭ সর্গে ১০২ শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যম্‌

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী
প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈগুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং
প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্‌ বত রাধিকেব লভতে
যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা
কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—তদীয়-সরসী (শ্রীরাধাকুণ্ডং) স্বৈঃ অদ্ভুতৈঃ গুণৈঃ শ্রীরাধা ইব হরেঃ প্রেষ্ঠা (প্রিয়তমা)

(১) আরিটগ্রামে—রাধাকুণ্ডের নিকট আরিটগ্রাম।

(২) তীর্থ লুপ্ত—রাধাকুণ্ডের তীর্থের চিহ্ন নাই।

শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্রঃ) অনিশং (সর্ব্বদা) যস্যাং তথা প্রীত্যা ক্রীড়তি, যস্যাং সকৃৎ-স্নানকৃৎ (বারমেকমবগাহনকারী) 'জনঃ' যত অস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) রাধিকা ইব প্রেম লভতে তস্যাঃ (সরস্যাঃ) মহিমা তথা মধুরিমা বৈ ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাং) কেন বর্ণ্যঃ (বর্ণনীয়ঃ) অস্তু।

অনুবাদ—শ্রীরাধাকুণ্ড স্বীয় অসাধারণ গুণদ্বারা শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। যে কুণ্ডে ব্রজের পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত প্রতিদিন কেলি করিয়া থাকেন এবং যাহাতে কোন ব্যক্তি একবার মাত্র স্নান করিলেই, তিনি শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে প্রেম লাভ করেন, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মাধুর্য্যকে পৃথিবীতে কে বর্ণন করিতে পারে? ৩॥

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য সেই মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃ-সরোবরে।
গোবর্দ্ধন দেখি তাহা হইল বিহ্বলে॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবৎ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥
প্রেমে মত্ত হঞা আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
লোক সব দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভুর প্রেমসৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাই কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল॥
সে রাত্রে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥
গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল-দেবের দরশন কেমনে পাইব॥
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানি গোপাল ম্লেচ্ছভয় ভঙ্গী উঠাইলা॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থকারস্য বাক্যম্

অনারুরুক্ষবে শৈলং
স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো
গৌরায় সমদর্শয়ৎ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণঃ, গিরেঃ (গোবর্দ্ধনাচলাৎ) অবরুহ্য (অবতীর্য্য) শৈলম্ অনারুরুক্ষবে (আরোঢ়ুমনিচ্ছবে) স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে (আত্মানং ভক্তং মন্যমানায়) গৌরায় সমদর্শয়ৎ।

অনুবাদ।—গোপালদেব গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক ভক্তাভিমানী গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন দিয়াছিলেন॥ ৪॥

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
এক জন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী (১) সাজিল॥
আজি রাত্রে পালাও গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল (২) যবন॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে থুইল॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কভু গ্রামান্তরে॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানস-গঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ১৮ শ্লোকঃ

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রাম-কৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ॥ ৫

(১) তুড়ুকধারী—প্রধান যোদ্ধা।
(২) কাল—যবনোপাধি বিশেষ।

অন্বয়ঃ।—হন্ত (ইতি হর্ষে) অবলা! অয়ম্ অদ্রিঃ (গোবর্দ্ধনঃ) যৎ (যস্মাৎ) রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ চরণস্পর্শেন হর্ষযুক্তঃ) যৎ (যস্মাৎ) সহ গোগণয়োঃ তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) পানীয়-সুযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ (পানীয়ৈঃ শোভন-তৃণৈঃ, কন্দরৈঃ কন্দমূলৈশ্চ) মানং (সমাদরং) তনোতি 'অতঃ' হরিদাসবর্য্যঃ (হরিসেবকেষু শ্রেষ্ঠঃ)।

অনুবাদ।—হে সখিগণ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হরিদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা রামকৃষ্ণ-চরণস্পর্শে আনন্দিত হইয়া উত্তম পানীয়, কোমল তৃণ, গুহা, কন্দ এবং মূলদ্বারা গোগণ এবং বৎস-গণের সহিত রামকৃষ্ণের পূজা সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

গোবিন্দকুণ্ড তীর্থে প্রভু কৈল স্নানে।
তথাই শুনিল গোপাল গাঁঠুলিয়া গ্রামে॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে হৈল দিন শেষ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ২৬ শ্লোকঃ

বামস্তামরসাক্ষস্য
ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন
নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—তামরসাক্ষস্য (পদ্মলোচনস্য) সঃ বামঃ ভুজদণ্ডঃ বঃ (যুষ্মান্) পাতু (রক্ষতু) যেন (ভুজদণ্ডেন) গোবর্দ্ধনঃ গিরিঃ ক্রীড়াকন্দুকতাং (ক্রীড়নকত্বং) নীতঃ (প্রাপ্তঃ)।

অনুবাদ।—পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণের সেই বাম ভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুন, যে ভুজদণ্ডে তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ভাঁটার মতন ধারণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল মন্দিরে আইলা॥
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে হরি হরি॥
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল উতরে(১) আপনে॥
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দর্শন॥
বৃদ্ধকালে রূপ গোঁসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
এক মাস রহিল বিঠলেশ্বরের (২) ঘরে॥
তবে রূপ গোঁসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈল মথুরা রহিয়া॥
সঙ্গে গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্ট গোঁসাঞি আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর শ্রীজীব গোঁসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি॥
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব দুই জন।
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ॥
গোবিন্দ ভক্ত আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান আর লঘু হরিদাস॥
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে॥
এক মাস রহি গোপাল গেলা নিজ স্থানে।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপালু আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে॥
প্রভু-গমনরীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥
তাঁহা লীলাস্থল দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইল বিহ্বল॥

(১) উতরে—নামিয়া আইসেন।
(২) বিঠলেশ্বর—শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র।

পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া॥
কিছু দেব-মূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে।
লোকে কহে মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥
দুই দিকে মাতা পিতা (১) পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখে সেই গোফা উঘারিয়া (২)॥
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদির-বন আইল॥
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোঁসাঞি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩১ অং ১৯ শ্লোকঃ

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্প্যাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর বন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহবন।
মহাবন (৩) গিয়া জন্মস্থান দরশন॥
যমলার্জ্জুন ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে॥
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিল আসিয়া॥

আর দিনে আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালিয়-হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন॥
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থে আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চস্বরে গায়॥
এই মতে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যায় অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলী-তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি নয়নে বহে নীর॥
তেঁতুলী-তলে বসি করে নামসংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করিয়া করে অক্রূরে ভোজন॥
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
লোকভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নামসংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবারে উপদেশ করে নামসংকীর্ত্তন॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনাপারে গ্রাম॥
কেশি-তীর্থে স্নান করি কালিদহ যাইতে।
আমলিতলায় গোঁসাই দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুকে করেন নমস্কার॥
প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর॥
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হই বৈষ্ণব-কিঙ্কর॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেক (৪) তোমা আসি পাইনু॥

(১) মাতা—যশোদা। পিতা—নন্দ। শিশু—শ্রীকৃষ্ণ।
(২) উঘারিয়া—দরজা খুলিয়া।
(৩) মহাবন—গোকুল।

(৪) পরতেক—প্রত্যক্ষ।

প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত নাচে সেই বুলে হরি হরি ॥
প্রভুসঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরে (১) আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা ॥
প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইল জলপাত্র লঞা।
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল ॥
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে ॥
প্রভু দেখি করে লোক চরণ বন্দন।
প্রভু কহে কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন ॥
লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহ-জলে।
কালিয় শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ন জ্বলে ॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয় ॥
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইল দর্শন ॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল ॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজাজ্ঞানে(২)সত্যছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ-দরশনে ॥
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া ॥
কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥
বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণ দর্শন করিহ কালি-রাত্রে যাইয়া ॥

প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইল।
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাঁহারে পুছিল ॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি (৩) জ্বালিয়া ॥
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করেন নর্ত্তন ॥
নৌকাতে কালিয়-জ্ঞান দীপে রত্ন-জ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা এই সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয় ॥
কিন্তু কাঁহা কৃষ্ণ দেখে কাঁহা ভ্রমে মানে।
স্থাণু (৪) পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥
প্রভু কহে কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন।
লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ ॥
বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিও ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীব আর ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে ধৃতং সর্ব্বজ্ঞসূক্তম্

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ
সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ঈশ্বরঃ সচ্চিদানন্দঃ হ্লাদিন্যা (হ্লাদিন্যাখ্যয়া শক্ত্যা) সংবিদা (চিদাখ্যয়া শক্ত্যা) আশ্লিষ্টঃ (আলিঙ্গিতঃ) সংক্লেশনিকরাকরঃ (দুঃখসমূহানাং নিবাসঃ) জীবঃ স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ (নিজমায়াবেষ্টিতঃ)।

---

(১) অক্রূরে—অক্রূরতীর্থে।

(২) নিজাজ্ঞানে—মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া না জানায়। রাত্রিকালে কালিয়দহে ধীবর দেখিয়া ভ্রমবশতঃ লোক তাহাকে কৃষ্ণ বলে, কিন্তু সত্য কৃষ্ণ মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া অসত্য কৃষ্ণ ধীবরে কৃষ্ণ-ভ্রম হইয়াছিল।

(৩) দেউটি—মশাল।

(৪) স্থাণু—শাখাপল্লবহীন বৃক্ষ, অর্থাৎ মুড়া-গাছে মনুষ্যজ্ঞানের মত জালিয়াতে কৃষ্ণজ্ঞান।

অনুবাদ।—হ্লাদিনী ও সংবিৎশক্তি দ্বারা যুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ; জীব অজ্ঞানে আবৃত বিবিধ ক্লেশের আকর॥ ৮॥

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বরের সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য প্রথমবিলাসে ৭২ অং ধৃতং বৈষ্ণবতন্ত্রম্

যস্তু নারায়ণং দেবং
ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত
স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—যঃ তু ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ 'সহ' নারায়ণং দেবং সমত্বেন (সমানতয়া) এব বীক্ষেত (পশ্যেৎ), সঃ 'জনঃ' ধ্রুবং পাষণ্ডী ভবেৎ।

অনুবাদ।—যে জন ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবতাদিগের সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান দেখে (অর্থাৎ নারায়ণদেব ব্রহ্মা বা মহাদেবের সহিত সমান এ প্রকার অনুভব করে), সেই জন নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়॥ ৯॥

লোকে কহে তোমাতে কভু নহে জীবমতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥
আকৃতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকায়।
ঈশ্বরস্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥
কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগৎ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমার শুনে।
সেও কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে(১) ত্রিভুবনে॥
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ(২) পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥

(১) তারে—নিস্তার করে, উদ্ধার করে।
(২) শ্বপচ—চণ্ডাল।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৩৩ অং ৭ শ্লোকঃ

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বনাদ্‌যৎস্মরণাদপি কচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৬ পরিচ্ছেদে ৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১০॥

এই ত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
প্রেমে মত্ত হঞা লোক নিজঘরে গেল॥
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।
এইমত কতদিন অক্রূর রহিলা॥
মাধব-পুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে ঘরে করায় নিমন্ত্রণ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ॥
একদিনে দশ বিশ করে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে॥
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে আসি প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রাম সমর্পিয়া॥
একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলক দর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার(৩) করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥

(৩) ফুকার—চীৎকার।

তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আজি আমি আছিলাম উঠাইলু প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি কে উঠাবে তাঁরে॥
লোকের সংঘট্ট আর নিমন্ত্রণ জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে॥
বিপ্র কহে প্রয়াগেতে প্রভু লয়ে যাই।
গঙ্গাতীর পথে যাই তবে সুখ পাই॥
সোরাক্ষেত্রে(১)আগে যাই করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ॥
মাঘমাস লাগিল (২) এবে যদি যাই।
মকরে প্রয়াগ স্নান কত দিন পাই॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
মকরে পঁচসি (৩) প্রয়াগে করিহ সূচন॥
গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইও তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি(৪)।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায়
তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়॥
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকর স্নান পাই॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি॥
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত ইচ্ছাতে কহে মধুর বচন॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন॥
যে তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব।
যাহা লঞা যাও তুমি তাহাই যাইব॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল॥
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন॥
এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইল।
পার করি ভট্টাচার্য্য লইয়া চলিল॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা সবার পথশ্রান্তি দেখিয়া॥
সেই বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লাসিত মন॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেনা পড়ে নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হৈলা॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার(৫)দশ আইল।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিল॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতিপাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার(৬) ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চ জনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল
সেই কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়।
সেইত বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়॥
বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাতসার দোহাই
চল তুমি আমি সিকদার (৭) পাশ যাই॥
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাতসার আগে আমার আছে শতজন॥

(১) সোরাক্ষেত্রে—শ্রীব্রজমণ্ডলের পূর্ব্বে বাদা ও জলায়।
(২) লাগিল—উপস্থিত হইল।
(৩) মকর পচসি—মাঘী পৌর্ণমাসী।
(৪) গড়বড়ি—গণ্ডগোল, সংঘট্ট।
(৫) আসোয়ার—অশ্বারোহী।
(৬) বাটোয়ার—পথদস্যু।
(৭) সিকদার—প্রজারক্ষক রাজকীয় লোক। পাশ—নিকট।

এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত।
অবহি(১) চেতন পাবে হইবে সম্বিত (২)॥
ক্ষণেক ইঁহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে॥
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা দুই জন।
গৌড়িয়া ঠগ্ এই কাঁপে তিন জন॥
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুড়কী(৩) আছে দুই শত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবে মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার॥
শুনিয়া পাঠান-মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥
হুঙ্কার করিয়া উঠি বলে 'হরি হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেল-ধার॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চজন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি প্রভুর বাহ্য হইল॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে, এই ঠগ্ পাঁচজন॥
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া॥
প্রভু কহেন ঠগ্ নহে মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥
মৃগী ব্যাধিতে মুই কভু হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন॥
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে সেই লোক কহে পীর (৪)॥

(১) অবহি—এখনই।
(২) সম্বিত—জ্ঞান।
(৩) তুড়কী—যবন পদাতিক সৈন্য।
(৪) পীর—সিদ্ধপুরুষ।

চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারই শাস্ত্র যুক্তে প্রভু করিল খণ্ডন॥
যেই যেই কহে প্রভু সকলই খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল॥
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্র কহে নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্র কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিঁহ শ্যাম-কলেবর॥
সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদি স্বরূপ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিঁহো সমাশ্রয়॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ॥
তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার॥
মোক্ষাদি আনন্দ হয় যার এক কণ।
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সকল খণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বর সেবন॥
তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধিমধ্যে পর বলবান্॥
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে তাতে নির্ণয় করিয়া॥
ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয়॥
নির্ব্বিশেষ গোঁসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান
সাকার গোঁসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান॥
সেইত গোঁসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুই অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য-সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান॥

কৃপা করি বল মোরে সাধ্য সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥
প্রভু কহে, উঠ, তুমি কৃষ্ণনাম লৈলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥
রামদাস বলি প্রভু কৈল তার নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান ॥
অল্প বয়স তাহার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥
তাঁ-সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব ॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥
সোরাক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগ প্রয়াণ ॥
সেই বিপ্রে কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা ॥
প্রয়াগ পর্য্যন্ত দোঁহে তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব ॥
ম্লেচ্ছদেশে কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গেতে চলিলা ॥
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দর্শন।
সেই প্রেমে মত্ত, করে উচ্চ সংকীর্ত্তন ॥
তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে আন্ (১)।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥
দক্ষিণ যাইতে প্রভু শক্তি প্রকাশিল।
সেইমত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইল ॥
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা ॥
বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্র বদন যাঁর নাহি পার অন্ত ॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা।
দিগ্‌দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌলিক রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌলিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান ॥
যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ (২)।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনবিলাসো নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) আন—অন্যজন।
(২) মূর্খরাজ—মূর্খপ্রধান, বড় মূর্খ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রাক্ (পূর্ব্বে) বিধৌ (ব্রহ্মণি) লোকসৃষ্টিং (বিশ্বসৃষ্টিম্) ইব সঃ প্রভুঃ (চৈতন্যঃ) উৎকঃ (উৎকণ্ঠিতঃ সন্) রূপে (শ্রীরূপগোস্বামিনি) নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য কালেন (কালবশাৎ) লুপ্তাং বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং (শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাস-কথাং) পুনঃ ব্যতনোৎ (প্রকাশিতবান্)।

অনুবাদ।—সৃষ্ট্যাদি সময়ে যেমন ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিত হইয়া, শ্রীরূপগোস্বামীতে নিজশক্তি সঞ্চার করতঃ পুনর্ব্বার বৃন্দাবনের রসকেলি-বার্ত্তা সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥
দুই ভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ (১)।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ গোঁসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি (২) ধন দিল কুটুম্ব-ভরণে॥
দণ্ড-বন্ধ (৩) লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিল॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি-ঘরে॥
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ গোঁসাঞি নীলাচলে পাঠাল দুই জন।
প্রভু বৃন্দাবনে যবে করেন গমন॥
শীঘ্র আসি মোরে তাঁর দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার॥
এথা সনাতন গোঁসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম (৪) করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া॥
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোঁসাঞি সভাতে কৈল আগমন॥

(১) পুরশ্চরণ—ইষ্টমন্ত্রের সিদ্ধির জন্য তাহার জপ প্রভৃতি।

(২) এক চৌঠি—এক চতুর্থাংশ।

(৩) দণ্ডবন্ধ—শাস্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ।

(৪) ছদ্ম—ছল।

পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥
সনাতন কহে, নহে আমা হৈতে কাম।
আর এক জন দিয়া কর সমাধান॥
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর-বার।
তোমার বড় ভাই (১) করে দস্যু-ব্যবহার॥
জীব পশু মারি সব চাকলা কৈল খাশ (২)।
এথা তুমি কৈলে মোর সব কার্য্য নাশ॥
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেল।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিল॥
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে (৩)।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তিঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা দুঃখ দিতে (৪)
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥

(১) শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর শেষে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—সনাতন, রূপ ও শ্রীবল্লভ ব্যতীত কুমারদেবের আরও পুত্র ছিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভাজন নহেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। এখানে যাঁহাকে বড় ভাই বলিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে এক জন।

(২) জীব পশু মারি—অর্থাৎ প্রজাপীড়ন করিয়া। খাশ—আপনার অধীন। অর্থাৎ প্রজার প্রতি পীড়ন করিয়া সমস্ত দেশ আপনার অধীনে আনায় আমাকে আর কর দেয় না।

(৩) উড়িয়া মারিতে—উৎকল দেশ জয় করিতে।

(৪) দেবতা দুঃখ দিতে—উৎকল জয়ে সেই দেশের শ্রীমূর্ত্তির পীড়ন হইবে।

তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিল গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন॥
তবে সেই দুই চর শ্রীরূপ ঠাঁই আইলা।
বৃন্দাবনে চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঁঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোঁসাঞি॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তথা হৈতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে॥
যৈছে তৈছে (৫) ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোঁসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব॥
তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।
তাহা শুনি মহাপ্রভু আনন্দিত হৈলা॥
প্রভু চলিয়াছেন মাধব (৬) দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে 'বল হরি হরি'॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র-সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥
বিপ্র-গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা॥

(৫) যৈছে তৈছে—যে কোন প্রকারে।

(৬) মাধব—বিন্দুমাধব, প্রয়াগস্থ ভগবন্মূর্ত্তি।

দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া (১)।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার ॥
শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন ॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হইতে তোমা কাড়িল দুই জন ॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্ত ১০ বিলাসে
৯১ অঙ্কধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়োক্তম্

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অভক্তঃ চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদপাঠকঃ) মে ন প্রিয়ঃ মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ (চণ্ডালঃ) প্রিয়ঃ চ তস্মৈ (তাদৃশশ্বপচায়) দেয়ং ততো গ্রাহ্যং যথা হি অহং স চ পূজ্যঃ।

অনুবাদ।—(ভগবান্ কহিতেছেন) চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী বিপ্রও যদি আমার ভক্ত না হয়, তবে সে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু চণ্ডাল হইয়াও যদি আমার ভক্ত হয়, তবে সে আমার প্রিয় হয়। সেই ভক্তচণ্ডালকে দান করিবে এবং তাহার নিকট গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিবে; সে আমার মতন পূজ্য ॥ ২ ॥

এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিল চরণ ॥
প্রভুকৃপা পাঞা দোঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি ॥

তথাহি—শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যম্

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

অন্বয়ঃ।—মহাবদান্যায় (পরমকরুণাশালিনে) কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে (গৌরকান্তিময়ায়) কৃষ্ণায় তে (তুভ্যম্) নমঃ নমঃ।

অনুবাদ।—কৃষ্ণপ্রেমদানকারী মহাবদান্য গৌরকান্তি কৃষ্ণস্বরূপ তোমাকে আমি প্রণাম করি, প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১ সর্গে
২ শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যম্

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—দয়ালুঃ যঃ অজ্ঞানমত্তং ভুবনং স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া উল্লাঘয়ন্ (অজ্ঞানমুক্তং কৃত্বা) অপি প্রমত্তম্ অকরোৎ (কৃতবান্), অমুম্ অদ্ভুতেহম্ (অপূর্ব্বচেষ্টাযুক্তং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে।

অনুবাদ।—যিনি জীবগণের সংসাররোগ শান্তি করতঃ তাহাদিগকে নিজ প্রেম সম্পত্তিরূপ সুধাদ্বারা উন্মত্ত করিয়াছেন, আমি সেই পরম দয়ালু অদ্ভুত ক্রিয়াশীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্ত্তা কহ, তাঁহারে পুছিলা ॥
শ্রীরূপ কহেন তিঁহো বন্দী রাজঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবে উদ্ধারে ॥
প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সবে হইবে মিলন ॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপ গোঁসাঞি সে দিবস তথাই রহিলা ॥
ভট্টাচার্য্য দুই ভাইর নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদ-পাত্র দুই ভাই পাইল ॥
ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাসাঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান ॥
সেকালে বল্লভ ভট্ট রহে আম্বুলী গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইল তাঁর স্থানে ॥
দণ্ডবৎ কৈল তিঁহো প্রভু আলিঙ্গন।
দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ ॥
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥

(১) দশনে—দন্তে। দন্তে তৃণ ধারণ দোষ মার্জ্জনের জন্য।

অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ ভট্টের মন ॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁরে মিলাইল ॥
দূর হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হঞা ॥
ভট্ট মিলিবারে যায় দোঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে ॥
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ ॥
ইহা না স্পর্শিও ইঁহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ ॥
দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিতভঙ্গী জানি ॥
দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এদুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যম্

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১১ পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশঃ শ্লোকঃ

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-
দগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো
ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ (সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিনা দগ্ধং দুর্জ্জাতিকল্মষং যস্য তাদৃশঃ) শ্বপাকঃ (চণ্ডালঃ) অপি বুধৈঃ (পণ্ডিতৈঃ) শ্লাঘ্যঃ (বরণীয়ঃ) নাস্তিকঃ বেদজ্ঞঃ (বেদং জানাতি যঃ সঃ) ন 'পূজ্যঃ'।

অনুবাদ।—যে শুচি এবং সদ্ভক্তিরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা যাহার নীচ জাতিরূপ পাপ দগ্ধ হইয়াছে এতাদৃশ পবিত্র চণ্ডালও পণ্ডিতগণের পরম আদরণীয়, কিন্তু নাস্তিক (অর্থাৎ ভক্তিহীন) বেদজ্ঞ ব্যক্তিও পণ্ডিতের পরমাদরণীয় নহে ॥ ৬ ॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে একাদশঃ শ্লোকঃ

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য
জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য
মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ (ব্রাহ্মণত্বাদিকং) শাস্ত্রং (স্বাধ্যায়ঃ) জপঃ (পুরশ্চরণদিরূপং) তপঃ (পঞ্চতপাদিকং) অপ্রাণস্য (প্রাণহীনস্য) দেহস্য মণ্ডনম্ (অলঙ্কারঃ) ইব লোকরঞ্জনং (নস্বর্থসাধনমিতি ভাবঃ)।

অনুবাদ।—ভগদ্ভক্তিহীন জনের জাতি, বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্র, জপ ও তপস্যা, মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় লোকরঞ্জন মাত্র ॥ ৭ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তি সার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার ॥
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া ॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ ॥
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভু উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল ॥
যদি ভট্ট আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ ॥

দেশ পাত্র দেখি প্রভু যবে ধৈর্য্য হৈল।
আড়েলের(১)ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিল॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গে লইয়া॥
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনি করিল প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যের মান্য করি পাক করাইল॥
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাইকে করাইল ভোজনে
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেয়াইলা অবশেষ।
তবে সেই কৃষ্ণদাস পাইল সর্ব্ব শেষ॥
মুখবাস (২) দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনি ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন॥
প্রভু পাঠাইল তারে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তিঁহো প্রভুর চরণে॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোতিতা (৩) পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥
আসি তিঁহো কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
কৃষ্ণে মতি রহু বলে প্রভুর বচন॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কহিল, কহ কৃষ্ণের বর্ণন॥
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং শ্রীনন্দপ্রণামে
প্রথমাঙ্কধৃতরঘুপত্যুপাধ্যায়শ্লোকঃ

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ভবভীতাঃ (সংসারভয়কাতরাঃ) অপরে শ্রুতিং (বেদম্) অপরে স্মৃতিম্ অন্যে ভারতং (মহাভারতং) ভজন্তু। অহম্ ইহ 'জন্মনি' নন্দং বন্দে, যস্য (নন্দস্য) অলিন্দে (বহির্দ্বার-প্রাঙ্গণে) পরং ব্রহ্ম 'বিরাজতে'।

অনুবাদ।—সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ মহাভারতকে ভজন করুন; কিন্তু আমি নন্দ মহারাজকে বন্দনা করি, যাঁহার (বহির্দ্বার-প্রাঙ্গণে) পরব্রহ্ম বিরাজিত রহিয়াছেন॥ ৮॥

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
আগে কহ প্রভুবাক্যে উপাধ্যায় কহিল॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৯৯ অঙ্কধৃতরঘুপত্যু-
পাধ্যায়োক্তঃ শ্লোকঃ

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি
কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম॥ ৯

অন্বয়ঃ।—কং প্রতি কথয়িতুম্ ঈশে (সমর্থো ভবামি) সম্প্রতি কো বা প্রতীতিং (বিশ্বাসম্) আয়াতু (করোতু); যং গোপতিতনয়াকুঞ্জে (যমুনাকুঞ্জে) গোপবধূটী-বিটং (গোপানাং বধূটীনাং তরুণীনাং বধূনাং বিটং লম্পটং) ব্রহ্ম।

অনুবাদ।—আমি একথা কাহার কাছে বলিব, বলিলেই বা কে তাহা বিশ্বাস করিবে যে যমুনাতীরস্থ কুঞ্জে পরব্রহ্ম গোপবধূসমূহের চিত্তচোর-রূপে বিরাজ করিতেছেন॥ ৯॥

প্রভু কহেন কহ, তিঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ মন আলুইলা॥
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে ইঁহো কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার॥
প্রভু কহে, উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায় (৪)।
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায়॥

---

(১) 'আম্বুলীর' এবং 'আড়ৈলীর' এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়।

(২) মুখবাস—এলাচাদি।

(৩) তিরোতিতা—ত্রিহুত-দেশীয় (মৈথিল)।

(৪) কায়—কাহাকে। শ্যামমেব পরং রূপং—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি।

শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায় (১)।
'পুরী মধুপুরী বরা' (২) কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'আদ্য (৩) এব পরোরসঃ' কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্‌গদ স্বরে॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৭৩ অঙ্কধৃতঃ
মাধবেন্দ্রপুরীকৃতঃ শ্লোকঃ

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥১০

অন্বয়ঃ।—শ্যামম্ এব রূপং পরং (শ্রেষ্ঠং), পুরী মধুপুরী বরা (শ্রেষ্ঠা), বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্ (আরাধ্যম্), আদ্যঃ (মধুরঃ, শৃঙ্গারঃ) রসঃ এব পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের নানারূপের মধ্যে শ্যামরূপ, (দ্বারকাদি) পুরীর মধ্যে ব্রজপুরী, (বাল্যাদি) বয়সের মধ্যে কৈশোর বয়স এবং (শান্তাদি) রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ; অতএব ধ্যানের যোগ্য॥ ১০॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তিঁহো করেন নর্ত্তন॥
দেখি বল্লভ ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুদর্শনে সব লোক কৃষ্ণভক্ত হৈল॥
ব্রাহ্মণ সকল করে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট তাঁ-সবারে করেন নিবারণ॥

প্রেমোন্মাদে পড়ে গোঁসাঞি মধ্য যমুনাতে
প্রয়াগে চালাব ইহা না দিব রহিতে॥
যার ইচ্ছা প্রয়াগে যাই কর নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোঁসাঞি লইয়া॥
লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া।
রূপকে শিক্ষা করান্ শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
সব তত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল॥
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভু-আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল॥
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৯ অঙ্কে
১০৪ শ্লোকে

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—কালেন (কালক্রমেণ) বৃন্দাবন-কেলি-বার্ত্তা লুপ্তা ইতি (অতঃ) তাং (বার্ত্তাং) খ্যাপয়িতুং (প্রকাশয়িতুং) দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) বিশিষ্য (বিশিষ্টং কৃত্বা) তত্রৈব রূপং চ সনাতনং চ কৃপামৃতেন অভিষিষেচ (অভিষিক্তবান্)।

অনুবাদ।—কালপ্রভাবে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-কথা বিলুপ্ত হওয়ায় ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব পুনরুদ্ধার তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত, বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতনকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত রূপ ও সনাতনকে বৃন্দাবনে বাস করিতে আদেশ করেন)॥ ১১॥

(১) শ্যামরূপের দ্বারকাদি পুরী বাসস্থান থাকিলেও বৃন্দাবনপুরীই শ্রেষ্ঠ বাসস্থান।

(২) পুরী মধুপুরী—পুরীর মধ্যে মধুপুরী অর্থাৎ মথুরা, (এখানে) মাথুরমণ্ডল-মধ্যগত বৃন্দাবন।

(৩) আদ্য—অর্থাৎ শৃঙ্গার।

তথাহি—তত্রৈব ৯ অঙ্কে ৭০ শ্লোকে

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈ-
গাঁঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো
মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরি-
ষঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমে-
নানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২

অন্বয়।—যঃ (শ্রীরূপঃ) প্রাক্ এব প্রিয়গুণগণৈঃ (শ্রীচৈতন্যগুণসমূহৈঃ) গাঢ়বদ্ধঃ (অতিশয়ম্ আসক্তঃ) অপি গেহাধ্যাসাৎ (ভবমোহাৎ) মুক্তঃ পরঃ রসঃ অমূর্ত্তঃ এব অপি মূর্ত্ত ইব তং শ্রীরূপং দেবঃ (শ্রীচৈতন্যঃ) অনুপমেন (অনুজেন) সমং প্রয়াগে প্রেমালাপৈঃ দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ (গাঢ়ালিঙ্গনবিলাসেন) অনুজগ্রাহ (অনুগ্রহং কৃতবান্)।

অনুবাদ। যিনি (শ্রীরূপ) পূর্ব্ব হইতেই শ্রীচৈতন্যগুণাবলীর দ্বারা দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়াও গৃহাসক্তি হইতে মুক্ত, যিনি অমূর্ত্ত শৃঙ্গার রসই যেন মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রকাশিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রয়োগে অনুপম অর্থাৎ শ্রীবল্লভের সহিত সেই রূপকে প্রেমালাপ এবং গাঢ়ালিঙ্গন দ্বারা স্বীয় কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

তথাহি—তত্রৈব ৯ অঙ্কে ৭৫ শ্লোকে শক্তিসঞ্চারে প্রতাপরুদ্রং প্রতি সার্ব্বভৌমবাক্যম্

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) প্রিয়স্বরূপে (ভক্তরূপে) দয়িতস্বরূপে (দয়িতং দত্তং স্বরূপমাত্মা যস্মৈ তস্মিন্) একরূপে (একমভিন্নং রূপং যস্য তস্মিন্) স্ববিলাসরূপে (নিজবিভূতিস্বরূপে) রূপে (রূপগোস্বামিনি) সহজাভিরূপে (সহজে স্বাভাবিকে অভিরূপে মধুরে) নিজানুরূপে (স্বপ্রয়োজন-সদৃশপ্রেমস্বরূপে) প্রেমস্বরূপে (প্রেম চ স্বরূপঞ্চ তে কর্ম্মভূতে) ততান (আবেশিতবান্)।

অনুবাদ।—স্বরূপ গোস্বামীর প্রিয়পাত্র, প্রভুর প্রিয়স্বরূপ, প্রেমময়মূর্ত্তি, স্বাভাবিক সুন্দর রূপ, প্রেমপ্রচারে শ্রীচৈতন্যতুল্য মুখ্যরূপ ও শ্রীকৃষ্ণবিলাস-নিরূপক শ্রীরূপ গোস্বামীতে শ্রীমহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন (অর্থাৎ যিনি চৈতন্যের কলেবরবিশেষ এবং বিভূতিস্বরূপ, সেই শ্রীরূপগোস্বামীতে স্বাভাবিক ও পরম-মধুর স্বীয় প্রেম এবং স্বরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন) ॥ ১৩ ॥

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে ॥
মহাপ্রভুর যত বড় ছোট ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সবার কৃপা গৌরবপাত্র ॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করে প্রভুর পারিষদগণ ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন।
কৈছে বা বৈরাগ্য করেন কৈছে ভোজন ॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥
অনিকেতন (১) দূরে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষতলে একেক রাত্রি শয়ন ॥
বিপ্র-গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী (২)।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি ॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস ॥
সার্দ্ধসপ্ত প্রহর কৃষ্ণ-ভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-কীর্ত্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে করে চৈতন্য-চিন্তন ॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময় ॥

(১) অনিকেতন—নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান-বিহীন।
(২) মাধুকরী—মধুকরের যে বৃত্তি। মধুকর যেমন পুষ্পকে পীড়ন না করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তদ্রূপ ভিক্ষুকের গৃহস্থকে পীড়ন না করিয়া ভিক্ষাগ্রহণকে মাধুকরী বৃত্তি বলে।

চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং ২ শ্লোকে

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে
চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—বরাকরূপোঽপি (ক্ষুদ্রোঽপি) অহং হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ (প্রেরিতঃ) তস্য হরেঃ চৈতন্যদেবস্য পদকমলং বন্দে।

অনুবাদ।—ক্ষুদ্ররূপ হইয়াও আমি (শ্রীরূপ) হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণায় (অর্থাৎ আমার হৃদয়ে যিনি প্রেরণ করাতে) এই গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই চৈতন্যরূপ হরির চরণকমল বন্দনা করি ॥ ১৪ ॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করিয়ে ভ্রমণ ॥
কেশাগ্র শত ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥

তথাহি—শ্রুতিব্যাখ্যা-ধৃতঃ শ্লোকঃ

কেশাগ্রশতভাগস্য
শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং
সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—অয়ং জীবঃ কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ (শতখণ্ডাংশতুল্যঃ) সূক্ষ্ম-স্বরূপঃ সংখ্যাতীতঃ (অসংখ্যঃ) হি চিৎকণঃ (সূক্ষ্মচিদণুখণ্ডঃ)।

অনুবাদ।—এই জীব কেশাগ্রের যে শত-ভাগের এক ভাগ, সেই একভাগের শতাংশ-তুল্য সূক্ষ্মস্বরূপ এবং অনন্ত ও চৈতন্যস্বরূপের কণাতুল্য ॥ ১৫ ॥

তথাহি—শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রানুসার-শ্লোকঃ

বালাগ্র-শতভাগস্য
শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয়
ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—সঃ জীবঃ বালাগ্র-শতভাগস্য (শতধা খণ্ডিতস্য কেশাগ্রস্য) চ শতধা কল্পিতস্য (বিভক্তস্য) ভাগঃ বিজ্ঞেয়ঃ ইতি চ পরাশ্রুতিঃ আহ।

অনুবাদ।—কেশাগ্রশতভাগ পুনঃ শতাংশ ভাগের একভাগ তুল্য সেই জীবকে জানিবে, এই কথা পরাশ্রুতি বলেন ॥ ১৬ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৬ অং ১১ শ্লোকঃ

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ। ১৭

টীকা।—সূত্রং প্রথমকার্য্যাং মহান্ মহৎ তত্ত্বং। সূক্ষ্মোপাধিত্বাৎ দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চ জীবস্য সূক্ষ্মত্বম্। বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈবমারাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্ট ইতি শ্রুতেঃ।

অনুবাদ।—সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে জীব আমি (ভগবান্) ॥ ১৭ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৭ অং ২৬ শ্লোঃ

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো
যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো
ধ্রুব! নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য
নিয়ন্তৃ ভবেৎ,
সমমনুজানতাং যদমতং
মতদুষ্টতয়া ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—(হে) ধ্রুব, অপরিমিতাঃ ধ্রুবাঃ (নিত্যাঃ) তনুভৃতঃ (জীবাঃ) যদি সর্ব্বগতাঃ (বিভব-জ্ঞাপকাঃ) তর্হি শাস্ততা ইতি নিয়মঃ ন ইতরথা ন চ যন্ময়ং অজনি (জাতং) তৎ অবিমুচ্য (অপরি-ত্যজ্য) নিয়ন্তৃ (শাস্তৃ) ভবেৎ, সমম্ অনুজানতাম্ (অদ্বৈতবাদিনাং) যৎ মতং, তৎ মতদুষ্টতয়া (মতস্য অশুদ্ধত্বেন) অমতম্।

অনুবাদ।—হে ধ্রুব "জীব অসংখ্য অপরিমেয় ও নিত্য" এইরূপ স্বীকার করিলে "তাহারা তোমার শাসনাধীন" এই নিয়ম থাকে না। এইরূপ স্বীকার না করিলেই থাকে। আবার ঐরূপ স্বীকার করিলে জীব যে স্বভাবাদি লইয়া জাত তাহা পরিত্যাগ না করিয়াই নিজেই নিজের নিয়ন্তা হয়; ইহা অসম্ভব। সুতরাং যাঁহারা জীবকে ভগবানের সহিত সমান বলেন, তাঁহাদের মত শাস্ত্রদুষ্ট॥" ১৮॥

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদমুখে মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারীর মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-ভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কং ১৪ অং ৪ শ্লোকঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং
নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা
কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিত-বাক্যম্]। মহামুনে মুক্তানাং সিদ্ধানাম্ অপি কোটিষু অপি প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণঃ সুদুর্ল্লভঃ।

অনুবাদ।—হে মহামুনে! জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তসালোক্যাদির কোটি জনের মধ্যেও সর্ব্বোপদ্রব-রহিত নারায়ণ-সেবা অভিলাষী একজন ভক্তও সুদুর্ল্লভ॥ ১৯॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে(১) কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পান ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা(২) ব্রহ্ম-লোক(৩) ভেদি পরব্যোমপায়
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ (৪) উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা (৫)।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি (৬) জীব-হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি(৭) যত উপশাখাগণ॥

(১) ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে।

(২) বিরজা—প্রধান পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিনী নদী; চিজ্জলময় কারণার্ণব।

(৩) ব্রহ্মলোক—মুক্তিলোক, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

(৪) বৈষ্ণব অপরাধ—বৈষ্ণব তাড়ন (অর্থাৎ প্রহার করা), নিন্দা (অর্থাৎ দোষ কীর্ত্তন), দ্বেষ (শত্রুতা), অনভিনন্দন, অপমান এবং দর্শনে হর্ষ না হওয়া এই ছয় প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ দ্বারা পতন অর্থাৎ ভক্তিমার্গ হইতে চ্যুতি হয়। হাতী মাতা—মত্ত হস্তিসদৃশ। ছিণ্ডে—ছেদন করে। শুকি যায়—শুষ্ক হয়। পাতা—পত্র।

(৫) উপশাখা—এক গাছের উপর আর এক গাছ উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপশাখা বলে, (পরগাছা)। ভক্তিমান্ সাধকের সাধন করিতে করিতে বিষয়-ভোগবাসনা, মুক্তি-বাসনা, অর্থলাভ-বাসনা, অন্তজন হইতে পূজা ও খ্যাতিলাভের বাসনা হয়, সেই বাসনা হইলে সাধক ক্রমে ভক্তিমার্গ হইতে স্খলিত হইতে আরম্ভ করে। অতএব উপশাখা উদ্গম হইলেই ছেদন করিতে হইবে, অধিক দিন স্থায়ী হইলে এত বদ্ধমূল হয় যে তাহা ছেদ করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়।

(৬) কুটিনাটি—সকল বিষয়েই কুতর্ক করা।

(৭) প্রতিষ্ঠা—সুখ্যাতি।

সেক জল পেয়ে উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হয় মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করিবে ছেদন।
তবে মূল-শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ (১)॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৫ অং ২ শ্লোঃ পৌর্ণমাসীবাক্যং শ্রুত্বা নেপথ্যস্থবাক্যম

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা
সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎ-
কারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপুবশী-
কারসিদ্ধৌষধীনাম্,
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-
পান্থতাং ন প্রয়াতি॥ ২০

অন্বয়ঃ।—মধুরিপুবশীকার সিদ্ধৌষধীনাং (কৃষ্ণস্য-বাধ্যাকরণবিষয়ে সিদ্ধৌষধিরূপাণাং) প্রেম্ণাং গন্ধোঽপি (লেশমাত্রোঽপি) যাবৎ অন্তঃকরণ-সরণীপান্থতাম্ (অন্তঃকরণমার্গপথিকত্বং) ন প্রয়াতি, তাবৎ এব ঋদ্ধা (সম্পন্না) সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা (সত্যধর্ম্মাৎ জাতঃ) সমাধিঃ (চিত্তস্য একাগ্রত্বং) গুরুরপি ব্রহ্মানন্দঃ চমৎকারয়তি।

অনুবাদ।—যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের সিদ্ধৌষধিরূপ শাস্ত্রাদির মধ্যে যে কোন প্রেমের লেশও অন্তঃকরণ পথের পথিক না হইয়াছে, সেই পর্য্যন্তই সমৃদ্ধিশালিনী অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সত্য-ধর্ম্মোপেত সমাধি এবং সমাধির ফল গুরুতর ব্রহ্মানন্দ চমৎকারিতা সম্পাদন করে (অর্থাৎ হৃদয়ে প্রেমোদয় হইলে ব্রহ্মানন্দাদি সকল সুখই তুচ্ছ হয়)॥ ২০॥

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥

(১) চারি পুরুষার্থ—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তি।

অন্যবাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম (২)।
আনুকূল্যে (৩) সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃত-নারদপঞ্চরাত্রম্

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং
তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-
সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ২১

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তম্ (অন্যাভিলাষিতাশূন্যং) নির্ম্মলং (জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং) তৎপরত্বেন (আনুকূল্যেন) হৃষীকেন (ইন্দ্রিয়েণ) হৃষীকেশসেবনং (কৃষ্ণসেবনং) ভক্তিরুচ্যতে (ভক্তিরিত্যভিধীয়তে)।

অনুবাদ।—সমস্ত বাসনা-শূন্য এবং সেবা-পরত্বরূপে নির্ম্মল (অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদির আবরণ-শূন্য), ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা এতাদৃশ কৃষ্ণসেবনকে ভক্তি বলে॥ ২১॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে দশমঃ শ্লোকঃ।

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ
ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না
যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য
নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা
যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ২২

(২) অন্য বাঞ্ছা—শ্রীভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য নিজসুখ বাঞ্ছা, স্বর্গাদি সুখবাঞ্ছা। 'অন্য পূজা'—ইষ্ট বুদ্ধিতে বা সর্ব্বেশ্বর বুদ্ধিতে অন্য দেবাদির পূজা। 'ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম'—জ্ঞাননির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধানলক্ষণ জ্ঞান নহে। 'কর্ম্ম'—স্মৃতি উক্ত নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, কিন্তু ভগবৎপরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম নহে।

(৩) আনুকূল্যে—শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত।

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

তথাহি—তত্রৈব একাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যম্

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-
সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি
বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যম্।

স এব ভক্তিযোগাখ্য
আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং
মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—যেন (ভক্তিযোগেন) ত্রিগুণং (মায়াময়ং সংসারম্) অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) মদ্ভাবায় উপপদ্যতে (সমর্থো ভবতি) স এব আত্যন্তিকঃ ভক্তিযোগাখ্যঃ উদাহৃতঃ।

অনুবাদ।—যাহা দ্বারা গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ভগবদ্বিষয়ক প্রেম বিশেষ লাভ করিতে পারা যায়, সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক (অর্থাৎ অপবর্গ) বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম নাহি উপজয় ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ষোড়শঃ শ্লোকঃ

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র
কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা (ভোগমোক্ষবাসনা-রূপা) পিশাচী যাবৎ হৃদি বর্ত্ততে, তাবৎ অত্র (হৃদি) ভক্তিসুখস্য অভ্যুদয়ঃ (প্রাকট্যং) কথং ভবেৎ।

অনুবাদ।—বিষয়ভোগ ও মুক্তিতে স্পৃহারূপ পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে কি প্রকারে ভক্তিসুখের উদয় হইবে? (অর্থাৎ তাহা হয় না)।

(১) সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির (২) উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম (৩) নাম হয় ॥
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় (৪) ॥

(১) সাধনভক্তি—ইন্দ্রিয়-প্রেরণা-সাধ্য ভক্তি বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। যে ভক্তি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার দ্বারা সাধ্য এবং ভাব ভক্তিতে সাধিত করে, তাহাকে সাধনভক্তি বলে। সেই সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার। অতএব গুরুপাদাশ্রয়, মন্ত্র, দীক্ষাদি এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সমস্তই সাধনভক্তি মধ্যে পরিগৃহীত।

(২) রতি—রতির লক্ষণ ২৩ পরিচ্ছেদে "শুদ্ধসত্ত্ব…" শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

(৩) প্রেম—প্রেমের লক্ষণ এই লীলার ২৩ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে—প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে। স্নেহ—প্রেম অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রব করিলে স্নেহনামে অভিহিত হয়। মান—স্নেহ গাঢ়তাপন্ন হইয়া নব অর্থাৎ পূর্ব্বে অননুভূত মাধুর্য্য অর্থাৎ আস্বাদ বিশেষ অনুভব করাইয়া বাহিরে অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ভজন করিলে তাহাকে মান বলে। প্রণয়—মান গাঢ়তাপন্ন হইয়া বিস্রম্ভ ধারণ করিলে তাহাকে প্রণয় বলে। প্রিয়জনের সহিত অভেদ মনকে বিস্রম্ভ বলে। মধ্যলীলার ২য় পরিচ্ছেদে 'উঠে প্রণয় মান' এই পয়ার দ্রষ্টব্য। রাগ—যে স্নেহ দ্বারা দুঃখ ও সুখ হয়, তাহাকে রাগ বলে। যে প্রণয় গাঢ়তাবশতঃ কৃষ্ণসঙ্গাদিতে অধিকতর দুঃখকেও চিত্তে সুখরূপে অনুভব করায়, তাহাকে রাগ বলে। অনুরাগ—যে রাগ প্রিয়কে নব নব করে, তাহাকে অনুরাগ বলে। যে রাগ গাঢ়তা-বশতঃ নবনবায়মান হইয়া প্রিয়তম সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও নবনবায়মান রূপে অনুভব করায়, তাহাকে অনুরাগ বলে। ভাব—অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয় বৃত্তি হয়, তখন সেই অনুরাগ স্বসংবেদ্য দশা অর্থাৎ মহাভাবোন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তবে ভাব নামে অভিহিত হয়। মহাভাব—শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবর্গের এই ভাব অতিশয় দুর্লভ। ব্রজদেবীমাত্রসংবেদ্য এই ভাবকে মহাভাব বলে।

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর (১)॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ীভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব (২)॥

(১) যৈছে—যেমন। খণ্ড—সার, খাড়। শর্করা—দলুয়া। সিতা—চিনি। ইক্ষুবীজ যেমন উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া ইক্ষু আদি রূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ রতি উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব ইহারা সকলেই প্রেমের বিলাস, এই হেতু প্রেম শব্দে অভিহিত হয়। মিছরি—স্থানীয় ভাব। উত্তম মিছরি—স্থানীয় মহাভাব। যেমন মিশ্রির দ্বিবিধ ভেদ, তেমনি ভাব ও মহাভাব ভেদে ভাব দ্বিবিধ।

(২) এই সব—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব। স্থায়িভাব—যে অবিরুদ্ধ (হাস্যাদি) এবং বিরুদ্ধ (ক্রোধাদি) ভাবসকল নিজ বশে আনিয়া সুরাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়িভাব বলে। এই ভক্তি প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়িভাব বলে। বিভাব—যাহাতে এবং যদ্দ্বারা রত্যাদির বিবেচনা হয়, তাহাকে বিভাব বলে। এই বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন বিভাব। রত্যাদি যাহাতে বিভাবিত হয়, তাহাকে আলম্বন বিভাব বলে এবং যদ্দ্বারা রত্যাদি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। রতির বিষয়ও আবার আলম্বন ভেদে দুই প্রকার। এক শ্রীকৃষ্ণ আর তদ্ভক্ত, তন্মধ্যে রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়াবলম্বন বলে, আর রতির আধার অন্তরঙ্গ ভক্ত অর্থাৎ রতির মূল পাত্র কৃষ্ণভক্ত অর্থাৎ লীলা পরিকরকে আশ্রয়াবলম্বন বলে। উদ্দীপন—যে রত্যাদি ভাবকে (রতি অবধি নবভাব পর্য্যন্ত) উদ্দীপ্ত করে, তাহাকে উদ্দীপন বলে। সেই উদ্দীপন এই শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, বেশ, স্মিত (মন্দহাস্য), অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, বৃন্দাবনাদি ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং একাদশী প্রভৃতি ইহারা উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব—(ক) চিত্তস্থ ভাবের অববোধক যে বহির্ব্বিকারপ্রায়, তাহাকে উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব বলে। (খ) চিত্তগত ভাবের জ্ঞাপক কার্য্যকে অনুভাব বলে। নৃত্য, বিলুণ্ঠন (গড়াগড়ি), গীত, উচ্চরব (চীৎকার), গাত্র-মোটন (গা মোড়ামুড়ি), হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাই), শ্বাসবাহুল্য, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস (বিকৃত অট্টহাস্য), ঘূর্ণা ও হিক্কা প্রভৃতি।

(৩) সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দেখি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর॥
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার (৪)।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥

(৩) সাত্ত্বিক ভাব—কৃষ্ণসম্বন্ধী সাক্ষাৎ ভাব-দ্বারা বা কিঞ্চিৎ ব্যবধান ভাব দ্বারা আক্রান্ত-চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন (অর্থাৎ স্বতঃই প্রবৃত্ত) যে ভাব, তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য (বর্ণবিকৃতি), অশ্রু ও প্রলয়, (শরীরের চেষ্টা ও জ্ঞানের অভাব) ভেদ। সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার।

* ব্যভিচারীভাব—বাক্য, অঙ্গ ও সত্ত্ব ইহাদের দ্বারা জ্ঞাপ্য যে ভাব, তাহাকে ব্যভিচারী ভাব বলে। বিশেষরূপ অভিমুখ হইয়া স্থায়িভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী বলা হয়। ইহা সকলপ্রকার ভাবের গতিকে সঞ্চার করে বলিয়া ইহাকে সঞ্চারী ভাবও বলে। যাহারা বাক্য, অঙ্গ (ভ্রূনেত্রাদি) এবং সত্ত্ব (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব) দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতে থাকে, তাহারা ব্যভিচারী ভাব। অমৃত বারিধিতে তরঙ্গের ন্যায় ব্যভিচারিভাব স্থায়িভাবে উন্মগ্ন হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করে এবং নিমগ্ন হইয়া তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জড়তা, ব্রীড়া, অবহিত্থা (আকার গোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ এই সকল ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বলে।

(৪) পঞ্চ পরকার—অর্থাৎ ভক্ত পঞ্চবিধ, সুতরাং রতিও পঞ্চবিধ। বস্তুতঃ রতি এক, ভক্ত-ভেদে পঞ্চ প্রকার প্রকাশিত হয়।

শান্তরতি—প্রায় শমপ্রধান ব্যক্তিদিগের পরমাত্মজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধরহিত জাত যে রতি, তাহাকে শান্তরতি বলে। (খ) যাহা

বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি-রস পঞ্চ ভেদ (১)॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম (২)
কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া মনের নিজানন্দে অবস্থিতি হয়, সেই ভাবকে শম বলে।

দাস্যরতি—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে আপনাকে ন্যূন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা হরির অনুগ্রাহ্য (অর্থাৎ দাস)। এই দাসদিগের 'কৃষ্ণ আমাদিগের আরাধ্য' এই জ্ঞানে যে প্রীতিরতি, তাহার নাম দাস্যরতি।

সখ্যরতি—যাঁহারা হরির তুল্য বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে সখা বলে। এই সখাদিগের শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাসময়ী যে রতি, তাহাকে সখ্যরতি বলে। (অসঙ্কোচে পরিহাস এবং উচ্চ হাস্যাদি তাহার কার্য্য)।

বাৎসল্যরতি—যাঁহারা হরির গুরু বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন, তাঁহারাই পূজ্য (মাতাপিতা প্রভৃতি)। তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অনুগ্রহময়ী যে রতি, তাহাকে বাৎসল্যরতি বলে। (লালন, শুভাশীর্ব্বাদ এবং চিবুকস্পর্শনাদি তাহার চেষ্টা)।

মধুর রতি—হরি এবং তৎপ্রেয়সীদিগের পরস্পর সম্ভোগের আদি কারণ যে রতি, তাহার নাম প্রিয়তা বা মধুররতি। (কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গী, প্রিয়বাণী এবং মন্দহাস্য প্রভৃতি তাহার চেষ্টা)।

(১) পঞ্চ বিভেদ—পঞ্চ প্রকার। পঞ্চ ভেদ—পঞ্চবিধ।

(২) শান্ত—শান্তভক্তিরস। পূর্ব্বকথিত শান্তিরতি স্বযোগ্য বিভাবাদিতে মিলিত হইয়া শমীদিগের হৃদয়ে শ্রবণাদিকর্তৃক চমৎকাররূপে পুষ্ট হইয়া শান্তভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। এই শান্তভক্তিরসে পরমাত্মা পরব্রহ্মাদিরূপে প্রতীয়মান চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহে লব্ধরতি আত্মারাম মুনিরা (সনকাদি) এবং যাঁহারা মুক্তিলাভার্থ ভজন করেন, সেই তপস্বিগণ আশ্রয়ালম্বন। মহোপনিষদশ্রবণ এবং নির্জ্জনস্থানসেবন প্রভৃতি উদ্দীপন।

দাস্য—দাস্যভক্তিরস। ইহাকেই প্রীতিভক্তিরস বলে। প্রীতিরতি আত্মোচিতবিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া প্রীতিভক্তিরস হয়। এই প্রীতিভক্তিরসে ব্রজে দ্বিভুজ এবং অন্যত্র দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ ভগবান্ পরমারাধ্য এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। হরিদাস-বিশেষাদি আশ্রয়ালম্বন। ভগবানের চরণরজঃ এবং ভুক্তাবশিষ্টের প্রাপ্তি ও তাঁহার ভক্তসঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন, তাঁহার ভক্তে মৈত্রী, তাঁহাতে অতিশয় নিষ্ঠা প্রভৃতি এবং পূর্ব্বোক্ত নৃত্য-গীতাদি যথাসম্ভব অনুভাব। শম, মদ, ত্রাস, অপস্মার আলস্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া এবং নিদ্রা ভিন্ন ব্যভিচারী ভাব।

সখ্য—সখ্যভক্তিরস। ইহাকেই প্রেয়ান ভক্তিরস বলে। স্থায়ী ভাব সখ্যরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে প্রেয়ান্ ভক্তিরস বলে। এই রসে বিবিধ ভাষাবেত্তা, সুবেশ, অতিশয় বলবান্, দয়ালু, বীরচূড়ামণি, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, সুধী এবং অন্য বিবিধ গুণশালী পূর্ব্ববৎ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণের বয়স্যগণ আশ্রয়ালম্বন। বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নর্ম্ম, বিক্রম এবং তাঁহার প্রেষ্ঠজন প্রভৃতি উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, বাহুবাহাদি, কেলি এবং পরিহাসাদি অনুভাব। সমস্ত সাত্ত্বিকভাব। উগ্রতা, ত্রাস এবং আলস্য ভিন্ন সমস্ত ব্যভিচারী।

বাৎসল্য—বৎসলভক্তিরস। স্থায়ী ভাব বাৎসল্যরতি বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্ট হইলে, তাহাকে বৎসলভক্তিরস বলে। শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্ব্ববিধ সুলক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বচন, সরল, সলজ্জ, বিনয়ী, মান্যমানকারী, দাতা এবং অন্য গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এই বৎসলরসে বিষয়ালম্বন। মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজন আশ্রয়ালম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব-চাপল্য, জল্পিত এবং অল্পহসিত প্রভৃতি উদ্দীপন। মস্তকঘ্রাণ, কর দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আদেশ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশদানাদি অনুভাব। এই বৎসলরসে নয়টি সাত্ত্বিক, স্তম্ভাদি অষ্ট এবং স্তন্যস্রাব। অপস্মার এবং প্রীত্যুক্ত ব্যভিচারী ভাব।

মধুর—মধুরভক্তিরস। স্থায়ী ভাব মধুর রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে মধুরভক্তিরস বলে। অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, লীলা এবং বৈদগ্ধ্যের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। নবজলধর, ময়ূরপুচ্ছ, মুরলীধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন। স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। আলস্য ও উগ্রতাভিন্ন নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী ভাব।

হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়(১)
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয় ॥

(১) হাস্য—হাস্যভক্তিরস। অগ্রে বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইয়া হাস্যভক্তিরস হয়। এই হাস্যভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণসদৃশ চেষ্টাশালী বৃদ্ধ এবং শিশু প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের তদুপযুক্ত বচন, বেশ এবং চরিতাদি উদ্দীপন। নাসা, ওষ্ঠ এবং গণ্ডস্থলের বিকম্পনাদি অনুভাব। হর্ষ, আলস্য এবং অবহিথা প্রভৃতি ব্যভিচারী। হাসরতি স্থায়ী ভাব। 'হাসরতি'—বাক্য, বেশ, এবং চেষ্টা প্রভৃতির বিকৃতিবশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস বলে। নয়নের বিকাশ এবং নাসা, ওষ্ঠ, কপোলের স্পন্দনাদি তাহার চেষ্টা। কৃষ্ণসম্বন্ধী চেষ্টাজনিত হাস স্বয়ং সঙ্কুচিত কৃষ্ণরতিকর্তৃক অনুগৃহীত হইলে, তাহাকে হাসরতি বলে।

অদ্ভুত—অদ্ভুতভক্তিরস। সেই বিস্ময়রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া, অদ্ভুতভক্তিরস হয়। এই অদ্ভুত-ভক্তিরসে লোকাতীত ক্রিয়া হেতু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। সর্ব্ববিধ ভক্তই আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষাদি উদ্দীপন। নেত্রবিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু এবং পুলকাদি অনুভাব। আবেগ, হর্ষ এবং জড়তা প্রভৃতি ব্যভিচারী। বিস্ময়রতি স্থায়ী ভাব। 'বিস্ময়রতি'—লোকোত্তরার্থ দর্শনাদি হেতু চিত্তের বিস্তৃতিকে বিস্ময় বলে। নেত্রবিস্তার, সাধুবাদ এবং পুলকাদি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে নিষ্পন্ন বিস্ময়কে বিস্ময়-রতি বলে।

বীর—বীরভক্তিরস। স্থায়ী ভাব উৎসাহরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া, বীরভক্তিরস হয়। এই বীরভক্তিরসে যুদ্ধবীরাদি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, তাদৃশ সুহৃত্তমাদি আশ্রয়ালম্বন। আত্মশ্লাঘা, বাহ্বাস্ফোটন, স্পর্দ্ধা, বিক্রম এবং অস্ত্রগ্রহণাদি প্রতিযোধস্থ হইলে, উদ্দীপন হয়। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাব। গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, মতি, হর্ষ, অবহিথা, অমর্ষ, ঔৎসুক্য, অসূয়া এবং স্মৃতি প্রভৃতি ব্যভিচারী। উৎসাহরতি স্থায়ীভাব। 'উৎসাহরতি'—যাহার ফল সাধুগণের শ্লাঘাযোগ্য সেই যুদ্ধাদি কর্ম্মে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে। কালবিলম্বের অসহন ধৈর্য্যত্যাগ এবং উদ্যম প্রভৃতি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সিদ্ধ এই উৎসাহকে উৎসাহরতি বলে।

করুণ—করুণভক্তিরস। শোকরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া, করুণভক্তিরস নামে অভিহিত হয়। এই করুণ-ভক্তিরসে অনিষ্ট-প্রাপ্তির আস্পদরূপে বেদ্য শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ভক্ত এবং অপ্রাপ্ত-ভগবদ্ভক্তিসুখ ভক্ত বন্ধুগণ বিষয়ালম্বন। সেই সেই কৃষ্ণাদির অনুভবকর্ত্তা আশ্রয়ালম্বন। উহাদিগের কর্ম্ম, গুণ এবং রূপাদি উদ্দীপন। মুখশোষ, বিলাপ, স্রস্ত-গাত্রতা, শ্বাস, ক্রোশন (চীৎকার), ভূপাত, ঘাত এবং উরস্তাড়নাদি অনুভাব। অষ্ট সাত্ত্বিক, জড়তা, নির্ব্বেদ, গ্লানি, দৈন্য, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল্য, উন্মাদ, মৃত্যু, আলস্য, অপস্মার, ব্যাধি এবং মোহ প্রভৃতি ব্যভিচারী। শোকতাংশে পরিণতা রতি শোকরতি; সেই শোকরতিই স্থায়ী ভাব। 'শোকরতি'—ইষ্টবিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে। বিলাপ, ভূমিপতন, দীর্ঘনিশ্বাস, মুখশোষ এবং ভ্রমাদি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বরীতি-অনুসারে নিষ্পন্ন এই শোককে শোক-রতি বলে। শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দঘন হইলেও প্রেমবিশেষবশতঃ অনিষ্ট-প্রাপ্তির আশ্রয় বলিয়া বেদ্য হন।

রৌদ্র—রৌদ্রভক্তিরস। ক্রোধরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে পুষ্ট হইলে, তাহাকে রৌদ্ররস বলে। এই রৌদ্ররসে কৃষ্ণ, তাঁহার হিত ও অহিত এই ত্রিবিধ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণবিষয়ে সুখী ও জরতী প্রভৃতি হিত ও অহিত বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ভক্তই আশ্রয়ালম্বন। সোল্লুণ্ঠহাস (ঠাট্টার সহিত হাস্য), বক্রোক্তি, কটাক্ষ এবং অনাদর প্রভৃতি উদ্দীপন। হস্তনিষ্পেষণ, দন্তঘট্টন, রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠদংশন, অতিশয় ভ্রূকুটী, ভুজাস্ফালন ও ভুজতাড়ন (তাল ঠোকা), মৌন, নতাস্যতা (ঘাড় হেঁট করা), দীর্ঘনিশ্বাস, ভগ্ন-দৃষ্টিতা, ভর্ৎসন, মস্তকবিধূতি (মাথা কাঁপান), নয়নপ্রান্তে ঈষৎ রক্তচ্ছবি, ভ্রূভেদ এবং অধরকম্প প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাব। আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ, মোহ, চাপল্য, অসূয়া, উগ্রতা, অমর্ষ এবং শ্রম প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। ক্রোধরতি স্থায়ী ভাব। 'ক্রোধরতি'—প্রতিকূলতাদিজনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে। নিষ্ঠুর বচন, ভ্রূকুটী এবং নেত্রলৌহিত্যাদিরূপ ইহার বিকার-চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে নিষ্পন্ন ক্রোধকে ক্রোধরতি বলে।

বীভৎস—বীভৎসভক্তিরস। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত জুগুপ্সা রতিকে পণ্ডিতগণ

পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত মনে।
সপ্ত গৌণ (১) আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥

বীভৎসভক্তিরস বলেন। এই বীভৎসভক্তিরসে আশ্রিত (শরণাগত, জ্ঞানিচর এবং সেবানিষ্ঠ দাসভক্ত) এবং শান্তাদি ভক্ত বিষয় ও আশ্রয় আলম্বন। নিষ্ঠীবন, বক্ত্র-কুণন (অর্থাৎ মুখ বাঁকা করা ইত্যাদি), ঘ্রাণসংবৃতি, ধাবন, কম্প, পুলক এবং প্রস্বেদ প্রভৃতি অনুভাব। গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্ব্বেদ, দৈন্য, বিষাদ, চাপল্য, আবেগ এবং জড়তা প্রভৃতি ব্যভিচারী। জুগুপ্সারতি স্থায়ী ভাব। 'জুগুপ্সারতি'—অহৃদ্য বস্তুর অনুভব-জনিত চিত্তনিমীলনকে জুগুপ্সা বলে। নিষ্ঠীবন, মুখ-কৌটিল্য এবং কুৎসনাদি তাহার ক্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণরতিকর্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্সাকে জুগুপ্সা-রতি বলে।

ভয়—ভয়ানকভক্তিরস। বক্ষ্যমাণ স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত ভয়রতিকে পণ্ডিতগণ ভয়ানকভক্তিরস বলেন। এই ভয়ানক-ভক্তিরসে অনুকম্পনীয় এবং সাপরাধ শ্রীকৃষ্ণেরও যাঁহারা স্নেহবশতঃ অনিষ্ট-প্রাপ্তি দেখিতেছেন, তাঁহারা আলম্বন। ভ্রূকুটী প্রভৃতি উদ্দীপন। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, ফিরে দেখা, আপনাকে গোপন করা, উদ্‌ঘূর্ণা, রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ এবং চীৎকার প্রভৃতি অনুভাব। অশ্রু ভিন্ন সর্ব্ববিধ সাত্ত্বিক, ত্রাস, মরণ, চপলতা, আবেগ, দৈন্য, বিষাদ, মোহ, অপস্মার এবং শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারী। ভয়রতি স্থায়ীভাব। 'ভয়রতি'—পাপ এবং ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে। আত্মগোপন, হৃচ্ছোষ, পলায়ন এবং ভ্রমাদি ইহার ক্রিয়া। পূর্ব্বনিয়ম-অনুসারে নিষ্পন্ন এই ভয়কে ভয়রতি বলে।

(১) গৌণ—গৌণভক্তিরস। স্বয়ং সঙ্কোচময়ী রতি আলম্বনের উৎকর্ষজনিত যে ভাব-বিশেষকে প্রকট করে, তাহাকে গৌণরতি বলে। এই গৌণ-ভক্তিরস হাস্যাদি সাতটী উক্ত শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ উক্ত শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তে হাস্যাদি সাতটী গৌণ রস হয়। এখানে বলা হইল এই যে, শান্তাদি পাঁচটী মুখ্য (প্রধান) ভক্তিরস, আর হাস্যাদি সাতটী গৌণ (অপ্রধান) ভক্তিরস, এই বারটী ভক্তিরসের আশ্রয় শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ত।

শান্তভক্ত নব-যোগেন্দ্র (২) সনকাদি (৩) আর।
দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন (৪)।
বাৎসল্য ভক্ত পিতা মাতা যত গুরুজন॥
মধুর রসে মুখ্য ভক্ত ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥
পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা কেবল ভেদ আর॥
(৫) গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে (৬) ঐশ্বর্য্য-প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
শান্ত দাস্য রহে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুররসে সঙ্কোচন (৭)॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥

যেমন শান্তা রতি স্ব স্ব আধার হইতে কখনই চ্যুত হয় না, তদ্রূপ হাস্যাদি নয়। হাস্যাদি কৃষ্ণ-লীলাদির অনুসারে কিয়ৎকাল কোন কোন ভক্তে স্থায়ী হইয়া থাকে, এই কারণে অর্থাৎ আগন্তুক বলিয়া হাস্যাদি সপ্ত গৌণরস।

(২) নব-যোগেন্দ্র—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস, করভাজন।—এই নয়টী নব-যোগেন্দ্র।

(৩) সনকাদি—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারিজন ব্রহ্মার মানসপুত্র। শান্তরসের ভক্ত নব-যোগেন্দ্রাদি। দাস্যরসের ভক্ত সর্ব্ব সেবকগণ।

(৪) সখ্যরসের ভক্ত বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীদামাদি আর দ্বারকা-লীলায় ভীম ও অর্জ্জুন।'

(৫) "গোকুলে কেবলা রতি" ইত্যাদি—যে রতিতে (অর্থাৎ যে ভাবে) ঐশ্বর্য্যগন্ধ নাই, কেবল নিজের মমতাময় সম্বন্ধ সর্ব্বদা স্ফুরিত হয়, তাহার নাম কেবলা রতি। অন্য রতির গন্ধ-বিহীন যে রতি, তাহার নাম কেবলা।

(৬) পুরীদ্বয়ে—মথুরা ও দ্বারকায়।

(৭) ঐশ্বর্য্য কখন শান্ত ও দাস্যরসে উদ্দীপন হয়, অর্থাৎ তাহার সঙ্কোচ করে না; কিন্তু বাৎসল্য ও সখ্য এবং মধুরকে সঙ্কুচিত করে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৪ অং ৩৫ শ্লোকঃ

দেবকী বসুদেবশ্চ
বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ
সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—দেবকী বসুদেবশ্চ কৃতসংবন্দনৌ (কৃতপ্রণামৌ) পুত্রৌ (শ্রীকৃষ্ণবলদেবৌ) জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) শঙ্কিতৌ (ভীতৌ সন্তৌ) ন সস্বজাতে (আলিঙ্গিতবন্তৌ)।

অনুবাদ।—দেবকী ও বসুদেব অগ্রে প্রণত-পুত্র রাম-কৃষ্ণকে জগদীশ্বর জানিয়া শঙ্কাবশতঃ তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে করিতে পারেন নাই ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য (১) ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ একাদশাধ্যায়ে একচত্বারিংশদ্বাচত্বারিংশৌ শ্লোকৌ

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥
যচ্চাপহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহার-শয্যা-সন-ভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—[এবমর্জ্জুনঃ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং স্বসখায়ম্ শ্রীকৃষ্ণং বিলোক্য সংস্তুত্য প্রণম্য চ স্বসখ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রকৃতদনুরূপমনুনয়তি]। হে অচ্যুত তব ইদং মহিমানম্ অজানতা ময়া প্রমাদাৎ (ভ্রমবশাৎ) প্রণয়েন (প্রীত্যা) বা অপি সখা ইতি মত্বা প্রসভং (সহসা) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইতি যদুক্তং যৎ চ বিহার-শয্যা-সনভোজনেষু অপহাসার্থং (পরিহাসায়) একঃ অথবা তৎসমক্ষম্ অসংকৃতঃ অসি, অহম্ অপ্রমেয়ম্ (অচিন্ত্যপ্রভাবং) ত্বাং ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি)।

অনুবাদ।—তোমার মহিমা না জানাতে আমি তোমাকে সখা বলিয়া মনে করিয়া হঠাৎ হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! প্রভৃতি যে সকল সম্বোধন করিয়াছি; এবং বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন-সময়ে একাকী অথবা বন্ধুজনের সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে যে কিছু অসৎকার করিয়াছি, অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৬০ অং ২৩ শ্লোকঃ

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—সুদুঃখ-ভয়-শোক-বিনষ্টবুদ্ধেঃ (অত্যন্ত-দুঃখজনিত-ভয়শোকাভ্যাম্ বিনষ্টা বুদ্ধির্যস্যাঃ তস্যাঃ) তস্যাঃ (রুক্মিণ্যাঃ) শ্লথদ্বলয়তঃ (শ্লথন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ) হস্তাৎ ব্যজনং পপাত। বিক্লবধিয়ঃ (হতবুদ্ধেস্তস্যাঃ) দেহঃ চ সহসা এব মুহ্যন্ কেশান্ প্রবিকীর্য্য (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্য) বাতবিহতা (বায়ুতাড়িতা) রম্ভা ইব পপাত।

অনুবাদ।—[একদা শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে রুক্মিণীকে অন্য প্রণয়ীর সন্ধান করিতে বলিলে] অতিশয় দুঃখ, ভয় এবং শোকে হতবুদ্ধি সেই রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় ও ব্যজন পতিত হইয়াছিল। আর বুদ্ধিবৃত্তি অবশ হওয়ায় তাঁহার দেহও সহসা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া, কেশ বিস্তার করতঃ বাতাহত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥

কেবলার শুদ্ধপ্রেমা ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজসম্বন্ধ সে মানে (২)॥

(১) ধার্ষ্ট্য—প্রগলভতা।

(২) কেবলা রতির এই রীতি যে, তদ্বিশিষ্ট জন ঐশ্বর্য্য দেখিলেও আপন পুত্রাদি সম্বন্ধই মানে। তবে কিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানা রতিতে ঐশ্বর্য্য দেখিলে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, আর কেবলা রতিতে ঐশ্বর্য্য দেখিলে ঈশ্বর বলিয়া না মানিয়া আপন পুত্রাদি করিয়াই মানে।
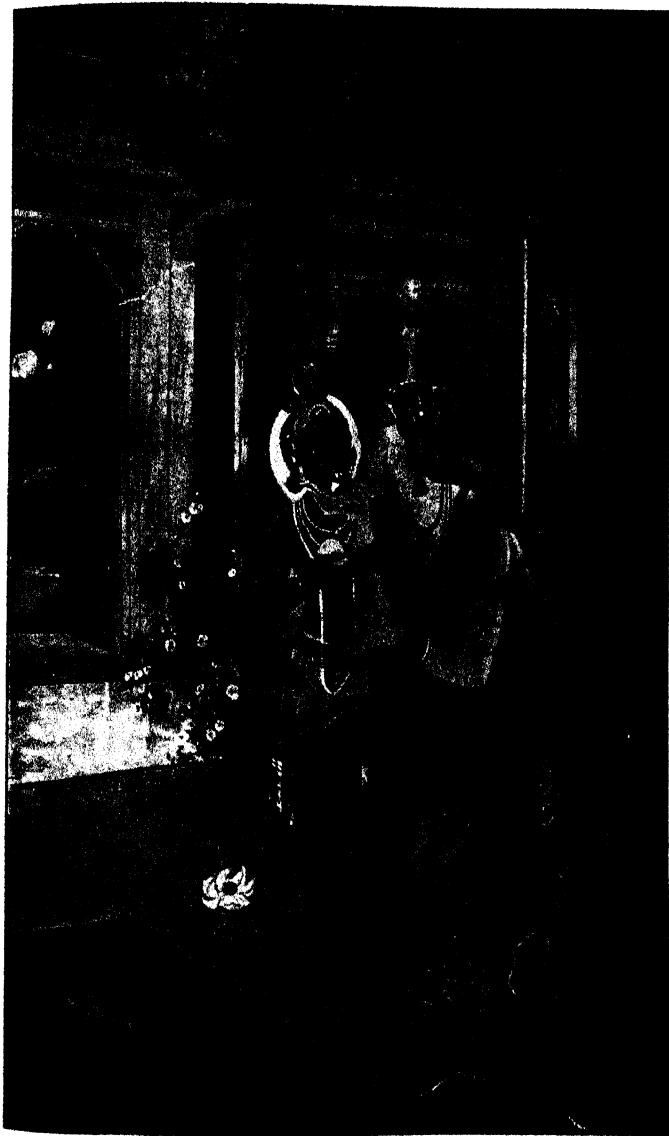
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥
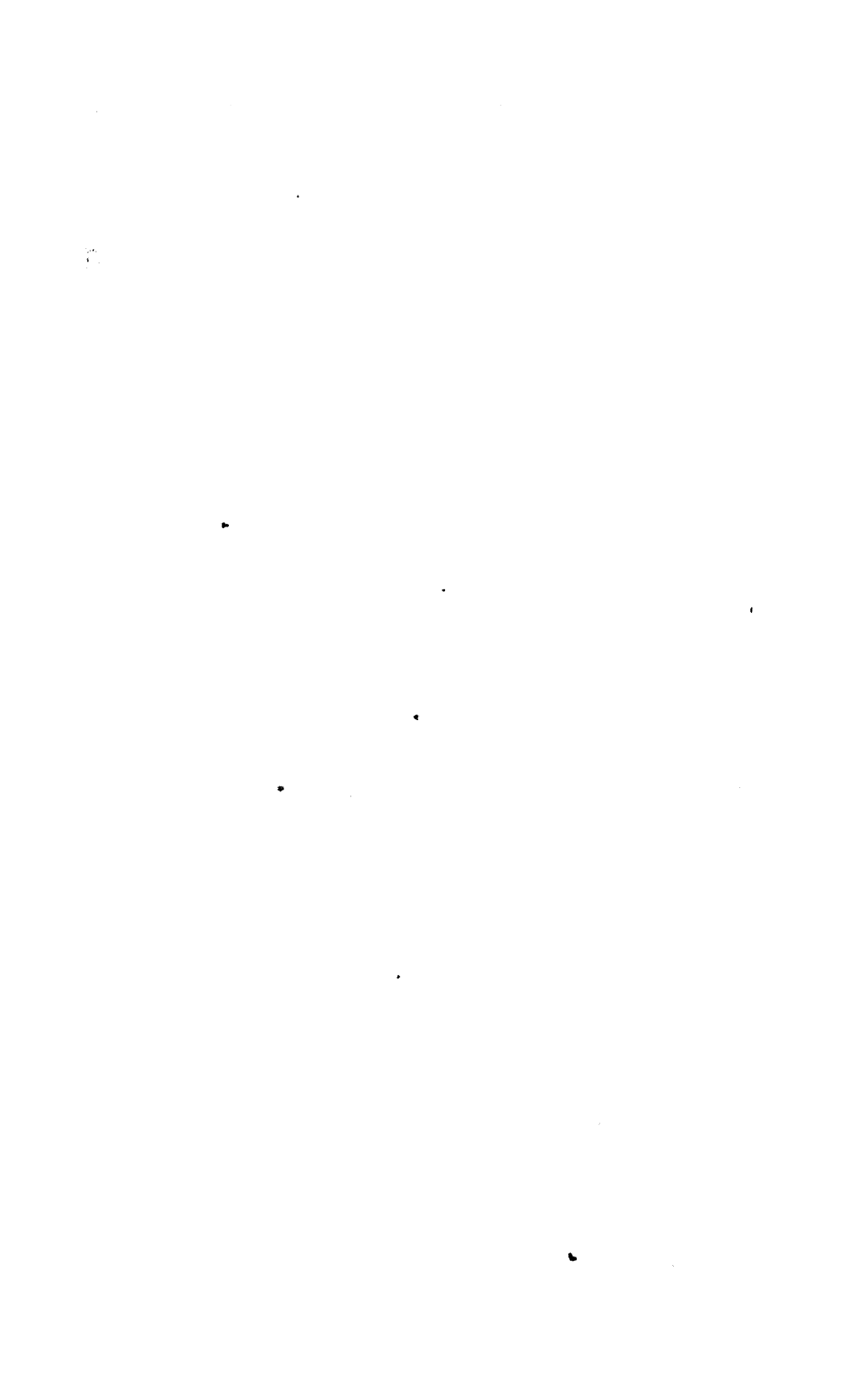
তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশঃ শ্লোকঃ

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ
সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং
হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—ত্রয্যা (বেদত্রয়ৈঃ) চ উপনিষদ্ভিঃ চ সাংখ্যযোগৈঃ চ সাত্বতৈঃ (ভক্তিশাস্ত্রৈঃ) উপগীয়মানমাহাত্ম্যং (উপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্য তং) হরিং সা (যশোদা) আত্মজং (স্বতনয়ম্) অমন্যত।

অনুবাদ।—বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে ইন্দ্রাদিরূপে, উপনিষদে ব্রহ্মরূপে, সাংখ্যে পুরুষরূপে, যোগে পরমাত্মরূপে এবং সাত্বতে (অর্থাৎ পঞ্চ-রাত্রাগমে ভগবান্‌রূপে যাঁহার মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিদ্‌রূপে গান করে, সেই হরিকে যশোদা আপন পুত্র বলিয়া মানিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯ অং ১২ শ্লোকঃ

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং
মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলুখলে দাম্না
ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—গোপিকা (যশোদা) অব্যক্তং (জড়েন্দ্রিয়াদেরবিষয়ম্) মর্ত্ত্যলিঙ্গং (গৃহীতমানুষদেহম্) অধোক্ষজম্ (অধঃকৃতম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জনিত-জ্ঞানং যেন) তং (কৃষ্ণম্) আত্মজং মত্বা প্রাকৃতং যথা (ইব) দাম্না (রজ্জ্বা) উলূখলে (উদূখলে) ববন্ধ।

অনুবাদ।—গোপী যশোদা, সেই নরাকারে প্রতীয়মান ইন্দ্রিয়জ্ঞানজনিতবুদ্ধিবিনাশকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আপন পুত্র মানিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১৮ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকঃ

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্
শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ
প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ সন্ শ্রীদামানং, ভদ্রসেনঃ চ বৃষভং, প্রলম্বঃ রোহিণীসুতং (বলদেবম্) উবাহ।

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ খেলায় পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব (গোপবালকবেশী কপটী অসুর) রোহিণীনন্দনকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩০ অং ৩২ শ্লোকঃ

ততো গত্বা বনোদ্দেশং
দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং
নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৩২ (১)

অন্বয়।—ততঃ বনোদ্দেশং (বনপ্রদেশবিশেষং) গত্বা দৃপ্তা (গর্ব্বিতা রাধিকা) কেশবমব্রবীৎ অহং চলিতুং ন পারয়ে (শক্নোমি) যত্র তে মনঃ (অভিলাষঃ) মাং নয়।

অনুবাদ।—[রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া প্রস্থান করিলে] অনন্তর সেই গোপী (শ্রীরাধিকা) বনবিশেষে গমনানন্তর গূঢ় গর্ব্বিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, সেইখানে আমাকে (ক্রোড়ে করিয়া) লইয়া চল ॥ ৩২ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৩১ অং ১৬ শ্লোকঃ

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥৩৩

অন্বয়ঃ।—অচ্যুত, গতিবিদঃ (অস্মদাগমনোদ্দেশ্যং জানতঃ) তব উদ্গীতমোহিতাঃ (উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ) 'বয়ং' পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য (অনাদৃত্য) তে (তব) অন্তি (নিকটম্) আগতাঃ, কিতব (শঠ) নিশি কঃ যোষিতঃ ত্যজেৎ।

অনুবাদ।—হে অচ্যুত! পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বান্ধব প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করতঃ তোমার উচ্চ

(১) কোন কোন পুস্তকে এইভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ।
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ॥
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥

গীতে মোহিত হইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আগমনের উদ্দেশ্যও অবগত আছ; অতএব হে কপট! রাত্রিকালে স্বয়ং সমাগত কামিনী-দিগকে কে পরিত্যাগ করে? (অর্থাৎ কেহই করে না)॥ ৩৩॥

শান্তরসে স্বরূপ বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা।
"শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" এই শ্রীমুখ-গাথা॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্ত-ভক্তিরসলহর্য্যাম্ একবিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে-
রিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধে-
রেতাং শান্তরতিং বিনা॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা) শমঃ ইতি শ্রীভগবদ্বচঃ (উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্) এতাং শান্তরতিং বিনা বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা (ভগবন্নিষ্ঠা) দুর্ঘটা।

অনুবাদ।—বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠতার নাম শম, এইটা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। অতএব বুদ্ধির ঐ নিষ্ঠাটী এই শান্তরতি ব্যতীত দুর্ঘট (অর্থাৎ হয় না)॥ ৩৪॥

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার(১) কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত, এক জানি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কং ১৭ অং ২৪ শ্লোকঃ

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ৩৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৯ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ৩৫॥

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে (২)॥

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন (৩)।
পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ-জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে (৪)॥
ঈশ্বরজ্ঞানে সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান (৫) সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন (৬)॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥

(১) কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ—অন্য বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেই এক বাসনা—এইটী শান্তিরতির কার্য্য। অতএব কার্য্যদ্বারা শান্তিরতি অনুমিত হয় বলিয়া শান্ত,—শান্তি-রতির আশ্রয়কে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জানি।

(২) ভূতগণে—বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে।

(৩) শান্তের স্বভাব ইত্যাদি—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তাঁর দাস ইত্যাদি প্রকার কোন সম্বন্ধলেশ নাই, কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দ-ময় স্বরূপ ও চিদৈশ্বর্য্য অনুভব করিয়া কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও তদিতর বস্তুতে তৃষ্ণাত্যাগী হয়।

(৪) ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান দাস্যে (অর্থাৎ দাস্যরসে) হয়, সুতরাং শান্তরস অপেক্ষা প্রভু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে মমতা দাস্যরসের কার্য্য। কিন্তু সেই প্রভু বলিয়া মমতার মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞান নিমিত্ত প্রচুর সম্ভ্রম হয়। সম্ভ্রম সময়ে অভীষ্ট সেবাবিষয়ে সঙ্কোচ জন্মিয়া থাকে।

(৫) বিশ্রম্ভ—সঙ্কোচবিহীন পরস্পর সর্ব্ব-প্রকারে আপনার যে অভেদ প্রতীতি, তাহার নাম বিশ্রম্ভ।

(৬) চিন—চিহ্ন।

সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্থ ১৬ বিলাসে
৯৯ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনম্

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তাং শতাবৃত্তি বন্দে॥৩৬

অন্বয়ঃ।—ইতি ঈদৃক্-স্বলীলাভিঃ স্বঘোষং (স্বস্থ প্রেমবতঃ গোপাদীন্) আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং তদীয়েশিতজ্ঞেষু (ভগবদৈশ্বর্য্যপরেষু ভক্তেষু) ভক্তৈঃ জিতত্বং (আত্মনঃ ভক্তবশ্যতাম্) আখ্যাপয়ন্তং (প্রথয়ন্তং) ত্বাং প্রেমতঃ শতাবৃত্তি (শতবারান্) পুনঃ বন্দে।

অনুবাদ।—যে তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) এবংবিধ দামোদরলীলা ও বাল্যলীলা দ্বারা ব্রজবাসী প্রাণিমাত্রকে আনন্দসরোবরে নিমগ্ন করিতেছ, এবং ভগবৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগকে—আমি ভক্তপরাজিত—ইহাই জানাইতেছ, আমি ভক্তিদ্বারা পুনর্ব্বার সেই তোমাকে শত শত বার বন্দনা করি॥ ৩৬॥

মধুর-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ (১)॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এই দুই ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে॥

এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন॥
আজ্ঞা হয় আইসো মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে॥
প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকটে আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাহাঞি পড়িলা॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র(২)তাঁরে ঘরে লৈয়া গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিয়া গ্রামের বাহিরে আসি॥
রাত্রে তিঁহো স্বপ্ন দেখে প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা॥
তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা॥
নিজঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্য চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায়ে ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি॥
যাবৎ হইবে তোমার কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব॥
এত জানি তার ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার।
বাসা নিষ্ঠা (৩) করিল চন্দ্রশেখরের ঘর॥

(১) সমস্ত ভক্তিরসের গুণ মধুরভক্তিরসে পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণনিষ্ঠা শান্তির গুণ, লালন-মমতাধিক্য বাৎসল্যের গুণ, নিজাঙ্গ দিয়া সেবা নিজগুণ, এই পাঁচটী মধুর রসের গুণ।

(২) বল্লভ ভট্ট।
(৩) বাসা নিষ্ঠা—বাসস্থান স্থির।

মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন॥
শ্রীরূপ উপরে প্রভুর যৈছে কৃপা হৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল॥
শ্রদ্ধা করি এই কথা যেই জন শুনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহোনাম উনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্
ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং বন্দে (নমস্করোমি) যৎপ্রসাদাৎ নীচোঽপি ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ (ভক্তিশাস্ত্রলেখকঃ) স্যাৎ।

অনুবাদ।—যাঁহার প্রসাদে নীচব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে সমর্থ হয়; অনন্ত ও আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যশালী সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে বন্দনা করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এথা গৌড়ে বন্দিশালে আছে সনাতন।
শ্রীরূপ গোঁসাঞির পত্রী আইল তখন॥
পত্রী পেয়ে সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর (১) মহাপুণ্যবান্।
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজধন দিয়া।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোঁসাঞা॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর তার প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়ে কিন্তু করি রাজভয়॥
সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউটি (২) আইসয়॥
তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকটে গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল।
দাঁড়ুকা (৩) সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল॥
কিছু ভয় নাহি আমি এ দেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥
তথাপি যবনমন প্রসন্ন না দেখিল।
সাতহাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া॥
গড়িদ্বার পথ (৪) ছাড়িল নারে তাহা যাইতে।
রাত্রি দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে (৫)॥
তথা এক ভূমিক (৬) হয় তার ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমায় মিনতি করিলা॥

(১) জিন্দাপীর—জীবিত সিদ্ধপুরুষ, তপস্যা দ্বারা ভুবনজয়ী।

(২) নেউটি—ফিরিয়া।

(৩) দাঁড়ুকা—বেড়ি, বন্ধন-শৃঙ্খল-বিশেষ।

(৪) গড়িদ্বার পথ—তৎকালে গৌড় নগরে গড়ের দ্বার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ ছিল, তাহাকে সাধারণে গড়িদ্বার পথ বলিত।

(৫) গড়িদ্বার নামক স্থানে রাজপ্রহরী থাকায় রাজবন্দী ব্যক্তি পলাইতে পারে না, সেইজন্য গড়িদ্বার পথে যাইতে না পারিয়া তৎপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতড়া নামক পর্ব্বতে যান।

(৬) ভূমিক—ভূঞানামক জাতিবিশেষ, অথবা জমীদার।

সেই ভুঁঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা (১)।
ভুঁঞা কাণে কহে সেই জানি এক কথা॥
ইহার ঠাঁই সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভুঁঞা সনাতনে কয়॥
রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজলোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদী-স্নান॥
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে॥
এই ভুঁঞা কেন মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল॥
তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়॥
শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন।
সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভুঁঞা কাছে গিয়া কহে মোহর ধরিয়া॥
এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা দেহ পার করি॥
ভুঁঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে॥
তোমা মারি মোহর লৈতাম আজিকার রাতে
ভালই করিলা তুমি ছুটিলাম পাপ হৈতে॥
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব॥
গোঁসাঞি কহে কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥
তবে ভুঁঞা চারি পাইক গোসাঞি সঙ্গে দিল
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল॥
পার হঞা গোঁসাঞি তবে পুছিল ঈশানে।
জানি কিছু শেষ দ্রব্য আছে তোমা স্থানে॥
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ।
গোঁসাঞি কহে ইহা লঞা যাহ তুমি দেশ॥
তারে বিদায় দিয়া গোঁসাঞি চলিলা একেলা
হাতে করোয়া (২) ছেঁড়া কান্থা নির্ভয় হইলা॥
চলি চলি গোঁসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত সেন নাম।
গোঁসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তাঁর সনে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাতসার স্থানে॥
টুঙ্গির উপর বসি সেই গোঁসাঞিকে দেখিল
রাত্রে একজন সঙ্গে গোঁসাঞি পাশ আইল
দুই জন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী (৩) কৈল।
বন্ধন-মোক্ষণ কথা গোঁসাঞি কহিল॥
তিঁহো কহে দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র বেশ কর, ছাড় মলিন বসনে॥
গোঁসাঞি কহে একক্ষণ একা না রহিব।
গঙ্গা পার করি দেহ এখনি চলিব॥
যত্ন করি তিঁহো এক ভোটকম্বল (৪) দিল।
গঙ্গা পার করি দিল গোঁসাঞি চলিল॥
তবে বারাণসী আইল গোঁসাঞি কত দিনে।
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে॥
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাও তাঁহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল।
কেহ হয় ? করি প্রভু তাঁহারে পুছিল॥
তিঁহো কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন, প্রভুবাক্যে কহিল আসি তাঁরে
প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ॥

(১) হাতগণিতা—যে হস্ত গণনা করিয়া সমস্ত বিষয় বলিতে পারে।

(২) করোয়া—জলপাত্রবিশেষ।
(৩) ইষ্টগোষ্ঠী—কৃষ্ণ-কথা।
(৪) ভোটকম্বল—ভোটদেশীয় কম্বল।

তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন।
মোরে না ছুঁইও কহে গদগদ বচন॥
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥
তবে প্রভু তাঁরে হাতে ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ-সম্মার্জ্জন।
তিঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১৩ অং ৮ শ্লোকঃ

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১০ বিলাসে ৯১ অঙ্কধৃতম্ ইতিহাস-সমুচ্চয়োক্তভগবদ্বাক্যম্

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদে ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৯ অং ৯ শ্লোকঃ

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—দ্বিষড়্গুণযুতাৎ (ধর্ম্মাদিদ্বাদশ-গুণযুক্তাৎ) অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ (পদ্মনাভস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণকমলাভ্যাং বিমুখাৎ) বিপ্রাৎ তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং (তস্মিন্ অর্পিতানি মনঃ বচনম্ ঈহিতং কর্ম্ম অর্থঃ প্রাণাশ্চ যেন তাদৃশং) শ্বপচং (চণ্ডালং) বরিষ্ঠং মন্যে, সঃ (শ্বপচঃ) কুলং পুনাতি, ন তু ভূরিমানঃ (ভূরিঃ বহুঃ মানঃ গর্ব্বঃ যস্য তাদৃশঃ)।

অনুবাদ।—ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপঃ, অদ্বেষ, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি এবং শ্রুত (বেদাধ্যয়ন) এই দ্বাদশগুণযুক্ত (অমাৎসর্য্য) হইয়াও যদি ব্রাহ্মণ ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিমুখ হয়, এরূপ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সেই চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ বলি, যিনি সেই ভগবানে মন, বাক্য, শারীরিক চেষ্টা, কর্ম্ম, অর্থ এবং প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন; যেহেতু তিনি এই চণ্ডালকুলকে পবিত্র করেন, কিন্তু গর্ব্বিত সেই ব্রাহ্মণ আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না (কুলকে কি করিয়া পবিত্র করিবে?)॥ ৪॥

তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ত্বাদৃশদর্শনং (ভবত্তুল্যানাং ভাগবতানাং দর্শনং) হি অক্ষ্ণোঃ (নয়নয়োঃ) ফলং, ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ তন্বাঃ (দেহস্য) ফলং, ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি জিহ্বাফলং, হি (যতঃ) লোকে ভাগবতাঃ সুদুর্ল্লভাঃ।

অনুবাদ।—তোমার (প্রহ্লাদের) মত ব্যক্তির দর্শনই চক্ষুর ফল, তোমার মত ব্যক্তির গাত্রস্পর্শই দেহধারণের ফল, এবং তোমার মত ব্যক্তির গুণকীর্ত্তনই জিহ্বার ফল, যেহেতু ভক্তই লোকমধ্যে সুদুর্ল্লভ॥ ৫॥

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন॥
মহারৌরব(১) হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥

---

(১) মহারৌরব—অতি ক্রূর প্রাণিবিশেষকে রুরু বলে, এই প্রাণী যে নরকে পাপীকে দংশন করে, তাহাকে রৌরব বলে। মহারৌরব হৈতে—রৌরব তুল্য সংসার হইতে।

সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥
কেমনে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহো শুনাইল॥
প্রভু কহে তোমার দুইভাইপ্রয়াগেমিলিলা
রূপ অনুপম দোঁহে বৃন্দাবন গেলা॥
তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে॥
তপন মিশ্র তবে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইহাঁ লঞা॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লঞা গেলা তপন মিশ্রের ঘরে॥
পাদ-প্রক্ষালন করি ভিক্ষার্তে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিলা॥
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, তাঁরে প্রসাদ দিব পাছে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র, প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তিঁহো কৈল নিবেদন॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল (১)॥

মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইল সনাতন।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণ॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট-কম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া দিয়াছে কান্থা শুকাইতে॥
তারে কহে আরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কান্থা দেহ মোরে॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক (২) হঞা।
বহু মূল্য ভোট কেন দিবে কান্থা লঞা॥
তিঁহো কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কান্থা খানি॥
এত বলি কান্থা লৈল ভোট তারে দিয়া।
গোঁসাঞির ঠাঁই আইলা কান্থা গলায় দিয়া॥
প্রভু কহে তোমার ভোট-কম্বল কোথা গেল।
প্রভুপদে সব কথা গোঁসাঞি কহিল॥
প্রভু কহে উহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥
গোঁসাঞি কহে যে খণ্ডালে কুবিষয়-রোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-ভোগ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তারে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল॥

(১) বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী পরমৈকান্তিকের এই বেশ। এই বেশ গ্রহণে মন্ত্র বা গুরুর অথবা নূতন বস্ত্রাদির প্রয়োজন নাই; কেবল কোন মহাত্মার পরিধেয় বস্ত্র লইয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেই বেশগ্রহণ হয়। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীতপন মিশ্রের পরিধেয় বস্ত্র যাচ্ঞা-পূর্ব্বক কৌপীন বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান দ্বারা তাহাই দেখাইলেন। এই বেশের অপভ্রংশ—ভেক।

(২) প্রামাণিক—পণ্ডিত।

পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল॥
ইঁহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ॥

চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থকারস্য বাক্যম্।

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈ-
শ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ
কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—স ঈশঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) কৃপয়া সনাতনায় কৃষ্ণস্বরূপ-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-ভক্তিরসাশ্রয়ং (শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপং মাধুর্য্যম্ ঐশ্বর্য্যম্ ভক্তিরসঃ আশ্রয়াঃ যস্য তৎ) তত্ত্বং (যাথার্থ্যম্) উপদিদেশ (উপদিষ্টবান্)।

অনুবাদ।—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ভক্তিরস যাহার আশ্রয়, সেই তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন॥ ৬॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে(১)পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিলে উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেন আমারে জারে তাপত্রয়(২)।
ইহা নাহি জানি মুক্তি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহিবে আপনি॥
তাঁর দৈন্য শুনি প্রভুর আনন্দিত মন।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৪৭ অঙ্কে

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায়
যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ
সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—সদ্ধর্ম্মস্য (ভাগবতধর্ম্মস্য) অববোধায় (তত্ত্বজ্ঞানায়) যেষাং মতিঃ নির্ব্বন্ধিনী (অচঞ্চলা) তেষাম্ অভীপ্সিতঃ (বাঞ্ছিতঃ) সর্ব্বার্থঃ অচিরাৎ এব সিধ্যতি।

অনুবাদ।—ভাগবতধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত যাহাদিগের বুদ্ধি আগ্রহশালিনী, তাহাদিগের বাঞ্ছিত সকল অর্থ শীঘ্রই সিদ্ধ হয়॥ ৭॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস(৩)।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ(৪)॥

---

(১) গ্রাম্য ব্যবহারে—বৈষয়িক রীতিতে।

(২) "কে আমি কেন আমারে জারে তাপত্রয়।" তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক (শিরোরোগাদি জন্য) আধিভৌতিক (মৃগপক্ষ্যাদি জন্য) ও আধিদৈবিক (শীতোষ্ণাদি জন্য)। তাপত্রয় যে আমাকে জীর্ণ করে, সেই আমি কে? অর্থাৎ আমি বলিতে যে জীব, এই জীবের স্বরূপ কি? এবং আমাকে (জীবকে) ত্রিতাপই বা ভোগ করায় কে?

(৩) অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সকল সময়ই জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, অতএব নিত্যবদ্ধ জীবগণও মায়ার অধীন অবস্থায় আপনাকে ভুলিলে অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণদাস' এই জ্ঞান হারাইলেও অভিজ্ঞ জন কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহাদিগকে অনুভব করেন।

(৪) যে শক্তি অন্তরঙ্গাও নহে বহিরঙ্গাও নহে, তাহাকে তটস্থা কহে। এই তটস্থা শক্তির অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং ভগবানের সহিত কোন অংশে অভেদ ও কোন অংশে ভেদ হয়।

সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয় (১)।
স্বাভাবিক শক্তি কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি
ত্রিবিদেকমিতস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতঃ
বিষ্ণুপুরাণীয় ১ অংশে ২৯ অধ্যায়ে
৫২ শ্লোকঃ

একদেশস্থিতস্যাগ্নে-
র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি-
স্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—একদেশস্থিতস্য অগ্নেঃ জ্যোৎস্না (প্রভা) যথা বিস্তারিণী (ব্যাপনশীলা) তথা পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ ইদম্ অখিলং জগৎ।

অনুবাদ।—একদেশস্থিত প্রজ্বলিত অগ্নির কিরণ যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তার্ণ হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি, এই অখিল জগৎকে ব্যাপিয়া আছে ॥ ৮॥

তথাহি—তত্রৈব বিষ্ণুপুরাণীয় ১ অংশে
৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানা-
মচিন্ত্য জ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু
সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ
পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—হে তপতাং (তাপসানাং) শ্রেষ্ঠ, যথা পাবকস্য উষ্ণতা, যতঃ এব সর্ব্বভাবানাং (মণি-মন্ত্রাদীনাং) শক্তয়ঃ অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ (মানব-বুদ্ধেরগোচরাঃ) অতঃ তু এব তাঃ (তথাবিধাঃ) সর্গাদ্যাঃ ব্রহ্মণঃ ভাব শক্তয়ঃ ভবন্তি।

অনুবাদ।—হে তাপস-শ্রেষ্ঠ, অগ্নির উষ্ণত্বের ন্যায় মণি-মন্ত্রাদি সর্ব্ববস্তুর অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগোচর শক্তি রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মেরও তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন সর্গাদি বিবিধ শক্তি আছে ॥৯॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি (২)॥

তথাহি—তত্রৈব ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ৬ অংশে
৭ অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকঃ

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

তথাহি—তত্রৈব বিষ্ণুপুরাণীয় ষষ্ঠাংশস্য
সপ্তমাধ্যায়ীয়ৌ দ্বিষষ্টিত্রিষষ্টৌ শ্লোকৌ

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা
বেষ্টিতা নৃপ! সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলা-
নবাপ্নোত্যত্রসন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ
শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল!
তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১১

এই শ্লোকদ্বয়ের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১১ ও ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে
পঞ্চমশ্লোকঃ

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং
প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো!
যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১২ ॥

---

(১) সূর্য্যের বহিশ্চর কিরণাণুসকল সূর্য্য হইতে তেজোরূপে অভিন্ন এবং ছায়ার আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্য-সম্মুখে যাইতে অসমর্থ হয় বলিয়া সূর্য্য হইতে ভিন্ন ; এবং অগ্নিজ্বালাচয় (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ) অগ্নি হইতে তেজোরূপে অভিন্ন এবং তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া অন্ধকারে পতিত হয় বলিয়া ভিন্ন। এরূপ জীবসকল চিদানন্দাংশে ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং মায়ার মুগ্ধ হইয়া ভগবৎসান্মুখ্য লাভ করিতে পারে না এ কারণ ভিন্ন। জ্বালা-চয়—কিরণ-সমূহ।

(২) চিচ্ছক্তি—অন্তরঙ্গা। জীবশক্তি—তটস্থা। মায়াশক্তি—বহিরঙ্গা।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ (১)॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৩৫ শ্লোকঃ

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—ঈশাৎ অপেতস্য (বিমুখস্য জনস্য) তন্মায়য়া অস্মৃতিঃ (ভগবৎস্বরূপস্য অস্ফূর্ত্তিঃ) ততঃ বিপর্য্যয়ঃ (মায়াকৃত-কর্ম্মফল ভোগপরাভিমানঃ) ততঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (অন্যবিষয়ে দৃঢ়-মনোযোগাৎ) ভয়ং স্যাৎ, অতঃ বুধঃ গুরুদেবতাত্মা (গুরুরেব দেবতা আত্মাচ যস্য তাদৃশঃ) 'সন্' একয়া ভক্ত্যা ঈশং তম্ আভজেৎ।

অনুবাদ।—ভগবদ্ভজন-বিহীন জীবের স্বরূপের অর্থাৎ কৃষ্ণদাসত্বের অননুসন্ধান জন্য দেহে অহংবুদ্ধি এবং তন্নিমিত্ত দ্বৈতাভিনিবেশে ভয় উপস্থিত হয়, এই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুতে ঈশ্বর ও আত্মদৃষ্টি করিয়া একান্ত ভক্তিসহকারে সেই ভগবান্‌কে ভজন করেন॥ ১৩॥

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ১৪

অন্বয়ঃ—মম এষা দৈবী গুণময়ী মায়া দুরত্যয়া (দুরতিক্রমা) হি (প্রসিদ্ধং), যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে (আশ্রয়ন্তে) তে এতাং মায়াং তরন্তি।

অনুবাদ।—(হে পার্থ)! আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ত্রিগুণময়ী মায়া দুস্তরণীয়া হইলেও যাহারা আমার শরণাগত হয়, তাহারা অনায়াসে সেই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে॥ ১৪॥

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় (২) কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান (৩)॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেন এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন
তোমারে না কহি, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ-উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ (৪)।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্ত্যের উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী (৫) উঠিবে ধন না পাইবে॥

---

(১) অনাদি-বহির্ম্মুখ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিস্মরণ নিমিত্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। সেই বহির্ম্মুখ জীবের উপর অনাদিকাল হইতে ভগবান্ মায়াকে আধিপত্য দিয়াছেন, একারণ ভগবৎপরায়ণা মায়া সেই জীবকে জন্মমরণ-শোক-দুঃখাদি-প্রবাহরূপ সংসারদুঃখ দিতেছে।

(২) জীবেরে কৃপায়—জীবের প্রতি কৃপা করিয়া।

(৩) আত্মারূপে—অন্তর্য্যামিরূপে। ত্রাতা—ত্রাণকর্ত্তা।

(৪) অনুবন্ধ—অর্থাৎ ধনই পাইবার যোগ্য অতএব তাহা সম্বন্ধ।

(৫) ভীমরুল—দংশনে তীব্রদাহকারী কীটবিশেষ। বরুলী—বোল্‌তা। তৎস্থানীয় কর্ম্ম অর্থাৎ ভীমরুল ও বরুলীতে দংশন করিলে যাদৃশ মহাযন্ত্রণা পাইতে হয়, এইরূপ কর্ম্মাসক্ত জীবও বিবিধ যন্ত্রণার আকর।

পশ্চিমে খুদিলে তাহা যক্ষ (১) এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজগরে (২)।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝাড়ি (৩) পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অং ১৯ শ্লোকঃ

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৫॥

(১) যক্ষ—উপদেববিশেষ। যক্ষস্থানীয় যোগ অর্থাৎ যক্ষ যেমন ধন রক্ষামাত্র করে, আপনিও ভোগ করিতে পারে না ও অন্যকে ভোগ করিতে দেয় না, এইরূপ যোগ মার্গে পরমাত্মরূপে ভগবান্‌কে যোগিগণ অনুভব করেন মাত্র, কিন্তু আপনি শ্রীভগবন্মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন না এবং অন্যকে করিতে দেন না।

(২) কৃষ্ণ অজগর—কালসর্প। এখানকার দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই তিনটী দিক্ দৃষ্টান্তে ক্রমান্বয়ে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ এই তিনটী সাধনকে নির্ণয় এবং ভীমরুল-বরুলী, যক্ষ ও কৃষ্ণ অজগর এই তিনটী দৃষ্টান্তে স্বর্গ, মুক্তি ও অণিমাদি সিদ্ধি এই তিনটীকে নির্ণয় করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(৩) পূর্ব্বদিক্ দৃষ্টান্তে ভক্তিকে এবং ধন দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণকে নির্ণয় জানিবেন। কর্ম্মসাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, কেবল ভীমরুল, বরুলী প্রভৃতির দংশন যন্ত্রণাবৎ অহঙ্কারাদি যন্ত্রণাময় স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়। জ্ঞানসাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, কেবল যক্ষবৎ (ভূতাবেশবৎ) নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি হয়। যোগসাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, কেবল কৃষ্ণ-অজগরগ্রস্ত জনের কষ্টবৎ কষ্টকর অণিমাদি সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়। আর ভক্তিসাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিংশঃ শ্লোকঃ

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্॥
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—শ্রদ্ধয়া একয়া ভক্ত্যা সতাং (নিত্য-সেবকানাম্) আত্মা প্রিয়ঃ (সেব্যঃ) অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) গ্রাহ্যঃ (প্রাপ্যঃ)। মন্নিষ্ঠা ভক্তিঃ শ্বপাকান্ (চণ্ডালান্) অপি সম্ভবাৎ (জন্মদোষাৎ) পুনাতি।

অনুবাদ।—(ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমি) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হই, যেহেতু আমি সাধুদিগের আত্মা ও প্রিয়; এবং মন্নিষ্ঠ (আমাতে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত) ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে॥ ১৬॥

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণপ্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র-নাশ ভব-ক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারি-লহর্য্যাং ৭৩ অঙ্কধৃতপাদ্ম-বৈশাখমাহাত্ম্যম্

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত-
স্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং
নীতেষু নিশ্চীয়তে॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—তে তে পুরাণাগমাঃ চরাচরস্য (স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য) জগতঃ ব্যামোহায় (অজ্ঞানবর্দ্ধনায়) কল্পাবধি তাং তাম্ এব হি দেবতাং পরমিকাং (শ্রেষ্ঠাং) জল্পন্তু। পুনঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং (বিচারস্য প্রসঙ্গং) নীতেষু (প্রাপিতেষু) সিদ্ধান্তে এক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ নিশ্চীয়তে।

অনুবাদ।—সেই সেই পুরাণ ও তন্ত্র সকল চরাচর জগতের মোহের নিমিত্ত কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাগণকে সর্ব্বেশ্বর বলে বলুক, কিন্তু সমস্ত পুরাণাগমের রুচি প্রভৃতি বৃত্তিসকলের বিচার-প্রসঙ্গদ্বারা যে সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে নিশ্চিত হইতেছেন॥ ১৭॥

গৌণ মুখ্য বৃত্তি, কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে (১)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকঃ

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে
কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে
নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—কিং বিধত্তে, কিম্ আচষ্টে (কথয়তি), কিম্ অনূদ্য বিকল্পয়েৎ, ইতি অস্যাঃ (বৃহত্যাঃ) হৃদয়ং (তাৎপর্য্যং) মৎ (মত্তঃ) অন্যঃ কশ্চন ন বেদ (জানাতি)।

অনুবাদ।—বেদ কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কি প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে অবলম্বন করিয়া তর্কবিতর্ক করে, সেই বৃহতীর (শ্রুতির) এইরূপ তাৎপর্য্যকে আমি ভিন্ন কেহ জানে না॥ ১৮॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকঃ

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং
বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ
শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্॥
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে
প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—'শ্রুতিঃ' মাং বিধত্তে, মাম্ অভিধত্তে। বিকল্প্য 'যৎ' অপোহ্যতে (নিরাক্রিয়তে) তৎ অহং হি। এতাবান্ 'এব' সর্ব্ববেদার্থঃ। শব্দঃ (বাঙ্ময়ঃ বেদঃ) মাম্ আস্থায় (আশ্রিত্য) ভিদাং (ভেদাত্মিকাং) মায়ামাত্রম্ অনূদ্য (কথয়িত্বা) অন্তে প্রতিষিধ্য (প্রত্যাখ্যায়) প্রসীদতি (বিরমতি)।

অনুবাদ।—বেদ যজ্ঞরূপে আমাকে বিধান করে, দেবতারূপে আমাকেই প্রকাশ করে এবং আকাশাদি তর্ক করিয়া আমাকেই নিবারণ করে। ইহাই সকল বেদের তাৎপর্য্য। শব্দরূপ বেদ শ্রীকৃষ্ণরূপ আমাকে অবলম্বন করিয়া ভেদাত্মিকা মায়ার বিষয় বলিয়া শেষে আবার তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়া নিবৃত্ত হয়॥ ১৯॥

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার (২)।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি, শক্তিকার্য্যের, কৃষ্ণ সমাশ্রয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতস্য ১০ স্কং ১ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিবচনম্

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যংপরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২০॥

(১) গৌণ—গৌণবৃত্তি, এখানে তাৎপর্য্য-বৃত্তি। মুখ্যবৃত্তি—অভিধাবৃত্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ-রূপে।

অন্বয়—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা, ব্যতিরেক—তদসত্ত্বে তদসত্তা, অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণের সত্তায় ঘট ও কুণ্ডলের সত্তা ইহাই অন্বয় এবং মৃত্তিকা সুবর্ণের অসত্তায় ঘট ও কুণ্ডলের অসত্তা ইহাই ব্যতিরেক। এইরূপ পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণসত্তায় জগতের সত্তা এবং তাহার অসত্তায় জগতের অসত্তা। অর্থ এই —বেদাদি শাস্ত্রসকল কোন স্থানে গৌণবৃত্তিতে, কোন স্থানে মুখ্যবৃত্তিতে, কোন স্থানে অন্বয়ে, কোন স্থানে ব্যতিরেকে ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এক কৃষ্ণকেই সম্বন্ধ (প্রাপ্য বস্তু) বলিয়াছেন।

(২) কৃষ্ণ, অনন্তস্বরূপ—স্ব-স্বরূপ এবং বাসু-দেবাদি অনন্তস্বরূপ।

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ১ শ্লোকঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২১॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্য ধাম॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৩ অং ২৮ শ্লোকঃ

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং
মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২২॥

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ-
স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৩॥

ব্রহ্ম, অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকঃ

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ২৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৪॥

পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৫২ শ্লোকঃ

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্ব-
মাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র
দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—ত্বম্ এনং কৃষ্ণম্ অখিলাত্মনাং (সর্ব্বেষাম্ আত্মনাম্) আত্মানম্ অবেহি (জানীহি)। সঃ অপি জগদ্ধিতায় (জগতঃ কল্যাণার্থম্) অত্র মায়য়া দেহী ইব আভাতি (প্রকাশতে)।

অনুবাদ।—(হে মহারাজ পরীক্ষিৎ) তুমি এই কৃষ্ণকে সমস্ত আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরম-পুরুষ বলিয়া অবগত হও, তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের মঙ্গলের জন্য এই জগতে স্বীয় যোগমায়া-দ্বারা দেহধারীর মত প্রকাশ পাইতেছেন॥ ২৫॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০ অং ৪২ শ্লোকঃ

অথবা বহুনৈতেন
কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-
মেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ২৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৬॥

ভক্ত্যে (১) ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥

---

(১) ভক্ত্যে—ভক্তিদ্বারা।

স্বয়ং রূপ তদেকাত্মরূপ আবেশ (১) নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্ ॥
স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ, দুইরূপে (২) স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥
প্রাভব, বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥
মহিষী-বিবাহে হৈলা বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রাভব বিলাস এই শাস্ত্রপর সিদ্ধি ॥
সৌভর্য্যাদি (৩) প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৬৯ অং ২ শ্লোকঃ

চিত্রং বতৈতদেকেন
বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং
স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ২৭

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে ৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৭ ॥

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশ ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার, বর্ণ, অস্ত্র ভেদ নাম বিভেদ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪০ অং ৭ শ্লোকঃ

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো
বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ
বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানঃ (সংস্কৃতাঃ দীক্ষিতাঃ আত্মানঃ যেষাং তে) ত্বন্ময়াঃ (ত্বদেকপ্রধানাঃ) 'সন্তঃ' তে অভিহিতেন (কথিতেন) বিধিনা বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ (মৎস্যাদিরূপেণ বহুধা প্রকাশশীলমপি একমূর্ত্তিকম্) ত্বাম্ যজন্তি।

অনুবাদ।—অন্য কতক লোক বৈষ্ণব কি শৈবদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তোমাকে চিন্তা করতঃ তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্রবিধি দ্বারা মৎস্যাদিরূপে বহুমূর্ত্তি হইলেও, সর্ব্বদা একমূর্ত্তি তোমাকেই অর্চ্চন করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান ॥
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজস্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম প্রাভববিলাস (৪)।
চতুর্ভুজ হৈল নাম বৈভব প্রকাশ ॥
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ আমি ক্ষত্রিয়জ্ঞান ॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্য বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয়ে লোভ ॥
মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব নৃত্য দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে ॥

(১) স্বয়ংরূপ—নন্দ-নন্দনস্বরূপে স্বতঃসিদ্ধ যে কৃষ্ণরূপ, তাহাকে স্বয়ংরূপ বলে। তদেকাত্মরূপ—যে রূপটী স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্নরূপে বিরাজ করেন, কিন্তু আকৃতি, বেশ এবং চরিতাদিতে অন্যপ্রকার, তাঁহাকে তদেকাত্মরূপ বলে। আবেশ—ভগবান্ জ্ঞানশক্তি প্রভৃতির অংশ দ্বারা যে জীবে আবিষ্ট হন, সেই মহত্তম জীবকে আবেশ বলে।

(২) দুই রূপে—তদেকাত্মরূপে এবং আবেশ রূপে।

(৩) সৌভরি—ঋষিবিশেষ। আদি—প্রভৃতি।

(৪) 'প্রাভববিলাস'—প্রাভবপ্রকাশ, এখানে বিলাস শব্দের অর্থ প্রকাশ। দ্বিভুজে আকৃত্যাদির ভেদ না থাকায় দেবকীনন্দন কৃষ্ণের প্রাভববিলাস।

তথাহি—ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে
উনবিংশঃ শ্লোকঃ

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমল-
স্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ
চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং
সত্যং সখে! মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূ-
সারূপ্যমন্বিচ্ছতি॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—(হে) সখে! হন্ত অসৌ চারণঃ (নটঃ) উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্য (উদ্গীর্ণঃ নির্গতঃ অদ্ভুতঃ অপূর্ব্বঃ মাধুরীপরিমলঃ মাধুরীসুগন্ধঃ যস্য তস্য) আভীরলীলস্য (গোপশিশুভিঃ সহ ক্রীড়াশীলস্য) মে দ্বৈতং (দ্বিতীয়মূর্ত্তিং) সমক্ষয়ন্ (দর্শয়ন্) মুহুঃ চিত্রীয়তে। যস্য স্বরূপতাং প্রেক্ষ্য কেলিকুতূহলোত্তরলিতং (ব্রজজনোচিতক্রীড়াসু ঔৎসুক্যাৎ অতিশয়েন দ্রবীভূতং) মামকং চেতঃ ব্রজবধূসারূপ্যং (শ্রীরাধায়াঃ সদৃশরূপতাম্) অন্বিচ্ছতি ইতি সত্যম্।

অনুবাদ।—হে সখে! আমি গোপবালকদের সহিত লীলায় ব্যাপৃত রহিয়াছি এবং অপরূপ মাধুর্য্যরসের সৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছি, এই অভিনয়কারী গন্ধর্ব্ব আমার সেই সেই লীলার অনুকরণপূর্ব্বক আমার দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বারংবার চমৎকৃত করিতেছে। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, ইহার মৎসদৃশ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমার চিত্ত কেলিকৌতুকার্থে সাতিশয় চঞ্চল হইয়া ব্রজবধূর সারূপ্য ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে॥ ২৯॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৮ অঙ্কে ১৮ শ্লোকঃ

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ৩০

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩০॥

সেই বপু ভিন্নাবাসে (১) কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে তদেকাত্ম নাম তার॥
তদেকাত্ম-রূপের বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ।
বিলাস স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ॥
প্রাভব বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস ভেদে অনন্ত প্রকার॥
প্রাভব বিলাস বাসুদেব সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মুখ্য চারিজন॥
ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন।
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম॥
বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে।
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে॥
আদি চতুর্ব্যূহ (২) কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকা মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি (৩) পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ বৈভব বিলাস॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম মধ্যে বসে নারায়ণ-রূপে॥
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণ-রূপে চারিদিকে যার বাসে॥
চারি জনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি (৪)॥

(১) সেই বপু—স্বয়ং রূপ। ভিন্নাবাসে—ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়।

(২) আদি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারিটী প্রথম চতুর্ব্যূহ।

(৩) চব্বিশ মূর্ত্তি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম, উপেন্দ্র, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি ও কৃষ্ণ।

(৪) পূর্ত্তি—পূরণ। বাসুদেবাদি চারিজনের মধ্যে এক এক জন হইতে কেশবাদি তিনটী করিয়া বিলাসমূর্ত্তি প্রকাশ হয়।

চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ সব।
বাসুদেব মূর্ত্তি কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥
সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ, নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর।
অনিরুদ্ধমূর্ত্তি হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে (১) কেশব, পৌষে নারায়ণ ॥
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে ॥
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধা-দামোদর অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥
দ্বাদশ তিলক মন্ত্র (২) এই দ্বাদশ নাম।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান ॥
এই চারি জনের বিলাস অষ্ট জন।
তাঁ'সবার নাম কহি শুন সনাতন ॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র অষ্ট জন ॥
বাসুদেবের বিলাস অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র অচ্যুত দুই জন॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস নৃসিংহ জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস হরি, কৃষ্ণ দুই জন ॥
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥
ইহার মধ্যে যাহার আকার বেশ ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ ॥
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ ॥
কৃষ্ণের প্রাভববিলাস বাসুদেবাদি চারিজন।
সেই চারিজনার বিলাস বিংশতি বর্ণন ॥

ইহাঁ সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥
যদ্যপি পরব্যোমে সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহা সন্নিধান (৩)॥
পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি।
পরব্যোম উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে (৪)।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস ॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥
ইহার মধ্যে কারো অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥
অস্ত্রধৃতি-ভেদে নাম ভেদের কারণ।
চক্রাদি ধারণ ভেদ শুন সনাতন ॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধো পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত ॥
সিদ্ধান্তসংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তার মতে আগে করি চক্রাদি ধারণ ॥
বাসুদেব গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম ধর।
সঙ্কর্ষণ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্র কর ॥
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর ॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর।
শ্রীকেশব পদ্ম শঙ্খ চক্র গদা কর ॥

(১) মার্গশীর্ষে—অগ্রহায়ণে।
(২) তিলকমন্ত্র—ললাটাদি-দ্বাদশস্থানধৃত তিলকের মন্ত্র।
(৩) সন্নিধান—আবির্ভাব।
(৪) মায়াপুরে—হরিদ্বারে।

নারায়ণ শঙ্খ পদ্ম গদা চক্র ধর।
শ্রীমাধব গদা চক্র শঙ্খ পদ্ম কর॥
শ্রীগোবিন্দ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ ধর।
বিষ্ণুমূর্ত্তি গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র কর॥
মধুসূদন শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা ধর।
ত্রিবিক্রম পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ কর॥
শ্রীবামন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
শ্রীধর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ কর॥
হৃষীকেশ গদা চক্র পদ্ম শঙ্খ ধর।
পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা কর॥
দামোদর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ ধর।
পুরুষোত্তম চক্র পদ্ম শঙ্খ গদা ধর॥
অচ্যুত গদা পদ্ম চক্র শঙ্খ ধর।
নৃসিংহ চক্র পদ্ম গদা শঙ্খ ধর॥
জনার্দ্দন পদ্ম চক্র শঙ্খ গদা কর।
শ্রীহরি শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা কর॥
শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র ধর।
অধোক্ষজ পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র কর॥
উপেন্দ্র শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম ধর।
এ চব্বিশ মূর্ত্তি আর শুন অতঃপর॥
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি ধারণ॥
কেশব ভেদ পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র ধর।
মাধব ভেদ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ কর॥
নারায়ণ ভেদ নানা ভেদ অস্ত্র কর।
ইত্যাদিক ভেদ এইরূপ অস্ত্রধর॥
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
পুরীর আবরণ নাম পুরীর নব দিশে (১)।
নবব্যূহ রূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পাদবিভূতিকথনে

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা
নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ
ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—বাসুদেবাদ্যাঃ (বাসুদেবসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ) চত্বারঃ নারায়ণনৃসিংহকৌ হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চ ত্রয় ইতি নব উদিতাঃ (কথিতাঃ)।

অনুবাদ।—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা এই নয় মূর্ত্তিকে নবব্যূহ কহে॥ ৩১॥

প্রকাশ বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের (২) ভেদ এবে শুন সনাতন॥
সঙ্কর্ষণাদি মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদি অবতার॥
অবতার (৩) হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার॥
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের (৪) ধর্ম্ম।
এতরূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

(১) 'পুরীর'—বৈকুণ্ঠপুরীর, মথুরাদির। নব দিশে—ঊর্দ্ধদিকের সহিত নয় দিক্। 'সবদিকে' এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

(২) "স্বাংশ"—তাদৃশ হইয়াও যিনি ন্যূনশক্তি প্রকাশ করেন, তাহাকে স্বাংশ বলে।

(৩) অবতার—বিশ্বকার্য্যের জন্য স্বয়ংরূপাদির যে আবির্ভাব, তাহাকে অবতার বলে। (ক) যিনি ঈশ্বরের অংশরূপ এবং প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণাবলম্বী মত হইয়া সেই প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণাদি করেন কর্ত্তা ও নানা অবতার-বিশিষ্ট হন, তাঁহাকে পুরুষ বলে। (খ) ক্রীড়া নিমিত্ত অবতারকে লীলাবতার বলে। (গ) প্রকৃতির গুণসম্বন্ধীয় অবতারকে গুণাবতার বলে। (ঘ) প্রতি মন্বন্তরের অবতারকে মন্বন্তরাবতার বলে। (ঙ) প্রতি যুগের অবতারকে যুগাবতার বলে। (চ) কোন যোগ্য জীবে শক্তি দ্বারা ভগবানের যে আবেশ, তাহাকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলে।

(৪) বিগ্রহের—দেহের।

অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্রন্যায় (১) করি দিগ্‌দরশন ॥

তত্রৈব—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৩ অং ২৬ শ্লোকঃ

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া
হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কূল্যাঃ
সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—'হে' দ্বিজাঃ অবিদাসিনঃ (অপক্ষয়হীনাৎ) সরসঃ যথা সহস্রশঃ কূল্যাঃ (স্বল্পপ্রবাহাঃ) 'তথা' হি সত্ত্বনিধেঃ হরেঃ অসংখ্যেয়াঃ (গণনাতীতাঃ) অবতারাঃ স্যুঃ।

অনুবাদ।—হে দ্বিজগণ! যেমন অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরসকল সমুদ্ভূত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি হরি হইতে অসংখ্য অবতারের প্রকাশ হয় ॥ ৩২ ॥

প্রথমে করেন কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৬ অং ৪০ শ্লোকঃ

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি
পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ
দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং
তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৩৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩ ॥

অনন্ত শক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছা সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব চিত্তাধিষ্ঠাতা ॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥

ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত (২) সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা (৩) কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোকে বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ

সহস্রপত্রং কমলং
গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম
তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—গোকুলাখ্যং মহৎপদং (শ্রেষ্ঠধাম) সহস্রপত্রং কমলং (সহস্রদলপদ্মং) তৎকর্ণিকারং (তৎপদ্মপুষ্পমধ্যম্) তদ্ধাম, তৎ অনন্তাংশসম্ভবম্ (অনন্তঃ অংশঃ যস্য তস্মাৎ সঙ্কর্ষণাৎ সম্ভবো যস্য তৎ তাদৃশং বলদেবাংশস্যাংশিনঃ)।

অনুবাদ।—যে সহস্রদলকমলতুল্য গোকুলনামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান, তাহার মধ্যস্থানে শ্রীকৃষ্ণের গৃহ এবং তাহা সঙ্কর্ষণ হইতে সম্ভূত ॥৩৪॥

মায়াদ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে ॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৬ অং ৩১ শ্লোকঃ

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী,
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য,
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—রামঃ মুকুন্দঃ এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী (নিমিত্তমুপাদানঞ্চ) পুরুষঃ প্রধানং (প্রকৃতিঃ) পুরাণৌ ইমৌ ভূতেষু অন্বীয় (অনুপ্রবিশ্য)

---

(১) এক চন্দ্রই যেমন অসংখ্য শাখাপল্লবাদি নিমিত্ত অসংখ্য ভাগে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এক কৃষ্ণই অনন্তলীলা নিমিত্ত অনন্ত অবতার রূপে প্রকাশ পান।

(২) প্রাকৃত—ব্রহ্মাণ্ডগণ। অপ্রাকৃত—বৈকুণ্ঠাদি।

(৩) অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা—সঙ্কর্ষণ।

বিলক্ষণস্য (নানাভেদস্য) জ্ঞানস্য (জীবস্য) চ ঈশাতে (নিয়ন্তারৌ ভবতঃ)।

অনুবাদ।—(হে ব্রজরাজ!) রাম এবং কৃষ্ণ দুইই জগতের বীজ ও আশ্রয় অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; যেহেতু পুরুষ ও প্রকৃতি তাহাদের অংশ ও শক্তি। অনাদি ইহারা সমস্ত ভূতে অনুপ্রবেশ করিয়া জীব এবং সমস্ত ভূতবর্গের নিয়ন্তা হইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্য করান ॥ ৩৫ ॥

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম ॥
মায়া অবলোকিতে সেই শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম (১) ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৩ অং ১ শ্লোকঃ

জগৃহে পৌরুষং রূপং
ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকল-
মাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৩৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৬ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাবগতে ২ স্কং ৬ অং ৩৪ শ্লোকঃ

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য,
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি,
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৩৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭ ॥

সেই পুরুষ বিরজাতে (২) করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎ-কারণ ॥
কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ১০ শ্লোকঃ

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—যত্র (বৈকুণ্ঠে) রজঃ তমঃ তয়োঃ মিশ্রং (সহচরং) সত্ত্বং কালবিক্রমঃ (নাশঃ) চ ন প্রবর্ত্ততে, যত্র মায়া ন কিমুত অপরে (অর্থাৎ রাগলোভাদয়ঃ), যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (দেবদানবৈঃ পূজিতাঃ) হরেঃ অনুব্রতাঃ (পার্ষদাঃ) 'সন্তি'।

অনুবাদ।—যে বৈকুণ্ঠে রজোগুণ ও তমোগুণের এবং রজস্তমঃসম্বন্ধীয় সত্ত্বগুণের প্রবৃত্তি নাই, যেখানে কালের কোন প্রভাব অর্থাৎ বিনাশ নাই এবং যেস্থানে মায়াও নাই (অতএব রাগলোভাদি যেখানে নাই, তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না) যে বৈকুণ্ঠে সুরাসুরপূজিত হরির পার্ষদগণ আছেন ॥ ৩৮ ॥

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান (৩)।
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রধান উপাদান ॥
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান ॥
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ (৪) ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৯ অং ১৮ শ্লোকঃ

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং
স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত
মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—দৈবাৎ (জীবানাং ভাগ্যবশাৎ) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (ক্ষুভিতাঃ ধর্ম্মাঃ গুণাঃ যস্যাঃ তস্যাং) স্বস্যাং যোনৌ (প্রকৃতৌ) পরঃ পুমান্ বীর্য্যং (জীবশক্তিম্) আধত্ত। সা (প্রকৃতিঃ) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুলং) মহত্তত্ত্বম্ অসূত।

---

(১) সৃষ্টি নিমিত্ত সঙ্কর্ষণ যে মূর্ত্তিতে প্রকৃতির প্রতি দর্শন করেন, তিনিই প্রথম পুরুষ।

(২) বিরজাতে—কারণসমুদ্রে, তদগত বৈকুণ্ঠে।

(৩) মায়া—জীবমায়া। প্রধান—সত্ত্বাদি গুণমায়া।

(৪) নিজাঙ্গের আভা মাত্র স্পর্শে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে ঐ প্রথম পুরুষ তাহাতে জীবরূপ বীজ সমর্পণ করেন।

অনুবাদ।—জীবের অদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভ হইলে, পরম পুরুষ প্রকৃতিতে চিৎস্বরূপ শক্তির আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি হইতে তেজোময় মহত্তত্ত্বের (তন্নামক একটি পদার্থের) উৎপত্তি হয়॥ ৩৯॥

তথাহি তত্রৈব—৩ স্কং ৫ অং ২৬ শ্লোকঃ

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—কালবৃত্ত্যা (নিমিত্তভূতয়া কাল-শক্ত্যা) গুণময্যাং মায়ায়াং তু বীর্য্যবান্ অধোক্ষজঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ ভগবান্) আত্মভূতেন পুরুষেণ বীর্য্যম্ আধত্ত।

অনুবাদ।—চিচ্ছক্তিযুক্ত পরমাত্মা গুণক্ষোভ হইলে স্বাংশভূত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে প্রকৃতিতে বীর্য্য (অর্থাৎ চিদাভাস) আধান করেন॥ ৪০॥

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার (১)।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার॥
সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন॥
এহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়॥
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়াপার (২)॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকঃ

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪১॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্য্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী॥
এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব॥
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল॥
তার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম (৩)॥
সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দ ভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করেন জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু-স্পর্শ নাহি মায়াসনে॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ অবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্য্যামী, গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গাই॥
এইত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার॥
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু, গুণ অবতার।
দুই অবতার (৪) ভিতর গণনা তাঁহার॥
বিরাট্ ব্যষ্টি(৫)জীবের তিঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী॥
পুরুষাবতার এই করিল নিরূপণ।
লীলাবতার কহি এবে শুন সনাতন॥

---

(১) প্রকৃতিতে বীর্য্যাধানের পর মহত্তত্ত্ব জন্মে। ইহা হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ মহাভূত জন্মে।

(২) মায়াপার—মায়াতীত।

(৩) সদ্ম—গৃহ।

(৪) দুই অবতার—পুরুষাবতার ও গুণাবতার।

(৫) ব্যষ্টি—প্রত্যেক, এই বিষ্ণু বিরাট্ এবং প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী।

লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না হয় গণন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকঃ

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ (অবতীর্ণঃ সন্) ত্বং নঃ (অস্মান্) ত্রিভুবনং চ পাসি। হে ঈশ! অধুনা তথা (পাসি), ভুবঃ ভারং হর। যদূত্তম তে বন্দনং (কুর্ম্মঃ ইতি শেষঃ)।

অনুবাদ।—হে ঈশ্বর! আপনি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও দেবতাতে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণেও সেইরূপ রক্ষা করুন এবং পৃথিবীর ভার হরণ করুন। হে যদূত্তম! আমরা আপনার বন্দনা করি॥ ৪২॥

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥
ভক্তিমিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত (১) করি তার মন॥
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি (২) সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৫০ শ্লোকঃ

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—ভাস্বান্ (সূর্য্যঃ) যথা নিজেষু অশ্মশকলেষু (অর্থাৎ সূর্য্যকান্তমণিষু) স্বীয়ং কিয়ৎ তেজঃ প্রকটয়তি, তদ্বদত্র অপি। যঃ (গোবিন্দঃ) এব ব্রহ্মা (সন্) জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা (ব্রহ্মাণ্ডস্য বিধাতা) 'ভবতি' তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

অনুবাদ।—সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে স্বকীয় কিঞ্চিৎ তেজ প্রকট করেন এবং তেজ-উপাধিক অংশদ্বারা দাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, তদ্রূপ যিনি জীববিশেষে কিঞ্চিৎ সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদুপাধিক অংশ দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্ত্তা অর্থাৎ ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্ত্তা হন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ৪৩॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৬৮ অং ২৬ শ্লোকঃ

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক॥ ৪৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪৪॥

নিজাংশ কলায়(৩)কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থ মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥
মায়া সঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে ভিন্ন স্বরূপ (৪)॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৫১ শ্লোকঃ

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৫

(১) বিভাবিত—প্রতিষ্ঠিত বা বিচিন্তিত।
(২) ব্যষ্টি—মনুষ্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তি।
(৩) অংশ কলায়—সঙ্কর্ষণাংশ-রূপে।
(৪) পাঠান্তর—জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।

অন্বয়ঃ।—ক্ষীরং যথা বিকারবিশেষযোগাৎ (অম্লযোগাৎ) দধি সঞ্জায়তে, তু ততঃ হেতোঃ (অর্থাৎ ক্ষীরাৎ) 'দধি' পৃথক্ ন অস্তি, তথা যঃ (গোবিন্দঃ) কার্য্যাৎ শম্ভুতাম্ অপি সমুপৈতি (পরিগৃহ্লাতি, স্বীকরোতি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

অনুবাদ।—যেমন দুগ্ধ অম্ল-যোগে দধি হয়, কিন্তু সে দধি নিজ-কারণ সেই দুগ্ধ হইতে পৃথক্ পদার্থ নয়, সেইরূপ যিনি সংহারাদি কার্য্যের নিমিত্ত শিব হয়েন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ৪৫॥

শিব মায়াশক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত কৃষ্ণ পরমেশ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৮ অং ২ শ্লোকঃ

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ
ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ
তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—শিবঃ শশ্বৎ (সদা) শক্তিযুতঃ ত্রিলিঙ্গঃ গুণসংযুতঃ (সত্ত্বাদিগুণসংবৃতঃ) বৈকারিকঃ তৈজসঃ চ তামসঃ চ ইতি ত্রিধা অহম্ (অহঙ্কারঃ)।

অনুবাদ।—শিব নিরন্তর শক্তিযুক্ত, এজন্য গুণক্ষোভের পরে ত্রিগুণোপাধি এবং যখন সেই গুণত্রয়ে আবৃত সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস-ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ, তখন সেই অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্রও ত্রিগুণোপাধি॥ ৪৬॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৮৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকঃ

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ
পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা
তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—হরিঃ হি নির্গুণঃ (সত্ত্বরজস্তমোঽতীতঃ) সাক্ষাৎ প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষঃ, সঃ (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বদৃক্ উপদ্রষ্টা, তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ।

অনুবাদ।—যেহেতু হরি নির্গুণ পুরুষ, সাক্ষাৎ প্রকৃতির অতীত, সর্ব্বসাক্ষী এবং সকলের পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তা অতএব তাঁহাকে ভজনা করিলে পুরুষ গুণাতীত হয়॥ ৪৭॥

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ-মায়া পার (১)॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ, বেদে হেন গায়॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকঃ

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেবহি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—দীপার্চ্চিঃ (দীপশিখা) এব হি দশান্তরম্ (অন্যাং বর্ত্তিকাম্) অভ্যুপেত্য দীপায়তে (দীপঃ ভবতি) বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা (হেতুনা অর্থাৎ মূলপ্রদীপেন সমানঃ ধর্ম্মঃ স্বভাবঃ বিবৃতঃ প্রকটিতঃ যেন তাদৃশঃ) তাদৃক্ এব হি যঃ গোবিন্দঃ বিষ্ণুতয়া বিভাতি, তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

অনুবাদ।—যেমন দীপশিখা অন্য একটী দশার (অর্থাৎ সলিতার) সহিত মিলিত হইয়া মূলদীপের সমান ধর্ম্ম বিস্তার করতঃ পূর্ব্বদীপের ন্যায় প্রকাশ পায়, সেইরূপ যিনি পালনার্থ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশিত হয়েন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥৪৮॥

ব্রহ্মা, শিব, আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৬ অং ২০ শ্লোকঃ

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং
হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ
পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—অহং (ব্রহ্মা) তন্নিযুক্তঃ 'সন্' সৃজামি, হরঃ (রুদ্রঃ) তদ্বশঃ 'সন্' হরতি (সংহরতি)। ত্রিশক্তিধৃক্ (সঃ) পুরুষরূপেণ বিশ্বং পরিপাতি (রক্ষতি)।

অনুবাদ।—(হে নারদ), আমি (ব্রহ্মা) সেই পুরুষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি করি,

(১) শ্রীকৃষ্ণের নিজাংশ যে মূর্ত্তি সত্ত্বগুণ নিরীক্ষণ দ্বারা পালন করেন তিনিই বিষ্ণুরূপ, এইটি ইহার তত্ত্ব।

মহাদেব তাঁহার অধীন হইয়া বিশ্বের সংহার করেন, সেই ত্রিশক্তিশালী স্বয়ংপুরুষ (পরমাত্মা হরি) বিষ্ণুরূপে বিশ্বকে পালন করেন ॥ ৪৯ ॥

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসংখ্য গণনা তার শুনহ কারণ ॥
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর ॥
এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারিশত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চল্লিশসহস্র মন্বন্তরাবতার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস ব্রহ্মার জীবন ॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ॥
স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভুনাম।
উত্তমে সত্যসেন, তামসে হরি অভিধান ॥
রৈবতেবৈকুণ্ঠ,চাক্ষুষেঅজিত,বৈবস্বতে বামন
সাবর্ণে সার্ব্বভৌম, দক্ষসাবর্ণে ঋষভগণন ॥
ব্রহ্মসাবর্ণে বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণে
রুদ্রসাবর্ণে সুধামা, যোগেশ্বর দেবসাবর্ণে ॥
ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভানু অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ॥
যুগাবতার কহি এবে শুন সনাতন।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের গণন ॥
শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮ অং শ্লোকঃ

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য
গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত
ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৫০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

সত্যযুগে ধর্ম্ম ধ্যান করায় শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যিঁহো কৃপা করি (১)॥
কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী।
ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্ত বর্ণ ধরি ॥
কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ২৫ শ্লোকঃ

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ
পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ
লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৫১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫১ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ২৮ শোকঃ

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—বাসুদেবায় তে নমঃ, সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, ভগবতে তুভ্যং নমঃ।

অনুবাদ।—ভগবন্ বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার, ভগবন্ সঙ্কর্ষণ! তোমাকে নমস্কার, এবং ভগবন্ অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৫২ ॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিল লোকে লঞা ভক্তগণ ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ২৯ শ্লোকঃ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ-
র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৫৩

(১) সত্যযুগে কর্দ্দমমুনির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দান ও বর-প্রদান করেন এবং পরে তৎপত্নী দেবহূতির গর্ভে কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জননীকে ভগবত্তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করান।

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫৩ ॥

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১২ স্কং ৩ অং ৪৩ শ্লোকঃ

কলের্দোষনিধে রাজ-
ন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য
মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ।—রাজন্! দোষনিধেঃ (দোষাণাম্ আকরস্বরূপস্য) কলেঃ একঃ মহান্ গুণঃ হি অস্তি, কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ এব মুক্তবন্ধঃ (ভববন্ধনাৎ মুক্তঃ সন্) পরং (পরমপুরুষং) ব্রজেৎ।

অনুবাদ।—হে রাজন্, দোষনিধি হইলেও কলিযুগের একটি মহান্ গুণ আছে, তাহা এই যে এক কৃষ্ণকীর্ত্তনমাত্রই পুরুষ মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপুরুষ সেই কৃষ্ণকে লাভ করে॥ ৫৪ ॥

তথাহি—তত্রৈব ৪৪ শ্লোকঃ

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং
কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥৫৫

অন্বয়ঃ।—কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ যৎ 'স্যাৎ' ত্রেতায়াং মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) বিষ্ণুং যজতঃ 'যৎ স্যাৎ' দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং 'যৎ স্যাৎ' তৎ কলৌ হরিকীর্ত্তনাৎ 'স্যাৎ'।

অনুবাদ।—সত্যযুগে ধ্যানাদি সাধন দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি সাধন দ্বারা, দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদি দ্বারা যাহা পাওয়া যাইত, কলিযুগে কেবলমাত্র হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা তাহা লাভ করিতে পারা যায় ॥ ৫৫ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকঃ

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা
গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব
সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥৫৬

অন্বয়ঃ।—গুণজ্ঞাঃ (কীর্ত্তনপ্রচাররূপং তদ্গুণং জানন্তঃ) সারভাগিনঃ (সারমাত্রগ্রাহিণঃ) আর্য্যাঃ (বেদতাৎপর্য্যবিদঃ) কলিং সভাজয়ন্তি (সংবর্দ্ধয়ন্তি) যত্র সংকীর্ত্তনেন এব সর্ব্বস্বার্থঃ অপি লভ্যতে।

অনুবাদ।—যাহাতে কেবল সংকীর্ত্তন করিলেই সমস্ত স্বার্থ অনায়াস-লভ্য, সারগ্রাহী গুণজ্ঞ আর্য্যগণ সেই কলিযুগকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন ॥
চারি যুগ অবতারের এইত গণন।
শুনি ভঙ্গি করি তাঁরে পুছে সনাতন ॥
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥
অতিক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥
প্রভু কহে অবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ।
আমা সব জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১০ অং ৩০ শ্লোকঃ

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে
শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈ
র্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—[শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যমলার্জ্জুনবাক্যম্] শরীরিষু (অর্থাৎ জীবানাং মধ্যে বিদ্যমানস্য অপি) অশরীরিণঃ (দৈহিকধর্ম্মশূন্যস্য) যস্য অবতারাঃ অতুল্যাতিশয়ৈঃ (সাম্যেন আধিক্যেন চ বিহীনৈঃ) দেহিষু (জীবেষু) অসঙ্গতৈঃ (অসম্ভবৈঃ) তৈঃ তৈঃ বীর্য্যৈঃ জ্ঞায়ন্তে।

অনুবাদ।—শরীরীদিগের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও প্রাকৃত শরীর-রহিত তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) অবতারাবলীকে, দেহধারীতে যাহা অসম্ভব সেই সেই (সুপ্রসিদ্ধ) অতুল্যাতিশয় (যাহার সমান

অথবা বেশী নাই) বীর্য্য দ্বারা জানিতে পারা যায়॥ ৫৭॥

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥
আকৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১ অং ১ শ্লোকঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি॥ ৫৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে ৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫৮॥

এই শ্লোকে 'পর'-শব্দে কৃষ্ণ-নিরূপণ।
'সত্য'-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ॥
বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে বেদ পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥
এই সব কার্য্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ॥
অবতারকালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর॥
সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ কার্য্য প্রেমদান সংকীর্ত্তন॥
কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
প্রভু কহে চাতুরালী জান সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ॥
শক্ত্যাবেশাবতারের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশনে কহি মুখ্য মুখ্য জন॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে অবতার, আভাসে বিভূতি লিখি॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মা আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি॥
শেষে স্ব-সেবন (১) শক্তি, পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্যসঞ্চারণ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশপ্রকরণে চতুর্থশ্লোকঃ

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া
যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
তয়াবেশা নিগদ্যন্তে
জীবা এব মহত্তমাঃ॥৫৯

অন্বয়ঃ।—জনার্দ্দনঃ জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্র আবিষ্টঃ তে এব মহত্তমাঃ জীবা আবেশাঃ নিগদ্যন্তে।

অনুবাদ।—যে সকল জীবে জ্ঞানশক্ত্যাদি কলা দ্বারা জনার্দ্দন আবিষ্ট হয়েন, সেই সমুদায় মহত্তর জীবকে আবেশ অবতার বলা যায়॥ ৫৯॥

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তিভাবাবেশে॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকঃ

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং
শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং
মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥৬০

অন্বয়ঃ।—বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তম্) শ্রীমৎ (সম্পত্তিসমন্বিতম্) ঊর্জ্জিতম্ (বলপ্রভাবাদি-সমন্বিতম্) এব বা যৎ যৎ সত্ত্বং, তৎ তৎ এব ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ (তেজসঃ অংশসম্ভূতম্) অবগচ্ছ (জানীহি)।

(১) স্ব-সেবন—কৃষ্ণের নিজ সেবা।

অনুবাদ।—(হে অর্জ্জুন!) ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত এবং বলপ্রভাবাদি আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই তুমি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) শক্তিলেশসম্ভূত বলিয়া জানিবে ॥৬০॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকঃ

অথবা বহুনৈতেন
কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-
মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৬১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৬১॥

এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥
কিশোর-শেখর ধর্ম্মী (১) ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন ॥
আদৌ প্রকটে মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ২৭ শ্লোকঃ

বয়সো বিবিধত্বেঽপি
সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র
নিত্যলীলাবিলাসবান্ ॥৬২

অন্বয়ঃ।—বয়সঃ বিবিধত্বে (বিভিন্নতায়াম্ সত্যাম্) অপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ ধর্ম্মী কিশোর এব অত্র (বৃন্দাবনে) নিত্যলীলাবিলাসবান্ বিরাজতে ইতি শেষঃ।

অনুবাদ।—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর প্রভৃতি বয়সের নানাবিধ ভেদ থাকিলেও সর্ব্বভক্তি-রসাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরধর্ম্মী হইয়াই বৃন্দাবনে নিত্যলীলাবিলাসে নিরত আছেন ॥৬২॥

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে ক্রমে ক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে করে প্রকটন॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কিশোরতা প্রাপ্তি(২)।
রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি॥
নিত্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র (৩) প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥
রাত্রি দিনে ষষ্টিদণ্ড হয় পরমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান(৪) ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল ক্রমোদয়।
সেই (৫) এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয়॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল(৬) চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ(৭)।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস ॥
অলাতচক্রবৎ (৮) সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥

---

(১) ধর্ম্মী—উক্ত ধর্ম্মের আশ্রয়, অর্থাৎ পূর্ণাবির্ভাব।

(২) পাঁচ বৎসর অবধি বাল্য, দশ বৎসর অবধি পৌগণ্ড, পঞ্চদশ বৎসর অবধি কৈশোর।

(৩) জ্যোতিশ্চক্র—সূর্য্যাদি গ্রহগণ এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগণ যে চক্রে অবস্থান করে, তাহাকে জ্যোতিশ্চক্র বলে।

(৪) মান—পরিমাণ।

(৫) সেই—এই ষষ্টিপলে।

(৬) লীলামণ্ডল—লীলাসমূহ। চৌদ্দ মন্বন্তরে—ব্রহ্মার এক দিনে।

(৭) প্রকাশ—লীলা।

(৮) অলাতচক্র (চক্রের অগ্নি) যেমন ক্রমান্বয়ে চারিদিকে ঘোরে, তেমনি সমস্ত কৃষ্ণ-লীলা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ক্রমান্বয়ে উদিত হয়।

জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনা-বধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে নিত্য লীলা কহে নিগম পুরাণ।
গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রমণ॥
অতএব গোলোকে তাঁর নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে ক্রমে প্রকট তাহার॥
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১১৮।১১৯।১২০ শ্লোকাঃ

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণ-
তরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈ-
র্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ
স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণ-
তরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা
ব্যক্তা-ভূদ্‌গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা
দ্বারকামথুরাদিষু॥ ৬৩

অন্বয়ঃ।—যঃ হরিঃ নাট্যে শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিধা পরিকীর্ত্তিতঃ সঃ বুধৈঃ প্রকাশিতাখিলগুণঃ পূর্ণতমঃ, অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ, অল্পদর্শকঃ পূর্ণঃ স্মৃতঃ। কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা গোকুলান্তরে, পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ব্যক্তা অভূৎ।

অনুবাদ।—হরিকে নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ও মধ্যাদিভেদে পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ এই তিন-প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। পণ্ডিতগণ অখিলগুণপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতম, তদপেক্ষা অল্প গুণপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতর, তাহা অপেক্ষা অল্প গুণপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ বলেন। বৃন্দাবন-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকাতে পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছে॥ ৬৪॥

এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
আর আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ-নাম॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায়ে কৈল দিগ্‌দরশন॥
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধ-তত্ত্বনিরূপণে শ্রীভগবৎ-স্বরূপভেদ-বিচারো নাম বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা
হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য
মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম্ ॥১

অন্বয়ঃ।—অগত্যেকগতিম্ (আশ্রয়বিহীনানামেকমাত্রাশ্রয়ং) হীনার্থাধিকসাধকম্ (অধমান্ প্রতি আধিক্যেন কৃপাবন্তং) শ্রীচৈতন্যং নত্বা অস্য (কৃষ্ণস্য) মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং লিখামি।

অনুবাদ।—যিনি অগতির গতি এবং নীচজনের প্রতি অধিক কৃপাবান্, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র লিখিতেছি ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্ব স্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ নাহিক গণনে ॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়।
পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সব হয় ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ একদেশে রহে যার।
সে পরব্যোমের কে করে গণনা বিস্তার॥
অনন্তবৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী (১)।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি (২)॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায় জীব কোন্ ছার ॥

(১) দলশ্রেণী—কমলদলতুল্য শ্রেণীবদ্ধ।
(২) কর্ণিকার গণি—পদ্মমধ্যস্থ বীজকোষের মতন গণনা করি।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ২০ শ্লোকঃ

কোবেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥২

অন্বয়ঃ।—ভূমন্ (হে অপরিচ্ছিন্ন!) ভগবন্ (হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত!) পরাত্মন্ (হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্!) যোগেশ্বর, যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি, ভবতঃ উতীঃ (লীলাঃ) ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি। অহো (বিস্ময়ে) 'তাঃ উতয়ঃ' ক্ব কথং বা কতি বা কদা (স্যুরিতি)।

অনুবাদ।—হে অপরিচ্ছিন্ন! হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! হে যোগেশ্বর! আপনি মহাস্বরূপশক্তি যোগমায়া বিস্তার করতঃ ক্রীড়া করিতেছেন। অহো! আপনার লীলা কত প্রকার এবং কোথায়, কি প্রকারে ও কোন সময়ে হইতেছে, ইহা ভুবনমধ্যে কে জানিতে পারে? (অর্থাৎ কেহই জানে না) ॥২॥

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৭ শ্লোকঃ

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥৩

অন্বয়ঃ।—সুকল্পৈঃ (অতিবিচক্ষণৈঃ) যৈঃ বা কালেন ভূপাংশবঃ (পৃথিবীপরমাণবঃ) খে (আকাশে) মিহিকাঃ (শিশিরকণাঃ) দ্যুভাসঃ (তারকাঃ) বিমিতাঃ (পরিগণিতাঃ)। কে গুণাত্মনঃ (নিখিলগুণানামাধারভূতস্য) অস্য (বিশ্বস্য) হিতাবতীর্ণস্য (মঙ্গলায় অবতীর্ণস্য)

তে (তব) অপি গুণান্ বিমাতুম্ (গণয়িতুম্) ঈশিরে (শক্তাঃ বভূবুঃ)।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! এই জগতের হিতার্থ অচিন্ত্য অনন্ত গুণ প্রকটন করিতে অবতীর্ণ তোমার গুণ গণনা করিতে কে সমর্থ হয়? অধিক কি বলিব, যাঁহারা বহুকালে পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা এবং দিব্য নক্ষত্রাদিও গণনা করিয়াছেন, তাঁহারাও তোমার গুণগণনায় সমর্থ হন নাই ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাদি রহু সহস্র বদন অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৭ অং ৪০ শ্লোকঃ

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥৪

অন্বয়ঃ।—অগ্রজাঃ (জ্যেষ্ঠাঃ) তে অমী মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) অহং (ব্রহ্মা) অপি পুরুষস্য মায়াবলস্য অন্তং ন বিদামি (বেদ্মি), যে অপরে 'তে' কুতঃ, দশশতাননঃ (সহস্রবদনঃ) আদিদেবঃ শেষঃ (অনন্তঃ) অস্য গুণান্ গায়ন্ অধুনাপি পারং ন সমবস্যতি (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ।—(ব্রহ্মা কহিলেন), হে নারদ! সেই পুরুষের মায়াবলের অন্ত তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণ এবং আমিও জানি না, তখন অন্যের ত কথাই নাই; আদিদেব অনন্ত সহস্রবদনে অনন্তকাল তাঁহার গুণ গান করিয়া এ পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারেন নাই ॥৪॥

সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজগুণের অন্ত না পান, হয়েন সতৃষ্ণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥৫

অন্বয়ঃ।—দ্যুপতয়ঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) এব অনন্ততয়া তে অন্তং ন যযুঃ (ন প্রাপুঃ), ত্বম্ অপি (ন যাসি), খে (আকাশে) রজাংসি ইব যদন্তরা (যস্য তব মধ্যে) ননু (অহো) বয়সা (কালচক্রেণ) সাবরণাঃ অণ্ডনিচয়াঃ সহ (একদা) বান্তি, হি (যস্মাদেবম্ অতঃ) শ্রুতয়ঃ অতন্নিরসনেন ত্বয়ি হি ফলন্তি, যৎ (যতঃ) শ্রুতয়ঃ ভবন্নিধনাঃ।

অনুবাদ।—হে ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তোমার অন্ত জানেন না, সে কথা দূরে থাকুক, অন্ত না থাকায় তুমিও তোমার অন্ত জান না। আকাশে ধূলিরাশির ন্যায় তোমার মধ্যে কালচক্র দ্বারা আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জ যুগপৎ ভ্রমণ করিতেছে, অতএব শ্রুতিগণ তন্ন তন্ন করিয়া তুমি ভিন্ন সকলকে নিরাস করিয়া তাৎপর্য্যবৃত্তি দ্বারা তোমাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

সেহো রহু ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-অণ্ড স্ব স্ব নাথ সনে॥
এমত অন্যত্র নাহি শুনিবে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত (১)॥
"কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ"(২)শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি॥
এক এক গোপ করে যে বৎসচারণ।
কোটি অর্ব্বুদ পদ্ম শঙ্খ তাহার গণন॥
বেত্র বেণুদল শৃঙ্গ (৩) বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার॥
নাম হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥
এক কৃষ্ণদেহ হইতে সবার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত॥
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ।
সে জানুক, কায়মনে মুঞি এই মানোঁ॥

---

(১) অবধূত—উদাসীন যোগিবিশেষ, (এখানে) তাদৃশ—অর্থাৎ পাগল, বিক্ষিপ্ত।
(২) কৃষ্ণের অসংখ্য বৎসর।
(৩) বেত্র—যষ্টি। বেণুদল—পত্রনির্ম্মিত বংশী। শৃঙ্গ—শিঙ্গা।

এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃত-সিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে এক বিন্দু॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশঃ শ্লোকঃ

জানন্ত এব জানন্ত
কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো
বৈভবং তব গোচরম্॥ ৬

অন্বয়ঃ।—জানন্তঃ (তব বৈভবং জানীম ইতি কথয়ন্তঃ) এব জানন্ত, বহূক্ত্যা কিম্, (হে) প্রভো, তব বৈভবং মে মনসঃ বপুষঃ বাচঃ ন গোচরম্।

অনুবাদ।—হে প্রভু, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, যাঁহারা "তোমার মহিমা জানি" বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা জানুন। কিন্তু তোমার মহিমা আমার (ব্রহ্মার) মন, দেহ ও বাক্যের গোচর নহে॥ ৬॥

কৃষ্ণের মহিমা বহু কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবন স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা (১)॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে পরকাশে।
তার এক দেশে বৈকুণ্ঠ অজাণ্ডগণ ভাসে (২)॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য সাগর।
মন ইন্দ্রিয় ডুবিল, প্রভু হইল ফাঁফর॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২ অং ২১ শ্লোকঃ

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—স্বয়ং তু অসাম্যাতিশয়ঃ (ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য, যস্য তুলনয়া অন্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ) ত্র্যধীশঃ (ত্রয়াণাং লোকানাং গুণানাং বা ঈশঃ) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা (পরমানন্দস্বরূপ-সম্পত্ত্যৈব) আপ্তসমস্তকামঃ (প্রাপ্তসমস্তভোগঃ) বলিং (করম্ পূজাদ্রব্যমিত্যর্থঃ) হরদ্ভিঃ (সমর্পয়দ্ভিঃ) চিরলোকপালৈঃ (চিরকালীনৈর্লোকপালৈঃ, ব্রহ্মাদিভিরিত্যর্থঃ) কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ (কিরীটকোট্যা কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ) 'তস্য উগ্রসেনানুবর্ত্তিত্বমস্মান্ ব্যথয়তি' ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ।

অনুবাদ।—(হে বিদুর!) যাঁহার সমান এবং যাঁহার অপেক্ষা বড় কেহই নাই, যিনি ত্রিলোকের ঈশ্বর, যিনি পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মাদি চিরন্তন লোকপালসকল পূজা সমর্পণপূর্ব্বক মুকুটাগ্রভাগ দ্বারা যাঁহার চরণপীঠের স্তব করেন [সেই স্বয়ং ভগবানের উগ্রসেনের অনুবর্ত্তিত্ব আমাদিগের বড়ই ব্যথা উৎপাদন করিতেছে]॥ ৭॥

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ১ শ্লোকঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৮॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদির ঈশ্বর।
তিন আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৬ অং ৩০ শ্লোকঃ

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং
হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ
পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদে ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

এ সামান্য ত্র্যধীশ্বরের অর্থ শুন আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ ক্ষীরোদক-স্বামী।
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব অন্তর্য্যামী॥

(১) বিভুতা—ব্যাপকতা, বৃহত্ত্ব।
(২) ভাসে—প্রকাশে।

এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগৎ-ঈশ্বর।
তিঁহো (১) কলা অংশ যার কৃষ্ণ অধীশ্বর॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অং ৫৮ শ্লোকঃ

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১০॥

এই অর্থ বাহ্য, গূঢ় অর্থ শুন আর।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার॥
অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন (২)।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা সার॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

করুণানিকুরম্বকোমলে
মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে
নহি চিন্তা-কণিকাভ্যুদেতি নঃ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—করুণা-নিকুরম্ব-কোমলে (কৃপাসমূহেন কোমলে) মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি (মধুর-মিশ্রাশ্বৈর্য্যযুক্তে) ব্রজরাজনন্দনে জয়তি (সতি) হি নঃ (অস্মাকং) চিন্তাকণিকা ন অভ্যুদেতি।

অনুবাদ।—করুণাকোমল এবং মধুর ঐশ্বর্য্য-বিশেষশালী নন্দনন্দনের উৎকর্ষ আবিষ্কৃত হইলে আমাদিগের আর কোন চিন্তার কারণ নাই॥১১॥

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্ত-স্বরূপের ধাম॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার।
অনন্ত-স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহা ভাণ্ডার কোঠরী (৩)।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকঃ

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১২

অন্বয়ঃ।—গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি, স্বয়ং বিরাজমানঃ 'সন্' তস্য চ তলে তেষু তেষু দেবী-মহেশহরিধামসু, তে তে প্রভাবনিচয়াশ্চ যেন বিহিতাঃ অহং তং গোবিন্দমাদিপুরুষং ভজামি।

অনুবাদ।—যিনি নিজধাম গোলোকে বিরাজ করিয়া তাহার নিম্নদেশে (ভূর্লোকাদির উর্দ্ধে) যথাক্রমে দেবীলোক (অর্থাৎ মায়ালোক), তদুপরি শিবলোক এবং তাহার উপরি হরিলোকে (অর্থাৎ পরব্যোমে) সেই সেই প্রভাবনিচয় বিধান করিয়াছেন (অর্থাৎ দেবগণকে স্থাপন করিয়াছেন), সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥১২॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৮৭ অঙ্কধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডম্

প্রধানপরমব্যোম্নো-
রন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈ-
স্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম
ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্য-
মনন্তং পরমং পদম্॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—প্রধানপরমব্যোম্নোঃ (প্রধানং প্রকৃতিঃ পরমব্যোম মহাবৈকুণ্ঠলোকঃ তয়োঃ) অন্তরে (মধ্যে) বিরজা নদী বেদাঙ্গ-স্বেদজনিতৈঃ (বেদাঙ্গস্য ভগবতো ঘর্ম্মজনিতৈঃ) তোয়ৈঃ (বারিভিঃ) শুভা (ত্রিলোকপাবিনী-মন্দাকিন্যাদি-রূপেণেত্যর্থঃ) প্রস্রাবিতা (প্রবাহিতা)। তস্যাঃ (বিরজায়াঃ) পারে ত্রিপাদ্ভূতম্ (ত্রিপাদৈ-

(১) তিঁহো—সেই তিন পুরুষাবতার।

(২) তিন আবাস স্থান—যথা বৃন্দাবন, পরব্যোম ও দেবীধাম। গোলোক বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তম বাসস্থান। পরব্যোম ধাম কৃষ্ণের মধ্যম বাসস্থান। দেবীধাম শ্রীকৃষ্ণের বাহ্য আবাসস্থান।

(৩) লোকের গৃহে যেমন কুঠরী থাকে, তেমনি মধ্যম বাসস্থান পরব্যোমের কুঠরীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ।

ৰ্য্যন্ত আধারভূতম্) সনাতনম্ অমৃতং শাশ্বতং নিত্যম্ অনন্তং পরমং পদং পরব্যোম 'বর্ত্ততে'।

অনুবাদ।—প্রকৃতি এবং পরব্যোমের মধ্যে বিরজা-নাম্নী যে নদী আছে, ঐ নদী নারায়ণের অঙ্গোদ্ভূত স্বেদজল হইতে জাত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং গঙ্গাদিরূপে সকলের শুভ সম্পাদন করিতেছে। সেই বিরজা নদীর পারে ত্রিপাদ্-বিভূতি, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য এবং অনন্ত ও সনাতন পরব্যোম নামে স্থান আছে॥ ১৩॥

তার তলে বাহ্যাবাস (১) বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠরী অপার॥
দেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী (২) রাখি, যাঁহা রহে মায়াদাসী।
এই তিন ধামে রহে কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রিপাদ্-ভূমিকথনে চতুর্থাঙ্কধৃতপদ্মোত্তরখণ্ডম্

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ
ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা
প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ তৎপদং হি ত্রিপাদ্ভূতং যতঃ সর্ব্বা মায়িকী বিভূতিঃ পাদাত্মিকা (একপাদা) প্রোক্তা।

অনুবাদ।—যেহেতু সর্ব্ববিধ মায়িক ঐশ্বর্য্যকে পাদাত্মক বলে, সেইহেতু ত্রিপাদ্ ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়হেতু গোলোক ও পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূত॥১৪॥

চিচ্ছক্তি বিভূতিধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম।
মায়িক বিভূতি একপাদ অভিধান॥
ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
'চিরলোকপাল' শব্দে তাহার গণন॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল জানাল কৃষ্ণেরে॥

কৃষ্ণ কহেন কোন্ ব্রহ্মা কি নাম তাহার।
দ্বারী আসি ব্রহ্মারে পুছয়ে আরবার॥
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিল।
কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইল॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লয়ে গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা॥
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি তোমার ইঁহা আগমন হৈল॥
ব্রহ্মা কহে, তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন॥
কোন্ ব্রহ্মা পুছিলা তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে॥
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল তৎক্ষণে॥
দশ বিশ শত সহস্র অযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারে না যায় গণন॥
রুদ্রগণ আইল লক্ষ কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইল।
হস্তিগণ মধ্যে যেন শশক রহিল॥
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদ-পীঠে লাগে॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে॥
পাদপীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠ স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥
যোড়হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা কৈলে প্রভু দেখালে চরণ॥
ভাগ্যে আমা বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি॥
কৃষ্ণ কহে তোমা সবা দেখিতে ইচ্ছা হৈল।
তাহা লাগি সবাকে একত্রে বোলাইল॥
সুখী হও সবে, কিছু নাহি দৈত্যভয়।
তারা কহে তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রেই জয়॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হয়েছিল ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার॥

(১) বাহ্যাবাস—বাহির বাটী।
(২) জগল্লক্ষ্মী—প্রাকৃত সম্পৎস্বরূপা মায়ারূপ জগৎসম্পত্তি।

দ্বারকাদি বিভূতির এইত প্রমাণ।
আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ সবার হৈল জ্ঞান॥
কৃষ্ণসহ দ্বারকায় বৈভব অনুভব হৈল।
একত্রে মিলিলেন কেহ কাঁহো না দেখিল॥
তবে কৃষ্ণ সব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার॥
ব্রহ্মা বলে পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিল।
তাহার উদাহরণ আমি সাক্ষাৎ দেখিল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৩৬ শ্লোকঃ

জানন্ত এব জানন্ত
কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো
বৈভবং তব গোচরম্॥ ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৫॥

কৃষ্ণ কহে এ ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি, কোন লক্ষ কোটি
কোন নিযুত কোটি, কোন কোটি কোটি॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
এক পাদ বিভূতির ইহার নাহিক পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে পরিমাণ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ২৮ অং ধৃত-পাদ্মোত্তরখণ্ডম্

তস্যাঃ পারে পরব্যোম
ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্য-
মনন্তং পরমং পদম্॥ ১৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৬॥

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে ত দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায়॥

'ত্র্যধীশ্বর' শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।
'ত্রি' শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক হয়॥
গোলোকাখ্য গোকুল (১) মথুরা দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি।
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
পূর্ব্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চির-লোকপাল॥
তা সবার মুকুট কৃষ্ণ পাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ-কালে তাঁর মণি পীঠে লাগে॥
মণিপীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন অনুমানি॥
নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি সম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য নাম॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে সেই ভগবান্॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি তার, ছুইল এক বিন্দু॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২ অং ১২ শ্লোকঃ

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ,
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা (শ্রীকৃষ্ণেন) মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং (পার্থিবলীলাযোগ্যং) স্বস্য চ বিস্মাপনং (বিস্ময়জনকং) সৌভগর্দ্ধেঃ (সৌভাগ্যাতিশয়স্য) পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং (পরমসুন্দরম্) যৎ (রূপং) গৃহীতম্।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ নিজ যোগমায়ার শক্তি দেখাইতে মনুষ্য-লীলার উপযুক্ত, নিজের বিস্ময়-জনক, সৌভাগ্য সম্পত্তির পরমপদ, এবং ভূষণের ভূষণসম্পাদক রূপকে প্রকট করেন॥ ১৭॥

(১) গোলোকাখ্য গোকুল—গোকুল, মধুপুরী, দ্বারাবতী এই তিন লোকের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। গোকুলের বৈভববিশেষ গোলোক, এইজন্য গোলোকাখ্য গোকুল বলিয়াছেন।

যথা—রাগঃ।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ ডুবায় সর্ব্ব ভুবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ॥ ধ্রু॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যারনাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপ তাঁর নিত্য-ধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছে (১) নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা সে স্বরূপগণ
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করেন লঞা গোপীগণ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প বহে অশ্রুধার॥

(১) তেরছে—বক্রভাবে।

মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি (২)
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥
কহিতেকৃষ্ণেররসে, শ্লোকপড়েপ্রেমাবেশে
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানগরী॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৪ অং

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ,
মেকান্তধাম-যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥ ১৮

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৮॥

তারুণ্যামৃতপারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার
তাতে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাতে ডুবায় না হয় উদ্গম (৩)॥
সখি হে! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ?
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন (৪)॥ ধ্রু॥
যে মাধুরী উর্দ্ধ (৫) আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোম-স্বরূপের গণে (৬)।
যিঁহো সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥

(২) পিঞ্ছ—ময়ূরপুচ্ছ। তথি—তাহাতে।
(৩) চক্রবাত—চক্রাকার বায়ু। বংশীধ্বনি নারীর মনকে কৃষ্ণরূপে মগ্ন করে।
(৪) পাঠান্তর 'নেত্র তনু মন'।
(৫) উর্দ্ধ—অধিক।
(৬) স্বরূপের গণে—অবতার-গণে।

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো এমাধুর্য্যলোভে, ছাড়িসব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা॥
সেইতো মাধুর্য্যসার, অন্যেসিদ্ধিনাহিতার, (১)
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশ কার্য্য জানি॥
গোপীভাবদর্পণ (২), নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহিমুড়ি (৩)
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥
কর্ম্ম তপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি জপধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥
সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়,
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।
আনের (৪) বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥
শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
করে কৃষ্ণ জগতের হিত॥

(১) অন্যে সিদ্ধি নাহি তার—অন্যস্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ব্যতীত শ্রীনারায়ণাদিতে যাহা সিদ্ধ হয় না।

(২) "গোপীভাব দর্পণ……নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য"। গোপীভাবদর্পণ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যকে নবনবায়মান করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে বাড়াইতে থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যও গোপীভাবদর্পণকে নবনবায়মান করাইয়া বাড়াইতে থাকে।

(৩) বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি—মুখ মুদ্রিত না করিয়া অর্থাৎ পরমহর্ষে উভয়ে উভয়কে বাড়াইতে থাকে।

(৪) আনের—অন্যের।

কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কং ২৪ অং ৩৬ শ্লোকঃ

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো,
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥১৯

অন্বয়ঃ।—নার্য্যঃ নরাঃ চ মুদিতাঃ মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-ভ্রাজৎ-কপোল-সুভগং (মকর-কুণ্ডলাভ্যাং চারুকর্ণাভ্যাম্ ভ্রাজন্তৌ যৌ কপোলৌ তাভ্যাং মনোহরং) সবিলাসহাসং নিত্যোৎসবং যস্য আননং দৃশিভিঃ (নয়নৈঃ) পিবন্ত্যঃ ন ততৃপুঃ (তৃপ্তিং লেভিরে) নিমেঃ (নিমেষস্য স্রষ্টিকর্ত্তারং নিমিং প্রতি) কুপিতাঃ চ।

অনুবাদ।—মকরাকৃতিকুণ্ডল-শোভিত কর্ণ দ্বারা দীপ্তিমান্ কপোল দ্বারা সুন্দর ও সবিলাস হাস্যযুক্ত এবং সর্ব্বদাই আনন্দিত যাহার (যে কৃষ্ণের) মুখখানি নর-নারী সকলেই দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সেইজন্য দর্শনের ব্যবধানকারী নিমেষ-উন্মেষ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নিমেষের স্রষ্টিকর্ত্তা নিমির প্রতি কোপ করিয়াছেন॥ ১৯॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৩১ অং ১৫ শ্লোকঃ

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি র্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥ ২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২০॥

যথা রাগঃ—

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগৎ করিল কামময় (৫)॥

(৫) কামময়—শ্রীকৃষ্ণে কামনাময়।

সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ ॥ ধ্রু ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু (১), তাহাতে চন্দনবিন্দু
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি।
কর নখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখচন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসিকা-বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারী মন লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥
এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনি মূল্যে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে কাহাকে অধরামৃতে
সব লোকে করে আপ্যায়িত ॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন (২),
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য-কেলি সদন, জন-নেত্র-রসায়ন
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥
যার পুণ্যপুঞ্জ-ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পান?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ, পিতে না রে মনঃক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥
না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি
তাহে দিল নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার?
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য-সিন্ধু, মুখ সুমধুর-ইন্দু,
অতি মধুস্মিত সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন (৩) ॥

তথাহি—কর্ণামৃতে দ্বিনবতিতমশ্লোকে
বিল্বমঙ্গলবাক্যম্

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—অস্য বিভোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) বপুঃ মধুরং মধুরং বদনং মধুরং মধুরম্। অহো মধুগন্ধি এতৎ মৃদুস্মিতং মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।

অনুবাদ।—এই শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি অতি সুমধুর, উঁহার বদনখানি অতিশয় মধুর, উঁহার মধুগন্ধি এই ঈষৎহাস্য অতি সুমধুর ॥ ২১ ॥

যথা রাগঃ।

সনাতন কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি (৪), সব পিতে করে মতি
দুর্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ॥ ধ্রু ॥

---

(১) ললাটে অষ্টমী-ইন্দু—অর্থাৎ ললাট অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ।

(২) মদন-মদঘূর্ণন—মদনমদে মত্ততায় যে ঘূর্ণিত হয়; শেষে মদনের সৌন্দর্য্যাদি নিমিত্ত মদ (গর্ব্ব) ঘুরাইয়া সে দূরে নিক্ষেপ করে এবং যাহার হৃদয়ে এই নয়নভঙ্গী উদয় হয়, তাহার সে হৃদয় হইতে মদনমদ দূরীভূত হয়।

(৩) স্বহস্ত চালন—তৎকালে সমুদিত ভাববশতঃ আস্বাদনে পরম সুখবিশেষ অভিব্যক্ত হয় এইরূপ ভঙ্গিবিশেষ হস্তদ্বারা অভিনয় করিয়া।

(৪) সান্নিপাতি—বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনের এককালীন সমবৃদ্ধিকে সান্নিপাতি বলে। ইহাতে অনিবার্য্য পিপাসায় সমস্ত জল পান করিতে ইচ্ছা হয়।

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভরা॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিক্ ব্যাপে যার পূর॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধরমধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী-ছিদ্র আকাশে,(১)তার গুণশব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥
সে ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে?

নীবী(২)খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোক-ধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥
কর্ণমধ্যে বাসা করে, আপনি তাহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে আন কহিতে কহিলে আনে
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥
আমি ত বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্রোতে আমি যাই বহি॥
তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) বংশীছিদ্র-আকাশে—বংশীচ্ছিদ্ররূপ আকাশে। তার গুণ শব্দে—অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দে। পৈশে—প্রবেশ করিয়া। ধ্বনিরূপে—বংশীধ্বনিরূপে। পাঞা পরিণামে—অর্থাৎ পরিণত হইয়া।

(২) নীবী—বস্ত্রগ্রন্থি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥ ১

অন্বয়ঃ।—করুণার্ণবং (দয়াসমুদ্রং) তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবম্ 'অহং' বন্দে, যেন অতিগূঢ়া (অতীব গোপনীয়া) অপি ইয়ং ভক্তিঃ কলৌ প্রকাশিতা।

অনুবাদ।—যিনি অতি নিগূঢ় এই ভক্তিতত্ত্ব কলিযুগে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রসিদ্ধ দয়ার সাগর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই ত কহিল সমস্ত তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার॥
এবে কহি শুন অভিধেয় (১) লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন॥
কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥

তথাহি—মুনিবাক্যম্

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা
দিশতি ভবদারাধন-বিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী
স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা
সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং
মুরহর ভবানেব শরণম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—মাতা শ্রুতিঃ পৃষ্টা (জিজ্ঞাসিতা সতী) ভবদারাধনবিধিং দিশতি (উপদিশতি) মাতুঃ যথা বাণী, ভগিনী স্মৃতিঃ অপি তথা বক্তি (দিশতি), পুরাণাদ্যাঃ যে বা সহজনিবহাঃ (সহোদরবৃন্দাঃ) তে তদনুগাঃ (তদনুসারিণঃ)। মুরহর! অতঃ ভবান্ এব শরণম্ 'এতৎ' সত্যং জ্ঞাতম্।

অনুবাদ।—মাতা শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) আরাধনা (ভক্তি) করিতে উপদেশ দেন। মাতা যাহা বলেন, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলেন। পুরাণ ইতিহাসাদি সহোদরগণ মাতা ও ভগিনীর অনুগামী অর্থাৎ তাঁহারাও তোমারই ভজন করিতে বলেন (অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিতে বলেন)। অতএব হে কৃষ্ণ! একমাত্র তুমিই আশ্রয়, ইহা আমি সত্যই বুঝিতে পারিয়াছি॥ ২॥

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বরূপ বিভিন্নাংশ-রূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত একের নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে (২)॥

(১) অভিধেয়—শাস্ত্রের বাচ্য।

(২) আধ্যাত্মিক তাপত্রয়—মনের কষ্ট আধ্যাত্মিক তাপ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কষ্ট আধিদৈবিক তাপ ও দেহের কষ্ট আধিভৌতিক তাপ, এই ত্রিতাপ। জারি—দগ্ধ করিয়া।

কাম ক্রোধের বশ হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে (১) যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং ৮ শ্লোকঃ

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা
ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে
সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং
মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥ ৩

অন্বয়ঃ।—কামাদীনাং কতি দুর্নিদেশাঃ (অসদুপদেশাঃ) কতিধা ন পালিতাঃ, ময়ি তেষাং ন করুণা ন ত্রপা (করুণাসামর্থ্যহীনত্বাৎ লজ্জা) ন উপশান্তিঃ (বিরতিঃ) জাতা। অথ যদুপতে! সাম্প্রতম্ :(অধুনা) লব্ধবুদ্ধিঃ 'অহম্' এতান্ উৎসৃজ্য (কামাদীন্ পরিত্যজ্য) অভয়ং শরণং ত্বাম্ আয়াতঃ (সংপ্রাপ্তঃ), মাম্ আত্মদাস্যে (স্বসেবায়াং) নিযুঙ্ক্ষ্ব।

অনুবাদ।—হে প্রভো, আমি কামাদির কত দুষ্ট আদেশ কতপ্রকারে না প্রতিপালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না, অথবা তাহারা দয়া করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত বা বিরত হইল না; অতএব হে যদুপতে, এক্ষণে আমি বুদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহাদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া অভয়াশ্রয় তোমার শরণ লইলাম, তুমি আমাকে নিজদাস্যে নিযুক্ত কর॥ ৩॥

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক (২) কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নাহি বল (৩)॥

(১) ভ্রমিতে ভ্রমিতে—অর্থাৎ কোন জন্মে।
(২) অর্থাৎ ভক্তির অধীন।
(৩) তাহা দিতে—ফল দিতে। কৃষ্ণভক্তি-সাহায্যে কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান নিজ নিজ ফল দিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বতঃ ফল দিবার ইহাদের সামর্থ্য নাই।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১স্কং ৫ অং ১৬ শ্লোকঃ

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—নিরঞ্জনং (নিরুপাধিকম্) নৈষ্কর্ম্ম্যম্ (ব্রহ্মবিষয়কম্) অপি জ্ঞানং অচ্যুতভাববর্জ্জিতং (হরিভক্তিবিহীনং) 'চেৎ' অলম্ (অত্যর্থং) ন শোভতে। 'তদা' শশ্বৎ অভদ্রং যৎ কর্ম্ম যৎ চ অপি অকারণম্ কর্ম্ম (অকাম্যং কর্ম্ম) ঈশ্বরে ন অর্পিতং 'তৎ' কুতঃ পুনঃ 'শোভতে'।

অনুবাদ।—সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিবর্জ্জিত হইলে, যখন কিছুমাত্র শোভিত হয় না (অর্থাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় না), তখন সাধনকালে ও ফলভোগকালে দুঃখময় কাম্যকর্ম্ম ও নিষ্কামকর্ম্ম ঈশ্বরে অনর্পিত হইলে তাহাও শোভিত হয় না (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির হেতু হয় না)॥ ৪॥

তথাহি—তত্রৈব ২ স্কং ৪ অং ১৭ শ্লোকঃ

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—তপস্বিনঃ দানপরাঃ (দানশীলাঃ) যশস্বিনঃ, মনস্বিনঃ, মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ যদর্পণং বিনা ক্ষেমং (মঙ্গলম্) ন বিন্দন্তি (লভন্তে) তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে (সুকল্যাণযশোযুক্তায়) ভগবতে নমঃ নমঃ।

অনুবাদ।—তপস্বী (জ্ঞানী), দানশীল (কর্ম্মী) যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রজাপক (আগমবেত্তা) এবং সদাচারিগণ যাঁহাতে তপ-আদি অর্পণ না করিয়া মঙ্গল-লাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই সুমঙ্গল-যশস্বী শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি॥ ৫॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ১৪ অং ৪ শ্লোকঃ

শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ৬

অন্বয়ঃ।—(হে) বিভো! শ্রেয়ঃসৃতিং (শ্রেয়সঃ কল্যাণস্য সৃতিং মার্গস্বরূপাং) তে ভক্তিম্ উদস্য (পরিত্যজ্য, অনাদৃত্য) যে কেবলবোধলব্ধয়ে (কেবলজ্ঞানলাভার্থং) ক্লিশ্যন্তি, তেষাং স্থূলতুষাবঘাতিনাং (তণ্ডুলার্থম্ অন্তঃসারশূন্যান্ তুষান্ অবঘ্নন্তি যে তেষাম্) যথা (ইব) ক্লেশলঃ (শ্রমঃ) এব শিষ্যতে ন অন্যৎ।

অনুবাদ।—হে প্রভো! সকল মঙ্গললাভের উপায়ভূত তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্তিকে অতিশয় অনাদর করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ ক্লেশ করে, তাহারা তণ্ডুলের নিমিত্ত স্থূল তুষে আঘাতকারী ব্যক্তির ন্যায় কিছুমাত্র লাভ না করিয়া ক্লেশমাত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৬॥

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭অং ১৪ শ্লোকঃ

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেবযে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাংতরন্তিতে॥৭

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ২০ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৭॥

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তাঁর গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে (১)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ম অং ২ শ্লোকঃ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥৮

অন্বয়ঃ।—গুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোভিঃ) পৃথক্ পুরুষস্য (ভগবতঃ) চত্বারঃ বর্ণাঃ (বিপ্রাদয়ঃ) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ আশ্রমৈঃ সহ জজ্ঞিরে।

অনুবাদ।—ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে চারি আশ্রমের সহিত সত্ত্বাদি গুণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি উৎপন্ন হইয়াছে॥৮॥

তত্রৈব—৩য় শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যম্

য এষাং পুরুষং সাক্ষা-
দাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি
স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥৯

অন্বয়ঃ।—এষাং (ব্রাহ্মণাদীনাং) যে সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবং (জনকস্বরূপম্) ঈশ্বরং পুরুষং ন ভজন্তি অবজানন্তি 'তে' স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ অধঃ পতন্তি।

অনুবাদ।—এই চারি জাতি ও আশ্রমের সাক্ষাৎ পিতৃস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবান্‌কে যাহারা ভজনা করে না ও অবজ্ঞা করে, তাহারা ঐ জাতি ও ঐ আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়॥৯॥

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২ অং ২৬ শ্লোকঃ

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥১০

অন্বয়ঃ।—'হে' অরবিন্দাক্ষ, ত্বয়ি অস্তভাবাৎ (ভক্তিবর্জ্জিতত্বাৎ) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ অন্যে যে বিমুক্তমানিনঃ, 'তে' কৃচ্ছ্রেণ পরং পদম্ আরুহ্য অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (অনাদৃতৌ অবজ্ঞাতৌ যুষ্মাকং অঙ্ঘ্রী পাদৌ যৈঃ তাদৃশাঃ) 'সন্তঃ' ততঃ অধঃ পতন্তি।

অনুবাদ।—হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! যাহারা তোমাতে ভক্তি না থাকায় অবিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা বহুকষ্টে পরম পদে আরোহণ করিয়াও তোমার চরণকে অনাদর করাতে পুনর্ব্বার অধঃপতিত হয়॥১০॥

(১) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ (জাতি)। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটি আশ্রম। স্বধর্ম্ম—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। রৌরব—তন্নামক নরকবিশেষ। অবশ্যকর্ত্তব্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম করিয়া কৃষ্ণভজনা না করিলে, নরকে গমন করিতে হয়, এতএব ভক্তিই অভিধেয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভক্তিকে অপেক্ষা করে, কিন্তু ভক্তি উহাকে অপেক্ষা করে না।

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৭ অং ৪৬ শ্লোকঃ

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুষকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা॥
তদ্ বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসঃ।
ব্রহ্মেতি যদ্ বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥১১

টীকা—[কিং তদ্ভগবতঃ স্বরূপং যস্মিন্ মনোধারণাং বিধানমায়াং তরত্যপেক্ষায়ামাহ—শশ্বদিতি সার্দ্ধেন]। যদ্ ব্রহ্মেতি বিদুর্নয়স্তদ্বৈ ভগবতঃ স্বরূপম্। কিং তদ্ব্রহ্ম তদাহ অজস্রং নিত্যঞ্চ তৎসুখঞ্চ বিশোকঞ্চেতি। অজস্রসুখত্বে হেতুঃ শশ্বৎ সদা প্রশান্তম্ অতো নিত্যসুখরূপং বিশোকত্বে হেতুঃ অভয়ং কুতঃ যতঃ প্রতিবোধমাত্রং জ্ঞানৈকরসম্। নমু জ্ঞানস্যাপি নীলপীতাদ্যাকারেণ চক্ষুরাদিকরণভেদেন চ ভেদো দৃশ্যতে। বিশুদ্ধং নির্ম্মলম্। নমু দর্শিতো বিষয়করণয়োঃ পরাপরাগরূপো মল ইত্যত আহ সদসতঃ পরং বিষয়করণসঙ্গশূন্যং বৃত্তেরেব তদ্রূপাত্মনো জ্ঞাতৃঃ স্বরূপমেব তং ন ততো ভিন্নম্। নমু চ, তান্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শব্দবোধত্বপ্রতীতেঃ কুতো বোধরূপত্বং তত্রাহ—শব্দো ন যত্রেতি। আরোপিত ভ্রমনিবৃত্তাবেব শব্দস্য ব্যাপারো ন তদ্বোধ ইত্যর্থঃ। নমু ভবতু নাম নিরস্তভেদজ্ঞানরূপত্বাং বিশোকম্। সুখস্য তু নানাকারকসাধ্যক্রিয়াফলত্বাং কথমজস্রসুখত্বং তস্যেত্যত আহ। যত্র বহুকারকসাধ্যঃ ক্রিয়ার্থঃ উৎপত্ত্যাদিচতুর্ব্বিধং ক্রিয়াফলঞ্চ নাস্তি। ইন্দ্রিয়ৈঃ জ্ঞানাংশস্যাভিব্যক্তিরিব ক্রিয়াভিরানন্দাংশস্যাভিব্যক্তিমাত্রং ক্রিয়তে নোৎপত্ত্যাদিকমিতি ভাবঃ। নতুৎপত্ত্যাস্যভাবেঽপি মায়ামলাপকরণেন বিকার্য্যত্বং স্যাদেব ব্রীহীণামিব তুষাপকরণেন ইত্যাশঙ্ক্যাহ মায়া অভিমুখে স্থাতুং বিলজ্জমানেব যস্মাৎ পরৈতি দূরতোঽপসরতি ইতি।

অনুবাদ।—মুনিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহাই ভগবানের স্বরূপ। বস্তুতঃ ভগবানের রূপ সর্ব্বদা প্রশান্ত, অভয় এবং ভেদশূন্য, বিষয় ও করণসম্বন্ধশূন্য, নির্ম্মল জ্ঞানমাত্র। সেই জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দব্যাপার তাঁহার বোধক নহে, অপর তাহাতে চতুর্ব্বিধ উৎপত্ত্যাদি ক্রিয়াফলও নাই। মায়াও তাঁহার অভিমুখে অবস্থান করিতে লজ্জিত হইয়া (অর্থাৎ সাহস না পাইয়া) দূরে পলায়ন করে॥১১॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকঃ

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥১২

অন্বয়ঃ।—যস্য ঈক্ষাপথে (নয়নপথে) স্থাতুং বিলজ্জমানয়া অমুয়া (মায়য়া) বিমোহিতাঃ মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ (বুদ্ধিহীনাঃ) বিকত্থন্তে (শ্লাঘন্তে)।

অনুবাদ।—মায়া ভগবানের নয়নপথে থাকিতে লজ্জা পায়, দুর্ব্বুদ্ধিগণ সেই মায়ায় বিমোহিত হইয়া 'আমি ও আমার' বলিয়া শ্লাঘা করে॥ ১২॥

'কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ৩৯৭ অঙ্কধৃতরামায়ণবচনম্

সকৃদেব প্রপন্নো-
যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ
দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—প্রপন্নঃ যঃ তব অস্মি ইতি চ সকৃৎ এব যাচতে, তস্মৈ সর্ব্বদা অভয়ং দদামি, এতৎ মম ব্রতম্।

অনুবাদ।—"হে কৃষ্ণ! আমি তোমার হইলাম" বলিয়া যে একবার প্রার্থনা করে, আমি (ভগবান্) সর্ব্বদা তাহাকে অভয় দান করি, ইহাই আমার ব্রত॥ ১৩॥

ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৩ অং ১০ শ্লোকঃ

অকামঃ সর্ব্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
যজেত পুরুষং পরম্॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অকামঃ সর্ব্বকামঃ মোক্ষকামঃ বা উদারধীঃ 'পুরুষঃ' তীব্রেণ ভক্তিযোগেন পরং পুরুষং যজেত।

অনুবাদ।—একান্ত ভক্ত অথবা সর্ব্ববিধ কামনাশালী কিংবা মোক্ষকামী, ইহারা যদি উদারবুদ্ধি হয়, তবে ভক্তিযোগে পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভজনা করে॥ ১৪॥

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে "আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ২৯ অং ১৯ শ্লোকঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥১৫

অন্বয়ঃ।—অর্থিতঃ (যাচিতঃ সন্) নৃণাম্ অর্থিতং (প্রার্থিতম্ বস্তু) দিশতি (দদাতি) 'ইতি' সত্যং 'তথাপি' ন এব অর্থদঃ (স্বচরণ-রূপপরমার্থপ্রদঃ) যৎ (যস্মাৎ) যতঃ পুনরর্থিতা; অনিচ্ছতাং (কামনাশূন্যানাং) ভজতাম্ ইচ্ছাপিধানম্ (সর্ব্বকামনাশকং) নিজপাদপল্লবং স্বয়ং বিধত্তে।

অনুবাদ।—যদ্যপি ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম মনুষ্যদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করেন সত্য, তথাপি তিনি পরমার্থ প্রদান করেন না, যেহেতু দানের পর তাহারা আবার প্রার্থনা করিয়া থাকে; কিন্তু ভজনাকারীরা ইচ্ছা না করিলেও তিনি সর্ব্ববিধ কামনার আচ্ছাদক নিজপাদপল্লব তাহাদিগকে প্রদান করেন॥ ১৫॥

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে করে অভিলাষে॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ অধ্যায়ে ধ্রুবচরিতে ২৮ শ্লোকঃ

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্! কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে॥১৬

অন্বয়ঃ।—স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতঃ অহং দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং ত্বাং কাচং বিচিন্বন্ দিব্যরত্নম্ ইব প্রাপ্তবান্, 'হে' স্বামিন্! কৃতার্থঃ অস্মি বরং ন যাচে।

অনুবাদ।—হে প্রভো! লোকে কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেমন দিব্যজ্ঞান লাভ করে, আমিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার জন্য তপস্যা করিয়া দেব-মুনীন্দ্রগণের অপ্রাপ্য তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আর বর প্রার্থনা করি না॥ ১৬॥

সংসারে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩৮ অং ৪ শ্লোকঃ

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিত্তরতি কশ্চন॥১৭

অন্বয়ঃ।—এবং মা, অধমস্য অপি মম অচ্যুত-দর্শনং স্যাৎ এব। কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ (কাল-প্রবাহেণ উহ্যমানঃ) কশ্চন কচিৎ তরতি।

অনুবাদ।—আমার আশঙ্কা সত্য নহে। আমি অধম হইলেও আমার (অক্রূরের) কৃষ্ণ দর্শন হইবে। নদীবেগে নীয়মান তৃণাদির মধ্যে কোনটী যেমন কখন তীরে উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ কালনদীতে হ্রিয়মাণ জীবগণের মধ্যে কেহ কখন উত্তীর্ণ হয় (অর্থাৎ কৃষ্ণসন্দর্শন লাভ করে)॥ ১৭॥

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৫১ অং ৩৪ শ্লোকঃ

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—(হে) অচ্যুত! ভ্রমতঃ জনস্য যদা ভবাপবর্গঃ (সংসারবন্ধমোচনং) ভবেৎ, তর্হি সৎসমাগমঃ (সাধুসঙ্গঃ); যর্হি সৎসঙ্গমঃ তদা এব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি রতিঃ জায়তে।

অনুবাদ।—হে অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ), এই সংসারে ভ্রমণশীল জনের যখন সংসার-বন্ধনমোচনের সময় উপস্থিত হয়, তখনই তোমার ভক্তের সমাগম হয়, যখনই সেই ভক্তজনের সঙ্গপ্রাপ্তি হয়, তখনই সাধুদিগের একগতি ও সর্ব্বান্তর্য্যামী তোমাতে রতি (অর্থাৎ ভক্তি) উৎপন্ন হয়॥ ১৮॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামী (১) রূপে শিখায় আপনে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৯ অং ৭ শ্লোকঃ

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্,
আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ১৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৯ ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২০ অং ৮ শ্লোকঃ

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ
জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো
ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—যঃ পুমান্ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ তু ন নির্বিণ্ণঃ (বিরক্তঃ) ন অতিসক্তঃ (অতীব আসক্তঃ), অস্য (পুংসঃ) ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ।

অনুবাদ।—(হে উদ্ধব!) যে ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে (পরম স্বাধীন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ এবং তৎকৃপাজাত সৌভাগ্যোদয়ে) আমার (কৃষ্ণের) কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে জাতশ্রদ্ধ হয় এবং যে ব্যক্তি অতিশয় নির্ব্বেদযুক্ত নয় ও অতিশয় আসক্ত নয়, এতাদৃশ পুরুষেরই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ (অর্থাৎ প্রেমোৎপাদক) হয়॥ ২০॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ২০ অং ১২ শ্লোকঃ

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্ব্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ ২১

অন্বয়ঃ।—(রহূগণং প্রতি ভরতবাক্যম্) 'হে' রহূগণ, মহৎপাদরজোঽভিষেকং বিনা (মহতাং ভক্তানাং চরণাশ্রয়ং বিনা) ন তপসা ন চ ইজ্যয়া (যাগেন) নির্ব্বপণাৎ (অন্নাদিদানাৎ) গৃহাৎ (গৃহনিমিত্তাৎ পরোপকারাৎ) বা ন ছন্দসা (বেদালোচনেন) ন এব জলাগ্নি-সূর্য্যৈঃ এতৎ (তত্ত্বজ্ঞানং) যাতি (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ।—হে রহূগণ! ভগবৎ-ভক্তজনের চরণাশ্রয় ব্যতীত তপস্যা, বৈদিককর্ম্ম, অন্নাদিদান, গৃহনিমিত্ত পরোপকার ও বেদাভ্যাস ইত্যাদি দ্বারা এবং জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না॥ ২১॥

তথাহি—তত্রৈব ৭ স্কং ৫ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকঃ

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—যাবৎ নিষ্কিঞ্চনানাং (বিষয়াভিমান-বর্জ্জিতানাং) মহীয়সাং (মহতাং ভক্তানাং) পাদরজোঽভিষেকং ন বৃণীত, তাবৎ এষাং মতিঃ উরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং (ভগবচ্চরণং) ন স্পৃশতি, যদর্থঃ অনর্থাপগমঃ (সংসারবন্ধননাশঃ)।

অনুবাদ।—(হে পিতঃ!) বিষয়াভিমান-রহিত মহত্তমদিগের চরণরেণু দ্বারা যাবৎ অভিষেক না হয়, তাবৎ ইহাদিগের মতি ভগবচ্চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপ মতি হইলে ভববন্ধন নাশ হয়॥ ২২॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র (২) সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১৮ অং ১৩ শ্লোকঃ

তুলয়াম লবেনাপি
ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য
মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবদ্ভক্তসঙ্গস্য) লবেন অপি স্বর্গং ন তুলয়াম অপুনর্ভবং (মোক্ষং) ন 'তুলয়াম', মর্ত্ত্যানাং (মানবানাম্) আশিষঃ (রাজ্যসুখাদীনি) কিমুত।

(১) গুরু অন্তর্য্যামী ইত্যাদি—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই গুরু এবং অন্তর্য্যামিরূপে স্বয়ং শিক্ষা দেন। ইহাদ্বারা শ্রীগুরূপদেশ শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা, ইহা প্রতিপন্ন করিলেন।

(২) লবমাত্র—অত্যল্প কালমাত্র।

অনুবাদ।—(শৌনক কহিলেন, হে সূত!) যখন ভগবদ্ভক্তজনের সহিত অত্যল্প কাল সঙ্গকেই স্বর্গ ও মোক্ষের সহিত তুলনা করিতে পারি না, তখন মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত যে ইহার তুলনা হয় না তাহা আর কি বলিব ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৪ শ্লোকঃ

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ
শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি
ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—ভূয়ঃ সর্ব্বগুহ্যতমং পরমং (শ্রেষ্ঠং) মে বচঃ শৃণু, 'ত্বং' মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ (অতীব প্রিয়ঃ) অসি, ইতি (ইতি মত্বা) ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি।

অনুবাদ।—(হে অর্জ্জুন!) সকল প্রকার গুহ্য হইতেও গুহ্যতম সারভূতা কথা পুনরায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি ॥ ২৪ ॥

তত্রৈব ১৮ অং ৬৫ শ্লোকঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো
মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে
প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—মন্মনাঃ (মদ্গতমনাঃ) ভব, মদ্ভক্তঃ ভব, মদ্‌যাজী ভব, মাং নমস্কুরু, মে প্রিয়ঃ অসি, মাম্ এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি), 'ইতি' তে সত্যং প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞাং করোমি)।

অনুবাদ।—(হে অর্জ্জুন!) তুমি আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনে নিরত হও এবং আমাকে প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত, অতএব তোমার নিকট সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি নিশ্চয় আমাকে পাইবে ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্ ॥

এই আজ্ঞাবলে যদি ভক্ত্যে শ্রদ্ধা হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২০ অং ১০ শ্লোকঃ

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত
ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা
শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ৯ম পরিচ্ছেদে ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৬ ॥

শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪ স্কং ৩১ অং ১২ শ্লোকঃ

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—তরোঃ মূলনিষেচনেন যথা তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ তৃপ্যন্তি, প্রাণোপহারাৎ (প্রাণভোজনাৎ, আহারাৎ) চ যথা ইন্দ্রিয়াণাং 'তৃপ্তিঃ' তথা অচ্যুতেজ্যা (শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনম্) এব সর্ব্বার্হণং (সর্ব্বদেবারাধনম্)।

অনুবাদ।—যেমন তরুমূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা এবং উপশাখা প্রভৃতির তৃপ্তি হয় এবং প্রাণকে উপহার দিলে (অর্থাৎ আহার করিলে) যেমন ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণের আরাধনা করিলে সকল দেবতার আরাধনা হয় ॥ ২৭ ॥

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্ ॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥

রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত তরতম (১)।
একাদশস্কন্ধে সবার করিয়াছে লক্ষণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৪৩ শ্লোকঃ

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্-
ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্ম-
ন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ২৮

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৮॥

তত্রৈব—৪৪ শ্লোকে যোগেন্দ্রবাক্যম্

ঈশ্বরে তদধীনেষু
বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা
যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—যঃ ঈশ্বরে তদধীনেষু (ঈশ্বরভক্তেষু) বালিশেষু (অজ্ঞজনেষু) দ্বিষৎসু (শত্রুষু) চ 'যথাক্রমং' প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ করোতি, স মধ্যমঃ।

অনুবাদ।—যিনি পরমেশ্বরে প্রেম, হরিভক্তে বন্ধুতা, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা এবং নিজের বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে মধ্যম ভক্ত বলে॥ ২৯॥

তত্রৈব—২য় অং ৪৫ শ্লোকে যোগেন্দ্রবাক্যম্

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে
পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু
স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—যঃ শ্রদ্ধয়া অর্চ্চায়াম্ (প্রতিমায়াম্) এব হরয়ে পূজাম্ ঈহতে (বিদধাতি, করোতি), ভক্তেষু অন্যেষু চ ন, সঃ প্রাকৃতঃ ভক্তঃ স্মৃতঃ।

অনুবাদ।—যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতেই হরিকে পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তকে বা অন্যকে সৎকার করেন না, তাহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলে (অর্থাৎ তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত)॥ ৩০॥

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥

তথাহি—৫ স্কং ১৮ অং ১৩ শ্লোকঃ

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৩১

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩১॥

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ, দান্ত, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী(২)॥

(১) 'ভক্ততরতম'—শ্রেষ্ঠ, মধ্যম বা কনিষ্ঠ ভক্ত।

(২) কৃপালু—পরসংসারদুঃখাসহিষ্ণু। অকৃতদ্রোহ—নিজদ্রোহিজনের বা অন্য কাহারও যে অনিষ্ট করে না। দান্ত—জিতেন্দ্রিয়; কামক্রোধাদি ছয় বা ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, ব্যাধি, শোক ও মোহ এই ছয়কে যে জয় করিয়াছে। সত্যসার—সত্যই যাঁহার বল। সম—সুখ-দুঃখে যাঁহার সমান জ্ঞান। নির্দ্দোষ—অনবস্থাত্মা, অর্থাৎ অসূয়াদি-দোষরহিত। মৃদু—অকঠিনচিত্ত। শুচি—সদাচার। অকিঞ্চন—অপরিগ্রহ। সর্ব্বোপকারক—যথাশক্তি সকলের উপকারকর্ত্তা। শান্ত—নিয়তান্তঃকরণ। নিরীহ—ব্যাবহারিক ক্রিয়াশূন্য। স্থির—নিজকার্য্যে ফলোদয় যে পর্য্যন্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত অব্যগ্র। বিজিত-ষড়্গুণ—ক্ষুৎ, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু এই ছয়টিকে যিনি জয় করিয়াছেন। মিতভুক্—লঘ্বাহারী, পরিমিত ভোজনকারী। অপ্রমত্ত—সাবধান। মানদ—অন্যের মানদাতা। অমানী—অমানাকাঙ্ক্ষী। গম্ভীর—নির্ব্বিকার। করুণ—করুণাদ্বারাই যিনি প্রবৃত্ত হন। মৈত্র—অবঞ্চক। কবি—বন্ধ-মোক্ষজ্ঞ। দক্ষ—পরবোধনে নিপুণ। মৌনী—বৃথালাপবর্জ্জিত। এইগুলি ভক্তিপ্রবর্ত্তক সাধুগণের গুণ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৫ অং ২০ শ্লোকঃ

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ
সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ
সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—তিতিক্ষবঃ (ক্ষমাশীলাঃ) কারুণিকাঃ সর্ব্বদেহিনাং সুহৃদঃ অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধুভূষণাঃ (সাধূনাং সম্মানম্বিতারঃ) সাধবঃ।

অনুবাদ।—যাঁহারা তিতিক্ষু (অর্থাৎ শীত-উষ্ণাদিতে যাঁহাদের তুল্য জ্ঞান অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষমাশীল), দয়ালু, সর্ব্বপ্রাণীর উপকারকর্ত্তা, কাহাকেও শত্রু মনে করেন না, নিস্পৃহ এবং সাধুদিগের সম্মানকর্ত্তা, তাঁহারাই সাধু (অর্থাৎ শমদমাদি গুণসকল ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ)॥ ৩২॥

তথাহি—তত্রৈব ৫ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকঃ

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—মহৎসেবাং বিমুক্তেঃ দ্বারম্ আহুঃ, যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং তমোদ্বারম্ 'আহুঃ'। যে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ (ক্রোধশূন্যাঃ) সুহৃদঃ (প্রাণিনাম্ উপকারকাঃ) সাধবঃ তে মহান্তঃ।

অনুবাদ।—(ঋষিদেব কহিলেন, হে পুত্রগণ!) পণ্ডিতেরা মহৎসেবাকেই ভগবৎপ্রাপ্তির এবং স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকে সংসারের দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। যাঁহারা সমচিত্ত (অভেদদর্শী), প্রশান্ত, অক্রোধী, সর্ব্বভূতের হিতকারী ও সদাচার, তাঁহারাই মহান্ (ভগবদ্ভক্ত)॥ ৩৩॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৫১ অং ৩৬ শ্লোকঃ

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদ্-
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ৩৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৪॥

তথাহি—তত্রৈব ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকঃ

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং
পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি
সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—অতঃ 'হে' অনঘাঃ (পাপরহিতাঃ)! ভবতঃ আত্যন্তিকং ক্ষেমং (কল্যাণং) পৃচ্ছামঃ। অস্মিন্ সংসারে ক্ষণার্দ্ধঃ অপি সৎসঙ্গঃ নৃণাং সেবধিঃ (সর্ব্বাভীষ্টদায়কঃ ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ।—(নিমি রাজা কহিলেন) হে অনঘগণ, ভগবদ্ভক্ত-দর্শন দুর্ল্লভ, এই হেতু আপনাদিগের নিকট আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি, যেহেতু এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও সৎসঙ্গ মনুষ্যদিগের পক্ষে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ॥ ৩৫॥

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, পুনঃ তিঁহো মুখ্য অঙ্গ (১)॥

তত্রৈব ২ স্কং ২৫ অং ১২ শ্লোকঃ

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো-
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩৬॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৩১ অং ৩৫ শ্লোকঃ

ন তথাস্য ভবেন্মোহো
বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো
যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—যোষিৎসঙ্গাৎ যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ পুংসঃ মোহঃ বন্ধঃ চ যথা ভবেৎ, অন্যপ্রসঙ্গতঃ অস্য (পুংসঃ) তথা 'মোহোবন্ধঃ চ' ন 'ভবেৎ'।

অনুবাদ।—স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সঙ্গ হইতে পুরুষের যাদৃশ মোহ এবং সংসারবন্ধন হয়, অন্যসঙ্গ হইতে তাদৃশ হয় না॥ ৩৭॥

---

(১) মুখ্য অঙ্গ—প্রধান সাধন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২১ অং ৩১ শ্লোকঃ

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং
বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি
যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্‌ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—যৎসঙ্গাৎ সত্যং শৌচং দয়া মৌনং, বুদ্ধিঃ, হ্রীঃ, শ্রীঃ, যশঃ, ক্ষমা, শমঃ, দমঃ, ভগঃ (ঐশ্বর্য্যম্‌) চ ইতি সংক্ষয়ং যাতি।

অনুবাদ।—সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য এই সকল অসৎসঙ্গ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ৩৮॥

তথাহি—তত্রৈব ৩১ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকঃ

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু
খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু
যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—অশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মসু (দেহাত্মবুদ্ধিষু) শোচ্যেষু তেষু অসাধুষু চ যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু (ক্রীড়ামৃগবৎ নারীণাং বশীভূতেষু জনেষু) সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ।—যাহাদিগের বুদ্ধির স্থিরতা নাই এবং যাহারা দেহাত্মবুদ্ধি, সেই মূঢ়, অসাধু ও শোকার্হ এবং স্ত্রীপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করিবে না॥ ৩৯॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১০ বিলাসে ২২৪ অঙ্কধৃতকাত্যায়নসংহিতাবচনম্‌

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্‌ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তঃ (অগ্নিশিখা-সমূহানাং মধ্যে) ব্যবস্থিতিঃ (অবস্থানং) বরম্‌, শৌরি-চিন্তা-বিমুখজনসংবাসবৈশসং (কৃষ্ণচিন্তা-বিমুখজনেন বাসরূপং দুঃখম্‌) ন।

অনুবাদ।—প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখাযুক্ত পঞ্জরের মধ্যে (অর্থাৎ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে) অবস্থিতি করাও ভাল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বিমুখজনের সহবাসজনিত পীড়া ভাল নয়॥ ৪০॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তং শ্লোকপাদম্‌

মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্‌ কচিদপি
ভগবদ্ভক্তিহীনান্‌ মনুষ্যান্‌। ৪১

অন্বয়ঃ।—ভগবৎ-ভক্তিহীনান্‌ ক্ষীণপুণ্যান্‌ মনুষ্যান্‌ কচিদপি মা দ্রাক্ষম্‌।

অনুবাদ।—হে ভগবন্‌, আমি আপনাতে ভক্তিহীন অসাধু মনুষ্যকে কোন সময়ে দেখিব না॥ ৪১॥

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৭ শ্লোকঃ

সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৪২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪২॥

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৪৮ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকঃ

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্‌-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্‌ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—কঃ পণ্ডিতঃ ভক্তপ্রিয়াৎ (ভক্তবৎসলাৎ) ঋতগিরঃ (সত্যবাচঃ) সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ ত্বং (ত্বত্তঃ) অপরং শরণং সমীয়াৎ, যস্য (তব) উপচয়াপচয়ৌ ন, 'যঃ' সুহৃদঃ ভজতঃ (ভক্তস্য) সর্ব্বান্‌ অভিকামান্‌ আত্মানম্‌ অপি দদাতি।

অনুবাদ।—হে প্রভো! ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদী, ভক্তসুহৃৎ এবং কৃতজ্ঞ তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোন বুদ্ধিমান্‌ অন্যের শরণাগত হইবে? যাঁহার বিষয়ের লাভে বৃদ্ধি এবং অলাভে হ্রাস নাই, সেই তুমি সুহৃদ্‌ ভক্তকে তাহার অভীষ্টবিষয় এবং আপনাকে পর্য্যন্তও দান কর॥ ৪৩॥

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২ অং ২২ শ্লোকঃ

অহো! বকী যং স্তনকালকূটং,
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং,
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—অহো অসাধ্বী বকী (পূতনা) জিঘাংসয়া (হননেচ্ছয়া) যং (কৃষ্ণং) স্তনকালকূটং (স্তনধৃতং বিষম্) অপায়য়দপি ধাত্র্যুচিতাং (জননীযোগ্যাং) গতিং লেভে, ততঃ অন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।

অনুবাদ।—অসাধ্বী পূতনা প্রাণবিনাশের অভিসন্ধিতে যাঁহাকে স্তনধৃত কালকূট বিষ পান করাইয়াও জননীর উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছে, সেই কৃষ্ণ ভিন্ন আর এমন দয়ালু কে আছে যে, তাঁহাকে ভজনা করিব? ৪৪॥

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে
৪১৭ অঙ্কধৃতং বৈষ্ণবতন্ত্রম্

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ
প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো
গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে
ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—আনুকূল্যস্য (ভগবদ্ভজনানুকূলতায়াঃ) সঙ্কল্পঃ (কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মঃ) প্রাতিকূল্যস্য (তদ্বৈপরীত্যস্য) বর্জ্জনম্ রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ গোপ্তৃত্বেন (রক্ষকত্বেন) বরণং (স্বীকরণং প্রার্থনং বা) আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে (আত্মনিক্ষেপঃ আত্মসমর্পণম্ কার্পণ্যং ভগবন্! রক্ষ রক্ষেত্যাদি প্রকারেণার্ত্তত্বম্) এবা ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।

অনুবাদ।—ভগবানের আনুকূল্যের সঙ্কল্প অর্থাৎ কর্ত্তব্যরূপে নিয়ম, তদ্ভজনবিরোধীর বর্জ্জন, কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, তাঁহাকে পতিরূপে স্বীকার বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা, আত্ম-সমর্পণ এবং কার্পণ্য (অর্থাৎ হে ভগবন্, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, এইরূপ আর্ত্তনাদ)—এই ছয় প্রকার শরণাগতি (অর্থাৎ শরণাগতের লক্ষণ)॥ ৪৫॥

তথাহি—তত্রৈব ৪০৮ অঙ্কধৃতবৈষ্ণবতন্ত্রম্

তবাস্মীতি বদন্ বাচা
তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা
মোদতে শরণাগতঃ ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—তব অস্মি ইতি বাচা বদন্, মনসা তথা এব বিদন্ (জানন্), তন্বা (দেহেন) তৎস্থানম্ আশ্রিতঃ 'সন্' শরণাগতঃ মোদতে।

অনুবাদ।—হে প্রভো! আমি তোমার হইলাম—এই বাক্য বলিয়া, মনেও সেইরূপ জানিয়া, দেহ দ্বারা তাঁহার ধাম মথুরাদিতে বাস করিয়া শরণাগত ব্যক্তি পরমানন্দ অনুভব করেন॥ ৪৬॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৯ অং
৩২ শ্লোকঃ

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা 'সন্' মে নিবেদিতাত্মা 'ভবতি' তদা (অসৌ) মে বিচিকীর্ষিতঃ (মামারাধয়িতুমিচ্ছন্) অমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ (প্রাপ্তঃ সন্) ময়া আত্মভূয়ায় (ঐশ্বর্য্যলাভায়) চ বৈ কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি)।

অনুবাদ।—মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করতঃ আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্মসমর্পণ করে, তখন সে আমার আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হয় এবং আমার সমান ঐশ্বর্য্যলাভের যোগ্য হয়॥ ৪৭॥

এবে সাধন ভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকঃ

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য-
ভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য
প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—সা (উত্তমা ভক্তিঃ) কৃতিসাধ্যা 'চেৎ' সাধ্যভাবা (সাধ্যঃ সাধনীয়ঃ ভাবঃ যয়া সা) সাধনাভিধা 'স্যাৎ', হৃদি নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং সাধ্যতা।

অনুবাদ।—যাহা ইন্দ্রিয়-প্রেরণার দ্বারা সাধ্য এবং প্রেমাদি যাহার ফল, তাহাকে সাধনভক্তি বলে। হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ ভাবের অভিব্যক্তির (অর্থাৎ প্রকটীকরণের) নাম সাধ্যতা বা সাধন ॥ ৪৮ ॥

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ (১)।
তটস্থ-লক্ষণে উপজায় প্রেমধন (২) ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় (৩) ॥
এই ত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর ॥
রাগহীন-জন (৪) ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥

(১) শ্রবণাদি ক্রিয়া ইত্যাদি—শ্রবণ—কৃষ্ণকথাদি শ্রবণ। আদি—কীর্ত্তনাদি। তার—সেই সাধন ভক্তির। স্বরূপ লক্ষণ—স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, অথবা তাহারই বোধক। তাঁর (সাধন ভক্তির) শ্রবণাদি ক্রিয়ার স্বরূপলক্ষণ অর্থাৎ শ্রবণাদিক্রিয়া সাধনভক্তি হইতে অভিন্ন হইয়া সাধনভক্তির বোধক।

(২) তটস্থ লক্ষণে ইত্যাদি—সাধনভক্তিই তটস্থ লক্ষণ উপজায় (উৎপন্ন করে)। অর্থাৎ সাধনভক্তির তটস্থ-লক্ষণ প্রেমভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি শ্রবণাদিক্রিয়া হইতে ভিন্ন হইয়া উৎপাদকরূপে শ্রবণাদি ক্রিয়ারূপ সাধনভক্তির বোধক বলিয়া তটস্থ লক্ষণ। ইহা উক্ত শ্লোকের "সাধ্যভাব" এই অংশের তাৎপর্য্য।

(৩) সাধনভক্তি হইতে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয় বলিলে প্রেমভক্তি জন্য পদার্থমধ্যে পরিগণিত হয়, একারণ কহিতেছেন,—"নিত্যসিদ্ধ" ইত্যাদি। যেমন দর্পণ অত্যন্ত মলিন হইলে, তাহাতে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হন না, কিন্তু মার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছ করিলে দর্পণে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এইরূপ শ্রবণাদি সাধন-ভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, তাহাতেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়।

(৪) রাগহীন—শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ-বিহীন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ১ অং ৫ শ্লোকঃ

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা
ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ
স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (হে) ভারত, অভয়ম্ (মোক্ষম্) ইচ্ছতা (জনেন) সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ ঈশ্বরঃ শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যঃ চ স্মর্ত্তব্যঃ চ।

অনুবাদ।—একারণ (হে) পরীক্ষিত! মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ও ঈশ্বর হরির গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে ॥ ৪৯ ॥

তত্রৈব—১১ স্কং ৫ অং ৩৪ শ্লোকৌ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ
পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা
গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষা-
দাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি
স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৫০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদের ৮ ও ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-ভক্তিলহর্য্যাং ৬ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণম্

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু-
র্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু-
রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণুঃ সততং স্মর্ত্তব্যঃ জাতুচিৎ (কদাপি) ন বিস্মর্ত্তব্যঃ, সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ এতয়োরেব (স্মরণবিস্মরণয়োরেব) কিঙ্করাঃ স্যুঃ।

অনুবাদ।—বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, কখনই বিস্মৃত হইবে না। যত বিধি ও নিষেধ সকলই এই দুই বিধিনিষেধের অধীন (অর্থাৎ বিষ্ণু স্মরণে সকল বৈধকর্ম্ম করা হয়, আর তদ্বিস্মরণে সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম করা হয়) ॥ ৫১ ॥

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥
গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা, পৃচ্ছা,(১) সাধুমার্গানুগমন(২)॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ,(৩)কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ,(৪) একাদশ্যুপবাস
ধাত্র্যশ্বত্থ (৫), গো, বিপ্র, বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি (৬) দূরে বিসর্জ্জন॥

(১) পৃচ্ছা—জিজ্ঞাসা।

(২) সাধুমার্গানুগমন—স্বজাতীয় সাধুগণের আচরিত শাস্ত্রবিধির অনুসরণ।

(৩) কৃষ্ণ-প্রীতে ভোগ ত্যাগ—কৃষ্ণে আমার প্রীতি হউক, এই উদ্দেশে ভোগ্য বস্তু যথাসম্ভব ত্যাগ।

(৪) যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ—যে পরিমিত দ্রব্যে জীবিকানির্ব্বাহ হয় তৎপরিমিত দ্রব্য গ্রহণ।

(৫) ধাত্র্যশ্বত্থ—ধাত্রী + অশ্বত্থ। ধাত্রী—আমলকীবৃক্ষ।

(৬) সেবানামাপরাধাদি—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। ১। যানে আরোহণ এবং চরণে পাদুকা দিয়া ভগবদ্গৃহে গমন। ২। ভগবদ্যাত্রা-উৎসবাদির অসেবন। ৩। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা। ৪। উচ্ছিষ্টযুক্ত দেহে এবং অশৌচে ভগবৎ-প্রণামাদি। ৫। এক হস্ত দ্বারা প্রণাম। ৬। তদগ্রে অন্যদেবতা অর্থাৎ সূর্য্যাদির প্রদক্ষিণ। ৭। তদগ্রে পাদপ্রসারণ। ৮। তদগ্রে পর্য্যঙ্ক-বন্ধন অর্থাৎ বাহুযুগল দ্বারা জানুদ্বয় বেষ্টন করিয়া উপবেশন। ৯। তদগ্রে শয়ন। ১০। ভোজন। ১১। মিথ্যা ভাষণ। ১২। উচ্চ ভাষণ। ১৩। পরস্পর কথোপকথন। ১৪। রোদন। ১৫। কলহ। ১৬। নিগ্রহ। ১৭। অনুগ্রহ। ১৮। সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ। ১৯। ভগবৎসেবাকার্য্য-সময়ে কম্বলধারণ। ২০। তদগ্রে পরনিন্দা। ২১। পরের প্রশংসা। ২২। অশ্লীলভাষণ। ২৩। অধোবায়ু-পরিত্যাগ। ২৪। সামর্থ্য থাকিতে গৌণোপচার (অর্থ ব্যয় করিতে সামর্থ্য থাকিলেও বিত্তশাঠ্য করিয়া) ভগবদুৎসবাদি নির্ব্বাহ করা। ২৫। অনিবেদিত ভক্ষণ। ২৬। যে কালে যে যে ফলাদি ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য ভগবান্‌কে অর্পণ না করা। ২৭। আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ ভগবদর্থে প্রদান করা। ২৮। শ্রীমূর্ত্তিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন। ২৯। অন্যকে প্রণাম করা। ৩০। গুরুর সমীপে কোন স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি। ৩১। নিজের প্রশংসা করা। ৩২। দেবতার নিন্দা। এই দ্বাত্রিংশৎ-প্রকার সেবাপরাধ। এতদ্ভিন্ন বরাহ-পুরাণে আরও কতকগুলি অপরাধ বলিয়াছেন, যথা,—১। রাজান্নভক্ষণ। ২। অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শ। ৩। বিধিব্যতীত উপাসনা। ৪। বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন। ৫। কুক্কুরদৃষ্ট ভক্ষ্যের সংগ্রহ। ৬। পূজাকালে মৌনভঙ্গ। ৭। পূজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থ গমন। ৮। গন্ধ মাল্যাদি না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান। ৯। অবিহিত পুষ্প দ্বারা পূজা। ১০। দন্তধাবন না করিয়া, ১১। স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া, ১২। রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া, ১৩। দীপ স্পর্শ করিয়া, ১৪। শব স্পর্শ করিয়া, ১৫। রক্ত-বর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, স্বকীয় এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, ১৬। মৃত দর্শন করিয়া, ১৭। ক্রোধ করিয়া, ১৮। শ্মশানে গমন করিয়া, ১৯। কুসুম্ভ এবং পিণ্যাক ভক্ষণ করিয়া, ২০। তৈলাভ্যক্তশরীর হইয়া, এবং ২১। অজীর্ণ অবস্থায় হরির স্পর্শ এবং কর্ম্ম করা। ২২। ভগবচ্ছাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তন। ২৩। ভগবদগ্রে তাম্বূল চর্ব্বণ। ২৪। এরণ্ডপত্রস্থ কুসুম দ্বারা ভগবদর্চ্চন। ২৫। আসুরকালে ভগবৎপূজা। ২৬। পীঠে এবং ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ-পূজা। ২৭। স্নানকালে বামহস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শ। ২৮। পর্য্যুষিত এবং যাচিত পুষ্প দ্বারা ভগ-বদর্চ্চন। ২৯। পূজাকালে থুৎকার নিক্ষেপ। ৩০। পূজাবিষয়ে গর্ব্ব করা অর্থাৎ আমার ন্যায় কেহ পূজা করিতে পারে না ইত্যাদি মনন করা। ৩১। তির্য্যক্‌পুণ্ড্র ধারণ। ৩২। অপ্রক্ষালিত চরণে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ। ৩৩। অবৈষ্ণব-পক্কান্ন ভগ-বান্‌কে অর্পণ করা। ৩৪। অবৈষ্ণব-সম্মুখে বিষ্ণু-পূজা। ৩৫। গণেশের পূজা না করিয়া, এবং ৩৬। কপালী অর্থাৎ স্বনামখ্যাত নীচজাতি-বিশেষকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজা করা। ৩৭। নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির স্নাপন। ৩৮। ঘর্ম্মলিপ্তাঙ্গ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা। ৩৯। নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন। ৪০। ভগবচ্ছপথাদি করা।

নামাপরাধ দশ প্রকার যথা—১। মহতের নিন্দা। ২। বিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদিকে ভিন্ন করিয়া মানা। ৩। গুরুতে অবজ্ঞা। ৪। বেদ

অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, বহুশিষ্য না করিবে।
(১) বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানি লাভ সম, শোকাদি বশ না হইবে।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি (২) দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান, (৩) অনুব্রজ্যা, (৪) তীর্থ-গৃহে গতি
পরিক্রমা, (৫) স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক-মহোৎসব, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন॥
তদীয় তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥

এবং বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা। ৫। হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিবাদকল্পনা। ৬। প্রকারান্তরে নামমাহাত্ম্যের অল্পতা কল্পনা করা। ৭। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। ৮। অন্য শুভ ক্রিয়ার সহিত নামের তুলনা করা। ৯। শ্রদ্ধাবিহীন, বিমুখ এবং শ্রবণে রুচিরহিত ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ। ১০। নামমাহাত্ম্যশ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রবৃত্তি। এই সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জ্জনে সাবধান হইবে।

(১) বহু গ্রন্থ—ভক্তিবিরোধী বহুগ্রন্থ। 'কলাভ্যাস'—চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা, অর্থাৎ যাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ-গন্ধও নাই, এতাদৃশ গান নৃত্য প্রভৃতি কলা শিক্ষা ত্যাগ করিবে, কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধ থাকিলে শিক্ষা করিবে। 'ব্যাখ্যান'—বর্ণনা, টীকা অর্থাৎ অসৎ-শাস্ত্রের বর্ণনা ত্যাগ করিবে।

(২) বিজ্ঞপ্তি—আপনার অবস্থা শ্রীভগবানে জানান।

(৩) অভ্যুত্থান—ভগবদ্দর্শনে গাত্রোত্থান করিয়া মর্য্যাদা করা।

(৪) অনুব্রজ্যা—যাত্রোৎসবে শ্রীভগবন্মূর্ত্তি বাহির হইলে তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন।

(৫) পরিক্রমা—প্রদক্ষিণ, শ্রীভগবন্মূর্ত্তি চারিবার প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম।

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বদা শরণাগতি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিচত্বারিংশাঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ

স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে
সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানা-
মাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—স্বজাতীয়াশয়ে (একধর্ম্মাশ্রিতে) স্নিগ্ধে (স্নেহবতি) স্বতোবরে (আত্মনঃ শ্রেষ্ঠে) সাধৌ সঙ্গঃ, রসিকৈঃ সহ শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থানাম্ আস্বাদঃ।

অনুবাদ।—আপনার সমান অন্তঃকরণ ও ভগবান্ এবং আপনা হইতেই সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট এরূপ সাধুর সঙ্গ ও ভগবদ্ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে॥ ৫২॥

তত্রৈব—সাধনভক্তি-লহর্য্যাং ১১০ অঙ্ক ধৃতঃ শ্লোকঃ

শ্রদ্ধাবিশেষতঃ প্রীতিঃ
শ্রীমূর্ত্তেরঙ্‌ঘ্রি সেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীম-
ন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—শ্রদ্ধাবিশেষতঃ শ্রীমূর্ত্তেঃ অঙ্‌ঘ্রি-সেবনে প্রীতিঃ, নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ।

অনুবাদ।—বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির চরণসেবা, নামসংকীর্ত্তন এবং শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবে॥ ৫৩॥

তথাহি—তত্রৈব নবাধিকশততমাঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্
শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ
সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥ ৫৪

অন্বয়ঃ।—দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে অস্মিন্ পঞ্চকে (পূর্ব্বকথিতে সৎসঙ্গাদৌ) শ্রদ্ধা দূরে অস্তু, যত্র স্বল্পঃ অপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং (ধীমতাং) ভাবজন্মনে (ভক্ত্যুৎপাদনে) 'ভবতি'।

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত অতিদুরূহ এবং বিস্ময়কর সেই শ্রীমূর্ত্তি-সেবাদি পঞ্চ বিষয়ে শ্রদ্ধা হওয়া দূরে থাকুক, এমনকি তাহাতে যে কোনরূপ অত্যল্প সম্বন্ধেও ধীমান্ ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের উদয় হয়॥ ৫৪॥

এক অঙ্গ-সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ভক্তিমাহাত্ম্যে সাধন ভক্তিলহর্য্যাং ২০০ অঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভব-
দ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদাঙ্ঘ্রিভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি-
র্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—শ্রীবিষ্ণোঃ (ভগবতঃ) শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে বৈয়াসকিঃ (শুকঃ) স্মরণে প্রহ্লাদঃ, তদঙ্ঘ্রিভজনে (তস্য ভগবতঃ চরণসেবনে) লক্ষ্মীঃ (তৎপ্রেয়সী), পূজনে (অর্চ্চনে) পৃথুঃ, অভিবন্দনে অক্রুরঃ, দাস্যে কপিপতিঃ (হনুমান্), সখ্যে অর্জ্জুনঃ, সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিঃ 'পরিনিষ্ঠিতঃ' অভবৎ। পরং (কেবলম্) এষাম্ কৃষ্ণাপ্তিঃ (কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ) অভূৎ।

অনুবাদ।—শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুক, স্মরণে প্রহ্লাদ, চরণসেবনে লক্ষ্মী, পূজায় পৃথু, বন্দনে অক্রুর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জ্জুন এবং সকল ধন ও আত্মনিবেদনে বলিরাজার নিষ্ঠা হওয়ায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে॥ ৫৫॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কং ৪ অং ১৬।১৭।১৮ শ্লোকাঃ

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমা শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ।—সঃ (অম্বরীষঃ) বৈ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ মনঃ, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বচাংসি, হরেঃ মন্দিরমার্জ্জনাদিষু করৌ, অচ্যুতসৎকথোদয়ে শ্রুতিং চকার (সমর্পয়ামাস)।

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (মুকুন্দপ্রতিমামন্দির-দর্শনে) দৃশৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গমং, শ্রীমত্তুলস্যাঃ তৎপাদসরোজসৌরভে ঘ্রাণং তদর্পিতে (তস্মৈ নিবেদিতে অন্নাদৌ) চ রসনাম্ 'চকার'।

হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে (তীর্থগমনে) পাদৌ, হৃষীকেশপদাভিবন্দনে শিরঃ, দাস্যে কামং নতু কামকাম্যয়া (ভোগবাসনয়া) উত্তমা শ্লোকজনাশ্রয়া যথা রতিঃ 'স্যাৎ তথা চকার।'

অনুবাদ।—সেই মহারাজ অম্বরীষ কৃষ্ণপাদপদ্মদ্বয়ে মন, বৈকুণ্ঠের গুণবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়, হরিমন্দির মার্জ্জনাদি-কর্ম্মে হস্তদ্বয় এবং কৃষ্ণের পবিত্র কথা শ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি ভগবৎ-মন্দির দর্শনে চক্ষুর্দ্বয়, তাঁহার ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ, ভগবৎ-পাদপদ্মসৌরভযুক্ত তুলসী-গন্ধগ্রহণে নাসিকা এবং তন্নিবেদিত অন্নাদির স্বাদগ্রহণে জিহ্বা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি কৃষ্ণতীর্থগমনে পদদ্বয় এবং ভগবৎ-চরণ-বন্দনে মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবন্নির্ম্মাল্য মাল্যচন্দনাদি বিষয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, প্রসাদবোধে স্বীকার করিতেন, এবং যেরূপে ভগবদ্দাসে রতি হয়, সেই রূপেই ঐ সকল কার্য্য করিতেন॥ ৫৬॥

কর্ম্ম ত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—'হে' রাজন্, যঃ কর্ত্তং (শাস্ত্রবিহিতকৃত্যং) পরিহৃত্য শরণ্যং মুকুন্দং সর্ব্বাত্মনা শরণং গতঃ, অয়ং দেবর্ষিভূতাপ্তনণাং পিতৃনাং ন কিঙ্করঃ ন চ ঋণী।

অনুবাদ।—হে মহারাজ! যিনি ভেদদৃষ্টি পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণাগতপ্রতিপালক মুকুন্দের আশ্রয় লইয়াছেন, সেই হরিভক্ত দেবতা, ঋষি, ভূত, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃলোকের নিকট ঋণী বা তাহাদের কিঙ্কর নহেন ॥ ৫৭ ॥

বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ৩৮ শ্লোকঃ

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ।—ত্যক্তান্যভাবস্য (যেন অন্যস্য ভজনং পরিত্যক্তং তস্য) স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য (ভক্তস্য) কথঞ্চিৎ যৎ চ বিকর্ম্ম (পাতকম্) উৎপতিতম্ (উপস্থিতং) 'ভবেৎ', হৃদি সন্নিবিষ্টঃ পরেশঃ হরিঃ 'তৎ' সর্ব্বং ধুনোতি (অপহন্তি)।

অনুবাদ।—(করভাজন কহিলেন, মহারাজ!) দেবতান্তরভজনপরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-চরণ-ভজন-পরায়ণ প্রিয়ভক্তের দৈবাৎ কোন পাপ উপস্থিত হইলে, হৃদয়স্থ ভগবান্ হরি সেই পাপকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দেন ॥ ৫৮ ॥

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ॥

তথাহি—তত্রৈব বিংশাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকঃ

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য
যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং
প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ মদ্ভক্তিযুক্তস্য মদাত্মনঃ যোগিনঃ বৈ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যম্ ইহ প্রায়ঃ (বিতর্কে) শ্রেয়ঃ ভবেৎ।

অনুবাদ।—সেই হেতু, (হে উদ্ধব!) যাহার চিত্ত আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) অর্পিত হইয়াছে, সেই ভক্তিযুক্ত যোগীর সম্বন্ধে জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যাস এই ভক্তিপথে প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না ॥ ৫৯ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০২৮ অঙ্কধৃত-স্কান্দবচনম্

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ!
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে
ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ৬০

অন্বয়ঃ।—'হে' ব্যাধ! তব এতে অহিংসাদয়ঃ গুণাঃ ন হি অদ্ভুতাঃ, 'যতঃ' যে (জনাঃ) হরিভক্তৌ প্রবৃত্তাঃ তে পরতাপিনঃ (পরেষাং দুঃখজনয়িতারঃ) ন স্যুঃ।

অনুবাদ।—হে ব্যাধ! সম্প্রতি তোমার এই অহিংসাদি গুণসকল আশ্চর্য্য নহে, কেননা যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা পরকে তাপ দেয় না ॥ ৬০ ॥

বৈধীভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাধানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং চতুরধিকশততমঃ শ্লোকঃ

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ
পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ
সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ৬১

অন্বয়ঃ।—ইষ্টে স্বারসিকী (স্বাভাবিকী) পরমাবিষ্টতা রাগঃ ভবেৎ, যা ভক্তিঃ তন্ময়ী ভবেৎ সা অত্র রাগাত্মিকা উদিতা।

অনুবাদ।—নিজ অভিলষিত বিষয়ে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা হেতু প্রেমময়ী তৃষ্ণাকে রাগ বলে, সেই রাগপ্রচুর ভক্তিকে রাগাত্মিকা বলে॥৬১॥

ইষ্টে (১) গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০৩ শ্লোকঃ

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং
ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা
যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ ৬২

অন্বয়ঃ।—যা (ভক্তিঃ) ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তং (সুস্পষ্টভাবেন) বিরাজন্তীং (শোভমানাং) রাগাত্মিকাম্ অনুসৃতা (অনুগতা) সা (ভক্তিঃ) রাগানুগা উচ্যতে।

অনুবাদ।—ব্রজবাসীদিগের মধ্যে স্পষ্টরূপে বিরাজ করিতেছে যে রাগাত্মিকা ভক্তি, এই ভক্তির অনুবর্ত্তিনী যে ভক্তি, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে॥ ৬২॥

তথাহি—তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১১৪ শ্লোকঃ

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে
শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ
তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥ ৬৩

অন্বয়ঃ।—তত্তৎভাবাদিমাধুর্য্যে (ব্রজবাসিনাং শান্তদাস্যেত্যাদি-রসাশ্রিত-ভাবাদীনাং মাধুর্য্যে) শ্রুতে ধীঃ (বুদ্ধিঃ) অত্র ন শাস্ত্রং (বিধিবাক্যং) ন যুক্তিং (বিচারণং) চ অপেক্ষতে 'ইতি' যৎ তৎ লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ (রাগোদয়লক্ষণম্)।

অনুবাদ।—ব্রজবাসিগণের শান্তদাস্য প্রভৃতি রসাশ্রিত ভাবাদির মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি এই রাগানুগা ভক্তিবিষয়ে বিধিবাক্য ও কোনরূপ যুক্তিকে যে অপেক্ষা করে না, সেইটী তাহাতে লোভোৎপত্তির অর্থাৎ রাগোদয়ের লক্ষণ॥ ৬৩॥

বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

তথাহি—তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১১৯ শ্লোকঃ

সেবা সাধকরূপেণ
সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা
ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ৬৪

অন্বয়ঃ।—তদ্ভাবলিপ্সুনা (ব্রজবাসিজনানাং ভাবং লব্ধুকামেন জনেন) অত্রহি (রাগানুগভক্তিসাধনে) সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চ ব্রজলোকানুসারতঃ (তদনুরাগিব্রজজনানুসারেণ) সেবা কার্য্যা।

অনুবাদ।—নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ব্রজবাসী জনের ভাবলুব্ধজন এই রাগানুগা ভক্তিতে এই দেহ দ্বারা এবং মনভাবিত নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপার্ষদদেহে ব্রজলোকের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করে। [অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের নন্দ, সুবল, শ্রীদাম, গোপী প্রভৃতির ভাব আশ্রয় করিয়া সেবা করিতে অভিলাষী, তাঁহারা দেহ দ্বারা সাধকরূপে এবং মনে নন্দ, সুবলাদির ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন]॥ ৬৪॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥

তথাহি—তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ ১৫০ শ্লোকঃ

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য
প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ
কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ৬৫

(১) ইষ্টে…কথন—অভিলষিত বস্তুতে যে গভীর তৃষ্ণা তাহাই রাগের প্রধান লক্ষণ। আর অভিলষিত বস্তুতে যে আবিষ্টতা তাহা রাগের ঠিক প্রধান লক্ষণ নহে, তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ ঠিক রাগের সহিত এক না হইলেও রাগের বোধক।

অন্বয়ঃ।—অসৌ কৃষ্ণং স্মরন্ নিজসমীহিতং (নিজাভীষ্টম্) অস্য (কৃষ্ণস্য) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমং) জনং চ (স্মরন্) তত্তৎকথারতশ্চ (তদ্রসোচিত-কথায়ামনুরক্তঃ সন্) ব্রজে সদা বাসং কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ।—এই ভক্ত কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া এবং নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রিয়জনকে স্মরণ করিয়া এবং কৃষ্ণের সেই সেই লীলা-কথায় আসক্ত হইয়া সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবে ॥ ৬৫ ॥

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে এই সবের ভাবের গণন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ২৫ অং ৩৫ শ্লোকঃ

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্ক্ষ্যন্তি নোমেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—[দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যম্] অহং যেষাং প্রিয় আত্মা সুতঃ চ সখা গুরুঃ সুহৃদঃ দৈবম্ ইষ্টম্ 'তে' মৎপরাঃ (মদ্ভক্তাঃ) শান্তরূপে (বৈকুণ্ঠে) কর্হিচিৎ ন নঙ্ক্ষ্যন্তি (ভোগহীনাঃ ভবন্তি) মে অনিমিষঃ হেতিঃ (কালচক্রং) ন লেঢ়ি (তান্ গ্রসতে)।

অনুবাদ।—আমি (কপিলদেব) যাহাদিগের প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, বন্ধু, দৈব ও অভীষ্ট, সেই ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে কখনই ভোগবিহীন হয় না, এবং আমার কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে অসমর্থ (অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যু হয় না) ॥ ৬৬ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১৬৩ অঙ্কে

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ-
পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তা
স্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ৬৭

অন্বয়ঃ।—ইহ যে সদোদ্‌যুক্তাঃ (সর্ব্বদা উৎসাহ-যুক্তাঃ সন্তঃ) হরিং পতি-পুত্র-সুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবৎ মিত্রবৎ ধ্যায়ন্তি তেভ্যঃ অপি নমঃ নমঃ।

অনুবাদ।—যাঁহারা অনুক্ষণ উদ্যমের সহিত হরিকে পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতা, পিতা কিংবা মিত্রের ন্যায় চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে বারবার প্রণাম করি ॥ ৬৭ ॥

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি ॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতি, ভাব, হয় দুই নাম(১)।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেম-সেবন।
এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ ॥
অভিধেয় সাধন-ভক্তি কহিল সনাতন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়-ভক্তিতত্ত্ব-বিচারোনাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) প্রীত্যঙ্কুরে……নাম—প্রেমের অঙ্কুরের অর্থাৎ প্রথমজাত প্রেমের দুইটি নাম, রতি ও ভাব।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অত্যুদারঃ (পরমদয়াবান্) যঃ কৃষ্ণঃ গৌরঃ চিরাৎ অদত্তম্ (অনর্পিতচরং) নিজ-গুপ্তবিত্তং স্বপ্রেম-নামামৃতং আপামরং (সাধ্বসাধু-নির্ব্বিশেষেণ) জনেভ্যঃ বিততার (অর্পয়ামাস) অহং তং প্রপদ্যে (শরণং গচ্ছামি)।

অনুবাদ।—পরমদয়ালু যে কৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া অতি গুপ্ত স্বীয় প্রেমামৃত ও নামামৃত অতি নীচ পর্য্যন্ত সকল জনকে বিতরণ করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান ॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই স্থায়িভাব নাম ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভাবভক্তিলহর্য্যাং ১ শ্লোকঃ

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা
প্রেম-সূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-
কৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (হ্লাদিনীশক্তেঃ সারভূতঃ) প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ (প্রেমরূপ-সূর্য্যকিরণেন তুল্যঃ) রুচিভিঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তৌ তদানুকূল্যে সৌহার্দ্দে চ যোঽভিলাষস্তৈঃ) চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ (চিত্তস্য স্নিগ্ধতাজনকঃ) অসৌ (ভক্তিঃ) ভাব উচ্যতে।

অনুবাদ।—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ (অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির সারই যাহার স্বরূপ) প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণতুল্য এবং রুচি দ্বারা (অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি, তদীয় আনুকূল্য এবং সৌহার্দ্দে অভিলাষ দ্বারা) চিত্তের স্নিগ্ধতাসম্পাদক যে ভক্তি তাহার নাম ভাব ॥ ২ ॥

এই দুই, ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ(১)।
প্রেমার লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥

তথাহি—তত্রৈব প্রেমভক্তিলহর্য্যাং ১ শ্লোকঃ

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো
মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা
বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—সঃ এব ভাবঃ সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তঃ (মসৃণিতম্ আর্দ্রীকৃতং স্বান্তঃ হৃদয়ং যেন তাদৃশঃ) মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ (অতিশয়িতমমতাযুক্তঃ) সান্দ্রাত্মা (গাঢ়স্বরূপঃ) বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে (কথ্যতে)।

অনুবাদ।—যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্রূপে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় এবং সাতিশয় মমতাযুক্ত হয়, সেই গাঢ়তাপন্ন ভাবকে প্রেম বলে ॥ ৩ ॥

(১) এই দুই—অর্থাৎ (১) শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা এই বিশেষণ—ভাব হইতে অভিন্ন হইয়া ভাবের বোধকহেতু স্বরূপলক্ষণ এবং (২) রুচিভিশ্চিত্ত-মাসৃণ্যকৃৎ—এই বিশেষণ—ভাব হইতে ভিন্ন হইয়া ভাবের বোধক বলিয়া তটস্থ লক্ষণ। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মাই ভাবের স্বরূপ; এবং রুচিদ্বারা চিত্তমসৃণী-কারিতা ভাবের কার্য্য।

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে
ধৃতদ্বাত্রিংশত্যধিকত্রিশততমাঙ্কধৃত-নারদপঞ্চ-রাত্রবচনম্

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ
মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-
প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণৌ প্রেমসঙ্গতা (প্রেমরসব্যাপ্তা) অনন্যমমতা (ঐকান্তিকী সম্বন্ধময়ী) মমতা (মমায়মিতিভাবঃ) ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ভক্তিঃ উচ্যতে।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণে অন্যবিষয়কমমত্ববর্জ্জিত (অর্থাৎ দেহ গৃহ ইত্যাদিতে মমতাশূন্য) প্রেম-রসব্যাপ্ত যে মমতা, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব এবং নারদ সেই মমতাকে প্রেম-ভক্তি বলেন ॥৪॥

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন (১) ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে (২) নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা (৩) হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর (৪) ॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
প্রেমভক্তিলহর্য্যাং একাদশঃ শ্লোকঃ

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-
সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ
ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাব-
স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ
প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গঃ, অথ ভজনক্রিয়া, ততঃ অনর্থনিবৃত্তিঃ, ততঃ নিষ্ঠা, ততঃ রুচিঃ স্যাৎ। অথ আসক্তিঃ, ততঃ ভাবঃ, ততঃ প্রেমা অভ্যুদঞ্চতি (উদেতি)। সাধকানাং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে (উদয়ে) অয়ং ক্রমঃ ভবেৎ।

অনুবাদ।—প্রথম শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, তৎপরে অনর্থনিবৃত্তি, তাহার পর নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, তদনন্তর আসক্তি, তৎপরে ভাব এবং তাহার পর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই প্রায়িক ক্রম (অর্থাৎ এইভাবে পর পর উদিত হয়) ॥ ৫ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৫।২৫

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৬ ॥

যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
রতিভক্তিলহর্য্যাং ১১ শ্লোকঃ

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং
বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা
নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে
প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যু-
র্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—জাতভাবাঙ্কুরে (জাতরুচৌ) জনে ক্ষান্তিঃ (অক্ষুভিতাত্মতা) অব্যর্থকালত্বং (কৃষ্ণ-বিষয়কবস্তুনি এব কালক্ষেপঃ) বিরক্তিঃ (কৃষ্ণ-ভিন্নবস্তুনি অনাসক্তিঃ), মানশূন্যতা, আশাবন্ধঃ

(১) সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন—বিবিধ দুর্ব্বাসনাদি অমঙ্গল সকল ক্ষয় হয়। অথবা পাপের নাশ হয়।
(২) ভক্ত্যে—ভক্তিতে।
(৩) নিষ্ঠা—আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ ভজন করা।
(৪) প্রীত্যঙ্কুর—ভাব, রতি।

(দৃঢ়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিসম্ভাবনা), সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচিঃ, তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তিঃ তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতিঃ ইত্যাদয়ঃ অনুভাবাঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ)।

অনুবাদ।—যে সকল ব্যক্তির ভাবের অঙ্কুরমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল মহাত্মাতে ক্ষান্তি (অক্ষুব্ধ প্রকৃতি), অব্যার্থকালত্ব (অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণপ্রসঙ্গে সময়যাপন), 'কৃষ্ণভিন্ন বস্তুতে' বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ (কৃষ্ণপ্রাপ্তির দৃঢ় সম্ভাবনা), সমুৎকণ্ঠা, তাঁহার নামগানে সর্ব্বদা রুচি, তাঁহার গুণকথনে আসক্তি এবং তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি, এই নয়টী অনুভাব হয়॥ ৭॥

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভেতে(১) তার ক্ষোভ নাহি হয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকঃ

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা,
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা,
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—'হে' বিপ্রাঃ 'ভবন্তঃ' দেবী গঙ্গা চ ঈশে ধৃতচিত্তং (ভগবতি অর্পিতমানসং) মা (মাম্) উপযাতং (শরণাপন্নং) প্রতিযন্তু (জানন্তু)। দ্বিজোপসৃষ্টঃ (দ্বিজপ্রেরিতঃ) কুহকঃ তক্ষকঃ বা অলং দশতু, বিষ্ণুগাথাঃ (বিষ্ণুকথাঃ) গায়ত।

অনুবাদ।—(রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন), হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এবং দেবী গঙ্গা আমাকে শরণাগত এবং ভগবানে দত্তচিত্ত বলিয়া জানুন। বিপ্র-প্রেরিত কুহক অথবা তক্ষকই আমাকে দংশন করুক তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, আপনারা সকলে কৃষ্ণকথা গান করুন॥ ৮॥

কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ হরিভক্তিসুধোদয়স্য ১২ অং ৩৮ শ্লোকঃ

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমস্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অনিশং (সর্ব্বদা) বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তঃ মনসা স্মরন্তঃ তন্বা নমন্তঃ অপি ন তৃপ্তাঃ, স্রবন্নেত্রজলাঃ (অশ্রুপূর্ণলোচনাঃ) ভক্তাঃ সমগ্রম্ আয়ুঃ হরেঃ এব সমর্পয়ন্তি।

অনুবাদ।—নিরন্তর বাক্যদ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ, এবং দেহ দ্বারা প্রণাম করিয়াও অবিতৃপ্ত সাধুগণ নয়নজলাভিষিক্ত হইয়া সমস্ত পরমায়ুষ্কাল হরিতে সমর্পণ করিয়া থাকেন॥ ৯॥

ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়(২)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১৪ অং ৪২ শ্লোকঃ

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্
সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলব-
দুত্তমশ্লোকলালসঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যঃ (ভরতঃ) যুবা এব দুস্ত্যজান্ হৃদিস্পৃশঃ (মনোজ্ঞান্) দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং চ মলবৎ জহৌ (পরিত্যক্তবান্) 'যতঃ সঃ' উত্তমশ্লোকলালসঃ (উত্তমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণে লালসা যস্য তাদৃশঃ)।

অনুবাদ।—মহারাজ ভরত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লালসাযুক্ত হইয়া যৌবনকালেই দুস্ত্যজ ও মনোজ্ঞ স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ এবং রাজ্যকে মলবৎ পরিত্যাগ করেন॥ ১০॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি জানে।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ১৫ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনম্

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥ ১১

অন্বয়ঃ।—নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ (নৃপকুলচূড়ামণিঃ) এষঃ (ভরতঃ) হরৌ রতিং বহন্ (পোষয়ন্) অরিপুরে ভিক্ষাম্ অটন্ শ্বপাকং (চণ্ডালম্) অপি বন্দতে।

অনুবাদ।—নৃপকুলচূড়ামণি এই মহারাজ ভরত ভগবানে একান্তরত হইয়া ভিক্ষানিমিত্ত শত্রুগৃহে গমন করতঃ চণ্ডালকেও পর্য্যন্ত বন্দনা করেন॥ ১১॥

কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥

(১) প্রাকৃত ক্ষোভেতে—বৈষয়িক দুঃখ কিংবা চাঞ্চল্যে।

(২) ভুক্তি—স্বর্গাদি ভোগ। সিদ্ধি—যোগ সিদ্ধি। ইন্দ্রিয়ার্থ—বৈষয়িক সুখ। নাহি ভায়—ভাল লাগে না।

তথাহি—শ্রীসনাতনগোস্বামিনোক্তম্

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা
যোগোঽথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো!
সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথা-
প্যচ্ছেদ্যমূলা সতী,
হে গোপীজনবল্লভ! ব্যথয়তে
হা হা মদাশৈব মাম্॥ ১২

অন্বয়ঃ।—প্রেমা বা শ্রবণাদিভক্তিঃ অপি অথবা বৈষ্ণবঃ (বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ) যোগঃ বা জ্ঞানং বা কিয়ং শুভকর্ম্ম অহো বা সজ্জাতিঃ অপি ন অস্তি, তথাপি হে গোপীজনবল্লভ! মদাশা (মম আশা) হীনার্থাধিকসাধকে (অধমজনানাং যোগ্যাতায়াঃ অপি অধিকফলদাতরি) ত্বয়ি অচ্ছেদ্যমূলা (সর্ব্বথা অবিচ্ছেদ্যা) সতী মাং ব্যথয়তে।

অনুবাদ।—তোমাকে পাইবার উপায় প্রেম, বা শ্রবণাদি সাধনভক্তি, কিংবা বৈষ্ণবযোগ অথবা জ্ঞান বা কোন শুভকর্ম্ম, বা অধিক উত্তম জাতি প্রভৃতি কোনটাই আমার নাই; অতএব হে গোপীবল্লভ! আমার তোমাকে পাইবার আশাই অধমজনের যোগ্যতা হইতে অধিক ফলদায়ক তোমাতে অচ্ছেদ্যমূলা হইয়া আমাকে ব্যথিত করিতেছে॥ ১২॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৩২ শ্লোকঃ

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৩॥

নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ১৬ শ্লোকঃ

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দি-
দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি
নামাবলীং বালা॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—'হে' গোবিন্দ, রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরা (রোদনবিন্দবঃ এব মকরন্দাঃ পুষ্পরসাঃ তান্ স্যন্দতঃ যে দৃশৌ নয়নে এব ইন্দীবরে যস্যাঃ সা) মধুরস্বরকণ্ঠী বালা (চন্দ্রাবলী) অদ্য তব নামাবলীং গায়তি।

অনুবাদ।—হে গোবিন্দ! অদ্য চন্দ্রাবলী নীলপদ্মস্বরূপ নয়নযুগল হইতে মকরন্দসদৃশ অশ্রুবিন্দুসমূহ ক্ষরণ করিতে করিতে মধুরস্বরে তোমার নামপরম্পরা গান করিতেছেন॥ ১৪॥

কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৯২ শ্লোকঃ

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদে ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৫॥

কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৬৫ শ্লোকঃ

কদাহং যমুনাতীরে
নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ
রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—'হে' পুণ্ডরীকাক্ষ, কদা অহং তব নামানি কীর্ত্তয়ন্ উদ্বাষ্পঃ (অশ্রুপূর্ণ-লোচনঃ সন্) যমুনাতীরে তাণ্ডবং (নৃত্যং) রচয়িষ্যামি (করিষ্যামি)।

অনুবাদ।—হে পুণ্ডরীকাক্ষ (শ্রীকৃষ্ণ)! কবে আমি যমুনাতীরে সজলনয়নে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিব॥ ১৬॥

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা(১) বিজ্ঞে না বুঝয়॥

(১) মুদ্রা—চেষ্টা।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং ১২ শ্লোকঃ

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—অয়ং নবপ্রেমা ধন্যস্য যস্য (জনস্য) চেতসি (হৃদয়ে) উন্মীলতি (উদয়তি) অস্য মুদ্রা (চেষ্টা) অন্তর্ব্বাণিভিঃ (শাস্ত্রজ্ঞৈঃ) অপি সুষ্ঠু সুদুর্গমা (দুর্ব্বোধা)।

অনুবাদ।—যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির চিত্তে এই নব প্রেমের উদয় হয়, তাহার বাক্য ও ক্রিয়ার পরিপাটী শাস্ত্রবেত্তারাও বুঝিতে পারেন না॥ ১৭॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৩৮

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ১৮॥

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ॥
প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় মিলে এই চারি॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব, স্মিত, নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবাতে প্রাবল্য॥
শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকা-নিকরে॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার(১)॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা(২) চিত্রজল্প(৩) মোহনে দুই ভেদ॥

(১) মাদন—হ্লাদিনী শক্তির সার প্রেম যদি সাত্ত্বিকাদি সর্ব্ববিধ ভাবের উদ্গমে উল্লাসী হয় অর্থাৎ প্রেম যদি সাত্ত্বিকাদি সর্ব্ববিধ ভাব-প্রকাশক হয়, তবে তাহাকে মাদন বলে। মাদন সকল ভাবের চরমসীমায় উপস্থিত এবং একমাত্র শ্রীরাধিকাতে বিরাজমান।

মোহন—যাহাতে সাত্ত্বিকভাবসমুদায় উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই মহাভাবকে মোদন বলে। বিরহ অবস্থায় এই মোদনকে মোহন বলে। ইহাতে বিরহ-বিবশতাহেতু সাত্ত্বিক-ভাব-সকল সুন্দররূপে প্রকাশ পায়।

(২) উদ্‌ঘূর্ণা—বিরহবৈবশ্যহেতু বিলক্ষণ নানাবিধ চেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে।

(৩) চিত্রজল্প—প্রিয়জনের দর্শন হইলে যাহাতে গূঢ়রোষ-প্রকাশিত, এবং যাহাতে উপসংহার বহুতর ভাবসূচক ও সাতিশয় উৎকণ্ঠাযুক্ত, সেই বাক্য অর্থাৎ উক্তিকে চিত্রজল্প বলে।

চিত্রজল্প, দশ অঙ্গ (১) প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতায়(২)দশশ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
উদ্‌ঘূর্ণাবিবশচেষ্টা দিব্যোন্মাদ (৩) নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান॥
সম্ভোগ (৪) বিপ্রলম্ভ (৫), দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ (৬), মান (৭)।
প্রবাসাখ্য(৮),আরপ্রেমবৈচিত্ত্য(৯)আখ্যান

(১) দশ অঙ্গ—অর্থাৎ প্রজল্পাদির দশ অঙ্গ। প্রজল্প, পরিজল্পিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্পিত, আজল্প, প্রতিজল্প এবং সুজল্প ভেদে এই চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ।

(২) ভ্রমরগীতা—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ৪৮ অধ্যায়ের "মধুপকিতববন্ধো" এই হইতে "অপিবত মধুপুর্য্যাং" এই পর্য্যন্ত দশ শ্লোক।

(৩) দিব্যোন্মাদ—মোহননামক মহাভাব কোন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ভ্রমতুল্য অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্রীবিশেষকে দিব্যোন্মাদ বলে। বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি এবং আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান প্রভৃতি দিব্যোন্মাদের কার্য্য।

(৪) সম্ভোগ—আনুকূল্যপূর্ব্বক দর্শন ও আলিঙ্গন প্রভৃতির নিষেবণ দ্বারা নায়ক-নায়িকার উল্লাস বর্দ্ধনকারী ভাবকে সম্ভোগ বলে।

(৫) বিপ্রলম্ভ—যুক্ত বা অযুক্ত নায়ক-নায়িকার পরস্পর আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তি নিবন্ধন উৎকর্ষসাধক এবং সম্ভোগের উন্নতিকারক ভাবকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বলে।

(৬) পূর্ব্বরাগ—সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন বা শ্রবণাদি জন্য নায়ক নায়িকার যে রতি উন্মীলিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন।

(৭) মান—পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকা এক স্থানে বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদের পরস্পর আলিঙ্গন বা দর্শনাদির বিরোধী যে ভাব, তাহাকে মান বলে।

(৮) প্রবাস—মিলনের পর যুবক-যুবতীর দেশান্তরাদি-গমন জন্য যে ব্যবধান, তাহাকে পণ্ডিতেরা প্রবাস বলেন।

(৯) প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়তমের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষ-স্বভাববশতঃ বিশ্লেষ (বিচ্ছেদ) বুদ্ধিতে যে আর্ত্তি, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।

রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগপ্রসিদ্ধপ্রবাস মানে।
প্রেমবৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীগণে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৯০ অং ৭ শ্লোকঃ

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে,
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা,
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—'হে' কুররি! ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জগতি (কুত্রচিৎ) গুপ্তবোধঃ 'সন্' রাত্র্যাং স্বপিতি, ত্বং বীতনিদ্রা (নিদ্রাহীনা সতী) ন শেষে (শয়নং ন করোষি) (হে) সখি! কচ্চিৎ নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন বয়মিব গাঢ়-নির্ব্বিদ্ধচেতা 'ত্বম্'।

অনুবাদ।—(মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত জল-কেলি করিতে করিতে তদগতা হইলে প্রেমবৈবশ্য-হেতু তাঁহাদের বিরহস্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহাকেই চিন্তাকরতঃ উন্মত্তার ন্যায় কুররীকে (চিলপক্ষীকে) বলিতেছেন) হে কুররি! তুমিই একাকিনী নিদ্রাশূন্য হইয়া শয়ন করিতেছ না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণ এই রাত্রিকালে কোন স্থানে গুপ্তভাবে নিদ্রা যাইতেছেন; হে সখি! বোধ করি, শ্রীকৃষ্ণের সহাস্য কটাক্ষ দ্বারা আমাদের ন্যায় তোমার চিত্তও বিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৯॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ৭ শ্লোকঃ

নায়কানাং শিরোরত্নং
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে
বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণঃ তু স্বয়ং ভগবান্ 'তথা' যত্র (যস্মিন্ কৃষ্ণে) সর্ব্বে মহাগুণাঃ নিত্যতয়া (অবিনশ্বরত্বেন) বিরাজন্তে। 'অতএব সঃ' নায়কানাং শিরোরত্নম্।

অনুবাদ।—যাঁহাতে সর্ব্ববিধ মহাগুণ সকল অবিনশ্বর হইয়া বিরাজ করিতেছে সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নায়কের চূড়ামণি॥ ২০॥

দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১ শ্লোকঃ

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা
রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-
কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২১ ॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তপ্রাণ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ত্রয়োবিংশাঙ্কধৃতঃ সপ্তমঃ শ্লোকঃ

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ
সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো
বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ
সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো
বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ
কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ
শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো
গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ
করুণো মান্যমানকৃৎ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্
শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেম-
বশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্ত-
লোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী
সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি
গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ
দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—অয়ং নেতা (শ্রীকৃষ্ণঃ) সুরম্যাঙ্গঃ … … ঈশ্বরঃ চ ইতি তস্য হরেঃ সমুদ্রা ইব দুর্ব্বিগাহাঃ অমী পঞ্চাশৎ গুণাঃ অনুকীর্ত্তিতাঃ।

অনুবাদ।—এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ, (অর্থাৎ ইঁহার কর-চরণাদির গঠন প্রশংসনীয়), (২) সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত, (গুণোত্থ এবং চিহ্নোত্থ ভেদে শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে রক্ততা এবং তুঙ্গতাদি গুণের যে যোগ, তাহা গুণোত্থ সল্লক্ষণ। তন্মধ্যে নেত্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ এই সপ্তস্থানে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি এবং বদন এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা। কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল এই তিন স্থানে বিশালতা। গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন এই তিন স্থানে খর্ব্বতা। নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিন স্থানে গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু এবং জানু এই পঞ্চস্থানে দীর্ঘতা। ত্বক্, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলীপর্ব্ব এই পঞ্চস্থানে সূক্ষ্মতা। এইরূপ গুণোত্থ সল্লক্ষণ দ্বাত্রিংশৎ-প্রকার, ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ। করতলাদিতে রেখাময় চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থ গুণ বলে। করতলে চক্র ও কমল, বাম চরণে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ইন্দ্রধনুঃ, অম্বর, গোষ্পদ, মৎস্য এবং শঙ্খ এই অষ্ট চিহ্ন, এবং দক্ষিণ চরণে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণ, জম্বুফল, চক্র এবং ছত্র এই একাদশ চিহ্ন), (৩) রুচির (যিনি সৌন্দর্য্য দ্বারা নয়নের আনন্দ সম্পাদন করেন), (৪) তেজসান্বিত (তেজোযুক্ত, তেজোরাশিবিশিষ্ট এবং প্রভাবাতিশয়যুক্ত), (৫) বলীয়ান্ (অধিক বলবান্), (৬) বয়সান্বিত (বয়সযুক্ত, নানা-বিলাসান্বিত কিশোর-বয়সযুক্ত), (৭) বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ (নানাদেশীয় সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, নানাবিধ অদ্ভুত ভাষাবেত্তা), (৮) সত্যবাক্য (যাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না), (৯) প্রিয়ংবদ (অপরাধীতেও যিনি শান্তবাদী), (১০) বাবদূক (যাঁহার বাক্য শ্রবণপ্রিয় এবং সর্ব্বগুণান্বিত), (১১) সুপাণ্ডিত্য (বিদ্বান্ এবং নীতিজ্ঞ), (১২) বুদ্ধিমান্ (মেধাবী ও সূক্ষ্মধী),

(১৩) প্রতিভান্বিত (নবনবোন্মেষশালী জ্ঞান-বিশিষ্ট), (১৪) বিদগ্ধ (যিনি চতুঃষষ্টি বিদ্যা ও বিলাসে নিপুণ), (১৫) চতুর (একদা বহুকার্য্যসাধনকারী), (১৬) দক্ষ (দুষ্কর কার্য্যের শীঘ্র সম্পাদক), (১৭) কৃতজ্ঞ (অন্যকৃত সেবাদি কার্য্যের স্মরণকারী), (১৮) সুদৃঢ়ব্রত (যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য), (১৯) দেশকালসুপাত্রজ্ঞ (দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে তদুচিত কার্য্য-কর্ত্তা), (২০) শাস্ত্রচক্ষু (শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মকারী), (২১) শুচি (পাপনাশক ও দোষবিহীন), (২২) বশী (জিতেন্দ্রিয়), (২৩) স্থির (যিনি ফলোদয় না দেখিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না), (২৪) দান্ত (দুঃসহ হইলেও যিনি উচিত ক্লেশসহনশীল), (২৫) ক্ষমাশীল (যিনি অন্যের অপরাধ সহ্য করেন), (২৬) গম্ভীর (যাঁহার অভিপ্রায় অন্যের দুর্ব্বোধ), (২৭) ধৃতিমান্ (পূর্ণকাম এবং ক্ষোভ-কারণসত্ত্বে ক্ষোভ-রহিত), (২৮) সম (রাগদ্বেষ-শূন্য), (২৯) বদান্য (দানবীর, দানোৎসাহী), (৩০) ধার্ম্মিক (যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী করেন), (৩১) শূর (যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্র-প্রয়োগে নিপুণ), (৩২) করুণ (পরদুঃখাসহিষ্ণু) (৩৩) মান্যমানকৃৎ (গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির পূজক), (৩৪) দক্ষিণ (সুস্বভাব-বশতঃ কোমলচরিত), (৩৫) বিনয়ী (ঔদ্ধত্য-পরিহারী), (৩৬) হ্রীমান্ (অন্যকর্ত্তৃক স্মররহস্য বিদিত হইলে অথবা অন্য ব্যক্তি স্তুতি করিলে যিনি অধার্ষ্ট্যস্বভাববশতঃ সঙ্কুচিত হন), (৩৭) শরণাগতপালক (শরণাগত ব্যক্তির পালনশীল), (৩৮) সুখী (ভোক্তা ও দুঃখগন্ধে অস্পৃষ্ট), (৩৯) ভক্তসুহৃৎ (৪০) প্রেমবশ্য (প্রিয়তা-মাত্র বশ্য), (৪১) সর্ব্বশুভঙ্কর (সকলেরই হিতকারী), (৪২) প্রতাপী (যিনি স্বীয় প্রভাবে শক্রতাপকতা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন), (৪৩) কীর্ত্তিমান্ (নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত), (৪৪) রক্তলোক (সর্ব্বলোকের অনুরাগের পাত্র), (৪৫) সাধুসমাশ্রয় (সদেকপক্ষপাতী), (৪৬) নারীগণমনোহারী (সুন্দরীবৃন্দমোহন), (৪৭) সর্ব্বারাধ্য (সকলের অগ্রপূজ্য), (৪৮) সমৃদ্ধিমান্ (মহাসম্পত্তিযুক্ত), (৪৯) বরীয়ান্ (সকলের অতিমুখ্য), (৫০) ঈশ্বর (স্বতন্ত্র ও দুর্ল্লঙ্ঘ্য-শাসন), শ্রীকৃষ্ণের সুরম্যাঙ্গাদি ঈশ্বরান্ত এই পঞ্চাশৎ গুণ ক্রমপূর্ব্বক কীর্ত্তিত হইল। ঐ সকল গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ (অর্থাৎ অগাধ বা গম্ভীর ॥ ২২ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১২ শ্লোকঃ

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি
বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি
তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ গুণাঃ) কচিৎ জীবেষু বিন্দুবিন্দুতয়া বসন্তঃ অপি তত্রৈব পুরুষোত্তমে পরিপূর্ণতয়া ভান্তি।

অনুবাদ।—কোন কোন জীবে বিন্দুবিন্দুরূপে ঐ সকল গুণের কোন কোন গুণ উপলব্ধ হইলেও এক শ্রীকৃষ্ণেতেই ইহারা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

তথাহি—তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তত্রিংশাদয়ঃ শ্লোকাঃ

অথ পঞ্চগুণা যে স্যু-
রংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ
সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ-
শ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ
সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ
যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ
কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥
অবতারাবলীবীজং
হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষী-
ত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-
লীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেম-
মণ্ডিতপ্রিয়-মণ্ডলঃ ॥

ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-
মুরলী-কল-কূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-
বিস্মাপিত-চরাচরঃ।
লীলা-প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং
মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ॥
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং
গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা-
শ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥ ২৪ *

টীকা।—অংশেন যথাসম্ভবগুণাংশেন গিরিশাদিষু শ্রীশিবাদিষু আদিগ্রহণাৎ কচিদ্দ্বিপরার্দ্ধাদৌ সাক্ষাদ্ভগবদবতারা ব্রহ্মাদয়ো গৃহ্যন্তে।

অথোচ্যন্ত ইতি। লক্ষ্মীশোঽত্র পরব্যোমাধিনাথঃ শ্রীনারায়ণঃ। আদিশব্দান্মহাপুরুষাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের যে পাঁচগুণ যথাসম্ভব আংশিকরূপে শ্রীশিবাদিতে সম্ভাবিত হয়, সেই পাঁচটি যথা—তিনি স্বরূপাবস্থাতে সংস্থিত, সর্ব্বজ্ঞ—পরিচিত্তস্থিত ও দেশকালাদি ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, নিত্য নূতন—সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইলেও যিনি অনুভূতের ন্যায় স্বীয় মাধুরী দ্বারা চমৎকারিতা সম্পাদন করেন, সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ—ঘনীভূত চিদানন্দ যাঁহার আকৃতি, সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত—সমস্ত সিদ্ধি যাঁহার অধীন।

নারায়ণাদিতে বর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণের যে পঞ্চগুণ তাহারা এই—অবিচিন্ত্যমহাশক্তি—দিব্যসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব এবং ব্রহ্মশিবাদিমোহন ও ভক্তপ্রারব্ধ ধ্বংস প্রভৃতি অচিন্ত্য মহাশক্তি; কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ—যাঁহার দেহে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করে, অবতারাবলীবীজ—অবতারী; হতারিগতিদায়ক—নিহত শত্রুদিগের গতিদাতা; আত্মারামগণাকর্ষী—যিনি ব্রহ্মরসে নিমগ্ন আত্মারামগণকে আকর্ষণ করেন; এই পাঁচটী গুণ পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ এবং মহাপুরুষাদিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে বড়ই অদ্ভুত অর্থাৎ চমৎকারিতাতিশয়সম্পাদক।

যিনি সর্ব্ববিধ অদ্ভুত চমৎকার লীলাতরঙ্গের সমুদ্রতুল্য, যিনি অনুপম মধুর প্রেম দ্বারা প্রিয়জনকে ভূষিত করেন, যাঁহার বেণুধ্বনি ত্রিজগতের মন আকর্ষণ করে, এবং যাঁহার সমান বা যাঁহা হইতে অধিক নাই, এতাদৃশ রূপ দ্বারা যিনি চরাচরকে বিস্মিত করেন।

শেষোক্ত লীলা, প্রেমহেতু প্রিয়াদিগের আধিক্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—এই চারিটি গুণ গোবিন্দে অসাধারণ অর্থাৎ অন্যত্র নাই॥২৪॥

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে নবাদয়ঃ শ্লোকাঃ

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ
কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়া-
শ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥
চারু-সৌভাগ্য-রেখ্যাঢ্যা
গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা
রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা
বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা
ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাব-
পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী।
গোকুল-প্রেমবসতি-
র্জ্জগৎ-শ্রেণী-লসদ্‌যশা॥
গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা
সখী-প্রণয়িতা-বশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা
সন্ততাশ্রবকেশবা॥
বহুনা কিং গুণাস্তস্যা
সংখ্যাতীতা হরেরিব॥ ২৫

টীকা।—বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ 'রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি পুরাণপ্রসিদ্ধায়াঃ। সন্ততাশ্রবকেশবেতি বচনে স্থিত আশ্রব' ইত্যমরঃ। ইতি লোচনরোচনী।

* এই সমস্ত শ্লোকোক্ত গুণের যে সকল লক্ষণ মূলগ্রন্থে আছে, তাহারই অনুবাদ দেওয়া হইল, মূলগ্রন্থে উদাহরণ দ্রষ্টব্য, অন্যথা যথাস্বরূপে গুণগুলির উপলব্ধি হইবে না।

(১) তত্র বামচরণস্য অঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ। (২) তত্তলে চক্রম্। (৩) মধ্যমাতলে কমলম্। (৪) কমলতলে ধ্বজঃ। (৫) সপতাকঃ। (৬) মধ্যমায়া দক্ষিণত আগতা মধ্যচরণপর্য্যন্তা ঊর্দ্ধরেখা। (৭) কনিষ্ঠা-তলে অঙ্কুশঃ ইতি সপ্ত। অথ দক্ষিণচরণস্য (১) অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ। (২) পার্ষ্ণৌ মৎস্যঃ। (৩) কনিষ্ঠাতলে বেদিঃ। (৪) মৎস্যোপরি রথঃ। (৫) শৈল (৬) কুণ্ডল (৭) গদা (৮) শক্তয়ঃ, যথাশোভং সম্ভাবনীয়া ইত্যষ্টৌ। অথ বামকরস্য (১) তর্জ্জনী-মধ্যময়োঃ সন্ধিমারভ্য কনিষ্ঠাতস্তলে পরমায়ুরেখা, (২) তত্তলে করভমারভ্য তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশং গতান্যা। (৩) অঙ্গুষ্ঠাধো মণিবন্ধতঃ উত্থিতা বক্র-গত্যা মধ্যরেখায়াং মিলিত তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্যভাগং গতান্যা। (৪) অঙ্গুলীনামগ্রতো নন্দাবর্ত্তাঃ পঞ্চ। (৯) অনামিকাতলে কুঞ্জরঃ। (১০) পরমায়ু-রেখাতলে বাজী। (১১) মধ্যরেখাতলে বৃষঃ। (১২) কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ। (১৩) ব্যজন (১৪) শ্রীবৃক্ষ (১৫) যূপ (১৬) বাণ (১৭) চামর (১৮) মালা। যথাশোভং জ্ঞেয়াঃ ইত্যষ্টাদশ। অথ দক্ষিণকরস্য পূর্ব্ববৎ পরমায়ুরেখাদিত্রয়মত্রাপি জ্ঞেয়ম্ ৩। অঙ্গুলীনামগ্রতঃ শঙ্খাঃ পঞ্চ। ৫। (৯) তর্জ্জনীতলে চামরং (১০) কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ। (১১) প্রাসাদ (১২) দুন্দুভি (১৩) বজ্র (১৪) শকটযুগ (১৫) কোদণ্ড (১৬) অসি (১৭) ভৃঙ্গারাঃ যথাশোভং জ্ঞেয়াঃ। ইতি সপ্তদশ। তদেবং বামচরণে সপ্ত দক্ষিণচরণে অষ্ট বামকরে অষ্টাদশ দক্ষিণকরে সপ্তদশ মিলিত্বা পঞ্চাশৎ।

অনুবাদ।—অনন্তর বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার প্রধান গুণসকল কীর্ত্তন করিতেছি।—এই শ্রীরাধিকা (১) মধুরা—চারুতাবিশিষ্টা, (২) নববয়া—যাহার বয়স মধ্য কৈশোর, (৩) চলাপাঙ্গা—চঞ্চল-কটাক্ষযুক্তা, উজ্জ্বলস্মিতা—যাহার নির্ম্মল ঈষৎ হাস্য, (৪) চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা—যাহার চরণাদি চক্রকমলাদি চিহ্নযুক্, (৫) লজ্জাশীলা—লজ্জাবতী; (৬) গন্ধোন্মাদিতমাধবা—যিনি নিজাঙ্গগন্ধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্ত করেন, (৭) সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা—উত্তম গীতিতে অভিজ্ঞা, (৮) রম্যবাক্—যাঁহার বাক্য মনোহর, (৯) নর্ম্মপণ্ডিতা—পরিহাস-বিশারদা, (১০) বিনীতা—স্বভাবনম্রা, (১১) করুণাপূর্ণা—দয়াপূর্ণা, (১২) বিদগ্ধা—কলা-বিলাস-কুশলা, (১৩) পাটবান্বিতা—কর্ত্তব্য কর্ম্মে অতি নিপুণা, (১৪) সুমর্য্যাদা—সৎপথ হইতে অবিচলিতা, (১৫) ধৈর্য্যশালিনী—দুঃখসহনশীলা, (১৬) গাম্ভীর্য্যশালিনী—হর্ষ-ক্রোধ-ভয়াদিতে কোন বিকারের উপলব্ধি হয় না এরূপ ভাববতী, (১৮) সুবিলাসা—শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করে এরূপ রাগাদি-ভঙ্গীবিলাসবতী, (১৯) মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী—সুদীপ্ত সাত্ত্বিকময় রূঢ়নামক মহাভাবোপলক্ষিত অধিরূঢ় মহাভাবের পরমোৎকর্ষে অভিলাষবতী, (২০) গোকুলপ্রেমবসতি—গোকুলবাসীদিগের বিশেষরূপ স্নেহভাজন, (২১) জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশাঃ—যাহার যশ শ্রবণে সকলেই চমকিত হয়। (২২) গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা—গুরুবর্গে যাহার গুরুতর স্নেহ, (২৩) সখীপ্রণয়িতাবশা—সখীগণের স্নেহবশা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ-মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা (২৪) সন্ততাশ্রবকেশবা—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা যাঁহার বচনাধীন ॥২৫॥

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
এই মত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রয়ালম্বন ॥
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ।
যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ৪ শ্লোকঃ

ভক্তিনির্দ্ধূত-দোষাণাংপ্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তি-সুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তীসংস্কারযুগলোজ্জ্বলাম্।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনিঃ।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥২৬

টীকা।—পুনস্তস্যাং রসোৎপত্তৌ সাধনং সহায়ং প্রকারঞ্চাহ—ভক্তীতি। অত্র সাধন-মনুতিষ্ঠতামিত্যন্তং সহায়ং সংস্কারযুগলং প্রকারস্ত রতিরিত্যাদিকো জ্ঞেয়ঃ। নির্দ্ধূতদোষত্বাদেব প্রসন্নত্বম্, শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাবির্ভাবযোগ্যত্বম্, তত-শ্চোজ্জ্বলত্বং তদাবির্ভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্নত্বম্ অনু-ভাবধ্বনিগতৈরিতি। ননু লৌকিকীরসবদিতি অত্র সৎকবিনিবন্ধতাপেক্ষেতি ভাবঃ।

অন্বয়ঃ।—ভক্তানাম্ ইতি।—ভক্তানাং হৃদি-রাজন্তী যা সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা রতিঃ সা অনু-

ভবাধ্বনি গতৈঃ কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদৈঃ করণভূতৈঃ রস্যতাং নীয়মানা সতী পরাং প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-কাষ্ঠামাপদ্যতে।

অনুবাদ।—ভক্তি দ্বারা যাঁহাদের বাসনা-দোষ বিদূরিত হইয়াছে, সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্য এবং নির্ম্মলও তদ্ধেতু সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন; যাঁহারা শ্রীভাগবতার্থাস্বাদে অনুরক্ত এবং রসিক ভক্তসঙ্গে রঙ্গী; যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তিসুখ-সম্পত্তি জীবনীভূত; যাঁহারা কেবল প্রেমতরঙ্গ সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করেন, তাদৃশ ভক্তগণের হৃদয়ে সংস্কার-যুগলোজ্জ্বলা (শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলভাবসংযুক্তা) আনন্দরূপা যে রতি বিরাজিত আছে, সেই রতি অনুভব-লব্ধ শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবসমূহের দ্বারা আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ সেই রসাস্বাদনে পরম আনন্দ হয়॥ ২৬॥

এই রস আস্বাদন নহে অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ৫ লহর্য্যাম্ ৭৮ শ্লোকঃ

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অয়ং ভগবদ্রসঃ অভক্তৈঃ সর্ব্বথা এব দুরূহঃ। তৎপাদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈঃ (ভক্তৈঃ) ভক্তৈঃ এব অনুরস্যতে (আস্বাদ্যতে)।

অনুবাদ।—এই ভক্তিরস অভক্তগণের সর্ব্বপ্রকারেই অপ্রাপ্য, কিন্তু যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজই সর্ব্বস্ব, তাঁহারাই নিরন্তর ইহা আস্বাদন করিয়া থাকেন॥ ২৭॥

সংক্ষেপে কহিল এই প্রেমের বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে॥
তুমিহ করিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র (১) করি করহ প্রচার॥

যুক্ত বৈরাগ্য-স্থিতি (২) সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১২শ অধ্যায়ে ১৩।১৩।১৪।১৫ শ্লোকাঃ

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং
মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ
সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী
যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি-
র্যো-মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো
লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ-
র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী
ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ
তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু
সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী
সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি-
র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং
যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা
ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২৮

টীকা।—এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বর-প্রসাদ-হেতূন্ ধর্ম্মানাহ অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ।

---

(১) ভক্তিস্মৃতি শাস্ত্র করি—শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি।

(২) যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি—যথাযোগ্য বৈরাগ্যাচরণ। 'স্থিতি'—মর্য্যাদা।

সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবাগ্রে সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ।

সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ প্রসন্নচিত্তঃ যতো যোগী গুরূপদিষ্টোপায়নিষ্ঠঃ। যতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়বর্গঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিভবিতুমশক্যতয়া স্থিরো নিশ্চয়ঃ হরেঃ কিঙ্করোঽস্মীতি অধ্যবসায়ো যস্য সঃ অতো ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ প্রীতিকর্ত্তা।

যস্মাল্লোকঃ কোঽপি জনো নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন লভতে, যঃ কারুণিকত্বাজ্জনোদ্বেজকং কর্ম্ম ন করোতি লোকাচ্চ যো নোদ্বিজতে সর্ব্বাবিরোধিত্ববিনিশ্চয়াদ্ যদুদ্বেজকং কর্ম্ম লোকো ন করোতি যশ্চ হর্ষাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্মুক্তো ন তু তেষাং মোচনে স্বয়ং ব্যাপারী অতিগম্ভীরাত্মরতিনিমগ্নত্বাৎ তৎস্পর্শেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ। অত্র স্বভোগ্যাগমোৎসাহো হর্ষঃ। পরভোগ্যাগমাসহনমমর্ষঃ। দুষ্টসত্ত্বদর্শনাধীনো বিত্রাসঃ ভয়ং কথং নিরুদ্যমস্য মম জীবনমিতি বিক্ষোভস্তূদ্বেগঃ। এতাশ্চতস্রঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ।

অনপেক্ষঃ স্বয়মাগতেঽপি ভোগ্যে নিস্পৃহঃ। শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরপাবিত্র্যবান্। দক্ষঃ • স্বশাস্ত্রার্থবিমর্শসমর্থঃ। উদাসীনঃ পরপক্ষগ্রাহী। গতব্যথোঽপকৃতোঽপ্যাধিশূন্যঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী স্বভক্তিপ্রতীপাখিলোদ্যমরহিতঃ।

যঃ প্রিয়ান্ পুত্রশিষ্যাদীন্ প্রাপ্য ন হৃষ্যতি অপ্রিয়ং তং প্রাপ্য তত্র ন দ্বেষ্টি প্রিয়ে তস্মিন্ বিনষ্টে ন শোচতি, যদ্ অপ্রাপ্তং তন্নাকাঙ্ক্ষতি। শুভং পুণ্যমশুভং পাপং তদুভয়ং প্রতিবন্ধকত্বসাম্যাৎ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ।

সমঃ শত্রৌ চেতি স্ফুটার্থঃ। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কুসঙ্গশূন্যঃ।

তুল্যেতি। নিন্দয়া দুঃখম্, স্তুত্যা সুখঞ্চ যো ন বিন্দতি। মৌনী যতবাক্ স্বেষ্টমননশীলো বা যেন কেনচিদ্ দৃষ্টাদৃষ্টেন রুক্ষেণ স্নিগ্ধেন বান্নাদিনা সন্তুষ্টঃ। অনিকেতো নিয়তবাসরহিতো নিকেতমোহশূন্যো বা স্থিরমতির্নিশ্চিতজ্ঞানঃ। এবমদ্বেষ্টেত্যাদিষু সপ্তসু যেষু গুণানাং পুনরপ্যভিধানং তত্তেষামতিদৌর্লভ্যজ্ঞাপনার্থমিত্যাদোষঃ। সনিষ্ঠাদীনাং ত্রিবিধানাং ভক্তানাং সম্ভব স্থিতা এতেঽদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মা যথাসম্ভবং তারতম্যেনৈব সুধীভিঃ সঙ্গমনীয়াঃ।

উক্তভক্তিযোগমুপসংহরন্ তস্মিন্নিষ্ঠাফলমাহ—যে ত্বিতি। যে ভক্তা যথোক্ত "ময্যাবেশ্য মনো যে মা" মিত্যাদিভির্যথাগতমিদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে প্রাপ্যং মামিব প্রাপকং তৎ সমাশ্রয়ন্তি। শ্রদ্দধানা ভক্তিশ্রদ্ধালবঃ মৎপরমা মন্নিরতাস্তে মমাতীব প্রিয়া ভবন্তি।

অনুবাদ।—যিনি উত্তমে দ্বেষশূন্য, সমানে বন্ধুভাবযুক্ত, হীনে কৃপালু, গেহাদিতে মমতাহীন, দেহাদিতে অহঙ্কারশূন্য, সুখের সময় হর্ষে ও দুঃখের সময় উদ্বেগে অব্যাকুলিত ও ক্ষমাশীল,

যিনি লাভালাভে সন্তুষ্ট এবং গুরূপদিষ্ট উপায়নিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার "আমি শ্রীভগবদ্দাস" এই নিশ্চয় কুতর্কে দূর করিতে পারে না এবং যিনি আমাতে মনঃ বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

যাহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়।

অকস্মাৎ কোন অর্থ উপস্থিত হইলেও তাহাতে নিস্পৃহ, অন্তর্ব্বাহ্যপবিত্র, আলস্যবিহীন, পক্ষপাতশূন্য, মনোবেদনাবিহীন, এবং যিনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (স্বভক্তিবিরোধি-অখিলোদ্যম-রহিত), সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

যিনি প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, যিনি অপ্রিয়লাভে দুঃখ করেন না, যিনি ইষ্ট বন্ধুনাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্য বস্তু না পাইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না, এইরূপ পাপপুণ্য-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

যিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখে সম এবং কুসঙ্গবর্জ্জিত এবং যিনি নিন্দায় দুঃখী ও স্তুতিতে সুখী হন না, যিনি বৃথালাপবর্জ্জিত, যথালাভে সন্তুষ্ট, একস্থানে নিত্য স্থিতিরহিত ও স্থিরবুদ্ধি, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

যে ব্যক্তি আমি যে প্রকারে বলিলাম এইরূপে এই ধর্ম্মামৃতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উপাসনা করেন, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার অতীব প্রিয় ॥ ২৮ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ২ অং ৫।৬ শ্লোকৌ

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥ ২৯

টীকা।—নমু দিক্‌সম্ভাবো নাম নগ্নত্বমেব বল্কলম্ অন্নং তোয়ং বাসঃ স্থানঞ্চ যাচ্ঞা প্রযত্নং বিনা কথং প্রাপ্যেত, তত্রাহ—চীরাণি বস্ত্রখণ্ডানি পরান্ বিভ্রতি পুষ্যন্তি ফলাদিভিঃ যে গুহা গিরিদর্য্যঃ। নমু, কদাচিদেষাম্ অলাভে কিং কার্য্যম্? তত্রাহ—অজিতো হরিঃ উপাসকান্ শরণাগতান্ কিং ন অবতি রক্ষতি? কিং শব্দস্যাপি পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। উক্তঞ্চ "ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।" যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে। ধনেন যে দুর্ম্মদাস্তানন্ধান্। ইতি শ্রীস্বামী।

অনুবাদ।—পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া নাই? প্রতিপালক বৃক্ষসকল কি ফলাদি দান করে না? নদীসকল কি শুষ্ক হইয়াছে? পর্ব্বতের গুহা সকল কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? ভগবান্ শ্রীহরি কি শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করেন না? তবে কেন পণ্ডিতেরা ধনদুর্ম্মদে অন্ধ ব্যক্তিগণের উপাসনা করেন? ২৯॥

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবত সিদ্ধান্ত গূঢ় সকলি কহিল॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি(১)।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি॥
মৌষল-লীলা(২)আর কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান(৩)।
কেশাবতার (৪) যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময় (৫)।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর॥
তুমি যে কহিলে এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে তার একবিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যবে হয় তোমার মন!
তবে ধর মোর মাথে আপন চরণ॥
মুঞি যে শিক্ষাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥
সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন সংবাদ।
বিস্তারি কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ (৬)॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেম-প্রয়োজন-বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) হরিবংশে বর্ণনা আছে এই যে, গোবর্দ্ধনোদ্ধারণের পর ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন, তন্মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যস্থিতি বলিয়াছেন।

(২) মৌষললীলা—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত যাদবদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপে যদুকুলক্ষয়। যে সকল দেবতাগণ, যদুবংশে সাযুজ্য পাইয়াছিল তাহাদিগকে মৌষলচ্ছলে পৃথক্ করিয়া স্বস্ব পদে অধিকার দিয়া নিজ নিত্য-পার্ষদ যাদবগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হয়েন। এইটী মৌষললীলার তাৎপর্য্য।

(৩) কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান—শ্রীমহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত-পরিত্যাগ যে প্রকারে বর্ণিত আছে।

(৪) কেশাবতার—শ্রীমহাভারতে ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে, শ্রীহরি শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী কেশ নিজ মস্তক হইতে উৎকর্ত্তন করিলেন। তাহার মধ্যে শুক্লবর্ণ কেশের অবতার শ্রীবলরাম এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতার শ্রীকৃষ্ণ।

(৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হইলে শ্রীনন্দমহাশয় ব্রজগোপদিগকে বলেন "শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ আমারই পুত্রবধূ, অতএব তাহাদিগকে এই ব্রজে লইয়া আইস।" এই বাক্যে ব্রজগোপগণ আসিয়া পথিমধ্যে অর্জ্জুনের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণকে লইয়া যান, তৎপরে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়।

(৬) শ্রীচৈতন্য প্রভু জগতের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীসনাতনকে যে প্রেমতত্ত্ব বলিয়াছেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মারামেতি পদ্যার্ক-
স্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ
স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ আত্মারামেতি পদ্যার্কস্য (পদ্য-সূর্য্যস্য) অর্থাংশূন্ (ব্যখ্যারশ্মীন্) প্রকাশয়ন্ জগত্তমঃ জহার, সঃ চৈতন্যোদয়াচলঃ অব্যাৎ।

অনুবাদ।—যিনি আত্মারাম ইত্যাদি শ্লোক-রূপ সূর্য্যের অর্থরূপ কিরণ প্রকাশ করিয়া জগতের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যরূপ উদয়গিরি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্য-
মীশ্বরং করুণার্ণবম্।
যেনাত্মারামাশ্লোকাষ্টা-
দশার্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তং (প্রসিদ্ধম্) ঈশ্বরং (কর্ত্তুমকর্ত্তু-মন্যথাকর্ত্তুং সমর্থম্) করুণার্ণবং (দয়াসাগরং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে। যেন আত্মারামাশ্লোকাষ্টা-দশার্থাঃ (আত্মারামেতি শ্লোকস্য অষ্টাদশ অর্থাঃ) পরিকীর্ত্তিতাঃ সার্ব্বভৌমাগ্রত ইতি শেষঃ।

অনুবাদ।—যিনি কৃপা করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে আত্মারাম ইত্যাদি শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ বলিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর দয়ার সাগর ভগবান্ চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে।
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিথম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ ॥
প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে ॥
কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে ॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে (১)।
তোমা সবা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে ॥
একাদশ পদ (২) এই শ্লোক সুনির্ম্মল।
পৃথক্ পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল ॥
আত্মা-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি ॥

(১) নাহি ভাসে—স্ফূর্ত্তি হয় না, প্রকাশ পায় না।

(২) একাদশ পদ—(১) আত্মারামাঃ। (২) চ। (৩) মুনয়ঃ। (৪) নির্গ্রন্থাঃ। (৫) অপি। (৬) উরুক্রমে। (৭) কুর্ব্বন্তি। (৮) অহৈতুকীম্। (৯) ভক্তিম্। (১০) ইত্থম্ভূতগুণঃ। (১১) হরিঃ। —এই একাদশ পদ।

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু।
প্রযত্নে চ…………………… ॥ ৪

অনুবাদ।—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি এবং প্রযত্ন—আত্মা শব্দের এই সাত অর্থ ॥৪॥

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিবে গণন ॥
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন ॥
মুনি শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী, ব্রতী, যতি আর ঋষি, মুনি (১) ॥
নির্গ্রন্থ (২) শব্দে কহে অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন।
বিধি নিষেধ বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদি-বিহীন ॥
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী, নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন ॥

তথাহি—বিশ্বে

নির্ নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে
নির্ নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে
বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ ॥ ৫

টীকা।—নির্-শব্দস্য নিশ্চয়ার্থত্বেন ধনসঞ্চয়ীতি বিবরণং নিষেধার্থং নতু নির্ধনেতি।

অনুবাদ।—নিশ্চয়, নিষ্ক্রম, নির্ম্মাণ এবং নিষেধ, এই সকল অর্থে নির্ শব্দের প্রয়োগ হয়। ধন, সন্দর্ভ ও বর্ণবিন্যাস বিশেষ, এই সকল অর্থে গ্রন্থশব্দের প্রয়োগ হয় ॥ ৫ ॥

'উরুক্রম' শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
'ক্রম' (৩) শব্দে কহে তার পাদ-বিক্ষেপণ ॥
শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি, আক্রমণ।
চরণ চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন (৪) ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমে অধ্যায়ে একোনচত্বারিংশশ্লোকঃ

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যঃ কবিঃ ইহ (জগতি) পার্থিবানি অপি রজাংসি বিমমে (অজীগণৎ, গণিতবান্) 'তাদৃশঃ' কতমঃ (জনঃ) নু বিষ্ণোঃ বীর্য্যগণনাং 'কর্ত্তুম্' অর্হতি। যঃ (বিষ্ণুঃ) অস্খলতা (প্রতিঘাতশূন্যেন) স্বরহসা ত্রিপৃষ্ঠং চস্কম্ভ (ধৃতবান্), যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাৎ উরুকম্পয়ানম্।

অনুবাদ।—(ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ!) যে ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণু গণনা করিতে পারে, সে কি বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে সমর্থ হয় —যে বিষ্ণু ত্রিবিক্রমরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রতিঘাতশূন্য পাদবিক্ষেপ দ্বারা প্রকৃতির আবরণপর্য্যন্ত কাঁপাইয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন ॥৬॥

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্য-শক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
'উরুক্রম' শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥

তথাহি বিশ্বে ;—

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং
ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ। ৭

অনুবাদ।—শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্প এই সকল অর্থে ক্রম শব্দের প্রয়োগ হয় ॥ ৭ ॥

'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয় ॥

---

(১) মুনিশব্দে—মননশীল, মৌনী প্রভৃতি সাত অর্থ। মননশীল—চিন্তাশীল। ব্রতী—ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম-পরায়ণ। যতি—সন্ন্যাসী।

(২) নির্গ্রন্থ—অবিদ্যাগ্রন্থিহীন ও শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন, মূর্খ ম্লেচ্ছ নীচাদি শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যক্তি, ধনসঞ্চয়ী, নির্ধন—ইহাই নির্ উপসর্গের সহ গ্রন্থশব্দ সমাসবদ্ধ হইয়া অভিব্যক্ত করিতেছে।

(৩) ক্রম—ক্রম শব্দের অর্থ পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি ও আক্রমণ।

(৪) যিনি ব্যাপকরূপে সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, শক্তি দ্বারা সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন, মাধুর্য্য-শক্তি দ্বারা গোকুল ও ঐশ্বর্য্য-শক্তি দ্বারা পরব্যোম প্রকাশ করেন এবং মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদিকে পরিপাটীরূপে সৃষ্টি করেন, তিনিই উরুক্রম শব্দের বাচ্য। ফলকথা উরুক্রম শব্দে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়।

তথাহি—পাণিনিঃ :—

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥৮

টীকা।—স্বরিতেতঃ ঞিতশ্চ ধাতোঃ তদেবাত্মনেপদং স্যাৎ যদা কর্ত্তারমভি সর্ব্বতোভাবেন প্রৈতি প্রাপ্নোতি যৎক্রিয়াফলং তত্রাত্মনেপদম্। অত্র সুখপ্রাপ্তিরেব ফলং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নতু মুনীনাম্।

অনুবাদ।—স্বরিতেৎ ধাতু অর্থাৎ যজাদি ধাতু এবং ঞ ইৎ যায় এরূপ কৃ প্রভৃতি ধাতু আত্মনেপদী এবং পরস্মৈপদী এইরূপে উভয়পদী হয়। কিন্তু ঐ উভয়পদীয় ধাতুর ক্রিয়ার ফল যেখানে ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তাকে সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্ত হইবে, সেখানে ঐ ধাতু আত্মনেপদী হয়। আর যেখানে ঐ ফল তৎকর্ত্তা ভিন্ন অপরকে সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্ত হয়, সেখানে পরস্মৈপদী হয়॥ ৮॥

হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে (১)
ভুক্তি(২)সিদ্ধি, মুক্তি, মুখ্য এ তিনপ্রকারে॥
এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি (৩) পঞ্চবিধাকার॥
এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী (৪)॥
'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক-সাধন (৫) প্রেমভক্তি নয়-প্রকার॥
রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাব লক্ষণারূপা আর॥
শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা।
'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা॥
'ইত্থম্ভূতগুণঃ' শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থং' শব্দের ভিন্ন অর্থ 'গুণ' শব্দের আন
'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণ-তুল্য হয়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং ২৮ অঙ্কধৃতে

তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে
ব্রাহ্ম্যাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব বিস্মরণ॥
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক-শক্তিগুণে কৃষ্ণ-কৃপায় বান্ধে॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্য্যের সার॥
'গুণ' শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সচ্চিৎ রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ (৬)॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা (৭)।
ভক্ত-বাৎসল্য-আত্ম-পর্য্যন্ত বদান্যতা (৮)॥

---

(১) বাঞ্ছান্তরে—কৃষ্ণসুখ ভিন্ন বহুতর অন্য বাঞ্ছা।

(২) ভুক্তি—স্বর্গাদি বিষয় ভোগ।

(৩) সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার; যথা—(১) অণিমা। (২) লঘিমা। (৩) মহিমা। (৪) প্রাপ্তি। (৫) প্রাকাম্য। (৬) বশিতা। (৭) ঈশিতা। (৮) কামাবসায়িতা। (৯) অনূর্ম্মিমত্ত্ব। (১০) দূরদর্শন। (১১) ব্যাপ্তি। (১২) মনোজব। (১৩) কামরূপতা। (১৪) পরকায়-প্রবেশ। (১৫) ইচ্ছামৃত্যু। (১৬) অপ্সরাদিগের সহিত দেবক্রীড়া প্রাপ্তি। (১৭) সঙ্কল্পানুরূপ সিদ্ধি। (১৮) অপ্রতিহতাজ্ঞতা। মুক্তি—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য (একত্ব) এই পাঁচ প্রকার মুক্তি।

(৪) কৌতুকী—আনন্দময়।

(৫) এক-সাধন—সাধনভক্তি একপ্রকার।

(৬) সচ্চিৎ রূপ—সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি। সর্ব্ব পূর্ণানন্দ—সর্ব্বপ্রকার আনন্দে পরিপূর্ণ।

(৭) স্বরূপ-পূর্ণতা—পরিপূর্ণ স্বরূপতা।

(৮) ভক্তকে আপনা পর্য্যন্ত দান করেন।

অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ১৫ অং ৪৪ শ্লোকঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ১০॥

শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে
উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে
আখ্যানং যদধীতবান্॥ ১১

অন্বয়ঃ।—'হে' রাজর্ষে, নৈর্গুণ্যে (ব্রহ্মণি) পরিনিষ্ঠিতঃ (সংস্থিতঃ) অপি উত্তমশ্লোকলীলয়া (উত্তমশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য লীলয়া) গৃহীতচেতাঃ (আকৃষ্টঃ সন্) 'অহং' যৎ আখ্যানম্ অধীতবান্।

অনুবাদ।—(শ্রীশুকদেব কহিলেন) হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ)! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত হই, তাহাতেই আমি এই শ্রীমদ্ভাগবতনামক আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি॥ ১১॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ

স্বসুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচির-লীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥ ১২

টীকা।—স্বগুরুং শুকং নমস্কুর্ব্বন্নেব বক্তৃহৃদয়-নিষ্ঠা-পর্য্যালোচনয়া সমস্তগ্রন্থতাৎপর্য্যং নির্দ্ধারয়তি —স্বসুখেতি স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য তাদৃশঃ তেন তদ্ভাবেন ব্যুদস্তো বিরতঃ অন্য ভাবঃ যস্য; তথা-ভূতোঽপি অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রুচিরাভি-লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখধৈর্য্যং যস্য সঃ। এবম্ভূতো যঃ তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশং তদীয়ং পুরাণং (শ্রীমদ্ভাগবতং) কৃপয়া ব্যতনুত। অখিলবৃজিনং তাদৃশভাবস্য প্রতিকূল-মুদাসীনঞ্চ সর্ব্বং হন্তীতি তং ব্যাসসূনুং শ্রীশুকদেবং নতোঽস্মি।

অনুবাদ।—যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়াছিল এবং তজ্জন্য দ্বৈতস্ফূর্ত্তি বিরত হইয়াছিল, তাদৃশ হইয়াও যিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলা কর্ত্তৃক ব্রহ্মানন্দ হইতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া, কৃপাবশতঃ সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশক ভগবৎপুরাণ বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্তবৃজিনহন্তা (সর্ব্বপাপনাশক) ব্যাসনন্দন শুকদেবকে আমি প্রণাম করি॥ ১২॥

শ্রীঅঙ্গ-শ্রীরূপে হরে গোপিকার মন।

তথাহি—তত্রৈব দশমস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে ষট্ত্রিংশশ্লোকঃ

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং তব অলকাবৃতমুখং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং চ শ্রিয়ৈকরমণং বক্ষঃ চ বিলোক্য দাস্যঃ ভবাম।

অনুবাদ।—(গোপীগণ কহিলেন, হে সুন্দর!) বিশিষ্ট কুণ্ডলকান্তিযুক্তগণ্ডস্থল, সুধাময় অধরযুক্ত, হাস্যসমন্বিত কটাক্ষযুক্ত তোমার অলকাবৃত মুখকমল দেখিয়া, এবং তোমার অভয়প্রদ ভুজদণ্ড-যুগল এবং লক্ষ্মীদেবীরও রতিজনক বক্ষঃস্থল অবলোকন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি॥ ১৩॥

রূপ গুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ॥

তথাহি—তত্রৈব ১৫ অং ২৮ শ্লোকঃ

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে,
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গ তাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—(হে) অচ্যুত, অঙ্গ (হে) ভুবন-সুন্দর, শৃণ্বতাং কর্ণবিবরৈঃ নির্বিশ্য তাপং হরতঃ তে গুণান্ শ্রুত্বা দৃশিমতাম্ (অক্ষিযুক্তানাং) দৃশাং (নয়নানাম্) অখিলার্থলাভং রূপং শ্রুত্বা মে অপত্রপং (লজ্জারহিতং) চিত্তং ত্বয়ি বিশতি।

অনুবাদ।—হে অচ্যুত, হে ভুবন-সুন্দর, যাহা শ্রোতৃবর্গের কর্ণবিবর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া নিখিল তাপ হরণ করে, তোমার সেই গুণসমূহ, এবং চক্ষুষ্মান্‌গণের চক্ষু যাহাতে সমস্ত মাধুর্য্য আস্বাদন করে, তোমার তাদৃশ রূপ-রাশির বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার নির্লজ্জ চিত্ত তোমাতে আবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বংশীগীতে রূপে হরে লক্ষ্ম্যাদির মন।
যোগ্যভাবে জগতে যত যুবতীর গণ ॥

তত্রৈব—১৬ অং ৩২ শ্লোকে নাগপত্নীবাক্যম্

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রি-রেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে ৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৫ ॥

তথাহি—তত্রৈব ঊনত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ

কা স্ত্র্যঙ্গ! তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে), ত্রিলোক্যাং কা স্ত্রী তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতা (সতী) আর্য্যচরিতাৎ (কুলধর্ম্মাৎ, সতীধর্ম্মাৎ) ন চলেৎ। যৎ (যতঃ) গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ (গাবঃ, দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ, দ্রুমাঃ বৃক্ষাঃ, মৃগাশ্চ) ত্রৈলোক্যসৌভগম্ ইদং রূপং চ নিরীক্ষ্য পুলকানি অবিভ্রন্ (ধৃতবন্তঃ)।

অনুবাদ।—(গোপীগণ কহিলেন) হে শ্রীকৃষ্ণ! ত্রিভুবনে এতাদৃশী স্ত্রী কে আছে যে, তোমার মধুরপদরূপ অমৃতময় বেণুর গীতে বিমোহিত হইয়া, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? স্ত্রীদিগের কথা দূরে থাকুক, গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং বনজন্তুগণ—ইহারা তোমার ত্রিলোকমোহন এই রূপ-দর্শন করিয়া পুলকিত হয় ॥ ১৬ ॥

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদিগণ ॥
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥

তথাহি—পূর্ব্বশ্লোকস্য চতুর্থ পাদঃ

যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ পূর্ব্ব শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

হরি শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেমে হরে মন ॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকঃ

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ
করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তি-
রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—(হে) উদ্ধব, সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ (প্রজ্বলিত-শিখঃ) অগ্নিঃ যথা এধাংসি (কাষ্ঠরাশিং) ভস্মসাৎ করোতি, তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ কৃৎস্নশঃ এনাংসি (পাতকসমূহান্) 'ভস্মসাৎ করোতি'।

অনুবাদ।—হে উদ্ধব! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়ক ভক্তি সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করে ॥ ১৮ ॥

তবে করে ভক্তি বাধক কর্ম্ম অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ ॥
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
'হরি' শব্দের এই অর্থ করিল লক্ষণ ॥
'অপি' 'চ' দুই শব্দ হয়ত অব্যয়।
যেই অর্থে লাগাই সেই অর্থ হয় ॥
তথাপি 'চ'কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে :—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে॥ ১৯

টীকা।—অন্বাচয়ে একতরস্য প্রাধান্যে। সমাহারে একরূপে আহরণবিষয়িকা ক্রিয়া সমাহারস্তস্মিন্।

অনুবাদ।—একতরের প্রাধান্যে, একীকরণে, পরস্পরার্থে, যত্নান্তরে, সমুচ্চয়ে, পাদপূরণে এবং অবধারণে এই সাত অর্থে 'চ' শব্দের প্রয়োগ হয়॥ ১৯॥

অপি শব্দের মুখ্য অর্থ সপ্ত বিখ্যাত॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে :—

অপি সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ॥ ২০

টীকা।—সম্ভাবনা অত্রৈবাস্তি ন বা। সমুচ্চয়ে নিশ্চয়ার্থে।

অনুবাদ।—সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়, যুক্ত পদার্থ, এবং কামচার (আপন ইচ্ছামত) ক্রিয়া এই সকল অর্থে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ হয়॥ ২০॥

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ কহি যাহা যে লাগয়॥
'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে ১ অং ১২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোক:

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥ ২১

টীকা।—বৃহত্ত্বাৎ সর্ব্বগতত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ কারণতয়া সংবর্দ্ধকত্বাচ্চ যদ্রূপং তদ্ব্রহ্মসংজ্ঞিতমিতি।

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বগত এবং কারণরূপে সকলের সম্বর্দ্ধক, তাঁহার নাম ব্রহ্ম (সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত এবং সর্ব্বব্যাপকত্বপ্রযুক্ত সেই তত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে)॥ ২১॥

সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন্॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ১১ শ্লোক:

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বংযজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২২॥

যেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
যাঁহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন্॥

তথাহি—তত্রৈব ২ স্কং ৯ অং ৩২ শ্লোক:

অহমেবাসমেবাগ্রে
নান্যদ্যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ
যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ২৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৩॥

'আত্মা' শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশঃ শ্লোক:

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ॥ ২৪

টীকা।—আততত্বাদিতি। আততত্বাৎ ব্যাপকত্বাৎ মাতৃত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণকর্ত্তৃত্বাচ্চ পরমো আত্মা হরিঃ। হি প্রসিদ্ধৌ।

অনুবাদ।—সর্ব্বব্যাপক এবং সকলের প্রমাপক হরিই 'পরমা'ত্মাশব্দবাচ্য (স্বরূপে বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত এবং জগতের কারণত্বপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা)॥ ২৪॥

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন (১)।
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিন রূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রকাশে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ১১ শ্লোক:

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ-
স্তত্ত্বংযজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৫॥

'ব্রহ্ম' আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়ি-বৃত্ত্যে (২) নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥

(১) ত্রিবিধ সাধন—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি।

(২) রূঢ়িবৃত্তি—অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থের অপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধক শক্তি।

জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামী স্বরূপেতে ভাসে(১)॥
রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ং-ভগবত্ত্ব প্রকাশে দুইত স্বরূপ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯ অং ১৭ শ্লোকঃ

নায়ং সুখাপো ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং
যথা ভক্তিমতামিহ॥ ২৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ২৬॥

বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকঃ

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা,
দূরেযমাহ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অনিমিষাং ঋষভানুবৃত্ত্যা (অনিমিষাং দেবানাং মধ্যে যঃ ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ তস্য অনুবৃত্তিঃ আরাধনা তয়া) দূরেযমাঃ (দূরে গতঃ যমঃ যেভ্যঃ তে) হি নঃ উপরি (অস্মত্তঃ অধিকাঃ) স্পৃহণীয়শীলাঃ (স্পৃহণীয়স্বভাবাঃ) মিথঃ (পরস্পরং) ভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সুযশঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (তে) যৎ (বৈকুণ্ঠং) চ ব্রজন্তি।

অনুবাদ।—যাঁহারা কদাচ কালপ্রভাবের আয়ত্ত হন না, শ্রীহরিসেবা করিয়া যাঁহারা যমকে দূরীভূত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের কারুণ্যাদি স্বভাব আমাদিগের বাঞ্ছনীয়, এবং যাঁহারা পরস্পর নিজ প্রভু ভগবানের সুকীর্ত্তিকীর্ত্তনে অনুরাগভরে বিবশ হইয়া, অশ্রুর সহিত পুলক ধারণ করেন, তাঁহারাই আমাদিগের উর্দ্ধতন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সক্ষম॥ ২৭॥

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, সর্ব্বকাম, মোক্ষকাম আর॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকঃ

অকামঃ সর্ব্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
যজেত পুরুষং পরম্॥ ২৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ২৮॥

বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তনন্যায় অন্য সাধন (২)।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥

তথাহি—ভগবদ্গীতায়াং ৭ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকঃ

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং
জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী
জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—(হে) ভরতর্ষভ, (হে) অর্জ্জুন, আর্ত্তঃ, জিজ্ঞাসুঃ, অর্থার্থী, জ্ঞানী চ 'এতে' চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ (পুণ্যবন্তঃ) জনাঃ মাং ভজন্তে।

অনুবাদ।—হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! আর্ত্ত (রোগাদিপরাভূত), জিজ্ঞাসু (আত্মজ্ঞানেচ্ছু), অর্থার্থী (ইহলোক-পরলোকে সুখভোগাভিলাষী), এবং জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতী জন আমাকে ভজন করিয়া থাকে॥ ২৯॥

আর্ত্ত, অর্থার্থী দুই কামী ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী দুই মোক্ষকামী মানি॥

---

(১) নির্ব্বিশেষ—নিরাকার। যৌগিকার্থে যদিও ব্রহ্ম এবং আত্মা শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, তথাপি রূঢ়িবৃত্তিতে ব্রহ্ম শব্দ নিরাকার ব্রহ্মকে বলে এবং আত্মা শব্দ অন্তর্য্যামীকে বলে।

জ্ঞানসাধনের সাধক সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিরাকার ব্রহ্মরূপে আর যোগসাধনের সাধক সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামী স্বরূপে প্রকাশ পান।

(২) অজাগলস্তন—ছাগীর গলগতস্তনে যেমন দুগ্ধ পাওয়া যায় না, তেমনি অন্য দেবসাধনে কামনা পূর্ণ হয় না।

এই চারি সুকৃতী হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয়ে শুদ্ধ ভক্তিমান্ (১)॥
সাধুভক্ত সঙ্গে কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১০ অং ১১ শ্লোকঃ

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো
হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য
সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—সংসঙ্গাৎ মুক্তদুঃসঙ্গঃ বুধঃ কীর্ত্ত্যমানং রোচনং (রুচিকরম্) যস্য যশঃ সকৃৎ আকর্ণ্য হাতুং (পরিত্যক্তুং) ন উৎসহতে।

অনুবাদ।—সাধুসঙ্গ প্রভাবে যিনি পুত্রাদিরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান্ জন সাধুকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান রুচিকর ভগবদ্যশঃ একবার শ্রবণ করিয়া, আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না॥৩০॥

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে কৈতব (২) আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

তথাহি—তত্রৈব প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৩১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৩১॥

'প্র' শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥

সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান (৩)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ২১ অং ২৮ শ্লোকঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥৩২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদে ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৩২॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকৃপা ভক্তির স্বভাব।
এই তিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণভাব॥
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণ-গুণাস্বাদের এই হেতু জানিব॥
শ্লোক-ব্যাখ্যা লাগি এই কহিল আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল ব্রহ্ম-উপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর॥
কেবল ব্রহ্ম-উপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়॥
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় (৪)॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন (৫)॥

তথাহি—শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিগ্রহাবির্ভাব-ব্যাখ্যায়াং ধৃতা শ্রুতিঃ

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে। ইতি॥৩৩

টীকা।—কেচন ভাগ্যবন্তো জ্ঞানোদয়েন মুক্তা অপি মুক্তিসুখমনুভূয়াপি প্রাক্তনভজনবিশেষ-সংস্কারেণ ভগবৎপাদিকসুখমনুভবিতুং লীলয়া বিগ্রহং শরীরং কৃত্বা নিত্যপার্ষদতয়েত্যর্থঃ ভগবন্তং ভজন্তে সেবন্তে।

(১) তত্তৎকাম ছাড়ি—নিজ নিজ কামনা ত্যাগ করিয়া। শুদ্ধ ভক্তিমান্—নিষ্কাম ভক্তিমান্।
(২) কৈতব—কপটতা।
(৩) ইচ্ছার পিধান—কামনার আবরণ।
(৪) প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়—ব্রহ্মে লীন হয়।
(৫) নির্ম্মল ভজন—কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।

অনুবাদ।—ব্রহ্মে লীন হইয়াছে এরূপ মুক্ত জীবও পূর্ব্বকৃত ভক্তির কৃপায় দেহ পাইয়া ভগবান্‌কে সেবা করিয়া থাকেন ॥৩৩॥

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপা সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ১৫ অং ৩৪ শ্লোকঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৩৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪ ॥

ব্যাসকৃপায় শুকদেব লীলাদি শ্রবণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৭ অং ১১ শ্লোকঃ

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ভগবান্ বাদরায়ণিঃ (শুকদেবঃ) হরেঃ গুণাক্ষিপ্তমতিঃ (গুণৈঃ আকৃষ্টমনাঃ সন্) মহদাখ্যানং (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ইত্যর্থ) অধ্যগাৎ (অধীতবান্)।

অনুবাদ।—সর্ব্বদা বৈষ্ণবজন-প্রিয় ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণগুণশ্রবণে আকৃষ্টমনাঃ হইয়া, এই বিস্তীর্ণ আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

নব যোগেশ্বর জন্ম হইতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি ॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাং ৭ শ্লোকঃ।

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং,
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগেন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ।—শ্রুতিজ্ঞাঃ (বেদজ্ঞাঃ) নব অপি যোগেন্দ্রাঃ (ঋষভতনয়াঃ) কমলভুবঃ (ব্রহ্মণঃ) অক্লেশাং (ক্লেশবর্জ্জিতাং) গোষ্ঠীং (সভাং) প্রবিশ্য শ্রুতিশিরসাম্ (উপনিষদাং) শ্রুতিং (শ্রবণং) কুর্ব্বন্তঃ (সন্তঃ) পুলকভৃতঃ (সন্তঃ) যদুপুরসঙ্গমায় (যদুপুর গমনেন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গায়) উত্তুঙ্গং (মহান্তং) রঙ্গং (প্রেমানন্দম) অবাপুঃ (প্রাপ্তবন্তঃ)।

অনুবাদ।—পঞ্চবিধ ক্লেশ-বর্জ্জিত ব্রহ্মার সভায় বেদজ্ঞ নবযোগীন্দ্র প্রবেশ করিয়া উপনিষদ্ শ্রবণ করিতে করিতে পুলকিত হইয়া কৃষ্ণদর্শনার্থ যদুপুরগমনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥
মুমুক্ষু অনেক যত সাংসারিক জন।
মুক্তি লাগি তারা করে কৃষ্ণের ভজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ২৬ শ্লোকঃ

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—মুমুক্ষবঃ মুক্তিকামিনঃ (জনাঃ) ঘোররূপান্ ভূতপতীন্ (ভৈরবাদীন্) হিত্বা (পরিত্যজ্য) অথ অনসূয়বঃ (দেবতান্তরস্য অনপবাদকাঃ সন্তঃ) শান্তাঃ নারায়ণকলাঃ হি ভজন্তি।

অনুবাদ।—মুমুক্ষুগণ, ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি ভৈরবাদি-দেবতাভজন ত্যাগ করিয়া অসূয়াশূন্য অর্থাৎ দেবতান্তরের অনিন্দক হইয়া শান্তস্বভাব নারায়ণকে বা তাঁহার অবতারকে ভজনা করিয়া থাকেন ॥৩৭॥

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজনেচ্ছা করায় মুমুক্ষা ছাড়ায় ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং ৬ শ্লোকঃ

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন,
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—অহো (আশ্চর্য্যে) (হে) মহাত্মন্! এষ ভবঃ (সংসারঃ) বহুদোষদুষ্টঃ অপি সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন একেন গুণেন ভাতি (শোভতে) যেন (গুণেন) অদ্য নঃ (অস্মাকং) মুমুক্ষা (মুক্তিকামনা) কৃশা কৃতা।

অনুবাদ।—হে মহাত্মন্! এই সংসার বহু-দোষে দুষ্ট হইলেও সংসঙ্গ-নামক সুখাবহ একটী গুণে সকল দোষ আবরণ করিয়া প্রকাশ পাই-তেছে, যে গুণে অস্ম আমাদিগের প্রবলতর মুক্তিকামনাকে বিনাশ করিল ॥ ৩৮ ॥

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন ॥
কৃষ্ণের দর্শনে কারও কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া, গুণে ভজে তাঁর পায় ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শান্তভক্তিলহর্য্যাং ১৩ শ্লোকঃ

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি
বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো
বত চিরং কালঃ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ (আনন্দঘন-শরীরে) পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে (দ্বারকায়াং) স্ফুরতি (প্রকাশমানে সতি) আত্মারামতয়া (অহম্ আত্মারামঃ ইত্যভিমানেন) বত (হা) মে চিরং কালঃ বৃথা গতঃ।

অনুবাদ।—এই আনন্দঘন-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজধানী দ্বারকানগরে প্রকাশ পাইয়াছেন, আমি আত্মারাম এই অভিমানে আমার চিরকাল অনর্থক গত হইয়াছে ॥৩৯॥

জীবন্মুক্ত অনেক, সেই দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত যেই গুণে কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২ অং ৩২ শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৪০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৪০॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অং ৫৪ শ্লোকঃ

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥৪১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৪১॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ২০ অঙ্কধৃতঃ।

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ,
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন,
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥৪২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৪২॥

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ১০ অং ৬ শ্লোকঃ

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ।৪৩

অন্বয়ঃ।—অন্যথারূপং হিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ মুক্তিঃ।

অনুবাদ।—মায়াকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দেহ-দ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধস্বরূপে জীবের যে অবস্থিতি, তাহাকে মুক্তি বলে ॥৪৩॥

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ-ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্ত হয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৩৭

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥৪৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৪৪॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭ অং ১৪ শ্লোকঃ

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥৪৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৪ শ্লোকঃ

শ্রেয়ঃ-সৃতিং ভক্তিমুদস্য তো বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥৪৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৪৬॥

তথাহি—তত্রৈব ২ অং ২৬ শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৪৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৪৭॥

তথাহি—তত্রৈব ১১ স্কং ৫ অং ২ শ্লোকঃ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারোজজ্ঞিরে বর্ণাগুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥৪৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব-ব্যাখ্যায়াং ধৃতা শ্রুতিঃ

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥৪৯

এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৪৯॥

এই ছয় আত্মারাম (১) কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ 'চ'কার(২)ইহা অপির অর্থ কয়
আত্মারামা অপি করে কৃষ্ণেঅহৈতুকীভক্তি
'মুনয়ঃসন্ত' ইতি (৩) কৃষ্ণ-মননে আসক্তি॥

নির্গ্রন্থাঃ অবিদ্যাহীন, কেহ বিধিহীন।
যাহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন॥
'চ' শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয়॥
এক আত্মারাম শব্দে অবশেষ রহে।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে ;—

"স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ
রামা ইতিবৎ ॥৫০

অন্বয়ঃ।—একবিভক্তৌ স্বরূপাণাম্ একশেষঃ, উক্তার্থানাম্ অপ্রয়োগঃ। রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ।

অনুবাদ।—এক বিভক্তিতে সমান শব্দ দৃষ্ট হইলে, তাহাদিগের একমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে, অপর শব্দের প্রয়োগ হয় না; যেমন রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামাঃ এই শব্দ মাত্র থাকে, অপর দুই রাম শব্দের প্রয়োগ হয় না ॥৫০॥

তবে যে চকারে সেই সমুচ্চয় কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণকে ভজয়॥
"নির্গ্রন্থা অপি" এই অপি সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে॥
অন্তর্যামী-উপাসক আত্মারাম হয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুই-বিধ হয়॥
সগর্ভ, নিগর্ভ, এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ২ অং ৮ শ্লোকঃ

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে,
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥৫১

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে (স্বেষাম্ শরীরাভ্যন্তরস্থে হৃদয়াবকাশে) বসন্তং চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং (পদ্মচক্রশঙ্খগদা-ধারিণং) প্রাদেশমাত্রং পুরুষং ধারণয়া স্মরন্তি।

(১) সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তব্রহ্মলয়, মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ এই ছয় আত্মারাম।

(২) চকার—'আত্মারামাশ্চ' এই চকার। ইহা—এই ছয় প্রকার আত্মারামগণের কৃষ্ণভজনে। অপির অর্থ কয়—অপি শব্দের অর্থকে বলে। অর্থাৎ ঐ চকারটা এখানে অপ্যর্থে। আত্মারামা অপি—অর্থাৎ আত্মারাম হইয়াও।

(৩) মুনয়ঃ সন্তঃ—মুনি হইয়া। ইতি—ইহার।

অনুবাদ।—কতিপয় মহাত্মা নিজ দেহের মধ্যগত হৃদয়াবকাশস্থ অর্দ্ধহস্তপরিমিত চতুর্ভুজ এবং পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারী পুরুষকে স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৫১॥

তথাহি—তত্রৈব ৩ স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকঃ

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো,
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্ক্তে॥৫২

অন্বয়ঃ।—এবং ভগবতি হরৌ প্রতিলব্ধভাবঃ ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয়ঃ প্রমোদাৎ উৎপুলকঃ ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানঃ তৎ চ অপি চিত্তবড়িশং শনকৈঃ বিযুঙ্ক্তে।

অনুবাদ।—এইরূপ যোগমিশ্র ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা যিনি হরিতে ভক্তি লাভ করিয়াছেন, শ্রবণাদি ভক্তি-দ্বারা যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, প্রমোদভরে যাঁহার অঙ্গে পুলকের উদ্গম হয় এবং উৎকণ্ঠাপ্রবৃত্ত অশ্রুধারায় যিনি আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যান, তাঁহার তাদৃশ চিত্তরূপ বড়িশও ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে।

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥

তথাহি—ভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকঃ।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥৫৩

অন্বয়ঃ।—যোগম্ আরুরুক্ষোঃ (আরোহণাভিলাষিণঃ) মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্য (মুনেঃ) শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে।

অনুবাদ।—যোগপ্রাপ্তির ইচ্ছুক ব্যক্তির যোগ-প্রাপ্তিতে নিষ্কাম নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মকে কারণ বলে, যেহেতু কর্ম্মের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। এবং যোগারূঢ় মুনির চিত্তবিক্ষেপক কর্ম্মের উপরতিরূপ শমই ধ্যানদার্ঢ্যের কারণ। অর্থাৎ যিনি যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক, কর্ম্মই তাঁহার পক্ষে যোগ-সাধনের উপায়; এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, কর্ম্মের বিরতিই তাঁহার পক্ষে সাধনোপায় ॥ ৫৩ ॥

তথাহি—তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৫৪

অন্বয়ঃ।—যদাহি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু বিষয়েষু) কর্ম্মসু (চ) ন অনুষজ্জতে (আসক্তং করোতি) সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী তদা যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে।

অনুবাদ।—যখন ভোগ্য বস্তুতে ও কর্ম্মে আসক্ত না হয় এবং সর্ব্বপ্রকার বাসনা ত্যাগশীল হয়, তখন তাহাকে যোগারূঢ় বলে ॥ ৫৪ ॥

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা ॥
'চ' শব্দে 'অপি' অর্থ ইহাও কহয়।
'মুনি', 'নির্গ্রন্থ' শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥
'উপক্রমে' অহৈতুকী' কাঁহা কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম ॥
আত্মা শব্দে মন কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৭ অং ১৪ শ্লোকঃ।

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥৫৫

অন্বয়ঃ।—ঋষিবর্ত্মসু যে কূর্পদৃশঃ (তে) উদরং (মণিপুরস্থং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) আরুণয়ঃ পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়ং (হৃদয়স্থং) দহরং (সূক্ষ্মম্ উপাসতে), (হে) অনন্ত, ততঃ (হৃদয়াৎ) তব পরমং ধাম শিরঃ (প্রতি) উদগাৎ, যৎ (ধাম) সমেত্য ইহ কৃতান্তমুখে (সংসারবন্ধনে) পুনঃ ন পতন্তি।

অনুবাদ।—ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি ঋষিরা উদরমধ্যে মণিপুরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং আরুণি ঋষিরা নাড়ীগণের প্রসরণস্থানে হৃদয়স্থ সূক্ষ্ম ব্রহ্মের উপাসনা করেন। হে অনন্ত! সেই হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধি-স্থান জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে (মস্তকে) উদ্গত হইয়াছে, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পতন হয় না ॥ ৫৫ ॥

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা ॥

'আত্মা' শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে গুণাকৃষ্ট হঞা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৫ অং ১৮ শ্লোকঃ

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো,
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং,
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥ ৫৬

অন্বয়ঃ।—উপর্য্যধঃ ভ্রমতাং যৎ ন লভ্যতে, কোবিদঃ (ধীমান্, পণ্ডিতঃ) তস্য এব হেতোঃ প্রযতেত। তৎ সুখং গভীররংহসা (অত্যধিকবেগশালিনা) কালেন দুঃখবৎ অন্যতঃ সর্ব্বত্র লভ্যতে।

অনুবাদ।—ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক হইতে নিম্নে স্থাবর যোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া জীবগণ যাহা লাভ করিতে পারেন না, বুদ্ধিমান্ লোক তাহারই জন্য যত্ন করিবেন। মহাবেগযুক্ত কালের প্রভাবে সঞ্জাত দুঃখের মতন সকল স্থানেই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে সেই বিষয়সুখ লাভ হয়॥ ৫৬॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৪৭ অঙ্কধৃতনারদীয়ম্।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায়
যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ
সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥৫৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫৭॥

'চ' শব্দ অপি অর্থে, 'অপি' অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে (১)॥

তত্রৈব—পূর্ব্ববিভাগীয় সামান্য-নিরূপণে ২২ শ্লোকঃ

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধাসাস্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥৫৮

অন্বয়ঃ।—অনাসঙ্গৈঃ সাধনৌঘৈঃ সুচিরাদপি (বহুদিনেন অপি) অলভ্যা, হরিণা আশু (শীঘ্রম্) অদেয়া ইতি দ্বিধা সুদুর্ল্লভা সা স্যাৎ।

অনুবাদ।—আসক্তিবিহীন সাধনসমূহ দ্বারা বহুকালেও ভক্তি লাভ করা যায় না, এবং আসক্তি থাকিলেও অতি শীঘ্র (যাবৎ ফলভূত সাক্ষাৎ ভক্তিযোগে গাঢ় আসক্তি না জন্মে, তাবৎ) হরি ইহা প্রদান করেন না; অতএব ভক্তি দুই প্রকারেই সুদুর্ল্লভা॥ ৫৮॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অং ১০ শ্লোকঃ

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাংপ্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥৫৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫৯॥

'আত্মা' শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত এব (২) হঞা করয়ে ভজনে॥
'মুনি' শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ 'নির্গ্রন্থ' মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপা, সাধুসঙ্গে দুঁহার ভজন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ১৪ শ্লোকঃ

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্।
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্,
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ৬০

অন্বয়ঃ।—বত (খেদে) অম্ব (হে মাতঃ), অস্মিন্ বনে (যে) বিহগাঃ (তে) প্রায়ঃ মুনয়ঃ, যে (বিহগাঃ) কৃষ্ণেক্ষিতং (যথা ভবতি তথা) রুচিরপ্রবালান্ দ্রুমভুজান্ (বৃক্ষশাখাঃ) আরুহ্য মীলিতদৃশঃ বিগতান্যবাচঃ (সন্তঃ) তদুদিতং কলবেণুগীতং শৃণ্বন্তি।

অনুবাদ।—হে মাতঃ! এই বৃন্দাবনে যে পক্ষিগণ আছে, ইহারা প্রায়ই মুনি; যেহেতু ইহারা মনোহর নবপল্লবযুক্ত বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতে করিতে আনন্দে মত্ত হইয়া অন্য কথাপরিত্যাগপূর্ব্বক মুদিতনয়নে বংশীর কলধ্বনি শ্রবণ করিতেছে॥৬০॥

তত্রৈব—১৫ অং ৬ শ্লোকঃ শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা,
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥৬১

অন্বয়ঃ।—(হে) আদিপুরুষ, তব অখিল-

(১) সাধনভক্তি করিলেও তাহাতে উদ্যোগ ও আসক্তি না থাকিলে ঐ ভক্তি হইতে প্রেমের উদয় হয় না।

(২) এব—নিশ্চয়

লোকতীর্থং (সর্ব্বেষাং লোকানাং পাবনং) যশঃ গায়ন্তঃ এতে অলিনঃ অনুপথং ভজন্তে। (হে) অনঘ, প্রায়ঃ ভবদীয়মুখ্যাঃ (তব ভক্তেষু প্রধানাঃ) মুনিগণাঃ অমী (অলিনঃ) বনে (বৃন্দাবনে) গূঢ়ম্ অপি (গূঢ়ভাবেন লীলাকারিণমপি) আত্মদৈবং (আত্মনাম্ অভীষ্টদেবং ত্বাং) ন জহতি।

অনুবাদ।—হে আদিপুরুষ বলদেব, অখিল লোকপাবক তোমার কীর্ত্তি গান করতঃ এই ভ্রমরগণ পথে পথে তোমার অনুবর্ত্তন করিতেছে। বোধ করি তোমার ভক্তশ্রেষ্ঠ মুনিগণ (ভৃঙ্গরূপ প্রকট করতঃ) "এই বৃন্দাবনে গূঢ়ভাবে লীলাকারী পরম কারুণিক অভীষ্টদেব তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না॥ ৬১॥

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ,
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়।
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন,
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ॥৬২

অন্বয়ঃ।—হে ঈড্য (স্তুতিযোগ্য) অমী শিখিনঃ (ময়ূরাঃ) মুদা (হর্ষেণ) নৃত্যন্তি। হরিণ্যঃ গোপ্যঃ ইব ঈক্ষণেন প্রিয়ং (প্রীতিং) কুর্ব্বন্তি (জনয়ন্তি) সূক্তৈঃ (শ্রোত্রসুখদশব্দৈঃ) কোকিলগণাঃ গৃহমাগতায় তে (তুভ্যম্) তত্তৎ কৃতং কুর্ব্বন্তি ইয়ান্ হি সতাং (মহতাং) নিসর্গঃ (স্বভাবঃ)। বনৌকসঃ (বনবাসিনঃ) ধন্যাঃ।

অনুবাদ।—হে স্তবার্হ! পরমানন্দে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, গোপীদিগের ন্যায় হরিণীগণ দৃষ্টি দ্বারা এবং কোকিলসকল কর্ণসুখপ্রদ শব্দ দ্বারা নিজ গৃহাগত তোমার প্রীতিসম্পাদন করিতেছে, যেহেতু সাধুগণের স্বভাবই এই। অতএব বৃন্দাবনবাসী ইহারাই ধন্য॥ ৬২॥

তথাহি—তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে একাদশঃ শ্লোকঃ

সরসি সারস-হংস-বিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা,
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥ ৬৩

অন্বয়ঃ।—হন্ত (খেদে) সরসি তে সারসহংসবিহঙ্গাঃ চারুগীতহৃতচেতসঃ (মধুরসংগীতেন আকৃষ্টমনাঃ) এত্য (আগত্য) যতচিত্তাঃ মীলিতদৃশঃ (নিমীলিতনয়নাঃ) ধৃতমৌনাঃ (নীরবাঃ সন্তঃ) হরিম্ উপাসত।

অনুবাদ।—(হে সখি! যেকালে শ্রীকৃষ্ণ অধরে বেণু সন্ধান করেন) তৎকালে সরোবরস্থ সারস, হংস এবং অন্য পক্ষিগণ মনোহর বেণুগীত কর্ত্তৃক আকৃষ্টচেতা হইয়া চিত্তসংযম, নয়নমুদ্রণ এবং মৌন ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন॥ ৬৩॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকঃ।

কিরাত হূণান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ৬৪

টীকা।—ভক্তাশ্রিতানাং পাপজাতীনামপি পরম শুদ্ধৌ হেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ কিরাতেতি। কিরাতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ অন্যে চ পাপরূপাঃ। যদপাশ্রয়া বৈষ্ণবাস্তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ শুধ্যন্তি। অসম্ভাবনাশঙ্কাং পরিহরতি প্রভবিষ্ণবে প্রভবনশীলায়।

অনুবাদ।—কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি পাপজাতি, ও যাহারা কর্ম্মদোষবশতঃ পাপাত্মা তাহারাও যে ভক্তগণকে আশ্রয় করিয়া পবিত্র হয়, সেই প্রভু বিষ্ণুকে প্রণাম করি॥ ৬৪॥

কিম্বা 'ধৃতি' শব্দে পূর্ণতাদি জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং ষষ্টিতমশ্লোকঃ

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞান-
দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থা-
নভিসংশোচনাদিকৃৎ॥ ৬৫

টীকা।—জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন তথা ভগবৎসম্বন্ধেন যো দুঃখাভাবস্তেন তথা উত্তমস্য ভগবৎসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্ণঃ প্রাপ্ত্যা চ যা পূর্ণতা মনসোঽচাঞ্চল্যং সা ধৃতিরিত্যর্থঃ। অপ্রাপ্তস্য অতীতস্য নষ্টস্য চ বিষয়স্য চ অনভিশোচনম্ অভিশোচনাভাবং করোতীতি সঃ।

অনুবাদ।—জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং উত্তমপ্রাপ্তি নিবন্ধন মনের পূর্ণতাকে ধৃতি বলে। অপ্রাপ্ত, অতীত এবং নষ্টবিষয়ের শোচনাভাব প্রভৃতি তাহার অনুভাব॥ ৬৫॥

কৃষ্ণপ্রেম দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর-হান।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কং ৪ অং ৫০ শ্লোকঃ

মৎসেবয়া প্রতীতং তে
সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ
কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ ৬৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬৬॥

তথাহি—শ্রীগোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হ।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥৬৭

অন্বয়ঃ।—যস্য হৃষীকাণি (ইন্দ্রিয়গণাঃ) হৃষীকেশে স্থৈর্য্যগতানি হ স এব জীবচঞ্চলে (অচিরস্থায়িনি) সংসারে ধৈর্য্যম্ আপ্নোতি।

অনুবাদ।—যাহার ইন্দ্রিয়গণ হৃষীকেশ ভগবানে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়াছে) সেই ব্যক্তিই এই ক্ষণভঙ্গুর চঞ্চল সংসারে ধৈর্য্য লাভ করে॥ ৬৭॥

'চ' অবধারণে ইহা 'অপি' সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খচয়ে॥
আত্মা শব্দে 'বুদ্ধি' কহে, বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্য বুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্খ আর॥
কৃষ্ণ-কৃপায় সাধু সঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ পায়॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥৬৮

অন্বয়ঃ।—অহং সর্ব্বস্য (জগতঃ) প্রভবঃ (উৎপত্তিমূলম্), মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ইতি মত্বা ভাবসমন্বিতাঃ বুধাঃ মাং ভজন্তে।

অনুবাদ।—আমিই (শ্রীকৃষ্ণ) ব্রহ্মরুদ্রাদি-প্রমুখ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের উৎপত্তিস্থান এবং আমি সকলের নিয়ন্তা ইহা (সদ্গুরুমুখে) অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ প্রেমযোগে আমার ভজনা করেন॥ ৬৮॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৭ অং ৪৫ শ্লোকঃ

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥৬৯

অন্বয়ঃ।—স্ত্রীশূদ্রহূনশবরাঃ পাপজীবাঃ অপি তির্য্যগ্জনা অপি যদি অদ্ভুতক্রমপরায়ণ শীলশিক্ষাঃ (ভবন্তি) (তদা) তে বৈ দেবমায়াং বিদন্তি চ অতিতরন্তি, কিমু যে শ্রুতধারণাঃ।

অনুবাদ।—যদি স্ত্রীলোক, শূদ্র, হূন, শবর, পাপজীব ও তির্য্যগ্জাতি প্রভৃতিও ভগবানের ভক্তের পবিত্র চরিতে শিক্ষিত হয়, তবে তাহারাও ভগবৎ-মায়াকে অনুভব করিতে পারে এবং মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। অতএব যাঁহারা ভগবদ্রূপে চিত্ত সমাহিত করিয়া মায়াকে জানিয়াছে, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? ৬৯॥

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে, যাতে কৃষ্ণ পায়॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অং ১১ শ্লোকঃ

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥৭০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৭০॥

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-ভক্তিলহর্য্যাং ৮৭ শ্লোকঃ

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্
শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ
সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥ ৭১॥

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদে ৬৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৭১॥

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৩ অং ১০ শ্লোকঃ

অকামঃ সর্ব্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৭২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭২ ॥

ভক্তির প্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৭ অং ২৯ শ্লোকঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো
নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-
মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৭৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭৩ ॥

তথাহি—তত্রৈব ৫ স্কং ১৯ অং ২৯ শ্লোকঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৭৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৭৪॥

আত্মা শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে ॥
জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥
'চ' শব্দে 'এব' অর্থ 'অপি' সমুচ্চয়ে।
আত্মারাম 'এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥
সেই জীব সনকাদি সব মুনিগণ।
নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ ॥
ব্যাস শুক সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদির শুন বিবরণ ॥
কৃষ্ণকৃপা হৈতে হয় স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৫ অং ৮ শ্লোকঃ

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ৭৫

অন্বয়ঃ।—অদ্য ইয়ং ধরণী ধন্যা ত্বৎপাদস্পৃশঃ তৃণবীরুধঃ 'ধন্যাঃ', করজাভিমৃষ্টাঃ দ্রুমলতাঃ 'ধন্যাঃ', সদয়াবলোকৈঃ নদ্যঃ অদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ 'ধন্যাঃ', ভুজয়োঃ অন্তরেণ গোপ্যঃ 'ধন্যাঃ', শ্রীঃ যৎস্পৃহা।

অনুবাদ।—(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবকে কহিলেন) হে অগ্রজ! অদ্য (তোমার অবতারসময়ে) তোমার চরণস্পর্শে এই পৃথিবী ও বৃন্দাবনস্থ তৃণ, গুল্ম, তোমার নখস্পর্শে বৃক্ষ ও লতা, তোমার কৃপাবলোকনে নদী, পর্ব্বত, পক্ষী ও বনজন্তু ধন্য হইল, লক্ষ্মী যে বক্ষঃস্পর্শের ইচ্ছা করেন তোমার সেই বক্ষঃস্থল স্পর্শে গোপীগণ ধন্য হইল ॥ ৭৫ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকঃ

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং,
নির্যোগ-পাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥৭৬

অন্বয়ঃ।—(হে) সখ্যঃ, বিচিত্রং, গোপকৈঃ (গোপশিশুভিঃ) 'সহ' অনুবনং (প্রতিবনং) গাঃ নয়তোঃ নির্যোগ-পাশকৃতলক্ষণয়োঃ (গোপাদ-বন্ধনরজ্জুপাশৈঃ চিহ্নিতয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) কলপদৈঃ উদার-বেণুস্বনৈঃ তনুভৃৎসু (প্রাণিষু, দেহিষু) গতিমতাং (জঙ্গমানাম্) অস্পন্দনং, তরূণাং পুলকঃ।

অনুবাদ।—(ব্রজদেবীগণ কহিলেন), হে সখীগণ! এ বড় আশ্চর্য্য, গোপদবন্ধনরজ্জু দ্বারা যাঁহাদের পরম সৌন্দর্য্য সেই রাম ও কৃষ্ণ যেকালে গোপশিশুগণের সঙ্গে বনে বনে গোচারণ করিতে করিতে মধুর এবং অস্ফুট উদার বেণুধ্বনি করেন। তৎকালে দেহধারী প্রাণিগণ-মধ্যে জঙ্গম প্রাণিগণ স্থাবরের মতন নিস্পন্দ এবং স্থাবর প্রাণিগণ জঙ্গমের মতন পুলকযুক্ত হইয়াছিল ॥৭৬॥

তথাহি—তত্রৈব ৩৫ অং ৭ শ্লোকঃ

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥৭৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৫৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৭৫ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২ স্কং ৪ অং ১৮ শ্লোকঃ

কিরাতহূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশাঃ,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৭৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ৬৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৭৮॥

আগে তের অর্থ কৈল আর ছয় এই(১)।
ঊনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই ॥
এই ঊনিশ অর্থ করিল আগে শুন আর।
'আত্মা' শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার(২)॥
দেহারাম দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণভজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৮৭ অং ১৮ শ্লোকঃ

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥৭৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥৭৯॥

দেহারাম কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১৮ অং ১২ শ্লোকঃ

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥৮০

অন্বয়ঃ।—অস্মিন্ অনাশ্বাসে (অবিশ্বসনীয়ে) কর্ম্মণি ধূমধূম্রাত্মনাং (যজ্ঞধূমেন মলিনদেহানাম্ অস্মাকং) ভবান্ মধু (মধুরং) গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং (শ্রীকৃষ্ণচরণকমলমধু) আপায়য়তি (পানং কারয়তি)।

অনুবাদ।—(শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত!) এই অবিশ্বসনীয় যজ্ঞকর্ম্মে স্থাপিত অগ্নির ধূমদ্বারা আমাদের শরীর ও মন বিবর্ণ হইতেছিল, তুমি আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের সুমধুর মকরন্দ পান করাইয়া আশ্বাস প্রদান করিলে ॥৮০॥

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারাম হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪ স্কং ২১ অং ২৯ শ্লোকঃ

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী,
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥৮১

অন্বয়ঃ।—যৎপাদ-সেবাভিরুচিঃ অন্বহং (সর্ব্বদা, প্রতিদিনম্) এধতী (বৃদ্ধিং গচ্ছন্তী) সতী পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা সরিৎ যথা (ইব) তপস্বিনাং ধিয়ঃ অশেষজন্মোপচিতং (বহুজন্মোপচিতং, বহুজন্ম-সঞ্চিতম্) মলং ক্ষিণোতি (দূরীকরোতি)।

অনুবাদ।—(শ্রীপৃথু মহারাজ কহিলেন, হে সভ্যগণ!) যে ভগবানের চরণসেবাভিলাষ প্রতি-দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া তপস্বীদিগের অনাদিকাল হইতে উপার্জ্জিত বুদ্ধির মল অর্থাৎ কামনাকে পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃত-গঙ্গার ন্যায় নিঃশেষে ক্ষয় করেন (সেই হরিকে ভজন করিব) ॥৮১॥

দেহারাম, সর্ব্বকাম, সর্ব্ব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ে সব কাম ॥

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ অং ২৮ শ্লোকঃ

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥৮২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৮২॥

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥
'চ' শব্দ সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

---

(১) মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি (স্বভাবের অর্থ), স্থাবর ও জঙ্গম এই ছয়।

(২) চারি অর্থ—দেহারাম, কর্ম্মনিষ্ঠ, তপস্বী ও সর্ব্বকাম।

নির্গ্রন্থ হইয়া, ইহা 'অপি' নির্দ্ধারণে।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে॥
'চ' শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
'বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়' যৈছে(১)প্রকার॥
কৃষ্ণমনন মুনি, কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
আত্মারামা অপি ভজে গৌণ অর্থ কয়(২)॥
'চ' এবার্থে, 'মুনয় এব' কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারামা অপি, গর্হা অর্থ কয়॥
নির্গ্রন্থ হঞা এই দুঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম॥
'নির্গ্রন্থ' শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন॥
'কৃষ্ণরামশ্চ এব' হয় কৃষ্ণ-মনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম॥
এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে॥
এক দিন শ্রীনারদ, দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগে করিল গমন॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্ন-পদ করে ধড়ফড়ি॥
আর কত দূরে এক দেখিল শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড়॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে॥
কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত(৩) হঞা।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর॥

পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা।
নারদ দেখিয়া মৃগ সব পলাইলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায়।
নারদপ্রভাবে মুখে গালি না বাহিরয়॥
গোঁসাঞি প্রমাণপথ(৪)ছাড়িকেন আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা॥
নারদ কহে পথ ভুলি আইলাম পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে॥
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত নিশ্চয়॥
নারদ কহে যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্দ্ধমারা কর কেন না লও পরাণ॥
ব্যাধ কহে শুন গোঁসাঞি মৃগারি মোর নাম
পিতার শিক্ষায় আমি করি ঐছে কাম॥
অর্দ্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে॥
নারদ কহে এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লহ যেই তোমার মনে॥
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘর।
যেই চাহ তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বর॥
নারদ কহে ইহা আমি কিছুই না চাই।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঞি॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধমারা না করিবে॥
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলা আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে॥
নারদ কহে অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ তোমার হইবে অবস্থা(৫)
ব্যাধ তুমি জীব মার এ অল্পপাপ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার, এ পাপ অপার॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে।
তারা তোমা তৈছে মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে॥
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল॥

(১) হে ব্রাহ্মণ বালক, তুমি ভিক্ষার গমন কর, আসিবার সময় গরুটীকে আনিও। যৈছে—যে।

(২) কৃষ্ণমননশীল শ্রীনারদাদি মুনিঋষিরা প্রথমাবধিই কৃষ্ণভজন করেন, অতএব এইটী মুখ্যার্থ, আর পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মোপাসক প্রভৃতি আত্মারামগণও তত্তদুপাসনা প্রভৃতি ত্যাগানন্তর কৃষ্ণভজন করেন, অতএব এইটী গৌণার্থ।

(৩) ওত—অন্তরাল।

(৪) প্রমাণ পথ—প্রসিদ্ধ পথ।

(৫) অবস্থা—দুঃখ, কষ্ট।

ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে মোর এই কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম॥
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোরে পড়োঁ তুয়া পায়॥
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন।
তবে ত করিতে পারি তোমার মোচন॥
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত করিব।
নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব॥
ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে।
নারদ কহে আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে॥
ধনুক ভাঙ্গিয়া ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্রপরি বাহির হও দুই জন(১)॥
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া॥
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসীসেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্ত্তন॥
আমি তোমা বহু অন্ন পাঠাব দিনে দিনে।
সেই অন্ন লবে যত খাও দুই জনে॥
তবে সেই তিন মৃগ নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হয়ে তিন মৃগ ধাইয়া পলাইল॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
যথাস্থানে গেলা নারদ ব্যাধ গেল ঘর॥
নারদের উপদেশ সকল করিল।
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল॥
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল।
অন্ন আনি সবে তাঁর আগেতে ধরিল॥
একদিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিলে তত লয় যত খায় দুই জনে॥
একদিন নারদ গোঁসাঞি কহিল পর্ব্বতে(২)
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে॥

(১) দুইজন—ব্যাধ ও তৎপত্নী।
(২) পর্ব্বতে—পর্ব্বত নামক মুনিকে।

তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধস্থানে।
দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে॥
আস্তে ব্যস্তে ধাঞা আসে পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকাদি ইতিউতি ধায়॥
দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকাদি দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
নারদ কহে ব্যাধ এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য (৩)॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
১০২ অঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে
ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ ৮৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৮৩॥

তবে সেই ব্যাধ দুঁহা অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দুঁহা ভক্ত্যে বসাইল॥
জল আনি, ভক্ত্যে দুঁহার পদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী পুরুষে পিয়া শিরে লৈল॥
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণনাম গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দশমাঙ্কধৃতং স্কন্দপুরাণবচনম্

অহো! ধন্যোঽসি দেবর্ষে
কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে
লুব্ধকো রতিমচ্যুতে॥ ৮৪

অন্বয়ঃ।—অহো (হে) দেবর্ষে (নারদ)! 'ত্বং' ধন্যঃ অসি যস্য (তব) কৃপয়া তৎক্ষণাৎ নীচঃ লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) অপি উৎপুলকঃ (পুলকিতঃ সন্) অচ্যুতে (শ্রীকৃষ্ণে) রতিং (ভক্তিং) লেভে (প্রাপ)।

(৩) সাধুবর্য্য—সাধুপ্রধান।

অনুবাদ।—হে দেবর্ষে নারদ! আপনিই ধন্য! যেহেতু আপনার কৃপায় নীচপ্রকৃতি ব্যাধও পুলকান্বিততনু হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতিলক্ষণা ভক্তি লাভ করিয়াছেন ॥৮৪॥

নারদ কহে বৈষ্ণব তোমার অন্ন কিছু আয়(১)
ব্যাধ কহে যারে পাঠাও সেই দিয়া যায় ॥
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাই।
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥
নারদ কহে ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি দুই জন হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
এইত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাবজ্ঞান ॥
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল ॥
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ॥
আত্মা শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্ আর ভগবানাখ্যান ॥
তাঁতে রমে যেই, সেই সব আত্মারাম।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত, দুইবিধ নাম ॥
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥
জাতাজাত, রতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি-রাগ মার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ ॥
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদদাস।
সখা, গুরু, কান্তাগণ চারিত প্রকাশ ॥
সাধনসিদ্ধ দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
উৎপন্নরতি সাধক-ভক্ত চারিবিধ জন ॥
অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ভেদ ষোড়শ প্রকার ॥
রাগমার্গে ঐছে আর ভক্ত ষোল ভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ ॥
'মুনি' 'নির্গ্রন্থ' 'চ' 'অপি' চার শব্দের অর্থ।
যাহা যেই লাগে তাহা করিয়ে সমর্থ ॥

বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥
ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার ॥

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে;—

সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ
উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি। ৮৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥৮৫॥

আটান্নবার চকারে সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন অর্থ কয় ॥

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে।

উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থ-
বৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥ ৮৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥৮৬॥

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণভক্তি করয় ॥
আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে কহিয়ে 'চ'কার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে এই অর্থ তার ॥
নির্গ্রন্থা এব হঞা, অপি নির্দ্ধারণে।
এই ঊনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে ॥
সর্ব্ব সমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয় ॥
'অপি' শব্দ অবধারণে সেহো চারিবার।
চারি শব্দ সঙ্গে এবে করিব উচ্চার ॥

যথা;—

উরুক্রম এব, ভক্তিমেব,
অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব ॥

এই ত করিল শ্লোকের ষষ্টিসংখ্য অর্থ।
আর এক অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥

(১) আয়—আইসে।

'আত্মা' শব্দ কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন॥

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে ৬ষ্ঠ অং ৭ অং ৬০ শ্লোকঃ

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৮৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৮৭॥

তথা চ অমরঃ :—

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং
প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্ ॥৮৮

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তবে সব ত্যজি সেহো কৃষ্ণকে ভজয়॥
ষাটি অর্থ কহিল এক কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ॥
এক ষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবলে উঠে অর্থের তরঙ্গে॥

তথাহি প্রাচীনশ্লোকঃ

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥৮৯

টীকা।—ভক্ত্যা ভাগবতং ভাগবতার্থং গ্রাহ্যং গ্রহীতুং শক্যম্। ন চ বুদ্ধ্যা বিচারেণ টীকয়া বা গ্রাহ্যমিতি ॥৮৯॥

অনুবাদ।—ভক্তি দ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বুদ্ধি ও টীকা দ্বারা কোনরূপেই অর্থ গ্রহণ হয় না॥ ৮৯॥

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা ভাগবতের তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ॥
প্রভু কহে কেন কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচারণ॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতিশ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১ অং ২৩ শ্লোকঃ

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে
ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে
ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥৯০

অন্বয়ঃ।—যোগেশ্বরে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি (ধর্ম্মরক্ষকে) কৃষ্ণে স্বাং কাষ্ঠাং (নিজধাম) উপেতে (গতে) অধুনা ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ 'এতদপি' ব্রূহি।

অনুবাদ।—(শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, —হে সূত!) যোগেশ্বর, ব্রহ্মণ্যদেব এবং ধর্ম্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে গমন করিলে, ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইলেন, তাহাও বলুন ॥৯০॥

তথাহি—তত্রৈব ৩ অং ৪২ শ্লোকঃ

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে
ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ
পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৯১

অন্বয়ঃ।—ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ কৃষ্ণে স্বধাম উপগতে 'সতি' কলৌ নষ্টদৃশাং (অজ্ঞানান্ধানাম্) এষঃ পুরাণার্কঃ (পুরাণসূর্য্যঃ) অধুনা উদিতঃ।

অনুবাদ।—ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলাস্থানে গমন করিলে, কলিযুগে ধর্ম্ম জ্ঞান ও বিবেকরহিত জীবের নিমিত্ত এই (শ্রীমদ্ভাগবত) পুরাণরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন ॥৯১॥

এইত করিল এই শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ॥
আমা হেন যেবা কেহ বাতুল সে হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানো আচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার॥

সূত্র করি দিশা (১) যদি কর উপদেশ।
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নাচ হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়ে॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন।
সর্ব্বকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ॥
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্র-বিচারণ॥
মন্ত্র-অধিকারী মন্ত্র সিদ্ধাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি কৃত্য, শৌচ, আচমন॥
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা উর্দ্ধপুণ্ড্র চক্রাদি ধারণ॥
গোপীচন্দন, মালাধৃতি, তুলসী আহরণ।
বস্ত্র পীঠ, গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন॥
পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা আরতি কৃষ্ণের ভোজনশয়ন
শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্রযাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তিদরশন॥
নামমহিমা, নামাপরাধ, দূরেতে বর্জ্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ সেবা-অপরাধ খণ্ডন॥
শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন॥
পুরশ্চরণ-বিধি কৃষ্ণ-প্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদ্য-ত্যাগ, বিষ্ণব-নিন্দাদি-বর্জ্জন॥
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুর সেবন।
অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ।
মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী॥
এই সবের বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধাকরণ (২)।
অকরণে দোষ কৈলে ভক্তিলম্ভন (৩)॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি চরণ লক্ষণ॥
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত ব্যবহার॥
এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবে "কৃষ্ণ" করাবে স্ফুরণ॥
এইত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ॥
নিজ গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া॥

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে [illegible] অঙ্কে

[illegible] শ্লোকঃ

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি-
স্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং,
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং
বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো
বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ,
শৈবালৈঃ পিহিত মহাসর ইব
প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥৯২

অন্বয়ঃ।—গৌড়েন্দ্রস্য (বঙ্গাধিপস্য) সভাবিভূষণমণিঃ রূপস্যাগ্রজঃ যঃ এষঃ এব ঋদ্ধাং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে (আশ্রিতবান্)। অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ঃ বাহ্যে অবধূতাকৃতিঃ 'যঃ' শৈবালৈঃ পিহিতম্ (আচ্ছাদিতং) মহাসরঃ ইব তদ্বিদাং (ভগবৎতত্ত্বজ্ঞানাং) প্রীতিপ্রদঃ।

অনুবাদ।—যিনি গৌড়েশ্বরের সভাপ্রধান ও শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই শ্রীসনাতন গোস্বামী সম্পূর্ণ সম্পত্তিলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক, ভবার্ণবের তরণীস্বরূপা বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে আশ্রয়করতঃ, শৈবালে (শেওলায়) আচ্ছাদিত মহাসরোবরের

(১) সূত্র করি—সংক্ষেপ করিয়া। দিশা—রীতি।

(২) বিদ্ধা—পূর্ব্ববর্ত্তী তিথির সহিত যুক্ত তিথি। বিদ্ধাতিথিতে উপবাসাদি নিষিদ্ধ। অবিদ্ধাতেই তাহা কর্ত্তব্য।

(৩) ভক্তিলম্ভন—ভক্তিলাভ।

যাঁর অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ থাকায়, বাহ্যে অবধূতাকৃতি হইয়াও ভক্তিতত্ত্ববেত্তাদিগের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিলেন ॥ ৯২ ॥

তথাহি—তত্রৈব একাধিকশততমশ্লোকঃ

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো-
র্দৃষ্টিপূর্ব্বমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ ॥ ৯৩

অন্বয়ঃ।—অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ চম্পকগৌরঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) অক্ষ্ণোঃ দৃষ্টিপূর্ব্বম্ উপাগতং তং সনাতনং পরিঘায়তদোর্ভ্যাং (সুদীর্ঘবাহুভ্যাম্) সানুকম্পম্ আলিলিঙ্গ (আলিঙ্গিতবান্)।

অনুবাদ।—স্বভাবতঃ অতিশয় দয়ালু, চম্পক-কুসুমসম গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্যদেব হীনবেশে সমাগত সেই সনাতন গোস্বামীকে দূর হইতে অবলোকন করতঃ, সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥৯৩॥

তত্রৈব—প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যম্।

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৯৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯ পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৯৪॥

কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান।
বিধি-রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান ॥
কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ।
যার প্রাণধন, সেই পায় এই ধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহোনাম চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রভুঃ সনাতনং সুসংস্কৃত্য কাশী-নিবাসিনঃ সন্ন্যাসিমুখান্ বৈষ্ণবীকৃত্য নীলাদ্রিম্ আগমৎ।

অনুবাদ।—মহাপ্রভু কাশীনিবাসী সন্ন্যাসী প্রভৃতি লোকদিগকে বৈষ্ণব করিয়া এবং সনাতন গোস্বামীকে ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়া নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিখাইল তাঁরে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত ॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতিবড় রঙ্গী ॥
সন্ন্যাসীর গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে পশ্চাৎ কৃপা কৈল ॥
সন্ন্যাসীর কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশ কহিয়ে ইঁহা সংক্ষেপ করিয়া ॥
যাঁহা তাঁহা প্রভু নিন্দে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন ॥
প্রভুর স্বভাব তাঁরে দেখে যেই জনে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে ॥
কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইঁহা দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইঁহার ভক্তে ॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে ॥
এই চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন ॥
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল ॥
হেনকালে বিপ্র আসি কৈল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তাঁর ঘরে গেলা ॥
তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্ত হয়ত কথন।
তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন ॥
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন ॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুরে করিয়া সম্মান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হন সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম ॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনি পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন কাণ ॥

সূত্র (১) উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য (২) কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে 'হয় হয়' করে হৃদয়ে না মানে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জানি॥
'হরের্নাম' শ্লোকের এই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাবে সুখে মুক্তি হয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৪ শ্লোকঃ

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥২॥

তথাহি—তত্রৈব ২ অং ২৬ শ্লোকঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৩॥

ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ (৩) স্থাপি পূর্ণতা হয় হান॥
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস॥

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে ধৃতং সর্ব্বজ্ঞসূত্রম্

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দঃ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৪॥

চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী (৪)॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৯ অং ৩ শ্লোকঃ

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চাঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ৫

অন্বয়ঃ।—(হে) পরম, আনন্দমাত্রম্ অবিকল্পম্ অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অনাবৃততেজঃ) ভবতঃ যৎস্বরূপম্, অতঃ পরং 'রূপং' ন পশ্যামি, (হে) আত্মন্, বিশ্বসৃজম্ অবিশ্বং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্ একং (মুখ্যম্) তে অদঃ (রূপম্) উপাশ্রিতঃ অস্মি।

অনুবাদ।—(ব্রহ্মা কহিলেন), হে পরমেশ্বর! আপনার এই রূপটী স্বরূপ হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না, যে স্বরূপটী আনন্দমাত্র, ভেদশূন্য ও অনাবৃত প্রকাশ, যাহাতে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা নাই, যিনি স্বাংশ পুরুষ দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের আত্মা যে প্রকৃতি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, হে আত্মন্! তোমার সেই এই রূপকে আমি আশ্রয় করিলাম॥৫॥

তথাহি—তত্রৈব দশমস্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশত্তমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকঃ

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥ ৬

টীকা।—তত্র হেতুত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বমেব দর্শয়তি—দৃষ্টমিতি। অবিনাভাবত্বে হেতুঃ,—পরমাত্মভূতঃ সর্ব্বেষাং মূলস্বরূপঃ। পরমার্থভূত ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ অর্থো বস্তু।

অনুবাদ।—ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, অচ্যুত ব্যতিরেকে সে সকল তত্ত্ববস্তু হইতে পারে না, যেহেতু তিনিই সকলের মূলস্বরূপ॥৬॥

(১) সূত্র—ব্যাসসূত্র।
(২) আচার্য্য—শঙ্করাচার্য্য।
(৩) নির্ব্বিশেষ—নিরাকার।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ দেহকে প্রাকৃতিক করিয়া মানিলে অর্থাৎ পরম পবিত্র কৃষ্ণবিগ্রহকে ঘৃণিত করিলে মহাপাপ হয়, শ্রীচৈতন্যের ঐ বাক্যটী সত্য।

তথাহি—তত্রৈব ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকঃ

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তে উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—(হে) ভুবনমঙ্গল, উপাসকানাং নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলায় ধ্যানে তে (ত্বয়া) (যৎ) দর্শিতং স্ম, তৎ বৈ ইদম্, তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ অনুবিধেম, অসৎপ্রসঙ্গৈঃ নরকভাগ্‌ভিঃ যঃ (ত্বং) ন আদৃতঃ।

অনুবাদ।—হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, তোমার সেই সচ্চিদানন্দরূপ, আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ধ্যানে তুমি দর্শন দিয়াছ, অসৎসঙ্গী নারকীজন তোমাকে আদর করে না, অতএব হে কৃপাময়! আমরা সেই ভগবান্ তোমাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি॥৭॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্॥ ৮

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ মূঢ়াঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি।

অনুবাদ।—নিখিল ভুবনের একমাত্র স্বামী যে আমি, আমার পরম তত্ত্ব না জানিয়া, অজ্ঞজনেরা নরাকৃতি দেহধারী বলিয়া (অর্থাৎ মনুষ্য জ্ঞানে) আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অবজ্ঞা করিয়া থাকে॥৮॥

তথাহি—তত্রৈব ১৬ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকঃ

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥৯

অন্বয়ঃ।—অহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ অশুভান্ তান্ নরাধমান্ সংসারেষু আসুরীষু এব যোনিষু অজস্রং ক্ষিপামি।

অনুবাদ।—(হে অর্জ্জুন!) আমি (শ্রীকৃষ্ণ) এই সকল নিন্দুক, ক্রূর ও অমঙ্গলময় নরাধমদিগকে সংসারমধ্যে অসুরযোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি॥৯॥

সূত্রে পরিণামবাদ, তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস-ভ্রান্ত বলিয়া॥
এইত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়॥
পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন॥
চৈতন্য গোঁসাঞি যেই কহে সেই মত সার।
আর যত মত হয় সব ছারখার॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন॥
আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাহা হৈতে॥
মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ হন।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী (১) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে ঈশ্বরে স্বরূপ জ্ঞান।
অতএব বেদমতে কহে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন॥
বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত সগুণ॥
পরম-কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পর মতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন(২)হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন (৩) যেই কহে সেই সত্য মানি॥

(১) মায়াবাদী—অদ্বৈতবাদী।
(২) ছয় দর্শন—মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্ত।
(৩) মহাজন—ভগবদ্ভক্ত।

তথাহি—একাদশীতত্ত্বে নবমীবিদ্ধৈকাদশীবিচারে
ধৃতহিমাদ্রিনিবন্ধীয়ব্যাসবচনম্

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্বসার॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা॥
মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনে আসিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি করেন নাম সংকীর্ত্তন॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
চৌদিকে লক্ষ লোক বলে "হরি হরি"।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি॥
নিকটে হরিধ্বনি শুনি প্রকাশানন্দ।
কৌতুকে দেখিতে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ॥
দেখি প্রভুর নৃত্য গীত দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে "হরি হরি"॥
কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক কদম্ব॥
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারি বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল॥
প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ॥

প্রভু কহে তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের সম॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম সম ভাষে।
লোক-শিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে
তিঁহো কহে তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল
তোমার চরণ-স্পর্শে সব ক্ষয় হৈল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৫ অং

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ১১

টীকা।—অচিন্ত্যা মহতী শক্তির্যস্য তস্মিন্ ভগবতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণে হরৌ যদি অপরাধিনঃ স্যুঃ তর্হি জীবন্মুক্তাঃ প্রাপ্তব্রহ্মতদাত্মা অপি কর্ম্মভিঃ ভস্মীকৃতৈরপি অপরাধেন পুনরঙ্কুরিতৈঃ পুনরপি বন্ধনং সংসারং যান্তি।

অনুবাদ।—যদি অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হয়, তবে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরাও কর্ম্মদ্বারা সংসারে নিপতিত হয়॥১১॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩৪ অং ৭ শ্লোকঃ

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্॥১২

টীকা।—স সর্পবপুঃ সুদর্শননামা বিদ্যাধরঃ অঙ্গিরঃশাপপ্রাপ্তং সর্পবপুঃ সর্পাকারং রূপং হিত্বা, বিদ্যাধরেষু তৈরর্চ্চিতং পূজিতং সুদুর্ল্লভমিত্যর্থঃ রূপং ভেজে। ইতি পূর্ব্বতোঽপি রূপবিশেষপ্রাপ্তিঃ সূচিতা। তত্র হেতুঃ,—ভগবতঃ অবিচিন্ত্য-শক্তিমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীমতঃ পাদস্য স্পর্শেন তৎ-স্বভাবেন হতান্যশুভানি মহদপরাধলক্ষণান্যানি বহুজন্মসঞ্চিতান্যশেষপাপানি যস্য সঃ। ভগবত ইতি অচিন্ত্যশক্তিরেব তত্র হেতুঃ। শ্রীমদিতি বায়ক-সৈরিন্ধ্র্যাদিষু তথা দর্শনাদিতি ভাবঃ।

অনুবাদ।—ভগবানের শ্রীপাদস্পর্শ দ্বারা অশুভসমূহ বিনষ্ট হইলে, সেই সুদর্শননামা বিদ্যাধর সর্পাকার রূপ পরিত্যাগ করতঃ সুদুর্ল্লভ বিদ্যাধর রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল॥১২॥

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন॥

জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম রুদ্র সম।
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন॥

তথাহি—পাদ্মোত্তর খণ্ডে ১৩ অং ১২ শ্লোকঃ

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৮ পরিচ্ছেদে ৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১৩॥

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় আমার তোমার নিন্দাতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১৪ অং ৫ শ্লোকঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥১৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯ পরিচ্ছেদে ১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১৪॥

তত্রৈব—১০ স্কং ৪ অং ৩২ শ্লোকঃ

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তিশ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ১৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৫ পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১৫॥

তথাহি—তত্রৈব ৭ স্কং ৫ অং ২৬ শ্লোকঃ

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ১৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদে ২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১৬॥

এবে তোমার পদাব্জে উপজিবে ভক্তি।
তার লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি॥
এত বলি প্রভু লঞা তথায় বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা॥
মায়াবাদে(১)কৈলে যত দোষের আখ্যান।
সবে জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান॥
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন॥
তুমি ত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি॥
প্রভু কহেন 'আমি জীব' অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাস-সূত্রের গভীরার্থ ব্যাস ভগবান্॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনি সূত্র করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মারে নারায়ণ চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥
চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রের যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন (২)॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এক মত॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৮ স্কং ১ অং ৮ শ্লোকঃ

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং
যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা
মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—জগত্যাং যৎকিঞ্চিৎ জগৎ, (তৎ) ইদং বিশ্বং (সর্ব্বম্) আত্মাবাস্যং, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ কস্যচিৎ ধনং মা গৃধঃ (মা কাঙ্ক্ষীঃ)।

(১) মায়াবাদে—রজ্জুসর্পবৎ জগৎ মিথ্যা, এই কথনে।

(২) যেই সূত্রে যেই ঋক্…… নিবন্ধন,—অর্থাৎ যে ঋক্ হইতে যে বেদান্তসূত্র হইয়াছে, সেই সেই সূত্র হইতে শ্রীভাগবতের শ্লোক হইয়াছে। ঋক্—বেদমন্ত্রবিশেষ।

অনুবাদ।—এই জগতে যে কিছু বস্তু আছে, সে সকলই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই হেতু যাহা কিছু ভোগ্য ঈশ্বরার্পণপূর্ব্বক ভোগ কর, নিজের জন্য কাহার ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না ॥১৭॥

এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্‌দরশন।
এইমত ভাগবতের শ্লোক ঋক্ সম ॥
ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥
আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয় নাম ॥
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ৩০ শ্লোকঃ

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥১৮॥

এই তিন তত্ত্ব আমি কহিব তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি ॥
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ৩১ শ্লোকঃ

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ১৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥১৯॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমিত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ৩০ শ্লোকঃ

অহমেবাসমেবাগ্রে
নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ
যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥২০॥

"অহমেব, অহমেব" শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতি নির্দ্ধার ॥
সে বিগ্রহ যে না মানে নিরাকার মানে।
তারে তিরস্কার করি কৈল নির্দ্ধারণে॥
এই সব শব্দ হয় বিজ্ঞান বিবেক।
মায়া-কার্য্য আমা হৈতে আমি ব্যতিরেক॥
যৈছে সূর্য্যাভাব স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব কহিল শুন আর সব ॥

তথাহি—তত্রৈব ৩১ শ্লোকে শ্রীভগবদ্বাক্যম্

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত
ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং
যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ২১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদি[illegible] ১ম পরিচ্ছেদে ২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥২১॥

অভিধেয় সাধন ভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ-কাল-দশায় ব্যাপ্তি যার ॥
ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব্বদেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥

তথাহি—তত্রৈব ৩৫ শ্লোকে শ্রীভগবদ্বাক্যম্

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং
তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং
যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥২২॥

আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্য দ্বারা কহি তাঁর স্বরূপ লক্ষণ ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ৯ অং ৩৪ শ্লোকঃ

যথা মহান্তি ভূতানি
ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি
তথা তেষু ন তেম্বহম্ ॥ ২৩

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৫০ শ্লোকঃ

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ,
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ২৪

টীকা।—উক্ত-সমস্ত-লক্ষণ-সারমাহ—বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাদ্যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি। কথম্ভূতঃ? অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ। তং কিং ন বিসৃজতি? যতঃ প্রণয়রসনয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ। স ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি।

অনুবাদ।—(যোগেন্দ্র শ্রীহরি কহিলেন, হে মহারাজ!) যাঁহার নাম অবশভাবে উচ্চারিত হইলেও তৎক্ষণাৎ পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয়, সেই সাক্ষাৎ হরি প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া, যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনিই উত্তম ভাগবত বলিয়া অভিহিত হন ॥ ২৪ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২ অং ৪১ শ্লোকঃ

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৫ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৩০ অং ৪ শ্লোকঃ

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ২৬

টীকা।—ততশ্চ চিরাৎ প্রাপ্তাবধানানাং তাসাং পুনরুন্মাদাখ্যামবস্থাং বর্ণয়তি—গায়ন্ত্য ইতি। গানমত্র গোকুলে প্রসিদ্ধং পূতনাবধাদিময়ম্, তচ্চ 'বিষজলাপ্যয়া'-দিত্যাদি বক্ষ্যমাণরীত্যা স্বরক্ষণাভিপ্রায়েণ। উচ্চৈর্গানস্তু তং প্রতি দূরায়িতার্ত্তিশ্রবণার্থম্, কিংবা গীতপ্রিয়স্য তস্য তেনাকর্ষণার্থম্, কিংবা আর্ত্তিভরস্বভাবাদেব। অমুমেবেতি, যদ্যপি ত্যাগেন পরমদুঃখদোঽসৌ তথাপি তমেবেত্যর্থঃ। গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহত ইত্যাদিবৎ। সংহতা অন্যোঽন্যং মিলিতাঃ সত্যঃ সর্ব্বত্র সম্যঙ্মার্গণার্থম্। কিংবা সখ্যেনান্যোঽন্যমার্ত্ত্যুপশমনার্থম্। কিংবা আর্ত্তিভরস্বভাবাদেব। গানান্বেষণয়োর্যৌগপদ্যমিদং গায়ন্ত্য এব ভ্রমন্তি মধ্যে মধ্যেতু পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। বনস্পতীন্ প্রতি প্রশ্নে হেতুঃ উন্মত্তকবদিতি স্বার্থে কন্। তেন কেশাদ্যসংবরণং ব্যজ্যতে, পুরুষং সর্ব্বান্তর্য্যামিণমপি অতএবাকাশবদ্ভূতেষু অন্তরং বহিশ্চ ব্যাপ্য সন্তমপি পপ্রচ্ছুঃ। নিজপ্রেমাবলম্বনং কেবলং নরলীলারূপেণৈব তস্য তৎপ্রশ্নবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা—অহো বত তাসামিদং সর্ব্বং বিকরণাকৃদিতমেব জাতম্, নেত্যাহ—আকাশেতি। বক্ষ্যতে চ স্বয়ম্,—'ময়া পরোক্ষং ভজ-তে'তি। যদ্বা—পুরুষং পপ্রচ্ছুঃ, তঞ্চ ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু আকাশবদন্তরং বহিশ্চ সন্তং সাক্ষাদিব সত্তয়া স্ফুরন্তং পপ্রচ্ছুঃ। তাদৃশস্ফূর্ত্তিশ্চ তাসাং প্রেম-বিবর্ত্তবশাদেব। "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যা" ইতিবৎ। তত্র বহিস্ফুরণং দূরতঃ অন্তস্তু নিকটাৎ। তত্র চ সত্যাদ্যাদেনৈব নিজেন্দ্রিয়েষ্বপি বনস্পতিজাতিষু প্রশ্নো যোগ্য ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ।—গোপীগণ পরস্পর মিলিত হইয়া, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই গুণ গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বন হইতে বনান্তরে গমন করতঃ তাঁহারই অন্বেষণ করিয়াছিলেন; এবং আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তর ও বাহিরে বিদ্যমান সেই মহাপুরুষকে অনুভব করিয়াও আর্ত্তিস্বভাবে বনস্পতিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ২৬॥

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনময়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ১১ শ্লোকঃ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ-
স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ২৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥২৭॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমে অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশঃ শ্লোকঃ

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥২৮

টীকা।—অথৈতৎ প্রার্থিতলীলাকথাং কথয়ন্নেব শ্রীভগবদাদিষ্টচতুঃশ্লোকীজ্ঞানং বিবৃত্যাহ—ভগবানিত্যাদি অশেষসংক্লেশসমং বিধত্ত ইত্যাগুস্তেন গ্রন্থেন। অথ কথাক্রমানুরোধেন চতুর্ণামর্থাবিপর্য্যয়েণ বক্তব্যাঃ। "তত্রাহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপর'মিত্যস্যার্দ্ধস্যার্থং সৃষ্টিলীলোপক্রমেণ দর্শয়তি—ভগবানিতি দ্বাভ্যাম্। ইদং বিশ্বং পুরুষাদিপার্থিবপর্য্যন্তং তদানীমেকাকিনা স্থিতেন ভগবতা সহৈকীভূয়াসীদিত্যর্থঃ। আত্মনাং শুদ্ধজীবানামপি রশ্মিস্থানীয়ানামাত্মা মণ্ডলস্থানীয়ং পরমস্বরূপ নচ তস্যাপ্যন্যত্তদস্তি যত আত্মা স্বয়ং সিদ্ধস্বরূপ ইত্যর্থঃ। ইত তত্র স্বাংশানামপ্যংশিত্বং দর্শিতং ব্রহ্মভিন্নত্বঞ্চ। কদা আত্মেচ্ছাসৃষ্ট্যাদীচ্ছা তস্যা অনুগতৌ লীনতায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। নন্বু, বৈকুণ্ঠাদিবহুবৈভবেঽপি সতি কথমেক এবাসীত্তত্রাহ—বৈকুণ্ঠাদি নানামত্যাপি স এবৈক উপলক্ষিত ইতি। সেনাসমেতত্বেঽপি রাজাসৌ প্রজাতীতিশম্।

অনুবাদ।—সৃষ্টির পূর্ব্বের এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল; যেহেতু ভগবান্ আত্মার আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধজীবেরও পরস্বরূপ, সে সময় সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতেই লীন ছিল এবং বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে তিনিই উপলক্ষিত ছিলেন॥২৮॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৫

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং
মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥২৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥২৯॥

এইত সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে যার অবস্থিতি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অং ২০ শ্লোকঃ

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥৩০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৩০॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অং ১৯ শ্লোকঃ

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥৩১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৩১॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১২ অং ৩৫ শ্লোকঃ

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ॥
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৩২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৩২॥

এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৩ অং ৩১ শ্লোকঃ

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ
মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা
বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥৩৩

অন্বয়ঃ।—অঘৌঘহরং (পাপরাশিনাশনং) হরিং স্মরন্তঃ মিথ স্মারয়ন্তশ্চ ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা উৎপুলকাং (পুলকিতাং) তনুং বিভ্রতি (ধারয়ন্তি)।

অনুবাদ।—(প্রবুদ্ধ যোগেন্দ্র কহিলেন,—মহারাজ!) প্রাপ্তপ্রেমা ভক্তগণ পরস্পর পাপপুঞ্জ-বিনাশক হরিকে স্বয়ং স্মরণ করিয়া এবং

অন্যকে স্মরণ করাইয়া, সাধনভক্তিহেতু আবির্ভূত প্রেমভক্তি দ্বারা লোমাঞ্চিত দেহ ধারণ করেন ॥৩৩॥

তথাহি—তত্রৈব ২ অং ৩৯ শ্লোকঃ

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৩৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪ ॥

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ ॥

তথাহি—তত্ত্বসন্দর্ভধৃতগরুড়পুরাণবচনম্

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥৩৫

অন্বয়ঃ।—অয়ম্ (শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থঃ) ব্রহ্মসূত্রাণাম্ অর্থঃ, ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ, অসৌ গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ, বেদার্থপরিবৃংহিতঃ, পুরাণানাং সামবেদঃ, সাক্ষাৎ ভগবতা উদিতঃ। অয়ং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ গ্রন্থঃ দ্বাদশস্কন্ধযুক্তঃ, শতবিচ্ছেদসংযুতঃ, অষ্টাদশসাহস্রঃ।

অনুবাদ।—ইহা (শ্রীমদ্ভাগবত) ব্রহ্মসূত্রের অভিধেয়, ইহাতে মহাভারতের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, সমগ্র বেদার্থ দ্বারা ইহার কলেবর বর্দ্ধিত, ইহা পুরাণের মধ্যে সামবেদস্বরূপ এবং স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক কথিত। এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ দ্বাদশটী স্কন্ধে, তিন শত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে এবং অষ্টাদশসহস্রবিমিত শ্লোকে বিরচিত ॥ ৩৫ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ৩ অং ৪২ শ্লোকঃ

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং
সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৩৬

টীকা।—সর্ব্বেষাং বেদানাং সারং সারম্ উপাদেয়ভাগঃ সমুদ্ধৃতমিদং শ্রীমদ্ভাগবতং স্বত্রং গ্রাহয়ামাসেতি পূর্ব্বার্দ্ধেনান্বয়ঃ।

অনুবাদ।—বেদব্যাস সমস্ত বেদ ও ইতিহাস হইতে সার সার উদ্ধার করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন ॥ ৩৬ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১২ স্কং ১৩ অং ১২ শ্লোকঃ

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥৩৭

অন্বয়ঃ।—শ্রীভাগবতং হি সর্ব্ববেদান্তসারম্ ইষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য অন্যত্র ক্বচিৎ রতিঃ ন স্যাৎ।

অনুবাদ।—সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সারভূত এই শ্রীমদ্ভাগবত, যেহেতু এই শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতে পরিতৃপ্ত জনের অন্য শাস্ত্রাদিতে রতির সম্ভাবনা হয় না ॥ ৩৭ ॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধন প্রয়োজন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ১ অং ১ শ্লোকঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

তথাহি—তত্রৈব ১ স্কং ১ অং ৩ শ্লোকঃ

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—অহো (হে) রসিকাঃ ভাবুকাঃ নিগমকল্পতরোঃ শুকমুখাৎ ভুবি গলিতম্ অমৃতদ্রবসংযুতং রসং ফলং ভাগবতম্ আলয়ং মুহুঃ পিবত।

অনুবাদ।—হে রসবিশেষ-ভাবনাচতুর রসজ্ঞ ভাবুকগণ! শুকমুখ-নিঃসৃত, বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, অমৃতসার, দুর্ল্লভ এবং রসময় বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ভাগবত নামক রসময় ফল তোমরা মোক্ষ পর্য্যন্ত পান কর ॥ ৩৯ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১ স্কং ১ অং ১৯ শ্লোকঃ

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম
উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং
স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—বয়ং তু উত্তমশ্লোকবিক্রমে ন বিতৃপ্যামঃ। যৎ শৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং পদে পদে স্বাদু স্বাদু।

অনুবাদ।—রসজ্ঞেরা শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়াই যাহাকে প্রতিপদে পরম স্বাদু বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন, হে সূত! সেই উত্তমশ্লোক ভগবানের চরিত্র শ্রবণে আমরা কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না ॥ ৪০ ॥

তত্রৈব—২ শ্লোকঃ

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৪১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অং ৫৪ শ্লোকঃ

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু
মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৪২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪২ ॥

তথাহি—ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব-ব্যাখ্যায়াং ধৃতা শ্রুতিঃ

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ৪৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২৫ পরিচ্ছেদে ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কং ১ অং ১০ শ্লোকঃ

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে
উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে
আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২ স্কং ১৫ অং ৪৪ শ্লোকঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৪৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

তথাহি—তত্রৈব ১ স্কং ৭ অং ১০ শ্লোকঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ৪৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৬ ॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোক-বিবরণ ॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার॥
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল ॥
শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের চমৎকার হৈল।
চৈতন্য গোঁসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারিল ॥
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি ॥
সব কাশীবাসী করে নাম-সংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কাঁদে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার ॥

নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর ॥
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আনিল ভাবকালী ॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায় ॥
আমি বোঝা বহিব তোমা সবার দুঃখ হৈল।
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল ॥
সবে কহে লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার ॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ ॥
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল কৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সংকীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন ॥
প্রভু যবে স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর দর্শনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে ॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বল 'কৃষ্ণ হরি'।
দণ্ডবৎ করে লোক "হরিধ্বনি" করি ॥
এইমত পঞ্চ দিন লোক নিস্তারিয়া।
আর দিনে চলিল প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া ॥
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥
তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া জন ॥
সব চাহে প্রভুসঙ্গে নীলাচলে যাইতে।
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্নের সহিতে ॥
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে ॥
সনাতনে কহিল তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন ॥
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবেই পড়িলা তবে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতন গোঁসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা ॥
এথা রূপ গোঁসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁহারে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা ॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড়-অধিকারী
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী ॥
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসীব (১) কৈল।
ছিদ্র(২) পাঞা রায় তাঁরে চাবুক মারিল ॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়ের তিঁহো বহু বাড়াইল ॥
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজস্থানে ॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে এহো নাহি জীবে ॥
স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার (৩) পানি তাঁর মুখে দেয়াইলা ॥
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম (৪) পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া ॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিঁহ পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে ॥
কেহ কহে এত নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা ॥
প্রভু কহে ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্ত্তন ॥
এক নামাভাষে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥

(১) মনসীব—মুনসী।
(২) ছিদ্র—দোষ।
(৩) করোয়া—জলপাত্রবিশেষ।
(৪) ছদ্ম—ছল।

কতক দিবস তিঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা।
তাবৎ বৃন্দাবন দেখি প্রভু প্রয়াগে আইলা॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগি না পাঞা বড় দুঃখী হৈল॥
রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একৈক বোঝাতে॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা খাইয়া॥
আর পয়সা বেণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধিভাতে তৈল মর্দ্দন॥
রূপ গোঁসাঞি আইলে বহু প্রীতি কৈলা।
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন দেখাইলা॥
মাসমাত্র রূপ গোঁসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে॥
গঙ্গাতীর পথে প্রভু প্রয়াগেতে গেলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা॥
এথা সনাতন গোঁসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া॥
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ অনুপম কথা সকলি কহিলা॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন॥
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে॥
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে॥
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ত তীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা।
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা॥
মহারাষ্ট্র দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিনজন সহ রূপ করিল মিলন॥
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্রঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে সনাতন প্রভুর শিক্ষা॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীর কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে॥
মহা প্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হইল লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে মহাসুখ পাইলা॥
সুখে চলি আসি প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈলা নানা রঙ্গে॥
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজভক্তগণে॥
শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীল (১)।
দেহে প্রাণ আইল যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিল॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে(২) আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা॥
পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিলা চরণ।
দুঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
দামোদর স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর॥
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন, পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্টা হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা॥
জগন্নাথ-সেবক আসি মালা প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা॥
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে হৈলা কোলাহল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দাদি মিলিলা সকল॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌমপণ্ডিত গোঁসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা॥
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে ইঁহা আমি করিব ভোজনে॥

(১) জীল—জীবন পাইল।
(২) নরেন্দ্রে—নরেন্দ্র সরোবরে।

তবে দুঁহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥
এইমত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রি গমন॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
মধ্যলীলার কৈল এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈল যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তন উল্লাস॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় লীলার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রকথন।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন।
তঁহি মধ্যে নানা ভাগের দিগ্‌দরশন॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস॥
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন, ক্ষীর চুরির বর্ণন॥
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল-চরিত্র-বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমে প্রভু করিলা উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার॥
অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ-বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার॥
নবমে কহিল দক্ষিণ তীর্থভ্রমণ।
দশমে কহিল সব ভক্তের মিলন॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া-সংকীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন ক্ষালন॥
ত্রয়োদশে রথ আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমীযাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের বর্ণন।
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈলা আস্বাদন॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা অমোঘে তারিল॥
ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা গৌড় দেশ পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার বর্ণন॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপের শক্তি-সঞ্চারণ॥
বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য বর্ণন।
দ্বাবিংশে বিবিধ সাধন-ভক্তি-বিবরণ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে আত্মারাম-শ্লোকার্থ-বর্ণন॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণব-করণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা-সার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনে আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বসার॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিল প্রচার।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল সংসার॥
ভক্ত লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহা ভক্তমুখে, কাঁহা শুনিলা আপনে॥
শ্রীচৈতন্যসম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য-চরণ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাবে পার॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।

সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য বচন।
তোমা সবার চরণ- ধূলি অঙ্গে বিভূষণ,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রিদিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥
নানা ভাবের ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার ॥
সেই সরোবরে গিয়া, হংসচক্রবাক হঞা,
সদা তাহাঁ করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃতফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজ্জন ॥
চৈতন্যলীলামৃত পূর(১), কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥
এই লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার একবিন্দু পানে, উল্লসিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে কর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে (২)
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥

(১) পূর—প্রবাহ।
(২) অমেধ্য—অপবিত্র। কর্কশ—কঠিন।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি যার করোঁ আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ ৪৭
তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ,
খলসমুদয়কোলৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।
ক্ষতিরিয়মিহ কামে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ,
সহৃদয়সুমনোভির্ম্মোদমেষাং তনোতি॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—এতৎ চৈতন্যচরিতামৃতং শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে অস্তু, 'তথা' চৈতন্যার্পিতম্ অস্তু।

তৎ ইদং গৌরলীলামৃতম্ অতিরহস্যং, যৎ খলসমুদয়কোলৈঃ ন আদৃতম্ 'অতএব' তৈঃ অলভ্যম্, ইহ মে ইয়ং কা ক্ষতিঃ, যৎ (যতঃ) সহৃদয়সুমনোভিঃ সমন্তাৎ স্বাদিতং 'সৎ' এষাং মোদং তনোতি।

অনুবাদ।—এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমন্মদনগোপালের এবং গোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত হউক, এবং শ্রীচৈতন্যে অর্পিত হউক ॥ ৪৭ ॥

সেই এই শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত অতি গোপনীয়, যে অমৃতকে খলজনরূপ শূকরসমূহ আদর করে না, অতএব উহা তাহাদের অলভ্য। তাহাতে আমারই কি ক্ষতি আছে, যেহেতু সেই লীলামৃত সামাজিক (বহু সৌভাগ্যশালী) ব্যক্তি কর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়া তাহাদের আনন্দ বিস্তার করিতেছে ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসিবৈষ্ণবকরণং মহাপ্রভোঃ পুনর্নীলাদ্রিগমনং মধ্যলীলানুবাদকরণঞ্চ নাম পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ

মধ্যলীলা সমাপ্তা।

অন্ত্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং
মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥ ১
দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য
স্খলৎপাদগতের্ম্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন
সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—যৎকৃপা পঙ্গুং (পদরহিতং জনং) শৈলং (পর্ব্বতং) লঙ্ঘয়তে (লঙ্ঘনং কারয়তি, উত্তারয়তি) মূকং (বাক্‌শক্তিহীনং জনং) শ্রুতিং (বেদাদিকম্) আবর্ত্তয়েৎ (আবৃত্তিং কারয়েৎ), তম্ ঈশ্বরং কৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং বন্দে।

সন্তঃ (সাধবঃ) স্বকৃপাযষ্টিদানেন দুর্গমে পথি অন্ধস্য মুহুঃ স্খলৎপাদগতেঃ (স্খলিতচরণস্য) মে অবলম্বনং সন্তু (ভবন্তু)।

অনুবাদ।—যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায় এবং বোবাকে বেদপাঠ করায়, আমি সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি॥ ১॥

আমি একে অন্ধ, তাহাতে আবার এই দুর্গম পথে (শাস্ত্রপথে) পুনঃপুনঃ (আমার) পদস্খলন হইতেছে, অতএব সাধুগণ কৃপারূপ যষ্টিদান করিয়া আমার অবলম্বন হউন॥ ২॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট পূরণ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ৩
দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলশ্রীগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ৪
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী
বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী-
র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥ ৫

এই তিন শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১৫।১৬।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৩।৪।৫॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ॥
মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলার সূত্রগণ।
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন॥
আমি জরাগ্রস্ত, নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র(১) করিয়াছি বর্ণন॥
পূর্ব্বলিখিত সূত্রগণ অনুসারে।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে॥

(১) সূত্র—সংক্ষেপ। ইতিমধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয়, এই কারণে অন্ত্যলীলার সূত্র-বর্ণন মধ্যলীলায় করিয়াছি।

বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচল আইলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা॥
শুনি শচী আনন্দিত সর্ব্ব ভক্তগণ।
সবে মিলি নীলাচলে করিল গমন॥
কুলীনগ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ সেন সঙ্গে মিলিলা সবে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান (১)।
সবার পালন করি দেন বাসাস্থান॥
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে॥
একদিন এক নদী সবে পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে॥
কুক্কুর রহিলা, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশ পণ কড়ি দিঞা কুক্কুর পার কৈলা॥
একদিন শিবানন্দ ঘাটিতে (২) রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনে বসিলা।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত? সেবকে পুছিলা॥
কুক্কুর ভাত নাহি পায় শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ লোক পাঠাইলা॥
চাহিয়া না পায় কুক্কুর, লোক সব আইল।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈল॥
প্রভাতে চাহিল কুক্কুর কাঁহা না পাইল।
সকল বৈষ্ণবমনে চমৎকার হৈল॥
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ করেন ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসস্থান।
আর দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুস্থান॥
আসিয়া দেখিল তবে সেইত কুক্কুরে।
প্রভুর পাশে বসি আছে কিছু অল্পদূরে॥

(১) ঘাটি সমাধান—পথকর দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন।

(২) ঘাটিতে—পথকর আদায়ের স্থানে।

প্রসাদ নারিকেল শস্য দেন ফেলাইয়া।
'কৃষ্ণ, রাম, হরি' কহ, বলেন হাসিয়া॥
শস্য খায় কুক্কুর, কৃষ্ণ কহে বার বার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন॥
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল তাঁর মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দীশ্লোক তথাই লিখিল॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা (৩) করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥
এই মত দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা॥
রূপ গোঁসাঞি প্রভু-পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
অনুপমের লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।
ভক্তগণের পাছে আইল, লাগ না পাইল॥
উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ"॥
স্বপ্ন দেখি রূপ গোঁসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজ-পুরলীলা (৪) একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে
আসি উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে॥

(৩) কড়চা—খসরা (ইতি ভাষা)।

(৪) ব্রজলীলা—বৃন্দাবনলীলা ও দ্বারকালীলা।

হরিদাস ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি যে আসিবে প্রভু আমারে কহিলা॥
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে, প্রভু আসিবেন এখন॥
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে মিলিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু আইলা আচম্বিতে॥
রূপ দণ্ডবৎ করে, হরিদাস কহিল।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিল॥
হরিদাস রূপ লঞা বসিল এক স্থানে।
কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী (১) কৈল কতক্ষণে॥
সনাতনের বার্ত্তা যদি গোঁসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তিঁহো রাজপথে।
অতএব তাঁর দেখা না হইল মোর সাথে॥
প্রয়াগে শুনিলা তিঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥
তবে তারে বাসা দিয়া গোঁসাঞি চলিলা।
গোঁসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সবা করুণা করিয়া॥
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু এই দুই জনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥
দুঁহার কৃপায় ইঁহার ঐছে হউক শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরস-ভক্তি॥
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইলা রূপ স্নেহের ভাজন॥
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে॥
ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহাসনে করি কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন॥
এই মত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার॥
ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
আইটোটা (২) আসি কৈল বন্য-ভোজন॥
প্রসাদ খায়, হরি বলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের আনন্দিত মন॥
গোবিন্দ দ্বারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা॥
আর দিনে প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে (৩)॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-প্রকটলীলায়াং ৩২ অঙ্কধৃত-যামলবচনম্

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো
যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য
স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥৬

অন্বয়ঃ।—যদুসম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ অন্যঃ। যঃ তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ সঃ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য ক্বচিৎ ন এব গচ্ছতি।

অনুবাদ।—গোপরাজনন্দন (নন্দনন্দন) শ্রীকৃষ্ণ এক এবং যদুবংশজাত কৃষ্ণ অন্য, নন্দনন্দন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন না॥৬॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোঁসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥
পৃথক্ নাটক লাগি সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল॥
পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ (৪) করি এবে করিব ঘটনা॥

(১) ইষ্টগোষ্ঠী—কৃষ্ণকথা।

(২) আইটোটা—তন্নামক উদ্যান, যুঁই ফুলের বাগিচা।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন না, অতএব তাঁহাকে একেবারে ব্রজের বাহির করিয়া দ্বারকায় তাঁহার লীলা বর্ণনা শেষ করিও না।

(৪) দুই ভাগ—অর্থাৎ সত্যভামার আজ্ঞায় ললিতমাধব আর শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় বিদগ্ধ-মাধব।

দুই নান্দী(১) প্রস্তাবনা (২) দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল ।
রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিল ॥
প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞে।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই ॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন ।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন ॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কেন শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে॥
সবে একা স্বরূপগোঁসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে
শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥
রূপ গোঁসাঞি প্রভুর জানি অভিপ্রায় ।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায়॥

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে ১ উল্লাসে
৪ অঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর-
স্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৭॥

তথাহি—শ্রীরূপগোস্বামিকৃতশ্লোকঃ

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি
কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা
তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃখেল-
ন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দী-
পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৮॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপগোঁসাঞি গেলা॥
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে।
চালে গোঁজা শ্লোক পাঞা লাগিলা পড়িতে॥
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপগোঁসাঞি স্নান করি আইলা॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা ।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে ।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥
সেই শ্লোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল ॥
মোর অন্তর্বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে ।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান ।
তুমি কৃপা করিয়াছ করি অনুমান ॥
প্রভু কহে ইঁহো মোরে প্রয়াগে মিলিলা ।
যোগ্য পাত্র জানি মোর কৃপা ত হইলা ॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ ॥
স্বরূপ কহে যবে এই শ্লোক দেখিল ।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহিঁ জানিল ॥

তথাহি—ন্যায়ঃ

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে । ৯

(১) নান্দী—নাটকাদির মঙ্গলাচরণ-শ্লোক-বিশেষ।
(২) প্রস্তাবনা—নটী, বিদূষক, কিংবা পারিপার্শ্বিক, যাহাতে নিজেদের সংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়া নাটকের বিষয়বস্তুর সূচক কথাবার্ত্তা বলে, নাটকাদির সেই অঙ্গবিশেষকে প্রস্তাবনা বলে।

টীকা।—ফলেন ফলদর্শনেন কার্য্যদর্শনেনেত্যর্থঃ ফলস্য কারণমনুমীয়তে অনুমাতৃভিরিতি শেষঃ।

অনুবাদ।—ফলদর্শন করিলে ফলের কারণ (অর্থাৎ কোথা হইতে কিভাবে ফলের উৎপত্তি হইল তাহা) অনুমান করা হয়॥ ৯॥

তথাহি—নৈষধীয়তৃতীয়সর্গে সপ্তদশশ্লোকে দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যম্

স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং
নালমৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥ ১০

অন্বয়ঃ।—স্বর্গাপগা হেমমৃণালিনীনাং (মন্দাকিন্যাঃ স্বর্ণপদ্মিনীনাং) নালমৃণালাগ্রভুজঃ (নালানাং মৃণালানাঞ্চ কোমলাগ্রভাগানাং ভোজনে রতাঃ বয়ম্) অন্নানুরূপাং (ভোজ্যবস্তুতুল্যাং) তনুরূপঋদ্ধিং (দেহস্য সৌন্দর্য্যকোমলত্বাদিকং) ভজামঃ (প্রাপ্নুমঃ), কার্য্যং হি নিদানাং গুণান্ অধীতে (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ।—আমরা (হংসগণ) স্বর্গনদীস্থ স্বর্ণপদ্মিনীর নালের ও মৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া ভক্ষ্যবস্তুর অনুরূপ দেহ ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছি, যেহেতু কার্য্য কারণ হইতে গুণকে লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ কারণের গুণ কার্য্যে থাকে)॥ ১০॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ গোঁসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥
একদিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥
সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা॥
কোন্ পুঁথি লেখ বলি এক পত্র নৈল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ৩৩ শ্লোকঃ

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনা ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিঃ
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ ১১

অনুবাদ।—কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী (অক্ষরযুগলং) কিয়দ্ভিঃ অমৃতৈঃ জনিতা (ইত্যহং) ন জানে 'যতঃ' তুণ্ডে (জিহ্বায়াং) তাণ্ডবিনী (নর্ত্তনরতা সতী) তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে (রসনাসমূহপ্রাপ্তয়ে) রতিং বিতনুতে (প্রকাশয়তি), কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী (কর্ণবিবরে অঙ্কুরিতা সতী) কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ (অর্ব্বুদসংখ্যকেভ্যঃ কর্ণেভ্যঃ) স্পৃহাং ঘটয়তে, চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং (ব্যাপারঃ) বিজয়তে।

অনুবাদ।—যিনি মুখমধ্যে নটীর মতন নৃত্য করিয়া বহু মুখ লাভের জন্য রতি বিস্তার করেন (অর্থাৎ একটি মাত্র জিহ্বায় উচ্চারণ করিয়া পরিতৃপ্তি হয় না), যিনি কর্ণপথে অঙ্কুরিত হইয়া অসংখ্য কর্ণেন্দ্রিয়লাভে ইচ্ছা উৎপাদন করেন (দুইটি মাত্র কর্ণে শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি হয় না) এবং যিনি চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে পরাভূত করেন, হে নান্দীমুখি! এতাদৃশ কৃ ও ষ্ণ এই দুইটী অক্ষর কত অমৃতে রচিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না॥ ১১॥

শ্লোক শুনি হরিদাস ঠাকুর উল্লাসী (১)।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
তবে মহাপ্রভু দুঁহা করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ॥
সবে মিলি চলি আইল শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিল কহিতে॥

(১) উল্লাসী—আনন্দিত।

নবানুরাগং (নবরাগরঞ্জিতং) তম্ ঈশ্বরং (চন্দ্রং, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণং) রুচিরয়া রাধয়া সহ (বিশাখা-নক্ষত্রেণ সহ, পক্ষান্তরে শ্রীরাধিকয়া সহ) রঙ্গায় (প্রমোদায়, পক্ষান্তরে কেলিবিলাসপ্রকাশনায়) নিশি সঙ্গময়িতা।

অনুবাদ।—সেই বসন্তসময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে গুপ্তগ্রহা (গ্রহসমূহে পরিবেষ্টিতা) পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমা তিথি) নবরাগরঞ্জিত পূর্ণতম ঈশ্বরকে (পূর্ণচন্দ্রকে) লাবণ্যবতী রাধার সহিত (বিশাখা নক্ষত্রের সহিত) শোভার নিমিত্ত রাত্রিতে মিলিত করিবেন। (কৃষ্ণপক্ষে) সেই বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে পৌর্ণমাসী (ভগবতী) কৌতুকরহস্য আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত আগ্রহসহকারে রজনীতে নবানু-রাগযুক্ত পরিপূর্ণ সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লাবণ্যবতী শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত করিবেন ॥১৮॥

রায় কহে প্ররোচনাদি(১)কহ দেখি শুনি।
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥

তথাহি—বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে অষ্টমশ্লোকঃ

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং
বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূ-
বন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধে-
র্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মাদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরি-
পাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—অনর্গলধিয়াং (বিশুদ্ধচেতসাং) ভক্তানাং নিসর্গোজ্জ্বলঃ বর্গঃ (সমূহঃ) উদগাৎ (উদিতো বভূব) সঃ অসৌ প্রবন্ধঃ অপি বল্লব-বধূবন্ধোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) শীলৈঃ পল্লবিতঃ বৃন্দাটবী-গর্ভভূঃ (বৃন্দাবনস্থরাসমণ্ডলং) তাণ্ডববিধেঃ চত্বরতাং (রঙ্গালয়ত্বম্) চ লেভে, 'এতেন' মন্যে, মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরিপাকঃ (মৎসদৃশানাং জনানাং পুণ্যসমূহস্য ফলম্) অয়ম্ উন্মীলতি।

অনুবাদ।—স্বভাবতঃ উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধ-চেতা ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং গোপীবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নাটকরূপ প্রবন্ধও স্বভাবোক্তি অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত এবং বৃন্দাবনমধ্যস্থ রাসস্থলী রঙ্গস্থল হইয়াছেন, বোধ করি এই সকল মাদৃশ ব্যক্তির সৌভাগ্যরাশির ফল প্রকাশ পাইতেছে ॥১৯॥

তথাহি—তত্রৈব ষষ্ঠশ্লোকঃ

অভিব্যক্তা মত্তঃ
প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্
হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ
কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপ-
হরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—(হে) বুধাঃ, প্রকৃতিলঘুরূপাৎ অপি মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) অভিব্যক্তা হরিগুণময়ী ইয়ং কৃতিঃ (কবিতা) বঃ (যুষ্মাকং) সিদ্ধার্থান্ বিধাত্রী, পুলিন্দেন (শবরেণ) সমিধম্ উন্মথ্য (ঘৃষ্ট্বা) জনিতঃ অগ্নিঃ হিরণ্যশ্রেণীনাং (সুবর্ণ-সমূহানাম্) অন্তঃকলুষতাং কিমু ন অপহরতি।

অনুবাদ।—হে পণ্ডিতগণ! আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্ররূপ হইলেও আমা হইতে অভিব্যক্ত এই হরিগুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের অভীষ্টার্থের সিদ্ধি সম্পাদন করিবে। অতিনীচ জাতি পুলিন্দ যদি কাষ্ঠ সঙ্ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, তবে কি সেই অগ্নি সুবর্ণের মলা অপহরণ করিতে পারে না? ২০॥

রায় কহে কহ দেখি প্রেমোৎপত্তির কারণ।
পূর্ব্ব-রাগ, বিকার-চেষ্টা, কাম-লিখন (২)॥
ক্রমে শ্রীরূপ গোঁসাঞি সকলই কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল ॥

(১) প্ররোচনা—প্রশংসাদ্বারা প্রস্তুত অভিনয়ে শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তি উন্মুখ করাকে প্ররোচনা বলে।

(২) প্রেমোৎপত্তির কারণ—প্রেমাভিব্যক্তির হেতু। পূর্ব্বরাগ—নায়ক এবং নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে দর্শন এবং শ্রবণাদিজনিত যে রতি প্রকাশ পায়, রসজ্ঞেরা তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলেন। বিকারচেষ্টা—হৃদয়স্থ বিকারবোধক বাহ্য ক্রিয়া। কামলিখন—অনঙ্গলেখ, স্বীয় প্রেমপ্রকাশক পত্রলিখন।

প্রেমোৎপত্তিহেতুর্যথা—তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোকঃ

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং
কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং,
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়-
ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্ম্মনসি মে
লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ,
কষ্টং ধিক্ পুরুষ-ত্রয়ে রতিরভূ-
ন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—একস্য শ্রুতম্ এব কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং মতিং লুম্পতি, অন্যস্য বংশীকলঃ সান্দ্রোন্মাদপরম্পরাম্ উপনয়তি (প্রাপয়তি, জনয়তি) পটে বীক্ষণাৎ এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ মে মনসি লগ্নঃ, কষ্টং ধিক্, পুরুষত্রয়ে রতিঃ অভূৎ, মৃতিঃ (মরণং) শ্রেয়সী (ইতি) মন্যে।

অনুবাদ।—হে সখি! এক জনের "কৃষ্ণ" এই নামাক্ষর শ্রবণমাত্র আমার বুদ্ধি বিলুপ্ত করিতেছে, আর অন্য জনের মধুর অস্ফুট বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রই উন্মাদপরম্পরাকে উপনীত করিতেছে, এবং এই চিত্রপটস্থিত স্নিগ্ধ নবঘনকান্তি দেখিবামাত্রই আমার হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়াছেন, ধিক্! তিন পুরুষে আমার রতি উৎপন্ন হইল, এখন মরণই মঙ্গল। (এখানে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ এবং চিত্রপট দর্শনই রাগোৎপত্তির হেতু) ॥২১॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তমশ্লোকঃ

ইয়ং সখি! সুদুঃসাধ্যা
রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি
কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—'হে' সখি! ইয়ং রাধাহৃদয়বেদনা সুদুঃসাধ্যা, যত্র কৃতা চিকিৎসা অপি কুৎসায়াং (নিন্দায়াং) পর্য্যবস্যতি।

অনুবাদ।—হে সখি! রাধার এই হৃদয়বেদনা সর্ব্বথা অসাধ্য (অর্থাৎ আরোগ্য হইবার নহে), ইহার চিকিৎসা নিন্দাতেই পর্য্যবসিত হইবে (কারণ রোগের আরোগ্যবিধান করিতে না পারিলে চিকিৎসকের নিন্দাই হইয়া থাকে) ॥২২॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকঃ

ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং,
সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং,
জহ জহ চইদা পলাএম্মি ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—'হে' সুন্দর, তুমং পরিচ্ছন্দগুণং ধরিঅ মহ মন্দিরে বসসি, চইদা জহ জহ পলাএম্মি তহ তহ বলিঅং রুন্ধসি।

টীকা।—হে সুন্দর! প্রতিচ্ছন্নগুণং ধৃত্বা ত্বং মম মন্দিরে বসসি, অহং চকিতা (ভীতা সতী) যত্র যত্র পলায়ে (পলায়নং করোমি), ত্বং তত্র তত্র বলাৎ মাং রুণৎসি।

অনুবাদ।—হে সুন্দর! তুমি চিত্রপটে রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা আমার গৃহে বাস করিতেছ, আমি ভীত হইয়া যে যে স্থানে পলায়ন করি, তুমি সেই সেই স্থানে আমাকে বলপূর্ব্বক রুদ্ধ করিতেছ ॥২৩॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদ্-
উৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ
সাশ্রু পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটন-
ক্রীড়াচমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ
কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অসৌ (শ্রীরাধা) অগ্রে শিখণ্ডখণ্ডং (ময়ূরপিচ্ছং) বীক্ষ্য অচিরাৎ উৎকম্পম্ আলম্বতে, গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনাৎ মুহুঃ সাশ্রু পরিক্রোশতি, নো জানে কঃ অয়ং নবীনগ্রহঃ (নবযুবা) অপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং জনয়ন্ বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিম্ অবিশৎ।

অনুবাদ।—শ্রীরাধা সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিবামাত্রই কম্পিতা হইতেছে, গুঞ্জাফল বিলোকনে বারংবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে; নৃত্যক্রীড়ার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে করিতে শ্রীরাধার চিত্তরঙ্গস্থলীতে উপস্থিত এই নবীনগ্রহ কে তাহা জানি না ॥ ২৪ ॥

যথা—তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ষট্চত্বারিংশশ্লোকঃ

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো
যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং,
মুধা মা রোদীর্ম্মে
কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে
সখি! কলিত দোর্ব্বল্লরিরিয়ং,
যথা বৃন্দারণ্যে
চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণঃ, যদি ময়ি অকারুণ্যঃ (করুণাহীনঃ), তব ইদম্ আগঃ (অপরাধঃ) কথম্? মুধা (বৃথা) মা রোদীঃ, পরং মে ইমাম্ উত্তরকৃতিং (পারলৌকিকীং) কুরু। 'হে' সখি, তমালস্য স্কন্ধে কলিতদোর্ব্বল্লরিঃ ইয়ং তনুঃ বৃন্দাবনে যথা চিরম্ অবিচলা তিষ্ঠতি।

অনুবাদ।—হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, তাহাতে তোমার দোষ কি? অতএব আর তুমি বৃথা রোদন করিও না, এইক্ষণে মরণোত্তর কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তমাল বৃক্ষের স্কন্ধে বাহুলতা বাঁধিয়া রাখিবে, যেন বৃন্দাবনে চিরকাল ব্যাপিয়া এই মৃতদেহ অবিচল থাকে॥ ২৫॥

রায় কহে, কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব॥

তথাহি—তত্রৈব ২ অং ১৬ শ্লোকঃ

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-
গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমা-
হঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো
জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা
স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ২৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৬॥

রায় কহে, কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ।
রূপ গোঁসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্ম্ম(১)॥

তথাহি—তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে চতুর্থশ্লোকঃ

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়-
চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং,
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরী-
হাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং
কেনাপ্যনাতন্বতী,
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং
বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—যত্র স্তোত্রং (প্রশংসাবচনং) তটস্থতাং (ঔদাসীন্যং) প্রকটয়ৎ চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে, নিন্দা অপি পরীহাসশ্রিয়ং (পরিহাসরূপতাং) বিভ্রতী (দধানা, ধারয়ন্তী) প্রমদম্ (আনন্দং) প্রযচ্ছতি, কেন অপি দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং (বৃদ্ধিং) অনাতন্বতী (ন বিস্তারবতী সতী) কস্যচিৎ স্বারসিকস্য প্রেম্নঃ প্রক্রিয়া বিক্রীড়তি।

অনুবাদ।—যে স্তুতিবাদ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া চিত্তের বেদনাকে ধারণ করে, নিন্দা ও পরিহাস সম্পত্তিকে ধারণ করিয়া আনন্দ প্রদান করে, অনির্ব্বচনীয় সহজ প্রেমের প্রক্রিয়া কোন দোষের হ্রাস অথবা গুণ দ্বারা বৃদ্ধি বিস্তার না করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। (অর্থাৎ সহজ প্রেমের লক্ষণ এই—সহজ প্রেমিক নিজ প্রশংসা শুনিয়া ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন এবং মনে ব্যথা অনুভব করেন; নিজের নিন্দা শুনিয়া তাহাকে পরিহাস মনে করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। প্রেমাস্পদের দোষ-শ্রবণে তাঁহার প্রেমের হ্রাস হয় না অথবা তাঁহার গুণ শ্রবণে প্রেমের বৃদ্ধি হয় না)॥২৭॥

(১) সহজ—স্বাভাবিক, অর্থাৎ নিরুপাধি। সাহজিক প্রেমধর্ম্ম—অর্থাৎ প্রেমের ধর্ম্মই নিরুপাধি।

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো
যথা—তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ৩১ শ্লোকঃ

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা
প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী,
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে
প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্ম্মুকপরি-
ত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্,
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা
মৃদ্বা ময়োন্মুলিতা ॥ ২৮

টীকা।—ইন্দুবদনা শ্রীরাধা মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা সখীমুখাদিতি শেষঃ। প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী সতী বিধুরে ব্যথিতে স্বান্তে মনসি শান্তিধুরাং ধৈর্য্যাতিশয়ং বিধায় অবলম্ব্য প্রায়ঃ কিং পরাঞ্চিষ্যতি পরাঙ্মুখী ভবিষ্যতি। কিংবা পামরস্য নির্দ্দয়স্য কামস্য কার্ম্মুকাদেব পরিত্রস্তা সতী অসূন্ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি। হা খেদে ময়া মৌগ্ধ্যাৎ মূঢ়ত্বাৎ হেতোঃ ফলিনী ফলবতী মনোরথলতা উন্মূলিতা সমূলমুৎপাটিতা।

অনুবাদ।—চন্দ্রমুখী রাধিকা সখীর নিকট আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া প্রেমাঙ্কুর ছিন্ন করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ধৈর্য্যভাব অবলম্বন করিয়া আমাতে পরাঙ্মুখী হইবেন, কিংবা নিষ্ঠুর কন্দর্পের কার্ম্মুক ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন! হায়! আমি ফলবতী কোমলা মনোরথলতা মূলের সহিত উৎপাটিতা করিলাম ॥২৮॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়ে অঙ্কে একচত্বারিংশ-
শ্লোকে শ্রীরাধিকায়া বাক্যম্—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা
গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি! তথা
যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহাম্ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী ॥ ২৯

টীকা।—যস্য কৃষ্ণস্য উৎসঙ্গে ক্রোড়ে যৎ সুখং তত্রাশয়া দীর্ঘতৃষ্ণয়া। আশাতৃষ্ণাপি চায়তে- ত্যমরঃ। ময়া গুরুভ্যো গুরুজনেভ্যো গুর্ব্বী ত্রপা লজ্জা শিথিলিতা শিথিলীকৃতা। তথা প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমা যূয়ং পরিক্লেশিতাশ্চ। তথা সাধ্বীভিরধ্যাসিতঃ সেবিতঃ সঃ প্রসিদ্ধঃ পাতিব্রত্যলক্ষণো মহান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মোঽপি ন গণিতো নাদৃতঃ। মম ধৈর্য্যং ধিক্ যৎ যস্মাৎ তেন কৃষ্ণেন উপেক্ষিতাপি অহং পাপীয়সী জীবামি।

অনুবাদ—হে সখি! যে কৃষ্ণের উৎসঙ্গসুখের আশায় গুরুজন হইতে গুরু লজ্জা শিথিল করিয়াছি, প্রাণ হইতেও সুহৃত্তম তোমাদিগকেই বা কতপ্রকার ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণসেবিত প্রসিদ্ধ পাতিব্রত্য ধর্ম্মকেও গণনা করি নাই, সেই কৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও পাপীয়সী আমি জীবিত আছি, আমার ধৈর্য্যকে ধিক্ ॥২৯॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চচত্বারিংশ-শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যম্

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো
নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা
কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ
কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্য-
তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥ ৩০

টীকা।—নিজসহজবাল্যস্য স্বীয়সহচরবাল্যস্য বলনাৎ প্রভাবাৎ গৃহস্যাভ্যন্তর্মধ্যে খেলন্ত্যো বিহরন্ত্যো বয়ম্ অভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি মনাক্ ঈষদপি ন জানীমহি। তাদৃশা বয়ম্ অশরণাং নিরাশ্রয়াং কামপি অনির্ব্বচনীয়াং দশাং নেতুং প্রাপয়িতুং কথং যুক্তাঃ কথং বা তে ত্বয়া উদাসীনপদবী প্রথয়িতুং বিস্তারয়িতুং ন্যায্যা ন্যায়োচিতা। তস্মাদস্মাকং যথার্থমেব ব্যবসায় ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! আমরা স্বীয় সহজ বাল্যস্বভাববশতঃ গৃহমধ্যে থাকিয়া খেলা করি, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। আমাদিগকে এতাদৃশ নিরাশ্রয় দশায় লইয়া যাওয়া তোমার পক্ষে কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? আবার সেই অবস্থায় আনিয়া উদাসীনতা অবলম্বন করা কি তোমার উচিত হইল? ৩০ ॥

তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তত্রিংশশ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণসমক্ষং শ্রীললিতাবাক্যম্

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং
যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চন-সঞ্চয়প্রণয়িনং
হাস্যং তথাপ্যুজ্‌ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটে-
রাভীরপল্লীবিটে,
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং
প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥ ৩১

টীকা।—অন্তর্মনসি উপেক্ষাজনিতেন ক্লেশেন কলঙ্কিতা দূষিতা বয়মদ্য যাম্যাং যম-সম্বন্ধীয়াং পুরীং নগরীং যামঃ। তথাপ্যয়ং শ্রীকৃষ্ণো বঞ্চনানাং সঞ্চয়ে রাশিকরণে প্রণয়িনং প্রীতিযুক্তং হাস্যং ন উজ্‌ঝতি ন ত্যজতি। হে মেধাবিনি! হে রাধিকে! গভীরৈর্বোদ্ধুমশক্যৈঃ কপটৈঃ সংপুটিতে প্রচ্ছন্নে অস্মিন্ আভীর পল্লীষু বিটে ধূর্ত্তে কৃষ্ণে তব গরীয়ান্ প্রেমা কথমভূৎ।

অনুবাদ।—অদ্য আমরা অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া যমপুরী গমনে উদ্যত হইলাম। তথাপি ইনি বঞ্চনাসমূহে সুনিপুণ হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না। হা মেধাবিনি রাধিকে! গভীর কপটতায় প্রচ্ছন্ন এই আভীরপল্লীবিটে তোমার মহান্ প্রেম কি প্রকারে হইল? ৩১॥

তথাহি—তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোকে
পৌর্ণমাসীবাক্যম্

হিত্বা দূরে পথিধবতরো-
রন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরু-শিখরিণং
রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব! নবরসা
রাধিকা-বাহিনী ত্বাং,
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখী-
ভাবমস্যাস্তনোষি ॥ ৩২

টীকা।—কৃষ্ণ এব অর্ণবঃ তথাবিধঃ। রাধিকৈব বাহিনী নদী ত্বাং লেভে। কিং কৃত্বা ধবতরোঃ অন্তিকং সামীপ্যমপি দূরে পথি হিত্বা ধবতরবো যত্র স্যুস্ততো নদ্যো 'ন নিঃসরন্তীতি প্রসিদ্ধেঃ। পক্ষে—ধবঃ ভর্ত্তা। ধর্ম্ম এব সেতুস্তস্য ভঙ্গেন উদগ্রা উদীর্ণমগ্রং যস্যাঃ সা পক্ষে—সেতুঃ মর্য্যাদা। উদগ্রা উন্নতা। উচ্চ প্রাংশূন্নতোদগ্রোচ্ছ্রিতাস্তুঙ্গ ইত্যমরঃ। গুরুং বিশালং শিখরিণং পর্ব্বতম্। পক্ষে—গুরুং গুরুজনঞ্চ শিখরিতুল্যাকঠোরং, গুরুজনমেব শিখরিণমিতি বা। রংহসা বেগেন। নবো নূতনো রসো জলীয়স্বাতত্ত্বং স্রোতোভিঃ কাপি অপর্য্যুষিতত্বাৎ। পক্ষে—নব শান্তশৃঙ্গারাদয়ো রসা যস্যাং সা কচিদ্বিয়োগাদৌ নির্ব্বেদাদিস্থায়িত্বেন শান্তাদীনামুদ্বোধাৎ। ত্বঞ্চ সমুদ্রম্ ইব বাগ্‌ভিরেব বীচিভিঃ তরঙ্গৈঃ কিমিতি অস্যা বিমুখীভাবং বৈমুখ্যং তনোষি।

অনুবাদ—হে কৃষ্ণসাগর! নবরসা রাধিকানদী দূর হইতে ধবতরুর (ধববৃক্ষ পথে থাকিলে নদী সেই পথে গমন করিতে পারে না, অপর পক্ষে স্বামিরূপ বাধা) পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সেতুর ভঙ্গে উত্তুঙ্গ হইয়া বেগ দ্বারা গুরুশিখরীকে (মহাপর্ব্বতকে, গুরুজনরূপ বাধাকে) লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছে, তুমি কেন বচনতরঙ্গদ্বারা তাহাতে বিমুখভাব বিস্তার করিতেছ? ৩২॥

রায় কহে'বৃন্দাবন-মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন॥
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ গোঁসাঞি কহে করি নমস্কার॥

শ্রীবৃন্দাবনবর্ণনং যথা, তত্রৈব—প্রথমাঙ্কে
উনবিংশশ্লোকঃ

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকর-
মকরন্দস্য মধুরে,
বিনিস্যন্দে বন্দী-কৃত-
মধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভি-
রনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিন
মতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য বিনিস্যন্দে সুগন্ধৌ মধুরে মুহুঃ বন্দীকৃত-মধুপবৃন্দং চন্দনগিরেঃ মন্দোন্নতিভিঃ অনিলৈঃ কৃতান্দোলম্ ইদং বৃন্দাবিপিনং মম অতুলম্ আনন্দং তুন্দিলয়তি (বর্দ্ধয়তি)।

অনুবাদ।—(হে সখে মধুমঙ্গল!) বৃন্দাবন আম্রমুকুল-ক্ষরিত সুগন্ধে এবং মধুর মকরন্দকারাগারে ভ্রমরসমূহকে নিবদ্ধ করিয়া এবং মলয়-পর্ব্বতের মন্দবায়ু কর্ত্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইয়া আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অনুপম আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে ॥৩৩॥

তথাহি—তত্রৈব প্রথমাঙ্কে বিংশশ্লোকঃ

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং,
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণ্যপি স্ফীতমধুব্রতানি,
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥৩৪

টীকা।—বৃন্দাবনং দিব্যাভির্লতাভিঃ পরীতং বেষ্টিতম্। তাশ্চ লতাঃ পুষ্পৈঃ স্ফুরিতানি দ্যোতিতানি অগ্রাণি ভজন্তীতি তথা তানি চ পুষ্পাণি স্ফীতা আনন্দিতা মধুব্রতা ভ্রমরা যেষু তথাভূতানি। তে চ মধুব্রতাঃ শ্রুতিং শ্রবণেন্দ্রিয়ং হর্তুং শীলমেষাং তথাভূতানি গীতানি যেষাং তে ইতি। অত্রৈকাবলী-নামালঙ্কারঃ। তথাহি দর্পণে; —"পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রতি বিশেষণত্বেন পরং পরম্। স্থাপ্যতেঽপোহ্যতে বা চেৎ স্যাত্তদৈকাবলী দ্বিধেতি।"

অনুবাদ।—(হে সখে!) এই বৃন্দাবন দিব্য লতায় পরিবেষ্টিত, সেই লতা সকলের অগ্রভাগে কুসুমরাজি পরিস্ফুরিত। সেই কুসুম-শ্রেণীতে মধুকরগণ মধুপানে আনন্দিত এবং সেই মধুকরগণ কর্ণরসায়নগানে প্রবৃত্ত ॥৩৪॥

তথাহি—তত্রৈব প্রথমাঙ্কে সপ্তত্রিংশঃ শ্লোকঃ

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং
ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা,
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং
ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী
করকফল-পালীরসভরো,
হৃষীকাণাং বৃন্দং
প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥৩৫

টীকা।—হে সখে! ইদং দৃশ্যমানং বৃন্দাবনং হৃষীকাণাং বিষয়েন্দ্রিয়াণাং বৃন্দং সমূহং প্রমোদয়তি আনন্দয়তি কথমিত্যাহ—ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রদেশে ভৃঙ্গীণাং মধুকরীণাং গীতং গানম্ ক্বচিচ্চ অনিলস্য দক্ষিণবায়োর্ভঙ্গ্যা গতিবিশেষেণ শিশিরতা শৈত্যম্। ক্বচিচ্চ বল্লীনাং লতানাং লাস্যং নটনম্। ক্বচিচ্চ অমলানাং মল্লীনাং কুসুমবিশেষাণাং পরিমলঃ বিমর্দ্দোত্থিতঃ জনমনোহরঃ গন্ধঃ। বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে ইত্যমরঃ। ক্বচিচ্চ ধারাশালী করকানাং দাড়িমানাং ফলসমূহানাং রসপূরাতিশয় ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।—কোন স্থানে ভ্রমরীগণের সুমধুর গান হইতেছে, কোন স্থানে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থানে লতাগণ নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে নির্ম্মল মল্লিকাপুষ্পের পরিমল আমোদিত করিতেছে, কোন স্থানে দাড়িম্ব-ফল-শ্রেণীর রসসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে, অতএব এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে আনন্দিত করিতেছে ॥৩৫॥

মুরলীবর্ণনং যথা—তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে প্রথমশ্লোকঃ

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠ-
ত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো,
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ
মণিভিরুরুণৈস্তৎ পরিসরৌ।
তয়োর্ম্মধ্যে হীরো-
জ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং
বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলা ॥৩৬

অন্বয়ঃ।—উভয়তঃ (মস্তকে পুচ্ছে চ) অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং (ব্যাপ্য) অসিতরত্নৈঃ (ইন্দ্রনীলমণিভিঃ) পরামৃষ্টা, অরুণৈঃ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ তৎপরিসরৌ বহন্তী, তয়োঃ মধ্যে হীরোজ্জ্বল-বিমলজাম্বুনদময়ী কল্যাণী ইয়ং কেলিমুরলী হরেঃ করে বিলসতি।

অনুবাদ।—যাহার মস্তকে ও পুচ্ছে অঙ্গুষ্ঠত্রয়-পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত, যাহার শির ও পুচ্ছের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পরও পূর্ব্ব অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত, পরিসরদ্বয় (পার্শ্বদ্বয়) অরুণবর্ণ মণিদ্বারা খচিত এবং যাহার সেই উভয় পরিসরের মধ্যভাগ হীরক দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, সেই এই বিশুদ্ধ জাম্বুনদ-ময়ী (সুবর্ণময়ী) কল্যাণী কেলীমুরলী শ্রীকৃষ্ণের করে বিরাজ করিতেছে ॥৩৬॥

তথাহি—তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে পঞ্চদশশ্লোকঃ

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য,
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া সখি! গুরোর্বিষমা গৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥৩৭

অন্বয়ঃ।—'হে' মুরলিকে, সদ্বংশতঃ তব জনিঃ, (জন্ম) পুরুষোত্তমস্য পাণৌ স্থিতিঃ, জাত্যা সরলা (অবক্রা, অকুটিলা) অসি, 'হে' সখি, ত্বয়া কস্মাৎ গুরোঃ 'সকাশাৎ' বিষমা গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা গৃহীতা।

অনুবাদ।—হে মুরলিকে! তোমার উত্তম বংশে জন্ম, পুরুষোত্তমের (শ্রীকৃষ্ণের) হস্তে অবস্থিতি এবং তুমি জাতিতেও সরলা। অহো! তথাপি কোন্ গুরুর নিকট হইতে গোপাঙ্গনাগণের বিমোহন মন্ত্রের বিষম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ? ৩৭॥

তথাহি—তত্রৈব চতুর্থাঙ্কে অষ্টমশ্লোকঃ

সখি মুরলি! বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা,
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং,
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—'হে' সখি মুরলি! ত্বং বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা, লঘুঃ, অতিকঠিনা, নীরসা, গ্রন্থিলা অসি, তদপি কেন পুণ্যোদয়েন শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং হরিকরপরিরম্ভং ভজসি।

অনুবাদ।—হে সখি মুরলি! তুমি বিশালছিদ্রসমূহে পরিপূর্ণা, ক্ষুদ্রা, অতিশয় কঠিনা, গ্রন্থিযুক্তা এবং রসবিহীনা, তথাপি তুমি কি পুণ্যফলে হরিকরের নিবিড় আলিঙ্গন এবং চুম্বনে পরমানন্দ লাভ করিতেছ? ৩৮॥

তথাহি—তত্রৈব প্রথমাঙ্কে ত্রয়োবিংশ-শ্লোকে আকাশে নারদবাক্যম্

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং
কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্
বিস্মারয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্
ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্,
ভিন্দন্নণ্ডকটাহ-ভিত্তিমভিতো
বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—বংশীধ্বনিঃ অম্বুভৃতঃ (জলধরান্) রুন্ধন্, তুম্বুরুং (গন্ধর্ব্বম্) মুহুঃ চমৎকৃতিপরং (বিস্মিতং) কুর্ব্বন্, সনন্দনমুখান্ (সনন্দনাদি-বিধিসুত-প্রভৃতীন্) ধ্যানাৎ অন্তরয়ন্ (বিয়োজয়ন্) বেধসং (ব্রহ্মাণং) বিস্মারয়ন্ (মোহযুক্তং কুর্ব্বন্), ঔৎসুক্যাবলিভিঃ বলিং চটুলয়ন্ (ধৈর্য্যহীনং কুর্ব্বন্), ভোগীন্দ্রং (নাগরাজম্) আঘূর্ণয়ন্ অণ্ডকটাহভিত্তিং (ব্রহ্মাণ্ডকটাহস্য আবরণভিত্তিম্) ভিন্দন্ অভিতঃ বভ্রাম।

অনুবাদ।—জলধরের গতিরোধ, তুম্বুরুর চমৎকারিতা সম্পাদন সনন্দনাদির সমাধিভঙ্গ, বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন, ঔৎসুক্যপরম্পরা দ্বারা বলিরাজের অস্থিরতা উৎপাদন, নাগরাজের আঘূর্ণন এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহের আবরণভিত্তি ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিয়াছে॥ ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণরূপবর্ণনং, যথা—তত্রৈব প্রথমাঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যম্

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ,
প্রভাভিনবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিস্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো,
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গোহরিঃ॥ ৪০

টীকা—প্রভয়া কান্ত্যা অভিনবজাগুড়স্য কুঙ্কুমস্য দ্যুতিং প্রভাং বিড়ম্বয়িতুমপ্রস্তুতীকর্ত্তুং শীলং যস্য এবম্ভূতং পীতাম্বরং যস্য সঃ। পরিস্ক্রিয়া অলঙ্কারঃ।

অনুবাদ।—যাঁহার নয়নশোভায় নীলকমলের প্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, যাঁহার পরিহিত পীতাম্বর দ্বারা নবকুঙ্কুমের শোভা বিড়ম্বিত হইয়াছে, যাঁহার বন্যবেশ দ্বারা দিব্যবেশের অনাদর হইয়াছে, এবং মরকত মণির ন্যায় কান্তি দ্বারা যাঁহার অঙ্গ সমুজ্জ্বল, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন॥৪০॥

তথাহি—ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে সপ্তবিংশ-শ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং
কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং,
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি! তিরঃ-
সঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলম্।
বংশী-কুট্মলিতে দধানমধরে
লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং,
বিভ্রদ্‌ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি! পরমা-
নন্দং পুরঃ স্বীকুরু॥ ৪১

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— (অন্ত্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৪৬০ পৃষ্ঠা)।

সখি মুরলি ! বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা

লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি ।

টীকা।—হে সখি! হে বরাঙ্গি! পুরোঽগ্রে জঙ্ঘায়া বামজঙ্ঘায়া অধস্তটে নিম্নপ্রান্তে সঙ্গিমিলিতং দক্ষিণপদং তদগ্রভাগো যস্য তম্। তথা কিঞ্চিৎ ঈষদ্বিভুগ্নং দক্ষিণভাগে আবর্জ্জিতং ত্রিকং পৃষ্ঠবংশস্যাধোভাগো যস্য তম্। তথা সাচি বামভাগে তির্য্যক্ স্তম্ভিতা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তম্। তথা তিরঃ তির্য্যক্ সঞ্চারি নেত্রাঞ্চলম্ অপাঙ্গো যস্য তম্। তথা কুট্মলিতে সঙ্কুচিতে অধরে লোলাভিঃ চঞ্চলাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ সঙ্গতাং মিলিতাং বংশীং দধানম্। তথা বিভ্রন্তৌ তির্য্যক্ চলন্তৌ ভ্রুবাবেব ভ্রমরৌ যস্য তং মূর্ত্তিমন্তং পরমানন্দং স্বীকুরু অঙ্গীকুরু।

অনুবাদ।—যাঁহার বাম জঙ্ঘার নিম্নপ্রান্তে দক্ষিণ পদাগ্র মিলিত, যাঁহার ত্রিকদেশ দক্ষিণভাগে কিঞ্চিৎ বিভুগ্ন, যাঁহার গ্রীবা ঈষৎ বক্রভাবে স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্রপ্রান্ত বাঁকা হইয়া সঞ্চালিত, যিনি কুট্মলিত অধরে লোলাঙ্গুলি-সঙ্গত বংশীকে ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার ভ্রূমধুকর নৃত্যপরায়ণ, হে সখি বরাঙ্গি শ্রীরাধিকে! সেই অগ্রবর্ত্তী মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দকে অঙ্গীকার কর ॥৪১॥

তথাহি—তত্রৈব প্রথমাঙ্কে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যম্

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্,
সুমুখি! নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদময়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা,
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি॥৪২

টীকা।—সুমুখি! পুরোঽগ্রে অয়ম্ অপূর্ব্বঃ অদৃষ্টাশ্রুতঃ বিশ্বকর্ম্মা কঃ? নিশিতঃ শাণিতঃ দীর্ঘাপাঙ্গ এব টঙ্কঃ পাষাণবিদারণাস্ত্রবিশেষঃ তস্য ছটাভিঃ কুলবরতনূনাং কুলাঙ্গনানাং ধর্ম্মাঃ এব গ্রাববৃন্দানি পাষাণবিশেষাঃ তানি যুগপৎ একদৈব ভিন্দন্ সন্ মরকত-মণীনাং হরিন্মণীনাং লক্ষৈর্লক্ষসংখ্যাভিঃ গোষ্ঠকক্ষাং গোষ্ঠপ্রদেশং চিনোতি রচয়তি।

অনুবাদ।—হে সুমুখি! যিনি যুগপৎ দীর্ঘ-অপাঙ্গরূপ শাণিত টঙ্কচ্ছটা দ্বারা কুলাঙ্গনাদিগের কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তররাশিকে ভেদ করিতে করিতে অসংখ্য মরকত মণি দ্বারা গোষ্ঠ-প্রদেশকে বিরচিত করিতেছেন, সেই এই অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা কে? ৪২॥

তথাহি—তত্রৈব প্রথমাঙ্কে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরাধিকাং প্রতি ললিতাবাক্যম্

নবাম্বুধরমণ্ডলী-
মদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ
স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি! স্থিরকুলাঙ্গনা-
নিকরনীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী
জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ॥ ৪৩

টীকা।—নবাম্বুধর-মণ্ডলীনাং নূতনজলধর-শ্রেণীনাং মদং গর্ব্বং বিড়ম্বয়িতুং শীলমস্যাস্তথাভূতা দেহস্য দ্যুতিঃ কান্তির্যস্য স কোঽপি ব্রজেন্দ্র-কুলচন্দ্রমাঃ নন্দকুলসুধাকরঃ নব্যো যুবা স্ফুরতি। চন্দ্রমা ইত্যনেন ব্রজেন্দ্রকুলস্য ক্ষীরাব্ধিত্বম্। কোঽসাবিত্যাহ—হে সখি! স্থিরকুলাঙ্গনানাং নিকরস্য নীবিবন্ধ এবার্গলং কপাটঃ তস্য ছিদাকরণে কৌতুকী যস্য বংশীধ্বনিঃ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে।

অনুবাদ।—অঙ্গকান্তি দ্বারা নবঘন-মণ্ডলীর গর্ব্ব খর্ব্বকারী নন্দকুলচন্দ্র এক নবীন যুবা শোভা পাইতেছেন। হে সখি! কুলাঙ্গনাগণের নীবিবন্ধরূপ অর্গলচ্ছেদনে মহা কৌতুকী ইহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে ॥৪৩॥

শ্রীরাধারূপবর্ণনং যথা,—বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ২৮ শ্লোকে পৌর্ণমাসীবাক্যম্

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ
কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং,
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং
কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টা-
পদমপিনয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্ব্বিচিত্রং রাধায়াঃ,
কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—(রাধায়াঃ) অক্ষ্ণোঃ লক্ষ্মীঃ নব্যং কুবলয়ং বলাৎ কবলয়তি (গ্রসতে), মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনম্ উল্লঙ্ঘয়তি চ (অতীত্য বর্ত্ততে) আঙ্গিকরুচিঃ অষ্টাপদং (স্বর্ণম্) অপি কষ্টাং

দশাং নয়তি, 'অতঃ' রাধায়াঃ কিমপি বিচিত্রং কিল রূপং বিলসতি।

অনুবাদ।—যাঁহার নয়নকান্তি বলপূর্ব্বক নূতন উৎপলশোভা গ্রাস করিতেছে ও মুখশোভা প্রফুল্ল কমলকাননের শোভাকে পরাভূত করিতেছে, এবং শরীরের শোভা স্বর্ণকে কষ্টকর অবস্থায় উপস্থিত করিতেছে, সেই শ্রীরাধার অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য রূপ প্রকাশ পাইতেছে ॥৪৪॥

তথাহি—তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে অষ্টাদশশ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং,
শতপত্রং বত! শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং,
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—বিধুঃ দিবা বিরূপতাম্ এতি (প্রাপ্নোতি), বত শতপত্রং (কমলং) শর্ব্বরীমুখে (রজনীমুখে) এতি, ইতি সদা (নক্তন্দিবম্) শ্রিয়া উজ্জ্বলং মৎপ্রিয়াননং কেন 'সহ' তুলনাম্ অর্হতি।

অনুবাদ।—হে সখে! চন্দ্র দিবাভাগে শোভাহীন হয়, পদ্ম সন্ধ্যাকালে বিরূপ হয়, অতএব দিবানিশি সমান শোভাসম্পন্ন আমার প্রেয়সীর (শ্রীরাধার) মুখের তুলনা কাহার সহিত হইবে? ৪৫ ॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চাশত্তমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্

প্রমদ-রসতরঙ্গস্মের-গণ্ডস্থলায়াঃ,
স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো,
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ॥৪৬

অন্বয়ঃ।—প্রমদ-রস-তরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ (রাধায়াঃ) মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানঃ কটাক্ষঃ ইদং হৃদয়ম্ অদাঙ্ক্ষীৎ (দষ্টবান্)।

অনুবাদ।—যাঁহার গণ্ডস্থল আনন্দরসভরে ঈষৎহাস্যযুক্ত এবং যাঁহার কন্দর্পধনুসদৃশ ভ্রূরূপ লতা নৃত্য করিতেছে, সেই পক্ষ্মলাক্ষী শ্রীরাধিকার কটাক্ষ মদমত্তা, মধুরগুঞ্জননিরতা ও চঞ্চলা ভ্রমরীর ভ্রান্তি সম্পাদন করিতে করিতে আমার এই হৃদয়কে দংশন করিয়াছে ॥৪৬॥

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার ॥
রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যসম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোৎ প্রকাশ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখ-ব্যাদান(১)।
এত বলি নান্দী-শ্লোক করিল ব্যাখ্যান॥

তথাহি—ললিতমাধবে ১ অঙ্কে ৯ শ্লোকঃ

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্
মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—সুররিপুসুদৃশাম্ (অসুররমণীনাম্) উরোজকোকান্ (স্তনচক্রবাকান্) মুখকমলানি চ খেদয়ন্ অখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী (সকলভক্তচকোরান্ নন্দয়তি যঃ তাদৃশঃ) অখণ্ডঃ মুকুন্দযশঃশশী চিরং বঃ মুদং (হর্ষং) দিশতু।

অনুবাদ।—অসুর-রমণীদিগের স্তনরূপ চক্রবাককে ও মুখকমলকে দুঃখযুক্ত করিতেছে এবং নিখিল বন্ধুগণরূপ চকোরকে আনন্দিত করিতেছে এরূপ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড কীর্ত্তিচন্দ্র তোমাদিগের আনন্দ প্রদান করুক ॥ ৪৭ ॥

অভীষ্টদেবের স্তুতি কহ রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা ॥

তথাহি—তত্রৈব প্রথমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে সূত্রধারঃ স্বেষ্টদেবং প্রণমতি

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—যঃ ক্ষিতৌ উদয়ম্ আপ্নুবন্ (লভমানঃ) নিজপ্রণয়িতাসুধাং (স্বপ্রেমামৃতম্) অলম্ (প্রাচুর্য্যেণ) কিরতি (বর্ষতি), সঃ উরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ (উরীকৃতা স্বীকৃতা দ্বিজকুলেষু অধিরাজস্য স্থিতিঃ পদবী যেন) লুঞ্চিততমস্ততিঃ (লুঞ্চিতা দূরীকৃতা তমস্ততিঃ অজ্ঞানান্ধকারসমূহঃ

(১) ধার্ষ্ট্য—প্রগল্‌ভতা বা নির্লজ্জতা। মুখ ব্যাদান—অর্থাৎ কোন কথা বলা।

যেন) বশীকৃতজগন্মনাঃ শচীসুতাখ্যঃ শশী কিমপি শর্ম্ম (সুখং) বিন্যস্তু (বিদধাতু)।

অনুবাদ।—যিনি পৃথিবীতে উদিত হইয়া নিজপ্রেমামৃত বিতরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ আখ্যা লাভ করিয়াছেন; যিনি জগতের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শচীসুতচন্দ্র আমার অনির্ব্বচনীয় কোন সুখ সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস ॥
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি ক্ষারবিন্দু ॥
রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্তুতি মঙ্গলাচরণে ॥
রায় কহে কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ।
তবে রূপ গোঁসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥

তথাহি—ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে দশমশ্লোকে নটীং প্রতি সূত্রধারবাক্যম্

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য
রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি
তারাকরগ্রহণম্ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—নটতা তেন কলানিধিনা (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেণ) রঙ্গস্থলে কিরাতরাজং (কংসং) নিহত্য গুণবতি সময়ে তারাকরগ্রহণং (শ্রীরাধিকারূপিণ্যাঃ তারকায়াঃ পাণিগ্রহণং) বিধেয়ং (কর্ত্তব্যম্)।

অনুবাদ।—নর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গস্থলে কংসকে নিহত করিয়া পূর্ণমনোরথ সময়ে শ্রীরাধার পাণিগ্রহণ করিবেন ॥ ৪৯ ॥

উদ্ঘাত্যক নাম এই আমুখ বীথা-অঙ্গ(১)।
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥

তল্লক্ষণং যথা—সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্যনিরূপণে ষষ্ঠপরিচ্ছেদে দ্বাত্রিংশৎ পদ্যম্

পদানি ত্বগতার্থানি
তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ
স উদ্ঘাত্যক উচ্যতে ॥ ৫০

টীকা।—অগতার্থানি অবোধিতার্থানি পদানি তদর্থগতয়ে তস্য অবোধিতার্থস্য বোধায় যত্র নরা অন্যৈর্দ্দিষ্টার্থযুক্তৈঃ পদৈর্যোজয়ন্তি স উদ্ঘাত্যকস্তন্নামকং প্রস্তাবনাঙ্গমুচ্যতে।

অনুবাদ।—অবোধিত অর্থযুক্ত পদকে অন্যার্থ বোধের জন্য যে স্থানে যোজনা করা হয়, তাহাকে উদ্ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনাঙ্গ বলে ॥৫০॥

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের (২) বিশেষ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥

তথাহি—ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বাবিংশশ্লোকে পৌর্ণমাসীং প্রতি গার্গীবাক্যম্

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি
রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিস্সৃষ্টার্থা-
বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—যা হ্রিয়ং (লজ্জাম্) অবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ বনায় রাধাং কর্ষতি, সা নিপুণা নিসৃষ্টার্থাবরবংশজকাকলীদূতী জয়তি।

অনুবাদ।—যে লজ্জা নাশ করিয়া বনগমনের নিমিত্ত শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করে, সেই বিচক্ষণা ও নিস্সৃষ্টার্থা বংশীধ্বনিরূপা দূতী জয়যুক্ত হউক বা হইতেছে ॥৫১॥

তথাহি—তত্রৈব ১ অঃ ১১ শ্লোকে গার্গীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যম্

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ
পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা
সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—রজোভরঃ (ধূলিপটলঃ) হরিম্ উদ্দিশতে (কৃষ্ণানুগমনং সূচয়তি) পুরতঃ তমঃ

(১) 'নটতা' এই শ্লোকোক্ত আমুখ—প্রস্তাবনার নাম উদ্ঘাত্যক, আর ভারতীবৃত্তির অঙ্গ বীথা।

(২) অঙ্গ—নাটকের অন্যান্য অঙ্গ। পূর্ব্বে যেমন বৃন্দাবন প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছ, এখানেও তাহা কর।

অমুং (হরিং) সঙ্গময়তি, 'অতঃ' ব্রজবামদৃশাং (ব্রজসুন্দরীণাং) পদ্ধতিঃ সর্ব্বদৃশঃ (সর্ব্বজ্ঞস্য) শ্রুতেঃ অপি ন প্রকটা (ন গোচরা)।

অনুবাদ।—রজোভর (অর্থাৎ গোক্ষুর ধূলি-সমূহ) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ করিতেছে, এবং অগ্রে এই তমঃ (সন্ধ্যান্ধকার) তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) মিলন করাইতেছে, অতএব ব্রজরমণীদিগের কৃষ্ণ-ভজনপদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞ শ্রুতিরও অগোচর ॥ ৫২ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২ অং ১১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা সখীমাহ

সহচরি! নিরাতঙ্কঃ
কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতিঃ
ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো
মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ! চটুলৈরুৎ-
সর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈঃ
মম ধৃতিধনং চেতঃ
কোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—(হে) সহচরি! মুদিরদ্যুতিঃ নবজলধররুচিঃ মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ (মত্তগজ ইব বিলাসযুক্তঃ) কঃ অয়ং নিরাতঙ্কঃ যুবা, কুতঃ ব্রজভুবি প্রাপ্তঃ (আগতঃ), অহহ! ইহ যঃ (যুবা) চটুলৈঃ উৎসর্পদ্ভিঃ (ভ্রমদ্ভিঃ) দৃগঞ্চল-তস্করৈঃ (নয়নকটাক্ষরূপচৌরৈঃ) মম চেতঃকোষাৎ ধৃতিধনং (ধৈর্য্যরূপসম্পদম্) বিলুণ্ঠয়তি।

অনুবাদ।—হে সখি! যিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর এবং মদমত্ত মতঙ্গজের ন্যায় যাঁহার বিলাস, সেই এই নির্ভীক যুবা কে, এবং কোথা হইতেই বা বৃন্দাবনে সমাগত হইয়াছেন? যিনি আমাদিগের সমক্ষে চঞ্চল এবং উদ্ধত কটাক্ষরূপ তস্কর দ্বারা আমার (শ্রীরাধার) চিত্তরূপ ধনাগার হইতে ধৈর্য্যধনকে (ধৈর্য্যরূপসম্পদ্) বিলুণ্ঠন করিতেছেন ॥৫৩॥

তথাহি—তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে দশমশ্লোকে শ্রীরাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবচনম্

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা,
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী,
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা॥৫৪

অন্বয়ঃ।—যা মম মনঃকরীন্দ্রস্য বিহার-সুরদীর্ঘিকা, বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্র-প্রভা, উরোঽম্বরতটস্য চ আভরণচারুতারাবলী, সা ইয়ং রাধিকা ময়া উন্নতমনোরথৈঃ অলম্ভি।

অনুবাদ।—যিনি আমার চিত্তমাতঙ্গের বিহার-মন্দাকিনী, যিনি নয়ন-চকোরের শারদীয় নির্ম্মল চন্দ্রকান্তি এবং যিনি হৃদয়াকাশের মনো-হর নক্ষত্রমালা, সেই এই রাধিকাকে আমি উন্নত মনোরথ দ্বারা লাভ করিয়াছি ॥৫৪॥

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র-বদনে ॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ (১) এই সিদ্ধান্তের সার ॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥

তথাহি—প্রাচীনকৃতশ্লোকঃ

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিংকাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—তস্য কবেঃ কাব্যেন কিম্, তস্য ধনুষ্মতঃ কাণ্ডেন (বাণেন) কিম্? যৎ পরস্য হৃদয়ে লগ্নং (সৎ) শিরঃ ন ঘূর্ণয়তি।

অনুবাদ।—যাহা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া মস্তককে ঘূর্ণিত না করে, কবির সেই কাব্য রচনায় প্রয়োজন কি? ধনুর্দ্ধারীর সেই বাণ ক্ষেপণেই বা প্রয়োজন কি? ৫৫ ॥

তোমার শক্তি বিনু জীবের নহে এই বাণী(২)।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও, হেন অনুমানি॥
প্রভু কহে প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহায় আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥
সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজ-লীলা প্রেম-রস বর্ণে নিরন্তর ॥

(১) নাটক-লক্ষণ—অর্থাৎ নাটকে যে যে লক্ষণের প্রয়োজন হয়, তাহা উত্তমরূপে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(২) বাণী—বিদগ্ধ মাধব ও ললিতমাধব রচনা-বাক্য।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয় নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥
তোমার যৈছে বিষয়-ত্যাগ তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, তাঁহাতেই স্থিতি॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতুল তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সেই করিবে জগৎ তোমার বশ॥
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সবার চরণ বন্দন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভুকৃপা রূপে, আর রূপের সদ্গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥
হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা॥
শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান সেই কহি বাণী॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ২ শ্লোকঃ

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে
চৈতন্যদেবস্য॥ ৫৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৫৬॥

এই মত দুই জন কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে॥
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভু বিদায় দিল গৌড়ে করিতে গমন॥
শ্রীরূপ প্রভু-পদে নীলাচলে রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥
দোল অনন্তর প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা॥
বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহ বৃন্দাবনে।
একবার ইঁহা পাঠাইও সনাতনে॥
ব্রজে তুমি রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত তীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবা, ভক্তিরস করহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাহা যাব একবার॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ গোঁসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ॥
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় হইলা।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা॥
এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরূপ-সঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনা-
থান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—অহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং বন্দে, শ্রীগুরূন্ 'বন্দে', বৈষ্ণবান্ চ 'বন্দে', সাগ্রজাতং (শ্রীসনাতনসহিতং) সহগণরঘুনাথান্বিতং সজীবং তং শ্রীরূপং 'বন্দে', সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং 'বন্দে', সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ চ 'বন্দে'।

অনুবাদ।—আমি দীক্ষাগুরুর পদ্মতুল্য চরণ বন্দনা করি এবং ভজনশিক্ষাগুরুকে, সনাতন, রঘুনাথ ও জীবের সহিত বিদ্যমান শ্রীরূপকে, অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ ও পারিষদ সহিত বিদ্যমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে, এবং মঞ্জরীগণে পরিবৃত ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের সহিত বিদ্যমান শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিতে গৌর অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার ॥
সাক্ষাৎ দর্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে।
আবেশ করয়ে কাঁহা হয়ে আবির্ভাবে ॥
সাক্ষাৎ দর্শনে প্রায় সবা নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্ট হৈলা ॥
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ আগে কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিল এই ঈশ্বর স্বভাব ॥
সাক্ষাৎ দর্শনে সব জগৎ তারিল।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল ॥
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥
আর নানাদেশের লোক আসি জগন্নাথ।
চৈতন্য-চরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী (১)।
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি ॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি নাচে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
এই মত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥
তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য ভক্তজীব-দেহে করেন আবেশে ॥
সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে ॥
এই মত ত্রিভুবন তারিল আবেশে।
ঐছে আবেশ কিছু কহিয়ে বিশেষে ॥
গৌড়ে যৈছে আবেশ তাহা করিয়ে বর্ণন।
সম্যক্ না যায় কহা, কহি দিগ্‌দরশন ॥
আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো বড় অধিকারী ॥

---

(১) সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। নবখণ্ড—জম্বুদ্বীপের নয়টী ভাগ, যথা—ইলাবৃত, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, হিরণ্যক, হিরণ্ময়, কুরু, কিংপুরুষ ও ভারত।

গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কাঁদে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া ॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার ॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাকে দেখিতে আসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥
যারে দেখে তারে কহে, কহ কৃষ্ণ নাম।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম (১)॥
চৈতন্য আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥
পরীক্ষা করিতে তাঁরে যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥
আপনে বোলান যদি ইঁহা আমি জানি (২)।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি ॥
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য আবেশে।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥
ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাই বোলহ তাঁহারে ॥
চারিদিকে যায় লোক 'শিবানন্দ' বলি।
শিবানন্দ কোন্ তাঁরে বোলায় ব্রহ্মচারী ॥
শুনি শিবানন্দ তবে শীঘ্র আইলা।
নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিলা ॥
ব্রহ্মচারী বলে "তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হঞা তার শুনহ নিশ্চয় ॥
গৌর-গোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর (৩) ॥"

(১) প্রেমোদ্দাম—প্রেমে উচ্ছৃঙ্খল।
(২) আমি এই স্থানে আছি, ইহা জানিয়া যদি আমাকে স্বয়ং আহ্বান করেন। ইঁহা—এখানে।
(৩) গৌর-গোপাল মন্ত্র—ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ। অন্তর—মনোমধ্যে।

তবে শিবানন্দ মনে প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান ভক্তি তাহারে করিল ॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব ॥
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥
এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা আবির্ভাব।
'প্রেমাকৃষ্ট হয়' প্রভুর সহজ স্বভাব ॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া ॥
শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তিঁহো মহা ভাগ্যবান্ ॥
একবৎসর তিঁহো প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বড় কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা ॥
তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈল গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিল ইহাঁকে আসিতে ॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে ॥
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁর আবাসে ॥
জগদানন্দ হয় তাহা, তিঁহো ভিক্ষা দিবে।
সবাকে কহিও এ বৎসর কেহ না আসিবে ॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ(৪) কহিল।
শুনি ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল ॥
চলিতেছিলা আচার্য্য রহিলা স্থির হৈয়া।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥
পৌষ মাস আইল দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥
এইমত মাস গেল গোঁসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হইলা ॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দোঁহে তাঁরে মিলি তবে স্থানে বসাইলা ॥

(৪) সন্দেশ—আদেশ, বার্ত্তা।

দোঁহার দুঃখ দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ॥
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা।
আসিতে আজ্ঞা দিল প্রভু কেনে না আইলা॥
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে।
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জনে।
আনিব প্রভুরে এই নিশ্চয় কৈল মনে॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর ছিল নিজ নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পানিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥
কালি মধ্যাহ্নে তিঁহ আসিবেন তোমার ঘরে।
পাকসামগ্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল, কিছু সন্দেহ না কর॥
যে চাহিয়ে, তাহা কর হইয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর॥
পাকসামগ্রী আন আমি যেই চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা ব্যঞ্জন, সূপ, পিঠা, ক্ষীর উপহার॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল।
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাড়িল।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল॥
দেখে শীঘ্র আসি বসিল চৈতন্য গোঁসাঞি।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার।
কি কর কি কর বলি করেন ফুৎকার॥
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেন কর উপযোগ॥
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস॥
ভোজন দেখি যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখ ভাস॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈতে মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেল পানিহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী॥
শিবানন্দ কহে কেন করহ ফুৎকার।
ব্রহ্মচারী কহে তোমার প্রভুর ব্যবহার॥
তিনজনের ভোগ তিঁহো একেলা খাইল।
জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল॥
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয়॥
তবে শিবানন্দ পুনঃ কহে ব্রহ্মচারী।
সামগ্রী আন নৃসিংহ-লাগি পুনঃ পাক করি॥
তবে শিবানন্দে পাকসামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহের ভোগ লাগাইল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে গিয়া দেখে প্রভুর চরণ॥
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইল।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিল॥
গত বর্ষ পৌষে আমা করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য হইল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল॥
এই মত শচীগৃহে করেন সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-শ্রবণ॥
নিত্যানন্দ-নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥
প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হঞা তাঁহা দেন দরশন॥
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে।
যাঁর প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে॥
এইত কহিল গৌরের ত্রিবিধ আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্য প্রভাব॥
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥

সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপ গোঁসাঞি সহ সখ্য-ব্যবহার॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তিঁহো করেন নিমন্ত্রণ॥
ঘরে ভাত করি করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একেলা প্রভুকে লঞা করান ভোজন॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয়-বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য-প্রধান॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঁই॥
আচার্য্য তাঁহারে প্রভুপদে মিলাইল।
অন্তর্যামী প্রভু, চিত্তে সুখ না পাইল॥
আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥
স্বরূপ গোঁসাইকে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে॥
সবে মিলি আইস ভাষ্য শুনি ইহার স্থানে।
প্রেমে ক্রোধ করি স্বরূপ বলেন বচনে॥
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ (১) শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য(২) শুনে।
সেব্য-সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥
আচার্য্য কহে আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে চালাইতে॥
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
'চিদ্ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা' এই মাত্র শুনে॥

(১) 'মায়াবাদ'—রজ্জুসর্পবৎ জগৎ মিথ্যা, এই বিচার করিয়াছেন বলিয়া শারীরক ভাষ্যকে মায়াবাদ বলে।

(২) শারীরক ভাষ্য—শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। শারীরক ভাষ্যে তিনি ঈশ্বর ও জীবের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং তৎ-শ্রবণে ঈশ্বর সেব্য আর আমি (জীব) তাঁহার সেবক, এই ভাব না থাকায় জীব আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে।

জীব-জ্ঞান-কল্পিত-ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কাণ॥
তবে লজ্জা পাঞা আচার্য্য মৌন ধরিলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥
একদিন আচার্য্য প্রভুর কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া॥
মোর নামে শিখিমাহিতীর ভগ্নাস্থানে গিয়া।
শুক্ল চালু এক মান (৩) আনহ মাগিয়া॥
মাহিতীর ভগিনী সেই নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন॥
তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি নিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ(৪) আদা চাকি, নেম্বু সলবণ॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা॥
উত্তম অন্ন এ তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।
আচার্য্য কহে মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা॥
প্রভু কহে কোন্ যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা।
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা॥
দ্বার মানা, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে॥

(৩) মান—এক কাঠা, এক সেরের কিঞ্চিৎ অধিক।

(৪) দেউল প্রসাদ—শ্রীমন্দির হইতে আনীত প্রসাদ।

তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি তবে পুছিল প্রভুর পাশ ॥
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস ॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মহামুনির মন (১) ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কং ১৯ অং ১৫ শ্লোকঃ

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা
নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো
বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ২

টীকা।—স্ত্রীসন্নিধানস্থ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যাহ—মাত্রা জনন্যা, স্বস্রা ভগিন্যা, দুহিত্রা কন্যয়া চ সহ অবিবিক্তং সংকীর্ণমাসনং যস্য তথাভূতো ন ভবেৎ। কুত ইত্যাহ—বলবান্ বিশিষ্ট-বলশালী ইন্দ্রিয়গ্রাম ইন্দ্রিয়সমূহঃ বিদ্বাংসমপি কর্ষতি আকর্ষতি।

অনুবাদ।—মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিত এক আসনে বসিবে না, যেহেতু বলবান্ ইন্দ্রিয়বর্গ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে ॥ ২ ॥

ক্ষুদ্র জীব মর্কট-বৈরাগ্য (২) করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে (৩) প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোঁসাঞি আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা ॥
আর দিনে সবে মিলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে ॥
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ ॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥
নিজ কার্য্যে যাও সবে, ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ কহ যদি, আমা না দেখিবে হেথা ॥
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে চলিল উঠিয়া ॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝা নাহি যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥
আর দিনে সবে পরমানন্দ পুরী স্থানে।
"প্রভুকে প্রসন্ন কর" কৈল নিবেদনে ॥
তবে পুরীগোঁসাঞি একা প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥
পুছিলা কি আজ্ঞে? কেন হৈল আগমন।
'হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈল নিবেদন ॥
শুনিয়া কহেন প্রভু শুনহ গোঁসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥
আজ্ঞা দেহ মোরে, মুই যাও আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দমাত্র সাথ ॥
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা ॥
আস্তেব্যস্তে পুরীগোঁসাঞি প্রভুস্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥
তোমার যে ইচ্ছা কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ॥
লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥
এত বলি পুরী-গোঁসাঞি গেলা নিজ স্থানে।
হরিদাস স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি কহে শুন হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস ॥
প্রভু হঠে (৪) পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন, দয়ালু অন্তর ॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কর তবে আপনি ক্রোধ যাবে ॥
এত বলি তাঁরে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপন ভবন আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া ॥

(১) দুনিবার্য্য ইন্দ্রিয়গণ সহজেই নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করে, এবং দারু-প্রকৃতি (কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রী-আকৃতি) মহামুনির (জিতেন্দ্রিয়গণের) মন হরণ করে।

(২) মর্কট বৈরাগ্য—বানরবৎ বাহ্য বৈরাগ্য।

(৩) বুলে—ভ্রমণ করে।

(৪) হঠে—জিদে।

প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে।
দূর হৈতে হরিদাস করে নিরীক্ষণে॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
নিজ ভক্তে দণ্ড করে কর্ম্ম শিখাইতে॥
দেখি ত্রাস উপজিল সবে ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥
এই মত হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল॥
রাত্রিশেষে প্রভুরে তিঁহ দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেতে গেল, কারে কিছু না বলিয়া॥
প্রভুপাদ-প্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥
সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্দ্ধানেতে রহিলা॥
গন্ধর্ব্ব দেহে গান করেন অন্তর্দ্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে গীত শুনায় অন্য নাহি শুনে॥
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
হরিদাস কাঁহা? তারে আনহ এখানে॥
সবে কহে হরিদাস বর্ষ পূর্ণ দিনে।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা কেহ নাহি জানে॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় জন্মিলা॥
একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ।
কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে শুনে কত দূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি(১) কণ্ঠস্বরে॥
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দ আদি মিলি সবে কৈল অনুমানে॥
বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভুকৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি যে হয়।
মহাপ্রভুর ভঙ্গী পাছে জানিবে নিশ্চয়॥
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে গেলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তিঁহো সবারে কহিলা॥
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় জন্মিলা॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা॥
'হরিদাস কাঁহা?' যদি শ্রীবাস পুছিল।
স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্(২) প্রভু উত্তর দিল॥
তবে শ্রীবাস তাঁর বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥
শুনি হাসি প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিল।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু পাশ আইল॥
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন॥
আপন কারুণ্যে লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা, নিজভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥
মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্রগম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে সেই ভক্ত ধীর॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিও তর্কে হয় বিপরীত॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-শিক্ষানাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) ডাকি—সূক্ষ্ম অথচ উচ্চ।

(২) পুরুষ নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করে, অর্থাৎ হরিদাস যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তেমনি তাহার ফলভোগ করিতেছে। পুমান্—পুরুষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনা-
থান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদু ব্যবহার ॥
প্রভুস্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভুসঙ্গে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার ॥
প্রভুকে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণ-কুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীতি॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে॥
আর দিন সেই বালক প্রভুস্থানে আইল।
গোঁসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিল॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা॥
অন্যোপদেশে(১) কহোঁ গোঁসাঞির ঠাঞি।
গোঁসাঞি গোঁসাঞি এবে জানিল গোঁসাঞি॥
এবে গোঁসাঞির যশ সবলোকে গাইবে।
এবে গোঁসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে॥
শুনি প্রভু কহে 'কাঁহা কহ দামোদর।'
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
স্বচ্ছন্দে আচরণ কর কে পারে বলিতে।
মুখর-জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে (২) ॥
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর।
রাণ্ডী(৩) ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর (৪) ॥
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা ॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥
এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥

---

(১) অন্যোপদেশে—অন্য স্থলে, অর্থাৎ গুণ যশ উত্থাপন স্থলে।

(২) ঈশ্বরত্ব দুর্মুখ জনের মুখ আচ্ছাদন করিতে পারে। মুখর—নিরন্তরভাষী অর্থাৎ দুর্মুখ।

(৩) রাণ্ডী—রাঁড়ী, বিধবা।

(৪) দেহ অবসর—অবকাশ দাও, অর্থাৎ নিন্দা করিবার সুযোগ দাও।

প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা॥
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয় (১)॥
মাতার গৃহে যাই রহ মাতার চরণে।
তোমার আগে নাহি কারও স্বচ্ছন্দাচরণে॥
মধ্যে মধ্যে আসিও তুমি আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাঁহা করিবে গমনে॥
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখকথায় সুখী করিও তাঁহারে॥
নিরন্তর নিজকথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইঁহাতে (২)॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইও॥
বারে বারে আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য-বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান॥
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়স রান্ধিলা॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
মোর স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ন॥

(১) পূর্ব্বোক্ত হরিদাসের চরিত্রদ্বারা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর দণ্ডরূপ লীলা, এবং এই প্রকরণে "প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যে বাক্যদণ্ডরূপ লীলা" এই উভয় লীলাদ্বারা জগতে শিক্ষা দিলেন যে "ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণের প্রকৃতি (অর্থাৎ কামস্ত্রী) সম্ভাষণ" সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। যে না হয়—যে নিরপেক্ষতা রক্ষা না হয়।

(২) শ্রীমহাপ্রভু নিজ কথা (আপনার কথা) তোমাকে (শ্রীশচীমাতাকে) শুনাইবেন এই নিমিত্ত আমাকে (দামোদরকে) নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন।

আস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল॥
ক্ষণেক অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিলুঁ যেন নিমাই খাইল ভাত॥
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ নাহি লাগাইল এই জ্ঞান হৈল॥
পাকপাত্রে দেখেন সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইল স্থানসংস্কার করি॥
এই মত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে মোরে করে আকর্ষণ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লঞা যায় তোমার প্রেমবলে॥
এই মত বার বার করাইও স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিও চরণ॥
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে, বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল॥
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে (৩) রহিলা॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল॥
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার॥
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন॥
এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি॥
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁরে লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা॥
হরিদাস! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে মহাদুরাচার॥

(৩) চরণে—নিকটে।

ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার॥
হরিদাস কহে প্রভু! চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হারাম! হারাম' বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হা রাম! হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম (১)॥
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণম্—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো-
হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ২

অন্বয়ঃ।—দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতঃ (বরাহদশনাহতঃ) ম্লেচ্ছঃ পুনঃ পুনঃ হারামেতি উক্ত্বা অপি মুক্তিম্ আপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্।

অনুবাদ।—যখন শূকরের দন্তদ্বারা আহত হইয়া কোন যবন বারংবার 'হারাম' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মুক্তিলাভ করে, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তন করিলে মুক্তিলাভ করে, ইহার আর বিচিত্রতা কি আছে? ২॥

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ২৮৯ অঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণে

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভ-
পাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং
শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ ৩

অন্বয়ঃ।—একং নাম যস্য বাচি গতং, স্মরণপথগতং, শ্রোত্রমূলং গতং বা, শুদ্ধং, বা অশুদ্ধবর্ণম্, ব্যবহিত-রহিতং তারয়তি এব, সত্যম্, তৎ (নাম) চেৎ (যদি) দেহদ্রবিণজনতা-লোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যাৎ, 'হে' বিপ্র, অত্র শীঘ্রম্ এব ফলজনকং ন 'ভবতি'।

অনুবাদ।—ভগবানের যে কোন একটী নাম যদি প্রসঙ্গক্রমে বাগিন্দ্রিয়ে প্রবৃত্ত হয় অথবা মনঃস্পর্শ করে, কিংবা কর্ণগোচর হয়, তাহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হউক, অথবা ব্যবহিত বা অব্যবহিত হইলেও, নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে, অপরাধ হইতে ও সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। কিন্তু যদি সেই নাম দেহ, ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাষণ্ডিমধ্যে বিন্যস্ত হয়, তবে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয় না, কিন্তু হে বিপ্র! তাহা বিলম্বে ফলজনক হয়॥ ৩॥

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ৫২ শ্লোকঃ

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে!
পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরা-
মুত্তমশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে
হন্ত! যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহা-
পাতকধ্বান্তরাশিম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—'হে' গুণনিধে! শ্রদ্ধারজ্যন্মতিঃ 'সন্' পাবনানাং পাবনং তম্ উত্তমশ্লোকমৌলিং

(১) হারাম—শূকর। যবনেরা প্রচলিত বাক্যে 'অপবিত্র' শব্দের পরিবর্ত্তে যে 'হারাম' শব্দ বলে, তাহা 'হা রাম' এই উচ্চারণ হওয়াতে ঐ নাম নামাভাস হইল, এই নামাভাসেই যবনগণ অনায়াসে মুক্ত হইবে।

(দেবাদীনাং শিরোভূষণং) নির্ব্যাজং (নিষ্কপটম্) অতিতরাং ভজ, হন্ত যন্নামভানোঃ (নামসূর্য্যস্য) আভাসঃ অপি অন্তঃকরণকুহরে (হৃদ্বিবরে) প্রোদ্যন্ 'সন্' মহাপাতকধ্বান্তরাশিং (মহাপাতকরূপান্ধকারপুঞ্জং) ক্ষপয়তি।

অনুবাদ।—যাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণকুহরে উদিত হইয়া মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশি নিঃসারিত করে, হে গুণনিধে! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আসক্তচিত্ত হইয়া সেই পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণকে অকপটভাবে শীঘ্রই ভজনা কর ॥ ৪ ॥

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকঃ

ম্রিয়মাণো হরের্নাম
গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম
কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ম্রিয়মাণঃ অজামিলঃ অপি পুত্রোপচারিতম্ হরেঃ নাম গৃণন্ ধাম (বৈকুণ্ঠধাম) অগাৎ, কিম্ উতঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্।

অনুবাদ।—শ্রদ্ধাবিহীন অজামিল পুত্রনামে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করতঃ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিল, তখন যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিবে, সে অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যাইবে, ইহা আর কি বলিব ? ৫ ॥

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে ॥
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥
হরিদাস কহে, প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥
তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমে সেই হয়েত শ্রবণ ॥
শুনিয়াই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয় ॥
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥
জগৎ তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রচার।
স্থিরচর (১) জীবের খণ্ডাইলে সংসার ॥
প্রভু কহে সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে ॥
হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি ॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ (২) করিবে ॥
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম ॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া ॥
অবতরি তুমি তৈছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট ॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইল সংসার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৯ অং ১৫ শ্লোকঃ

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো
ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে
যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—ভবতা ভগবতি অজে (জন্মরহিতে) যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে এবং বিস্ময়ঃ ন চ কার্য্যঃ, যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ (স্থাবরাদিকম্) বিমুচ্যতে।

(১) স্থিরচর—স্থাবর ও জঙ্গম।
(২) উদ্বুদ্ধ—জাগরিত।

অনুবাদ।—(হে পরীক্ষিৎ), ভগবান্ অজ এবং যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে বিস্ময় করা তোমার উচিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই স্থাবরাদি সকলই বিমুক্তি লাভ করে ॥ ৬ ॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে পঞ্চদশাধ্যায়ে দ্বাদশপদ্যম্

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং
ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্। ৭

টীকা।—যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ দ্বেষানুবন্ধেন শত্রুভাবেনাপি সংস্মৃতশ্চ অখিলানাং সুরাসুরাদীনাং দুর্ল্লভং ফলং মুক্তিরূপং প্রযচ্ছতি। ভক্তিমতাং সাধনভক্তিনিষ্ঠানাং সম্যক্ প্রেমভক্তিরূপং ফলং প্রযচ্ছতীতি কিমুত বক্তব্যমিতি।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ দ্বেষকারীদিগকে নিখিল সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল (মুক্তি) প্রদান করিয়া থাকেন, তখন ভক্তবর্গকে যে প্রদান করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৭॥

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের করিলে নিস্তার ॥
যে কহে চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত নিশ্চয় ॥
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু ॥
এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা(১)হরিদাস কেমনে জানিল॥
মনের সন্তোষে তারে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্যে প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন(২)॥
ঈশ্বর-স্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয়েত বিদিতে॥

তথাহি—যামুনাচার্য্যস্তোত্রে ১৮ শ্লোকঃ

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে ১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৮॥

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্তপাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ বলে শতমুখ হঞা ॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশ বর্ণে, নাহি পায় পার ॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ॥
সব কহা না যায়, হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপন পবিত্র ॥
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ ॥
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলের(৩) বনমধ্যে কতদিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী-সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান ॥
হরিদাসে পূজে লোক সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র(৪) নাহি পায়
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি ॥
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥

(১) গূঢ়লীলা—স্থাবরাদি সকলকার উদ্ধারকরণ রূপ লীলা।

(২) বাহ্যে—অন্য লোকের নিকটে। বর্জ্জন—নিষেধ।

(৩) বেণাপোল—তন্নামক গ্রাম।

(৪) ছিদ্র—দোষ।

রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসা গেল উল্লাসিত হঞা॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোঁসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া (১) দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে॥
ঠাকুর! তুমি পরমসুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে, প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-সমাপ্ত যাবৎ না হয় আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম-সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সব বার্ত্তা রামচন্দ্র খানেরে কহিলা॥
আজি মোরে অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥
আর দিনে রাত্রিকালে সে বেশ্যা আইলা।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিলা॥
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লবে আমার।
অবশ্য করিব আমি তোমা অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে তোমার পূর্ণ হবে মন॥
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে "হরি হরি"॥
রাত্রিশেষ হৈল, বেশ্যা উষিমুষি (২) করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥
কোটিনাম-গ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে॥
আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম, সমাপ্ত না হৈল॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল।
আরদিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঁঞি আইল॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে 'হরি হরি'॥
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥
কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রিশেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর-চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিছোঁ অপার।
কৃপা করি মো-অধমে করহ নিস্তার॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভব ক্লেশ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লহ, তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ-বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সে ঘরে।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী-সেবন করে চর্ব্বণ (২) উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥

(১) উঘাড়িয়া—উদ্‌ঘাটন করিয়া।
(২) উষিমুষি—উঠবস, অধীরতা প্রকাশ।
(৩) চর্ব্বণ—ছোলা প্রভৃতি ভক্ষণ। কোন দিন বা উপবাস।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী (১)।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দরশনে যান্তি (২)॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ রোপিল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগে ত ফলিল॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধ পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ প্রভু আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ ভিতরে॥
অনেক লোকজন সঙ্গে, অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক বলে গোঁসাঞি, মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার॥
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা॥
সত্য কহে এই ঘর আমার যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়॥
এত বলি ক্রোধে গোঁসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা॥
ইঁহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোঁসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটী খোদাইল॥
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥

(১) মহান্তী—মহৎ অন্তঃকরণবতী।
(২) যান্তি—যান।

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র, রাজায় না দেয় কর॥
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধি খাইল॥
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য-রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিল গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় (৩) করিল॥
মহান্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হয়।
এক জনের দোষে সেই সব নষ্ট হয়॥
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে (৪)।
আসি রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার (৫)।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন॥
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে॥
তাঁহা যৈছে হরিদাসের মহিমা-কথন।
সে সব অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ॥
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥

(৩) উজাড়—শূন্য।
(৪) হুগলীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম।
(৫) মুলুকের—দেশের। মজুমদার—বাদশাহী আমলে যে ব্যক্তি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় হিসাব পত্র রাখিত, (এখানে) দেশাধিকারী।

অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনি দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে॥
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২ অং ৩৯ শ্লোকঃ

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৯॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃতঃ
শ্রীধরস্বামিকৃতশ্লোকঃ

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব
সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি
জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥১০

টীকা—অংহঃ পাপং সকৃদুদয়াৎ একবার-মুচ্চারণাৎ। তরণিঃ সূর্য্যো যথা তিমিরজলধিম্ অন্ধকারসমুদ্রং সংহরন্ জয়তি তথেতি সম্বন্ধঃ।

অনুবাদ।—সূর্য্য যেমন অন্ধকাররাশিকে নষ্ট করিয়া উদিত হয়, তদ্রূপ হরিনাম একবার মাত্র উদিত হইয়াই সকল লোকের সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ করিয়া জগতে সর্ব্ববিধ মঙ্গল উৎপাদন করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন॥১০॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে তুমি কহ অর্থ বিবরণ॥
হরিদাস কহে, যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হইতে আরম্ভে তমঃ হয় ক্ষয়॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির হয় ভয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মঙ্গল-প্রকাশ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কং ২ অং ৪২ শ্লোকঃ

ম্রিয়মাণো হরের্নাম
গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম
কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ১১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এই পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১১॥

তথাহি—তত্রৈব ৩ স্কং ২৯ অং ১২ শ্লোকঃ

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥১২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১২॥

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান (১)॥
গৌড়ে রহে, পাতসা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাতসা আগে ধরে॥
পরম সুন্দর, পণ্ডিত, নবীনযৌবন।
'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হইল সহন॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে কোটি জন্মে যে মুক্তি না পায়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাসমাত্র মুক্তি হয়॥
ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয়॥

(১) আরিন্দা প্রধান—খাজনাবাহকদিগের অধ্যক্ষ।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সামান্যভক্তি-লহর্য্যাং ধৃতঃ শ্লোকঃ

ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে
ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ ১৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১৩॥

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে তোমার নাক কাটি, করহ নিশ্চয়॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটিহ,এই সুনিশ্চয়॥
শুনি সভাসদ্ উঠে করি হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন।
ঘটপটিয়া (১) মূর্খ তুই ভক্তি কাঁহা জান?
হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে॥
তোমা সবার কি দোষ? এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সেই এই সব তত্ত্ব॥
যার ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হয় কাহার॥
তবে সেই হিরণ্যদাস নিজঘরে আইল।
সেই ত ব্রাহ্মণে নিজদ্বার মানা কৈল॥
তিন দিন মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥
চম্পক কলিকা সম হস্ত-পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি॥

তাহা দেখি সব লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করে নমস্কার॥
যদ্যপি হরিদাস, বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥
বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥
গঙ্গাতীরেগোফা(২)করিনির্জ্জনেতাঁরেদিলা
ভাগবত গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
দুই জন মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন॥
হরিদাস কহে গোঁসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন॥
মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ।
নীচে আদর কর, না বাস ভয় লাজ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতেপাইভয়
সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয়॥
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করায় ভোজন॥
জগৎ-নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল।
গঙ্গাজল-তুলসী লৈয়া পূজিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোফায় নাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এই তাঁর মন॥
দুই জনের ভক্ত্যে কৃষ্ণ কৈল অবতার।
নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ নিস্তার॥
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকের হয় চমৎকার॥

(১) ঘটপটিয়া—তার্কিক।

(২) গোফা—ক্ষুদ্র গৃহ।

(অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ ৮৮১ পৃষ্ঠা)।

কৃষ্ণপদাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্যরোদিত হৈল স্ত্রীভাবপ্রকাশ॥

তর্ক না করিহ তর্ক-অগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম-সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশদিক্ সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥
দুয়ারে তুলসী সেবা পিণ্ডার উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর ॥
হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তাঁর অঙ্গ-কান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা ॥
তার অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত।
ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোফাদ্বার ॥
যোড় হাতে হরিদাসের বন্দিয়া চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন ॥
জগতের বন্দ্য তুমি রূপগুণবান্।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে, এই সাধুস্বভাব হয় ॥
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির ধৈর্য্য হয় নাশ ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয় (১)।
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয় ॥
সংখ্যা-নাম-সংকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ নামে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রিদিনে ॥
যাবৎ সমাপ্তি নহে না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তে করিব তোমার প্রীতি আচরণ ॥
এত বলি করেন তিঁহো নাম-সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ ॥
কীর্ত্তন করিতে, আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল ॥

এই মত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥
কৃষ্ণ-পদাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্য-রোদিত হৈল স্ত্রীভাবপ্রকাশ ॥
তৃতীয় দিবসে যদি রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রিদিনে নহে তোমার নাম সমাপন ॥
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব ॥
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার।
আমি মায়া করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার ॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে মুঞি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥
মহাভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে।
তোমার সংকীর্ত্তন কৃষ্ণনাম শ্রবণে ॥
চিত্তশুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে ॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥
এই বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার।
কোটিকল্পে তার কভু নাহিক নিস্তার ॥
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥
মুক্তি হেতু 'তারক' (২) হয়েন রামনাম।
কৃষ্ণনাম পাবক (৩) করেন প্রেমদান ॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি, মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসাও যৈছে এই প্রেমবন্যা ॥

(১) আশয়—অন্তঃকরণ।

(২) 'তারক'—শ্রীরামচন্দ্রের ষড়ক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম ; উদ্ধারক।

(৩) 'পাবক'—শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম ; পবিত্রকারক।

রামনাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কেবল মুক্তি প্রদান করে, কিন্তু কৃষ্ণনাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া প্রেম প্রদান করে, এইটী আমার কৃষ্ণনাম লইবার হেতু।

এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে, কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিল হৈঞা প্রীত।
এ সব কথাতে কারো না হয় প্রতীত ॥
প্রতীতি করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া (১)
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে ॥
লক্ষ্মী আদি সবে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া ॥
অন্যের কা কথা আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেম-রস আস্বাদন ॥

(১) শ্রীচৈতন্যাবতারে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহারা সকলেই অবতীর্ণ হইয়া প্রেম আস্বাদন করেন, একারণ কৃষ্ণদাসী মায়াও সেই প্রেম প্রার্থনা করেন, ইহাতে শ্রীচৈতন্যলীলার স্বভাবই কারণ হইয়াছে।

মায়াদাসী প্রেম মাগে, ইথে কি বিস্ময়।
সাধুকৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয় ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব ॥
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল ॥
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হঞা ॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমার কণ(২)।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে হরিদাস-মাহাত্ম্য কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

(২) কণ—কণা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং
শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ
শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীগৌরঃ বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তম্ (আগতম্) শ্রীসনাতনং দেহপাতাৎ অবন্ (রক্ষন্) স্নেহাৎ পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন হইতে পুনরাগত শ্রীসনাতনকে স্নেহবশতঃ রথাগ্রে দেহপাত হইতে রক্ষা করিয়া পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে শুদ্ধ করেন অর্থাৎ শ্রীসনাতন দ্বারা মর্য্যাদা রক্ষণ শিক্ষা দেন ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আইলা॥
ঝাড়িখণ্ড (১) বনপথে আইলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥
ঝাড়িখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে (২)
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে॥
নির্ব্বেদ (৩) হইল পথে করেন বিচার।
নীচজাতি, দেহ মোর অনন্ত অসার (৪)॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥
মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা স্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥
জগন্নাথের সেবক ফিরে কার্য্য অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে॥
তাতে এই দেহ যদি ভালস্থানে দিয়ে।
দুঃখশান্তি হয়, আর সদ্গতি পাইয়ে ॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব, এই বড় পুরুষার্থ ॥
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥
হরিদাসের কৈল তিঁহো চরণ-বন্দন।
জানি হরিদাস তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে প্রভু আসিবে এখন ॥
হেনকালে প্রভু উপল ভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা॥
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া ॥
হরিদাস কহে 'সনাতন করে নমস্কার'।
সনাতনে দেখি প্রভু হৈল চমৎকার ॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে আইলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম, আর কণ্ডু-রসা গায় ॥

(১) ঝাড়িখণ্ড—শ্রীক্ষেত্র হইতে কাশী পর্য্যন্ত বন্যপ্রদেশ।

(২) ঝাড়িখণ্ডের জলের দোষে এবং উপবাসে পিত্তাদি দোষ দুষ্ট হওয়াতে গাত্রে কণ্ডু (ব্রণবিশেষ, চুলকানি) হইল, এবং খাজুয়া (চুলকানি) হইতে রসা (শরীরস্থ রসবিশেষ) পড়িতে লাগিল।

(৩) নির্ব্বেদ—ঘৃণা।

(৪) অসার—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভজনের অযোগ্য।

বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডু-ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সবার চরণ বন্দনে॥
সবা লঞা বসিলা প্রভু পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডাতলে॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তিঁহো কহেন 'পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে'॥
মথুরার বৈষ্ণবের কুশল পুছিল।
সবার কুশল সনাতন জানাইল॥
প্রভু কহে ইঁহা রূপ ছিল দশমাস।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈলা দিন দশ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে তার দৃঢ় ভক্তি॥
সনাতন কহে নীচবংশে মোর জন্ম (১)।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশের মঙ্গল আমার॥
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ় চিত্তে॥
রাত্রিকালে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান॥
আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দুঁহার সঙ্গে তিঁহো রহে নিরন্তর॥
আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহারে পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে॥
শুনহ বল্লভ (২) কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলায় প্রচুর॥
কৃষ্ণ-ভজন কর তুমি আমা দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥

এই মত বার বার কহি দুই জন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব।
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিব॥
এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাই বড় ব্যথা॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥
তবে আমি দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিল॥
যে বংশ উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তার, খণ্ডে সব ক্লেশ॥
গোঁসাঞি কহেন এইমত মুরারি গুপ্তে।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল, তাঁর এই রীতে॥
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই প্রভু ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে॥
ভাল হৈল তোমার ইঁহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস সনে॥
কৃষ্ণভক্তি-রসে তিঁহো পরম প্রধান।
কৃষ্ণরসাস্বাদ কর, লহ কৃষ্ণনাম॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারা দুঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা॥
এই মত সনাতন রহে প্রভুর স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে॥
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলি দুই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে॥
দিব্য প্রসাদ পায়েন জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দুঁহাকারে॥

(১) শ্রীসনাতন আপনাকে নীচবংশে জন্ম বলিলেন, ইহা তাঁহার দৈন্যোক্তি; বস্তুতঃ তিনি কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণকুলমুকুটমণি জগদ্গুরু বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

(২) বল্লভ—অনুপমের নামান্তর।

এক দিন আসি প্রভু দুঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা॥
সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে ত ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥
দেহত্যাগাদি এই সব তামসের ধর্ম্ম।
তমোরজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি, অন্য হৈতে নয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ১৪ অং ২০ শ্লোকঃ

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥২॥

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম(১)পাতক কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
প্রেমী ভক্তবিয়োগে(২)চাহে দেহ ছাড়িতে
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, তেঁহো না পায় মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগে বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৫২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকঃ

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ॥৩

অন্বয়ঃ।—'হে' অম্বুজাক্ষ! যস্য অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং (চরণপদ্মস্য রজোভিঃ স্নানম্) আত্মতমোঽপহত্যৈ (স্বস্য পাতকবিনাশায়) উমাপতিরিব মহান্তো বাঞ্ছন্তি। ভবৎপ্রসাদং যদি 'অহং' ন লভেয় 'তর্হি' ব্রতকৃশান্ অসূন্ (প্রাণান্) জহ্যাং (ত্যজেয়ং) শতজন্মভিঃ (তব প্রসাদঃ) স্যাৎ।

অনুবাদ।—উমাপতির ন্যায় মহৎ জনেরা নিজ তমোনাশের জন্য যাঁহার চরণকমলের রজোভিষেক ইচ্ছা করেন, হে পদ্মনেত্র শ্রীকৃষ্ণ! যদি সেই আপনার প্রসাদ লাভ না করিতে পারি, তবে উপবাসাদি ব্রত দ্বারা দুর্ব্বল এই প্রাণকে পরিত্যাগ করিব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে শত জন্মেও আপনার অনুগ্রহ হইবে॥৩॥

তথাহি—তত্রৈব একোনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ

সিঞ্চাঙ্গ ন স্ত্বদধরামৃতপূরকেণ,
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা,
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥৪

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে)! নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং (তব হাস্য-দর্শন-মধু-গীতৈঃ সঞ্জাতং কামাগ্নিং) ত্বদধরামৃতপূরকেণ (তব অধরসুধাপ্রদানেন) সিঞ্চ, নোচেৎ বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ (বিরহজাতেন অগ্নিনা দগ্ধদেহাঃ সন্তঃ) 'হে' সখে, তে পদয়োঃ পদবীম্ ধ্যানেন যাম (প্রাপ্স্যাম)।

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তোমার হাস্যযুক্ত বদন অবলোকন এবং মধুর গান দ্বারা সঞ্জাত আমাদিগের কামাগ্নিকে তোমার অধরামৃত জল দ্বারা নির্ব্বাপিত কর, নতুবা হে সখে, আমরা ধ্যানে তোমার চরণসন্নিধান প্রাপ্ত হইব॥৪॥

কুবুদ্ধি (৩) ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

(১) তমোধর্ম্ম—তমোগুণ কার্য্য।
(২) বিয়োগে—বিচ্ছেদে।
(৩) কুবুদ্ধি—দেহত্যাগ বুদ্ধি।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৯অং ৯ শ্লোকঃ

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৫॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি(১)।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে, ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার ॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু জানি নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে ॥
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি, যেন কাষ্ঠযন্ত্র॥
নীচ অধম মুঞি পামর স্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ॥
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥
তোমার শরীরে মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার ॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা, প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥
নিজপ্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা রহি ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজবলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব॥
তবে সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে(২) নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়॥
যৈছে যারে তৈছে নাচাও, সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেই নাহি জানে॥
হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইঁহ করিতে চাহেন বিনাশ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইঁহায়, যেন না করে অন্যায়॥
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে॥
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
ইঁহার সৌভাগ্য গোচর না হয় কাহার॥
তবে মহাপ্রভু দুহাঁরে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥
তোমার দেহ প্রভু কহে 'মোর নিজধন'।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন ॥
নিজদেহে যে কার্য্য না পারে করিতে।
যে কার্য্য করাইবে তোমায় সেহ মথুরাতে॥
যে কার্য্য করায় ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই করিল নিশ্চয় ॥
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আচার নির্ণয়।
তোমার দ্বারা করাইবেন বুঝিল আশয় ॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারতভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ গেল॥
সনাতন কহে তোমা সম কোন আন্(৩)।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্ ॥

(১) ভজনের—সাধনভক্তির। নববিধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।

(২) কুহক—ঐন্দ্রজালিক।

(৩) কোন আন্—অন্য কোন জন।

অবতার-কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচার।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥
আপনি আচরে, কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥
এই মত দুইজন নানা কথা রঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয়ে রহি এক সঙ্গে॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈল রথযাত্রা দরশন॥
রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে (১) করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন॥
বর্ষা চারিমাস রহিল সব ভক্তগণ।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর॥
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবাসনে সনাতনের করাইল মিলন॥
যথাযোগ্য করাইল সবার চরণবন্দন।
তাঁরে করাইল সবার কৃপার ভাজন॥
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন(২)॥
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে (৩) রহিলা॥
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভুসঙ্গে আনন্দ বাড়িল॥
পূর্ব্বে বৈশাখ মাসে যবে সনাতন আইলা।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা॥

(১) তৈছে—পূর্ব্ববৎ।
(২) ভাজন—পাত্র। জ্যেষ্ঠের কৃপাপাত্র, সমানের মৈত্রীপাত্র, কনিষ্ঠের গৌরব-পাত্র।
(৩) চরণে—অর্থাৎ নিকটে।

জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা(৪)আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা॥
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল।
প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাড়িল॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন॥
'প্রভু বোলাঞাছে' এই আনন্দিত মনে।
তপ্তবালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল, তবু গেলা প্রভু স্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে॥
ভিক্ষা-অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশে আইল॥
প্রভু কহে কোন্ পথে আইলা সনাতন।
তিঁহ কহে সমুদ্রপথে করিলুঁ গমন॥
প্রভু কহে তপ্ত বালু কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন নাহি গেলা॥
তপ্তবালুকাতে তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমনে করিলে সহন॥
সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।
কারও সহিত স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ করে॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
যদ্যপিও হও তুমি জগৎপাবন।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন॥

(৪) টোটা—তন্নামক উদ্যান।

এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডু-বসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥
বার বার নিষেধে, তবু করেন আলিঙ্গন।
অঙ্গে বসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥
এই মতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আর দিনে জগদানন্দ সনাতনে মিলিলা॥
দুই জন বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল ॥
ইঁহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে ॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে!
মোর কণ্ডু-বসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়া এ দুঃখ অপার ॥
হিত নিমিত্ত আইলাম, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয়, নারি নির্দ্ধারিতে॥
পণ্ডিত কহে তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন ॥
প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস, তাঁহা সর্ব্ব সুখ পাইয়ে ॥
যে কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন ॥
সনাতন কহে ভাই কৈলে উপদেশ।
তাঁহা যাব, সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ ॥
এত বলি দোঁহে নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিনে মহাপ্রভু মিলিতে আইলা ॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥
দূর হৈতে দণ্ডবৎ করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন॥
অপরাধ ভয়ে তিঁহো মিলিতে না আইল।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঁই আইল ॥
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥
দুই জনে লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥
হিত লাগি আইনু মুঞি হৈল বিপরীতি।
সেবাযোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিতনিতি
সহজ নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডু-বসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শ তুমি বলে॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন ॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবনে যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল ॥
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা তিরস্কার করে ॥
কালিকার পড়ুয়া জগা(১) ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য(২)
তোমারে উপদেশে, বালকের ঐছে কার্য্য॥
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার সৌভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্ ॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দা-রস
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥

---

(১) পড়ুয়া—ছাত্র। জগা—জগদানন্দ।
(২) প্রামাণিক—পণ্ডিত। আর্য্য—মান্য।

কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটু (১) অপ্রবীণ॥
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঁই বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি॥
তোমারে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন॥
বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণেস্তুতিকরায়,ঐছেতোমার গুণ॥
যদ্যপি কারো মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতিস্বভাবে কাহোঁ কোন ভাবোদয়॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমায় লাগে অমৃতসমান॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়॥
প্রাকৃতহৈলেওতোমারদেহনারিউপেক্ষিতে
ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকঃ

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥৬

অন্বয়ঃ।—অবস্তুনঃ দ্বৈতস্য কিং ভদ্রং কিং বা অভদ্রং (কিয়ৎ ভদ্রং কিয়দ্বা অভদ্রং), 'যতঃ' বাচা 'যৎ' উদিতং মনসা ধ্যাতম্ এব চ, তৎ অনৃতম্।

অনুবাদ।—যাহা পৃথক্ বস্তু, তাদৃশ প্রপঞ্চ মধ্যে কোন্ বস্তু ভদ্র ও কোন্ বস্তু অভদ্র অর্থাৎ কত বস্তু ভদ্র ও কত বস্তু অভদ্র তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না। যাহা বাক্য দ্বারা কথিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য, সেই সকলই মিথ্যা অর্থাৎ অবস্তু॥ ৬॥

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণেগবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥৭

টীকা।—কীদৃশা স্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণো বৈষম্যং গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্।

অনুবাদ।—যিনি বিদ্যা ও বিনয়ান্বিত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল ইত্যাদি সকল বস্তুতে সমদর্শী, তিনিই পণ্ডিত॥ ৭॥

তথাহি—তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা
কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী
সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্ত ইতি উচ্যতে।

অনুবাদ।—যাহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি মৃত্তিকাখণ্ডে, পাষাণে ও সুবর্ণে সমবুদ্ধি, সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে যোগারূঢ় বলে॥ ৮॥

আমি ত সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম (২)॥
এই লাগি তোমারে ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম্ম যায়॥
হরিদাস কহে প্রভু, যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি॥
আমা সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীন-দয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার॥
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয়ে আমার যৈছে মন॥
তোমাকেলাল্যআপনাকেলালকঅভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান(৩)॥

(১) বটু—বালক।

(২) জগতের মধ্যে কোন বস্তুই পবিত্র বা অপবিত্র নাই, বিশেষতঃ আমি (শ্রীচৈতন্য) সন্ন্যাসী। জগৎ মিথ্যা বলিয়া সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি।

(৩) পরিজ্ঞান—বিবেচনা।

আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমাসবাকে করোঁমুঞি বালক-অভিমান॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য(১) লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায়॥
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দনসম ভায়(২)।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়॥
হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী, অঙ্গ কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তার কন্দর্পসম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ, ভক্তের চিদানন্দময় (৩)॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম॥
সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে (৪) তাঁর চরণ ভজয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৯ অং ৩২ শ্লোকঃ

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৪৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপযাঞা(৫)
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিল পাঠাইয়া॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ ঠাঁঞি অপরাধী হইতাম তবে॥
পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিনে পাইলাম চতুঃসমের(৬) গন্ধ॥
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম॥
প্রভু কহে সনাতন! না মানিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ॥
এ বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা সনে।
বৎসর বহি(৭) তোমাকে পাঠাব বৃন্দাবনে॥
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহে এই সব ভঙ্গী যে তোমার॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজাইলা॥
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে॥
দুঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময়॥
এই মত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস সনে॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিক্ষাইলা॥
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে॥
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন॥
যে পথে যে গ্রাম নদী, যাঁহা সেই লীলা।
বলভদ্র ভট্টস্থানে সব লিখি নিলা॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া।
সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া॥

---

(১) অমেধ্য—অপবিত্র, অর্থাৎ মলমূত্রাদি।
(২) লাল্যামেধ্য—পুত্রাদির মলমূত্র। ভায়—প্রকাশ পায়, মনে হয়।
(৩) চিদানন্দময়—সচ্চিদানন্দস্বরূপ।
(৪) অপ্রাকৃত দেহে—সেই চিদানন্দময় দেহে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীসনাতন দেহে কণ্ডুপ্রতীতি মাত্র করাইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে কণ্ডু জন্মায় নাই।
(৫) উপযাঞা—জন্মাইয়া।
(৬) চতুঃসমের—মিলিত চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমের।
(৭) বহি—অন্তে।

যেই লীলা পথে প্রভু কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হৈল সনাতনে ॥
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছেআসি রূপগোঁসাঞি তাহারেমিলিল॥
একবৎসররূপগোঁসাঞির গৌড়েবিলম্বহৈল
কুটুম্বের স্থিতি বস্তু (১) বিভাগ করি দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল ॥
সব মনঃকথা গোঁসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন ॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল ॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি ভক্ত-কৃষ্ণ তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা-রস প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥
হরিভক্তি-বিলাস্ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যের যাঁহা পাই পার ॥
আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন।
মদনগোপাল-গোবিন্দেরকৈলসেবাস্থাপন॥
রূপ গোঁসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধুসার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর।
রাধাকৃষ্ণলীলা-রসের যাঁহা পাইয়ে পার ॥
বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব নাটক যুগল।
কৃষ্ণলীলা-রস তাঁহা পাইয়ে সকল ॥
দানকেলি-কৌমুদী আদি লক্ষগ্রন্থ(২)কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজরস বিচারিল ॥

তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিতশ্রীজীবগোঁসাঞি নাম॥
সর্ব্বত্যাগী তিঁহ পিছে আইলা বৃন্দাবন।
তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥
ভাগবত-সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের যাঁহা পাইয়ে পার ॥
গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম-লীলা-রস সব দেখাইল ॥
ষট্‌সন্দর্ভে কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল ॥
জীবগোঁসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥
আজ্ঞা দিল শীঘ্র তুমি যাও বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা আজ্ঞাফল পাইল।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিল ॥
এই তিন গুরু (৩) আর রঘুনাথ দাস।
ইঁহা সবার চরণ বন্দো যার মুঞি দাস ॥
এইত কহিল পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশ্রয় জানি যাহার শ্রবণে ॥
চৈতন্যচরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃসনাতন-সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

(১) স্থিতি বস্তু—স্থাবর সম্পত্তি, জমিদারী প্রভৃতি।

(২) লক্ষ গ্রন্থ—লক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ, অর্থাৎ শ্রীরূপকৃত সমস্ত গ্রন্থের লক্ষ শ্লোক।

(৩) তিন গুরু—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈগুণ্যকীটকলিলঃ
পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং
চৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে॥ ১

টীকা।—বৈগুণ্যকীটৈঃ দোষকৃমিভিঃ কলিলঃ গহনঃ ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ কলিলং গহনং সমে ইত্যমরঃ। পৈশুন্যং খলত্বমেব ব্রণং তৈঃ পীড়িতঃ অতএব দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ অহং চৈতন্যবৈদ্যম্ আশ্রয়ে। তদাশ্রয়মাত্রেণ বৈগুণ্যাদেস্তিরোধানাৎ।

অনুবাদ।—আমি (গ্রন্থকার) খলতারূপ ব্রণে এবং দীনতারূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপ বৈদ্যের আশ্রয় লইলাম॥ ১॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু, জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন॥
একদিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে॥
শুন প্রভু! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাঞাছি তোমার দুর্ল্লভ চরণ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ-কথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানেন, তাঁর মুখে শুনি॥
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হৈল মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণ-কথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণ-কথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কং ২ অং ৮ শ্লোকঃ

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং
বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং
শ্রম এব হি কেবলম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—পুংসাং স্বনুষ্ঠিতঃ (সুষ্ঠু সম্পাদিতঃ) যঃ ধর্ম্মঃ বিষ্বক্সেনকথাসু (হরিপ্রসঙ্গেষু) যদি রতিম্ (অনুরাগম্) ন উৎপাদয়েৎ 'তদা স ধর্ম্মঃ' কেবলং শ্রম এব হি।

অনুবাদ।—(সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ!) অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি হরিকথায় রতি উৎপাদন না করে, তবে তাহা কেবল পরিশ্রমনিমিত্ত হয়॥ ২॥

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গেলা রামানন্দ-স্থানে।
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে॥
রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল॥
দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী॥
তাহা দোঁহে লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্ত্তনে॥
তুমি ইঁহা বসি রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন॥
তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা॥
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন (১)।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জ্জন॥

(১) অভ্যঙ্গ মর্দ্দন—তৈলাদি দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন।

স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন (১)।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন॥
কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব॥
সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাস্যভাব করি আরোপণ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি-প্রেম-সীমা॥
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল (২)॥
সঞ্চারী(৩)সাত্ত্বিক(৪)স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাবপ্রকটন লাস্য (৫) রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট(৬)দেখায়॥
তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তার মন॥
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা॥
মিশ্রে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া॥
বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাঁহা করোঁ(৭)তোমার কিঙ্কর॥
মিশ্র কহে তোমা দেখিতে কৈল আগমনে।
আপন পবিত্র কৈল তোমা দরশনে॥
অতিকাল(৮)দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘরে গেলা॥
আর দিনে মিশ্র আইলা প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে রায় স্থানে॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা॥
আমি ত সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির(৯)নাম যদি শুনি॥
তবহু বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন॥
একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তাঁর দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণসম।
আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে করি এক অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়॥

(১) সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন—অঙ্গসকলকে ভূষিত করিতেছেন।

(২) অভিনয়—অনুকরণ, অর্থাৎ শরীর-চেষ্টাদি দ্বারা গানের গূঢ়ার্থ প্রকাশ করণ শিক্ষা দিলেন।

(৩) সঞ্চারী—নির্ব্বেদাদি ৩৩ ব্যভিচারী ভাব।

(৪) সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি ৮ ভাব। স্থায়ী—শান্ত্যাদি ১২ রতি ভাব।

(৫) লাস্য—নৃত্য। (৬)প্রকট—প্রকাশ করিয়া।

(৭) কাঁহা করোঁ—কি করিব।

(৮) অতিকাল—অসময়।

(৯) প্রকৃতির—স্ত্রীলোকের।

উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম-ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩০ অং ৪১ শ্লোকঃ

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—যঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ 'সন্' ব্রজবধূভিঃ 'সহ' বিষ্ণোঃ ইদং চ বিক্রীড়িতং শৃণুয়াৎ অথ বর্ণয়েৎ, 'সঃ' অচিরেণ ধীরঃ 'সন্' ভগবতি পরাং ভক্তিং প্রতিলভ্য হৃদ্রোগং কামম্ আশু অপহিনোতি (বর্জ্জয়তি)।

অনুবাদ।—যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, তিনি অচিরকালমধ্যে ধৈর্য্য লাভ করিয়া হৃদয়ের রোগরূপ কামকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন॥ ৩॥

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় (১)॥
রাগানুগা-মার্গে (২) জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥
আমিও রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা॥
মোর নাম লইও তিঁহ পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥
শীঘ্র যাও যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে।
এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে॥
রায়-পাশ গেলা রায় প্রণতি করিল।
আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হইল॥

মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥
শুনি রামানন্দ মনে হইল সন্তোষে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের উল্লাসে॥
প্রভু-আজ্ঞায়কৃষ্ণকথাশুনিতেআইলাএথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥
এত কহি তাঁরে লঞা নিভৃতে বসিলা।
'কি কথা শুনিতে চাহ' মিশ্রেরে পুছিলা॥
তিঁহ কহেন যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে॥
অন্যের কি কথা? তুমি প্রভু-উপদেষ্টা।
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখে কৃপা করি কহিবে আপনি॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃতসিন্ধু উথলিলা॥
আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা অন্ত॥
বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানে দিন শেষে॥
সেবক কহিল দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম॥
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল।
'কৃতার্থ হইনু' বলি নাচিতে লাগিল॥
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান-ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইলা প্রভুর চরণ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত মন।
প্রভু কহে 'কৃষ্ণকথা করিলে শ্রবণ॥'
মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি রসময়॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদের দেহ যেমন অপ্রাকৃত, তেমনি তদ্ভাবাবিষ্ট সেবকজনের দেহও অপ্রাকৃত।

(২) রাগানুগা-মার্গে—রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিমার্গে।

মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার(১)।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার ॥
যে সব শুনিল কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর ॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলুঁ আমি॥
প্রভু কহে, রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি ॥
মহানুভবের এইমত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয় ॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥
গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের(২)বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস ॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজে রস প্রেমলীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥
শ্রীচৈতন্যলীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান ॥

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করিয়া লঞা আইলা শুনাইতে ॥
ভগবান্ আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥
প্রথমে নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ আদি যেই কিছু আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥
স্বরূপ শুনিলে যদি লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই ত মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন।
এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম॥
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাবে শ্রবণে ॥
স্বরূপ কহে, তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
যদ্বা তদ্বা (৩) কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥
রস, রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তি-সিদ্ধান্তসিন্ধু নাহি পায় পার ॥
ব্যাকরণ না জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কারে জ্ঞান নাহিক যাহার ॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার ॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
কৃষ্ণ-গৌরপাদপদ্ম যার প্রাণধন ॥

---

(১) পরচার—প্রচার।

(২) ষড়্‌বর্গ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

(৩) যদ্বা তদ্বা—যে সে অর্থাৎ সামান্য।

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয়(১) কাব্য শুনিতে হয় সুখ॥
রূপ যৈছে দুই কাব্য করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥
ভগবান্ আচার্য্য কহে শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিবে বিচার॥
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল॥
সবা লঞা স্বরূপ গোঁসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী(২) শ্লোক পড়িলা॥

তথাহি—বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥ ৪

টীকা।—যঃ প্রকৃত্যা স্বভাবেন জড়ম্ অশেষং বিশ্বং চেতয়ন্ চেতয়িতুং বিকচে প্রফুল্লে কমলে-ইব নেত্রে যস্য তস্মিন্। শ্রীজগন্নাথ ইতি সংজ্ঞা-নামধেয়ং যস্য তস্মিন্নিহ আত্মনি দেহে আত্মতাং প্রপন্নঃ সন্ আবিরাসীৎ প্রকটো বভূব সঃ কনকস্যেব রুচির্যস্য সঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবস্তব ভব্যং কুশলং দিশতু বিদধাতু ইতি।

অনুবাদ।—যিনি স্বভাবতঃ জড় অশেষ বিশ্বের চৈতন্য উৎপাদন করিবার জন্য স্বর্ণকান্তি প্রকটন করিয়াছেন, যাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্ল পদ্ম তুল্য সেই শ্রীজগন্নাথরূপ দেহে জীবাত্মা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন॥ ৪॥

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে(৩)।
স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে॥
কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোঁসাঞি শরীরী মহাধীর (৪)॥

সহজ জড় জগতের চেতনা করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন॥
আরে মূর্খ! আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়(৫)॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
দুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে, তার এই রীতি॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ (৬)।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরের কৈলে অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী (৭) ভেদ।
স্বরূপদেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
*১২৮ অঙ্কধৃত-কৌর্ম্মম্

দেহদেহিবিভাগোঽয়ং
নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ। ৫

টীকা।—অয়ং দেহদেহিনো বিভাগো ভেদ ঈশ্বরে ভগবতি ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রপঞ্চগোচরত্বেঽপি ন বিদ্যতে উভয়োরপি চিদানন্দত্বাৎ।

অনুবাদ।—পরমেশ্বরে দেহ ও দেহীর বিভাগ কখনই হইতে পারে না॥ ৫॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ৯ অং ৩ শ্লোকঃ

নাতঃ পরং পরম! যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২৫ পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬॥

---

(১) বিদগ্ধ আত্মীয়—রসিক ভক্ত।
(২) নান্দী—মঙ্গলাচরণ।
(৩) বাখানে—প্রশংসা করে।
(৪) শ্রীজগন্নাথ হইয়াছেন শরীর, আর শ্রীচৈতন্যদেব হইয়াছেন ঐ শরীরের জীবাত্মা।
(৫) জড়—অচেতন। নশ্বর—অনিত্য। প্রাকৃত—মায়িক। কায়—শরীর।
(৬) প্রমাদ—অনবধানতা।
(৭) দেহী—আত্মা।

তথাহি—তত্রৈব ৯ অং ৪ শ্লোকঃ

তন্বা ইদং ভুবনমঙ্গল ! মঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তদুপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২৫ পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৭॥

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥

তথাহি—শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে ধৃতং সর্ব্বজ্ঞসূত্রম্

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ
সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদে ৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৮॥

শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার।
সত্যবটেগোঁসাঞিইঁহারকরিয়াছেতিরস্কার॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়।
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয়॥
যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহায় লাগে দোষ॥
তুমি যৈছে তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি॥
যৈছে ইন্দ্রাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৫ অং ৫ শ্লোকঃ

বাচালং বালিশং স্তব্ধ-
মজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য
গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—গোপাঃ বাচালং বালিশং স্তব্ধম্ অজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং মর্ত্ত্যং কৃষ্ণম্ উপাশ্রিত্য মে অপ্রিয়ং চক্রুঃ।

অনুবাদ।—গোপগণ বহুভাষী, বালক, অবিনীত, অজ্ঞ, পণ্ডিতমানী ও মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে॥৯॥

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল নাহিক সম্ভাল(১)॥
ইন্দ্র বলে মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন॥
'বাচাল' কহিয়ে বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য।
'বালিশ' তথাপি শিশুপ্রায় গর্ব্বশূন্য(২)॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র 'স্তব্ধ' শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে 'অজ্ঞ' হয়॥
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্য-অভিমানী॥
জরাসন্ধ কহে "কৃষ্ণ 'পুরুষ-অধম'।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু যাহি বন্ধুহন্" (৩)॥
যাঁহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম (৪)।
সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন॥
বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়।
অবিদ্যা-নাশক 'বন্ধুহন্' শব্দে কয়॥
এই মত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন॥
তৈছেএইশ্লোকেতোমারঅর্থেনিন্দাআইসে
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে॥

(১) সম্ভাল—ধৈর্য্য।

(২) "বালিশ·· মনুষ্যাভিমানী"—ইহা উপর্যুক্ত শ্লোকের সরস্বতীকৃত অর্থ।

(৩) না যুঝিমু—যুদ্ধ করিব না। যাহি—যাও। বন্ধুহন্—মাতুল প্রভৃতি বন্ধুজনবিনাশিন্।

(৪) "যাঁহা হইতে·····পুরুষোত্তম"—ইহা পুরুষাধম শব্দের সরস্বতীকৃত অর্থ।

জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইঁহা দারুব্রহ্ম স্থাবরস্বরূপ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ পাঞা।
সেই কৃষ্ণ একতত্ত্ব দুই রূপ হঞা॥
সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন কহি একতা যৈছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥
জগন্নাথ দরশনে খণ্ডায় সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গমব্রহ্ম হঞা॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা॥
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈল।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইল॥
সেই কবি সব ছাড়ি রহিল নীলাচলে।
গৌর-ভক্তগণ-কৃপা কে কহিতে পারে॥
এই ত কহিল প্রদ্যুম্ন-মিশ্র-বিবরণ।
প্রভু আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ-কথার শ্রবণ॥
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা॥
প্রস্তাবে (১) কহিল কবির নাটক-বিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে।
গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত, রসতত্ত্ব জানে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্ন-মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) প্রস্তাবে—প্রসঙ্গে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) কৃপাগুণৈঃ কুগৃহান্ধকূপাৎ রঘুনাথদাসং ভঙ্গ্যা উদ্ধৃত্য স্বরূপে ন্যস্য (সমর্প্য) অন্তরঙ্গং বিদধে অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে।

অনুবাদ।—যিনি কৃপারূপ রজ্জু দ্বারা কুগৃহ-রূপ অন্ধকূপ হইতে কৌশল দ্বারা শ্রীরঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া, স্বরূপে সমর্পণ করিয়া, অন্তরঙ্গ ভক্ত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাগত হইলাম ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ ভয়ে ॥
উৎকট বিরহ দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে সে বৈকল্য (১) প্রভুর বর্ণন না যায় ॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা ॥
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণ সুখের সহায়।
গৌরসুখদান হেতু তৈছে রামরায় ॥

(১) বৈকল্য—কাতরতা।

পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোঁসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ ॥
এই দুই জনার সৌভাগ্য কহনে না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি যারে লোকে গায় ॥
এই মত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ।
এবে শুন ভক্তগণ রঘুনাথের মিলন ॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা ॥
প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ীর প্রায় ॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখি তার মাতাপিতার আনন্দিত মন ॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু-পাশে চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা ॥
হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সেই হয় ত চৌধুরী (২) ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তা (৩) করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥
বার লক্ষ দেয় রাজায় সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুরুক (৪) কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ জ্যেঠা আন, নহে পাইবে যাতনা ॥

(২) চৌধুরী—গ্রামের প্রধান।
(৩) মোক্তা—ছল (পার্শীভাষা), অন্যত্র পাঠ—মকররি (মৌরশ), নেকড়া।
(৪) তুরুক—তুরুকদেশীয় সেই ম্লেচ্ছ।

মারিতে আনয়ে যদি, দেখি রঘুনাথে।
মন ফিরি যায়, তবে না পারে মারিতে ॥
বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছপায় ॥
আমার পিতা জ্যেঠা হন তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই কলহ তোমরা কর সর্ব্বদাই ॥
কভু কলহ, কভু প্রীতি, নিশ্চয় কিছু নাঞি।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি ॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান, জিন্দাপীর (১) প্রায় ॥
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল ॥
ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি তোমা ছাড়াইব করি কোন সূত্র ॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥
তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায়।
আমি ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায় ॥
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যে মতে ভাল হয় করুন্, ভার দিল তাঁরে ॥
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল ॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥
রাত্রে উঠি একেলা চলিলা পলাইয়া।
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া ॥
এইমত বারে বারে পলায় ধরি আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা স্থানে ॥

পুত্র বাতুল হইল রাখহ বান্ধিয়া।
তাঁর পিতা বলে তাঁরে নির্ব্বিণ্ণ (২) হইয়া ॥
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য-ভোগ স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন ॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিব কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহাঁরে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে ॥
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দ গোসাঞিপাশ চলিলা আরদিনে ॥
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন ॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে ॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কত দূরে।
সেবক কহে 'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥'
শুনি প্রভু কহে চোরা! দিলি দরশন।
আয় আয় আজ তোর করিব দণ্ডন ॥
প্রভু বোলায়, তিঁহ নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার শিরে ধরিল চরণ ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয় ॥
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥
দধি-চিড়া ভালমতে খাওয়াও মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ॥
সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
আনি আনি প্রভু আগে সকল ধরিলা ॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন ॥

(১) জিন্দাপীর—শক্তিসম্পন্ন পীর, জীবিত সিদ্ধপুরুষ (পার্শীভাষা)।

(২) তাঁরে—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মাতাকে। নির্ব্বিণ্ণ—দুঃখিত।

আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি হোলনা(১)তাঁহা মাগাইল॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা(২)আনাইল পাঁচসাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি ভিজাইল তাতে॥
এক ঠাঁঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল(৩)দধি চিনি কলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপা-কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে(৪)বসিলা।
সাত কুণ্ডী(৫)বিপ্র তার অগ্রেতে ধরিলা॥
পিণ্ডার উপরে যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-বন্ধন॥
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিড়া, আরে দধি চিড়া কৈল॥
আর যত লোক সব পিণ্ডার তলানে(৬)।
মণ্ডলীবন্ধে বসিলা তার নাহিক গণনে॥
এক এক জনে দুই দুই হোলনা দিল।
দুগ্ধ চিড়া দধি চিড়া দুই ভিজাইল॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নামি দধিচিড়া করয়ে ভক্ষণ॥
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঁঞি পরিবেশন করে॥
হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত॥
নিসক্ড়ি (৭) নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া, ভক্তগণে বাঁটি দিল॥
প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
তুমি ইহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল॥
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥
গোপজাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে।
বড় সুখ পাই আমি পুলিনভোজন-রঙ্গে॥
রাঘবে বসায়ে দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল॥
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু, মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লৈয়া।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায়, ইঁহো কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী চিড়া আর ডাহিনে রাখিলা॥
আসন দিয়া মহাপ্রভু তাহাঁ বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি নিত্যানন্দ-প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥

(১) হোলনা—মালসা।
(২) মৃৎকুণ্ডিকা—গামলা, পাতনা, নাদা।
(৩) ছানিল—মিশ্রিত করিল।
(৪) পিণ্ডা—বেদী।
(৫) কুণ্ডী—গামলা, মালসা।
(৬) তলানে—তলে অর্থাৎ নিম্নস্থানে, (অথবা) সমতল স্থানে।
(৭) নিসক্ড়ি—অন্ন ডাল প্রভৃতি ভিন্ন ফল-মূল সন্দেশ প্রভৃতি।

আজ্ঞা দিল "হরি বলি করহ ভোজন"।
"হরি হরি" ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥
"হরি হরি" বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিনভোজন সবার হইল স্মরণ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভু মহা কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন ॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনাপুলিন, জ্ঞান কৈলা ॥
মহোৎসব শুনি(১)পসারি নানাগ্রামহৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মুল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মুল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥
আর তিন কুণ্ডিকায় যেবা অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-গলে দিল ॥
সেবকে তাম্বূল লঞা করিল অর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সবারে বাঁটি দিল ॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া ॥
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিড়াদধি-মহোৎসব খ্যাত নাম যার ॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি, দিন শেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥
ভক্তগণে নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্য জন ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন ॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যাঁর নৃত্য দেখিবারে ॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা।
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া ॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা ॥
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবে শেষে পরিবেশন কৈলা ॥
নানাপ্রকার পায়স পিঠা দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
রাঘব ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসেন বার বার ॥
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভুর লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়য় ॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন ॥
দুই ভাইকে রাঘব আনি পরিবেশে।
যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে ॥
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের গৃহে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী ॥
দুর্ব্বাসার ঠাঁই তিঁহ পাইয়াছেন বর।
অমৃত হৈতে পাক তাঁর অধিক মধুর ॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই খাঞা পাইল সন্তোষ অপার ॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে ইঁহ পাছে করিবে ভোজন ॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন ॥
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্য-চন্দন ॥
বিঁড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিল বিঁড়া মাল্য-চন্দন ॥

রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তাঁরে॥
কহিল চৈতন্যপ্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিবে বন্ধন॥
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে প্রভুর সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু, সর্ব্বত্র সদা বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ॥
প্রভাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ-বন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন॥
অধম পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্য-চরণ॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে, কভু সিদ্ধ নয়॥
যত বার পালাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনে রাখেন বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেও পায়॥
অযোগ্য মুই, নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দাও গোঁসাঞি! হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাও' কর আশীর্ব্বাদ॥
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়-সুখ ইন্দ্রের সমানে॥
চৈতন্য-কৃপাতে সেহো নাহি ভায় মানে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পায় চৈতন্য-চরণে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কং ১৪ অং ৪৩ শ্লোকঃ

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্
সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলব-
দুত্তমশ্লোকলালসঃ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদে ১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥২॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা॥
তুমি করাইলে এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈল আগমন॥
কৃপা করি কৈল চিড়া-দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
"অন্তরঙ্গ ভৃত্য" করি রাখিবেন চরণে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ॥
সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ'সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল॥
প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল॥
যুক্তি করি শত মুদ্রা সোণা তোলা-সাতে।
নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে॥
তারে নিষেধিল, প্রভুকে এবে না কহিবে।
নিজ ঘরে যাবে যবে, তবে নিবেদিবে॥
তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর-দর্শন করাইয়া মালাচন্দন দিলা॥
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে রঘুনাথ দাস কহে পণ্ডিতেরে॥
প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ॥
বিশ, পঞ্চদশ, বার, দশ, পঞ্চ, দ্বয়।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয়॥
সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা॥
এক শত মুদ্রা আর সোণা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয়॥
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা॥

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন॥
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকের গণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥
তা সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহি(১) ধরা পড়ে॥
এই মত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে॥
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ॥
বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ, হয়েন পুরোহিত॥
অদ্বৈতাচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ হন।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন॥
অঙ্গনে আসিয়া তিঁহো যবে দাঁড়াইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুর-সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে॥
রঘুনাথে কহে, তাঁরে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষ রাত্রে নিদ্রায় পড়িলা॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব-দিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্র সাধি পাঠাব তোমার স্থানে॥
তুমি ঘর যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়॥
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে ভাল মোর এই ত প্রসঙ্গে॥
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন॥

(১) তবহি—তখনই।

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যান বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে॥
পঞ্চদশক্রোশ চলি গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে(২)
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা॥
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু-পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া॥
তিঁহো কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর।
'পলাইল রঘুনাথ' হৈল কোলাহল॥
তাঁর পিতা কহে গৌড়ের সব ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া।
দশজন যাহ তারে আনহ ধরিয়া॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রেরে তুমি পাঠাইবে বাহুড়িয়া(৩)
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশজন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিলা।
শিবানন্দ কহে তিঁহো এথা না আইলা॥
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘর।
তাঁর মাতা পিতা হৈল চিন্তিত-অন্তর॥
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িলা সরাণ(৪)।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ॥
ভক্ষণ নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ প্রাপ্তে মন॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখয় পরাণ॥

(২) বাথানে—প্রান্তর মধ্যে গোপদিগের গো প্রভৃতি থাকিবার স্থানে।
(৩) বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া।
(৪) সরাণ—প্রসিদ্ধ রাজপথ।

বারদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন ॥
স্বরূপাদি সহ গোঁসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া ॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত।
মুকুন্দ দত্ত কহে 'এই আইল রঘুনাথ' ॥
প্রভু কহে 'আইস' তিঁহো ধরিলা চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভুকৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল(১)বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥
রঘুনাথ কহে আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা, এই মাত্র মানি॥
প্রভু কহেন তোমার পিতা-জ্যেঠা দুইজনে।
চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি আজা(২)করি মানে॥
চক্রবর্ত্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব আমি তারে করি পরিহাস ॥
ইহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায় ॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা ॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হঞা ॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্রভৃত্যরূপে ইঁহা কর অঙ্গীকারে ॥

তিন রঘুনাথ (৩) নামে হয় আমার স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈল ইহার নামে ॥
এত কহি রঘুনাথের হস্তেতে ধরিয়া।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে দিল সমর্পিয়া ॥
স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি ॥
পথে ইঁহো করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কত দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ (৪) ॥
রঘুনাথে কহে যাই কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন ॥
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হৈয়া করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন॥
তবে রঘুনাথ যাই সমুদ্রে স্নান কৈলা।
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ-পাশ আইলা॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হঞা তবে প্রসাদ পাইল ॥
এই মত রহে তিঁহ স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চদিনে ॥
আর দিন হৈতে পুষ্প অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন ॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঁই অন্ন দেয়ান কৃপা ত করিয়া॥
এই মত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ঠাড়া রহে (৫) সিংহদ্বারে।

---

(১) কাড়িল—উদ্ধার করিল।

(২) আজা—মাতামহ। হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসকে মাতামহ করিয়া মানি।

(৩) তিন রঘুনাথ—তপনমিশ্রের পুত্র এ[illegible] রঘুনাথ, দ্বিতীয় রঘুনাথ বৈদ্য, তৃতীয় রঘুনাথ দাস

(৪) সন্তর্পণ—লঙ্ঘনাদিজনিত শুষ্ক শরীরকে সরস করার নাম সন্তর্পণ।

(৫) ঠাড়া রহে—দাঁড়াইয়া থাকে।

সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নাম-সংকীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥
কেহ ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে যায়॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর-ভগবান্ ॥
প্রভুকে গোবিন্দ কহে রঘু প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে ঠাড়া হঞা মাগি খায় ॥
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর (১) পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
আর দিনে রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে ॥
কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু করেন উপদেশ ॥
প্রভু-আগে কথা মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ বাত ॥
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে ॥
কি মোর কর্ত্তব্য? মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ ॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥

তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয় ॥
গ্রাম্য-বার্ত্তা(৩)না শুনিবে,গ্রাম্য না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ২০ অঙ্কধৃতং পদ্যম্

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে ৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥
পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে ॥
হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবার করিল মিলন ॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
সবা লঞা কৈল প্রভু বন্য-ভোজন ॥
রথযাত্রায় সবা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাল দশজন॥
তোমারে পাঠাতে পত্রী পাঠাইল আমারে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে॥
চারি মাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥
সেই মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভু-স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা ॥

(১) শিশ্নোদর—শিশ্ন (পুরুষ-চিহ্ন)+উদর (পেট)।

(৩) গ্রাম্য-বার্ত্তা—বৈষয়িক কথা, অর্থাৎ মনোবিক্ষেপক স্ত্রীপুরুষাদির কথা।

গোবর্দ্ধনের পুত্র তিঁহো নাম রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ॥
শিবানন্দ কহে তিঁহো হয় প্রভু-স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহো, কেবা নাহি জানে॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহো হয় প্রাণসম॥
রাত্রিদিন করে তিঁহো নাম-সংকীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ॥
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে॥
শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখী বড় হইলা।
পুত্র ঠাঁই দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥
চারি শত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঁই পাঠাইলা ততক্ষণ॥
শিবানন্দ কহে তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যবে যাই তবে আমা সঙ্গে যাইবা॥
এবে সবে ঘরে যাহ, আমি যবে যাব।
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে ত লইব॥
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবি-কর্ণপূর।
রঘুনাথের মহিমা, গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর॥

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ১০৩ শ্লোকঃ

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ
শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ
প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ সততং
স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো
নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ আচার্য্যঃ যদুনন্দনঃ তচ্ছিষ্যঃ মাদৃশাং প্রাণাধিকঃ শ্রীচৈতন্য-কৃপাতিরেকঃ সততং স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ঃ বৈরাগ্যৈক-নিধিঃ রঘুনাথঃ নীলাচলে তিষ্ঠতাং কস্য ন বিদিতঃ।

অনুবাদ।—বাসুদেবদত্তের প্রিয়তম কৃপা-পাত্র, যদুনন্দন-আচার্য্য-শিষ্য, বিবিধ গুণের আধার রঘুনাথ দাস আমাদিগের প্রাণাধিক। নীলাচল-বাসী জনগণের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাতিশয়লাভে স্নিগ্ধ, স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় ও বৈরাগ্যের সাগর সেই রঘুনাথ দাসকে না জানেন? ৪॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৪ শ্লোকঃ

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা,
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং,
তৎপ্রেম-শাখী ফলবানতুল্যম্॥ ৫

টীকা।—যো রঘুনাথদাসঃ সর্ব্বেষাং লোকানাং একা যা মনসঃ অভিরুচিঃ সর্ব্বতোঽধিকা প্রীতিস্তয়া কাচিদনির্ব্বচনীয়া অকৃষ্টপচ্যা কর্ষণব্যতিরেকেণ ফলপাকজনিকা। সৌভাগ্যভূরভূৎ। যত্র যস্যাং ভুবি তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রেমশাখী প্রেমতরুঃ আরোপণতুল্যকালং বীজবপনসমকালমেব অতুল্যং যথাস্যাত্তথা ফলবান্ জাত ইতি।

অনুবাদ।—যে রঘুনাথদাস সকল লোকের মনের অসাধারণ প্রীতিবিষয় হেতু অকৃষ্টপচ্যা (যে ভূমিতে কর্ষণাদি ব্যতীত শস্যাদি হয়) সৌভাগ্য-ভূমি, যে সৌভাগ্যরূপ ভূমিতে বপন করিবা-মাত্রই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেম-বৃক্ষ রোপণ-সমকালেই অনুপম ফলবান্ হয়॥ ৫॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে॥
সেই বিপ্র, ভৃত্য চারি শত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥
রঘুনাথ দাস তাহা অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লঞা তিন জনা তাঁহাত্রি রহিল॥
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন।
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥

দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য ঠাঁই করে এতেক গ্রহণ ॥
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ॥
মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন ॥
রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল ॥
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহাঁর জানি প্রভুর মন ॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল ॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হবে এই মূর্খ জন ॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল ॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা-ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥
কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল ॥
গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা-লাগি ঠাড়া রহে সিংহদ্বারে ॥
স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখ অন্ন চাঞা।
ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া ॥
প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার ॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য বাক্যম্

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি,
অনেন দত্তময়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি, অনেনাপি
ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ—অয়ম্ আগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি, অনেন দত্তম্, অয়ম্ অপরঃ সমেতি, অয়ং দাস্যতি, অনেন অপি ন দত্তম্, অন্যঃ সমেষ্যতি সঃ দাস্যতি।

অনুবাদ।—এই জন আসিতেছে, এই জন দান করিবে, এই ব্যক্তি দান করিয়াছিল, ঐ আর একজন আসিতেছে, ও দান করিবে এই ব্যক্তি দান করে নাই আর কেহ আসিয়া দান করিবে (ভিক্ষার্থীর বেশ্যার ন্যায় এইরূপ চিন্তা অনুচিত)॥ ৬ ॥

ছত্রে গিয়া যথালাভ উদরভরণ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
এত বলি তারে পুনঃ প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধন-শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥
শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহো সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধন-শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥
গোবর্দ্ধন-শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু ধরে শিরে ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণকলেবর' ॥
এই মত শিলা মালা তিন বৎসর ধরিলা।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিলা ॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
এক কুজা জল, আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা কৈলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥
এক বিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুজা আনিবারে পানী ॥

এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥
প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥
জল-তুলসী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥
এইমত দিনকতক করেন পূজন।
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তাঁরে কহিল বচন॥
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম॥
তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান॥
রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইল।
গোঁসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল॥
শিলা দিয়া মোরে গোসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া স্থান দিল রাধিকা-চরণে॥
আনন্দে রঘুনাথ বাহ্য হৈল বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ॥
অনন্ত-গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড সেহ নহে কোনদিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা-লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনা করে নির্ব্বেদ বচন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ১৫ অং ৩২ শ্লোকঃ

আত্মানঞ্চেদ্‌বিজানীয়াৎ
পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতো-
র্দ্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—আত্মানং চেৎ পরং (পরমাত্মানং) বিজানীয়াৎ, জ্ঞানধুতাশয়ঃ (জ্ঞানেন ধুতঃ ক্ষালিতঃ আশয়ঃ বিষয়বাসনা যস্য সঃ) কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোঃ লম্পটঃ 'সন্' দেহং পুষ্ণাতি।

অনুবাদ।—জ্ঞানদ্বারা যাহার বাসনা বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন, তবে তিনি কি অভিলাষে, কি নিমিত্ত বিষয়লোলুপ হইয়া দেহ পোষণ করিবেন? (অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির কখন দেহাদিপ্রতিপালনে আসক্তি হয় না)॥ ৭॥

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত শড়ি যায় (১)॥
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
শড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥
ভিতরের দড় মাজি যেই ভাত পায়।
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায়॥
এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥
স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি॥
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিল।
আর দিন তাহা আসি কহিতে লাগিল॥
খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেও কেনে।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
'তোমার যোগ্য নহে' বলি বলে কাড়ি নিলা॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥
এই মত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

(১) শড়ি যায়—গলিত হয়।

তথাহি—চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ১১ শ্লোকঃ

মহাসম্পদ্দাবা-
দপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে
কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং
প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—যঃ পতিতং কুজনং মাম্ অপি মহা-সম্পদ্দাবাৎ (বিষয়রূপদাবানলাৎ) অপি কৃপয়া উদ্ধৃত্য স্বীয়ে স্বরূপে ন্যস্য (সমর্প্য) মুদিতঃ, প্রিয়-মপি উরোগুঞ্জাহারং গোবর্দ্ধনশিলাং চ মে দদৌ 'সঃ' গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

অনুবাদ।—যিনি পতিত ও ঘৃণিত আমাকেও (শ্রীরঘুনাথ দাসকে) মহাসম্পত্তিরূপ দাবানল হইতে কৃপাগুণে উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হয়েন এবং পরম প্রিয় বক্ষস্থলের গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া, পরমানন্দ সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৮ ॥

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে রঘুনাথমিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজ-
মকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন
পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥ ১

টীকা।—চৈতন্যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য চরণাবেব অম্ভোজে তয়োর্ম্মকরন্দঃ তং লিহন্তি যে তান্ সতঃ সাধূন্ ভজে বন্দে, যেষাং প্রসাদেন অতিপাষণ্ডোঽপি অমরো ভবেৎ।

অনুবাদ।—যাঁহাদিগের অনুগ্রহে অতি পাষণ্ডও অমর হইতে পারে, সেই চৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মকরন্দলেহনশীল ভক্তগণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥
এই মত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিল আসিয়া ॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবত বুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন ॥
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে ॥
তোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥
তোমাকে যে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে কৃতার্থ হবে, ইথে কি বিচিত্র ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কং ৩১ অং ৩০ শ্লোকঃ

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং
সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শ-
পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং গৃহাঃ সদ্যঃ বৈ শুধ্যন্তি, 'তেষাং' দর্শন-স্পর্শন-পাদশৌচাসনাদিভিঃ কিং পুনঃ।

অনুবাদ।—যাঁহাদিগের স্মরণ মাত্রেই গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন (১) ॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি, এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, ইথে নাহি আন ॥
জগতে করিলে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে বিল্বমঙ্গল-শ্লোকঃ

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য
সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি
প্রেমদো ভবতি ॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে ৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

(১) শ্রীকৃষ্ণকার্য্য সংকীর্ত্তন প্রচার ও প্রেমদান করাতে তুমিও (শ্রীচৈতন্য) সেই শ্রীকৃষ্ণ।

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি কৃষ্ণভক্তি
অদ্বৈত-আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তে নাহি যাঁর সম।
অতএব অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁর নাম॥
যাঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি॥
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত, কৃষ্ণপ্রেমের সাগর॥
ষড়্‌দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম॥
তিঁহো দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণ-ভক্তিমাত্র সার॥
রামানন্দ রায় মহাভাগবত প্রধান।
তিঁহো জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানযুক্ত, কেবল ভাব আর (১)।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে নাহি পাই ব্রজেন্দ্রকুমার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৯ অং ১৭ শ্লোকঃ

নায়ং সুখাপো ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং
যথা ভক্তিমতামিহ॥ ৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৪॥

'আত্মভূত' শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।

তথাহি—তত্রৈব ৪৭ অং ৫ঃ শ্লোকঃ

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ! উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ৫৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৫॥

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন॥
'মোর সখা, মোর পুত্র' এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ১২ অং ৩৬ শ্লোকঃ

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্য-পুঞ্জাঃ॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৬॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৮ অং ৩৬ শ্লোকঃ

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্!
শ্রেয় এব মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা
পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

ঐশ্বর্য্য দেখিলে শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান।
ঐশ্বর্য্য হইতে কেবলা ভাব প্রধান॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৮ অং ৩৫ শ্লোকঃ

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ
সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং
হরিং সামন্যতাত্মজম্॥ ৮

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদে ৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ৮॥

যে সব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ॥

(১) ভাব—প্রেম। ব্রজেন্দ্রকুমারকে পরব্যোমনাথ নারায়ণাদি ঈশ্বররূপে ভজন করায় সেই নারায়ণাদি রূপেরই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু শুদ্ধ মাধুর্য্য নন্দকুমার রূপের ভজন না করাতে তাঁহার প্রাপ্তি হয় না, কেননা যে জন যে রূপের ভজন করিবে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হইবে, নচেৎ অভীষ্টসিদ্ধি হয় না।

কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাব॥
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর-রস জ্ঞান॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধ হীন।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ২১ অং ১৯ শ্লোকঃ

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভি-র্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥৯॥

গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন॥

তথাহি—তত্রৈব ১০ স্কং ৩১ অং ১৭ শ্লোকঃ

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥১০

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১০॥

সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি(১)।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী॥

তথাহি—তত্রৈব ৩২ অং ১৭ শ্লোকঃ

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥১১

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥১১॥

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হৈতে কেবলা ভাব প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান॥
তিঁহো যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ॥

(১) সর্ব্বভক্তি-জিনি—দাস্যাদি সকল প্রকার ভক্তিকে জয় করিয়া। তার—অর্থাৎ গোপীদের।

হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
প্রতিদিন লয় তিঁহো তিন লক্ষ নাম॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঁই শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি॥
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী॥
আমি সে বৈষ্ণব-ভক্তি-সিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি হইল সে খর্ব্ব॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ সবারে দেখিবার॥
ভট্ট কহে এ সব বৈষ্ণব রহেন কোন্ স্থানে।
কোন্ প্রকারে পাইব ইহাঁ সবার দর্শনে॥
প্রভু কহে কেহ ইহাঁ, কেহ রহে গঙ্গাতীরে।
সে সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে॥
ইহাঁই রহেন সবে বাসা নানাস্থানে।
ইহাঁই পাইবে তুমি সবার দর্শনে॥
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন।
সর্ব্ব সহিতে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥
আর দিনে সব বৈষ্ণব প্রভু-স্থানে আইলা।
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা॥
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ সবার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার(২)॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইল॥

(২) ভট্টকে খদ্যোত (জোনাকী পোকা)-আকার বলাতে বৈষ্ণবগণকে সূর্য্য আকার বলা হইল।

পরমানন্দ-পুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
এক দিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে প্রভু বসিলা, আগে পাছে ভক্তগণ॥
গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যেকে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব, দামোদর ॥
মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহু আনাইল।
প্রভু সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিল ॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে "হরি হরি"।
হরিধ্বনি উঠিল তবে ব্রহ্মাণ্ড ভরি ॥
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সবার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল ॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস, রাঘব পণ্ডিত, আর গদাধর ॥
সাত জন সাত ঠাঞি করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥
দেখি বল্লভ ভট্টের হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভার ॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিলা।
পূর্ব্ববৎ আপনি নৃত্য করিতে লাগিলা ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
'এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' ভট্টের হইল নিশ্চয় ॥
এই মত রথযাত্রা সকলে দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥
যাত্রা অনন্তরে (১) ভট্ট যাই প্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥

(১) যাত্রা অনন্তরে—রথযাত্রার পর।

ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনি মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥
প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নাহি অধিকারী ॥
বসি 'কৃষ্ণনাম' মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে॥
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে ॥
প্রভু কহে, কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন এই মাত্র জানি ॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অনর্থোপশম ইত্যস্য
ব্যাখ্যায়াং ধৃতো নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণনাম্নঃ রূঢ়িঃ (প্রসিদ্ধিঃ) ইতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ।

অনুবাদ।—তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং যশোদার স্তনপানকারী, ইহাতেই কৃষ্ণনামের প্রসিদ্ধার্থ, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের নির্ণয় ॥ ১০ ॥

অই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার (২)।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥
ফল্গুর বল্গন প্রায় (৩) ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি, করিল উপেক্ষা ॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর।
প্রভু-বিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥
তবে ভট্ট যাই পণ্ডিত গোঁসাঞির ঠাঞি।
নানামত প্রীতি করে করি আসি যাই ॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥
লজ্জিত হইল ভট্ট, হৈল অপমান।
দুঃখিত হইয়া গেল পণ্ডিতের (৪) স্থান ॥
দৈন্য করি কহে লৈনু তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন ॥

(২) নির্দ্ধার—নিশ্চয়।
(৩) ফল্গুর বল্গন প্রায়—বৃথাবাক্য তুল্য, অথবা অসার।
(৪) পণ্ডিতের—গদাধরের।

"কৃষ্ণনাম" ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত, করয়ে সংশয়।
কি করিব, ইহা করিতে না পারি নিশ্চয়॥
যদ্যপি পণ্ডিত না কৈলা অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার॥
আভিজাত্যে(১)পণ্ডিতকরিতেনারেনিষেধন
এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ, লইনু শরণ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে তাঁরে রোষ॥
প্রত্যহ বল্লভভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে।
উদ্গ্রাহাদি প্রায়(২)করে আচার্য্যাদি সনে॥
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত-স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥
আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়॥
একদিন ভট্ট তবে পুছিল আচার্য্যেরে।
জীব-প্রকৃতি(৩)পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে।
পতিব্রতা নারী পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও, কোন্ ধর্ম্ম হয়॥
আচার্য্য কহে আগে তোমার ধর্ম্ম-মূর্ত্তিমান্।
ইঁহারে পুছ, ইঁহ করিবেন প্রমাণ॥
প্রভু কহেন তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম্ম।
স্বামীর আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই মনোদুঃখে করেন চিন্তন॥

(১) আভিজাত্যে—লজ্জায়।
(২) উদ্গ্রাহাদি প্রায়—কালান্তরকৃত প্রশ্নের উত্তরকে উদ্গ্রাহ বলে, তাহার মত।
(৩) জীব-প্রকৃতি—স্ত্রী।

নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত(৪)।
একদিন উপরে যদি পড়ে মোর বাত॥
তবে সুখ হয়, আমার সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥
আর দিন আসি বসিলা প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে, যাঁহা যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি,তাতে স্বামী নাহি মানি॥
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন॥
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা॥
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার॥
নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধে ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে॥
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা॥
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন॥
'আমি জিতি' এই গর্ব্ব শূন্য হউক চিত।
ঈশ্বর-স্বভাব করে সবাকার হিত॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান॥
আমার হিত করেন ইঁহো আমি মানি দুখ।
কৃষ্ণের উপর কৈল যৈছে ইন্দ্র মূর্খ॥
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইলে শরণে॥
আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ, পাণ্ডিত্য প্রকাশিল॥

(৪) হয় কক্ষাপাত—স্বপক্ষ স্থির থাকে না।

তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি অজ্ঞ হিতস্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিল অজ্ঞান॥
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধ গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম, লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥
প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥
শ্রীধর-স্বামী নিন্দি তুমি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর-স্বামী নাহি মান, এত গর্ব্ব ধর॥
শ্রীধরস্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন(১)সেই লোক না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥
অপরাধ ছাড়ি, কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
ভট্ট কহে যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তারে সুখ দিতে॥
'জগতের হিত হউক' এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি, করে তাঁর হৃদয় শোধন॥
স্বগণসহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা॥
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামার প্রায় প্রেম বাম্যস্বভাব (২)॥

বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভুসনে।
অন্যোন্যে খটপটি (৩) চলে দুই জনে॥
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণীদেবীর যৈছে দক্ষিণ (৪) স্বভাব॥
তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ নাহি উপজয়॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস॥
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥
বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য-উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তিঁহো করেন সেবন॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল-উপাসনায় মন হৈল॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে॥
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই মহাপ্রভু দেন ওলাহন (৫)॥
এইমত ভট্টের কতক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হৈল॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহিতে লাগিলা।
পরীক্ষিতে মহাপ্রভু তোমা উপেক্ষিলা॥
তুমি কেন আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন।
ভীতপ্রায় হঞা কেন করিলে সহন॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ(৬) করি ভাল নাহি মানি॥
যেই কহে সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনি করিবেন কৃপা দোষাদি বিচারি॥

(১) অস্তব্যস্ত লিখন—অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রের মীমাংসা না করিয়া যথেচ্ছভাবে লেখা।

(২) বাম্য স্বভাব—বক্র স্বভাব।

(৩) খটপটি—কথা কাটাকাটি, বাদানুবাদ।

(৪) দক্ষিণ—সরল।

(৫) ওলাহন—তিরস্কার।

(৬) হঠ—বিবাদ অর্থাৎ বলপ্রকাশ।

এত বলি পণ্ডিত প্রভু স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সবা শুনাইয়া কহে মধুর বচন ॥
আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা ॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা ॥
পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহনে না যায়।
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হৈল যায় ॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
গদাইর গৌরাঙ্গ বলি যারে লোকে গায় ॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥
পণ্ডিতের সৌজন্যতা ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন ॥
অভিমান-পঙ্ক ধুইয়া ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারা আর সব লোক শিখাইল ॥
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সেই নাশ যায় ॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে যার দৃঢ় ভক্তি ॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা নিজগণ ॥
তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত ঠাঁঞি পূর্ব্ব প্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল ॥
এইত কহিল বল্লভভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্ট-
মিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং
রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো
ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে যঃ রামচন্দ্র-পুরীভয়াৎ লৌকিকাহারতঃ স্বং ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ।

অনুবাদ।—যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে স্বীয় লৌকিক ভিক্ষান্ন সঙ্কোচ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করি॥১॥

জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার॥
জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ।
জগৎ বাঁধিল যিঁহো দিয়া প্রেম-ফান্দ॥
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগৎ নিস্তার॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যাঁর প্রাণধন॥
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে॥
হেনকালেরামচন্দ্রপুরীগোঁসাঞিআইলা।
পরমানন্দ-পুরী আর প্রভুরে মিলিলা॥
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরী গোঁসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তিঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি॥
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥

জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তিঁহো নিন্দার লাগিয়া॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী জগদানন্দ শুন।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইল।
আপনি আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিল॥
শুনি চৈতন্যের গণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন॥
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াইয়া কর ধর্ম্ম নাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খায়, বৈরাগ্যে নাহি ভাস॥
এই ত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পাছে নিন্দা করে, আগে বহুত খাওয়াইয়া॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্র-পুরী করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্র-পুরী তবে আইল তাঁর স্থান॥
পুরীগোঁসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
মথুরা না পাইনু বলি করেন ক্রন্দন॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥
তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
চিদ্‌ব্রহ্ম হৈয়া কেন করহ ক্রন্দন॥
শুনি মাধবেন্দ্র-মনে দুঃখ উপজিল।
'দূর দূর পাপিষ্ঠ' বলি ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণকৃপা না পাইনু না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই যা যথি তথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্‌গতি॥

কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি মরোঁ নিজ দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে॥
মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল॥
শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী নাহি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥
ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিলেন কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন।
এই দুই দ্বারা শিক্ষাইল জগজন॥
জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তিঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৪০০ অঙ্কধৃতং মাধবেন্দ্র-পুরীবাক্যম্

অয়ি! দীনদয়ার্দ্র নাথ! হে
মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব-বিশেষ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর॥
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোঁসাঞির নির্য্যাণ।
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান্॥
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহে নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব কভু রহে কোন স্থলে॥
নিমন্ত্রণ নাহি কাঁহা করেন নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতি লয়েন নিশ্চয়॥

প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খায় তিন জন॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ণয়॥
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রমাণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ॥
এই নিন্দা করি কহে সবলোক স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম॥
যত নিন্দা করে প্রভু তাহা সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর॥

তথাহি রামচন্দ্রপুরীবাক্যম্ ;—

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ,
তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়-
মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অত্র রাত্রৌ ঐক্ষবং মিষ্টান্নম্ আসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি, অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনাম্ ইয়ম্ ইন্দ্রিয়লালসা ইতি ব্রুবন্ উত্থায় গতঃ।

অনুবাদ।—"গত রাত্রে এই স্থানে মিষ্টান্ন ছিল, সেই হেতু এত পিপীলিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; কি আশ্চর্য্য, বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এতাদৃশী ইন্দ্রিয়-লালসা" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন॥ ৩॥

প্রভু পূর্ব্বে পূর্ব্বে নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন(১)॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্রে বেড়ায়।
তাহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়॥

(১) কল্পিত নিন্দন—মিথ্যা নিন্দা।

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সঙ্কোচিত মন।
গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু কহেন বচন॥
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভাগের এক চৌঠি(১) পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে এথা আমা না দেখিবা॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহিল এই বাত।
শুনি সবার মাথে যেন হৈল বজ্রপাত॥
রামচন্দ্রপুরীকে সবাই দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবার॥
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠি ভাত পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন॥
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন।
দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ॥
এইরূপে মহাদুঃখে দিন কত গেল।
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইল॥
প্রণাম করি পুরীর কৈল চরণ-বন্দন।
প্রভুকে কহেন কিছু হাসিয়া বচন॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন।
এত শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥

তথাহি—শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৬ অং ১৬।১৭ শ্লোকৌ

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি
ন চাত্যন্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য
জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন॥ ৪

অন্বয়ঃ।—(হে) অর্জ্জুন! অত্যশ্নতঃ অপি 'জনস্য' যোগঃ ন অস্তি, অত্যন্তম্ অনশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি, অতিস্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রাশীলস্য) চ যোগঃ ন অস্তি, অতিজাগ্রতঃ চ ন এব যোগঃ অস্তু।

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন, অত্যন্ত ভোজনকারী বা সর্ব্বথা ভোজনত্যাগী, অতিশয় নিদ্রাশীল বা অতিশয় জাগরণশীল জনের যোগানুষ্ঠান হইতে পারে না॥৪॥

যুক্তাহারবিহারস্য
যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য
যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যুক্তাহার-বিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য যুক্তস্বপ্নাববোধস্য 'জনস্য' দুঃখহা (দুঃখনাশকঃ) যোগঃ ভবতি (সিধ্যতি)।

অনুবাদ।—যাহার আহার বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা এবং জাগরণ নিয়মিত, তাহারই দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ সমাধি হয়)॥৫॥

প্রভু কহে অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য সে আমার॥
এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোঁসাঞি শুনিলা॥
আর দিনে ভক্তগণসহ পরমানন্দপুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্য বিনয় করি॥
রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুকস্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ॥
পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করিয়া।
যেবা খায় তারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন।
এত অন্ন খাও, তোমার আছে কত ধন॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ভাস॥
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তিঁহো করেন সদায়॥
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ॥

(১) এক চৌঠি—এক চতুর্থাংশ।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ২৮ অং ১ শ্লোকঃ

পরস্বভাবকর্ম্মাণি
ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্
প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ 'সহ' বিশ্বম্ একাত্মকং পশ্যন্ পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ।

অনুবাদ।—এক পরমাত্মাই যাহার আত্মা, তাদৃশ বিশ্বের প্রকৃতিকে পুরুষের সহিত অভিন্ন দর্শন করতঃ পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে প্রশংসা অথবা নিন্দা করিবে না॥ ৬॥

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া।
পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥

তথাহি পাণিনিসূত্রম্ :—

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্ব্বলবান্॥ ৭

অনুবাদ।—পূর্ব্ববিধি ও পরবিধি এ দুয়ের মধ্যে পরবিধি বলবান্॥ ৭॥

যাহাঁ গুণ শত আছে না করে গ্রহণ।
গুণ-মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥
ইঁহার স্বভাব ইহাঁ কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায়॥
ইহার বচনে কেন অন্ন ত্যাগ কর।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর॥
প্রভু কহে সবে কেন পুরীকে কর রোষ।
সহজ ধর্ম্ম করে তিঁহো, তার কিবা দোষ॥
যতি হঞা জিহ্বা লম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতি (১) ধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে অল্পমাত্র খায়॥
তবে সবে মিলি প্রভুকে বহু যত্ন কৈল।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল॥
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুই জন ভোক্তা, কভু তিন জনে॥
অভোজ্যান্ন (২) বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কড়ি দুই পণ॥

(১) যতি—সন্ন্যাসী।

(২) অভোজ্যান্ন—যাহার হস্তে অন্ন ভোজন করিতে পারা যায় না এরূপ।

ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে॥
পণ্ডিত গোঁসাঞিভগবানাচার্য্য,সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ॥
তাঁ সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাহাঁ প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাহি যৈছে তার মন॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাঁহা যৈছে যোগ্য তৈছে করেন ব্যবহার॥
কভু ত লৌকিক রীতি যেন ইতর জন।
কভু ত স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য-প্রকটন॥
কভু রামচন্দ্রপুরীর হন ভৃত্যপ্রায়।
কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥
ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করেন প্রভু সেই মনোহর॥
এই মত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে॥
তিঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিতে।
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিতে॥
স্বচ্ছন্দ নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন॥
গুরুর উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
যদ্যপি গুরু-বুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল।
তাঁর ফল দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল॥
শ্রীচৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর॥
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন এক মনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
ভিক্ষাসঙ্কোচঃ নাম অষ্টমঃ
পরিচ্ছেদঃ

নবম পরিচ্ছেদ।

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বদনূপতাম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া অধন্যজন-স্বান্তমরুং শশ্বৎ অনূপতাং নিন্যে।

অনুবাদ।—অগণ্য ধন্য চৈতন্যভক্তগণের প্রেমরূপ বন্যা ভক্তিহীন জনের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমিকে নিরন্তর প্লাবিত করিয়াছিল॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হৃদয়॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ, সব রসময়॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে॥
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ তরঙ্গ।
নানাভাবে ব্যাকুল হয় মন আর অঙ্গ॥
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥
মনুষ্য-বেশে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন॥
প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুকাদি মুনিগণ।
আসি প্রভু দেখে, প্রেমে হয় অচেতন॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
'কৃষ্ণ কহ' বলে প্রভু বাহির হইয়া॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এই মত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে॥

একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল॥
তলে খড়্গ পাতি উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥
সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।
তাঁর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায়॥
প্রভু কহে রাজা কেন করয়ে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই।
সর্ব্বকাল হয় তিঁহো রাজবিষয়ী তাই॥
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে (১) তার অধিকার।
সাধিপাড়ি(২) আনি দ্রব্য দেন রাজদ্বার॥
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥
তিঁহো কহে স্থূল দ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব॥
ঘোড়া দশ বার হয়, লহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র-সনে॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
উর্দ্ধমুখে বার বার ইতিউতি চায়॥

(১) মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে—তন্নামক দেশে।
(২) সাধি পাড়ি—সেই দেশের করাদি আদায় করিয়া।

তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে তাতে ভয় নাহি মানে॥
আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায় ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায়॥
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি করিল॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা কর চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি॥
রাজা বলে যেই ভাল কর সেই যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়॥
রাজপুত্র আসি তারে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল॥
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় রোষ।
রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ॥
রাজবিলাত (১) সাধি খায় নাহি রাজ ভয়।
দারী নাটুয়াকে (২) দিয়া করে নানা ব্যয়॥
যেই চতুর সেই করুক রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি যে পায় তাহা করে ব্যয়॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লঞা গেল বান্ধিয়া॥
প্রভু কহে রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব॥
তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন॥
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাই রাজ-স্থানে॥
তোমা সবার এই মত রাজ ঠাঁই যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া॥
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কোন দিবে দুই লক্ষ কাহন॥

হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়্গোপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নয়॥
তবে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি যাহ জগন্নাথের চরণে॥
ঈশ্বর জগন্নাথ যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা (৩) করিতে সমর্থ॥
ইঁহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিল॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকেরে প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥
বিশেষ তাহার স্থানে কৌড়ি বাকি হয়।
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ, নিজ ধন ক্ষয়॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকি হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়॥
রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেন লব, তার দ্রব্য চাহি আমি॥
তুমি যাই কর তাঁহা সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রাখ তাঁর প্রাণ॥
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল॥
'দ্রব্য দেহ, রাজা মাগে' তাহারে পুছিল।
'যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ' তিঁহো ত কহিল॥
ক্রমে ক্রমে দিব আমি যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ, কি বলিতে পারি॥
যথার্থ মূল্য করি তবে ঘোড়া সব লইল।
আর দ্রব্যের মোক্তা (৪) করি ঘরে পাঠাইল॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল॥
বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় "কৃষ্ণনাম"।
"হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ" কহে অবিরাম॥

(১) রাজবিলাত—রাজার প্রজা প্রভৃতির নিকট প্রাপ্য অর্থ।

(২) দারী—পরস্ত্রী-লম্পট। নাটুয়া—নর্ত্তক প্রভৃতি।

(৩) কর্ত্তুম্ (ভাল) অকর্ত্তুম্ (মন্দ) অন্যথা করিতে (ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল করিতে) যিনি সমর্থ, তিনি ঈশ্বর।

(৪) মোক্তা—সময় নির্দ্ধার।

সংখ্যালাগি দুই হাতের অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা॥
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপার ছন্দবন্ধ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনে॥
রহিতে নারিয়ে ইঁহা যাই আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইঁহা না পাই সোয়াথ(১)।
ভবানন্দ গোষ্ঠী করে রাজার বিষয়।
নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়।
রাজার কি দোষ রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায়॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জন নিবাসী।
আমায় দুঃখ দিতে নিজ দুঃখ কহে আসি॥
আজি তাঁরে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজধন॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাতে ইঁহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তুমি কার সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই অন্ধ॥
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমা ভজে সেই মূঢ় জন॥
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥
তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল।
হেথায় তাঁহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্যশরণ॥
সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ১৪ অং ৯ শ্লোকঃ

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে,
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥২॥

তুমি বসি রহ কেন যাবে আলালনাথ।
কেহ তোমাকে না শুনাবে বিষয়ের বাত॥
যদি বা তোমার তাকে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ॥
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তাঁর ঘরে॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যত দিন রহে তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে॥
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদসম্বাহন।
জগন্নাথের সেবা করেন ভিয়ান(২)শ্রবণ॥
মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা॥
শুন রাজা! আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ॥
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ॥
গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সব সেবক আসি প্রভুরে কহিলা॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥

(১) সোয়াথ—সুস্থতা। 'স্বস্তি'শব্দজাত।

(২) ভিয়ান—পারিপাট্য।

ব্রহ্মস্ব (১) অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি, ভোগ করে মহাপাপীজন॥
রাজার বর্ত্তন (২) খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা, নাহি করে দণ্ড
রাজা মহাধার্ম্মিক, এই হয় পাপী ভণ্ড॥
রাজার কৌড়ি না দেয় আমারে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে॥
আলালনাথে যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ যদি প্রভু রহে এথা॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভু পদে নির্ম্মঞ্ছন(৩)॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে, নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়, ইহা না যায় সহন॥
রাজা কহে আমি তারে দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গা চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে॥
পুরুষোত্তম জানারে তিঁহ কৈল পরিহাস।
সেই জানা মিথ্যা তারে দেখাইল ত্রাস॥
তুমি যাইয়া প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে॥
রাজা কহে কৌড়ি ছাড়ি, ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা॥
ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে মোর সহজেই প্রীত॥
এত বলি মিশ্রে নমস্করি ঘরে গেলা।
গোপীনাথেরে তবে ডাকিয়া আনিলা॥

রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সেই মালজাঠ্যা-পাটে তোমারে বিষয় দিল॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমার দ্বিগুণ বর্ত্তন॥
এত বলি নেতধটি (৪) তারে পরাইল।
প্রভু আজ্ঞা লৈঞা যাহ তারে বিদায় দিল॥
পরমার্থ প্রভুর কৃপা সেহ বহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে॥
রাজ্য-বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কার মনে না আইসে॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন প্রাণ।
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন পরায় নেতধড়ি॥
প্রভু-ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিব॥
তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন॥
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদন প্রভাবে তবু ফলে এত ফল॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্যস্বভাব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব॥
এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে॥
প্রভু কহে কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলে।
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি মোরে করাইলে॥
মিশ্র কহে শুন প্রভু, রাজার বচন।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন॥
প্রভু যেন নাহি জানে আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া॥
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইঁহা সবাকারে আমি দেখো আত্মসম॥
অতএব যাঁহা যাঁহা দেও অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায়, না করে বিচার॥

(১) ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণধন।
(২) বর্ত্তন—বেতন।
(৩) নির্ম্মঞ্ছন—আরতি।
(৪) নেতধটি—পুরাতন বস্ত্রবিশেষের শিরোপা।

রাজমহীন্দ্রারে (১) রাজা কৈল রামরায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি তার দায়॥
গোপীনাথ এই মত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহে ত খাইয়া॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার।
জানা সহ অপ্রীতে দুঃখ পাইল এবার॥
জানা এত কৈল, মুঞি ইহা নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানো॥
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতি মানে (২)।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাঁর সনে॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ॥
পঞ্চপুত্র সঙ্গে আসি পড়িল চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
রামানন্দ রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা॥
তোমার কিঙ্কর এই মোর সব কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল॥
ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যৈছে পঞ্চপাণ্ডব বিপদে তারিলে॥
নেতধটি মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকলই কহিলা॥
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটি পরাইল॥
কাঁহা চাঙ্গের উপরে সেই মরণ প্রমাদ।
কাঁহা নেতধটি পুনঃ এ সব প্রসাদ॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই ফল।
ফলাভাস এই যাতে, বিষয় চঞ্চল॥
রামরায় বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা মোরে নাই যাতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোঁসাঞি, ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে বিষয় না রয়॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥
মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি মোর সব নিত্য দাস॥
কিন্তু মোর এক আজ্ঞা করিহ পালন।
ব্যয় না করিহ কভু রাজার মূলধন॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সে ধন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবারে প্রভু দিলেন বিদায়॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল॥
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
"হরিধ্বনি" করি সব ভক্ত উঠি গেলা॥
প্রভুকৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল।
'আমা হৈতে কিছু নহে' প্রভু ত বলিল॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এইমাত্র কৈল, ইহার কে বুঝিবে ভেদ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ বিনা এতদূর ফল তারে দিল॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, তাঁর পদে মন যার স্থির॥
যেই ইহা শুনে ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথ-পট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) রাজমহীন্দ্রারে—তন্নামক দেশে।
(২) মতি মানে—প্রভু মনে জানেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া॥১

অন্বয়ঃ।—শ্রদ্ধয়া (প্রীত্যা) ভক্তদত্তেন যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তানুগ্রহকাতরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (প্রণমামি)।

অনুবাদ।—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তদত্ত যৎসামান্য বস্তু দ্বারা যিনি পরম সন্তুষ্ট হন, সেই ভক্তপরবশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সব অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাসাদি ধন্য॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥
অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে॥
রাসে যৈছে ঘরে যাইতে কৃষ্ণ গোপীরে আজ্ঞা দিল
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিল॥
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে কোটিগুণ সুখপোষ॥
বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্‌সেন শ্রীমান্‌পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস॥
মুরারি পণ্ডিত, গরুড় পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খান্।
সঞ্জয়, পুরুষোত্তম, পণ্ডিত ভগবান্॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা, নাম না যায় গণন॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ সেন চলিলা সবারে লইয়া॥

রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভাগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ॥
আম্রকাসুন্দি আদাকাসুন্দি ঝালকাসুন্দি আর
নেম্বু আদা, আম্রকলি বিবিধ প্রকার॥
আমসি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি দিল গুণ্ডি পুরাণ সুকুতা (১)॥
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুক্তায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহাসুখ হয়॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥
সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥

তথাহি—ভারবৌ ৮ সর্গে ৩৭ শ্লোকঃ

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি॥২

অন্বয়ঃ।—কাচিৎ প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধৌ পীবরস্তনে (উন্নতস্তনযুক্তে) বক্ষসি উপাহিতাং (স্থাপিতাং) স্রজং (মালাং) জলাবিলাম্ (অপি) ন বিজহৌ (তত্যাজ), গুণাঃ প্রেম্ণি বসন্তি, বস্তুনি ন (বসন্তি) হি।

অনুবাদ।—প্রিয়তম স্বয়ং মালা গাঁথিয়া সতিনীসমক্ষে উচ্চস্তনবিশিষ্ট বক্ষে তাহা অর্পণ

---

(১) সুকুতা—তিক্ত পত্রবিশেষ, নালুতে।

করিলে কোন কামিনী জলে মুদিতা হইলেও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই, যেহেতু গুণ প্রেমেতেই থাকে, বস্তুতে থাকে না॥ ২॥

ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া॥
শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধিয়াছে কুথলী(১)ভিতর॥
কোলিশুণ্ঠি,কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড(২)আর।
কত নাম লব যত প্রকার আচার॥
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার॥
শালি কাঁচুটি(৩)ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি॥
কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি-তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে উখড়া(৪)কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
ফুট-কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম ভকতি।
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া।
পাঁপড়ি(৫)করিয়া দিল গন্ধ দ্রব্য দিয়া॥

(১) কুথলী—থলে।
(২) কোলিখণ্ড—কুলচিনিমিশ্রিত দ্রব্য-বিশেষ।
(৩) কাঁচুটি—অপরিপক্ক।
(৪) উখড়া—মুড়কি।
(৫) পাঁপড়ি—পর্পটী।

পাতলা মৃৎপাত্রে সোন্ধাইয়া নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটি করি সব ঝালি সাজাইল॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি(৬)বহে ক্রম করিয়া॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির প্রকার।
রাঘবের ঝালি বলি বিখ্যাত যাহার॥
ঝালির উপর মুনসব (৭) মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥
এই মতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে সেই দিন জগন্নাথের জললীলা॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে॥
সেই কালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু সঙ্গে হইল মিলন॥
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে॥
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন॥
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন॥
গৌড়িয়ার কীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লয়ে জলক্রীড়া করে কুতূহলে॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন॥
পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে ত পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য়॥

(৬) বোঝারি—ভারবাহক। ঝালি—পেটিকা।
(৭) মুনসব—তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক।

জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয়॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ সবা লঞা কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব্ব বাসায় সবা পাঠাইল॥
গোবিন্দ ঠাঁঞি রাঘব ঝালি সমর্পিল।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিল॥
পূর্ব্ব বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য ঘরে লৈয়া॥
আর দিনে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা॥
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা॥
বেড়া কীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল॥
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবাস।
সত্যরাজ খান্ আর নরহরি দাস॥
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
গৌর সম্প্রদায়ে প্রভু, ঐছে সবার মন॥
সংকীর্ত্তন কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নীগণ দেখে অট্টালী চড়িয়া॥
কীর্ত্তন আবেশে পৃথ্বী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল॥
এই মত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনি নাচিতে প্রভুর তবে হৈল মন॥
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌর রায়॥
উড়িয়াপদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল॥

তথাহি পদম্।—

'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ'। ১

অনুবাদ।—হে জগন্নাথ, তোমার নির্মঞ্ছন নাই। অথবা জগন্নাথ চরণে মস্তক থাকুক।

(জগমোহন—হে জগন্নাথ। পরিমুণ্ডা—নির্মঞ্ছন। যাউ—যাই, অর্থাৎ তোমার বালাই যাই। অথবা জগমোহন পরি—জগন্নাথের চরণোপরি। মুণ্ডা—মস্তক। যাউ—যাউক)।

এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
সব লোক চৌদিকের প্রেমজলে ভাসে॥
'বোল বোল' বলে প্রভু দুবাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥
কভু পড়ি মূর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার॥
সঘন পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু॥
প্রতি রোমে রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ' 'গগ' 'পরি' 'পরি' গদ্গদ বচন॥
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
তৈছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে শেষ॥
সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-পর॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায়॥
প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বরে গায়॥
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল॥
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাধান।
সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রেতে স্নান॥
সবা লঞা আসি কৈল প্রসাদ ভোজন।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥
গম্ভীরার দ্বারে কৈলা আপনি শয়ন।
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদ-সম্বাহন॥
সর্ব্বকালে আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন॥

সব দ্বার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতর যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন
এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে।
প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥
বার বার গোবিন্দ কহে এক পাশ হৈতে।
প্রভু কহে অঙ্গ আমি নারি চালাইতে॥
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন।
প্রভু কহে কর না কর যেই তোমার মন॥
তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপর দিয়া।
ভিতর ঘরেতে গেলা প্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥
পাদ-সম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
আদিবস্যা (১)! এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া॥
নিদ্রা হৈলে কেন না গেলা প্রসাদ পাইতে।
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা, না পাই যাইতে॥
প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলে কেমনে।
তৈছে কেন প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে॥
গোবিন্দ মনে কহে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা॥
প্রত্যহ প্রভু নিদ্রা গেলে, যান প্রসাদ লইতে
সে দিবস শ্রম জানি লাগিল চাপিতে॥
যাইতেহ পথ নাহি যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ধর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই সব মর্ম্ম॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥

সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য॥
এই মত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচা গৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন।
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে (২) কৈল বন্য-ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন॥
চরিমাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুকে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা॥
কেহ কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ ঠাঞি
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোঁসাঞি॥
কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ প্রকার যার নানা॥
'অমুক এই দিয়াছে' গোবিন্দ করে নিবেদন
'ধরি রাখ' বলি প্রভু না করেন ভক্ষণ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
আমার দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ॥
কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহেন নির্ব্বেদ বচন॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥
তুমি সে না খাও তারা পুছেন বার বার।
বঞ্চনা করিব কত, কেমতে আমার নিস্তার॥
প্রভু কহে আদিবস্যা! দুঃখ কাহে মনে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে॥
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে॥
আচার্য্যের এই পৈড় পানা সর পুপী।
এই অমৃতগুটিকা মণ্ডা, এই কর্পূরকুপী॥

(১) আদিবস্যা—তামিল ভাষায় অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিকে বলে। পাঠান্তর 'আজি কেন'।

(২) টোটাতে—উদ্যানে।

শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠাপানা অমৃতমণ্ডা পদ্মচিনি আর॥
আচার্য্য-রত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্য-নিধির এই অনেক প্রকার॥
বাসুদেব দত্তের, মুরারি গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান্ সেনের এই বিবিধ উপহার।
মুরারি পণ্ডিতের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন।
তাঁ সবার দত্ত এই করহ ভোজন॥
কুলীন-গ্রামীর এই যত দেখ আগে।
খণ্ডবাসী তত এই দেখ অগ্রভাগে॥
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভু আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখকরা নারিকেল।
অমৃত গুটিকা আদি পানাদি সকল॥
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে, মহাপ্রভুর প্রসাদ॥
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
'আর কিছু আছে' বলি গোবিন্দে পুছিল॥
গোবিন্দ বলে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে আজি রহুক তাহা দেখিব পাছে॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে ভোগ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ব-বার্ত্তাকু আর ভৃষ্ট-পটোল॥
ভৃষ্ট ফুলবড়ি ভাজা মুদ্গাদালি সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর অনুরূপ॥
মরিচের ঝাল অম্ল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেবু দুগ্ধ দধিখণ্ড সার॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যান, কাঁহা গণের সহিত॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীনিবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধর দাস, গুপ্ত মুরারি॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ॥
শিবানন্দের শুন নিমন্ত্রণের আখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র চৈতন্যদাস নাম॥
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইতে প্রভু তার নাম পুছিল॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌর রায়।
কিবা নাম ধরিয়াছে ? বুঝনে না যায়॥
সেন কহে 'যে জানিল সেই সে ধরিল'।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল॥
জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইল।
স্বগণ সহিত প্রভুকে ভোজন করাইল॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন॥
আর দিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন॥
দধি নেম্বু আদা আর ফুলবড়ি লবণ।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন॥
প্রভু কহে এ বালক মোর মন জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন॥
চারি মাস এই মত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায়॥
গদাধর পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইহাঁ সবার আছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম॥

গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুই পণ॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইল (১) দুই পণ॥
চারিমাস রহি গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা॥
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন॥

(১) ঘাটাইল—কমাইল। অর্থাৎ দুই পণ গ্রহণ করেন।

তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের কথন॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা॥
শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান্ যেই করে আস্বাদন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নমামি হরিদাসং তং
চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং
স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তং হরিদাসং, তৎপ্রভুং তং চৈতন্যং চ নমামি। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) সংস্থিতাম্ অপি যন্মূর্ত্তিং (যস্য হরিদাসস্য কলেবরং) স্বাঙ্কে (নিজ ক্রোড়ে) কৃত্বা ননর্ত্ত।

অনুবাদ।—সেই সুপ্রসিদ্ধ হরিদাস এবং তাঁহার প্রভু চৈতন্যদেবকে আমি প্রণাম করি, যে চৈতন্যদেব হরিদাসের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈত-প্রিয়, নিত্যানন্দ-প্রিয় জয় ॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর, হরিদাস-নাথ।
জয় গদাধর-প্রিয়, স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥
কাশীশ্বর-প্রিয়, জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর ॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজ পদ দান ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥
জয় গৌরভক্তগণ গৌর যাঁর প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় রূপ সনাতন, জীব, রঘুনাথ।
রঘুনাথ গোপাল জয়, ছয় মোর নাথ ॥

এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন শোধন ॥
এই মতে মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে সব ভক্ত লঞা কীর্ত্তন-বিলাস ॥
দিনে নৃত্য, কীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস-আস্বাদন ॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রিদিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হঞা ॥
দেখেন হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা-সংকীর্ত্তন ॥
গোবিন্দ কহে উঠ আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন ॥
সংখ্যাকীর্ত্তন নাহি পূরে কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব ॥
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ (১) লঞা তার করিল ভক্ষণ ॥
আর দিনে মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
'সুস্থ হও হরিদাস', তাঁহারে পুছিলা ॥
নমস্কার করি তিঁহ কৈল নিবেদন।
শরীর অসুস্থ নহে মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন ॥

(১) এক রঞ্চ—একটী প্রসাদের কিয়দংশ।

প্রভু কহে কোন ব্যাধি, কহ ত নিশ্চয়।
তিঁহো কহেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন না পূরয়॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর॥
লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা কর করহ কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন॥
হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব(১) হৈতে কাড়ি বৈকুণ্ঠে চড়াইলে॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে (২) তুমি মোর লয় চিত্তে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ-বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥
মোর ইচ্ছা এই যদি তোমার প্রসাদ হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥
প্রভু কহে হরিদাস তুমি যে মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া॥
চরণে ধরি কহে হরিদাস না করিহ মায়া।
অবশ্য অধমে প্রভু করিবে এই দয়া॥

মোর শিরোমণি হয় কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয়॥
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল।
একপিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহা হানি হৈল॥
ভক্তবৎসল তুমি মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরাবে প্রভু মোর এই আশ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলেন আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে॥
তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া॥
হরিদাস আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈষ্ণব চরণ॥
প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে কৃপা তোমার॥
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহা-সংকীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আদি যত প্রভুগণ।
হরিদাস বেড়ি করে নাম সংকীর্ত্তন॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা শত মুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥
প্রেমানন্দে ভক্তগণ করে আলিঙ্গন।
হরিবোল হরিবোল বোলে আনন্দিত মন॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে টানি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলে বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করি উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥

(১) রৌরব—নরক বিশেষ।
(২) লীলা সম্বরিবে—অর্থাৎ অন্তর্হিত হইবে।

মহাযোগীশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ (১) সবার হৈল স্মরণ॥
হরেকৃষ্ণ শব্দ সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হৈলা বিহ্বল॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন॥
এইমত নৃত্য প্রভু করে কতক্ষণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
আগেমহাপ্রভুচলেননৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের পদে দিল প্রসাদ চন্দন॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
"হরিবোল হরিবোল" বলি গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥
তাঁহারে বেড়িয়া প্রভু করে সংকীর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিল স্নান জলকেলি-রঙ্গে॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন কোলাহল সমস্ত নগরে॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥

(১) ভীষ্মের নির্য্যাণ—ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন।

হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া (২) উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হৈয়া॥
স্বরূপ গোঁসাঞি পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া(৩) সঙ্গে রাখি॥
স্বরূপ গোঁসাঞিকহিলেন সব পসারিরে।
একেকদ্রব্যেরএকেকপুঞ্জা(৪)আনিদেহমোরে
এই মতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
আইলা চারি জনের মস্তকে চড়াইয়া॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥
সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশে॥
স্বরূপ কহে প্রভু! বসি কর দরশন।
আমি ইঁহা সবা লঞা করি পরিবেশন॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ॥
আপনি কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া॥
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল॥
আকণ্ঠ পূরিয়া সবারে করাইল ভোজন।
'দেহ' 'দেহ' বলি প্রভু বলেন বচন॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন॥

(২) চাঙ্গাড়া—চেঙ্গাড়ি।
(৩) পিছোড়া—ঝোড়া।
(৪) পুঞ্জা—রাশি।

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন প্রাণ॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যেই ইঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যেই তাঁরে বালু দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন॥
অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছা মাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥
জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় 'জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ'॥

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা॥
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি॥
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনি নর্ত্তন॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় বালু তাঁরে দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ॥
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত্র॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং
গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তা-
শ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—'হে' ভক্তাঃ, মুদা নিত্যং চৈতন্যচরিতামৃতং শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং গীয়তাং গীয়তাং চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাম্ (অত্যাদরে বীপ্সা)।

অনুবাদ।—হে ভক্তগণ! তোমরা মহানন্দে সর্ব্বদা চৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ কর॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণাসাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর॥
অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর॥
হা! হা কৃষ্ণ! প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন॥
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙান স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সব করিল গমন॥
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য গোঁসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক ঠাঁঞি॥
কুলীন-গ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিল সবে নবদ্বীপে আসি॥
নিত্যানন্দ প্রভুর যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোঁসাঞি॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্য রত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী॥
শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি (১) সাজাইয়া॥
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত করিল গমন॥
শচীমাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিয়া॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি-সমাধান (২)।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সবার সব কার্য্য করেন দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥
এক দিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা।
সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একেলা রহিলা॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে॥
নিত্যানন্দ প্রভু ভোখে (৩) ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া॥
তিন পুত্র মরুক শিবার এবেও না আইল।
ভোখে মরি গেনু মোরে বাসা না দেওয়াইল॥
শুনি শিবানন্দের পত্নী কাঁদিতে লাগিল।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইল॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কাঁদিয়া।
পুত্রেশাপ দিছেন গোঁসাঞি বাসা না পাইয়া॥

(১) ঝালি—পেটারী।
(২) ঘাটি-সমাধান—পথকর প্রদানাদি।
(৩) ভোখে—ক্ষুধায়।

'তিঁহো কহে বাউলি কেন মরিস্ কাঁদিয়া।
মরুক তিন পুত্র মোর তাঁর বালাই লঞা॥
এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তাঁরে লাথি মারিল প্রভু নিত্যানন্দ॥
আনন্দিত হৈল শিবাই পাদ-প্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড় ঘরে যাঞা॥
চরণে ধরি প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥
আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যৈছে অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা॥
শাস্তিছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণস্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি সফল হৈল মোর জন্মকুলকর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি অর্থ-কাম-মর্ম্ম॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠিয়া আনন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান॥
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান॥
চৈতন্য-পারিষদে মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালি করে গোঁসাঞি তাঁরে মারে লাথি॥
এত বলি শ্রীকান্ত বালক অগেয়ান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান॥
পেটাঙ্গী (১)গায়, করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গী উতার॥
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ
কিছু না বলিহ করুক যাতে উঁহার সুখ॥
তবে সবা সমাচার গোঁসাঞি পুছিল।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল॥

'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে' এই প্রভুবাক্য শুনি।
জানিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানি॥
শিবানন্দে লাথি মারিল ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন।
স্ত্রীসব দূর হইতে কৈল প্রভু দরশন॥
বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেখাইলা।
মহাপ্রসাদ ভোজনে সবে বোলাইলা॥
শিবানন্দ তিনপুত্রে গোঁসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল॥
ছোটপুত্রে দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইল॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিবে তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেল জন্ম হৈল তার॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
'পুরীদাস' বলি প্রভু করে পরিহাস॥
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার।
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন॥
শিবানন্দের প্রকৃতি(২)পুত্র যাবৎ হেথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়॥
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে, প্রভুর ঘরের নিকট তার ঘর॥
বালককালে প্রভু তার ঘরে বারবার যান।
দুগ্ধখণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান॥
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে।
সে বৎসর সে আইল প্রভুকে দেখিতে॥

(১) পেটাঙ্গী—অঙ্গরক্ষক, জামা।

(২) প্রকৃতি—পত্নী।

'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তাঁরে দেখি প্রীতে প্রভু তাঁহারে পুছিল॥
'পরমেশ্বর কুশল হয়? ভাল হৈল আইলা'।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে প্রভুরে কহিলা॥
মুকুন্দারমাতারনামশুনিপ্রভুরসঙ্কোচ হৈল।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিল॥
প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে(১)।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে॥
পূর্ব্ববৎ সেবা লঞা গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা (২) কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ॥
প্রভুরপ্রিয়নানাদ্রব্যআনিয়াছেদেশহৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে(৩)॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন ক্রন্দন॥
এই মত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥
সব ভক্তগণ করে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সব ভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন॥
প্রতি বর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহু মতে॥
তোমা সবার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গ-সুখ-লোভ বাড়ে চিত্তে॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়ে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন, কি পারি বলিতে॥
আচার্য্যগোঁসাঞিআইসেনমোরেকৃপাকরি।
প্রেমঋণে বদ্ধ আমি শোধিতে না পারি॥
মোর লাগি স্ত্রী পুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসে ধাইয়া॥
আমি নীলাচলে মাত্র রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি তোমা সবার লাগিয়া॥

সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কিছু ধন।
কি দিয়া তোমা সবার ঋণ করিব শোধন॥
দেহ মাত্র ধন মোর কৈলুঁ সমর্পণ।
তাঁহাই বিকাও যাঁহা বেচিতে তোমার মন॥
প্রভুর বচনে সবার দ্রবীভূত মন।
অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে কৈল সবায় আলিঙ্গন॥
সবাই রহিল কেহ যাইতে নারিল।
আর দিন পাঁচ সাত এই মতে গেল॥
অদ্বৈত, অবধূত কিছু কহে প্রভু পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপাবাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কাঁহা যাইবারে পারে॥
তবে মহাপ্রভু সবাকারে প্রবোধিয়া।
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া॥
নিত্যানন্দে কহে তুমি না আসিহ আর।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার॥
চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হৈয়া॥
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহা প্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তবু তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝনে না যায়॥
পূর্ব্ব বর্ষ জগদানন্দ আই দেখিবারে।
প্রভুর আজ্ঞা লইয়া আইল নদীয়া নগরে॥
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র কৈল নিবেদন॥
প্রভুর নাম করি মাতারে দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুর মিনতি স্তুতি মাতারে কহিলা॥
জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তিঁহো প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রিদিনে॥
জগদানন্দ কহে মাতা! কোন কোন দিনে।

(১) প্রশ্রয় পাগল—অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত জন। শুদ্ধ—সরলহৃদয়। বৈদগ্ধী—চতুরতা।
(২) সব যাত্রা—সমস্ত উৎসব।

ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ ভরিয়া॥
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাৎ আমি খাই তিঁহো স্বপ্ন হেন মানে॥
মাতা কহে ভোগ রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাই ইহা খায় ঐছে হয় মোর মন॥
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন।
পুত্র না দেখিয়ে মোর ঝুরয়ে নয়ন॥
এই মত জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখ কথা কহে রাত্রি দিনে॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা॥
আচার্য্যে মিলিতে তবে গেল জগদানন্দ।
জগদানন্দে পাঞা আচার্য্যের হৈল আনন্দ॥
বাসুদেব, মুরারি গুপ্ত, জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখেন ঘরে না দেন ছাড়িয়া॥
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্যকথা সুখে॥
আনন্দে মিলিতে যায় যেই ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য॥
শিবানন্দ সেন-গৃহে যাইয়া রহিল।
চন্দনাদি তৈল তাঁহা এক মাত্রা কৈল॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া॥
গোবিন্দের ঠাঁঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
'প্রভু-অঙ্গে দিও তৈল' গোবিন্দে কহিল।
তবে প্রভু ঠাঁঞি গোবিন্দ নিবেদন কৈল।
জগদানন্দ আনিয়াছেন চন্দনাদি তৈল॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু প্রকোপ শান্তি হঞা যায়॥
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া।
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল॥
দিনদশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল করেন অঙ্গীকার॥
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন॥
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশ তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
দারী (১) সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভুস্থানে আইলা॥
প্রভু কহে পণ্ডিত তৈল আনিল গৌড় হৈতে।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল নারিব লইতে॥
জগন্নাথে দেহ লইয়া দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে॥
পণ্ডিত কহে কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি॥
এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস আনিয়া।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজঘরে গিয়া।
শুইয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
উঠহ পণ্ডিত! করি কহেন ডাকিয়া॥
আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে॥
এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ-প্রক্ষালন করি বসিলা আসনে॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলাদ্রোণি ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥

অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আগে ধরি॥
প্রভু কহে দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন ব্যঞ্জন।
তোমায়আমায় একত্র আজিকরিবভোজন॥
হস্ত তুলি রহিলা প্রভু, না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন॥
আপনি প্রসাদ লও পাছে মুঞি লইব।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব॥
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা॥
ক্রোধাবেশে পাকের হয় এত বড় স্বাদ।
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আপনে খাইবেন কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন॥
পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা॥
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে॥
আগ্রহ করি পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ॥
বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন।
পুনঃ সেই কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
কিছু বলিতে নারে প্রভু খায় সব ত্রাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান।
দশগুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্যচন্দন॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
আমার আগে তুমি আজ করহ ভোজনে॥
পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করুন বিশ্রাম।
মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান॥
রসুয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।
ইহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥
প্রভু কহে গোবিন্দ! তুমি ইঁহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥
তুমি শীঘ্র যাই কর পাদসম্বাহনে।
কহিও পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে॥
তোমার তরে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া॥
রামাই নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত॥
আপনি প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ॥
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ খায় কি না খায়।
শীঘ্র সমাচার জানি কহত আমায়॥
গোবিন্দদেখিআসিকহিলাপণ্ডিতেরভোজন
তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিলা শয়ন॥
জগদানন্দে প্রভুর প্রেম চলে সেই মতে।
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত(১)শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈলভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) প্রেমবিবর্ত্ত—প্রেমের পরিণাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা
ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈ-
র্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যস্য মনস্তনূ (মনশ্চ দেহশ্চ) কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-জাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চ অপি ভাবৈঃ ফুল্লতাং দধাতে, তং গৌরম্ আশ্রয়ে।

অনুবাদ—যাঁহার মন এবং দেহ কৃষ্ণ-বিচ্ছেদদাবানলে ক্ষীণ হইয়াও ভাবসমূহ দ্বারা প্রফুল্ল ভাব ধারণ করে, আমি সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের শরণাগত হইলাম ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
হেন মতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানাবিধ আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখে ক্ষীণ মন-কায়।
ভাবাবেশে তবু প্রভু প্রফুল্লিত হয় ॥
কলার শরলাতে(১)শয়ন ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায় ॥
দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ সৃজিল উপায় ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমুলের তুলা দিয়া তাহা ভরাইল ॥
এই তুলী(২) বালিশ গোবিন্দের হাতে দিল
'প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়' তাহারেকহিল॥
স্বরূপকে কহে জগদানন্দ বিনয় বচন।
আজিআপনি যাঞা প্রভুকেকরাইহ শয়ন॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তুলী-বালিশ দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্টহৈলা॥
গোবিন্দেরে পুছে'ইহাকরাইল কোন্ জন'।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল ॥
স্বরূপ কহেতোমার ইচ্ছা কি কহিতেপারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি॥
প্রভু কহে খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট তুলী বালিশ মস্তক মুণ্ডন ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি সব পণ্ডিতে কহিল।
শুনিয়া জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইল ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্ক পত্র আনিল অপার ॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর দুই বহির্ব্বাসে সে সব ভরিল ॥
এই মত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাদুঃখী ॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।

(১) শরলা—বাস্না।

ভিতরে ক্রোধ দুঃখ, বাহ্যে প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল॥
প্রভু কহে মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইঞা হইবে ভিখারী॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন॥
প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারোঁ যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেন অবশ্য চলিব নিশ্চিতে॥
প্রভুপ্রীতে তার গমন না করে অঙ্গীকার।
তিঁহো প্রভু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগে বার বার॥
স্বরূপের ঠাঁঞি পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥
প্রভুর আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা দেন মোরে ক্রোধে "যাহ" বলি॥
সহজেই তাঁহা মোর যাইতে মন হয়।
প্রভুর আজ্ঞা লঞা দেহ করিঞা বিনয়॥
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে॥
তোমার ঠাঁঞি আজ্ঞা তিঁহো মাগে বারবার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার॥
আই (১) দেখিবারে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥
স্বরূপ গোঁসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইঞা তারে শিক্ষাইল॥
'বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে।
আগে সাবধান, যাইহ ক্ষত্রিয়াদি সাথে॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি লয় রাখে বড়ই প্রমাদে॥
মথুরা গেলে সনাতনের সঙ্গে সে রহিবা।
মথুরার স্বামী সবার চরণ বন্দিবা॥
দূরে রহি ভক্তি করি সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা॥
সনাতন সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িহ এক ক্ষণ॥

শীঘ্র আসিহ তথা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥
আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান করে বৃন্দাবনে॥
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ॥
সব ভক্ত ঠাঁঞি তবে আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা॥
তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর দুঁহাকে মিলিলা।
তাঁর ঠাঁঞি প্রভুর পূর্ব্বকথা সকলি শুনিলা॥
মথুরা আসিয়া মিলিলা সনাতনে।
দুই জনের সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে॥
সনাতন করাইল তারে দ্বাদশাদি বন।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি মহাবন॥
সনাতনের গোফাতে দুঁহে রহে এক ঠাঁঞি।
পণ্ডিত করেন পাক দেবালয়ে যাই॥
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ সদনে॥
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান।
মহাবনে মাগি আনি দেন অন্নপান॥
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তিঁহো পাক চড়াইল॥
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্ব্বাস তিঁহ দিল সনাতনে॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসাদ্বারে বসিলা আসিয়া॥
রাঙ্গা বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ(২) জানি তাহারে পুছিলা॥
কোথায় পাইলে এই রাতুল (৩) বসন।
মুকুন্দ সরস্বতী দিল, কহে সনাতন॥
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা।
ভাতের হাঁড়ি লঞা তাঁরে মারিতে আইলা॥
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইলা।
চুলাতে হাঁড়ি ধরি পণ্ডিত কহিতে লাগিলা॥

(১) আই—মাতা অর্থাৎ শ্রীশচীকে।

(২) প্রসাদ—প্রসাদী বস্ত্র।

(৩) রাতুল—রক্তবর্ণ।

তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
তোমা সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয়॥
ঐছে চৈতন্য নিষ্ঠা আছয়ে তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল॥
রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।
কোন প্রদেশিকে(১)দিব কি কাজ ইহায়॥
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুইজনে বসি তবে প্রসাদ পাইল॥
প্রসাদ পাঞা অন্যোন্যে কৈল আলিঙ্গন॥
চৈতন্য বিরহে দুঁহে করেন ক্রন্দন॥
এই মত মাস দুই রহি বৃন্দাবনে।
চৈতন্য বিরহ-দুঃখ না যায় সহনে॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে।
আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ একস্থানে॥
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেট বস্তু দিল॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ক পিলুফল আর গুঞ্জামালা॥
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সবা লঞা।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তারে বিদায় দিয়া॥
প্রভুর নিমিত্ত স্থান এক মনে বিচারিল।
দ্বাদশ আদিত্যটিলায়(২)মঠ এক পাইল॥
সেই স্থান রাখিল গোঁসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রাখিল এক চালি বান্ধিয়া॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।
সব ভক্তসহ গোঁসাঞি পরম আনন্দ॥
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥

সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল॥
সব দ্রব্য রাখি পিলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি খায় হৃষ্ট হঞা॥
যেই জানে সেই আঁঠি সহিত গিলিল।
যে না জানে গৌড়িয়া পিলু চিবাঞা খাইল॥
মুখে তার ছাল গেল জিহ্বায় বহে লালা।
বৃন্দাবনের পিলু খায় এই এক লীলা॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এই মত নীলাচলে প্রভুর বিলাস॥
একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটায় যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী(৩)লাগিলা গাইতে॥
গুর্জ্জরী রাগ লঞা সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগ-মন হরে॥
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানে বিশেষ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথেতে শিজের (৪) বাড়ি ফুটিয়া চলিলা॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল ইহা কিছু না জানিল।
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইল॥
ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রী গায় বলি, গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥
স্ত্রীনাম শুনি প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি (৫) চলিলা॥
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন্ ছার॥
প্রভু কহে তুমি মোর সঙ্গে রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা॥
এত বলি উঠি প্রভু গেলা নিজ স্থানে।
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদির মনে॥

---

(১) প্রদেশিকে—বিদেশী ব্যক্তিকে।
(২) দ্বাদশআদিত্যটিলায়—[illegible] স্থানে।

(৩) দেবদাসী—শ্রীজগন্নাথের অগ্রে নৃত্য-গীতাদিকারিণী নারীবিশেষ।
(৪) শিজের—মনসা নামক কণ্টকবৃক্ষ বিশেষের।
(৫) [illegible]

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
কাশী হৈতে চলিলা তিঁহ গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তার ঝালি বহিঞা॥
পথে তার মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিঁহো রাজ-বিশ্বাস(১)
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব, রঘুনাথ উপাসক॥
অষ্ট প্রহর রাম-নাম জপে রাত্রিদিনে।
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥
রঘুনাথ ভট্ট-সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথায় করি বহিয়া চলিলা॥
নানা সেবা করি করে পাদ-সম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন॥
তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগবত।
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথ॥
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ ধর্ম্ম॥
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারক-মন্ত্র জপে রাত্রিদিনে॥
এই মত রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে মিলিলা কুতূহলে॥
দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট চরণে পড়িলা।
প্রভু রঘুনাথ জানি আলিঙ্গন কৈলা॥
মিশ্র আর শেখরের প্রণাম জানাইল।
মহাপ্রভু তাঁহা সবার বার্ত্তা পুছিল॥
ভাল হৈল আইলে, দেখ কমললোচন।
আজি আমার ইহাঁ করিবে প্রসাদ ভোজন॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইল।
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইল॥

এই মত প্রভুর সঙ্গে রহিল অষ্ট মাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু তারে অতি কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু (২) তিঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক গোষ্ঠীকে(৩) পড়ায় কাব্যপ্রকাশ॥
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিবাহ না করিহ' বলি নিষেধ করিলা॥
বৃদ্ধ মাতা পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-স্থানে ভাগবত করহ অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥
আলিঙ্গন করি প্রভু তারে বিদায় দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥
স্বরূপাদি ভক্ত ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু আজ্ঞা পাঞা॥
চারি বৎসর পিতা মাতা সেবা করিল।
বৈষ্ণব পণ্ডিত স্থানে ভাগবত পড়িল॥
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভু ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশে ছিলা।
অষ্টমাস রহি প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন।
তাঁহা যাই রহ যাঁহা রূপ-সনাতন॥
ভাগবত পড় সদা লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥

(১) বিশ্বাসখানার—তন্নামক স্থানের। রাজ-বিশ্বাস—রাজার প্রিয়পাত্র। কিংবা রাজপ্রদত্ত বিশ্বাস এই উপাধি প্রাপ্ত।

(২) মুমুক্ষু—মুক্তি পাইবার অভিলাষী।
(৩) গোষ্ঠীকে—অর্থাৎ পুত্রাদিকে।

এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পানবিঁড়া(১)মহোৎসবে পাঞাছিলা॥
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তারে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥
প্রভু-ঠাঁঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিলা আসি রূপসনাতন॥
রূপগোঁসাঞির সভায় করে ভাগবতপঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প না পারে পড়িতে(২)॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥
গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যাহার প্রাণ-ধন॥
নিজশিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল(৩)
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি শুনে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এই মাত্র জানে॥
মহাপ্রভুর দত্তমালা স্মরণের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধিলেন গলে॥
প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত কহিল তাতে চৈতন্য-কৃপাফল॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেমফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল॥
এই কথা যেই জন শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ

(১) ছুটা পান বিঁড়া—ছুটা নামক পানের খিলি।

(২) বাষ্প (নেত্রজল) নেত্র ও কণ্ঠকে রোধ করাতে পড়িতে পারেন না।

(৩) শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমান শ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দির শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য জয়পুররাজ মানসিংহকর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা॥ ১

অন্বয়ঃ।—গৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা (শরীরেণ) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) যৎ যৎ ব্যধত্ত (কৃতবান্) অধুনা তল্লেশঃ কথ্যতে।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রমহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ মন দেহ ও বুদ্ধি দ্বারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র বর্ণন করা হইতেছে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরপ্রিয়তম॥
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ॥
সেই কালে এই দুই রহে প্রভু-পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে কৈল কড়চা গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাব বর্ণন।
হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার প্রলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে ১৩৭ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্

এতস্য মোহনাখ্যস্য
গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী
দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যা-
স্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—কাম্ অপি (অনির্ব্বচনীয়াং) গতিম্ উপেয়ুষঃ এতস্য মোহনাখ্যস্য ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ ইতি ঈর্য্যতে। উদ্‌ঘূর্ণাচিত্র-জল্পাদ্যাঃ বহবঃ তদ্ভেদাঃ মতাঃ।

অনুবাদ।—অনির্ব্বচনীয় গতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ মোহন নামক ভাবের ভ্রমতুল্য অদ্ভুত বিচিত্রতাকে দিব্যোন্মাদ বলে। ঐ উন্মাদের উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প প্রভৃতি বহুবিধ প্রভেদ আছে॥২॥

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে, দেখিল স্বপন॥

ত্রিভঙ্গ সুন্দর-দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে বাহ্যজ্ঞান ভঙ্গ প্রভু দুঃখী হৈলা॥
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই জগন্নাথ কৈল দরশন॥
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভু-আগে দর্শন করে লোক লাখেলাখে॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥
দেখি গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তাঁরে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥
আদিবৈশ্যা (১) এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥
আস্তেব্যস্তে সেই নারী ভুমিতে নামিলা।
মহাপ্রভুকে দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দ ইহার পায়!
ইহার প্রসাদে ঐছে আমার বা হয়॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
স্বপ্নদর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥
এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-রামের স্বরূপ দেখিল॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন।
কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম কাঁহা বৃন্দাবন॥

(১) আদি-বৈশ্যা—আদি (প্রথম) বৈশ্যা অর্থাৎ বিচারানভিজ্ঞ মহামূর্খ।

প্রাপ্তরত্ন হারাইলা ঐছে ব্যগ্র হইলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা॥
ভূমির উপরে বসি নখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥
পাইয়া বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোরে নিলেক কৃষ্ণ কাঁহা মুঞি আইনু॥
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর (২) মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান-ভোজনকৃত্য॥
রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দে লঞা।
আপন মনের কথা কহে উঘাড়িয়া (৩)॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ

প্রাপ্তপ্রনষ্টাচ্যুতবিত্তঃ আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—প্রাপ্তপ্রনষ্টাচ্যুতবিত্তঃ (পূর্ব্বং প্রাপ্তং পশ্চাৎ প্রনষ্টম্ অচ্যুতরূপবিত্তং যেন) বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ (বিরহদুঃখেন উজ্ঝিতঃ পরিত্যক্তঃ দেহরূপঃ গেহঃ যেন) গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকঃ (অবলম্বিতযোগিধর্ম্মকঃ) সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ মে আত্মা বৃন্দাবনং যযৌ।

অনুবাদ।—আমার মন কৃষ্ণরূপ প্রাপ্তধন হারাইয়া মনোদুঃখে দেহরূপ গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়শিষ্যগণের সহিত বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে॥ ৩॥

যথা রাগঃ—

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া, তার গুণ সোঙরিয়া (৪)
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরিহরি
ধৈর্য্য গেল হইল চাপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥

(২) গরগর—উদ্দীপ্ত।
(৩) উঘাড়িয়া—প্রকাশ করিয়া।
(৪) সোঙরিয়া—স্মরণ করিয়া।

"কৃষ্ণলীলা মণ্ডল (১), শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর (২)।
সেইকুণ্ডলকানেপরি,তৃষ্ণা-লাউ-থালিধরি
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর (৩)॥
চিন্তা-কাঁথাউড়িগায়, ধূলিবিভূতিমলিনকায়
হাহা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলনি মাথে
ভিক্ষা ভাবে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাসশুকাদিযোগিজন, কৃষ্ণআত্মানিরঞ্জন(৪)
ব্রজে তার যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্যকরি, মহা বাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন (৫), বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল মূল পত্রাশন
এই বৃত্তি (৬) করে শিষ্যগণে॥
কৃষ্ণগুণ রূপরস, গন্ধ শব্দ পরশ,
যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে, আনিপঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন॥
শূন্যকুঞ্জমণ্ডপকোণে,যোগাভ্যাসকৃষ্ণধ্যানে
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করি জাগরণ॥
মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশদশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাইঞা
শূন্য মোর শরীর আলয়॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশদশা হয়।
সেই দশদশা প্রভুর শরীরে উদয়॥

তথাহি—উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদপ্রকরণে ৬৫ শ্লোকঃ

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ
তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো
মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—অত্র (বিরহে) চিন্তা, জাগরঃ, উদ্বেগঃ, তানবং, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপঃ, ব্যাধিঃ, উন্মাদঃ, মোহঃ, মৃত্যুঃ 'ইতি' দশ দশাঃ 'উক্তাঃ'।

অনুবাদ।—বিরহে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব (দেহের কৃশতা), অঙ্গে মলা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা॥ ৪॥

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিন।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মন॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

---

(১) কাপালিকযোগিগণের নরকপালাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডল কর্ণে, হস্তে অলাবুপাত্র, কন্থাধারণ, ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত, এবং গুরুদত্ত দ্বাদশ গুণসূত্র হাতে বাঁধা ও মাথায় বস্ত্রখণ্ডের ঝুলনা থাকে; এবং তাঁহারা একান্তে নিরঞ্জন আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন ও তাঁহাদের শিষ্যগণ গৃহস্থাশ্রম হইতে যাহা ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করে, তাহা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। এই কাঁপালিক ধর্ম্ম মন গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ মন আমার কাপালিকযোগী হইয়াছে, ইহাই রূপকের দ্বারা দেখাইতেছেন।

(২) শুক কারিকর—শুকদেব গোস্বামিরূপ শিল্পকার।

(৩) থালি—ভিক্ষাপাত্র। প্রাপ্তীচ্ছার নাম তৃষ্ণা। এখানে তৃষ্ণাকে লাউ-থালি (অলাবু পাত্র) বলা হইয়াছে।

(৪) কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন—পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

(৫) স্বসদন—নিজগৃহ।

(৬) বৃত্তি—জীবিকানির্ব্বাহ।

স্বরূপ গোঁসাঞি করে কৃষ্ণলীলা-গান।
দুই জনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্য জ্ঞান॥
এই মত অর্দ্ধ রাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ।
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইল শয়ন॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুঁহে শুইল দুয়ারে॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কবাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাই ঘরে॥
চিন্তিত হইলা সবে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সবে দেউটি (১) জ্বালিয়া॥
সিংহদ্বারের উত্তর দিকে আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোঁসাঞি॥
দেখি স্বরূপ গোঁসাঞি আদি আনন্দিত হইলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা॥
পড়িয়াছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাতে।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম মাত্র আছে তাতে॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান।
দেখিয়া সকল ভক্তের ছাড়য়ে দেহে প্রাণ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে অত্যুচ্চ করিয়া।
প্রভুর কানে কৃষ্ণ কহে ভক্তগণ লঞা।
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা॥
চেতন হইতে অস্থিসন্ধি সকল লাগিল।
পূর্ব্ব প্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্য-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পতরৌ চতুর্থঃ শ্লোকঃ

কচিন্মিশ্রাবাসে
ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বা-
দ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা
বিকলবিকলং গদ্গদবাচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৫

অন্বয়ঃ।—কচিৎ মিশ্রাবাসে (কাশীমিশ্রস্য-ভবনে) ব্রজপতিসুতস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) উরুবিরহাৎ (দারুণবিরহদুঃখাৎ) শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাৎ (শিথিলিত-সংযোগত্বাৎ) ভুজপদোঃ অধিকদৈর্ঘ্যং দধৎ (বিভ্রৎ) ভূমৌ লুঠন্ বিকলবিকলং কাক্বা (অতি কাতর্য্যেণ) গদ্গদবাচা রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

অনুবাদ।—কোন দিন কাশীমিশ্রের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের উৎকট বিরহে যাঁহার শরীরের সন্ধি শ্লথ হওয়ায় ভুজ ও পদ অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল, এবং তদবস্থায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে হইতে গদ্গদ কাতরবাক্যে যিনি রোদন করিয়াছিলেন, এরূপ গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন॥ ৫॥

সিংহদ্বার দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
কাঁহা কর কিবা এই (২) স্বরূপে পুছিল॥
স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর॥
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা॥
শুনি মহাপ্রভুর হইল বড় চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান॥
হেনকালে জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিল।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল॥

(১) দেউটি—মশাল।

(২) কাঁহা কর—কি কার্য্য কর। কিবা এই—অর্থাৎ কেন।

এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
লোকে নাহি দেখে ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি॥
শাস্ত্রলোকাতীত যেই সেই ভাব হয়।
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধন-শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ১৯ শ্লোকঃ

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ॥ ৬

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১৮ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ৬॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইলা পাছে নাহি পায় লাগে॥
ফুকার পড়িল মহাকোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর॥
পুরী ভারতী গোঁসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবান্ আচার্য্য খঞ্জ চলে ধীরে ধীরে॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভ-ভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার॥
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার (১)॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু পড়য়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গাযমুনাধার॥
বৈবর্ণ্য, শঙ্খপ্রায় হৈল শ্বেত অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা॥
করোয়ার জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গসংব্যজন॥
স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার(২)।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গমার্জ্জনে॥
এইমত বহুবার করিতে করিতে।
হরিবোল বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥
আনন্দে বৈষ্ণব সব বলে "হরি হরি"।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায়॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোঁসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিল॥
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে ইঁহাকে আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥
ইঁহা হইতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ॥
গোবর্দ্ধন চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুধ্বনি শুনি আইলা রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর রূপ ভাব সখি বর্ণিতে না জানি॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখিগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইঁহা লঞা আইলা
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলু দেখিতে।

(১) ঘর্ঘর উচ্চার—অক্ষরের উচ্চারণ।

(২) অষ্ট সাত্ত্বিক—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥
হেনকালে আইল পুরী ভারতী দুইজন।
দুঁহে দেখি প্রভুর সংভ্রম হৈল মন॥
নিপট্ট বাহ্য হৈল, প্রভু দুঁহারে বন্দিলা।
প্রভুকে প্রেমে দুইজন আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু কহে দুঁহে কেনে আইলা এতদূরে।
পুরী গোঁসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে॥
লজ্জিত হইল প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রের ঘাটে আইলা সব বৈষ্ণব সনে॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা॥
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।
ব্রহ্মাদি কহিতে নারে যাহার প্রভাব॥
চটকগিরি গমন-লীলা রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ অষ্টমাঙ্কে

সমীপে নীলাদ্রে-
শ্চটকগিরিরাজস্য কলনাদয়ে
গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন-
গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা
প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৭

অন্বয়ঃ।—নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরি-রাজস্য কলনাৎ (দর্শনাৎ) অয়ে গোষ্ঠে (ব্রজে) গোবর্দ্ধন-গিরিপতিং লোকিতুং (দ্রষ্টুম্) ইতঃ ব্রজন্ অস্মি ইত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ (ভক্তৈঃ) অবধৃতঃ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

অনুবাদ।—শ্রীক্ষেত্রের নিকটে চটকপর্ব্বত দেখিয়া যিনি ব্রজে গিরিপতি গোবর্দ্ধনকে দেখিতে যাইতেছি বলিয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবমান অবস্থায় নিজ জন কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন॥ ৭॥

এবে যত কৈল প্রভু অলৌকিক লীলা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা॥
সংক্ষেপ করিয়া কহি দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি-
গমনরূপ-দিব্যোন্মাদ-বর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা॥ ১

অন্বয়ঃ।—দুর্গমে (দুর্ব্বোধ্যে) কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (কৃষ্ণপ্রেমার্ণবে) নিমগ্নোন্মগ্ন-চেতসা গৌরেণ হরিণা ভূরি প্রেমমর্য্যাদা দর্শিতা।

অনুবাদ।—যাঁহার চিত্ত ইতরজনদুর্ব্বোধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসাগরে নিমগ্ন ও উন্মত্ত সেই গৌরহরি যথেষ্ট পরিমাণে কৃষ্ণপ্রেমের সীমা দেখাইয়াছেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য প্রিয়তম।
জয় জয় শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণ॥
এইমতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে॥
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধ বাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি॥
স্নান ভোজনকৃত্য দেহস্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥
একদিন করে জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথ দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
একবারে স্ফুরে প্রভুকে কৃষ্ণের পঞ্চগুণ(১)।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥
এক মন পঞ্চগুণে পঞ্চদিকে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল আগেয়ানে॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইল॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠ ধরিয়া॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহেন আপন উৎকণ্ঠা কারণ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকার্থ শুনায় দুঁহাকে করিয়া বিলাপ॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৩ শ্লোকঃ

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-
চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ
কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ
পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ
পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে॥ ২

টীকা।—ইন্দ্রিয়ৈরিতি যদুক্তং তদেব ব্যক্তমাহ। হে আলি! মে পঞ্চেন্দ্রিয়ানি স কৃষ্ণ আকর্ষতি। কীদৃশঃ? সৌন্দর্য্যরূপামৃতসমুদ্রস্য তরঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং চিত্তপর্ব্বতানাং সংপ্লাবকঃ ইত্যনেন নেত্রেন্দ্রিয়ং, কর্ণমানন্দয়িতুং শীলং যস্য তাদৃশং নর্ম্মসহিতং বচনং যস্যেতি কর্ণম্, কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ ইতি স্পর্শেন্দ্রিয়ং। সৌরভ্যেত্যাদিনা ঘ্রাণং, পীযূষেত্যাদিনা রসনাম্। ইতি সদানন্দবিধায়িনী।

অনুবাদ।—হে সখি! যিনি সৌন্দর্য্যামৃত-সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা ললনাগণের চিত্ত-পর্ব্বতকে প্লাবিত করেন, যাঁহার সপরিহাস বাক্য কর্ণসুখদ, যাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র হইতেও শীতল, যিনি স্বীয় সৌরভ্যবন্যাদ্বারা জগৎ সংপ্লাবিত করেন এবং যাঁহার অধর অমৃত হইতেও রম্য, সেই নন্দনন্দন বলপূর্ব্বক আমার (শ্রীরাধার) পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতেছেন॥ ২॥

(১) পঞ্চগুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য অধর-রস,
যার মাধুর্য্য কথন না যায়।
দেখি লোভী পঞ্চজন(১),একঅশ্ব মোর মন,
চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে (২) ধায়॥
সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুপণ(৩)
সবে করে হরে পরধন॥ ধ্রু
একঅশ্বএকক্ষণে,পাঁচে(৪)পাঁচদিকেটানে,
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে
এত দুঃখ সহনে না যায়॥
ইন্দ্রিয়েনাকরিরোষ,ইহা সবার কাঁহা দোষ
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদিপাঁচপাঁচেটানে, গেলঘোড়ারপরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন॥
কৃষ্ণরূপামৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণবচন-মাধুরী, নানা রস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কথন না যায়।
জগতনারীরকানে,মাধুরীগুণেবান্ধিটানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে (৫) কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল(৬)নারীরবক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন॥

(১) পঞ্চজন—চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ লোক।

(২) পাচ দিকে—রূপাদি পঞ্চবিষয়ে।

(৩) দস্যুপণ—দস্যুর প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ দস্যুত্ব।

(৪) পাচে—পঞ্চেন্দ্রিয়।

(৫) ছটায় জিনে—অর্থাৎ শীতলের লেশমাত্রে জয় করে।

(৬) সশৈল—পর্ব্বত সহিত অর্থাৎ স্তন সহিত বক্ষ।

কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্য ভর, মৃগমদ (৭) মনোহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগৎ নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীর মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ
ব্রজনারীগণের মূলধন॥
এত কহি গৌরহরি, দুই জনের কণ্ঠ ধরি,
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহাকরোঁকাঁহাযাঙ, কাঁহাগেলেকৃষ্ণপাঙ
দুঁহে মোরে কহ সে উপায়॥
এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥
সেই দুই জন প্রভুকে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
দুঁহে শ্লোক-গীতে প্রচুর করায় আনন্দ॥
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র-স্নান যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥
রাসে কৃষ্ণ রাধা লঞা অন্তর্দ্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বলে যথা তথা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩০ অং ৯ শ্লোকঃ

চূতপিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবিকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—চূতপিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্বনীপাঃ পরার্থ-ভবিকাঃ যমুনোপকূলাঃ (যমুনাসমীপবর্ত্তিনঃ) যে অন্যে (যে

(৭) মৃগমদ—মৃগনাভি।

বৃক্ষাঃ) রহিতাত্মনাং (শূন্যহৃদয়ানাং) নঃ (অস্মাকং) কৃষ্ণপদবীং (শ্রীকৃষ্ণস্য গমনপথম্) শংসন্তু।

অনুবাদ।—(কৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীগণ কহিলেন), হে চ্যুত! হে পিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে নীপ! হে কদম্ব! হে যমুনাতীরবাসী অন্যান্য বৃক্ষগণ! তোমরা পরের উপকার-নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কৃষ্ণ-বিরহে রহিতাত্মা আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পথ (অর্থাৎ কৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন) বলিয়া দাও ॥ ৩ ॥

তথাহি তত্রৈব ৭ শ্লোকঃ

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি
গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্র-
দ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—'হে' কল্যাণি, 'হে' গোবিন্দ-চরণপ্রিয়ে, 'হে' তুলসি, কচ্চিৎ (প্রশ্নে) অলি-কুলৈঃ 'সহ' ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ (বহন্) তে অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ তে (ত্বয়া) দৃষ্টঃ।

অনুবাদ।—হে পরম-সৌভাগ্যবতি, হে গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়ে, হে তুলসি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ভগবান্ অচ্যুত ভ্রমর-সমূহের সহিত তোমাকে বহন করিয়া এই পথে গমন করিয়াছেন, তাঁহাকে কি তুমি দেখিয়াছ ? ৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ৮ শ্লোকঃ

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চি-
ন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ
করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—'হে' মালতি, মল্লিকে, জাতি-যূথিকে! কচ্চিৎ করস্পর্শেন বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং জনয়ন্ যাতঃ মাধবঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) অদর্শি (দৃষ্টঃ)।

অনুবাদ।—হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! শ্রীকৃষ্ণ হস্তস্পর্শদ্বারা তোমাদের আনন্দ জন্মাইয়া এই পথে গিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ ? ৫ ॥

আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার ॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা, পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এ সব পুরুষ জাতি কৃষ্ণ-সখার সমান ॥
এ কেন কহিবে কৃষ্ণ উদ্দেশ আমায়।
এই স্ত্রীজাতি লতা আমার সখী প্রায় ॥
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণ পাইয়াছে দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে ॥
তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
এই কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে ॥
আগে মৃগীগণ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ লঞা।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩০ অং ১১ শ্লোকঃ

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্
দৃশাং সখি! সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—'হে' সখি এণপত্নি (মৃগবধু), অচ্যুতঃ প্রিয়য়া 'সহ' গাত্রৈঃ বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং (নয়নানাং) সুনির্বৃতিং (পরমসুখম্) তন্বন্ (বিস্তারয়ন্, জনয়ন্) ইহ অপি (কিম্) উপগতঃ, কুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ (কুন্দমালিকায়াঃ) গন্ধঃ ইহ বাতি।

অনুবাদ।—(কৃষ্ণবিরহকাতরা গোপীগণ কহিলেন), হে সখি মৃগপত্নি! প্রিয়াসহ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের চক্ষুর আনন্দ বিস্তার করতঃ এই পথে গমন করিয়াছেন, বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। যেহেতু বায়ু তাঁহার কান্তাঙ্গ-সঙ্গনিমিত্ত স্তনকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দপুষ্পমালার সুবাস এখানে আনিয়েছে ॥ ৬ ॥

কহে মৃগী, রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইল নাহিক অন্যথা ॥

রাধা-প্রিয়সখি মোরা নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ-গন্ধ॥
রাধাঙ্গ-সঙ্গমে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণ কুন্দমালা গন্ধে বায়ু সুবাসিত॥
কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা ইঁহো বিরহিণী।
কি উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী॥
আগে দেখে বৃক্ষগণ পুষ্পফল ভরে।
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে॥
কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার।
কৃষ্ণ-গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩০ অং ১২ শ্লোকঃ

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—প্রিয়াংসে (প্রিয়ায়াঃ স্কন্ধে) বাহুম্ উপধায় (সংস্থাপ্য) গৃহীতপদ্মঃ মদান্ধৈঃ তুলসিকালিকুলৈঃ অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) রামানুজঃ ইহ চরন্, 'হে' তরবঃ, বঃ (যুষ্মাকম্) প্রণামং প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রীত্যবলোকনেন) কিম্বা অভিনন্দতি।

অনুবাদ।—হে বৃক্ষগণ! প্রেয়সীর স্কন্ধে বামহস্ত ধারণপূর্ব্বক অপর হস্তে পদ্ম ধারণ করিয়া এবং তুলসীবনস্থ মদান্ধ ভ্রমরগণ কর্তৃক অন্বেষিত হইয়া এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কি তোমাদের প্রণামকে প্রণয়াবলোকনদ্বারা অঙ্গীকার করিয়াছেন॥ ৭॥

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হয় অন্য চিত্তে॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান।
কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কি উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত (১)॥
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে॥

কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্রমন॥
সৌন্দর্য্য দেখি ভূমে পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ স্বাদু বাহিরে বিহ্বল॥
পূর্ব্ববৎ সবে মেলি করাল চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইলু দর্শন।
যাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরে নেত্র-মন॥
পুনঃ কেন না দেখয়ে মুরলীবদন।
তাঁর দরশন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥
বিশাখাকে রাধা যেই শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৩ শ্লোকঃ

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতি-
র্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীমুখঃ
শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ
সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি! তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥ ৮

অন্বয়ঃ।—'হে' সখি! নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ সুচিত্রমুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ সঃ মদনমোহনঃ মে নেত্রস্পৃহাং তনোতি।

অনুবাদ।—যাঁহার দেহকান্তি নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর, যাঁহার বস্ত্র নূতন বিদ্যুৎতুল্য মনোহর, যাঁহার বদন শারদচন্দ্র তুল্য শোভমান ও মনোহর, যাঁহার কেশদাম ময়ূরপুচ্ছভূষিত, যাঁহার হারকান্তি নক্ষত্রতুল্য, হে সখি, সেই মদনমোহন নিজ সৌন্দর্য্যগুণে, আমার নেত্র-লোভ বিস্তার করিতেছেন (অর্থাৎ নয়ন তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে)॥ ৮॥

(১) সম্বিত—জ্ঞান।
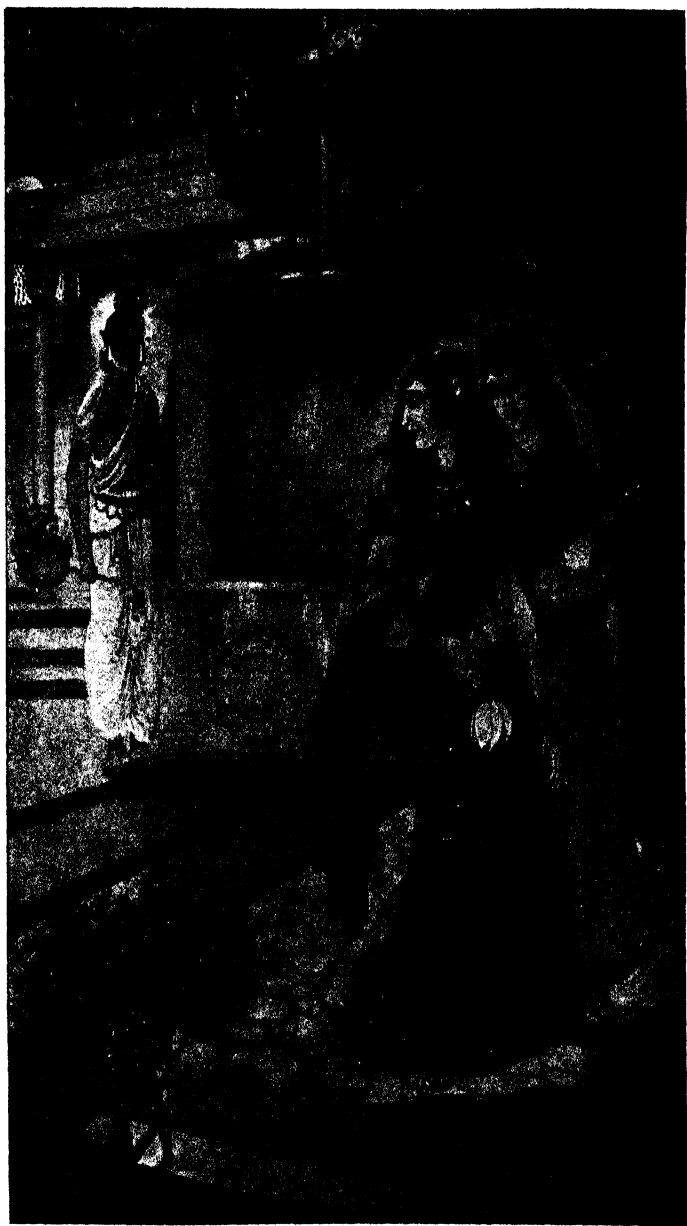
স মে মদনমোহন সখি!
তনোতিনেত্রস্পৃহাম্।

যথা—রাগঃ।

নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল (১)।
জিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায় (২)॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি (৩) ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল (৪)॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্কপূর্ণকল(৫), লাবণ্যজ্যোৎস্নাঝলমল
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয়॥
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝা-পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে,
মরে চাতক পিতে না পাইল॥
পুনঃ কহে হায় হায়, পড়ে শ্লোক রামরায়
কহে প্রভু গদ্‌গদ আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক,
আপনি প্রভু করেন ব্যাখানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৯ অং ৩৩ শ্লোকঃ

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ৯

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২৪ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ৯॥

যথা—রাগঃ

কৃষ্ণ জিনি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ,
তাহে অধর-মধুরস্মিত-চার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি লাজ পতি-ঘর-দ্বার॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগীমর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষবাণে, তা সবার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মনোবক্ষ,
হরি (৬) দাসী করিবারে দক্ষ॥
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ যুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে
মরে নারী সে বিষজ্বালায়॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালা বিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীগণ॥
এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
এই শ্লোক পাঞা রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা
উঘারিয়া হৃদয়ের শোক॥

---

(১) নবঘন—নূতন মেঘ। দলিত—ভগ্ন। ইন্দীবর—নীলপদ্ম।

(২) বলাহক—মেঘ। পিয়াসে—পিপাসায়।

(৩) বকপাঁতি—বকশ্রেণী।

(৪) বৈজয়ন্তী মাল—পঞ্চবর্ণ পুষ্প দ্বারা গ্রথিত মালা।

(৫) পূর্ণকল—ষোলকলাপূর্ণ।

(৬) হরি—হরণ করিয়া।

তথাহি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৭ শ্লোকঃ

হরিণ্মণিকবাটিকা
প্রততিহারি-বক্ষস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃ
কলুষহন্তৃ-দোরর্গলঃ।
সুধাংশু-হরিচন্দনোৎ-
পলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি তনোতি বক্ষস্পৃহাম্ ॥ ১০

টীকা।—স্বস্পর্শেন বক্ষস্পৃহাং তনোতি। কীদৃশঃ? ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত-কবাটিকে ইব প্রততং বিস্তীর্ণং হারি মনোহরং বক্ষস্থলং যস্য সঃ। স্মরার্ত্ততরুণীনাং মনসঃ কলুষং মনস্তাপস্তস্য হন্তৃণী নাশকে দোষৌ বাহূ তদ্রূপার্গলে যস্য সঃ। অর্গলাভ্যাং রোধেনেব বাহুভ্যামালিঙ্গনেন মনস্তাপং নাশয়তীত্যর্থঃ। সুধাংশুশ্চন্দ্রশ্চ হরিচন্দনমুত্তমচন্দনঞ্চ উৎপলং পদ্মঞ্চ সিতাভ্রঃ কর্পূরশ্চৈতেভ্যোঽপি শীতং শীতলমঙ্গং যস্য সঃ। অথ কর্পূরমস্ত্রিয়াং ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ সিতাভ্রোহিমবালুকমিত্যমরঃ।

অনুবাদ।—(শ্রীরাধা বিশাখাকে কহিলেন, হে সখি!) যাঁহার বক্ষঃস্থল ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটতুল্য বিস্তীর্ণ ও মনোহর, যাঁহার বাহুদ্বয় কন্দর্পপীড়িত যুবতীগণের মনস্তাপনাশক এবং চন্দন, উৎপল ও কর্পূর সদৃশ যাঁহার অঙ্গ সুশীতল, সেই মদনমোহন আমার বক্ষের স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন (হৃদয় তাঁহার আলিঙ্গনের জন্য উৎসুক হইতেছে) ॥ ১০ ॥

প্রভু কহে, কৃষ্ণ মুঞি এখানে পাইনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রহে এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৯ অং ৪২ শ্লোকঃ

তাসাং তৎসৌভগমদং
বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায়
তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—কেশবঃ তাসাং (গোপীনাং) তং সৌভগমদং (সৌভাগ্যগর্ব্বং) মানং চ বীক্ষ্য প্রশমায় (শান্তয়ে) প্রসাদায় তত্র অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতো বভূব)।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সেই সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং মান নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাদের সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রশমন ও মানের প্রসন্নতার নিমিত্ত সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১১ ॥

স্বরূপগোঁসাঞিকে কহে গাও এক গীত।
যাহাতে আমার চিত্ত হয়েত সম্বিত ॥
শুনি স্বরূপগোঁসাঞি মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া॥

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ২য় সর্গে ৩য় শ্লোকঃ

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—মম মনঃ ইহ রাসে বিহিতবিলাসং কৃতপরিহাসং হরিং স্মরতি।

অনুবাদ।—(শ্রীরাধিকা কহিলেন, হে বিশাখে!) আমার মন শারদীয় রাসলীলায় বিহরণশীল ও পরিহাসবিশারদ কৃষ্ণচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছে ॥ ১২ ॥

স্বরূপ গোঁসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষ-আদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥
ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য ॥
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে বাড়য়ে নর্ত্তন ॥
এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥
বোল বোল বলি প্রভু বলে বার বার।
না গায় স্বরূপ গোঁসাঞি শ্রম জানি তাঁর ॥
বোল বোল প্রভু কহে, ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকে সবে মিলি করে হরিধ্বনি ॥
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল ॥
প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইল ঘরে ॥

ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ আদি যত গেলা নিজস্থান ॥
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যান-বিহার।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা আবেশ তাঁহার ॥
প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন ॥

তথাহি—স্তবমালায়াং চৈতন্যদেবস্তবে ৬ শ্লোকঃ

পয়োরাশেস্তীরে
স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-
স্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-
প্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে
পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—ক্বচিৎ পয়োরাশেঃ (সমুদ্রস্য) তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া (স্ফুরদুপবনসমূহস্য দর্শনেন) মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনঃ ভক্তিরসিকঃ স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (গোচরতাং) যাস্যতি।

অনুবাদ।—কোন দিবস যিনি সমুদ্রতীরে উপবনশ্রেণী দেখিয়া বারংবার বৃন্দাবন-স্মরণজনিত প্রেমে বিবশ হইয়াছিলেন ও কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে যাঁহার রসনা প্রচলা হইয়াছিল, সেই ভক্তরসিক চৈতন্য পুনরায় কি আমার নয়নগোচর হইবেন? ১৩ ॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যান-বিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং
কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্
প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ কৃষ্ণভাবামৃতম্ আস্বাদ্য ভক্তান্ আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষাম্ অশিক্ষয়ৎ, 'তং' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে (নমামি)।

অনুবাদ।—যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেমোপদেশ শিক্ষা দেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মতে মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেমেতে বিহ্বলে ॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥
তা সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥
তা'সবার সঙ্গে আইলা কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তিঁহো নাহি কহে আন ॥
মহাভাগবত তিঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥
কৌতুকেতে তিঁহ যদি পাশক খেলায়।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহি পাশক চালায় ॥
রঘুনাথ দাসের তিঁহ হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইতে তিঁহ হৈল বুড়া ॥
গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহো করিয়াছে ভক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তার ঠাঁঞি যায় ॥
তাঁর ঠাঁঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহাও না পায় যবে রহে লুকাইয়া ॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায় ॥
শূদ্র বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা।
এই মত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥
ভূমিমালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।
আম্রফল লঞা তিঁহো গেলা তার স্থান ॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥
পত্নী সহিত তিঁহো আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাহা সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তারে মধুর বচনে ॥
আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব তোমার সেবন ॥
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে ॥
কালিদাস কহে ঠাকুর, কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু পতিত পামরে ॥
পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন ॥

ক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
দরজ দেহ, পদ মোর মাথে ধর ॥
কুর কহে, ঐছে বাত কভু না জুয়ায়।
ামি নীচজাতি তুমি সুসজ্জন রায় ॥
বে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
নি ঝড়ু ঠাকুরের সুখ উপজিল ॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্থ ১০ বিলাসে ৯১ অঙ্কে ইতিহাস-সমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যম্

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলার ১৯ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কং ৯ অং ৯ শ্লোকঃ

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৩

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

তথাহি—তত্রৈব ২ স্কং ৩৩ অং ৮ শ্লোকঃ

অহো বত! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৪

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ১১ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥ ৪ ॥

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্র এই সত্য হয়।
সেই নীচ ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি নয় ॥
আমি নীচজাতি আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্যে ঐছে হয় আমার নাহি ঐছে শক্তি ॥
তাঁরে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি(১)আইলা ॥

(১) অনুব্রজি—পশ্চাদ্গামী।

তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘর আইলা।
তাঁহার চরণ-চিহ্ন যে ঠাঁঞি পড়িলা ॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
তাঁর নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিল ॥
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥
কলা-পাটুয়াডোঙ্গা হৈতে আম্র নিকালিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া ॥
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে ॥
আঁটি চোকা সেই পাটুয়াডোঙ্গাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইল লঞা ॥
সেই খোলার আঁটি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে ॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তার উপর বহু কৃপা কৈলা ॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু সনে ॥
সিংহদ্বারে উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ-পশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে(২) ॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যান ঈশ্বর দর্শন ॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন ॥
প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পাদজল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল ॥
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল ॥
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবৎ বাঞ্ছাপূর্ণ করিল তোমার ॥

(২) পশার—সোপান, সিঁড়ি। গাড়ে—খালে।

সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥
বাইশ-পশার পাছে উত্তর দক্ষিণদিকে।
এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার॥

তথাহি—নৃসিংহপুরাণম্

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে॥ ৫

অন্বয়ঃ।—প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে হিরণ্যকশিপোঃ বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে নরসিংহায় তে নমঃ।

অনুবাদ।—হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ শিলা বিদারণের অস্ত্রসদৃশ যাঁহার নখশ্রেণী (অর্থাৎ যিনি নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃ বিদীর্ণ করেন) সেই প্রহ্লাদাহ্লাদদায়ী নরসিংহকে আমি নমস্কার করি॥ ৫॥

তথাহি—নৃসিংহপুরাণম্

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥ ৬

টীকা।—ইতঃ অস্মিন্ স্থানে নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহঃ। যতো যতো যামি ততঃ তস্মিন্ স্থানে নৃসিংহঃ। বহির্হৃদয়াদিতি শেষঃ হৃদয়ে হৃদয়াভ্যন্তরে নৃসিংহঃ তম্ আদিং নৃসিংহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি।

অনুবাদ।—এই স্থানে নৃসিংহ, অন্য স্থানে নৃসিংহ এবং যেখানে যাইতেছি সেইখানেই নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ ও হৃদয়ে নৃসিংহ, আমি নৃসিংহের শরণাগত হইলাম॥ ৬॥

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিলা ভোজন॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া॥
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥
বৈষ্ণবের শেষভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
তাতে বৈষ্ণব-ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
এই তিন হৈতে কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিলা॥
পুত্রসঙ্গে লঞা তিঁহো আইলা প্রভুস্থানে।
পুত্রে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে॥
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বলে বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল॥
প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্তে কৃষ্ণনাম কহাইল॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপ গোঁসাঞি কহেন হাসিতে॥
তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাইয়া কার আগে না করে প্রকাশে॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥
আর দিন প্রভু কহে পড় পুরীদাস।
এক শ্লোক করি তিঁহো করিল প্রকাশ॥

তথাহি—কবিকর্ণপূরকৃতঃ ১ শ্লোকঃ

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো-
রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডন-
মখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—বৃন্দাবনরমণীনাং (ব্রজাঙ্গনানাম্) অখিলং মণ্ডনং (ভূষণং) শ্রবসোঃ (কর্ণয়োঃ) কুবলয়ম্ অক্ষ্ণোঃ রঞ্জনম্, উরসঃ (বক্ষসঃ) মহেন্দ্রমণিদাম (ইন্দ্রনীলমণিহারঃ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জয়তি।

অনুবাদ।—যিনি বৃন্দাবনরমণীগণের কর্ণযুগলের নীলপদ্ম, নয়নের কজ্জল, এবং বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণিমালা প্রভৃতি নিখিলভূষণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৭ ॥

সাত বৎসরের বালক নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা॥
ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা যবে গেলা গৌড়দেশে॥
তা' সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তারা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান॥
রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস।
সাক্ষাৎ অনুভবে যেন কৃষ্ণের পরশ॥
এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।
সিংহদ্বারের দলুই আসি করিল বন্দনে॥
তারে বলে কাঁহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ধরে তার হাত॥
সেই বলে ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাঙ দর্শন॥
তুমি মোর সখা, দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত॥
সেই বলে, এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিঞা তুমি করহ দর্শন॥
গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন।
দেখে জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥
এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পতরৌ
৭ শ্লোকঃ

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণ-
স্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে!
ত্বমেবেতি দ্বারা-
ধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং
প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্-
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—মে (মম) কান্তঃ কৃষ্ণঃ ক্ব (কুত্র), 'হে' সখে! ত্বম্ এব তং (কৃষ্ণম্) ইহ ত্বরিতং লোকয় (দর্শয়) ইতি উন্মদ ইব দ্বারাধিপং (দৌবারিকম্) অভিবদন্, প্রিয়ং দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ, ইতি তদুক্তেন (দ্বারাধিপ-বাক্যেন) ধৃততদ্ভুজান্তঃ (ধৃততৎকরাগ্রঃ) গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

অনুবাদ।—হে সখে! আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তাঁহাকে শীঘ্র দর্শন করাও, এই কথা উন্মত্তের ন্যায় দ্বারপালকে বলিয়া তাঁহার করধারণপূর্ব্বক যিনি জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৮ ॥

হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ লাগিল।
শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভু ঠাঞি কৈল আগমন॥
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ রহুক, যার গন্ধে মন মাতে॥
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাইতে সেবক করিল যতন॥
তবে অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল॥
কোটি অমৃত স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদ কোথা হৈতে হৈল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল॥

এই বুলি মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথ সেবক দেখি সম্বরণ কৈল॥
সুকৃতি লভ্য ফেলালব কহে বার বার।
ঈশ্বর সেবক পুছে কি অর্থ ইহার॥
প্রভু কহে, এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥
সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য।
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য॥
এত বলি প্রভু তা' সবারে বিদায় দিলা।
উপল-ভোগ দেখি প্রভু নিজবাসা আইলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্ফুরণ॥
বাহ্যকৃত্য করে প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন॥
সন্ধ্যাকৃত্য করি প্রভু নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা।
পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদি গণ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন॥
প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন॥
প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ গব্য (১)॥
রসবাস (২) গুড়ত্বক্ (৩) আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব॥
সে সে দ্রব্যে এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত॥

(১) ঐক্ষব—ইক্ষুবিকার, গুড়, চিনি প্রভৃতি। গব্য—ঘৃত ও দুগ্ধ।
(২) রসবাস—কাবাবচিনি।
(৩) গুড়ত্বক্—দারুচিনি।

আস্বাদ দূরে রহু, গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাঁ সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্যবিস্মারণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥
অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সংপ্রাপ্তি।
সবে ইহা আস্বাদ কর, করি মহাভক্তি॥
হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩১ অং ৫ শ্লোকঃ

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর! নস্তেঽধরামৃতম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—'হে' বীর, সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতং নৃণাম্ ইতররাগবিস্মারণং (অন্যাসক্তিনিবারকং) তে অধরামৃতং নঃ বিতর।

অনুবাদ।—হে বীর শ্রীকৃষ্ণ! সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন এবং স্বরিতবেণুর দ্বারা চুম্বিত ও মনুষ্যমাত্রের ইতররাগ-বিস্মারণকারী (মন হইতে অন্যাসক্তি যে দূর করে এমন) তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর॥ ৯॥

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহামত্ত হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৮ শ্লোকঃ

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে-
তররসালিতৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ
সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকা-
সুদলবীটিকা-চর্ব্বিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ
সখি! তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥ ১০

অন্বয়ঃ।—ব্রজাতুল……সঃ মদনমোহনঃ (হে) সখি, মে জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি।

অনুবাদ।—যাঁহার অধরামৃত ব্রজের অতুল কুলাঙ্গনাগণের অন্তরসতৃষ্ণা হরণ করে, যাঁহার অধরসুধা প্রকৃষ্টরূপে বিরাজিত, যাঁহার ভুক্তাবশেষ পুণ্য দ্বারা লাভ করা যায়, যাঁহার নাগলতিকা-সদৃশ চর্ব্বিততাম্বুল সুধা হইতেও মধুর, হে সখি! সেই মদনমোহন আমার জিহ্বাভিলাষকে বিস্তার করিতেছেন (আমার জিহ্বাকে লালান্বিত করিতেছেন)॥ ১০॥

এত কহি মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া॥

যথা—রাগঃ।

তনু মন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ,
হর্ষ আদি ভাব বিলাসয়।
পাশরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥
নাগর! শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত॥ ধ্রু
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায় (১)।
পুরুষে করে আকর্ষণ, পিয়াইতে করে মন,
অন্য রস সব পাশরায়॥
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন (২), তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর॥
বেণুধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়াইয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ পান।
অয়ে শুন গোপীগণ, বলে পিঞো তোমার ধন
তোমার যদি থাকে অভিমান॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ধর্ম্ম ভয় ছাড়ি
ছাড়ি দিমু আসি কর পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান॥

(১) ধৃষ্টরায়—নির্ল্লজ্জপ্রধান।
(২) শুষ্কেন্ধন—শুষ্ক বাঁশ।

অধরামৃত নিজস্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগৎ-মন।
আমরা ধর্ম্ম ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন॥
নীবী খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করে তোমার দাসী, শুনি লোক করে হাসি
এইমত নারীরে নাচায়॥
শুষ্ক বাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিলে গোঁসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি
চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাঞি (৩)॥
অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় কৃষ্ণফেলা॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায় (৪)।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে
সেই জন তার লব পায়॥
কৃষ্ণ যেখায় তাম্বুল, কহে তার নাহি মুল,
তাতে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃত সার,
গোপীমুখ করে আলবাটী (৫)॥
এ তোমার কুটিনাটি (৬), ছাড় এই পরিপাটী
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, লহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত দান॥

(৩) পুত্রের নামে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলে তাহাকে রাজপুরুষ ধৃত করিবে এই ভয়ে চোরের মা যেমন চুপ করিয়া থাকে, তেমনি লোকলজ্জা ভয়ে আমিও চুপ করিয়া থাকি।
(৪) পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে।
(৫) আলবাটী—পিকদানী, ডাবর প্রভৃতি পাত্র বিশেষ।
(৬) কুটিনাটি—কৌটিল্য।

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধাবেশ শান্ত হঞা উৎকণ্ঠা বাড়িল॥
পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
ইহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥
যোগ্য হঞা তাহা না করিতে পারে পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ॥
অযোগ্য হঞা কেহ তাহা সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥
তাহে জানি কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল॥
কহ রামরায় কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি কহে রায় গোপিকাবচন॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২১ অং ৯ শ্লোকঃ

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—'হে' গোপ্যঃ, অয়ং বেণুঃ কিং স্ম কুশলং (পুণ্যম্) আচরৎ, যৎ (যস্মাৎ) গোপিকানাম্ অপি দামোদরাধরসুধাম্ অবশিষ্টরসং স্বয়ং ভুঙ্ক্তে, হ্রদিন্যঃ (নদ্যঃ) হৃষ্যত্ত্বচঃ, আর্য্যাঃ যথা (ইব) তরবঃ অশ্রু মুমুচুঃ।

অনুবাদ।—হে গোপীগণ! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল, যেহেতু ইহা কেবলমাত্র গোপীভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত একাকী যথেষ্ট পান করিতেছে; আরও দেখ, আর্য্যকুলবৃদ্ধেরা স্ববংশে ভগবৎসেবকের জন্ম দেখিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন ও রোমাঞ্চিত হন; তদ্রূপ এই বেণুর সৌভাগ্য দেখিয়া যাহাদের জলে উহা পুষ্ট সেই মাতৃতুল্য হ্রদিনীসকল বিকসিত কমলচ্ছলে রোমাঞ্চ প্রকাশ করিতেছে এবং 'এই বেণু আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে' মনে করিয়া বৃক্ষগণও মধুধারাচ্ছলে নেত্রজল পরিত্যাগ করিতেছে॥ ১১॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া॥

যথা—রাগঃ।

এই ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
সেই সুধা অন্যলভ্য নয়॥
গোপীগণ! কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ মন্ত্রজপ
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥ ধ্রু
হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা(১)
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবরপুরুষ-জাতি,
সেই সুধা সদা করে পান॥
যারধননাকহেতারে,পানকরেবলাৎকারে
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়॥
মানস-গঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাঁতে করে স্নান।
বেণু ঝুটা অধর রস, হৈয়া লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান॥
এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা, মুলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে! বুঝিতে না পারি॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে (২) বহে অশ্রুধার।
বেণুকেমানিনিজজাতি আর্য্যেরযেনপুত্রনাতি
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দবিকার॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ অযোগ্য, আমরা যোগ্য নারী।
যানাপাঞাদুঃখেমরিঅযোগ্যপিয়েসহিতেনারি
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥
এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়।

(১) মুধা—বৃথা।
(২) মিষে—ছলে।

কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়
এইরূপে রাত্রি দিন যায়॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য
অত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা
দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্॥ ১

অন্বয়ঃ।—শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতং অলৌকিকং দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং যৈঃ দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা লিখ্যতে।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক দিব্যোন্মাদজাত চরিত যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করিয়া তাহা লিখিতেছি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদ চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥
এক দিন প্রভু, স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া॥
এই মতে নানা ভাবে অর্দ্ধ রাত্রি হইল।
গোঁসাঞিরে শয়ন করাই দুঁহে ঘর গেল॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ॥
তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছেত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥
সিংহদ্বার দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন॥
হেথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া॥
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দেউটি জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥
পেটের ভিতর হস্ত-পদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দে বিহ্বল॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন।
বহুক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥
চেতন পাইলে হস্ত-পদ বাহির হৈল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥
উঠিয়া বসিলা প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহেন আমা আনিলে তুমি কতি॥

বেণু শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস্য পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইঁহা লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্‌গদ বাণী।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসামৃত শুনি॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ২৯ অং ৩৭ শ্লোকঃ

কা স্ত্র্যঙ্গ! তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২৪ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ২॥

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা॥
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা॥

যথা—রাগঃ।

হৈল গোপীভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
শুনি কৃষ্ণের উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের পরিহাসবাণী, ত্যাগে তাহা সত্যমানি
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন (১)॥
নাগর! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাহাঁ না আকর্ষয়॥

জগতে কৈলে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী
দূতী হঞা মোহে নারী মন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ(২) ছাড়াইয়া
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম্ম হরি বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ-কামশরে
লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও।
এবে মোরে করি রোষ, কহ পরিত্যাগে দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এইসব শঠ পরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড়হ এসব কুটিনাটি (৩)॥
বেণুনাদ অমৃত-ঘোলে(৪), অমৃতসম মিঠা বোলে
অমৃতসম ভূষণশিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে
উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, পড়ি আপনি বাখানি
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮
সর্গে ৫ শ্লোকঃ

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণহারিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্॥৩

টীকা।—অথ শব্দং স্পষ্টয়তি নদজ্জলদেত্যে-কেন। হে সখি! স কৃষ্ণো মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি স্বশব্দেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ? নদ-জ্জলদেতি। নদতো জলদস্য নিঃস্বন ইব নিঃস্বন কণ্ঠধ্বনির্যস্য গম্ভীর ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ? শ্রবণহারি কর্ণাকর্ষি সদুত্তমং শিঞ্জিতং ভূষণানাং

(১) ওলাহন—ভৎর্সনাসূচক বাক্য।

(২) আর্য্যপথ—সতীত্ব ধর্ম্ম।

(৩) কুটিনাটি—কৌটিল্য অর্থাৎ অন্তর্বাহ্য ভাব।

(৪) ঘোলে—গাঢ় তক্রে, কিংবা কর্ণপূরক ধ্বনিতে; অথবা অমৃতকে উদ্গার করে এরূপ বেণুশব্দে।

ধ্বনির্যস্য সঃ ভূষণানান্তু শিঞ্জিতমিত্যমরঃ। পুনঃ নর্ম্মণা পরিহাসেন সহ বর্ত্তমানৈরতএব সরসসূচকৈঃ। কিংবা সনর্ম্মরসস্য সূচকৈরক্ষরৈঃ। অনেন জ্ঞাতম্ অন্যেষাং বচনানি বা রসসূচকানি স্যুঃ কৃষ্ণস্য বচনানামক্ষরাণ্যপি রসসূচকান্যেবেতি। তৈর্জাতানাং পদানাং বিভক্ত্যন্তশব্দানাং যা অর্থভঙ্গী অর্থকৌশলম্। যদ্বা রসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যস্য। যদ্বা সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থানাং ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহরীমান্ সম্পদঃ অর্থান্নর্ম্মরসসমুদ্রঃ তদ্রূপোক্তির্যস্য সঃ পুনঃ রমাদিকানামুত্তমস্ত্রীণাং হৃদয়হারী বংশ্যাঃ কলো মধুরাস্ফুটধ্বনির্যস্য সঃ। বয়স্তু মানুষ্যস্তত্রাপি যুবত্যঃ। অর্ব্বাচীনাঃ তত্রাপি সজাতীয়াঃ তত্রাপি তস্য সম্ভোগ্যাঃ। তস্য বাঞ্ছনীয়াঃ প্রিয়াশ্চ। অতস্তৎকর্ত্তৃকমস্মচ্চিত্তাকর্ষণং কিং বিচিত্রমিতি ভাবঃ।

অনুবাদ।—(শ্রীরাধা কহিলেন), হে সখি! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি জলদগম্ভীর, যাঁহার ভূষণধ্বনি কর্ণ-আকর্ষণকারী, যাঁহার সপরিহাস মধুরাক্ষরযুক্ত পদার্থভঙ্গীময় বাক্য এবং যাঁহার বংশীধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি বরাঙ্গনাগণের হৃদয়হারী, সেই মদনমোহন আমার (শ্রীরাধার) কর্ণস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন (কর্ণকে লালায়িত করিতেছেন) ॥ ৩ ॥

পুনর্যথা—রাগঃ।

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি,
যার গানে কোকিল লাজায় (১)।
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি (২) না যায় ॥
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণ-রস-শব্দ গুণে, হরিল আমার কাণে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ধ্রু
নূপুর কিঙ্কিণি ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি, চটক লাজায় (৩)।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায় ॥
সেই শ্রীমুখভাষিত (৪), অমৃত হৈতে পরামৃত
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত (৫) ॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ চকোর-জীবন,
কর্ণচকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥
যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায় (৬)।
নীবীবন্ধ (৭) পড়ে খসি, বিনামূল্যে হয় দাসী
বাউলি (৮) হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥
যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তিঁহ যে কাকলি শুনি
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায় ॥
এই শব্দামৃত চারী (৯), যার হয় ভাগ্য ভারি
সেই কর্ণে ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে
কাণাকড়ি সম সেই কাণ ॥
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাব,
মনে কাহোঁ নাহি আলম্বন (১০)।

(১) নবঘন—নূতন মেঘ। লাজায়—লজ্জা দেয়।
(২) বাহুড়ি—ফিরিয়া।
(৩) কিঙ্কিণি—কটিভূষণবিশেষ, ঘুঙ্গুর। কঙ্কণ—হস্তের অলঙ্কার। চটক—চড়ুইপাখী।
(৪) ভাষিত—বাক্য।
(৫) দুই শক্তি—শব্দশক্তি ও অর্থশক্তি। ব্যক্তি—প্রকাশ। প্রত্যক্ষরে—প্রতি অক্ষরে, অক্ষরে অক্ষরে। নর্ম্ম—পরিহাস।
(৬) আউলায়—শিথিল হয়।
(৭) নীবীবন্ধ—কটিবস্ত্রগ্রন্থি।
(৮) বাউলি—পাগলিনী।
(৯) চারী—বিচরণশীল। কিংবা 'চারি' শব্দে কণ্ঠের গম্ভীরধ্বনি, নূপুরকিঙ্কিণিধ্বনি, সে শ্রীমুখ ভাষিত ও যেবা বেণু-কলধ্বনি, এই চারি শব্দামৃত।
(১০) আলম্বন—আশ্রয়।

উদ্বেগ বিষাদমতি, ঔৎসুক্যত্রাস ধৃতিস্মৃতি
নানা ভাবের হইল মিলন (১)॥
ভাবশাবল্যেরাধা-উক্তি, লীলাশুকে হৈলস্ফূর্ত্তি
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক (২)।
উন্মাদের (৩) সামর্থ্যে, সেইশ্লোকেরকরেঅর্থে
সে অর্থ না জানে সব লোক॥

(১) উদ্বেগ—মনের কম্প। মনের উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে।

বিষাদ—অনুতাপ। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে।

মতি—শাস্ত্রাদির অর্থনির্দ্ধারণ। ইহাতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্ত্তব্যকরণ, শিষ্য-দিগকে উপদেশ দেওন এবং তর্কবিতর্ক প্রভৃতি হইয়া থাকে।

ঔৎসুক্য—অভীষ্ট বস্তুর দর্শনস্পৃহা ও প্রাপ্তি-স্পৃহা নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা তাহাকে ঔৎসুক্য বলে। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং স্থিরতাদি হইয়া থাকে।

ত্রাস—হৃদয়ে ক্ষোভ। এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর আলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি হইয়া থাকে।

ধৃতি—জ্ঞান, দুঃখাভাব ও উত্তম বস্তু প্রাপ্তি (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেমলাভ) দ্বারা মনে যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহার নাম ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না।

স্মৃতি—পূর্ব্বানুভূত অর্থের প্রতীতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি হইয়া থাকে।

(২) ভাবশাবল্য—ভাবসকলের পরস্পর সংমর্দ্দের নাম শাবল্য।

(৩) উন্মাদ—অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত হৃদ্ভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস্য, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে।

তথাহি—কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪২ অঙ্কে বিল্বমঙ্গলবাক্যম্‌।

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ
কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যা-
মহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে
মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা
চিরং বত লম্বতে॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ইহ কিং কৃণুমঃ, কস্য ব্রূমঃ, আশয়া কৃতং কৃতম্, অন্যাং ধন্যাং (পুণ্যাং) কথাং কথয়তঃ অহো হৃদয়েশয়ঃ, মধুরমধুরস্মেরাকারে মনো-নয়নোৎসবে কৃষ্ণে কৃপণ-কৃপণা তৃষ্ণা বত চিরং লম্বতে।

অনুবাদ।—এখন আমি কি করি, কাহাকেই বা বলি, (শ্রীকৃষ্ণ পাইবার) আশা করা প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা বল। হায়! হায়! যাহাকে ছাড়িব বলিয়া মনে করিতেছি, সে যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়াছে, মধুর মধুর ঈষৎ হাস্যযুক্ত যাঁহার আকৃতি, যিনি মন ও নয়নের আনন্দপ্রদ, তাহাতে আমার অতি দীনা তৃষ্ণা চিরকাল বৃদ্ধি পাইতেছে॥ ৪॥

যথা—রাগঃ।

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ কে করে উপায়॥
হা হা সখি! কি করি উপায়।
কাঁহাকরোঁকাঁহাযাও, কাঁহাগেলেকৃষ্ণপাও,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥ ধ্রু
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতি ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলা বচন স্মৃতি, করাইল ভাবমতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি কৃষ্ণ কথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥

কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
চাহিযারেছাড়িতে, সেইশুঞা আছেচিতে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥
রাধাভাবেরস্বভাবআন, কৃষ্ণেকরায়কামজ্ঞান
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে যে জগৎ মারে, সেই পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাশরিতে॥
ঔৎসুক্যেরপ্রাধান্যে, জিতিঅন্যভাবসৈন্যে
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে॥
মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদন, মনোনেত্র-রসায়ন,
কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্যসদ্‌গুণসাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস নাগর॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমিকহতাঁহাযাই
এই কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপউঠিকোলেকরি, প্রভুরে আনিলধরি
নিজ স্থানে বসাইল লঞা॥
ক্ষণেপ্রভুরবাহ্যহৈল, স্বরূপেরেআজ্ঞা দিল
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপগায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ॥
এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে।
উন্মাদ চেষ্টিত সদা প্রলাপ বচনে॥
এক দিন যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মনপ্রাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা জ্ঞান॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য॥
সর্ব্বভাবে ভজ লোক চৈতন্য চরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত ধন॥
এইত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি অনুভাব।
উন্মাদ চেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ॥
এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ
৫ শ্লোকঃ

অনুদ্ঘাট্য দ্বার-
ত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালি-
ঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ
কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৫

অন্বয়ঃ।—দ্বারত্রয়ম্ অনুদ্ঘাট্য চ অহো উরু উচ্চৈঃ ভিত্তিত্রয়ং বিলঙ্ঘ্য কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে (কলিঙ্গদেশজাতানাং ধেনূনাং মধ্যে) নিপতিতঃ কৃষ্ণোরুবিরহাৎ (কৃষ্ণস্য দারুণবিচ্ছেদাৎ) তনূদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠঃ (কূর্ম্মঃ) ইব বিরাজন্ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

অনুবাদ।—যিনি তিনটী দ্বার না খুলিয়া এবং উচ্চ তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিঙ্গদেশীয় গাভীর মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের মহাবিরহে কূর্ম্মের ন্যায় খর্ব্বাকৃতি হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন॥ ৫॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারা-
নুভাবোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম
সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধো-
রবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্
হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ
পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈ-
রবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যঃ শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোঃ অবকলনয়া (দর্শনেন) জাতযমুনাভ্রমাৎ ধাবন্ হরিবিরহতাপার্ণবে ইব, অস্মিন্ (সমুদ্রে) নিমগ্নঃ মূর্চ্ছালঃ অখিলাং রাত্রিং পয়সি নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ (স্বরূপাদিভিঃ) প্রাপ্তঃ সঃ শচীসূনুঃ ইহ (সংসারে) নঃ (অস্মান্) অবতু।

অনুবাদ।—যিনি শরৎকালীন জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রিতে সমুদ্র অবলোকন করিয়া যমুনাভ্রমে দ্রুতবেগে গমন করিয়া কৃষ্ণবিরহতাপ-সমুদ্রবৎ সমুদ্রে পতিত হইয়া, সমস্ত রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে স্বরূপাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥
শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
নিজগণ লঞা প্রভু বেড়ায় রাত্রি সকল॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীতশ্লোক পড়িতে শুনিতে॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ॥
কভু ভাবোন্মাদে কভু ইতি উতি ধায়।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা গড়াগড়ি যায়॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে॥
এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করি প্রভু পায় হর্ষ শোক॥
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার॥
দ্বাদশ বৎসর যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতিবাহুল্য ভয়ে গ্রন্থে, না কৈল লিখনে॥
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপবর্ণন॥
সহস্র বদনে যদি কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত॥
কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখেন গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥
ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি কৃষ্ণ চমৎকার।
কৃষ্ণ যার অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার॥
ভক্তপ্রেমের যে দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাবে অঙ্গীকার তাহা আস্বাদিতে॥
কৃষ্ণেরে নাচাই প্রেমা ভক্তেরে নাচাই।
আপনি নাচয়ে তিন নাচে এক ঠাঞি॥
প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে যৈছে হইয়া বামন॥

বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেমার কণ তৈছে জীবের স্পর্শন॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ॥
জীব হইয়া করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ॥
এই মত রাসের শ্লোক সকল পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কং ৩৩ অং ২৩ শ্লোকঃ

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥২

অন্বয়ঃ।—শ্রান্তঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রমম্ অপোহিতুং তাভিঃ যুতঃ কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (সম্বন্ধিভিঃ) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপতিরূপভ্রমরৈঃ) অনুদ্রুতঃ (সন্) ভিন্নসেতুঃ (অতিক্রান্তলোকমর্য্যাদঃ) ইভরাট্ (গজরাজঃ) গজীভিঃ ইব বাঃ (জলম্) আবিশৎ।

অনুবাদ।—গোপীগণের অঙ্গসঙ্গে সংমর্দ্দিত এবং স্তনকুঙ্কুমে রঞ্জিত মালায় উপবিষ্ট গন্ধর্ব্বপতি-রূপ অর্থাৎ মধুরগুঞ্জনকারী ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া শ্রমাপনোদনার্থ হস্তিনীগণের সহিত বিদ্যমান হস্তি-রাজের ন্যায় লোক মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া গোপিকাসহ শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন॥ ২॥

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্রকান্তি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হৈলা মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥

কোণার্কের(১) দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাসায়॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥
ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
কাঁহা প্রভু গেলা কহে চমকিত হঞা॥
মনোবেগে গেলা প্রভু লখিতে(২) নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্য উদ্যানে প্রভু কিবা উন্মাদে পড়িলা॥
গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে।
চটক পর্ব্বতে কিবা গেলা কোণার্কেরে॥
এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন॥

তথাহি—অভিজ্ঞানশকুন্তলা-নাটকে চতুর্থে
অঙ্কে শকুন্তলাং প্রতি প্রিয়ংবদাবাক্যম্

অনিষ্টাশঙ্কানি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি॥৩

অনুবাদ।—বন্ধুদিগের হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কাই উদিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ বন্ধুগণের হৃদয় অমঙ্গলই আশঙ্কা করে)॥ ৩॥

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরায়ু পর্ব্বত দিকে কতজন গেলা॥
পূর্ব্বদিশা চলে স্বরূপ লঞা কতজন।
সিন্ধুতীরে নারে করে প্রভু-অন্বেষণ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেম-বলে করে প্রভু-অন্বেষণ॥
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে "হরি হরি"॥

(১) কোণার্ক—কোণারক; পুরীর সমীপস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানবিশেষ।
(২) লখিতে—লক্ষ্য করিতে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— (অন্ত্যলীলা, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ৫৭৫ পৃষ্ঠা)।

বড় মৎস্য বলি মুঞি উঠানু যতনে।
মৃতক দেখিয়া মোর ত্রাস হৈল মনে॥
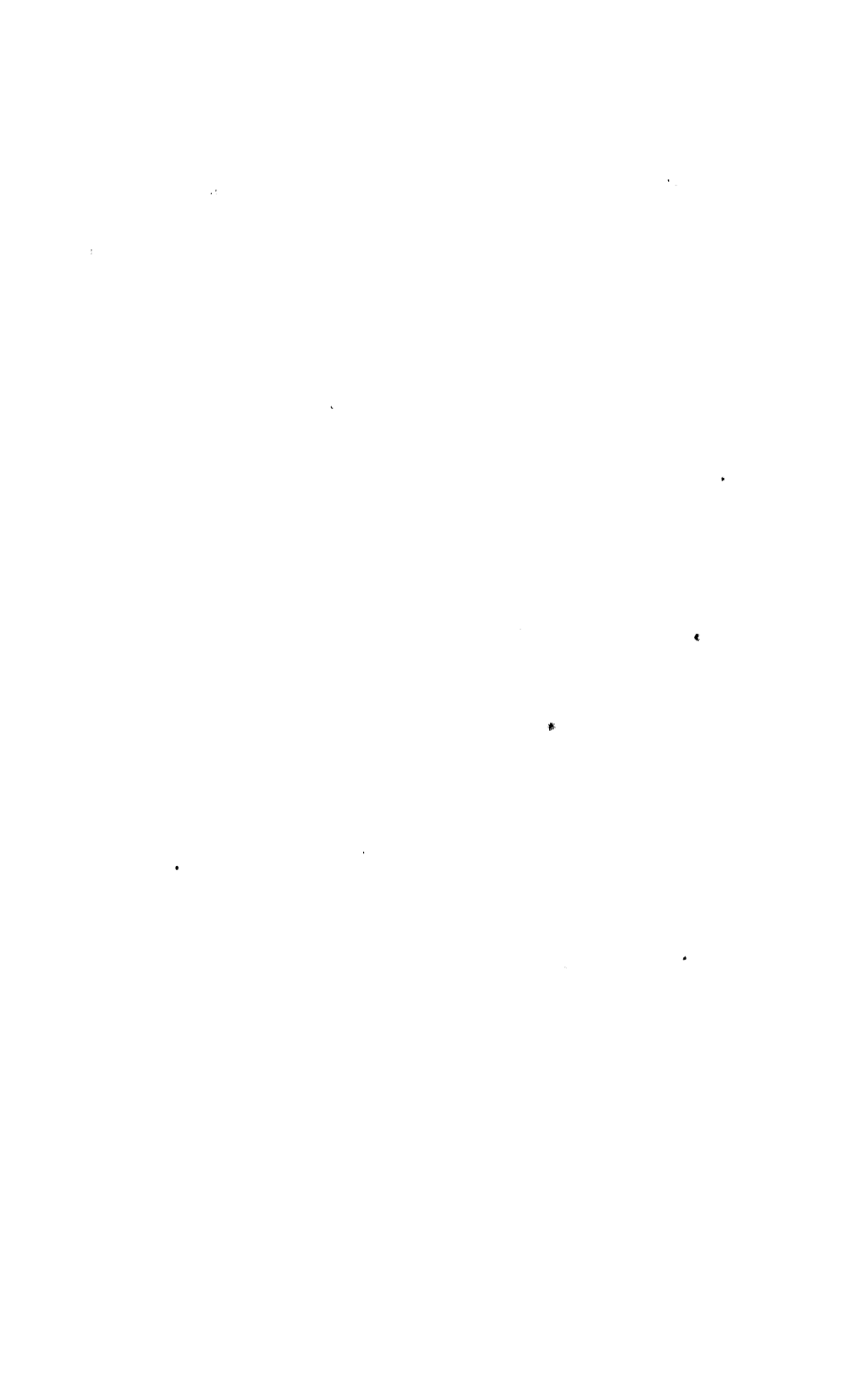
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবে চমৎকার।
স্বরূপ গোঁসাঞি তারে পুছে সমাচার ॥
কহ জালিক এদিকে দেখিলে একজন।
তোমার এ দশা কেন, কহ ত কারণ ॥
জালিয়া কহে ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি মুঞি উঠানু যতনে।
মৃতক দেখিয়া মোর ত্রাস হৈল মনে ॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী রোম উঠিল সকল ॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্ত তার তিন তিন হাত ॥
অস্থিসন্ধি ছাড়ি চর্ম্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কারো নাহি রহে ধড়ে(১)॥
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন (২)।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু হয় অচেতন ॥
সাক্ষাৎ দেখিনু মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঞি মরিলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রীপুত॥
সেইত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা-ঠাঞি যাই যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারি যে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ স্মরণে॥
এ ভূত নৃসিংহ নামে লাগয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে ॥
হোথাকারে না যাইও নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥
এত শুনি স্বরূপ গোঁসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী ॥

আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে ॥
তিন চাপড় মারি বলে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল ॥
একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই কিছু হৈল ধীর ॥
স্বরূপ কহে তুমি যারে কর ভূতজ্ঞান।
ভূত নহে তিঁহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তিঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরেই তুমি উঠাঞাছ আপনার জালে ॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূতজ্ঞানে তোমার মনে হৈল মহাভয় ॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ দেখাহ আমারে ॥
জালিয়া কহে প্রভুকে মুঞি দেখাছো বারবার
তিঁহো নহে এই অতি বিকৃত-আকার ॥
স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থিসন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার ॥
শুনি সে জালিয়া আনন্দিত-মন হৈল।
সবা লঞা সেই স্থানে প্রভু দেখাইল ॥
ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ মহাকায়।
জলে শ্বেততনু, বালু লাগিয়াছে গায় ॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আনা নাহি যায় ॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া ॥
সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম করে প্রভুর কাণে ॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল ॥
উঠিতেই অস্থিসন্ধি লাগিল নিজ স্থানে।
অর্দ্ধবাহ্য ইতি উতি করে দরশনে ॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর ॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম ॥

---

(১) ধড়ে—শরীরে।
(২) উত্তান-নয়ন—ঊর্দ্ধ-চক্ষু।

অর্দ্ধবাহ্যে কহেন প্রভু প্রলাপ বচন।
আকাশে (১) কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণ॥
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী দেখায় মোঁরে সেই সব রঙ্গে॥

যথা—রাগঃ।

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠাম॥
সখি হে! দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ-মত্ত করিবর, চঞ্চল করপুষ্কর (২)
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে॥ ধ্রু
আরম্ভিলজলকেলি,অন্যোন্যেজলফেলাফেলি
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার।
কভু জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ,
সে অমৃত সুখে পান করে॥
প্রথম যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ রদারদি (৩), তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি,
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি॥

সহস্রকরজলসেকে, সহস্রনেত্রেগোপীদেখে
সহস্রপাদ (৪) নিকট গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী নর্ম্ম (৫) শুনে সহস্র কাণে॥
কৃষ্ণরাধালঞাবলে,গেলাকণ্ঠদঘ্ন(৬)জলে,
ছাড়ি দিল যাঁহা অগাধ পানি।
তিঁহ কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণ।
যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন॥
পদ্মিনীলতা সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস
স্বহস্তে কেহ কাঁচলি করিল॥
কৃষ্ণ-কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেই ক্ষণে
হেমাব্জ (৭) বনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠবপুজলেপৈশে, মুখমাত্রজলেভাসে
পদ্মে মুখ না পারি চিনিতে॥
হেথা কৃষ্ণরাধাসনে, কৈলযেআছিলমনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবেরাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়াকার্য্যেরস্থিতি
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা॥
যতহেমাব্জজলেভাসে,ততনীলাব্জতারপাশে
আসি আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জেহেমাব্জেঠেকে, যুদ্ধহয়পরতেকে
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ (৮)॥

(১) আকাশে—অর্থাৎ কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া।

(২) করিবর—হস্তিপ্রধান। করপুষ্কর—হস্তরূপ শুণ্ড।

(৩) রদারদি—দন্তাদন্তি। 'বদাবদি' এই পাঠে, বাক্যে বাক্যে।

(৪) সহস্রপাদ—সূর্য্য।

(৫) নর্ম্ম—পরিহাস, অর্থাৎ গোপীরা সহস্র-কর্ণে সেই পরিহাস শ্রবণ করেন।

(৬) কণ্ঠদঘ্ন—কণ্ঠপরিমিত, অর্থাৎ আকণ্ঠ।

(৭) হেমাব্জ—স্বর্ণপদ্ম।

(৮) হেমাব্জ—স্বর্ণপদ্ম, অর্থাৎ শ্রীগোপীবদন। নীলাব্জ—নীলপদ্ম, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বদন। পরতেকে—প্রত্যেকে।

চক্রবাক মণ্ডল (১), পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্ম-মণ্ডল (২), পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন॥
উঠিল বহুরক্তোৎপল(৩), পৃথক্পৃথক্ যুগল
পদ্মগণে করে নিবারণ।
পদ্মচাহেলুঠিয়ানিতে, উৎপলচাহেরাখিতে
চক্রবাক্ লাগি দুঁহার রণ॥
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক্ সচেতন,
চক্রবাক্ পদ্ম আস্বাদয় (৫)।
ইঁহাদোঁহারউল্টাস্থিতি,ধর্ম্মহৈলবিপরীতি,
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ন্যায় হয়॥
মিত্রের মিত্রসহবাসী, চক্রে পদ্মলুঠেআসি
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিতশত্রুমিত্র, রাখেউৎপলবড়চিত্র
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার (৬)॥
অতিশয়োক্তিবিরোধাভাসদুইঅলঙ্কারপ্রকাশ
শ্রীকৃষ্ণ প্রকট দেখাইল (৭)।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণযুগ্ম জুড়াইল॥

ঐছেচিত্রক্রীড়াকরি, তীরেআইলাশ্রীহরি
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীজন॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান,
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিল সকল॥
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি,
রত্ন মন্দির-পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে॥
একনারিকেলবহুজাতি,একআম্রবহুভাতি
কলা কোলি বিবিধ প্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতরা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর (৮)॥
খরমুজক্ষীরিকাতাল,কেশরপানিফলমৃণাল
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত (৯)।
কোনদেশেকারোখ্যাতি,বৃন্দাবনেসবপ্রাপ্তি
সহস্র জাতি লেখা যায় কত॥

(১) 'চক্রবাকমণ্ডল'—গোপীস্তনমণ্ডল।

(২) 'পদ্মমণ্ডল'—কৃষ্ণকর।

(৩) 'রক্তোৎপল'—গোপীহস্ত।

(৪) 'উৎপল'—রক্তোৎপলরূপ গোপীহস্ত চক্রবাককে রক্ষা করিতে চাহে।

(৫) অচেতন পদ্ম সচেতন চক্রবাকে আস্বাদন করে ইহাই বিপরীত।

(৬) চক্রবাক সূর্য্যোদয়ে প্রিয়বিরহমুক্ত হয় বলিয়া সূর্য্যের মিত্র সুতরাং পদ্মেরও মিত্র, কারণ সূর্য্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। যে জলে পদ্ম বাস করে, সেই জলে চক্রবাক বাস করে বলিয়া চক্রবাক পদ্মের সহবাসী, তাহাকে লুঠ করিতেছে ইহা অন্যায় ব্যবহার।

রাত্রিতে উৎপল বিকসিত হয় এই নিমিত্ত উৎপলের শত্রু সূর্য্য, তাহার মিত্র চক্রবাক, তাহাকে রক্ষা করিতেছে ইহাই আশ্চর্য্য। যেহেতু শত্রুর মিত্রকে রক্ষা করা উচিত হয় না।

উৎপল—শ্রীকৃষ্ণকরতল।

(৭) অতিশয়োক্তি।—অধ্যবসায়ের অর্থাৎ উপমানের উক্তিতে উপমেয়ের সহিত অভেদ জ্ঞানের সিদ্ধি হইলে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।

বিরোধাভাস।—জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্য-দ্বারা যদি জাতিবিরুদ্ধ তুল্য বুঝায়, তবে বিরোধা-ভাস হয় এবং গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্য দ্বারা যদি গুণবিরুদ্ধ তুল্য হয়, তাহাকেও বিরোধাভাস বলা যায়, এবং ক্রিয়া বা দ্রব্যদ্বারা যদি বিরুদ্ধ তুল্য বুঝায়, তাহাও বিরোধাভাস, এবং দ্রব্য-দ্বারা যদি বিরুদ্ধতুল্য হয়, তাহাও বিরোধাভাস হইয়া থাকে। এইরূপে বিরোধাভাস দশবিধ হইয়া থাকে।

(৮) কোলি—কুল। সমতরা—অম্লযুক্ত ফল বিশেষ।

(৯) ক্ষীরিকা—শশা। কেশর—কেশুর।

গঙ্গাজলঅমৃতকেলি, পীযূষকান্তিকর্পূরকেলি
সরপুলী অমৃত পদ্মচিনি।
খণ্ডক্ষীরসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি॥
ভক্ষ্য পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী
বসি কৈল বন্যভোজন।
সঙ্গে লৈয়া সখাগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধা-কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণশয়নকৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন॥
হেনকালেমোরেধরি, মহাকোলাহলকরি,
তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোঁসাঞি দেখি তাহারে পুছিল॥
ইহাঁ কেন তোমরা সব আমা লঞা আইলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে কহিতে লাগিলা॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসি এত দূর আইলা॥
এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইল।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈল॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমা অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলাম আসিয়া॥
তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া!
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পাই পীড়া॥
"কৃষ্ণনাম" লইতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে প্রলাপ কৈল তাহাও শুনিল॥
প্রভু কহে স্বপ্ন দেখি গেলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজন।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মন॥
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তারে স্নান করাইয়া।
প্রভু লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা॥
এইত কহিল প্রভুর সমুদ্রপতন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং
মাতৃভক্তশিরোমণিম্।
প্রলপ্য মুখসঙ্ঘর্ষী
মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—'অহং' মাতৃভক্তশিরোমণিং তং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে; মুখসঙ্ঘর্ষী যঃ প্রলপ্য মধূদ্যানে ললাস (বিররাজ)।

অনুবাদ।—আমি মাতৃভক্তশিরোমণি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি; যিনি মুখসংঘর্ষণ ও প্রলাপ করিয়া মধূদ্যানে বিহার করেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মত মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
উন্মাদে বিলাপ করেন রাত্রিদিবসে ॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তারে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে ॥
নদীয়া চলহ মাতারে কহিও নমস্কার।
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥
কহিও মাতারে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমা বন্দিয়ে চরণ ॥
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিন অবশ্য আসি করিয়ে ভক্ষণ ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া কৈল নিজ ধর্ম্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার ॥
নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে ॥
গোপলীলায় পাইল যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠায় তাহা পুরীর বচনে ॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে ॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা ॥
আচার্য্যাদি ভক্তে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতার ঠাঁই আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া ॥
আচার্য্যের ঠাঁই গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্য গোঁসাঞিপ্রভুকেসন্দেশ(১)কহিল
তরজা প্রহেলি(২)আচার্য্য কহেঠারেঠোরে
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে ॥
প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে (৩) কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল(৪)।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি সব প্রভুকে কহিলা ॥

---

(১) সন্দেশ—সংবাদ, বার্ত্তা।
(২) প্রহেলি—হেঁয়ালি।
(৩) বাউলকে—উন্মত্তকে।
(৪) আউল—সুবিধা।

তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা॥
জানিয়া স্বরূপগোঁসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কত কাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোঁসাঞি কিছু হইলা বিমন॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরাগমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছয়ে জানি নিজ সখীগণ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে শ্রীরাধা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৩ অং ২৫ শ্লোকঃ

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্॥ ২

টীকা।—ক্ব নন্দেতি। শ্রীরাধাহ অত্যুৎকণ্ঠয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্নঃ। উত্তরমনবাপ্য বিয়োগজনকং বিধিং নিন্দতি।

অনুবাদ।—(শ্রীরাধা কহিলেন) হে সখি! নন্দকুলচন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? ময়ূরপুচ্ছ ভূষণ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? যাঁহার মধুর মুরলীধ্বনি সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? যাঁহার ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলকান্তি তিনি কোথায়? রাসরসনৃত্যকারী সেই কৃষ্ণ কোথায়? আমার প্রাণরক্ষার উপায়ভূত অমূল্য রত্নস্বরূপ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদ্ কোথায়? হা হা! এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত আমার যে বিয়োগ সাধন করিল, সেই বিধিকে ধিক্॥ ২॥

যথা—রাগঃ।

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর (১)।
কান্ত্যমৃত যাঁর পীয়ে, নিরন্তর পীয়ে জীয়ে
ব্রজজনের নয়ন-চকোর (২)॥
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ? করাও দর্শন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥ ধ্রু
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান (৩)।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি! রাখহ মোর প্রাণ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, কাঁহা শিখিপুচ্ছের উড়ান
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
যেই কান্তি জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গাররসসারছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্নাসানি
জানি বিধি নিরমিল তায় (৪)॥

(১) উজোর—উজ্জ্বল।

(২) কান্ত্যমৃত—কান্তিরূপ অমৃত। পীয়ে—পান করিয়া। জীয়ে—জীবনধারণ করে।

(৩) কামার্ক—কাম (কন্দর্প)+অর্ক (সূর্য্য)। কর—হস্ত, (পক্ষে) কিরণ।

(৪) সানি—ছানি, মেলাইয়া, অর্থাৎ চটকাইয়া।

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি,নবাম্বুদ গর্জ্জিত জিনি
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার (১)।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পীয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥
মোর সেইকলানিধি,প্রাণরক্ষার মহৌষধি,
সখি! মোর তিঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥
যেজন জীতে নাহি চায়,তাহে কেনেজীয়ায়
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক (২)।
বিধিকে করে ভর্ৎসন,কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকঃ

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অহো (হে) বিধাতঃ, তব ক্বচিৎ দয়া ন (অস্তি)। 'যতঃ' মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ সংযোজ্য অকৃতার্থান্ তান্ চ অপার্থকং (নিষ্প্রয়োজনং) বিযুনঙ্ক্ষি (বিয়োজয়সি) তে (তব) বিচেষ্টিতং (কার্য্যম্) অর্ভকচেষ্টিতং (বালককার্য্যং) যথা (ইব)।

অনুবাদ।—(গোপীগণ কহিলেন) হে বিধাতঃ! এ বড় আশ্চর্য্য যে তোমার লেশমাত্র দয়া নাই; যেহেতু দয়া থাকিলে জীবগণকে মৈত্রী ও প্রণয় দ্বারা সংযুক্ত করিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে না হইতেই কেন অকারণে বিযুক্ত করিবে? অতএব তোমার ব্যবহার বালকের ব্যবহারের মত ॥ ৩ ॥

যথা—রাগঃ।

না জানিস্ প্রেমমর্ম্ম, বৃথা করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোরযদিলাগিপাইয়ে,তবেতোরেশিক্ষাদিয়ে
আর হেন না করিস্ বিধান ॥
অরে বিধি তোঁ বড় নিঠুর।
অন্যোন্যদুর্ল্লভ জন, করাইয়া সম্মিলন,
অকৃতার্থ কেনে করিস দূর ॥ ধ্রু
অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলি মোর।
ক্ষণেককরিতেপান,কাড়িনিলে অন্য স্থান,
পাপ কৈলে দত্ত-অপহার (৩) ॥
অক্রূরকরেতোরদোষ,আমায় কেনকররোষ,
ইঁহো যদি কহ দুরাচার।
তুই অক্রূর রূপ ধরি, কৃষ্ণনিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥
তোরেকিবা করিরোষ,আপনারকর্ম্মদোষ,
তোর আমার সম্বন্ধ বিদূর (৪)।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর ॥
সবত্যজিভজিযারে, সেইআপনহাতেমারে
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তাঁর লাগি আমি মরি, উলটি না চায় হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥
কৃষ্ণেকেন করিরোষ, আপনদুর্দ্দৈব দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যেকৃষ্ণমোরপ্রেমাধীন,তাঁরেকৈলউদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥
এইমত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়!
হা হা কৃষ্ণ! তুমি গেলে কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্য বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥

---

(১) নবাম্বুদ—নূতন মেঘ।

(২) ক্রোধ—প্রতিকূল ভাব দ্বারা চিত্তের যে জ্বলন, তাহাকে ক্রোধ কহে। ইহাতে কঠোরতা, ভ্রূকুটী এবং নেত্র-লোহিত্যাদি বিকার হইয়া থাকে।

শোক—ইষ্টবিয়োগ নিমিত্ত চিত্তের যে ক্লেশাতিশয়, তাহাকে শোক বলে। ইহাতে বিলাপ, পতন, নিশ্বাস, মুখশোষ ও ভ্রমাদি উৎপন্ন হয়।

(৩) দত্ত-অপহার—দান করিয়া অপহরণ।

(৪) অর্থাৎ তোর ও আমার কোনই সম্বন্ধ

তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন মঙ্গল গীত, প্রভুর ফিরাইতে চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন॥
এইমত বিলাপেতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতেস্বরূপগোঁসাঞিপ্রভুকেশোয়াইল
প্রভু শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নামসংকীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরার ভিতে মুখ ঘসিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥
সব রাত্রি করে প্রভু মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন॥
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দুহাঁর হৈল মহাদুঃখ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল।
কাঁহা কৈলে তুমি এই স্বরূপ পুছিল॥
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহিরে যাইতে॥
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারি ভিতে।
ক্ষত হয়ে রক্ত পড়ে না পারি যাইতে॥
উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে বলে যে করে সব উন্মাদ লক্ষণ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে॥
সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল॥
প্রভু পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপর করে পাদপ্রসারণ॥
প্রভু পাদোপধান বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে হেন শ্রীশুক বর্ণিল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কং ১৩ অং ৫ শ্লোকঃ

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানঃ প্রহৃষ্ট-রোমা মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) ইতি ব্রুবাণম্ বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণঃ (নারায়ণস্য) চরণোপধানং বিদুরম্ অভ্যচষ্ট (কথয়ামাস)।

অনুবাদ।—(শুকদেব কহিলেন) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ক্রোড়ে প্রীতিপূর্ব্বক পাদপ্রসারণ করিতেন, সেই বিদুর বিনীত হইয়া ঐরূপ কহিলে, মৈত্রেয় মুনি আনন্দিত হইয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৪॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসম্বাহন।
ঘুমাইয়া পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥
উঘার অঙ্গে(১)পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে প্রভু মুখাব্জ(২)ঘষিতে॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তথাহি—স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পতরৌ
৬ষ্ঠঃ শ্লোকঃ

স্বকীয়স্য প্রাণা-
র্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ
সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্ব-
দ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো
হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৫

না থাকায় কেনই বা তুই আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবি।

(১) উঘার অঙ্গে—অনাবৃত গাত্রে।
(২) মুখাব্জ—মুখপদ্ম।

অন্বয়ঃ।—স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য (দশকোটিপ্রাণসদৃশবৃন্দাবনস্য) বিরহাৎ উন্মাদাৎ সততং প্রলাপান্ অতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ (বিকলমনাঃ) ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ (নিরন্তর-মুখচন্দ্রঘর্ষণেন) ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

অনুবাদ।—যিনি প্রাণার্ব্বুদসদৃশ (দশকোটি প্রাণের তুল্য) নিজ বৃন্দাবনের বিরহে উন্মত্ত হইয়া সতত প্রলাপ করতঃ বিকলবুদ্ধি হইতেন এবং ভিত্তিতে নিরন্তর মুখচন্দ্রঘর্ষণজনিত যাঁহার ক্ষত হইতে রুধিরধারা নির্গত হইত, সেই গৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছেন ॥ ৫ ॥

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে ডুবে কভু ভাসে ॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যানপ্রধানে।
প্রবেশ করিল প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক-শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন।
গুরু হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন ॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাগণ জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্তপ্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্ ॥
"ললিতলবঙ্গলতা" পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা ॥
প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখে হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা ॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তাঁরে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে ভরিল উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন ॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥
কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিল।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিল ॥

তথাহি—গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৬ষ্ঠঃ শ্লোকঃ

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ
পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গকঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে
শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনা-
গুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ
সখি! তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥ ৬

টীকা।—কুরঙ্গমদজিদিতি। কুরঙ্গমদং মৃগমদং জয়তীতি জিচ্চ তদ্বপুশ্চেতি তস্য পরিমলোর্ম্মিণা গন্ধপ্রবাহেণাকৃষ্টা ব্রজাঙ্গনা যেন সঃ মদনমোহনঃ মে মম নাসাস্পৃহাং তনোতি বিস্তারয়তি।

অনুবাদ।—(শ্রীরাধা কহিলেন, হে সখি বিশাখিকে!) যিনি মৃগনাভি-পরাভবকারী দেহের সদ্গন্ধরূপ তরঙ্গ দ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি আপনার অঙ্গরূপ অষ্টপদ্মে (নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি ও মুখ) কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ বিস্তার করেন, এবং যিনি মৃগনাভি, কর্পূর, বরচন্দন ও অগুরু প্রভৃতির সুগন্ধ দ্বারা অঙ্গ চর্চ্চিত করেন, সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন (অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গগন্ধের জন্য আমার নাসিকা উৎসুক হইতেছে) ॥ ৬ ॥

যথা—রাগঃ।

কস্তূরিকা নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ (১)।
ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায়।
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে
কৃষ্ণপাশ ধরি লঞা যায় ॥

(১) কস্তুরিকা—মৃগনাভি। নীলোৎপল—নীল পদ্ম। পরিমল—সদ্গন্ধ।

নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যেই পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্মসঙ্গে॥
হিমকলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, মিলি তার গন্ধ সঙ্গে
কামদেবের মন করে চুরি (১)॥
হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী (২) ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরি, নাচায় জগৎনারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ (৩)॥
সে গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাঞা পিয়া পেট ভরে, তবু পিঙ পিঙ করে
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥
মদনমোহন নাট, পসারি গন্ধের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনামূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥
এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় বৃক্ষলতাপাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে
কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায়॥
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল॥
মাতৃভক্তি প্রলাপন, ভিত্তে মুখ সংঘর্ষণ
কৃষ্ণগন্ধে স্ফূর্ত্তো দিব্য নৃত্য।

(১) হিমকলিত—কর্পূরমিশ্রিত, কিংবা স্বর্ণ-প্রোথিত। চর্চ্চা—লিপ্ত।
(২) নীবী—কটিবস্ত্রগ্রন্থি।
(৩) বাউরি—পাগলিনী।

এই চারি লীলাভেদে, গাই এই পরিচ্ছেদে
কৃষ্ণদাস রূপগোঁসাঞির ভৃত্য॥
এইমত মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য-শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার॥
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১২ শ্লোকঃ

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা
যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্য
মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ৭

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ মধ্যলীলায় ২৩ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥ ৭॥

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥
ইহার সত্যত্বের প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে॥
মহিষীর গীত যৈছে দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে যার অর্থ সবিশেষে॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস॥
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা শুনিতে মহা সুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে-
বিরহপ্রলাপমুখসংঘর্ষণাদিবর্ণনং
নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষো-
দ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য
ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—ভাগ্যবদ্ভিঃ গৌরচন্দ্রস্য প্রেমোদ্ভাবিত-হর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং (কিলকিঞ্চিতভাব-সমন্বিতং) লপিতম্ (উক্তিঃ) নিষেব্যতে (শ্রূয়তে)।

অনুবাদ।—শ্রীগৌরাঙ্গের হর্ষ, ঈর্ষ্যা উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি এই সমস্ত ভাব মিশ্রিত প্রলাপ বাক্যকে ভাগ্যবান্ জনেরা শ্রবণ করেন ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন সনে।
রাত্রিদিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে ॥
নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্য উদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোক অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥
হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কং ৫ অং ৩০ শ্লোকঃ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ-
র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ২

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥২॥

নাম সংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৭মাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহা-
দাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥ ৩

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং কৃষ্ণগোবিন্দেতি নামোচ্চারণং পরং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বিজয়তে। কথম্ভূতং কীর্ত্তনং চেতোদর্পণমার্জ্জনং চিত্তরূপ-দর্পণস্য মলাপকর্ষণং পুনঃ কীদৃশং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং সংসারদুঃখনাশনং পুনঃ কীদৃশং শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং মঙ্গলরূপকৌমুদী-জ্যোৎস্নাবিস্তারশীলং পুনঃ কীদৃশং বিদ্যাবধূ-জীবনং বিদ্যারূপা বধূঃ তস্যাঃ প্রাণং পুনঃ কীদৃশং আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং আনন্দরূপসমুদ্রস্য বৃদ্ধিকারণং পুনঃ কীদৃশং প্রতিপদং পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনং সকলরসাস্বাদকারণং পুনঃ কীদৃশং সর্ব্বাত্মস্নপনং মন আদীন্দ্রিয়গণতৃপ্তিজননশীলম্।

অনুবাদ।—যাহা চিত্তের বিবিধ দুর্ব্বাসনা-সমূহকে বিনাশ করে, যাহা সংসারতাপসমূহ নির্ব্বাণ করে, যাহা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল প্রদান করে, যাহা বিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, যাহা আনন্দ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, যাহা প্রতিপদেই সকল রসের আস্বাদনকারণ ও যাহা সকল ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্তি করে, এরূপ শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৩॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে নিজ শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥

তথাহি—পদ্মাবল্যাং নামমাহাত্ম্যে ৩২
অঙ্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃতশ্লোকঃ

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥৪

অন্বয়ঃ।—নাম্নাং বহুধা অকারি, তত্র (নাম্নি) নিজসর্ব্বশক্তিঃ অর্পিতা (সমর্পিতা), স্মরণে কালঃ ন নিয়মিতঃ। 'হে' ভগবন্! তব এতাদৃশী কৃপা, মম অপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবং 'স্যাৎ' ইহ (নাম্নি) অনুরাগঃ ন অজনি (ন জাতঃ)।

অনুবাদ।—ভগবান্ নিজ নামসমূহের অনেক প্রকার প্রচার করিয়াছেন, সেই নামে নিজ শক্তি-সকল অর্পণ করিয়াছেন, সেই নাম স্মরণে সময়ের নিয়ম করেন নাই। হে ভগবন্! এইরূপ তোমার কৃপা, কিন্তু আমার এরূপ দুর্দ্দৈব যে ঐ নামে অনুরাগ জন্মিল না॥৪॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং নামসংকীর্ত্তনপ্রকরণে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তঃ ৩২ শ্লোকঃ

তৃণাদপি সুনীচেন
তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥৫

এই শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ আদিলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িল।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগিতে [illegible]
প্রেমের স্বভাব যাঁহা [illegible]
সেই মানে কৃষ্ণে মে[illegible]

তথাহি—পদ্যাবল্যাং [illegible]
প্রকরণে ৮৫ অঙ্কে

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৬

অন্বয়ঃ।—'হে' জগদীশ্বর 'অহং' ধনং ন 'যাচে', জনং ন 'যাচে', সুন্দরীং ন 'যাচে', কবিতাং (পাণ্ডিত্যম্) বা ন কাময়ে; ত্বয়ি ঈশ্বরে মম জন্মনি জন্মনি অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাৎ (ভবতু)।

অনুবাদ।—হে ঈশ্বর, স্বর্ণরত্নাদি ধন, ভৃত্যাদি জন ও সুন্দরী স্ত্রী, কিংবা পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কিছুই তোমার নিকট প্রার্থনা করি না, কিন্তু হে ঈশ্বর! তোমাতে আমার জন্মে জন্মে ফলানুসন্ধান-রহিত ভক্তি হউক এই প্রার্থনা করি॥৬॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৩৯ অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যদেবোক্তঃ শ্লোকঃ

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং
মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-
ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অয়ি (হে) নন্দতনুজ! বিষমে ভবাম্বুধৌ পতিতং কিঙ্করং মাং কৃপয়া তব পাদ-পঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।

অনুবাদ।—হে নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ, বিষম সংসার-সমুদ্রে পতিত কিঙ্কর আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মপরাগতুল্য জান, অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের দাস কর ॥৭॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়া-বদ্ধ হঞা ॥
[illegible]রি কর তুমি পদধূলী সম।
[illegible] করোঁ তোমার সেবন ॥
[illegible] দৈন্য হৈল উদ্গম।
[illegible]ম নাম-সংকীর্ত্তন(১) ॥

হর্ষেৎ্যো[illegible] সমন্বিতং [illegible] (শ্রূয়তে)। অনুবাদ।— [illegible]

[illegible]ল্যাং ৮৪ অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবোক্তঃ শ্লোকঃ

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৮

অন্বয়ঃ।—তব নামগ্রহণে কদা নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা (বাচা) বপুঃ পুলকৈঃ নিচিতং (পরিব্যাপ্তম্) ভবিষ্যতি।

অনুবাদ।—(হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ) তোমার নাম করিলে কোন্ কালে আমার নয়ন দুইটী অশ্রু-ধারায় ব্যাপ্ত হইবে, মুখ গদ্গদস্বরে রুদ্ধ বাক্যে ব্যাপ্ত হইবে ও দেহ পুলকে ব্যাপ্ত হইবে? ৮॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলপন ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ৩২৭ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যোক্তঃ শ্লোকঃ

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৯

অন্বয়ঃ।—গোবিন্দবিরহেণ মে নিমেষেণ যুগায়িতম্ (যুগবৎ প্রতিভাতম্), চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং, সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতম্।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমার (রাধার) একমুহূর্ত্ত যুগের মতন হইয়াছে, চক্ষু বর্ষার মতন হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে ॥৯॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ যুগ সম।
বর্ষা মেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন ॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন ॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥
এতেক চিন্তিয়া রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেম ভাব করিল উদয় (২) ॥
হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি (৩) বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয় ॥
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি(৪) শ্লোক যে পড়িল ॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল ॥

তথাহি—পদ্যাবল্যাং ১৩৪ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবোক্তঃ শ্লোকঃ

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—সঃ (কৃষ্ণঃ) পাদরতাং (চরণ-সেবানিরতাং) মাম্ আশ্লিষ্য পিনষ্টু বা, অদর্শনাৎ 'মাং' মর্ম্মহতাং করোতু বা, সঃ লম্পটঃ যথাতথা বিদধাতু (বিহরতু) বা, তু স এব মৎপ্রাণনাথঃ ন অপরঃ।

অনুবাদ।—সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণসেবানিরতা কিঙ্করী আমাকে (রাধাকে) আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন, বা দর্শন না দিয়া আমাকে মনঃপীড়া দেন, অথবা কামুক তিনি যথেচ্ছা-বিহার করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহে ॥১০॥

---

(১) প্রেম-নামসংকীর্ত্তন—প্রেমের সহিত নাম-কী[illegible]।

(২) শ্রীরাধার নির্ম্মল হৃদয়ে স্বাভাবিক ব্যভিচারী ভাব উদয় হইল।

(৩) প্রৌঢ়ি—ঔৎসুক্য।

(৪) প্রৌঢ়ি—প্রতিজ্ঞা।

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার॥

যথা—রাগঃ।

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তিঁহো রস-সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন, জারে(১) আমার তনুমন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥ ধ্রু
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরেদিতেমনঃপীড়া, মোরআগেকরেক্রীড়া,
তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য (২)॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায় পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করোঁ সুখী॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণপায়েনসন্তোষ
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান
ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণমর্ম্ম নাহিজানে
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
কৃষ্ণে মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥
যেগোপীকরেমোরদ্বেষে, কৃষ্ণের করেসন্তোষে
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারেসেবোঁদাসীহঞা
তবে মোর সুখের উল্লাস॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা (৩)।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা (৪)॥
কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণমোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী অভিমান॥

---

(১) জারে—কষ্ট দেন, যন্ত্রণা দেন।

(৩) কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্রাহ্মণ লক্ষহীরা-নাম্নী বেশ্যাকে ইচ্ছা করিলে তাহার পতিব্রতা পত্নী ধন না থাকায় সেই বেশ্যাকে সেবায় সন্তুষ্ট করেন। বেশ্যা ঐ বিপ্রপত্নীর অভিপ্রায় শুনিয়া ঐ বিপ্রসঙ্গমে সম্মতা হইলে গতিশক্তিহীন ঐ বিপ্রকে তাহার পত্নী বহন করিয়া রজনীতে সেই বেশ্যালয়ে লইয়া যান। পথিমধ্যে শূলোপরি সমাধিস্থ মাণ্ডব্য মুনি ঐ বিপ্রস্পর্শে সমাধি ভঙ্গ হওয়াতে উহাকে এই শাপ দেন যে, রাত্রি প্রভাত হইলে উহার মৃত্যু হইবে। তাহা শ্রবণে ঐ বিপ্রপত্নী বলিলেন 'তবে কি আমি বিধবা হইব? অতএব এ রাত্রিও প্রভাত হইবে না।' মুনি ও সতীর বিবাদে রাত্রি প্রভাত না হওয়াতে মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব তথায় আসিয়া সতীকে বলিলেন, রাত্রি প্রভাত হউক, তোমার পতিকে জীবিত করিব। ইহাতে ঐ সতী সম্মত হইলে রাত্রি প্রভাত হইল। ব্রহ্মাদি তিন দেবতা মৃত বিপ্রকে জীবিত করিলেন, ব্যাধি আরোগ্য করিয়া সুন্দরাঙ্গ করিলেন এবং ব্রহ্মাদির দর্শন-প্রভাবে সেই বিপ্রের বেশ্যাপ্রবৃত্তিও দূরীভূত হইল।

কান্তা সেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি
সেবা করে দাসী অভিমানী॥
এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
ভাবিতে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর
মন দেহ ধারণ না যায়॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সেপ্রেম জানাতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ॥
এই মত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া॥
পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক করি লোক শিখাইল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥
যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্রগম্ভীর।
নানাভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥
সেই রস-লীলা সব আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণি নাহি পায় অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে॥
যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার॥
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥

অতএব সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে॥
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত-বর্ণন কৈল সমাপন॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলার তিঁহো হয় আদি ব্যাস॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল তিঁহো সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি গ্রন্থ রাখিলা ধরিয়া॥
চৈতন্যমঙ্গলে তিঁহো লিখিল স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন, সেই বচন প্রমাণে॥
সংক্ষেপে কহিল বিস্তর না যায় কথন।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিল বর্ণন॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে ব্যাস আগে করিল বর্ণনে॥
চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি(১) ভরি তিঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারি শেষামৃত মোরে কিছু দিল।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেল॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি(২)।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ লীলার বিস্তার॥

(১) ঝারি—ভৃঙ্গার।
(২) রাঙ্গাটুনি—পক্ষিবিশেষ।

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগে (১) ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি॥
পূর্ব্বগ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রোতৃবৃন্দ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥
ইঁহা সবার চরণকৃপায় লিখায় আমারে।
আর এক হয় তিঁহো অতি কৃপা করে॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায়(২) তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি কহি শ্রোতা না করিহ রোষ॥
তোমা সবার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন॥
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ (৩)।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের (৪) বিধান শ্রবণ॥
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুক্কুর আইলা।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈলা॥
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।
তাহি মধ্যে শিবানন্দের আচার্য্য দর্শন॥
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুরে বাক্যদণ্ড॥
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন॥
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তারে কৈল রক্ষণ॥
জ্যৈষ্ঠমাসের ঘামে(৪) কৈল তার পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে পাঠাইল বৃন্দাবন॥
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায়-দ্বারে তারে কৃষ্ণকথা শুনাইল॥
তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষিলা।
স্বরূপগোসাঞি বিগ্রহমহিমা স্থাপিলা॥
ষষ্ঠে রঘুনাথদাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব কৈলা॥
দামোদর স্বরূপ ঠাঞি তাঁরে সমর্পিল।
গোবর্দ্ধনশিলা গুঞ্জামালা তারে দিল॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন।
নানামতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন॥
অষ্টমে শ্রীরামচন্দ্র পুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন॥
নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক মোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন॥
দশমে করিল ভক্তদত্ত-আস্বাদন।
রাঘব পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন॥
তার মধ্যে গোবিন্দেরে কৈল পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন॥
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর ভগবান্॥
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈল ভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দেরে তাড়ন॥
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাই আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন॥
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন।
শরীর এথা, প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥

---

(১) পঞ্চরোগ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ।
(২) না জুয়ায়—যুক্তিসঙ্গত হয় না।
(৩) অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উল্লেখ।
(৪) বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক।
(৫) ঘামে—ঘর্ম্মে অর্থাৎ [illegible], গ্রীষ্মে।

তার মধ্যে ... প্রভুর পতন।
অস্থিসন্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম ॥
চটকগিরি দেখি তাঁহা প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন ॥
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাস।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশ ॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
তার মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈল।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল ॥
শিবানন্দ বালকেরে শ্লোক করাইল।
সিংহ-দ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল॥
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃত শ্লোক সব আস্বাদিল ॥
সপ্তদশে গাভীমধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম ॥
কৃষ্ণ শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
'কাস্ত্র্যঙ্গ তে'শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥
ভাবশাবল্যে (১) পুনঃ কৈল প্রলাপন।
কর্ণামৃতের শ্লোকার্থ কৈল বিবরণ ॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপীর জলকেলি তাঁহাই দর্শন॥
তাঁহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্য ভোজন।
জালিয়া উঠাইল প্রভু আইল স্বস্থানে॥
ঊনবিংশে ভিত্তে প্রভুর মুখসংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি প্রলাপ বর্ণন ॥
বসন্ত-রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ শ্লোকের অর্থ বিবরণ ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
ভক্তি শিক্ষাইতে যেই শিক্ষাষ্টক করিল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল ॥
মুখ্য মুখ্য লীলা তার করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরি গ্রন্থ বিবরণ ॥

(১) ভাবশাবল্যে—ভাবের প্রভাবে।

এক এক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার।
মুখ্য মুখ্য গণিল শুনিলে জানিবে আর ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীল মদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দচরণ ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীলগোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়ার প্রাণনাথ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীরূপ শ্রীস্বরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥
নিজ শিরে ধরি ইহা সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥
সবার চরণ কৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী।
মোর বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই ॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচান রাখিল।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল ॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সবার চরণ-কৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুইয়া করোঁ মুঞি পানে ॥
শ্রোতাপদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

চরিতমমৃতমেতচ্ছ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্‌যঃ।
তদমলচরণাব্জে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্॥ ১১

টীকা।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থশ্রবণফলমাহ চরিতমমৃতেতি। শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য এতচ্চরিতং চরিত্রং যঃ শ্রদ্ধয়া দৃঢ়বিশ্বাসেন আস্বাদয়েৎ অন্তর্গতং কৃত্বা চিন্তয়েৎ। স জনস্তদমলচরণাব্জে তস্য নির্ম্মলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতাং ভ্রমরস্বভাবতাম্ এত্য প্রাপ্য উচ্চৈঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টং যথা ভবতি তথা। প্রেমমাধ্বীকপূরং মাদকত্বং নাম

বিষয়রসাদিবিস্মারকম্। রসয়তি আস্বাদয়তীত্যর্থঃ। চরিতং কিম্ভূতম্? অমৃতম্ অমৃতবৎ মাধুর্য্যম্। স্বতঃ ফলং ফলান্তরসাধনঞ্চ শুভদং পার্ষদদেহপ্রদং পুনঃ কীদৃশম্? অশুভনাশি অপরাধনাশনশীলম্।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রেমসেবাপ্রদ ও অপরাধনাশক চরিতামৃত যিনি শ্রদ্ধার সহিত আস্বাদন করেন, তিনি তাঁহার পাদপদ্মে ভৃঙ্গ হইয়া নানাবিষয়রসাদিবিস্মারক প্রেমানন্দ-মাধ্বীক আস্বাদন করেন ॥১১॥

শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১২

টীকা।—এতৎ চৈতন্যচরিতামৃতম্ চৈতন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম্নি ভগবতি অর্পিতম্ নিজপরিকর-সহিতানাং শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দগোপীনাথ-দেবানাং তুষ্টয়ে অস্তু।

অনুবাদ।—এই চৈতন্যার্পিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত শ্রীমন্মদনগোপাল, গোবিন্দ ও গোপী-নাথদেবের তুষ্টির নিমিত্ত হউন ॥ ১১ ॥

পরিমলবাসিতভুবনং
স্বরসোন্মাদিতরসজ্ঞরোলম্বম্।
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ খলু
রসিকঃ সমীহতে হাতুম্ ॥১২

টীকা।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং সমর্প্য শ্লোকেন স্বনিষ্ঠাং নিরূপয়তি পরিমলবাসিতেতি। গিরিধর-চরণাম্ভোজং শ্রীকৃষ্ণপাদ[illegible]কো রসিকঃ রস-ভাবনচতুরঃ খলু নিশ্চিত[illegible]ত্যক্তুং সমীহতে চেষ্টতে? চরণাম্ভোজং কিম্ভূতম্? পরিমলবাসিতং ভুবনং যেন তৎ। পুনঃ কিম্ভূতম্? স্বরসামোদিত-রসজ্ঞরোলম্বং স্বমাধুর্য্যাদিনা মোদিতঃ আকর্ষিতঃ রসজ্ঞো রসবেত্তা রোলম্বো ভ্রমরো যেন তৎ।

অনুবাদ।—কোন্ রসভাবনাচতুর রসিক ব্যক্তি চতুর্দ্দশভুবন-সুগন্ধিকারী এবং স্বমাধুর্য্য দ্বারা রসজ্ঞরূপ ভ্রমরাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়?১২॥

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ
জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং
গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—সিন্ধু (৭)-অগ্নি(৩)-বাণে(৫)-ন্দৌ (১) শাকে (সংখ্যানাং বামতঃ গতিঃ ইত্যতঃ ১৫৩৭ শাকে) জ্যৈষ্ঠে সূর্য্যাহে (রবিবারে) অসিতপঞ্চম্যাং বৃন্দাবনান্তরে অয়ং গ্রন্থঃ পূর্ণতাং গতঃ।

অনুবাদ।—১৫৩৭ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে রবি-বারে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতিথিতে শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় ॥১৩॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শিক্ষাষ্টকশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম
বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ

সমাপ্তং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্